অমল পুরাণ
অমল পুরাণ
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

সমস্ত বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের সারাতিসার

অমল পুরাণ

(অখণ্ড সংস্করণ)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

ইংরেজী শ্রীমদ্ভাগবতের সহজ-সরল প্রাঞ্জলপূর্ণ
বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে গদ্যাকারে সংকলিত

ভক্তিবেদান্ত পাবলিশিং হাউস

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় — পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ স্কন্ধ ৩৪৫

বিষয় — পৃষ্ঠা

সপ্তম স্কন্ধ ৪০৭

অষ্টম স্কন্ধ ৪৬১

হৃদয়ে অপূর্ণতা অনুভব করেন। যখন তিনি তাঁর এই অসন্তোষের কারণ তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব নারদমুনিকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি তাঁকে বেদের অন্তর্নিহিত সারমর্ম স্বরূপ ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা সমন্বিত শুদ্ধ প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত 'শ্রীমদ্ভাগবত' উপস্থাপনা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তখন শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর গুরুদেব কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে বৈদিক জ্ঞানের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক তথ্য সমন্বিত এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র বৃক্ষের সুপক্ব ফলস্বরূপে পরিচিত গ্রন্থরাজ, অমল পুরাণ 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রণয়ন করেন।

সাধারণতঃ বেদ, পুরাণ, উপনিষদ আদি শাস্ত্রগ্রন্থে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তথাকথিত বেদের অনুগামী ধার্মিক ব্যক্তিরা বেদের নির্দেশিত সেই সমস্ত যাগ-যজ্ঞ আদি বিভিন্ন কর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বড় জোর স্বর্গ সুখভোগ লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাদের কখনও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি রূপ সংসার-চক্রের বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয় না।

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥
(চৈতন্য চরিতামৃত)

সেইজন্য যে সমস্ত তথাকথিত শাস্ত্রগ্রন্থে পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করা হয় না, তা হচ্ছে অর্থহীন। যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। উচ্চস্তরে নিবাসকারী পরমহংসেরা সেখানে কোনরকম আনন্দ অনুভব করেন না। পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের বিভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন। আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সম্পর্ক-বিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই, যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তা হলে তার কি প্রয়োজন? ভগবানকে ছাড়া যা কিছু বর্ণনা করা হোক না কেন তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণামরূপে মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে। ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়। জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত এবং ধর্মের নামে তাদের ভোগকে অনুপ্রাণিত করা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হবে। কেননা তার ফলে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবেন না।

পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছেন, যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু, সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস উপলব্ধির পরিপক্ব অবস্থায় এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তার হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তাই সমস্ত বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই কল্পবৃক্ষস্বরূপ বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ব ফল শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্যই আস্বাদন করবেন। কেননা তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হওয়ার ফলে এই ফলটি আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে, যা মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আস্বাদন করে থাকেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
(ভাঃ ১/২/৮)

সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিফলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
(ভাঃ ১/৭/৬)

জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরমতত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত-সংহিতা সংকলন করেছেন।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥
(ভাঃ ১/৩/৪৩)

ধর্ম, জ্ঞান আদি সহ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন কালে, পারমার্থিক দৃষ্টিরহিত কলিযুগের জীবদের হিত সাধনের জন্য এই পুরাণরূপ সূর্য উদিত হয়েছে।

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥
(ভাঃ ১/৩/৪০)

এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তা সংকলন করেছেন ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের চরম মঙ্গল সাধন করা এবং এটি সর্বতোভাবে সার্থক, পূর্ণ আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ।

'সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে'
(ভাঃ ১২/১৩/১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতকে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সার বলে ঘোষণা করা হয়। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃত তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি কখনই আর অন্য কোনও গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন না। অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থরাজি এবং পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ ততদিনই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, যতদিন পর্যন্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত যথাযথরূপে শ্রুত এবং উপলব্ধ না হয়। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমৃতের মহাসাগর এবং পরম গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত সত্যের শ্রবণ, কীর্তন এবং বিশ্লেষণ জগৎকে পবিত্র করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, জগতে সমস্ত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেলেও কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন ও উদ্ধার করতে সক্ষম হবে

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥
(ভাঃ ১২/১৩/১৬)

ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠতমা, সমস্ত আরাধ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম, বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

ক্ষেত্রাণাং চৈব সর্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥
(ভাঃ ১২/১৩/১৭)

হে ব্রাহ্মণগণ, তীর্থক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কাশী যেমন শ্রেষ্ঠতম অনতিক্রম্য, ঠিক তেমনই সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥
(ভাঃ ১২/১৩/১৮)

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদের অতি প্রিয়, কেননা এতে পরমহংসদের প্রাপ্য পরম অমল জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে দিব্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সঙ্গে জড় বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় ব্যক্ত করে। যে কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, ভক্তিযুক্ত চিত্তে যথাযথভাবে শ্রবণ কীর্তন করেন, তিনি পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করবেন।

ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে

পরমেশ্বর ভগবান সর্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে এই অতুলনীয় দিব্যজ্ঞানের প্রদীপ সদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মা তারপর তা নারদমুনিকে বলেছিলেন এবং নারদমুনি

তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বলেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কৃপাপূর্বক এই জ্ঞান পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছিলেন।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইস্কন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশানুসারে পাশ্চাত্যদেশে প্রচারের জন্য ইংরেজীতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ ও বিশদ ভাষ্যসহ বিশদ আকারে প্রদান করেন। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তাঁর গ্রন্থাবলী। দিব্য জ্ঞান সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতা, গভীরতা এবং স্বচ্ছতার জন্য বিদ্বান সমাজে এগুলি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে এবং সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত হয়েছে। বিশেষ করে শ্রীল প্রভুপাদের পূর্বে অন্য কেউ এমন বিশদ আকারে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য প্রদান করেন নি। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]প্রবাহী সহজ, সরল ভাষায় ভক্তিপ্লাবিত ভাষ্য সারা জগতে এক দিব্য পারমার্থিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এই 'অমল পুরাণ' গ্রন্থটি হলো সর্বমোট আঠারো হাজার শ্লোকসমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধের প্রতিটি শ্লোকের শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক সহজ, সরল ইংরেজী পদ্যানুবাদের বাংলা সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ। যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি গ্রন্থরাজ, অমল পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের জীবনকে পরিচালনার ব্রতে ব্রতী হয়েছেন, তারা যেন সবাই ভগবান থেকে অভিন্ন এই অমূল্য গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-কে সর্বদা জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, সেইজন্য আমরা সামান্য প্রয়াস করেছি মাত্র। আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলে যদি একজনও ব্যক্তি কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপক্ব ফল 'অমল পুরাণ' আস্বাদন করে প্রেমময়ী ভগবৎ সেবায় যুক্ত হয়ে পরম পুরুষার্থ শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন এবং জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় ভগবদ্ধামে কৃষ্ণের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন তাহলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হবে।

সুমেধা সম্পন্ন পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে অবগত করানো যায় যে, যাঁরা এই অমল পুরাণের বিশ্লেষণ মূলক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে চান তাঁরা অবশ্যই কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রণীত অষ্টাদশ খণ্ডে বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থগুলি পাঠ করলে অবশ্যই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

প্রথম স্কন্ধ

(সৃষ্টি)

আগেই গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পিতৃদেব শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর বিরহে কাতর হয়ে তাঁকে 'হে পুত্র! হে পুত্র!' বলে আহ্বান করেছিলেন, তখন তাঁর ভাবনায় তন্ময় বৃক্ষরাজিও বিরহকাতর পিতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে প্রত্যুত্তর করেছিল। সংসাররূপ গভীর অন্ধকূপ উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে কৃপা করে যিনি স্বীয় প্রভাব-জ্ঞাপক সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারভূত অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকাশক দীপ-সদৃশ সর্বপুরাণ-রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন, সেই মুনিগণের গুরু ব্যাস-তনয় শ্রীল শুকদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। সংসার-বিজয়ী গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চারণ করার পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নর-নারায়ণ ঋষি নামক ভগবৎ-অবতার, বিদ্যাদেবী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"হে ঋষিগণ, আপনারা আমাকে যথার্থ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনাদের প্রশ্নগুলি অতি উত্তম, কেন না সেগুলি কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং তাই তা জগতের মঙ্গল সাধন করে। এই ধরনের পরিপ্রশ্নের দ্বারাই কেবল আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়। সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্মা যথার্থ প্রসন্নতা লাভ করে। ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে। স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র। সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে চরম মুক্তি লাভ করা। তা কখনো জড় বিষয় লাভের আশায় অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। অধিকন্তু, তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, যাঁরা পরম ধর্ম অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যেন কখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উদ্দেশ্যে জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশী না হন। ইন্দ্রিয় সুখভোগকে কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মাকে নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা উচিত, কেন না মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়। যা অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা অভিহিত হন। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চল বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম ফল। তাই একাগ্র চিত্তে, নিরন্তর ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং তাঁর আরাধনা করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানের অনুস্মরণ রূপ তরবারির দ্বারা যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কর্ম-বন্ধন ছেদন করেন। তাই সেই ভগবানের কথায় কেউ কি রতিযুক্ত হবে না?"

"হে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ, সব রকমের পাপ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভগবদ্ভক্তদের সেবা করার ফলে মহৎ-সেবা সাধিত হয়। এই ধরনের সেবার ফলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন। নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন হৃদয়ে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়, তখন রজ ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। এইভাবে শুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সর্বপ্রকার জড়-বন্ধন মুক্ত

হয়ে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। আত্মাই আত্মা পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন হলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই সমস্ত পরমার্থবাদীরা চিরকাল গভীর আনন্দ সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে আসছেন, কেন না এই ধরনের প্রেমময়ী সেবা আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে। পরমেশ্বর ভগবান সত্ত্ব, রজ এবং তম নামক জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত। জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিনটি গুণজাত রূপ ধারণ করেন। এই তিনটি রূপের মধ্যে, সমস্ত মানুষই সত্ত্বগুণজাত রূপ বিষ্ণুর থেকে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করতে পারেন। কাঠ হচ্ছে মৃত্তিকার বিকার, কিন্তু ধোঁয়া কাঠ থেকে শ্রেয়। আর অগ্নি তার থেকেও শ্রেয়, কেন না অগ্নির দ্বারা (বৈদিক যজ্ঞের মাধ্যমে) উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা যায়। তেমনই, রজোগুণ তমোগুণ অপেক্ষা শ্রেয়, কিন্তু সত্ত্বগুণ সর্বশ্রেষ্ঠ, কেন না সত্ত্বগুণের দ্বারা আমরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।"

"পূর্বে সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন, কেন না তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্যন্তিক মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর আরাধনা করেছিলেন। যাঁরা সেই সমস্ত মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। যাঁরা মুক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা অবশ্যই অসূয়ারহিত এবং তাঁরা সকলের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ। তথাপি তাঁরা ভয়ঙ্কর আকৃতি বিশিষ্ট দেব-দেবীদের ত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অংশ অবতারদের দিব্য আনন্দময় রূপের আরাধনা করেন। যারা রজ ও তমোগুণের অধীন, তারা পিতৃ-পুরুষ, ভূত এবং প্রজাপতিদের পূজা করে, কেন না তারা স্ত্রী, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সন্তান-সন্ততি আদি জড় বিষয়-ভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত।"

"বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি-বিধান এবং যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনিই দান করেন। পরম জ্ঞান এবং সমস্ত তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য। এই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্গুণ হয়ে প্রথমে কার্য-কারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে নিরীক্ষণ করে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। জড় জগৎ সৃষ্টি করার পর ভগবান (বাসুদেব) নিজেকে বিস্তার করে তার মধ্যে প্রবেশ করেন। যদিও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে অবস্থিত এবং যদিও মনে হয় যে এই জড় জগতে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। আগুন যেমন কাঠের মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও পরমাত্মারূপে সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। যদিও তিনি অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, তবুও মনে হয় তিনি যেন নানারূপে প্রকাশিত হয়েছেন। পরমাত্মা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর সৃষ্ট জীবদের দেহে প্রবেশ করেন এবং সূক্ষ্ম মনের দ্বারা তাদের এই সমস্ত গুণগুলির প্রতিক্রিয়া ভোগ করান। এইভাবে সমস্ত জগতের পতি দেবতা, মনুষ্য এবং পশু অধ্যুষিত সমস্ত গ্রহ লোকগুলি প্রতিপালন করেন। বিভিন্ন অবতারে তিনি তাঁর লীলা-বিলাস করে বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত জীবসমূহকে উদ্ধার করেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবান প্রথমে তাঁর পুরুষ-অবতারে বিরাট রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র আদি জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করেন। এইভাবে জড় জগৎকে সৃষ্টি করার জন্য তিনি প্রথমে ষোলটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন।"

"পুরুষাবতারের এক অংশ গর্ভোদকে শয়ন করে যোগনিদ্রা বিস্তার করেন। তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম নির্গত হয় এবং সেই পদ্ম থেকেই প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের বিরাট শরীরে অবস্থিত, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট এই জড় উপাদানের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ নেই। তাঁর শরীর পরম উৎকর্ষ সহকারে শুদ্ধ-প্রকৃতিতে অবস্থিত। ভক্তরা তাঁদের বিজ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা পরম চমৎকার অসংখ্য হস্ত-পদ-মুখ যুক্ত পুরুষের দিব্য রূপ দর্শন করেন। সেই শরীরে অসংখ্য মস্তক, কর্ণ, চক্ষু এবং নাসিকা রয়েছে। সেগুলি অসংখ্য মুকুট, উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং মালিকার দ্বারা শোভিত। এই রূপ (দ্বিতীয় পুরুষাবতার) ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত অসংখ্য অবতারের উৎস এবং অবিনশ্বর বীজ। এই রূপের অংশ এবং কলা থেকে দেবতা, মনুষ্য আদি বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি হয়েছে।"

"সৃষ্টির আদিতে প্রথমে ব্রহ্মার চারজন অবিবাহিত পুত্র (চতুঃসন বা কুমারেরা) ছিলেন, যাঁরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই পৃথিবী যখন রসাতলে পতিত হয়েছিল, তখন এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীকে উদ্ধার করতে উৎসুক হয়ে সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু দ্বিতীয় অবতারে বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন। ঋষিদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান দেবর্ষি নারদরূপে তাঁর তৃতীয় শক্ত্যাবেশ অবতারে আবির্ভূত হন। বেদের যে সমস্ত ব্যাখ্যা কর্মমুক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে জীবকে অনুপ্রাণিত করে, তিনি সেগুলি সংকলন করেছিলেন। চতুর্থ অবতারে ভগবান ধর্মরাজের পত্নীর গর্ভে নর এবং নারায়ণ নামক যমজ পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ইন্দ্রিয়-সংযমের আদর্শ প্রদর্শন করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পঞ্চম অবতারে তিনি কপিলদেব ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীকপিল নামে অবতরণ করেন। তিনি আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে সৃষ্টির উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে সাংখ্য দর্শন প্রদান করেন, কেন না কালের প্রভাবে সেই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরম পুরুষের ষষ্ঠ অবতার হচ্ছেন মহর্ষি অত্রির পুত্র ভগবান দত্তাত্রেয়। মাতা অনসূয়ার প্রার্থনায় তিনি তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অলর্ক, প্রহ্লাদ এবং অন্য অনেককে পারমার্থিক জ্ঞান দান করেছিলেন। সপ্তম অবতার হচ্ছেন প্রজাপতি রুচি ও তাঁর পত্নী আকূতির পুত্র যজ্ঞ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র যম আদি দেবতারা তাঁকে সেই কার্যে সাহায্য করেছিলেন। ভগবানের অষ্টম অবতার হচ্ছেন মহারাজ নাভি ও তাঁর পত্নী মেরুদেবীর পুত্র মহারাজ ঋষভদেব। এই অবতারে ভগবান পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন, যে পন্থা সর্বতোভাবে জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মানুষদের দ্বারা পূজিত পরমহংসেরা অবলম্বন করে থাকেন।"

"হে বিপ্রগণ, ঋষিদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে নবম অবতারে ভগবান পৃথুরূপে রাজদেহ ধারণ করেছিলেন। এই পৃথিবীর ওষধীসমূহকে তিনি দোহন করেছিলেন। তাই পৃথিবী তখন পরম কমনীয় হয়ে উঠেছিল। চাক্ষুষ মন্বন্তরে যখন মহাপ্লাবন হয় এবং সমস্ত পৃথিবী জলের অতল তলে নিমজ্জিত হয়, তখন ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করে বৈবস্বত মনুকে একটি নৌকার উপর রেখে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। একাদশ অবতারে ভগবান কূর্মরূপ পরিগ্রহ করে তাঁর পৃষ্ঠে মন্দরাচল পর্বতকে ধারণ করেছিলেন, যা সমুদ্র-মন্থনকারী দেবতা এবং দানবেরা মন্থন-দণ্ডরূপে ব্যবহার করেছিল। দ্বাদশ অবতারে ভগবান ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ত্রয়োদশ অবতারে তিনি মোহিনীরূপে অসুরদের মোহাচ্ছন্ন করে দেবতাদের অমৃত পান করতে দিয়েছিলেন। চতুর্দশ অবতারে ভগবান নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর নখের দ্বারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সুদৃঢ় শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন সূত্রধর একটা কুশ বিদীর্ণ করে। পঞ্চদশ অবতারে ভগবান বামনরূপ ধারণ করে দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থানে গমন করেছিলেন। যদিও তিনি দেবতাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ত্রিভুবন অধিকার করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি কেবল ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। ষোড়শ অবতারে ভগবান ভৃগুপতিরূপে অবতীর্ণ হয়ে ক্ষত্রিয় রাজাদের দেব-দ্বিজ বিদ্বেষী দেখে তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন। তারপর সপ্তদশ অবতারে ভগবান শ্রীব্যাসদেবরূপে পরাশর মুনির পত্নী সত্যবতীর গর্ভে আবির্ভূত হন। অল্পবুদ্ধির জীবের বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতা দর্শন করে তিনি তাদের কল্যাণের জন্য বেদবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিলেন। অষ্টাদশ অবতারে ভগবান শ্রীরামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেবতাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি সেতুবন্ধন তথা রাবণ-বধ আদি কার্য সম্পাদন করে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। ঊনবিংশতি এবং বিংশতি অবতাররূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃষ্ণিকুলে (যদু বংশে) আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর ভার গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কলিযুগের প্রারম্ভে ভগবান ভগবদ্বিদ্বেষী ব্যক্তিদের সম্মোহিত করার জন্য বুদ্ধদেব নামে গয়া প্রদেশে অঞ্জনার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। তারপর দ্বাবিংশ অবতারে যুগ সন্ধিকালে, অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন দস্যুপ্রায় হয়ে যাবে, তখন ভগবান কল্কি অবতার নামে বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, বিশাল জলাশয় থেকে যেমন অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনই ভগবানের থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হন। সমস্ত ঋষি, মনু, দেবতা এবং মনুর বংশধরেরা যাঁরা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন, তাঁরাও হচ্ছেন ভগবানের অংশ এবং কলা। প্রজাপতিরাও এই অংশ ও কলার অন্তর্গত। পূর্বোল্লিখিত এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। যখন নাস্তিকদের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন আস্তিকদের রক্ষা করার জন্য ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যে মানুষ মনোযোগ সহকারে ভগবানের রহস্যপূর্ণ প্রকট অর্থাৎ অবতরণের কথা সকাল এবং সন্ধ্যায় ভক্তিপূর্বক পাঠ করেন, তিনি জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হন।"

"জড় জগতে ভগবানের যে বিরাট রূপের ধারণা, তা কল্পনাপ্রসূত। তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের (এবং নব্য ভক্তদের) ভগবানের রূপ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন প্রাকৃত বা জড় রূপ নেই। মেঘ এবং ধূলিকণা বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বলে যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বায়ু ধূলিময়। তেমনই, তারা আত্মার জড় শরীরের ধারণা আরোপ করে। এই স্থূল রূপের ধারণার ঊর্ধ্বে আরেকটি সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে, যার কোন পরিণত রূপ নেই এবং যা দেখা যায় না, যাকে শোনা যায় না এবং যা অপ্রকাশিত। এই সূক্ষ্ম রূপের ঊর্ধ্বে হচ্ছে জীবের স্বরূপ, তা না হলে সে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে পারত না। আত্মোপলব্ধির দ্বারা কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার কোন সম্পর্ক নেই, তখন সে নিজেকে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে। ভগবানের কৃপায় যখন মায়াশক্তির প্রভাব প্রশমিত হয় এবং জীব পূর্ণ জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হন এবং স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত হন। এইভাবে বিদ্বানেরা সেই জন্মরহিত এবং প্রাকৃত কর্মরহিত ভগবানের জন্ম এবং কর্মের বর্ণনা করেন, যা বৈদিক শাস্ত্রেও অনাবিষ্কৃত। তিনিই হচ্ছেন হৃদয়েশ্বর।"

"যাঁর চরিত্র সর্বদাই নির্মল এবং নিষ্কলুষ, সেই ভগবান ষড় ইন্দ্রিয়ের এবং ষড় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কোনভাবে প্রভাবিত না হয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজ করেন এবং তিনি সর্ব অবস্থাতেই সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। নটের অভিনয়ের মতো পরমেশ্বর ভগবানের নাম রূপ এবং লীলাবিলাসের অপ্রাকৃত প্রকাশ বিকৃত

মনোভাবাপন্ন মূর্খ মানুষেরা জানতে পারে না। তারা তাদের জল্পনা-কল্পনায় অথবা তর্কের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করতে পারে না। যাঁরা পূর্ণবীর্য প্রচণ্ডরূপধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অনুকূলভাবে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা সেবাপরায়ণ, তাঁরাই কেবল জগতের সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ মহিমা, শক্তি এবং দিব্য ভাব সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।"

"এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার মাধ্যমেই কেবল এই জগতে সফল হওয়া যায় এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। কেন না এই প্রশ্নের প্রশ্ন জগৎপতি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম বিকশিত করে এবং জন্ম-মৃত্যুর ভয়ানক আবর্ত থেকে জীবকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে।"

"এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বাঙ্ময় বিগ্রহ এবং তা সংকলন করেছেন ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গল সাধন করা এবং এটি সর্বতোভাবে সার্থক, পূর্ণ আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ। শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের সারতত্ত্ব আহরণ করার পর সমস্ত আত্মজ্ঞানীদের মুকুটমণিস্বরূপ তাঁর পুত্রকে তা দান করেছিলেন। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী গঙ্গার তটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট এবং মহান ঋষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর লীলা সংবরণ করে ধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানসহ নিজ ধামে গমন করলেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছে। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন তত্ত্বদর্শনে অক্ষম মানুষেরা এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।"

"হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, (মহারাজ পরীক্ষিতের সমক্ষে) শুকদেব গোস্বামী যখন শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, তখন নিবিষ্ট চিত্তে আমি তা শ্রবণ করেছিলাম এবং তাই সেই মহান শক্তিশালী মহর্ষির কৃপায় আমি শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। এখন তাঁর কাছ থেকে আমি যা শুনেছিলাম, তা আমার উপলব্ধি অনুসারে আপনাদের শোনাতে চেষ্টা করব।"

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব

সূত গোস্বামীকে এইভাবে বলতে শুনে সেই দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত সমস্ত ঋষিদের মধ্যে সব চাইতে প্রবীণ এবং বিদ্বান শৌনক মুনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—"হে সূত গোস্বামী, যাঁরা আবৃত্তি করতে পারেন এবং বলতে পারেন, তাঁদের মধ্যে আপনিই হচ্ছেন সব চাইতে ভাগ্যবান এবং শ্রদ্ধেয়। আপনি দয়া করে শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্র বাণী বর্ণনা করুন, যা মহান শক্তিশালী মহর্ষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল। কোন সময়ে এবং কোন স্থানে তা প্রথম শুরু হয়েছিল, আর কেনই বা তা গ্রহণ করা হয়েছিল? মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস কোথা থেকে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন? তাঁর (ব্যাসদেবের) পুত্র ছিলেন এক মহান ভক্ত, এক অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানী এবং তাঁর চিত্ত ছিল সর্বদাই পরমার্থ সাধনে একাগ্র। তিনি সব রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং যদিও তিনি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে একজন মূঢ় লোক বলে মনে হত। শ্রীল ব্যাসদেব যখন তাঁর পুত্রকে অনুসরণ করছিলেন, তখন নগ্ন অবস্থায় স্নানরত সুন্দরী যুবতীরা, যাঁরা ব্যাসদেবের নগ্ন যুবক-পুত্রকে দেখে কোন

রকম লজ্জা অনুভব করেননি, তাঁরা জনক ব্যাসদেবকে দেখে লজ্জাবশত তাঁদের বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে ব্যাসদেব যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন সেই যুবতীরা উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রের পবিত্র দৃষ্টিতে স্ত্রী এবং পুরুষে কোন ভেদ ছিল না, কিন্তু মহর্ষির দৃষ্টিতে সেই ভেদ ছিল। কুরু এবং জাঙ্গল প্রদেশে উন্মাদ, মূক এবং জড়ের মতো বিচরণ করে তিনি যখন হস্তিনাপুর (আধুনিক দিল্লী) নগরে প্রবেশ করলেন, তখন পুরবাসীরা ব্যাসদেব-তনয় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে কিভাবে চিনতে পারলেন? কিভাবে মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গে এই মহর্ষির সাক্ষাৎ হল, যার ফলে সমস্ত বেদের অপ্রাকৃত নির্যাস (শ্রীমদ্ভাগবত) তাঁর কাছে কীর্তিত হয়েছিল? তিনি (শুকদেব গোস্বামী) গোদোহনকাল পর্যন্ত গৃহমেধিদের গৃহদ্বারে অবস্থান করতেন এবং তিনি তা করতেন কেবল তাদের গৃহকে পবিত্র করার জন্য।"

"কথিত আছে যে, অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং তাঁর জন্ম এবং কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত। দয়া করে আপনি আমাদের তাঁর কথা বলুন। তিনি ছিলেন এক মহান সম্রাট এবং তাঁর রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের তিনি ছিলেন অধীশ্বর। তিনি এতই মহিমান্বিত ছিলেন যে, তিনি পাণ্ডু-বংশের মান বর্ধন করেছিলেন। তিনি কেন সব কিছু পরিত্যাগ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন? তিনি ছিলেন এতই মহান এক সম্রাট যে, তাঁর সমস্ত শত্রুরা তাঁর পদতলে প্রণতি নিবেদন করে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সমর্পণ করত। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনসম্পন্ন মহাবীর এবং তিনি ছিলেন অসীম রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কেন সব কিছু, এমন কি তাঁর জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন? যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁরা কেবল জগতের মঙ্গল সাধন, উন্নতি সাধন এবং সুখ-প্রদানের জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁরা কোন রকম স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবন যাপন করেন না। তাই মহারাজ (পরীক্ষিৎ) যদিও সব রকম জড়-জাগতিক বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত ছিলেন, তবু কেন তিনি তাঁর দেহত্যাগ করলেন, যা ছিল অন্যদের আশ্রয়স্বরূপ? আমরা জানি যে, বেদের কয়েকটি অংশ ব্যতীত সমস্ত বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে আপনি বিশেষভাবে পারদর্শী এবং তাই আমরা আপনাকে যে প্রশ্নগুলি করেছি তার উত্তর আপনি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ত্রেতা এবং দ্বাপরের যুগসন্ধিতে বসু-দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির পুত্ররূপে মহর্ষির (ব্যাসদেবের) জন্ম হয়। একসময়ে তিনি (ব্যাসদেব) সূর্যোদয়ের সময় সরস্বতী নদীর জলে প্রাতঃস্নান করে একাকী উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানস্থ হলেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই যুগের ধর্ম-বিপর্যয় দর্শন করলেন। কালের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে তা হয়ে থাকে। পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি তাঁর দিব্য দৃষ্টির দ্বারা এই যুগের প্রভাবে জড় জগতের অধঃপতন দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে, এই যুগের শ্রদ্ধাহীন জনসাধারণের আয়ু অত্যন্ত হ্রাস পাবে এবং সত্ত্বগুণের অভাবে তারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়বে। তাই তিনি সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের কি ভাবে মঙ্গলসাধন করা যায় সেই চিন্তা করলেন। তিনি দেখলেন যে, বেদে নির্দেশিত যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এই প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, মানুষের মধ্যে তা বিস্তার করার জন্য। জ্ঞানের আদি উৎস বেদকে চারটি বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণে উল্লিখিত সত্য বর্ণনাগুলিকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করার পর, পৈল ঋষি হলেন ঋগ্বেদের অধ্যাপক, জৈমিনি হলেন সামবেদের অধ্যাপক এবং বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের দ্বারা মহিমান্বিত হলেন। সুমন্ত মুনি অঙ্গিরা, যিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবাপরায়ণ ছিলেন, তাঁকে অথর্ব বেদ দান করা হয়েছিল এবং আমার পিতা রোমহর্ষণ ঋষির হাতে পুরাণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ অর্পণ করা হয়েছিল। সেই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা বিভিন্ন বেদকে তাঁদের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং প্রশিষ্যদের শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন এবং এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরার অসংখ্য শাখায় বেদ-অনুশীলন শুরু হয়। এইভাবে অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু মহর্ষি বেদব্যাস বেদ সংকলন করেন, যাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা

হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজোচিত গুণাবলীবিহীন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত মনুষ্যদের বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা নেই, তাই তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করলেন, যাতে তারা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারে।"

"হে দ্বিজগণ, যদিও তিনি সমস্ত মানুষদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তবুও তাঁর চিত্ত সন্তুষ্ট ছিল না। হৃদয়ে অপ্রসন্ন হয়ে মহর্ষি তৎক্ষণাৎ গভীরভাবে বিচার করতে শুরু করলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন। কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নিষ্কপটভাবে আমি বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করেছি। আমি তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছি এবং গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধ জ্ঞান মহাভারতের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং অন্য সকলে (দ্বিজবন্ধুরা) ধর্মের পথ অবলম্বন করতে পারে। যদিও আমি বৈদিক দর্শনের অভিপ্রেত সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি, তথাপি আমার হৃদয়ে আমি অপূর্ণতা অনুভব করছি। আমি যে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা করিনি, যা পরমহংসদের এবং অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাই হয়ত আমার এই অসন্তোষের কারণ।"

"এইভাবে ব্যাসদেব যখন তাঁর অসন্তোষের জন্য অনুশোচনা করছিলেন তখন নারদ মুনি সরস্বতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীনারদ মুনির শুভাগমনে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যেভাবে সম্মান করা হয়, সেইভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।"

* * *

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ

সূত গোস্বামী বললেন—"তখন দেবর্ষি (নারদ) সুখে উপবিষ্ট হয়ে স্মিত হেসে পরাশর-পুত্র ব্যাসদেবকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি তোমার দেহ অথবা মনকে তোমার স্বরূপ বলে মনে করে সন্তুষ্ট হয়েছ? তোমার প্রশ্নগুলি ছিল পূর্ণ এবং তোমার অধ্যয়নও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আর তুমি যে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে মহৎ এবং অদ্ভুত মহাভারত রচনা করেছ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেছ। তথাপি হে প্রভু, তুমি কেন নিজেকে অকৃতার্থ বলে মনে করে বিষাদগ্রস্ত হয়েছ?"

শ্রীল ব্যাসদেব বললেন—"আপনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আপনাকে আমার এই অসন্তোষের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করছি, কেন না স্বয়ম্ভূ (ব্রহ্মা) সন্তান আপনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী। হে প্রভু! সমস্ত গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি অবগত, কেন না আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসকর্তা এবং চিৎ জগতের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করেন, যিনি জড় জগতের তিনটি গুণের অতীত। সূর্যের মতো আপনি ত্রিভুবনের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন এবং বায়ুর মতো আপনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। আপনি অন্তর্যামীর মতো সর্বব্যাপ্ত। তাই দয়া

করে আপনি খুঁজে দেখুন ধর্ম আচরণে এবং ব্রত পালনে নিরত থাকা সত্ত্বেও আমার অক্ষমতা কোথায়।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"তুমি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করনি। যে দর্শন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুষ্টি বিধান করে না, তা অর্থহীন। হে মহান ঋষি, যদিও তুমি ধর্ম আদি চতুর্বর্গ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছ, কিন্তু তুমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করনি। যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সাধু পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ধামে নিবাসকারী পরমহংসেরা সেখানে কোন রকম আনন্দ অনুভব করেন না। পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা ভিন্ন শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন। আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংস্পর্শবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তা হলে তাতে কি প্রয়োজন?"

"হে ব্যাসদেব, তোমার দৃষ্টি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তোমার যশ নিষ্কলঙ্ক। তুমি দৃঢ়ব্রত এবং সত্যপ্রতিষ্ঠ। তাই জনসাধারণের জড় বন্ধন মোচন করার জন্য তুমি সমাধিমগ্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ বর্ণনা করতে পার। ভগবানকে ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু বর্ণনা করতে চাও, তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণামস্বরূপ মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে, ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়। জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত এবং ধর্মের নামে তুমি তাদের তাতে আরও অনুপ্রাণিত করেছ। তা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। তোমার দ্বারা এইভাবে নির্দেশিত হয়ে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবে না।"

"পরমেশ্বর ভগবান অসীম। জড় সুখভোগের বাসনা থেকে বিরত, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই কেবল এই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্য। তাই যারা জড় বিষয়াসক্তির ফলে এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, তোমার মতো মহৎ আত্মসম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে তাদের পথ-প্রদর্শন করা। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ক অবস্থায় যদি কোন কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তাঁর বিফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবে নৈমিত্তিক ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তবুও তাতে তার কোন লাভ হয় না। যে সমস্ত মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান এবং পারমার্থিক বিষয়ে উৎসাহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়াস করা, যা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক (ব্রহ্মলোক) থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক (পাতাল লোক) পর্যন্ত ভ্রমণ করেও লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ যে জড় সুখ, তা কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন আকাঙ্ক্ষা না করলেও আমরা দুঃখভোগ করে থাকি।"

"হে প্রিয় ব্যাস, কোন না কোন কারণে কৃষ্ণভক্তের পতন হলেও তাঁকে কখনই অন্যদের মতো (সকাম কর্মী ইত্যাদি) সংসার-চক্রে পতিত হতে হয় না, কেন না, যে মানুষ একবার পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অমৃত আস্বাদন করেছেন, তিনি নিরন্তর তাঁর স্মরণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিশ্ব, তথাপি তিনি তার অতীত। তাঁর থেকেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই এই জগৎ বর্তমান এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যায়। তুমি সে সবই জান। আমি কেবল সংক্ষেপে তোমাকে তা বললাম। তুমি পূর্ণদ্রষ্টা। তুমি অন্তরের দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মা ভগবানকে জানতে পার, কেন না তুমি ভগবানের কলা-অবতার। যদিও তুমি জন্মহীন, তবুও সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি এই পৃথিবীতে

আবির্ভূত হয়েছে। তাই দয়া করে তুমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা কর। তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে তপশ্চর্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং দান আদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্লোক, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের বর্ণনা করা।"

"হে মুনিবর, পূর্বকল্পে আমি বেদজ্ঞ ঋষিদের পরিচর্যাকারী এক দাসীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বর্ষাকালের চারটি মাসে তাঁরা যখন একত্রে বসবাস করছিলেন, তখন আমি তাঁদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। যদিও তাঁরা ছিলেন সমদর্শী, সেই বেদজ্ঞ মুনিরা তাঁদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। যদিও আমি তখন ছিলাম একটি বালক মাত্র, কিন্তু তবুও আমি ছিলাম সংযত এবং সব রকম শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন। অধিকন্তু, আমি দুরন্ত ছিলাম না এবং আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতাম না। একবার কেবল অনুমতি গ্রহণ পূর্বক আমি তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছিলাম এবং তার ফলে আমার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়েছিল। তার ফলে আমার হৃদয় নির্মল হয় এবং সেই সময় সেই পরমার্থবাদীদের আচরণের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই।"

"হে ব্যাসদেব, সেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের বর্ণনা করতেন। তাঁদের অনুগ্রহে আমি তা শ্রবণ করতাম। এইভাবে নিবিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করার ফলে প্রতি পদে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমার রুচি বৃদ্ধি পেতে থাকে। হে মহর্ষি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি রুচি লাভ করা মাত্রই ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমি স্থির মতিসম্পন্ন হয়েছিলাম। সেই রুচি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই আমি বুঝতে পারি যে আমার অজ্ঞানতার ফলে আমাকে এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হয়েছে, কেন না ভগবান এবং জীব উভয়েই গুণাতীত। এইভাবে বর্ষা এবং শরৎ—এই দুটি ঋতুতে সেই মহান ঋষিদের দ্বারা কীর্তিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কীর্তন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভগবদ্ভক্তির প্রতি আমার প্রবৃত্তি যখন প্রবাহিত হতে শুরু করল, তখন রজ এবং তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হয়ে গেল। আমি সেই ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলাম। আমার ব্যবহার ছিল নম্র এবং তাঁদের সেবা করার ফলে আমার সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল। আমার হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলাম এবং আমার দেহ ও মনের দ্বারা আমি অবিচলিতভাবে তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছিলাম। দীনবৎসল সেই ভক্তিবেদান্তরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পরম গুহ্যজ্ঞান আমাকে দান করেছিলেন। সেই গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে আমি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাব স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। তা জানার ফলে সহজেই তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া যায় এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।"

"হে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞরা বলে গেছেন যে ত্রিতাপ দুঃখ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা। হে ভগবান-নিষ্ঠ ব্যাসদেব, যেই দ্রব্যের প্রভাবে রোগ জন্মায়, সেই দ্রব্যই যখন অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে মিশ্রিত হয়, তখন তা গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের কি নিবৃত্তি হয় না? মানুষের নৈমিত্তিক কাম্য কর্মসমূহ সংসার-বন্ধন বা যোনি-ভ্রমণের কারণ। কিন্তু সেই সমস্ত কর্মই যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়, তখন তা কর্মরূপী বৃক্ষকে বিনাশ করতে সমর্থ হয়। এই জীবনে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা এবং সব রকমের জ্ঞান তখন তার অধীন তত্ত্বরূপে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে কর্ম করেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্তন করেন এবং স্মরণ করেন।"

"প্রণবস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহরূপে, আপনাকে মনের দ্বারা নমস্কার ও ধ্যান করি। এইভাবে যিনি বাসুদেব আদি চার মূর্তির নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রময় চিন্ময়রূপী অথবা প্রাকৃত মূর্তিরহিত যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানবান।"

"হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বেদগুহ্য জ্ঞান দান করেন এবং তারপর অণিমা আদি দিব্য ঐশ্বর্য দান করেন এবং সেগুলির প্রতি আমার অনাসক্তি দর্শন করে তিনি আমাকে প্রেম প্রদান করেছিলেন। তাই দয়া করে তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যকলাপের কাহিনী বর্ণনা কর, যা তুমি তোমার বিপুল বৈদিক জ্ঞান থেকে জানতে পেরেছ। কেন না, তা জানলে মহান বিদ্বানদের সব কিছু জানা হয় এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা যারা নিরন্তর জড়জাগতিক দুঃখ ভোগ করছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি হয়। এ ছাড়া দুঃখ-নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

সূত গোস্বামী বললেন—"হে ব্রাহ্মণগণ, এইভাবে দেবর্ষি নারদের জন্ম এবং কর্ম-বৃত্তান্ত যথা সম্যকরূপে শ্রবণ করে সত্যবতী-তনয় ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—'হে দেবর্ষি, আপনার সেই গুহ্য ভগবতত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশদাতা পরিব্রাজকেরা যখন দূরদেশে গমন করলেন, তখন পূর্ব জীবনের সেই বাল্যাবস্থায় আপনি কি করেছিলেন?' "

"হে ব্রহ্মার পুত্র, আপনি দীক্ষা গ্রহণের পর কিভাবে আপনার জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং আপনার পূর্ব দেহ যথাসময়ে ত্যাগ করার পর কিভাবে আপনি এই দেহ প্রাপ্ত হন?"

"হে মহর্ষি, যথাসময়ে কাল সব কিছু বিনাশ করে, তা হলে কিভাবে এই বিষয়-সম্বন্ধ কালের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"সেই মহর্ষিরা, যাঁরা আমাকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, তাঁরা দূর দেশে গমন করলেন এবং আমি এইভাবে আমার জীবন অতিবাহিত করেছিলাম।"

"আমার মাতা ছিলেন একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোক এবং তিনি ছিলেন দাসী, আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র পুত্র। আমি ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও আশ্রয় ছিল না, তাই তিনি আমাকে তাঁর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি যথাযথভাবে আমাকে প্রতিপালন করতে চাইতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন না, তাই তিনি আমার জন্য কিছুই করতে পারতেন না। এই জগৎ সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেই তাঁর হাতের কাঠের পুতুলের মতো। আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলাম। আমি আমার মায়ের স্নেহের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এবং আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না।"

"এক সময়ে আমার অভাগিনী মা যখন রাত্রিবেলা গো-দোহন করতে যাচ্ছিলেন, তখন মহাকালের প্রভাবে তাঁর পায়ের দ্বারা আহত একটি সর্প তাঁকে দংশন করে। সেই ঘটনাটিকে আমি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করে উত্তর দিকে যাত্রা করি।"

"গৃহত্যাগ করার পর আমি বহু সমৃদ্ধশালী জনপদ, নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি, খনি, ক্ষেত, উপত্যকা, বাগান, উপবন এবং বন অতিক্রম করেছিলাম। আমি স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র আদি ধাতুতে পূর্ণ পাহাড় এবং পর্বত অতিক্রম করেছিলাম, এবং সুন্দর পদ্মফুলে সুশোভিত, বিভ্রান্ত ভ্রমর এবং সঙ্গীতমুখর পাখিদের দ্বারা অলঙ্কৃত

বাণেতি দেবতাদের উপযুক্ত জলাধার এবং বনভূমি অতিক্রম করেছিলাম। তারপর আমি নদী, বাঁধ, সর, ফুল, লতাকুঞ্জ ইত্যাদিতে পূর্ণ অত্যন্ত দুর্গম অরণ্যানী একাকী অতিক্রম করেছিলাম। আমি তারপর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল বনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, যা ছিল সর্প, পেচক এবং শৃগালদের বিচরণক্ষেত্র। এইভাবে ভ্রমণ করে আমি দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবং আমি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। তখন নদীতে এবং হ্রদে স্নান করে এবং সেখানকার জল পান করে ও স্পর্শ করে আমি আমার শ্রান্তি দূর করেছিলাম। তারপর, জনমানবশূন্য এক অরণ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে আমি আমার বুদ্ধি দ্বারা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে ঠিক যেভাবে শ্রবণ করেছিলাম, সেই বর্ণনা অনুসারে আমার অন্তরে অন্তর্যামী বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম। আমি যখন আমার হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম, তখন আমার চিত্তে এক অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়েছিল, আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল এবং অচিরেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, আমার হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

"হে ব্যাসদেব, সেই সময় প্রবল আনন্দের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ার ফলে আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকিত হয়েছিল। আনন্দের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আমি সেই মুহূর্তে ভগবানকে এবং নিজেকেও দর্শন করতে পারছিলাম না। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ যথাযথভাবে মনের বাসনা পূর্ণ করে এবং সব রকমের মানসিক বৈষম্য দূর করে। তাঁর সেই রূপ দর্শন করতে না পেরে, অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হারালে মানুষ যেভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, সেইভাবে বিচলিত হয়ে আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত রূপ আবার দর্শন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে পুনরায় দর্শন করার আশায় একাগ্র চিত্তে হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে আমি আর দেখতে পাইনি এবং এইভাবে অতৃপ্ত হয়ে আমি অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েছিলাম। সেই নির্জন স্থানে আমার প্রচেষ্টা দর্শন করে সমস্ত জড় বর্ণনার অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর স্বরে আমার অন্তরের বেদনা উপশম করার জন্য বললেন, 'হে নারদ, এই জীবনে তুমি আর আমাকে দর্শন করতে পারবে না। যাদের সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, তারা আমাকে কদাচিৎ দর্শন করতে পারে। হে নিষ্পাপ, তুমি কেবল একবার মাত্র আমার রূপ দর্শন করেছ এবং তা কেবল আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য; কেননা তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য লালায়িত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবে। অল্পকালের জন্যও যদি ভগবদ্ভক্ত সাধু-সেবা করা হয় তা হলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে। আমার সেবায় নিবদ্ধ বুদ্ধি কখনই প্রতিহত হতে পারে না। সৃষ্টির সময় এমন কি প্রলয়ের সময়েও আমার কৃপায় তোমার স্মৃতি অপ্রতিহত থাকবে।' "

"তারপর সেই পরম ঈশ্বর, যিনি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য, কিন্তু পরম অদ্ভুত, তাঁর বাণী শেষ করলেন। গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে আমি নত মস্তকে তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করেছিলাম। এইভাবে সব রকম সামাজিক লৌকিকতা উপেক্ষা করে আমি ভগবানের দিব্য নাম এবং মহিমা নিরন্তর কীর্তন করতে শুরু করি। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এইভাবে কীর্তন এবং স্মরণ অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে আমি সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়ে অত্যন্ত বিনীত এবং নির্মৎসর চিত্তে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করতে থাকি।"

"হে ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব, আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলাম, তখন আমার আর কোন আসক্তি ছিল না। সব রকমের জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মৃত্যু হয়েছিল, ঠিক যেভাবে বিদ্যুৎ এবং আলোক যুগপৎভাবে দেখা যায়।"

"পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার উপযুক্ত একটি চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত করে আমি পঞ্চভৌতিক দেহটি ত্যাগ করি এবং তার ফলে আমার সমস্ত কর্মফল নিবৃত্ত হয়। কল্পান্তে যখন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কারণ বারিতে

শয়ন করলেন, ব্রহ্মা যখন সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি নিয়ে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন আমিও তখন তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম।"

"৪৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর ব্রহ্মা যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি আদি ঋষিদের তাঁর দিব্য দেহ থেকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আমিও আবির্ভূত হয়েছিলাম। তখন থেকে সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর কৃপায় আমি অপ্রাকৃত জগতে এবং জড় জগতের ত্রিভুবনে অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করছি। কেন না আমি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় দৃঢ়ব্রত হয়েছি। এইভাবে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত এই বীণা বাজিয়ে স্বরের বিভূষিত ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তন করি, যখনই আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত শ্রুতিমধুর মহিমা এবং কার্যকলাপ কীর্তন করতে শুরু করি, তৎক্ষণাৎ তিনি আমার হৃদয় আসনে আবির্ভূত হন, যেন আমার ডাক শুনে তিনি চলে আসেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখেছি যে যারা সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগবাসনায় আতুর, তারা এক অতি উপযুক্ত নৌকায় করে ভবসিন্ধু পার হতে পারে—তা হচ্ছে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করা। যোগ-প্রণালীর দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমের অনুশীলনের মাধ্যমে কাম এবং লোভের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু আত্মার আভ্যন্তরীণ পরিতৃপ্তির জন্য তা যথেষ্ট নয়, এই পরিতৃপ্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই লাভ করা যায়।"

"হে ব্যাসদেব, তুমি নিষ্পাপ। তাই তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি আমার জন্ম এবং কার্যকলাপের কথা তোমাকে বললাম। তা তোমার সন্তুষ্টিবিধানেও সহায়ক হবে।"

সূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে বাসবী-সুত ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়ে শ্রীল নারদ মুনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং তাঁর বীণা বাজাতে বাজাতে তিনি তাঁর ইচ্ছামতো বিচরণ করার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। শ্রীল নারদ মুনির সাফল্য জয়যুক্ত হোক, কেন না তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং তা করে তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জগৎকে আনন্দ দান করেন।"

সপ্তম অধ্যায়

দ্রোণপুত্র দণ্ডিত

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—"হে সূত গোস্বামী, অত্যন্ত মহৎ এবং দিব্য গুণসম্পন্ন ব্যাসদেব শ্রীনারদমুনির কাছ থেকে সব কিছু শুনেছিলেন। সুতরাং নারদ মুনি চলে যাওয়ার পর ব্যাসদেব কি করলেন?"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"বেদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে ঋষিদের চিন্ময় কার্যকলাপের আনন্দ বর্ধনকারী শম্যাপ্রাস নামক স্থানে একটি আশ্রম আছে। সেই স্থানে, শ্রীল ব্যাসদেব বদরী বৃক্ষ পরিবৃত তাঁর আশ্রমে উপবেশন করলেন এবং জল স্পর্শ করে তাঁর চিত্তকে পবিত্র করার জন্য ধ্যানস্থ হলেন। এইভাবে তাঁর মনকে একাগ্র করে জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তিনি যখন পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর মায়াশক্তি সহ দর্শন করেছিলেন, যে মায়া পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত ছিল। এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ ভোগ

অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিরন্তর রোদন করছি, এই অশ্বত্থামার মাতা পতিব্রতা গৌতমী যেন সেভাবে রোদন না করেন। অসংযতমনা যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকুলের ক্রোধ জন্মায়, সেই ক্রুদ্ধ ব্রহ্মকুল সেই ক্ষত্রিয় বংশকে সপরিবারে শোকে নিমজ্জিত করে শীঘ্র নষ্ট করে।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে ব্রাহ্মণগণ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মনীতি অনুসারে উক্ত রাণীর সেই ন্যায়সঙ্গত মহৎ সকরুণ এবং সমতাপূর্ণ উক্তি সমর্থন করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকি, অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সমস্ত মহিলারা সকলেই মহারাজের সঙ্গে একমত হলেন। ভীম কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি ক্রুদ্ধভাবে প্রস্তাব করলেন, যে অন্যায় দুর্বৃত্ত নিদ্রিত শিশুদের অনর্থক হত্যা করেছে, তাকে বধ করাই উচিত।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীম, দ্রৌপদী এবং অন্যান্যদের কথা শুনে তাঁর বন্ধু অর্জুনের মুখমণ্ডল দর্শন করলেন এবং মৃদু হেসে বলতে শুরু করলেন—"ব্রহ্মবন্ধুকে হত্যা করা উচিত নয়, কিন্তু সে যদি আততায়ী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এই সমস্ত নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে এবং তোমার কর্তব্য হচ্ছে সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। তোমার প্রিয় পত্নীর কাছে তোমার প্রতিজ্ঞাও তোমাকে রক্ষা করতে হবে এবং তোমাকে ভীমসেন এবং আমার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আচরণ করতে হবে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ঠিক সেই সময়ে অর্জুন ভগবানের নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং তাঁর তরবারির দ্বারা তিনি অশ্বত্থামার মস্তকের কেশরাশি এবং মণি ছেদন করলেন। শিশু হত্যা করার ফলে অশ্বত্থামার দেহের দীপ্তি ইতিমধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল, এবং এখন তার মস্তকের মণি কেটে নেওয়ার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে তেজহীন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তাকে বন্ধনমুক্ত করে শিবির থেকে বার করে দেওয়া হল। মস্তক মুণ্ডন করা, সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা এবং বাসস্থান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে ব্রহ্মবন্ধুর উপযুক্ত শাস্তি। দৈহিকভাবে তাকে হত্যা করার নির্দেশ নেই। তারপর পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী শোকার্ত চিত্তে তাঁদের মৃত আত্মীয়দের সৎকার অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন।"

অষ্টম অধ্যায়

কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা

সূত গোস্বামী বললেন—"তারপর পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার বাসনায় পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহ গঙ্গাতীরে গমন করলেন। মহিলারা অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন। তাঁদের জন্য বিলাপ করে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে গঙ্গাজল অর্পণ করলেন এবং গঙ্গায় স্নান করলেন, কেননা সেই জল পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা মিশ্রিত হয়ে পবিত্রতা লাভ করেছে। সেখানে কৌরব-নৃপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অনুজ ভ্রাতৃবর্গ এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদীসহ শোকাভিভূত হয়ে বসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ছিলেন। সর্বশক্তিমানের দুর্বার বিধি-নিয়মাদি এবং জীবের উপরে সেগুলির প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত মুনিগণ আর্ত ও শোকাভিভূত সকলকেই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ধূর্ত-দুর্যোধন এবং তার দলবল অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কপটতাপূর্বক অপহরণ করেছিল। পরমেশ্বরের কৃপায় তার পুনরুদ্ধার কার্য সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং দুর্যোধনের সাথে যে সমস্ত অসৎ রাজারা যোগ দিয়েছিল, তাদেরও পরমেশ্বর বধ করেছিলেন। রাণী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করার ফলে যাদের আয়ু ক্ষয় হয়েছিল, তাদেরও মৃত্যু হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তত্ত্বাবধানে তিনটি সুসম্পন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমেই শত যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্রের মতো যুধিষ্ঠির মহারাজের ধর্ম-খ্যাতি সর্বদিকে মহিমান্বিত করে তুলতে প্রণোদিত করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে তিনি সাত্যকি ও উদ্ধবসহ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে ভগবানও তাঁদের প্রতি পূজা করলেন। যে মুহূর্তে তিনি রথে আরোহণ করে গমনোদ্যত হয়েছেন, সেই সময় তিনি দেখলেন যে উত্তরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসছেন।"

উত্তরা বললেন, "হে দেবতাদের দেবতা, হে জগদীশ্বর, হে মহাযোগী! আমাকে রক্ষা করুন, কারণ দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত এই জগতে আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবে না। হে পরমেশ্বর, আপনি সর্বশক্তিমান। একটি জ্বলন্ত লৌহবাণ আমার প্রতি দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছে। হে নাথ, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে এটি আমাকে দগ্ধ করুক, কিন্তু এটি যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানটিকে দগ্ধ না করে। হে পরমেশ্বর, আমাকে এই কৃপা করুন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"তাঁর কথা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভগবান তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডব বংশের শেষ বংশধরটিকে বিনষ্ট করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ (শৌনক), পাণ্ডবেরা তখন জ্বলন্ত ব্রহ্মাস্ত্র তাঁদের অভিমুখে আসতে দেখে তাঁদের পাঁচটি নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিলেন। সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত অনন্য ভক্তদের মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি তাঁদের রক্ষা করার জন্য আপন অস্ত্র সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। পরম যোগ রহস্যের নিয়ন্তা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই কুরুবংশ রক্ষা করার জন্য তাঁর যোগমায়ার দ্বারা তিনি উত্তরার গর্ভ আবৃত করলেন। হে শৌনক, যদিও অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র ছিল অব্যর্থ এবং অনিবার্য, তথাপি শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) তেজের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় এবং ব্যর্থ হল। হে ব্রাহ্মণগণ, যে আশ্চর্যময় ও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা এই জড় জগতের সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও ধ্বংস করেন এবং যিনি প্রাকৃত জন্মরহিত, তাঁর পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রশমন-কার্য বিশেষ বিস্ময়কর বলে মনে করবেন না। এইভাবে ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্ত সাধ্বী কুন্তী তাঁর পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদীসহ একযোগে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার অভিমুখে গমনোদ্যত হলেন।"

শ্রীমতী কুন্তীদেবী বললেন—"হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তুমি আদি পুরুষ এবং জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণের অতীত। তুমি সকলের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, তথাপি তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। তুমি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত, তুমি মায়ারূপ যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, অব্যক্ত ও অচ্যুত। মূঢ়দর্শী যেমন অভিনেতার সাজে সজ্জিত শিল্পীকে দেখে সাধারণত চিনতে পারে না, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে দেখতে পায় না। পরমার্থের পথে উন্নত পরমহংসদের, মুনিদের এবং জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে যাঁদের অন্তর নির্মল হয়েছে, তাঁদের অন্তরে অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ-বিজ্ঞান বিকশিত করার জন্য তুমি স্বয়ং অবতরণ কর। তাহলে আমার মতো স্ত্রীলোকেরা কিভাবে তোমাকে যথাযথরূপে জানতে পারবে। বসুদেবতনয়, দেবকীনন্দন, গোপরাজ নন্দের পুত্র এবং গাভী ও ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদাতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"হে পরমেশ্বর, তোমার উদর-কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, গলদেশে পদ্মের মালা নিয়ত শোভিত, তোমার দৃষ্টিপাত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে হৃষীকেশ, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ও সর্বেশ্বরেশ্বর, তোমার জননী দেবকীকে দীর্ঘকারারুদ্ধ

কংস নিরীহ দেবকী এবং বসুদেবকে কারারুদ্ধ করে রাখাতে তিনি শোকে অভিভূত হলে তুমি তাঁকে কারামুক্ত করেছিলে, তেমনই তুমি আমাকে এবং আমার পুত্রদের বারে বারে বিপদরাশি থেকে মুক্ত করেছ। হে কৃষ্ণ, পরমেশ্বর শ্রীহরি! বিষ, বহ্নি অগ্নি, নরখাদক রাক্ষস, পাশক্রীড়ার সভা, বনবাসের দুঃখ-কষ্ট থেকে, এবং যুদ্ধে বড় বড় মহারথীর প্রাণঘাতী অস্ত্রসমূহ থেকে তুমি আমাদের পরিত্রাণ করেছ। আর এখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করলে। হে জগদীশ্বর, আমি কামনা করি যেন সেই সমস্ত সঙ্কট বারে বারে উপস্থিত হয়, যাতে বারে বারে আমরা তোমাকে দর্শন করতে পারি। কারণ তোমাকে দর্শন করলেই আমাদের আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে না বা এই সংসার চক্র দর্শন করতে হবে না। হে পরমেশ্বর, যাঁরা জড় আসক্তিশূন্য হয়েছে, তুমি সহজেই তাদের গোচরীভূত হও। আর যে ব্যক্তি জড়জাগতিক প্রগতিপন্থী এবং সম্রান্ত কুলোদ্ভূত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্য, উচ্চ শিক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে আপন উন্নতি করতে নগ্ন, সে ঐকান্তিক অব সহকারে তোমার কাছে আসতে পারে না। জড় বিষয়ে যারা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব, তুমি সেই অকিঞ্চনদের সম্পদ। তুমি প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতীত। তুমি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত এবং তাই তুমি সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা রহিত হয়ে প্রশান্ত এবং মুক্তি দানে সমর্থ। আমি তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরমেশ্বর, আমি মনে করি যে তুমি নিত্যকালস্বরূপ, পরম নিয়ন্তা, আদি ও অন্তহীন এবং সর্বব্যাপ্ত। তুমি সমভাবে সকলের প্রতি তোমার করুণা বিতরণ কর। পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের ফলে জীবের মধ্যে কলহ হয়। হে পরমেশ্বর, তোমার অপ্রাকৃত লীলা কেউই বুঝতে পারে না, যা বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয় এবং তাই তা বিভ্রান্তিজনক। কেউই তোমার বিশেষ কৃপার অথবা বিদ্বেষের পাত্র নয়। মানুষ কেবল অজ্ঞতাবশত মনে করে যে তুমি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। হে বিশ্বাত্মা, তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম কর, তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত এবং সকলের পরমাত্মা হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ কর। তুমি পশু, মনুষ্য, ঋষি এবং জলচর রূপে অবতরণ কর। প্রকৃতই এ সমস্ত অত্যন্ত বিমোহিতকর। হে কৃষ্ণ, দধিভাণ্ড ভঙ্গ করার অপরাধে যশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করার জন্য রজ্জু গ্রহণ করেছিলেন, তখন তোমার নয়ন অশ্রুর দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল এবং তা তোমার নয়নের অঞ্জন বিধৌত করেছিল। স্বয়ং ভয়েরও ভয়স্বরূপ তুমি তখন ভয়ে ভীত হয়েছিলে। তোমার সেই অবস্থা আমার কাছে এখনও বিমোহিতকর। কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য অজ জন্মগ্রহণ করেছ এবং কেউ কেউ বলেন তোমার অন্যতম প্রিয়ভক্ত যদুর আনন্দ বিধানের জন্য তুমি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছ। মলয় পর্বতের বন বৃদ্ধির জন্য যেমন সেখানে চন্দন বৃক্ষের জন্ম হয়, তেমনই তুমি মহারাজ যদুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। অন্য কেউ কেউ বলেন যে বসুদেব এবং দেবকী তোমার কাছে প্রার্থনা করায় তুমি তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত, তথাপি তুমি তাঁদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং দেববিদ্বেষী অসুরদের সংহার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছ। অন্যেরা বলেন যে সমুদ্রের মধ্যে নৌকার মতো পৃথিবী অতি ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দারুণভাবে পীড়িত হলে তোমার পুত্র ব্রহ্মা তোমার কাছে প্রার্থনা জানান, আর তাই তুমি সেই ভার হরণ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ। আবার অন্য আরও অনেকে বলেন যে অবিদ্যাজনিত কাম এবং কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধজীবেরা যাতে ভক্তিযোগের সুযোগ নিয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রবণ, স্মরণ, অর্চন আদি ভক্তিযোগের পন্থাসমূহ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তুমি অবতরণ করেছিলে। হে শ্রীকৃষ্ণ, যাঁরা তোমার অপ্রাকৃত চরিত-কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, স্মরণ করেন এবং অবিরাম উচ্চারণ করেন অথবা অন্যে তা করলে আনন্দিত হন, তাঁরা অবশ্যই তোমার শ্রীপাদপদ্ম অচিরেই দর্শন করতে পারেন, যা একমাত্র জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে নিবৃত্ত করতে পারে। হে প্রভু, তুমি তোমার সমস্ত কর্তব্য স্বয়ং সম্পাদন করেছ। যদিও আমরা সর্বতোভাবে তোমার কৃপার উপর নির্ভরশীল এবং তুমি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার আর কেউ নেই এবং যখন সমস্ত রাজন্য আমাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, সেই অবস্থায়

তুমি কি আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? জীবাত্মার প্রয়াণ ঘটলেই যেমন কোন দেহের নাম ও যশ শেষ হয়ে যায়, তেমনই তুমি যদি আমাদের না দেখ তাহলে আমাদের সমস্ত যশ ও কীর্তি পাণ্ডব এবং যদুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে। হে গদাধর (শ্রীকৃষ্ণ), আমাদের রাজ্য এখন তোমার শ্রীপাদপদ্মের সুলক্ষণযুক্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়ে শোভা পাচ্ছে, কিন্তু তুমি চলে গেলে আর তেমন শোভা পাবে না। এই সমস্ত জনপদ সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, কারণ প্রভূত পরিমাণে শস্য ও ঔষধি উৎপন্ন হচ্ছে, বৃক্ষসমূহ পরিপক্ব ফলে পূর্ণ হয়েছে, নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে, গিরিসমূহ ধাতুতে পূর্ণ হয়েছে এবং সমুদ্র সম্পদে পূর্ণ হয়েছে। আর এ সবই হয়েছে সেগুলির উপর তোমার শুভ দৃষ্টিপাতের ফলে। হে জগদীশ্বর, হে সর্বাত্মা, হে বিশ্বরূপ, দয়া করে তুমি আমার আত্মীয়-স্বজন, পাণ্ডব এবং যাদবদের প্রতি গভীর স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে দাও। হে মধুপতি, গঙ্গা যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার একনিষ্ঠ মতি যেন নিরন্তর তোমাতেই আকৃষ্ট হয়। হে শ্রীকৃষ্ণ, হে অর্জুনের সখা, হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে উপদ্রবকারী রাজন্যবর্গের তুমি বিনাশকারী। তুমি অক্ষয় বীর্য, তুমি গোলোকাধিপতি। গাভী, ব্রাহ্মণ এবং ভক্তদের দুঃখ দূর করার জন্য তুমি অবতরণ কর। তুমি যোগেশ্বর, জগদ্‌গুরু, সর্বশক্তিমান ভগবান এবং তোমাকে আমি বারবার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সুনির্বাচিত শব্দমালার দ্বারা রচিত কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে শ্রবণ করে মৃদু হাসলেন। সেই হাসি তাঁর যোগশক্তির মতোই ছিল মনোমুগ্ধকর। শ্রীমতী কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এইভাবে গ্রহণ করে পরমেশ্বর ভগবান পরে হস্তিনাপুরের প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক অন্যান্য মহিলাদের তাঁর বিদায়ের কথা জানালেন। কিন্তু তিনি যাত্রোদ্যত হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রেমভরে অনুনয় করে নিবারণ করলেন। ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং অদ্ভুতকর্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস আদি শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ উল্লেখপূর্বক উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও শোকসন্তপ্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির শান্তি পেলেন না।"

হে মুনিগণ, ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মৃত্যুতে সাধারণ জাগতিক মানুষের মতো শোকাভিভূত হয়েছিলেন এবং এইভাবে স্নেহ ও মোহের বশীভূত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "হায়! আমি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ! আমার হৃদয় গভীর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। এই দেহ, যা অবশেষে অন্যদের জন্য, তারই জন্য আমি বহু বহু অক্ষৌহিণী সেনা বধ করেছি। আমি বহু বালক, ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, সখা, পিতৃব্য, গুরুজন এবং ভ্রাতাদের বধ করেছি। তাই এই সমস্ত পাপের ফলে আমার জন্য যে নরক বাস আসন্ন, লক্ষ লক্ষ বছর জীবিত থাকলেও তা থেকে আমার মুক্তি হবে না। ন্যায়সঙ্গত কারণে প্রজাপালক রাজা শত্রু বধ করলে কোন পাপ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রের এই সমস্ত অনুশাসন আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি স্ত্রীলোকদের বহু পতি ও বান্ধবকে বধ করেছি এবং এইভাবে আমি এতই শত্রুতা সৃষ্টি করেছি যে জড়জাগতিক কল্যাণ সাধনের দ্বারা তা অপসারণ করা সম্ভব নয়। কর্দমের দ্বারা যেমন কর্দমাক্ত জল পরিষ্কার করা যায় না অথবা সুরার দ্বারা যেমন সুরা-কলঙ্কিত পাত্র পবিত্র করা যায় না, তেমনই যজ্ঞে পশুবধ করে নরহত্যাজনিত পাপও মোচন করা যায় না।"

নবম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বহু প্রজা হত্যা করার জন্য ভীত হয়ে যুধিষ্ঠির মহারাজ তত্ত্বগত ধর্মতত্ত্ব জানার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করলেন। সেখানে ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সমস্ত ভ্রাতারা স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত উত্তম অশ্বদের চালিত অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর রথে আরোহণ করে তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যাসদেব, পাণ্ডবদের প্রধান পুরোহিত ধৌম্যের মতো ঋষিরা এবং অন্যেরা ছিলেন।"

"হে বিপ্রর্ষি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের সঙ্গে একটি রথে চড়ে তাঁদের অনুগমন করলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজকে অত্যন্ত অভিজাতসম্পন্ন বলে মনে হতে লাগল, ঠিক যেমন কুবেরকে গুহ্যক আদি সঙ্গী পরিবৃত অবস্থায় মনে হয়। আকাশমার্গ থেকে বিচ্যুত এক দেবতার মতো তাঁকে (ভীষ্মদেবকে) ভূমিতে পতিত দেখে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশে প্রণতি নিবেদন করলেন। ভরত মহারাজের বংশধরদের মধ্যে যিনি ছিলেন প্রধান, সেই ভীষ্মদেবকে দর্শন করার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহাত্মারা, অর্থাৎ সত্ত্বগুণে স্থিত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে পর্বতমুনি, নারদমুনি, ধৌম্য, ভগবদবতার ব্যাসদেব, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যবর্গ, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, কৌশিক এবং সুদর্শনের মতো মহান মুনি-ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, এছাড়া শুকদেব আদি অনেক পরমহংসগণ এবং কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রমুখ মুনিগণ তাঁদের নিজ নিজ শিষ্য পরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ধর্মতত্ত্ববেত্তা দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে ধর্ম সম্পাদনে দক্ষ, অষ্টবসুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব সেই সমস্ত মহাপ্রভাবশালী ঋষিদের সেখানে উপস্থিত দেখে যথাযথভাবে তাঁদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিবলে নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশিত করে থাকেন। সেই পরমেশ্বরই ভীষ্মদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন এবং যেহেতু ভীষ্মদেব তাঁর মহিমা সম্বন্ধে অবগত তাই তিনি যথাযোগ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রেরা তাঁদের মরণোন্মুখ পিতামহের প্রতি প্রীতিবশত অভিভূত হয়ে নিঃশব্দে কাছেই বসেছিলেন। তাই দেখে ভীষ্মদেব আবেগভরে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তাঁদের প্রতি প্রীতি এবং স্নেহের বশে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন বলে তাঁর চোখে ভাবোচ্ছ্বাসের অশ্রু দেখা দিল।"

ভীষ্মদেব বললেন—"হায়, সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তোমরা কী ভীষণ দুঃখ-কষ্ট এবং কী ভীষণ অন্যায় আচরণ ভোগ করেছ। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে তোমাদের জীবিত থাকার কথা নয়, তবুও ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধর্মের দ্বারাই তোমরা সুরক্ষিত হয়েছিলে। মহারথী পাণ্ডুর মৃত্যুর পর আমার পুত্রবধূ কুন্তী বহু শিশু-সন্তানাদিসহ বিধবা হন, এবং সেইজন্য বহু দুঃখ কষ্ট তিনি ভোগ করেন। আর যখন তোমরা বড় হয়ে উঠলে, তখনও তোমাদের কার্যকলাপের জন্য তাঁকে প্রভূত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আমার মতে, এই সবই ঘটেছে অনিবার্য কালের প্রভাবে, যার দ্বারা প্রতিটি গ্রহের প্রতিটি জীব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠিক যেমন মেঘরাশি বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে থাকে। অনিবার্য কালের প্রভাব কি অদ্ভুত। এই প্রভাব অপরিবর্তনীয়—তা না হলে, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে, গদাধারী মহাযোদ্ধা ভীমসেন ও শক্তিশালী অস্ত্র গাণ্ডীবধারী মহাধনুর্ধর অর্জুন যেখানে, এবং সর্বোপরি পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, সেখানে প্রতিকূলতা হয় কি করে?"

"হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমনকি, মহান দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন। হে ভরতকুলতিলক (যুধিষ্ঠির), আমি তাই মনে করি যে এ সবই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্কল্পের অন্তর্গত। পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য সঙ্কল্পকে স্বীকার করে নিয়ে তোমাকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তুমি এখন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছ যে নাথ, এখন যারা অনাথ হয়েছে, সেই সব প্রজাদের ভার এখন তোমাকে নিতে হবে। এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অচিন্ত্য, আদি পুরুষ। তিনি আদি নারায়ণ, পরম ভোক্তা। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের মুগ্ধ করে বৃষ্ণিকুলেরই একজনের মতো হয়ে তাঁদের মাঝে বিচরণ করছেন। হে রাজন্, শিব, দেবর্ষি নারদ এবং ভগবদবতার কপিলদেব আদি সকলেই সাক্ষাৎ সংস্পর্শের মাধ্যমে তাঁর অতি নিগূঢ় মহিমরাজি সম্বন্ধে অবগত। হে রাজন্, নিতান্তই মোহের বশে যাঁকে তোমরা তোমাদের মাতুল-পুত্র, অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রণাদাতা, দূত, হিতকারী, সারথী ইত্যাদি বলে মনে করেছ, তিনিই হচ্ছেন সেই পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অদ্বয়-তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সকলের প্রতি সমভাবে করুণাশীল, ভেদবুদ্ধিবর্জিত অভিমানশূন্য এবং সকল প্রকার আসক্তিরহিত। তাই তিনি যা করেন, তা সবই জড় বিকারশূন্য। তিনি সমদর্শনসম্পন্ন পুরুষ। সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার জীবনের অন্তিম সময়ে কৃপা করে আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন, কারণ আমি তাঁর ঐকান্তিক সেবক। ভক্তিসমাহিত চিত্তে যে ভক্তরা তাঁর ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি তাঁদের জড়দেহ ত্যাগের সময় কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। আমার প্রভু যিনি চতুর্ভুজ এবং যাঁর সুন্দর বদনকমল নবোদিত সূর্যের মতো রক্তিম নেত্র ও প্রফুল্ল হাস্যের দ্বারা সুশোভিত, তিনি কৃপা করে আমার এই জড়দেহ পরিত্যাগের মুহূর্তে আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ভীষ্মদেবের সেই মর্মস্পর্শী বাক্য শ্রবণ করে, মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত মহান ঋষিবর্গের সমক্ষে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের কাছে ধর্ম-বিষয়ক বিভিন্ন কর্তব্যকর্মাদির অত্যাবশ্যক নীতি-নিয়মাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধিৎসায় ভীষ্মদেব প্রথম মানুষের জীবনের স্বভাব ও যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগের সংজ্ঞা বিবৃত করলেন। তারপর তিনি যথাক্রমে দুই শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে অনাসক্তির প্রতিরোধী ক্রিয়া এবং আসক্তির অন্তঃক্রিয়ার বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বিভাগ অনুসারে দানধর্ম, রাজধর্ম এবং মোক্ষধর্মসমূহ ব্যাখ্যা করলেন। তারপর তিনি স্ত্রীলোক এবং ভক্তদের কর্তব্যকর্মাদি সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত দুভাবেই বর্ণনা করলেন। হে ঋষি, তারপর ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষলাভের উপায়াদি যথাযথভাবে বর্ণনা প্রসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মদেব ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে বিবৃত করেছিলেন। যখন বৃত্তি অনুযায়ী কর্তব্য-কর্মের বিষয়ে ভীষ্মদেব উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সূর্যের গতিপথ উত্তর গোলার্ধের অভিমুখী হয়। সিদ্ধযোগীরা যাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুবরণ করতে চান, তাঁরা এই বিশেষ সময়টির অভিলাষ করে থাকেন। অবিলম্বে সেই ব্যক্তিটি, যিনি সহস্র অর্থ সমন্বিত বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, যিনি সহস্র সহস্র রণাঙ্গনে সংগ্রাম করেছিলেন এবং সহস্র সহস্র মানুষকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি বাক্য রোধ করলেন এবং সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সমস্ত বিষয় থেকে তাঁর মন প্রত্যাহার করে নিলেন, তাঁর নয়ন-সমক্ষে যে দীপ্তিময় উজ্জ্বল পীতবসনধারী চতুর্ভুজ আদি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর দিকে তখন প্রসারিত নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলেন। বিশুদ্ধ ধ্যানে মগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করার ফলে তিনি জড় জাগতিক সমস্ত অশুভ বিষয় থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হলেন এবং শরাঘাতে প্রাপ্ত সমস্ত দৈহিক বেদনার উপশম হল। এইভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যিক কার্যকলাপ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তাঁর জড়দেহ পরিত্যাগের সময় সমস্ত জীবের নিয়ন্তা উদ্দেশে অপ্রাকৃতভাবে স্তব করতে লাগলেন।"

ভীষ্মদেব বললেন—"আমার চিত্ত, অনুভূতি এবং ইচ্ছা, যা এতদিন বিভিন্ন বিষয় এবং বৃত্তিগত কর্তব্যে নিয়োজিত ছিল, তা এখন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণে

নিয়ম ভঙে, সকল ভক্তবৃন্দের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানকে বর্ণনের অপ্রতিহত বাসনায় দ্বারকাবাসী সকলেই তাঁর প্রতি দ্রুত ধাবিত হলেন। নগরবাসীরা তাঁদের উপহার-সামগ্রী নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমক্ষে উপস্থিত হলেন এবং যিনি পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি তাঁর আপন শক্তির দ্বারা সকলকে নিরন্তর সব কিছু দিয়ে থাকেন, তাঁকে সেই অর্ঘ্যগুলি নিবেদন করলেন। এই সকল উপহার সামগ্রী যেন সূর্যের কাছে প্রদীপ নিবেদনের মতোই হয়েছিল। তবুও সন্তানেরা যেভাবে তাদের পিতা, বন্ধুবান্ধব এবং অভিভাবককে সম্ভাষণ করে থাকে, সেইভাবেই নগরবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানকে অভ্যর্থনা জানাবার প্রয়াসে, দিব্য আনন্দে উচ্ছ্বসিত স্বরে কথা বলতে লাগলেন।"

প্রজারা বললেন—"হে প্রভু, আপনি ব্রহ্মা, চতুঃসন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও পূজিত। যাঁরা জীবনের পরম কল্যাণ লাভ করতে চান, আপনি তাঁদের পরম গতি। আপনি অপ্রাকৃত পরমেশ্বর ভগবান এবং অপ্রতিহত কালও আপনার উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। হে জগতের সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমাদের মাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রভু, পতি, পিতা, গুরু এবং আরাধ্য ভগবান। আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছি। তাই আমরা প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদাই আমাদের উপর আপনার কৃপা বর্ষণ করেন। আহা, এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পুনরায় আপনার কৃপায় অনাথ আমরা সনাথ হয়েছি, আপনি স্বর্গের দেবতাদেরও দুর্লভ দর্শন। আপনি ফিরে এলেন, আপনার ঈষৎ হাস্যযুক্ত স্নেহদৃষ্টিময় বদনমণ্ডল এবং সর্বমঙ্গলময় এই অপ্রাকৃত রূপ আমরা দর্শন করতে পারছি। হে কমলনয়ন শ্রীহরি, যখন আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের পরিত্যাগ করে মথুরা, বৃন্দাবন বা হস্তিনাপুরে গমন করেন, তখন আপনার বিরহ-বিধুর এক মুহূর্ত সময়ও আমাদের কাছে কোটি কোটি বছরের মতো মনে হয়। হে অচ্যুত, তখন আমাদের অবস্থা সূর্যের কিরণ থেকে বঞ্চিত চক্ষুর মতো হয়। হে প্রভু, আপনি যদি এইভাবে সব সময় প্রবাসে থাকেন, তা হলে সমস্ত তাপ মোচনকারী সুন্দর হাস্য শোভিত আপনার মুখকমল দর্শন না করতে পেরে কিভাবে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি?"

"তখন ভক্তবৎসল ভগবান প্রজাদের এই প্রকার অভিনন্দনবাক্যসমূহ শ্রবণ করে সহর্ষে তাঁর চিন্ময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা কৃপা বিস্তার করতে করতে দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করলেন। নাগলোকের রাজধানী ভোগবতী যেমন নাগদের দ্বারা সুরক্ষিত, তেমনই দ্বারকা নগরী শ্রীকৃষ্ণেরই মতো বলশালী মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দ্বারকা নগরী সমস্ত ঋতুর সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সর্বত্র পবিত্র বৃক্ষ ও লতা, আশ্রম, উদ্যান, উপবন, বিলাসকুঞ্জ এবং বিকশিত পদ্মে পূর্ণ সরোবর ছিল। পরমেশ্বর ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য পুরদ্বার, গৃহদ্বার এবং পথিপার্শ্বে নির্মিত তোরণসমূহ উৎসবের চিহ্নস্বরূপ ধ্বজ, পতাকা, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল এবং সেগুলি সম্মিলিতভাবে সূর্যকিরণকে রুদ্ধ করে ছায়া সৃষ্টি করেছিল। রাজপথ, সর্কীর্ণ পথ, পণ্যবিপণি এবং প্রাঙ্গনসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং তারপর সুবাসিত বারিতে পরিসিক্ত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার জন্য ফল, ফুল এবং অক্ষত শস্যাদির অঙ্কুরসমূহ সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল। প্রতিটি আবাসগৃহের দ্বারে দ্বারে দধি, অক্ষত ফল, ইক্ষু এবং জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি মাঙ্গলিক সামগ্রী রাখা হয়েছিল এবং পূজার উপকরণ, ধূপ এবং দীপ প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধামে আসছেন শুনে মহাত্মা বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, অদ্ভুত বলশালী বলদেব, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব, সকলেই আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে শয়ন, আসন, ভোজন পরিত্যাগ করেছিলেন। পুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা রথে চড়ে দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁদের অগ্রে ছিল সৌভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ রাজহস্তী। তখন শঙ্খ এবং তূর্য ধ্বনিত হচ্ছিল এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা তাঁদের প্রণয়পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তখন শত শত বিখ্যাত বারবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বিবিধ যানসমূহে আরোহণ করে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তাদের সুন্দর মুখ-মণ্ডলে দোদুল্যমান

স্বর্ণোজ্জ্বল কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল, যার ফলে তাদের কপোলদেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুদক্ষ অভিনেতাগণ, শিল্পীবৃন্দ নর্তকগণ, গায়কগণ, পৌরাণিকগণ, ভাটগণ এবং স্তাবকগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা চরিতকথাসমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে যে যার মতো অভ্যর্থনা করতে লাগলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পুরবাসী এবং অন্য যাঁরা তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাউকে মস্তক অবনত করে নমস্কার, কাউকে অভিবাদন করে, কাউকে আলিঙ্গন, কাউকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ, কাউকে ঈষৎ হাস্যযুক্ত দর্শন দানে এবং কাউকে বা অভীষ্ট বর এবং অভয় প্রদান করে, আচণ্ডাল সকলকেই যথোচিত সম্মান করেছিলেন। তারপর সপত্নীক বৃদ্ধ গুরুজনগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ভগবান স্বরাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করলেন।"

"হে বিপ্রগণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দ্বারকার কুলরমণীগণ তাঁকে দর্শন করার জন্য প্রাসাদসমূহের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের কাছে তা এক মহোৎসবের মতো মনে হয়েছিল। দ্বারকাবাসীরা সর্বদা সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেও তৃপ্তি লাভ করতেন না। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থল। তাঁর মুখচন্দ্র সৌন্দর্যরূপ অমৃত পানের আকাঙ্ক্ষীদের পানপাত্রস্বরূপ। তাঁর বাহু লোকপালদের আশ্রয় এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তদের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার উপর শ্বেত ছত্র শোভা পাচ্ছিল, শ্বেত চামর ব্যজন করা হচ্ছিল এবং পুষ্প বৃষ্টির ফলে সারা পথ পুষ্পাচ্ছাদিত হয়েছিল। তখন পীতবসন ও বনমালা শোভিত শ্রীকৃষ্ণকে একসঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ শোভিত ঘন মেঘের মতো মনে হচ্ছিল। তারপর তাঁর পিতার আলয়ে প্রবেশ করে তিনি দেবকী আদি তাঁর মাতাদের দ্বারা আলিঙ্গিত হলেন এবং তিনি মস্তক অবনত করে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলেন। তাঁদের পুত্রকে আলিঙ্গন করে মাতারা তাঁকে তাঁদের কোলে বসালেন। তখন স্নেহবশত তাঁদের স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা তাঁরা তখন শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর যেখানে তাঁর ষোল হাজারেরও অধিক পত্নী বাস করতেন, সেই সর্ব অভীষ্টপ্রদ সর্বোৎকৃষ্ট তাঁর প্রাসাদসমূহে ভগবান প্রবেশ করলেন।"

"দীর্ঘ প্রবাসের পর পতিকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের হৃদয় পরমানন্দে পূর্ণ হল, তাঁদের চক্ষু ও বদন লজ্জাবনত হল এবং তাঁরা তাঁদের আসন এবং চিন্তাময় অবস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন। তাঁদের দুর্লভ ভাব ছিল এতই প্রবল যে লজ্জাশীলা মহিষীরা প্রথমে ভগবানকে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁরা তাঁকে চোখ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তাঁরা তাঁদের পুত্রদের পাঠালেন (এবং তা ছিল নিজেরাই আলিঙ্গন করার মতো)। কিন্তু হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, যদিও তাঁরা তাঁদের অনুভূতিকে চেপে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও, অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁরা অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বদা একান্তভাবে তাঁদের পাশে অবস্থান করতেন, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মযুগল প্রতিক্ষণ তাঁদের কাছে নব নবায়মান বলে মনে হত। লক্ষ্মীদেবী যদিও চঞ্চলস্বভাবা, কিন্তু তিনি ভগবানের পাদপদ্ম কখনো পরিত্যাগ করতে পারেন না। অতএব কোন্ সতী একবার সেই পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সেবা থেকে বিরত হতে পারে? বায়ু যেমন বাঁশে বাঁশে পরস্পর সংঘর্ষের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে বাঁশ বনকে দগ্ধ করে, ঠিক তেমনই পৃথিবীর ভারস্বরূপ অশ্ব, গজ, রথ পদাতিক সমন্বিত বহু অক্ষৌহিণী সেনাযুক্ত গর্বিত রাজাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদনপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বধ করেছিলেন। সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রাকৃত লোকের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। যদিও পরমসুন্দরী মহিষীদের শুদ্ধ ভক্তিযুক্ত নির্মল মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ দৃষ্টিপাতে স্বয়ং কন্দর্পও পরাভূত হয়ে হতাশায় তাঁর পুষ্পধনু পরিত্যাগ করেন

এবং মহাঐশ্বর্যশালী সাক্ষাৎ মহাদেবও সম্মোহিত হন, কিন্তু তবুও তাদের মোহিনী বিদ্যা এবং আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিচলিত করতে পারেননি। মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তারা নির্বোধ, প্রাকৃত গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণকে জড়ের দ্বারা প্রভাবিত প্রকৃতির সঙ্গী বলে মনে করে। পরমেশ্বর ভগবানের এমনই ঐশী প্রভাব—প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত মায়া-প্রপঞ্চে অবস্থিত হয়েও তিনি প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তেমনই তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন যে সকল ভক্ত, তাঁরাও জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই সরলা ও অবলা স্ত্রীগণ তাঁদের প্রিয়তম পতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জেনে মোহবশত তাঁকে তাঁদের বশীভূত ও একান্ত অনুগত বলে মনে করতেন। অহঙ্কারী যেমন ভগবানের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনই তাঁরা তাঁদের পতির মহিমাব্যক্তির পরিসীমা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না।"

দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম

শৌনকঋষি বললেন—"অশ্বত্থামার দ্বারা উৎসৃষ্ট ভয়ঙ্কর এবং অপরাজেয় ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের জননী উত্তরাদেবীর গর্ভ বিনষ্ট হতে চলেছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিৎ রক্ষা পান। অতীব বুদ্ধিসম্পন্ন এবং পরম ভক্ত, মহান সম্রাট পরীক্ষিৎ কেমন করে সেই গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন? কেমন করেই বা তাঁর মৃত্যু হল, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি কোন্ গতি লাভ করলেন? যে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, আমরা সকলে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর কথা শুনতে চাই। দয়া করে এই বিষয়ে কিছু বলুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজত্বকালে সকলকে সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরন্তরভাবে সেবা সম্পাদনের ফলে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের পার্থিব ঐশ্বর্যের কথা, অর্থাৎ যে সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি উচ্চতর লোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তার কথা, তাঁর মহিষীদের কথা, তাঁর পরাক্রমশালী ভ্রাতাদের কথা, তাঁর বিস্তৃত রাজ্যের কথা, এই পৃথিবীর উপর তাঁর আধিপত্যের কথা এবং তাঁর যশ ইত্যাদির কথা স্বর্গলোকে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। হে ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল যে স্বর্গের অধিবাসীরাও তা লাভ করার বাসনা করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় মগ্ন ছিলেন, তাই ভগবৎ-সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারত না।"

"হে ভৃগুনন্দন (শৌনক), মাতা উত্তরার গর্ভে অবস্থানকালে মহাবীর পরীক্ষিৎ (অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) ব্রহ্মাস্ত্রের তাপে যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। তিনি (ভগবান) ছিলেন মাত্র অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দীর্ঘ, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত। তাঁর অদ্ভুত এবং অপূর্ব সুন্দর দেহটি ছিল ঘনশ্যাম বর্ণ, তাঁর পরনে তড়িৎ বর্ণ পীতবসন এবং মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট ছিল। এইভাবে শিশু পরীক্ষিৎ তাঁকে দর্শন করেছিলেন। ভগবান ছিলেন চতুর্ভুজসম্পন্ন, তাঁর কর্ণে ছিল তপ্তকাঞ্চনের কুণ্ডল এবং ক্রোধবশত তাঁর চক্ষু হয়েছিল আরক্তিম। তিনি যখন পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর গদা উল্কার মতো নিরন্তর তাঁর চতুর্দিকে ঘুরছিল। সূর্য যেমন হিমরাশি বশীভূত করে, তেমনই ভগবান তাঁর গদার প্রভাবে অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বিনাশ করেছিলেন। গর্ভস্থিত শিশু তাঁকে দর্শন করেছিলেন এবং তিনি কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। এইভাবে শিশু পরীক্ষিৎকে দর্শন দান করে, স্থান ও কালের অতীত, সর্বদিক ব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান, ধর্মরক্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন। তারপর শুভ গ্রহসমূহ অন্যান্য অনুকূল গ্রহগণের সঙ্গে সম্মিলিত হলে, পাণ্ডু সদৃশ তেজস্বী পাণ্ডুর বংশধর জন্মগ্রহণ করলেন। সেই সময়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্লচিত্তে সেই নবজাত বালকের জাতকর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন। ধৌম্য, কৃপাচার্য প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলজনক স্বস্তিবচন পাঠ করেছিলেন। কিভাবে, কখন ও কোথায় দান করতে হয়, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠির পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, গাভী, ভূমি গ্রাম, হস্তী, অশ্ব ও উত্তম অন্ন-শস্যাদি দান করেছিলেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা দান লাভে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পুরুকুলশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে বললেন যে, তাঁর পুত্রটি অবশ্যই পুরু বংশের উপযুক্ত।"

ব্রাহ্মণেরা বললেন—"মহাপ্রভাবশালী এবং সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এই নির্মল সন্তানটিকে পুনর্জীবিত করেছেন। এক অব্যর্থ অতি প্রাকৃত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে যখন তাঁর বিনাশ অনিবার্য হয়েছিল, তখন তাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক যেহেতু রক্ষিত হয়েছিলেন, তাই এই শিশুটি জগতে বিষ্ণুরাত নামে সুপ্রসিদ্ধ হবেন। হে মহাভাগ্যবান, এই শিশুটি যে ভগবানের উত্তম ভক্ত হবেন এবং সমস্ত সদ্গুণে ভূষিত হবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।"

ধর্মরাজ (যুধিষ্ঠির) জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহাত্মাগণ, এই নবজাত কুমার কি প্রশংসা ও সৎ কীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্রকীর্তি মহামান্য রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে?"

ব্রাহ্মণেরা বললেন—"হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর মতো প্রজারঞ্জক এবং দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের মতো ব্রাহ্মণের হিতৈষী ও প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ়, বিশেষত সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন। এই শিশুটি উশীনর রাজের রাজা শিবির মতো দানশীল ও শরণাগতের পালক হবেন, এবং মহারাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের মতো জ্ঞাতিবর্গ ও যাজ্ঞিকগণের যশের বিস্তার করবেন। ধনুর্ধারীদের মধ্যে এই শিশু অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ হবেন। তিনি অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ এবং সমুদ্রের মতো দুস্তর হবেন। এই শিশুটি সিংহের মতো বিক্রমশালী, হিমালয়ের মতো সুমহান আশ্রয়, ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীল এবং তাঁর পিতামাতার মতোই সহনশীল হবেন। এই শিশুটি মানসিক সাম্যতায় তাঁর পিতামহ যুধিষ্ঠির অথবা ব্রহ্মার সমতুল্য হবেন, কৈলাস পর্বতের অধিপতি শিবের মতো তিনি মহাবদান্য হবেন এবং লক্ষ্মীদেবীরও আশ্রয়স্থল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের মতোই তিনি প্রত্যেকের আশ্রয় হবেন। এই শিশুটি শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমস্ত দিব্যগুণান্বিত মহিমায় তাঁরই মতো হবেন। তিনি উদারতায় মহারাজ রন্তিদেব এবং ধর্মাচরণে মহারাজ যযাতির মতো হবেন। এই শিশুটি ধৈর্যে বলি মহারাজের মতো হবেন, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো নৈষ্ঠিক কৃষ্ণভক্ত হবেন, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন এবং বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করবেন। এই শিশুটি রাজর্ষিদের জন্মদাতা হবেন। বিশ্বশান্তি ও ধর্মের স্বার্থে, তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপ্রিয় সকলেরই দণ্ডদাতা হবেন। এক ব্রাহ্মণতনয় কর্তৃক প্রেরিত এক তক্ষক নাগের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে, তা শোনার পর, তিনি সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হবেন এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। হে রাজন! এই বালকটি বেদব্যাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের মুখ থেকে যথার্থ আত্মজ্ঞান জানতে উৎসুক হবেন এবং সমস্ত জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে ভয়লেশহীন হবেন।"

"জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী এবং নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"এই বালক জগতে পরীক্ষিৎ নামে (যিনি পরীক্ষা করেন) প্রসিদ্ধ হবেন, কেননা তিনি তাঁর জন্মের পূর্বে যে পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁরই অনুসন্ধানে সমস্ত মানুষদের পরীক্ষা করতে থাকবেন। এইভাবে তিনি নিরন্তর তাঁরই কথা চিন্তা করবেন। রাজপুত্র (পরীক্ষিৎ) তাঁর পিতামহদের অভিভাবকত্বে সস্নেহে প্রতিপালিত হয়ে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিনে দিনে বর্ধিত হতে লাগলেন। সেই পরীক্ষিৎ বালক অবস্থাতেই অত্যন্ত ধার্মিক, সকলের প্রিয়ভাজন, মহানুভব এবং বুদ্ধিমান হয়েছিলেন।"

"ঠিক এই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধজনিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কথা বিবেচনা করছিলেন। কিন্তু কিছু অর্থ সংগ্রহের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কেননা তাঁর তহবিল না থাকায় কর এবং জরিমানা আদায় করা ছাড়া অর্থ সংগ্রহের আর কোনও উপায় ছিল না। মহারাজের ঐকান্তিক অভিলাষ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর ভাইয়েরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে উত্তর দিকে গমনপূর্বক (মহারাজ মরুত্তের পরিত্যক্ত) প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেই সম্পদের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন। এইভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন হত্যাজনিত পাপের ভয়ে ভীত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সেই যজ্ঞে আহূত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আগমনপূর্বক (দ্বিজ) ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের আনন্দ বিধানের জন্য কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করেছিলেন।"

"হে শৌনক, তারপর দ্রৌপদীসহ মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং বন্ধুবান্ধবদের বিদায় জানিয়ে অর্জুনসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দ্বারকা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করলেন

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"তীর্থ পর্যটন কালে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে জীবের পরম গতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে বিদুর হস্তিনাপুর নগরে ফিরে গেলেন। তিনি ঈপ্সিতরূপে সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। মৈত্রেয় মুনির কাছে নানা রকম প্রশ্ন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করায় আর অন্যও প্রশ্ন করা থেকে বিদুর বিরত হলেন।"

"যখন বিদুরকে প্রাসাদে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন সমস্ত গৃহবাসী—মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, ধৃতরাষ্ট্র, সাত্যকি, সঞ্জয়, কৃপাচার্য, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী, কৌরবদের আরও অনেক পত্নীগণ এবং সন্তানাদিসহ অন্যান্য মহিলারা সকলেই মহানন্দে দ্রুত সেখানে এলেন। মনে হচ্ছিল যেন দীর্ঘকাল পর তাঁরা আবার তাদের চেতনা ফিরে পেলেন। যেন তাঁদের দেহে পুনরায় প্রাণ ফিরে এসেছে, এইভাবে পরম আকুলতার সঙ্গে তাঁরা সকলে মহানন্দে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর বিধিবৎ প্রণতি বিনিময় করেছিলেন এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন। উৎকণ্ঠা এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে, তাঁরা সকলে প্রেমের বশে কাঁদতে লাগলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন উপবেশনের আসন প্রদানের আয়োজন করলেন এবং অভ্যর্থনা জানালেন। বিপুলভাবে ভোজনাদির বিশ্রাম করে বিদুর আরামদায়ক একটি আসনে উপবেশন করলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন এবং উপস্থিত সকলে তা শুনতে লাগলেন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—"হে পিতৃব্য, আপনার কি মনে আছে, কিভাবে আপনি আমাদের জননী সহ আমাদেরকে সর্বপ্রকার দুর্যোগ থেকে নিরন্তর রক্ষা করেছিলেন? পাখির ডানার মতো আপনার পক্ষপাতরূপ ছায়া বিষ প্রয়োগ এবং অগ্নিসংযোগ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। আপনি ভূমণ্ডল পরিভ্রমণকালে কোন বৃত্তির দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ করতেন? কোন কোন প্রধান পবিত্রধাম এবং তীর্থের সেবা আপনি করেছেন? হে প্রভু, আপনার মতো মহান্ ভগবদ্ভক্তরাই স্বয়ং পবিত্র তীর্থধাম স্বরূপ। কারণ আপনাদের হৃদয়ে অবস্থিত গদাধারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্রতা বহন করে সমস্ত স্থানকেই তীর্থে পরিণত করে থাকেন। হে পিতৃব্য, আপনি নিশ্চয়ই দ্বারকায় গিয়েছিলেন। সেই পবিত্রধামে আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং যদুবংশীয় যাদবেরা রয়েছেন, তাঁরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সদামগ্ন থাকেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁদের দেখেছেন বা তাঁদের কথা শুনে এসেছেন। তাঁরা সকলে তাঁদের স্ব স্ব গৃহে সুখে আছেন তো?"

"এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলে, মহাত্মা বিদুর যদুবংশ ধ্বংসের সমাচার ব্যতীত, ব্যক্তিগতভাবে যেসব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তা ক্রমশ বর্ণনা করলেন। করুণাময় মহাত্মা বিদুর কোন সময়ই পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে পারতেন না। তাই তিনি অপ্রিয় আর অসহনীয় এই ঘটনার কথা প্রকাশ করলেন না। কারণ দুর্যোগাদি আপনা হতেই আসে। এই মহাত্মা বিদুর তাঁর জ্ঞাতি-সম্প্রদায়ের সকলের কাছে ঠিক দেবতুল্য মানুষের মতোই সমাদৃত হয়ে কিছুদিন সেখানে রইলেন যাতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মনোবৃত্তির সংশোধন করতে পারেন এবং তার দ্বারা অন্য সকলেরও প্রীতিবিধান করা যায়।"

"মণ্ডূক মুনির শাপে অভিশপ্ত হয়ে বিদুর শতবর্ষ শূদ্রত্ব ধারণ করে ছিলেন, সেই শতবর্ষব্যাপী অর্যমা পাপীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথ দণ্ড বিধানের জন্য যমরাজের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন।"

"মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্য লাভ করে এবং তাঁর বংশের মহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার উপযুক্ত এক পৌত্রের জন্মের দর্শন লাভ করার পরে, শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, যাঁরা ছিলেন জনসাধারণের কাছে সকলেই দক্ষ প্রশাসক, তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি অসামান্য ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন। যাঁরা গৃহ-পরিবার বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত এবং সর্বদাই সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, পরম দুস্তর অনন্ত কাল অজ্ঞাতসারে তাদের অতিক্রম করে যায়।"

মহাত্মা বিদুর এই সমস্ত বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "হে রাজন, শীঘ্র আপনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আর বিলম্ব করবেন না। দেখুন, মহাভয় কিভাবে আপনাকে আক্রমণ করছে। এই জড় জগতের কোনও মানুষের দ্বারা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিকার হতে পারে না। হে প্রভু, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই মহাকালরূপে আমাদের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। যে-ই মহাকালের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাকে অবশ্যই তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণই সমর্পণ করতে হয়, এবং ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি, জমি-বাড়ি এই সবের মধ্যে অন্যান্য জিনিসের কথা আর কী বলার আছে? আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্রবর্গ সকলেই মৃত এবং গতায়ু। আপনি নিজেও আপনার জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন, আপনার দেহ এখন জরাগ্রস্ত, এবং আপনি অন্যের গৃহে বাস করছেন। আপনি জন্মকাল থেকেই অন্ধ, এবং সম্প্রতি আপনার শ্রবণশক্তিও হ্রাস পেয়েছে। আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। আপনার দন্তরাজি জীর্ণ হয়েছে, আপনার যকৃতের ত্রুটি ঘটেছে এবং আপনার কাশির সঙ্গে সশব্দে কফ নির্গত হচ্ছে। আহা, তবুও বাঁচার জন্য তাদের আশা কী প্রবল! যথার্থই, আপনি ঠিক একটা পোষা কুকুরের মতোই বেঁচে রয়েছেন আর ভীমের দেওয়া উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করছেন। যাদের আপনি আগুনে নিক্ষেপ করে এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের দাক্ষিণ্যে নির্ভর করে অবজ্ঞাপূর্ণ জীবন যাপন করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি তাদের স্ত্রীদেরও একজনকে অপমানিত করেছিলেন এবং

তাদের রাজ্য ও ধন-সম্পদ অপহরণ করে নিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং মান-মর্যাদা নষ্ট করে বেঁচে থাকার জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, আপনার কার্পণ্যদুষ্ট দেহটি অবশ্যই একটা পুরনো পোশাকের মতো জরাগ্রস্ত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। তাঁকেই ধীর বলা হয় যিনি কোন অজ্ঞাত দূরদেশে চলে যান, এবং সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, জড় দেহটি যখন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে তখন তা ত্যাগ করেন। যিনি নিজের উদ্যোগে বা অন্যের কাছ থেকে শুনে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠেন এবং এই জড় জগতের অলীক মায়া আর দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করেন, এবং তাই গৃহত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে তাঁর হৃদয়স্থিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরিতে ভরসা রাখেন, সুনিশ্চিতভাবে তিনিই সর্বোত্তম মানবসত্তা। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে আপনার আত্মীয়-স্বজনদের অজ্ঞাতসারে উত্তর দিকে গমন করুন, কারণ শীঘ্র এমন একটি সময় আসছে, যার প্রভাবে মানুষদের সদগুণাবলী নষ্ট হয়ে যাবে।"

"এইভাবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে আজমীঢ় বংশের মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান (প্রজ্ঞা) লাভ করে চিত্তের দৃঢ়তায় তাঁর আত্মীয়বর্গের নিবিড় স্নেহপাশ ছিন্ন করে গৃহ থেকে মুক্তিলাভের পথে বহির্গত হলেন। যুদ্ধে তাঁর আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও প্রশান্তচিত্ত যোদ্ধার মতো সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীদের আনন্দদায়ক যে হিমালয় পর্বতমালা, সেই অভিমুখে তাঁর পতিকে গমন করতে দেখে সাধ্বসৎকুল সুবলের কন্যা পতিব্রতা সাধ্বী গান্ধারী তাঁর অনুগামিনী হলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির মহারাজ সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া এবং হোমাদি কার্য সমাপন করে তিল, গাভী, ভূমি ও স্বর্ণাদির দ্বারা ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে ও গুরুজনদের বন্দনা করার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করে সেখানে পিতৃব্য বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র এবং সুবল-তনয়া গান্ধারীকে দেখতে পেলেন না।"

উদ্বিগ্নচিত্ত যুধিষ্ঠির সেখানে সঞ্জয়কে সমুপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে সঞ্জয়, আমাদের বৃদ্ধ এবং অন্ধ পিতৃব্য কোথায়? আমাদের পরম আত্মীয় পুণ্যাত্মা বিদুর এবং হত-পুত্র শোকাতুরা মাতা গান্ধারীই বা কোথায় গিয়েছেন? আমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের মৃত্যুতে অত্যন্ত বিষণ্ণকাতর। নিঃসন্দেহে আমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। তিনি কি আমার সেই অপরাধে নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর পত্নীসহ গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিলেন? যখন আমাদের পিতা পাণ্ডু পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেন, এবং আমরা সকলে নিতান্ত শিশু, তখন এই দুই পিতৃব্য আমাদের সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন তাঁরা সকল সময়ে ছিলেন আমাদের মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী। হায়, তাঁরা এখান থেকে কোথায় গেলেন?"

সূত গোস্বামী বললেন—"তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখে বিরহকাতর সঞ্জয় দয়া এবং স্নেহজনিত বিহ্বলতা হেতু অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করতে পারলেন না। প্রথমে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত করে, তারপর তাঁর দুই হাত দিয়ে চোখের জল মুছে এবং তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণযুগল ধ্যান করতে করতে, অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।"

সঞ্জয় বললেন—"হে কুরুবংশের বংশধর, আপনার দুই পিতৃব্য এবং গান্ধারীর অভিপ্রায় কিছুই আমি জানি না। হে মহাবাহো, আমি সেই মহাত্মাগণ কর্তৃক বঞ্চিত হয়েছি।"

"সঞ্জয় যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন বীণা হস্তে মহাভাগবত নারদ সেইখানে আবির্ভূত হলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁর ভাইদের সঙ্গে নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নারদ মুনিকে অভিবাদনপূর্বক পূজা করে অভ্যর্থনা জানালেন।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—"হে ভগবন, আমার দুই পিতৃব্য কোথায় গেছেন তা আমি জানি না, এবং সমস্ত পুত্রহীনা, শোক-কাতরা আমার মাতৃসম তপস্বিনী গান্ধারীকেও আমি দেখতে পাচ্ছি না। আপনি মহাসাগরে কর্ণধারের মতো আমাদের লক্ষ্যপথ দেখাতে পারেন।"

এইভাবে যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে মহাভাগবত, দার্শনিক ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন—"হে ধার্মিক রাজন্, কারও জন্য শোক করো না, কারণ প্রত্যেকেই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। তাই সমস্ত জীব এবং তাদের পালকবর্গ প্রার্থনা করে থাকেন যেন নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন। ভগবানই তাদের মিলিত করেন এবং বিচ্ছিন্নও করেন। গাভী যেমন নাসিকায় রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি মানুষেরাও বিভিন্ন অনুশাসনাদির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়। কোনও খেলোয়াড় যেমন তার নিজের ইচ্ছামতো তার খেলার জিনিসপত্র সাজায় আর ছত্রাকার করে ফেলে, তেমনই ভগবানের পরম ইচ্ছায় মানুষের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।"

"হে রাজন, যদিও মানুষকে জীব রূপে নিত্য ও দেহরূপে অনিত্য, অথবা অনির্বচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় রূপেই আপনি মনে করেন, তবে যে কোন অবস্থা থেকে বিচার করলে তারা আপনার শোকের পাত্র নয়। মোহজনিত স্নেহ ব্যতীত শোকের আর অন্য কোন কারণ নেই। অতএব আত্মস্বরূপে অজ্ঞানতাজনিত আপনার এই উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন। আপনি এখন ভাবছেন, যারা অনাথ অসহায়, সেই সব জীবেরা আপনাকে ছাড়া কিভাবে প্রাণ ধারণ করবে। এই পাঞ্চভৌতিক শরীরটি কাল, কর্ম, ও গুণের অধীন। তার কবলে সর্পগ্রস্ত হয়ে থাকার মতো সেই শরীর কিভাবে অন্যদের রক্ষা করবে? হস্তরহিত প্রাণীরা হস্তযুক্ত প্রাণীদের শিকার, পদরহিত যারা, তারা চতুষ্পদ প্রাণীদের শিকার। দুর্বল জীবেরা বলবান জীবদের জীবন ধারণের ভরসা এবং এক জীব অন্য জীবকে খায়—এটিই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব হে রাজন, আপনি কেবলমাত্র সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই অবলোকন করুন—যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকটিত করেন এবং যিনি অন্তরে ও বাইরে দু'ভাবেই প্রকাশিত হন।"

"হে মহারাজ, সেই ভূতভাবন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্-বিদ্বেষীদের বিনাশ করার জন্য সর্বগ্রাসী কালরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করেছেন এবং এখন তিনি অবশিষ্ট কর্মের প্রতীক্ষা করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান এই পৃথিবীতে আছেন সেই পর্যন্ত আপনারা পাণ্ডবেরা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন।"

"হে রাজন্, আপনার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর ভ্রাতা বিদুর এবং তাঁর পত্নী গান্ধারী সহ হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে গিয়েছেন, যেখানে ঋষিদের আশ্রম আছে। সেই স্থানে পবিত্র গঙ্গানদী সপ্তঋষির প্রীতি সম্পাদনের জন্য নিজেকে সপ্তধারায় বিভক্ত করেছেন, সেই জন্য এই স্থানকে লোকে সপ্তস্রোত তীর্থ বলে। সেই সপ্তস্রোতা নদীর তীরে, ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় স্নান করে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক কেবলমাত্র জলপান করে অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলন শুরু করেছেন। এই অনুশীলন মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সহায়ক এবং মানুষকে পুত্র-কলত্রের আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করে। যিনি যৌগিক আসনের পদ্ধতি এবং শ্বাস-প্রক্রিয়াদি আয়ত্ত করেছেন, তিনি জড় বিষয় থেকে ছয় ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভাবনায় মগ্ন হতে পারেন এবং সেইভাবে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণজনিত কলুষ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্রকে আত্মজ্ঞান-সমন্বিত বুদ্ধির সাথে আপন শুদ্ধ পরিচয়ের সংযোগ সাধন করতে হবে এবং অতঃপরে পরম ব্রহ্মের সাথে এক জীবসত্তারূপে তাঁর গুণগত একাত্মতাবোধ জ্ঞান অর্জন করে পরম সত্তার মাঝে সাযুজ্য প্রাপ্ত করতে হবে। জড়জাগতিক আবদ্ধ আকাশ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে চিদাকাশে উন্নীত হতে হবে। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ বাইরে থেকেও সংযত করে এবং ভেতরের বৃত্তিতে বাহ্য বিষয় আহরণ করে জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যাদির দ্বারা প্রভাবিত সর্ব প্রকার ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে স্থানুর মতো নিশ্চলভাবে তাঁকে অবস্থান করতে হবে সব রকম জড়জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করবার পরে, সেই পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করে, তাঁকে অবিচল হয়ে অধিষ্ঠিত হতে হবে।"

"হে রাজন্, আজ থেকে খুব সম্ভবত পঞ্চম দিনে তিনি দেহত্যাগ করবেন এবং তাঁর সেই দেহ ভস্মে পরিণত হবে। বাইরে থেকে পর্ণকুটিরসহ তাঁর পতির দেহ যোগাগ্নিতে দগ্ধ হতে দেখে পতিব্রতা পত্নী গান্ধারীও সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে একাগ্রচিত্তে তাঁর পতির অনুবর্তিনী হবেন।"

"হে কুরুনন্দন, তখন বিদুরও সেই আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করে হর্ষ এবং বিষাদে অভিভূত হয়ে তীর্থসেবার

জন্য সেই পুণ্য পবিত্র তীর্থস্থান পরিত্যাগ করবেন। এই বলে দেবর্ষি নারদ তাঁর বীণা হাতে স্বর্গে আরোহণ করলেন এবং যুধিষ্ঠির মহারাজও নারদের বাণী হৃদয়ে গ্রহণ করে শোক পরিত্যাগ করলেন।"

※ ※ ※

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বন্ধুদের দর্শন করার জন্য এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও পরবর্তী অভিপ্রায় জানবার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন।"

"কয়েক মাস গত হলেও অর্জুন ফিরে এলেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ভয়ঙ্কর অনিষ্টসূচক অমঙ্গল চিহ্নাদি দর্শন করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে, কালের গতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, ঋতুগুলির ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছে। ক্রোধ, লোভ ও মিথ্যা সমস্ত মানুষদের প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে এবং সেই জন্য তারা পাপের পথ অনুসরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করেছে। বন্ধুদের মধ্যেও সমস্ত স্বাভাবিক আদান-প্রদান এবং আচরণাদি কপটতাপূর্ণ এবং শঠতায় কলুষিত হয়ে উঠল। আর পারিবারিক ব্যাপারাদির মধ্যেও পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সুহৃদবর্গ এমন কি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যেও নিত্য সর্বক্ষণ ঝগড়া লাগত। পতি-পত্নীর মধ্যেও সর্বদা উৎকণ্ঠা আর কলহ বিবাদ ঘটছিল। কালক্রমে, এমন হয়ে উঠল যে, লোকেরা স্বেচ্ছাপূর্বক লোভ, ক্রোধ আর দম্ভে মত্ত হয়ে পড়েছিল। এই সব অশুভ লক্ষণাদি দেখে যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর ছোট ভাই ভীমসেনকে বললেন, 'আমি অর্জুনকে তার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মসূচী জানবার জন্য দ্বারকায় পাঠিয়েছিলাম। সাত মাস হয়ে গেল সে গেছে, তবু এখনও সে ফিরে এল না। সেখানে কি হচ্ছে, তা আমি কিছুই জানতে পারছি না। দেবর্ষি নারদ যে বলেছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জড়জাগতিক লীলা সংবরণ করবেন, সেই সময় কি এখনই উপস্থিত হয়েছে? ভগবান কি পৃথিবী থেকে অপ্রকট হতে চলেছেন? তাঁর কাছ থেকেই আমাদের যাবতীয় রাজকীয় ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি সম্পদ, রাজ্যপাট, গুণবতী স্ত্রী, কৌলিকুল, বংশানুক্রম, প্রজাপালন, শত্রুজয় এবং উচ্চতর গ্রহলোকাদির মধ্যে ভবিষ্যৎ সংস্থান লাভের সম্ভাবনা সব কিছুই অর্জন করেছি। এই সবই আমাদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই হয়েছে।"

"দেখ দেখ, হে নরব্যাঘ্র, গ্রহনক্ষত্রাদির প্রভাবজনিত (আধিদৈবিক), জাগতিক প্রতিক্রিয়া সম্ভূত (আধিভৌতিক), এবং দৈহিক ব্যাধি থেকে উদ্ভূত (আধ্যাত্মিক) কত রকমের ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হয়েছে, যা আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অদূর ভবিষ্যতের বিপজ্জনকতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমার বাম উরু, বাম নয়ন ও বাম বাহু সবই বারবার স্পন্দিত হচ্ছে। আশঙ্কায় আমার হৃদয়ও বারবার কম্পিত হচ্ছে। এই সমস্তই অবাঞ্ছিত অমঙ্গলের সূচনা ইঙ্গিত করছে। হে ভীম, ঐ দেখ, এই শৃগালী মুখ থেকে অনল উদ্গার করতে করতে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিকট আর্তনাদ করছে আর এই কুক্কুরটি নির্ভয় চিত্তে আমার দিকে তাকিয়ে বিকট ভাবে শব্দ করছে। হে ভীমসেন, পুরুষব্যাঘ্র, এখন গাভীদের মতো উপকারী পশুরা আমার বাম দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং গর্দভদের মতো নিম্নযোনির অশুভ পশুরা আমাকে প্রদক্ষিণ করছে। আমার অশ্বগণ যেন আমাকে দেখে রোদন করছে বলে মনে হচ্ছে। দেখ! এই পায়রাটিকে যেন যমদূত বলে মনে হচ্ছে। পেঁচা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাকের কর্কশ স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তারা যেন সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে শূন্য করে ফেলতে চাইছে। দেখ, ধূম্র দিগন্তরে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী আর পাহাড় পর্বত কাঁপছে। শোন, বিনা মেঘে বজ্রপাত হচ্ছে এবং দেখ, নীল আকাশ থেকে বিদ্যুৎ নেমে আসছে। ধূলিরাশিতে দিকসকল অন্ধকার করে প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। মেঘসমূহ অতি বীভৎসরূপে চতুর্দিকে রক্ত বর্ষণ করছে। সূর্যকিরণ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে এবং আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরস্পর যুদ্ধ করছে বলে মনে হচ্ছে। বিভ্রান্ত প্রাণীরা যেন অগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়ে ক্রন্দন করছে। নদ, নদী, সরোবর, জলাশয়াদি এবং মন সবই বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। ঘৃতাহুতি প্রদানেও অগ্নি আর প্রজ্বলিত হচ্ছে না। এ কি দুঃসময়! জানি না, কি ঘটতে চলেছে? গোবৎসগণ আর গোমাতাদের স্তন পান করছে না, গাভীদের স্তন থেকেও আর দুগ্ধধারা নিঃসৃত হচ্ছে না। তারা অশ্রুমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রোদন করছে এবং গোচারণ ভূমিতে বৃষগণও আর আনন্দ প্রকাশ করছে না। মন্দিরে দেবপ্রতিমাগুলি যেন ঘর্মাক্ত কলেবরে রোদন করছেন। তাঁরা যেন স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন। এই সমস্ত শহর, জনপদ, গ্রামসমূহ, খনিসমূহ, উদ্যান-আশ্রমাদি সবই যেন এখন শ্রী-ভ্রষ্ট এবং নিরানন্দ হয়েছে। জানি না, আরও কত বিপর্যয় আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে আমার মনে হচ্ছে যে, আজ পৃথিবীর সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের স্বর্ণচিহ্নে চিহ্নিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ধরিত্রী। এই সব লক্ষণাদি নির্দেশ করছে যে, তা আর থাকবে না।"

"হে ব্রাহ্মণ শৌনক, পৃথিবীতে সেই সময়ে এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন অর্জুন দ্বারকাপুরী থেকে ফিরে এলেন।"

"অর্জুন যখন তাঁর চরণতলে নিপতিত হলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর অবসন্নতা যেন অভূতপূর্ব। তাঁর মুখ ছিল অবনত ও নয়নকমল থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নেমে আসছিল।"

অর্জুনকে এইভাবে হৃদয়স্পর্শী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কান্তিহীন অবস্থায় দেখে, মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির ইঙ্গিত স্মরণ করে সুহৃদবর্গের সমক্ষে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভাই, আমাকে বল, আমাদের বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনেরা—মধু, ভোজ, দশার্হ, আর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণির অর্থাৎ যদুবংশের সকলে কুশলে আছেন তো? আমার শ্রদ্ধেয় মাতামহ শূরসেন মঙ্গলে আছেন তো? আর, আমার মাতুল বসুদেব এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা কুশলে আছেন তো? দেবকী প্রমুখ বসুদেবের সাত পত্নী পরস্পরের প্রতি ভগ্নীভাবাপন্ন। তাঁরা সকলেই তাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ সুখে আছেন তো? যাঁর পুত্র অত্যন্ত দুরাচারী, সেই উগ্রসেন রাজা এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর দেবক এখনও জীবিত আছেন তো? উগ্রসেন সুখে আছেন তো? হৃদীক এবং তাঁর পুত্র কৃতবর্মা, অক্রূর, জয়ন্ত, গদ, সারণ ও শত্রুজিৎ, এঁরা সকলে ভাল আছেন তো? ভক্তদের প্রভু বলরাম কুশলে আছেন তো? বৃষ্ণি বংশের মহান সেনাপতি প্রদ্যুম্ন কেমন আছে? আর, যুদ্ধে অতিশয় পরাক্রমশালী, ভগবানের অংশ প্রকাশ, অনিরুদ্ধ আনন্দে আছেন তো? সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রধান প্রধান পুত্রগণ ঋষভাদি তাঁদের পুত্রসহ ভাল আছেন তো? শ্রুতদেব, উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে সুরক্ষিত সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি আমাদের অন্যান্য পরম সুহৃদ যদুবংশ শ্রেষ্ঠগণ কুশলে আছেন তো? তাঁরা আমাদের কুশল চিন্তা করেন তো? সেই ব্রাহ্মণদের হিতকারী ভক্তবৎসল গোবিন্দ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পুরীতে সুধর্মা নামক সভায় সুহৃদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে সুখে আছেন তো?"

"আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারা জগতের মঙ্গল সাধন, প্রতিপালন এবং উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যদুকুলরূপ সমুদ্রের মধ্যে অনন্তদেব বলরামসহ অবস্থান করছেন। আর যদুবংশীয়েরা শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের দ্বারা সংরক্ষিত আর নিরাপদ দ্বারকাপুরীতে বৈকুণ্ঠবাসীদের অনুচরবর্গের মতো ত্রিলোক পূজিত হয়ে পরম আনন্দে বিহার করছেন। সত্যভামা প্রমুখ ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ ভগবানের চরণ-সেবারূপ মুখ্য কর্ম সম্পাদন করে ভগবানকে দেবতাদের পরাভূত করতে প্ররোচিত

করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মহিষীরা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ভোগযোগ্য (পারিজাত পুষ্প) উপভোগ করেন। যদুবীরগণ পরমেশ্বর ভগবানের বাহুবলের প্রভাবে প্রতিপালিত হয়ে সর্বতোভাবে ভয়হীন হয়ে থাকেন, আর তাই শ্রেষ্ঠ দেবতাদের যোগ্য এবং বলপূর্বক অধিকৃত সুধর্মা নামে সভাগৃহটিতে তাঁরা তাঁদের চরণ দ্বারা পদদলিত করে বিচরণ করেন।"

"হে ভ্রাতা অর্জুন, তোমার নিজের সমস্ত কুশল তো? তোমার শারীরিক দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি দীর্ঘকাল দ্বারকায় ছিলে বলে কি তাঁরা তোমায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন বা তোমার যথোচিত সম্মান রক্ষা করেননি? কেউ কি তোমাকে অপ্রীতিকর অশুভ কথা বলেছে কিংবা যে কিছু প্রার্থনা করেছে, তাঁকে দাক্ষিণ্য দেখাতে পারনি, কিংবা কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি কি তা পূর্ণ করতে পারনি? তুমি সর্বদাই শরণাগত যোগ্য জীবমাত্রেরই আশ্রয় প্রদান করে থাক। তাই কি কোন শরণাগত ব্রাহ্মণ, বালক, গাভী, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রীলোক কিংবা অন্য কোন প্রাণীকে আশ্রয়দানে অক্ষম হয়েছ? তুমি কি কোন অগম্যা স্ত্রীতে গমন করেছ? কিংবা কোন গম্যা স্ত্রীলোকের প্রতি যথাযথ আচরণ করনি? অথবা পথে তোমার সমকক্ষ বা তোমার থেকে অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয়েছ? তোমার সাথে একত্রে ভোজন করবার যোগ্য বৃদ্ধ বা বালকদের তুমি কি বাদ দাওনি? তাদের বাদ দিয়ে তুমি কি একাই ভোজন করেছ? অথবা অযোগ্য কোনও গর্হিত কার্য কি তুমি করেছ? অথবা, তোমার অতি প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তুমি কি শূন্যতা বোধ করছ? হে অর্জুন ভাই, এ ছাড়া তোমার এই রকম অশান্তির আর কোনও কারণই আমি ভাবতে পারছি না।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ

সূত গোস্বামী বললেন—"শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর কৃষ্ণসখা অর্জুনকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে নানা প্রকার আশঙ্কাযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।"

"গভীর শোকে অর্জুনের মুখ এবং হৃদয়পদ্ম শুষ্ক হয়েছিল। তাই তাঁর দেহ প্রভাহীন হয়েছিল। এখন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদয় হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়েছিল। তখন তিনি অতি কষ্টে নির্গলিত শোকাশ্রু সংবরণ করলেন, অশ্রুধারা হস্ত দ্বারা মার্জিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর খুবই উৎকণ্ঠা হয়েছিল বলে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।"

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব, মিত্রতা, বন্ধুত্ব এবং সারথ্য আদি সম্বন্ধের কথা স্মরণ করে অর্জুন বাষ্প গদ্গদ স্বরে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন—"মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, যিনি আমার প্রতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আচরণ করতেন, তিনি আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই আমার যে বিপুল তেজ দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদন করত, তা অপহৃত হয়েছে। আমি তাঁকে হারিয়েছি যাঁর ক্ষণকালের বিরহে এই সমস্ত ভুবনের সব কিছুই প্রাণহীন দেহের মতো অপ্রিয় এবং শূন্য বলে মনে হয়। আমি কেবল তাঁরই কৃপায় বলে বলীয়ান্ হয়ে দ্রুপদ রাজভবনে স্বয়ংবর সভায় সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিদের প্রভাব পরাভূত করেছিলাম। আমার ধনুকের জ্যা আরোপণ করে মৎস্যরূপী লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিলাম এবং তার ফলে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলাম। তিনি নিকটে ছিলেন বলেই দক্ষতা সহকারে আমি দেবগণ

সহ মহাবলবান ইন্দ্রদেবকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং তাই অগ্নিদেবকে খাণ্ডব বন দহন করতে দিতে পেরেছিলাম। কেবল তাঁরই করুণায় সেই জ্বলন্ত খাণ্ডব বনের মধ্য থেকে ময়দানব রক্ষা পেয়েছিল, এবং তাই আমাদের আশ্চর্য স্থাপত্য শিল্পনৈপুণ্য সমন্বিত সভাগৃহটি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছিলাম—যে সভাগৃহে সমস্ত নৃপতিরা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন এবং আপনাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিলেন। দশ হাজার হস্তীর শক্তি সমন্বিত আপনার ভ্রাতা ভগবানেরই কৃপায় বধ করেছিলেন জরাসন্ধকে, যার পাদযুগল বহু নৃপতিদের দ্বারা পূজিত হত। জরাসন্ধের মহাভৈরব যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য এই সমস্ত রাজাদের নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা এইভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁরা আপনাকে কর প্রদান করেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞোৎসবে বিশেষভাবে পবিত্র এবং সুন্দর বস্ত্র আভরণে সজ্জিত তোমার পত্নীকে যখন দুষ্কৃতকারীরা কেশাকর্ষণ করেছিল, তখন সে অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হয়েছিল এবং তিনিই সেই দুষ্কৃতকারীদের পত্নীদের কেশ বেণীমুক্ত করেছিলেন। আমাদের বনবাসের সময়, আমাদের ভয়ঙ্কর সঙ্কটে ফেলার জন্য আমাদের শত্রুরা, দুর্বাসা মুনিকে, যিনি তাঁর অযুত শিষ্যসহ ভোজন করেন, আমাদের আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), শাকান্নের অবশিষ্টমাত্র গ্রহণ করেই আমাদের রক্ষা করেছিলেন। ঐভাবে তিনি অন্ন গ্রহণ করেছিলেন বলে নদীতে স্নানরত মুনিগোষ্ঠী বিপুল পরিমাণে আহারের পরিতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন আর সমগ্র ত্রিভুবনও তাতে পরিতৃপ্ত হয়েছিল। তাঁরই প্রভাবে আমি যুদ্ধে দেবাদিদেব মহাদেবকে এবং তাঁর পত্নী পার্বতীকে বিস্ময়াভিভূত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। তিনি (শিব) তখন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর নিজের অস্ত্র প্রদান করেছিলেন। অন্য দেবতারাও তাঁদের নিজের নিজের অস্ত্র আমাকে দান করেছিলেন এবং তা ছাড়াও এই শরীরেই আমি স্বর্গলোকে যেতে পেরেছিলাম এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সভায় আমাকে তাঁর মহান আসনের অর্ধভাগ দান করেছিলেন। যখন আমি অতিথিরূপে কয়েক দিনের জন্য স্বর্গলোকে অবস্থান করছিলাম, তখন দেবরাজ ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা নিবাতকবচ নামক এক অসুরকে সংহার করার জন্য গাণ্ডীবধারী আমার বাহুগুলির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হে আজমীঢ় রাজবংশের বংশধর, এখন আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে হারিয়েছি, যাঁর প্রভাবে আমি এত শক্তিশালী হয়েছিলাম। কৌরবদের সামরিক শক্তি ছিল বহু অজেয় প্রাণী সমন্বিত সমুদ্রের মতো এবং তার ফলে তা ছিল দুরতিক্রম্য। কিন্তু তাঁর সাথে বন্ধুত্বের ফলে, আমি, রথারূঢ় হয়ে তা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাঁরই কৃপার প্রভাবে আমি গোধন ফিরিয়ে আনতে এবং সমস্ত যোদ্ধাদের উষ্ণীষ স্বরূপ বহু রাজাদের মণিময় শিরোভূষণ বলপূর্বক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনিই তাদের আয়ু হরণ করে নিয়েছিলেন এবং তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, শল্য প্রমুখ কৌরব রাজন্যবর্গের দ্বারা গঠিত বিপুল সৈন্যসজ্জা থেকে মনোবল এবং শক্তি হরণ করেছিলেন। তাদের আয়োজন এবং দক্ষতা অপর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রথ অগ্রগামী চালনা করার সময়ে এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন। অসুরদের অস্ত্রসমূহ যেমন নৃসিংহদেবের পরম সেবক প্রহ্লাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, তেমনই তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, সুশর্মা, শল্য, জয়দ্রথ এবং বাহ্লীক প্রভৃতি দিগ্বিজয়ীদের প্রযুক্ত অব্যর্থ বীর অস্ত্রসমূহ আমার কেশ স্পর্শ করতেও সমর্থ হয়নি। যখন আমার তৃষ্ণার্ত অশ্বদের জন্য জল আনতে আমি রথ থেকে নেমেছিলাম, তখন তাঁরই কৃপায় শত্রুরা আমাকে বধ করতে দ্বিধা করেছিল। আর জগতের উদ্ধারকর্তা আমার সেই পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রতি আমার ক্ষুদ্রচিত্তবশত তাঁকে আমার রথের সারথিরূপে নিযুক্ত করতে দুঃসাহসী হয়েছিলাম, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পর্যন্ত মুক্তিলাভের জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে অর্চনা করেন এবং ভক্তিসেবা নিবেদন করে থাকেন।"

"হে রাজন! সেই মাধব আমার প্রতি যে সমস্ত গভীর অর্থক সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করতেন, এবং আমাকে কখনও 'হে পার্থ, হে অর্জুন, হে সখে, হে কুরুনন্দন' ইত্যাদিরূপে যে সমস্ত মধুময় মনোজ্ঞ সম্বোধনে সম্বোধিত করতেন, আজ সেই সব স্মরণ করে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে। সাধারণত আমরা দুজনে একত্রে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ

ও ভোজনাদি করতাম। হাস্যরসাত্মক কাজের অনুপ্রসঙ্গের সময়ে যদি দৈবাৎ কোন কার্যের বা বাক্যের ব্যতিক্রম ঘটত, তখন আমি তাঁকে "ওহে! তুমি ও বড় সত্যবাদী" এইরকম বক্রোক্তিতে তিরস্কার করতাম। কিন্তু সখা যেমন সখার এবং পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, সেইভাবে দেবপূজ্য পরমাত্মা হলেও তিনিও মহামতি আমার সমস্ত অপরাধই নিজগুণে সহ্য করতেন।"

"হে রাজশ্রেষ্ঠ, এখন আমার পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ, পুরুষোত্তম কর্তৃক আমি ত্যক্ত হয়েছি এবং তাই আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে শূন্য বলে মনে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁর সমস্ত স্ত্রীদের আমি যখন রক্ষা করে নিয়ে আসছিলাম, তখন পথে কতকগুলি অতি নীচ গোপ এসে আমাকে অবলার মতো অনায়াসে পরাস্ত করেছে। পূর্বে রাজারা যাঁর প্রভাবে আমার কাছে মস্তক অবনত করতেন, আজ সেই ধনুক, সেই বাণ, সেই রথ ও সেই অশ্ব—সবই আছে এবং আমিও সেই রথীই আছি, কিন্তু যেমন বিধিবদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভস্মে আহুতি প্রদানের কোন ফল লাভ হয় না, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ধনসম্পদ সঞ্চয়ে কোন লাভ হয় না অথবা ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করলে কোন ফল উৎপন্ন হয় না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ক্ষণিকের মধ্যেই আমার ধনুক প্রভৃতি সবকিছুই অকর্মণ্য হয়েছে, আমিও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি।"

"হে রাজন্, আপনি দ্বারকাপুরীর যে সুহৃদদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তাঁদের বিশেষভাবে মোহ উপস্থিত হয়, পরে তার থেকে প্রস্তুত বারুণী নামক মদিরা পান করায় তাঁদের এমন চিত্তোন্মত্ততা উপস্থিত হয় যে, তাঁরা যেন পরস্পর পরস্পরকে চিনতে না পেরে এরকা ঘাসের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে প্রায় সকলেই নিহত হয়েছেন, এখন তাঁদের চার-পাঁচ জন অবশিষ্ট আছেন। বাস্তবিকই, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে জীব কখনও-বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে বা পরস্পর পরস্পরকে পালন করে।"

"হে মহারাজ, সমুদ্রে বৃহৎ এবং অধিকতর বলশালী জলচর প্রাণীরা যেমন ক্ষুদ্র এবং দুর্বল জলচর প্রাণীদের ভক্ষণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সবল এবং বৃহৎ যদুদের দ্বারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র যদুদের সংহার করিয়ে পৃথিবীর ভার লাঘব করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান (গোবিন্দ) প্রদত্ত উপদেশগুলির প্রতি এখন আমি আকৃষ্ট হচ্ছি, কেননা এগুলি দেশ এবং কালের সমস্ত পরিস্থিতিতে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত করার সারগর্ভ উপদেশে পূর্ণ।"

সূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে অত্যন্ত গভীর সৌহার্দ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল চিন্তা করতে করতে অর্জুনের অন্তঃকরণ শোকরহিত হয়েছিল এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল। নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে অতি দ্রুত গতিতে অর্জুনের ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল এবং তাঁর মন থেকে সমস্ত মল বিদূরিত হয়েছিল। ভগবানের লীলাবিলাস এবং কার্যকলাপের ফলে এবং তাঁর অনুপস্থিতির ফলে, মনে হয়েছিল যেন অর্জুন তাঁর দেওয়া সমস্ত উপদেশ ভুলে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি, এবং তিনি পুনরায় তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভু হয়েছিলেন। এই অপ্রাকৃত সম্পদ লাভ করার ফলে তিনি দ্বিধাজনিত সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে তিনি প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর আর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তিনি জড় শরীর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে প্রত্যাবর্তনের কথা, এবং এই পৃথিবী থেকে যদুকুলের বিনাশের কথা শুনে স্থিরমতি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বগৃহে শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যেতে স্থির সংকল্প করলেন। কুন্তীদেবীও অর্জুনের মুখে যদু বংশের বিনাশ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান হওয়ার কথা শ্রবণ করে একান্ত ভক্তি সহকারে ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সমর্পণ করে এই জড় জগৎ ত্যাগ করলেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পর যেমন সেই দুটি কাঁটাকেই ফেলে দেওয়া হয়, তেমনই জন্মরহিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যাদবদের দ্বারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অসুরদের বধ সাধন করে পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন এবং তারপর তাদেরও অপ্রকট করিয়েছিলেন, কারণ তাঁর কাছে উভয়েই সমান। ঠিক যেমন একজন যাদুকর এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য

দেহ ধারণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য মৎস্য-আদি বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন এবং প্রয়োজন সাধনের পর সেই সমস্ত রূপ অন্তর্হিত করেন। যাঁর পবিত্র যশ শ্রবণ করা বিধেয়, সেই পরম পুরুষ ভগবান মুকুন্দদেব শ্রীকৃষ্ণ যেদিন স্বশরীরে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন, সেইদিনই অবিবেকী জনসমূহের অমঙ্গলের কারণ যে কলি ইতিপূর্বেই কিছুটা প্রকটিত হয়েছিল, সে অপরিণত চেতনাবিশিষ্ট মানুষদের জীবনে অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকটিত হল। লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসা প্রভৃতি অধর্মচক্র বিস্তার লাভ করতে দেখে বিজ্ঞ যুধিষ্ঠির মহারাজ বুঝলেন যে, তাঁর রাজধানীতে, রাজ্যে, গৃহে এবং দেহেও কলির সঞ্চার হয়েছে, তাই তিনি মহাপ্রস্থান করবার উপযুক্ত বসনসমূহ পরিধান করলেন। অতঃপর, সম্রাট যুধিষ্ঠির সর্বাংশে তাঁর মতো গুণবান, বিনীত পৌত্র পরীক্ষিতকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর তিনি অনিরুদ্ধের পুত্র (শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র) বজ্রকে শূরসেনদের অধিপতিরূপে মথুরায় অভিষিক্ত করলেন। তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনাতে অগ্নি আরোপ করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাঁর বসন ও বলয়াদি রাজকীয় মর্যাদাসূচক অলঙ্কারসমূহ পরিত্যাগ করে অহংকার এবং মমতা বর্জন করলেন এবং তাঁর সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন করলেন। অতঃপর তিনি বাক্-আদি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের মধ্যে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে নিঃশ্বাসে অপানবায়ুতে, অপানবায়ুকে মৃত্যুতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতময় দেহে লীন করলেন এবং জীবনের জড়জাগতিক ধারণা থেকে মুক্ত হলেন। তারপর সেই মুনি যুধিষ্ঠির পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ জড় দেহকে জড়া প্রকৃতির তিন গুণে লীন করে, সেই গুণত্রয়কে একত্বে বা অবিদ্যায় লীন করলেন এবং তারপর অবিদ্যাকে আত্মায় এবং আত্মাকে অব্যয় ব্রহ্মে লীন করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে, সব রকম আহার বর্জন করে, মৌনী ভাব অবলম্বন করে, আলুলায়িত কেশ হয়ে নিজেকে জড়, উন্মাদ ও পিশাচের মতো ভাব দেখিয়ে অনুজাদি কারও অপেক্ষা না করে এবং বধিরের মতো কারও কোনও কথায় কর্ণপাত না করেই গৃহ থেকে বহির্গত হলেন।"

"একাগ্রচিত্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে, যেদিকে গমন করলে আর ফিরতে হয় না, মহাত্মারা যে পথে গমন করেছিলেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ সেই উত্তর দিকেই গমন করলেন। অধর্মের বন্ধু কলির প্রভাবে সারা পৃথিবীর প্রজাদের অধর্ম-আচরণের প্রবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত দেখে যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও অবিচলিত চিত্তে তাঁর অনুগমন করলেন। যদিও পাণ্ডবেরা সকলেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গকে সম্যক্ রূপে আশ্রয় করেছিলেন, তথাপি তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলকেই জীবের পরম পুরুষার্থ জেনে, মনে মনে তাঁরই ধ্যান ধারণা করতে লাগলেন। নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করার ফলে তাঁদের চেতনা নির্মল হওয়ায় চিন্ময়রূপে তাঁরা পরম নারায়ণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে চিন্ময় ধাম লাভ করেছিলেন। সেই ধাম তাঁরাই প্রাপ্ত হন, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে ভগবানের ধ্যান করেন। গোলোক বৃন্দাবন নামক ভগবানের সেই ধাম জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা কখনই লাভ করতে পারে না। কিন্তু পাণ্ডবদের সমস্ত জড় কলুষ সম্পূর্ণভাবে বিধৌত হয়েছিল বলে তাঁরা স্বশরীরে সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিদুরও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে প্রভাস তীর্থে দেহ পরিত্যাগ করে পিতৃগণসহ স্বধামে গমন করলেন। দ্রৌপদীও দেখলেন যে, তাঁর পতিদের মধ্যে কেউই তাঁর অপেক্ষা না করে একে একে সকলেই চলে গেলেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে উত্তমরূপেই জানতেন। তিনি এবং সুভদ্রা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করে তাঁর পতিদেরই অনুরূপ গতি অর্জন করলেন।"

"ভগবানের প্রিয় পাত্র পাণ্ডবদের এই পরম পবিত্র পরম মঙ্গলময় মহাপ্রস্থান কাহিনী যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্তি লাভ করে পরম গতি প্রাপ্ত হন।"

✲ ✲ ✲

ষোড়শ অধ্যায়

কিভাবে পরীক্ষিৎ কলিযুগের সম্মুখীন হন

সূত গোস্বামী বললেন—"হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, তারপর অসাধারণ পারদর্শী পণ্ডিতেরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় তাঁর যে সমস্ত মহৎ গুণাবলীর কথা বলেছিলেন, কালক্রমে তিনি সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে একজন পরম ভগবদ্ভক্তরূপে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ উত্তর নৃপতির কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং সেই ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়াদি চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃপাচার্যকে গুরুরূপে বরণ করে গঙ্গার তীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি প্রচুর দক্ষিণা দান করেছিলেন এবং এই যজ্ঞে সাধারণ মনুষ্যেরাও স্বর্গের দেবতাদের দর্শন করতে পেরেছিলেন। এক সময়, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান রাজবেশধারী এক শূদ্রাধম, কলি, একটি গাভী এবং একটি বৃষকে পায়ে আঘাত করছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে উপযুক্ত দণ্ড দান করতে উদ্যত হন।"

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন—"সেই শূদ্রাধম রাজবেশ ধারণ করে গাভীকে তার পদাঘাত করা সত্ত্বেও, মহারাজ পরীক্ষিৎ কেন তাকে কেবলই সামান্য দণ্ড দান করেছিলেন? এই সমস্ত ঘটনা যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় হয়, তা হলে দয়া করে আপনি আমাদের কাছে তা বর্ণনা করুন। ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু লেহনকারী। যে সমস্ত বিষয় কেবল মানুষের মূল্যবান জীবনের অপচয় করে সেই সমস্ত বিষয়ের কি প্রয়োজন? হে সূত গোস্বামী, কিছু মানুষ অন্যায়কারী মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য জীবন লাভের বাসনা করেন। তাঁরা মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে আহ্বান করে মৃত্যুর কবলগ্রাস থেকে রক্ষা পান। মৃত্যুর কারণ স্বরূপ যমরাজ যতক্ষণ এখানে উপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ কারও মৃত্যু হবে না। তপস্বীদের প্রতিনিধি, মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে মহর্ষিরা সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর কবলিত, তাদের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলাসমূহের বর্ণনা শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করা। অল্পবুদ্ধি এবং স্বল্প আয়ুবিশিষ্ট অলস মানুষেরা নিদ্রার দ্বারা তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে এবং অর্থহীন কার্যকলাপে দিন অতিবাহিত করে।"

সূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন কুরু সাম্রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন, তখন কলিযুগের লক্ষণাদি তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। সেই সংবাদ তিনি যখন পান, তখন তাঁর কাছে তা সেঠিক রুচিকর বলে মনে হয়নি। অবশ্য তার ফলে তিনি সংগ্রাম করার একটি সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ধনুর্বাণ তুলে নিয়ে সামরিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, রথী, অশ্বারোহী, গজ এবং পদাতিক সৈন্য পরিবৃত হয়ে, কৃষ্ণবর্ণ অশ্বচালিত এবং সিংহচিহ্নিত ধ্বজাশোভিত রথে চড়ে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে নগরী থেকে বাহির হলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তর কুরুবর্ষ, কিম্পুরুষ ইত্যাদি পৃথিবীর সমস্ত অংশের সর্ব জয় করে সেই সমস্ত দেশের শাসকদের কাছ থেকে উপঢৌকনাদি আদায় করেছিলেন। রাজা যেখানেই গিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মহান ভগবদ্ভক্ত পূর্বপুরুষদের এবং শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছিলেন। তিনি নিজেও কিভাবে অশ্বত্থামার অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজোরশ্মি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, সে-কথাও শ্রবণ করেছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বৃষ্ণি এবং পৃথার বংশধরদের কেশবের প্রতি গভীর স্নেহ এবং ভক্তির কথাও বলত। এই প্রকার মহিমা কীর্তনকারীদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মহারাজ গভীর তৃপ্তি সহকারে তাঁর চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করেছিলেন এবং মহাবদান্যতা সহকারে তাদের অতি মূল্যবান কণ্ঠহার এবং বসন দান করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুনেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু), যিনি সারা জগতে মান্য, তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশে তাঁর প্রিয় পাণ্ডুপুত্রদের সারথ্য বরণ করেছিলেন, দৌত্য করেছিলেন, সভ্যরূপে

তাঁদের সহচর হয়েছিলেন, হাতে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে তাঁদের প্রহরী হয়েছিলেন এবং এইভাবে তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের নানা প্রকার সেবা করেছিলেন। কখনও প্রণতরূপে তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি ভক্তিতে অভিভূত হয়েছিলেন।"

"যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পূর্বপুরুষদের সুকৃতি বিষয়ক কথা শ্রবণ করে দিন যাপন করছিলেন এবং অতিশয় আশ্চর্য হয়ে দিনের পর দিন তাঁদেরই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, তখন কী ঘটেছিল, তা এখন আপনারা আমার কাছে শুনতে পারেন।"

"ধর্মনীতির মূর্ত প্রতীক ধর্মরাজ একটি বৃষের রূপ ধারণ করে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন। আর তখন তাঁর দেখা হয়েছিল গাভীরূপী ধরিত্রী মাতার সাথে—তিনি যেন বৎসহারা গোমাতার মতোই বিষণ্ণ হয়ে ছিলেন। তাঁর চোখে ছিল অশ্রুধারা, আর তাঁর দেহের সৌন্দর্য যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তাই ধর্মরাজ তখন ধরিত্রীমাতাকে প্রশ্ন করেছিলেন—'হে মাতঃ, আপনি কি সম্পূর্ণ কুশলে নেই? আপনাকে কেন দুঃখভারাক্রান্ত মনে হচ্ছে? আপনার মুখ সামান্য অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। আপনি কি অন্তরে কোনও আধিব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন, কিংবা কোনও আত্মীয়-বন্ধু দূরে চলে গেছে, তার কথা ভাবছেন? আমার তিনটি পা আমি হারিয়েছি আর আমি এখন একটি মাত্র পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার এই রকম অবস্থা দেখে আপনি কি দুঃখ করছেন? কিংবা অন্যায় বিধি-অমান্যকারী মাংসলুব্ধ শূদ্র, এর পর তারা আমাকে গ্রাস করবে বলে আপনি কি নিদারুণ উদ্বেগাকুল হয়েছেন? অথবা বর্তমানে কোনই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় না বলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-উৎসর্গের ভাগ অপহৃত হচ্ছে, তাই আপনি কি ব্যাকুল হয়েছেন? কিংবা দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টির ফলে জীবদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে আপনি কি শোকাকুল হয়েছেন? ভাগ্যাকর্ষিত মানুষদের দ্বারা পরিত্যক্ত অসহায় আশ্রয়হীন অসুখী স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্য আপনি কি করুণা অনুভব করছেন? কিংবা ধর্মনীতি বিরোধী কার্যকলাপে মত্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারা বাগদেবী পরিচালিত হচ্ছে বলে কি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? অথবা যে সমস্ত শাসককুল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে মান্য করে না, ব্রাহ্মণেরা তাদেরই কাছে আশ্রয় নিয়েছে বলে আপনি কি দুঃখিত? তথাকথিত ক্ষত্রিয় শাসকবর্গ এখন এই কলিযুগের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, আর তাই তারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। আপনি কি এই বিপর্যয়ের জন্য শোকাভিভূত হয়েছেন? এখন সাধারণ লোকে আহার, নিদ্রা, পান, যৌন সংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারে বিধিনিয়মাদি কিছুই মেনে চলে না, আর সে-সব কাজ তারা যত্রতত্র ইচ্ছামতো করে থাকে। এর জন্য আপনি কি দুঃখিত?' "

"হে ধরিত্রী মাতঃ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতাররূপ গ্রহণ করেছিলেন কেবলই আপনার গুরুভার লাঘবের জন্য। এখানে তাঁর সকল লীলা সম্পাদনই অপ্রাকৃত, আর সেগুলি মোক্ষলাভের পথ সুদৃঢ় করে তোলে। এখন তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন বলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁর লীলাকথা স্মরণ করছেন এবং মনে হয় সেগুলির অভাবে শোকাকুল হচ্ছেন। হে মাতা বসুন্ধরা, সকল ঐশ্বর্যের আপনি আধার। অনুগ্রহ করে আপনার মনস্তাপের মূল কারণ আমাকে বলুন, যার ফলে আপনি দুঃখ ক্লেশে জর্জরিত হয়ে এমন দুর্বল ক্ষীণতনু হয়েছেন। আমার মনে হয়, কালের দারুণ প্রভাব যা অতি বলিষ্ঠকেও পরাভূত করে, তার দ্বারাই আপনার সমস্ত সৌভাগ্য অপহৃত হয়েছে, যে-সৌভাগ্য দেবতাদের দ্বারাও বন্দিত হত।"

ধরিত্রী (গাভী রূপী) তাই ধর্মরাজকে (বৃষ রূপ) উত্তর দিলেন—"হে ধর্মরাজ, আমার কাছে যা কিছু জানতে চেয়েছেন, সবই আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ঐ সমস্ত প্রশ্নেরই আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। একদা আপনিও চারটি পদের ওপরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সুখ বর্ধন করেছিলেন। তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছে (১) সত্যবাদিতা, (২) শুচিতা, (৩) অন্যের দুঃখে অসহনীয়তা, (৪) ক্রোধ সংযমের ক্ষমতা, (৫) অল্পে তুষ্টি, (৬) সরলতা, (৭) মনের অচঞ্চলতা, (৮) কর্মেন্দ্রিয়াদির সংযম, (৯) কর্তব্য-অকর্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান, (১০) সমভাব, (১১) সহনশীলতা, (১২) শত্রুমিত্র ভেদাভেদ-শূন্যতা, (১৩) বিশ্বস্ততা, (১৪) জ্ঞান, (১৫) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে বিতৃষ্ণা, (১৬) নেতৃত্ব, (১৭) শৌর্য, (১৮) প্রভাব, (১৯)

সব কিছু সহ্য করার ক্ষমতা, (২০) যথাযথভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের দক্ষতা, (২১) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা (পরাধীনতাশূন্য), (২২) কর্মকুশলতা, (২৩) সমস্ত সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা, (২৪) উদ্বেগহীন ধৈর্য, (২৫) মৃদুতা, (২৬) প্রতিভত্ব, (২৭) ভদ্রতা, (২৮) মুক্ত হস্তে দান-দাক্ষিণ্য, (২৯) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, (৩০) সকল জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, (৩১) যথার্থ কর্ম প্রয়াস, (৩২) সকল ভোগাবস্তুতে অধিকার, (৩৩) উৎফুল্লতা, (৩৪) স্থৈর্য, (৩৫) নির্ভরযোগ্যতা, (৩৬) যশ, (৩৭) মাননীয়তা, (৩৮) গর্বশূন্যতা, (৩৯) ভগবত্তা, (৪০) নিত্যতা এবং অন্যান্য আরও অনেক অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যাদি যা নিত্য বিরাজমান ও যেগুলি কখনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সকল সাত্ত্বিকতা এবং সৌন্দর্যের আধার পুরুষোত্তম ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীর বুকে এখন তাঁর অপ্রাকৃত লীলা সংবরণ করেছেন। তাঁর অপ্রকটকালে কলিযুগ সর্বত্র তার প্রভাব বিস্তার করেছে, তাই আমি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে দুঃখিত হচ্ছি।"

"হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমার এবং আমার নিজের এবং সকল দেবতা, ঋষি, পিতৃলোকবাসী, ভগবদ্ভক্তজন এবং মানব সমাজের বর্ণ ও আশ্রম প্রথার অনুসরণকারী সকলের অবস্থা বিবেচনা করে আমি শোক করছি। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা ভগবানের শরণাগত হওয়া সত্ত্বেও যে লক্ষ্মীদেবীর কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ লাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করেছিলেন, সেই লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিবাসস্থল পদ্মবন পরিত্যাগ করে অত্যন্ত অনুরাগ সহকারে যে শ্রীকৃষ্ণের নির্মল চরণকমলের সৌন্দর্য নিরন্তর সেবা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম আদি চিহ্নে চিহ্নিত শ্রীচরণের দ্বারা আমি সম্যকরূপে অলংকৃত হয়েছিলাম, তখন ত্রিলোকের সমস্ত সৌন্দর্যই আমার সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল, কেননা আমি তখন ভগবানের কাছ থেকে বিভূতি লাভ করেছিলাম। তারপর যখন সেই বিভূতি নাশের সময় উপস্থিত হল, তখন আমার বড় গর্ব হল। বোধ হয়, সেই গর্ব খর্ব করার জন্যই ভগবান আমাকে ত্যাগ করেছেন।"

"হে মূর্তিমান ধর্ম, আমি যখন অসুরবংশীয় রাজাদের শত শত অক্ষৌহিণী সৈন্য গুরুভারে আক্রান্ত হয়েছিলাম, তখন ভগবান সেই অসুরদের সংহার করে আমার গুরুভার হরণ করেছিলেন। তেমনই তুমি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন (পাদত্রয় বিহীন হয়ে) দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়েছিলে, তখন তোমাকে সুস্থ করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে পরম রমণীয় শরীর ধারণ করেছিলেন। তিনি প্রেমপূর্ণ অবলোকন, রুচির হাস্য ও মধুর সম্ভাষণ করলে, সত্যভামা প্রভৃতি মধুমানিনী কামিনীগণ ধৈর্য ও মান হারাতেন, যাঁর চরণ-চিহ্নে অলংকৃত হয়ে এবং চরণ স্পর্শ অনুভব করে আমার অঙ্গ পুলকিত হত, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বিরহ কে সহ্য করতে পারে?"

"পৃথিবী এবং ধর্ম যখন পরস্পর এইভাবে কথোপকথন করছিলেন, তখন পরীক্ষিৎ নামক রাজর্ষি পূর্বদিকবাহিনী সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।"

● ● ●

সপ্তদশ অধ্যায়

কলির দণ্ড এবং পুরস্কার

সূত গোস্বামী বললেন—"সেখানে উপস্থিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ দেখলেন যে, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করে একটি দণ্ডের দ্বারা অনাথবৎ একটি গাভী ও বৃষকে প্রহার করছে। বৃষটি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্রবর্ণ। শূদ্রের প্রহারে সে এমনি ভয়ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মূত্র ত্যাগ করে কম্পিত হচ্ছিল এবং এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

গাভীটি ধর্মপ্রদায়ী হওয়ায় অত্যন্ত শুভা হলেও তিনি যেন দীনা এবং বৎসহীনা। শূদ্রটি তাঁর পায়ে আঘাত করছিল। তাই তাঁর নয়ন অশ্রুসিক্ত এবং তিনি অত্যন্ত দুর্বলা হয়ে তৃণ ভক্ষণ করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিলেন।"

সুবর্ণখচিত রথে আরূঢ় হয়ে, ধনুর্বাণে সুসজ্জিত মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই শূদ্রকে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুই কে? বলবান হওয়া সত্ত্বেও তুই এই পৃথিবীতে আমার আশ্রিত অসহায়দের হত্যা করতে সাহস করছিস? তুই নটের মতো রাজবেশ ধারণ করেছিস্ বটে, কিন্তু তোর কার্যকলাপ ক্ষত্রিয় নীতির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনসহ দূরে প্রস্থান করেছেন বলে তুই কি নির্জনে নিরপরাধ প্রাণীকে বধ করতে সাহস করছিস? অতএব তোর যে অপরাধ হয়েছে, তাতে তুই বধের উপযুক্ত।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন বৃষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কে? আপনি কি শ্বেতবর্ণ কোন বৃষ, না কোনও দেবতা? আপনি তিনটি চরণ হারিয়েছেন এবং মাত্র এক পায়ে নির্ভর করে বিচরণ করছেন। আপনি কি কোনও দেবতা বৃষরূপ ধারণ করে আমাদের ছলনা করছেন? কৌরবশ্রেষ্ঠ বীরদের ভুজবলে সুরক্ষিত কোনও রাজ্যে এই প্রথম আপনাকে অশ্রুজলে অনুতপ্ত হতে দেখলাম। এখনও পর্যন্ত এই পৃথিবীতে রাজন্যবর্গের অবহেলার ফলে কারও অশ্রুপাত হতে দেখা যায়নি। হে সুরভীনন্দন, আপনার আর শোক করার প্রয়োজন নেই। নিম্নশ্রেণীর শূদ্রটিকে আর ভয় পাওয়ারও কারণ নেই। আর, হে গোমাতা! আপনিও আর রোদন করবেন না। দুষ্টদের শাসনকর্তা আমি জীবিত থাকতে আপনার মঙ্গলই হবে। হে সাধ্বি, যে রাজার রাজ্যে প্রজারা অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়, সেই মত্ত রাজার খ্যাতি, আয়ু, সৌভাগ্য ও পরলোকে উৎকৃষ্ট পুনর্জন্ম সবই নাশ প্রাপ্ত হয়। উৎপীড়িতদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা অবশ্যই রাজার পরম ধর্ম, তাই আমি অতীব ক্রুদ্ধ এই মানুষটির প্রাণ অবশ্যই সংহার করব, কারণ সে অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠেছে।"

তিনি (মহারাজ পরীক্ষিৎ) সেই বৃষটিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—"হে সুরভীনন্দন, কে আপনার তিনটি পা ছেদন করেছে? পাণ্ডবেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী রাজাদের রাজ্যে আপনার মতো দুঃখ ত আর কারও হয়নি?"

"হে বৃষ, আপনি নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ সাধু প্রকৃতির; তাই আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন কোন্ দুষ্টজনে আপনার অঙ্গ ছেদন করেছে, যার ফলে পৃথাপুত্রদের যশ ও কীর্তি কলুষিত হচ্ছে। যারা নিরপরাধ জীবের কষ্টের কারণ, এই জগতের সর্বত্রই আমি তাদের কাছে ভয়ের কারণ। দুর্বৃত্তদের দমনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যে কেউই সাধুদের কল্যাণ সাধন করেন। যে দুর্বৃত্ত নিরপরাধ জীবের প্রতি হিংসা করে অপরাধী হয়েছে, সে যদি স্বর্গের ধর্ম-অলংকৃত সাক্ষাৎ দেবতাও হয়, তবু আমি তার বাহু ছেদ করে দেব। যারা শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন, তাঁদের পালন করা এবং যখন জরুরী অবস্থা থাকে না, তখনও যারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে আপৎকালীন আচরণেও বিপথগামী হয়, তাদের যথাযথ তিরস্কার করাই শাসনকারী রাজার পরম ধর্ম।"

ধর্মরাজ বললেন—"হে পাণ্ডবদের ভক্তিভাবময় গুণবৈশিষ্ট্যাদিতে বিমুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত দৌত্যাদি কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন, আপনি সেই পাণ্ডবদেরই বংশধরের মতো উপযুক্ত কথাই বলেছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ, কোন্ বিশেষ দুরাচারী যে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘটিয়েছে, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন কারণ বহু মতাবলম্বী দার্শনিকদের বিভিন্ন সব অভিমতের দ্বারা আমরা বিমূঢ় হয়ে গেছি। কিছু দার্শনিক যাঁরা সব রকমের দ্বৈতভাব অস্বীকার করেন, তাঁরা প্রচার করেন যে, জীব নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। অন্যেরা বলে যে, অতিমানবীয় শক্তিই সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। অন্য আরেকদল বলে যে, কর্মই সুখ-দুঃখের কর্তা, তেমনি আবার জড়বাদীরা বলে যে, স্বভাব বা প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের পরম কারণ। কিছু মনীষী আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যুক্তি বিচারের সাহায্যে দুঃখ-শোকের কারণ নির্ণয় করতে কেউ পারে না, বা কল্পনার সাহায্যেও তা জানতে পারে না, অথবা ভাষায় প্রকাশ করতেও পারে না। হে রাজর্ষি, আপনার নিজের মনীষার

সাহায্যে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে আপনি নিজেই বিচার করুন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্মরাজের কথা শ্রবণ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং নির্ভুল ও বিগতখেদ হয়ে তিনি তাঁর উত্তর দিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে বৃষরূপধারী ধর্মরাজ! ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয় যে, অধার্মিক বা পাপাচারীর যে স্থান লাভ হয়, অধর্ম নির্দেশকেরও সেই স্থান লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনার অনিষ্টকারীকে জেনেও আপনি তার পরিচয় দিলেন না, সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম—বৃষরূপ গ্রহণ করেছেন মাত্র। এইভাবে দৈবী মায়ার গতি নিশ্চয় জীবেদের মন এবং বাক্যের অগোচর, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, অহংকার, স্ত্রীসঙ্গ এবং নেশাজনিত মত্ততা রূপে বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে তোমার তিনটি পা ভগ্ন হয়েছে। এখন আপনি সত্যরূপ একটি মাত্র পায়ের উপর ভর করে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই কলহপ্রিয় কলি কপট প্রবঞ্চনার দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে আপনার ঐ পাদটিও গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যেরা অবশ্যই পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। তিনি যখন এখানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাবে সর্বতোভাবে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সাধ্বী পৃথিবী, 'আমাকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শূদ্রের রাজা হয়ে ভোগ করবে'—এই বলে শোক করতে করতে অশ্রু ত্যাগ করছিলেন। এইভাবে মহারথী (সহস্র শত্রুর সাথে একেবারে সংগ্রাম করতে সক্ষম) পরীক্ষিৎ, ধর্ম এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দান করে, অধর্মের কারণ স্বরূপ কলিকে সংহার করার জন্য তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করলেন। কলি যখন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে সে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করে তাঁর পদতলে অবনতমস্তকে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। দীনবৎসল, শরণাগত পালক, যশস্বী মহারথী মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে চরণতলে নিপতিত দেখে কৃপাবশত তাকে বধ করলেন না এবং যেন ঈষৎ হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন, 'আমরা অর্জুনের যশের উত্তরাধিকারী, তাই তুমি যখন কৃতাঞ্জলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি তোমাকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর। কলি বা অধর্মকে যদি রাজা বা রাষ্ট্রনেতারূপে আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্মসমূহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে। অতএব, হে অধর্মবন্ধু! পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে সত্য ও ধর্মের ভিত্তিতে যজ্ঞ বিস্তারনিপুণ ব্যক্তিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে তোমার থাকা উচিত নয়। যজ্ঞে যদিও কখনও কখনও কোন দেবতা পূজিত হন, তথাপি সেই পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে, কারণ তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা এবং তিনি বায়ুর মতো সকলেরই অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত। সেই ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যাজ্ঞিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন।' "

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কলি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তরবারি হাতে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিৎ মহারাজকে তখন তার কাছে যমরাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলতে লাগল, 'হে পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে মনস্থ করছি, সেখানেই আমি ধনুর্বাণসহ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অতএব, হে ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি।' "

সূত গোস্বামী বললেন—"কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন। কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে সুবর্ণে বসবাসের অনুমতি প্রদান করলেন।

কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান। অধর্মাশ্রয় কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগল। অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্ক্ষা করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকনেতা, ধর্মনেতা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী—তাঁদের পক্ষে, ঐ সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়। তারপর মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপ ধর্মের তপঃ, শৌচ এবং দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর আশাপূর্ণ কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রকৃত উন্নতি সাধন করেছিলেন। মহা সৌভাগ্যশালী সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎ বনগমনে অভিলাষী পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্পিত রাজোপযুক্ত সিংহাসনে সেই সময় উপবিষ্ট হলেন। এখন সেই রাজর্ষি, মহাত্মা, চক্রবর্তী, মহাযশা, পরীক্ষিৎ কৌরব রাজলক্ষ্মীর দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থান করছেন। অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ এতই মহৎ গুণসম্পন্ন যে, তাঁর দ্বারা এই পৃথিবী শাসিত হয়েছে বলেই আপনাদের পক্ষে এই প্রকার যজ্ঞ করা সম্ভব হয়েছে।"

* * *

অষ্টাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতকর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হননি। অধিকন্তু, মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বদা আত্মসাতে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ছিলেন এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষক দংশনে প্রাণ সঙ্কট হলেও সেই ভয়ে বিচলিত হননি। তারপর, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং ভগবানের তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে অবগত হয়ে গঙ্গার তীরে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এরকম হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা যাঁরা উত্তমশ্লোক ভগবানের কথাতেই অবিরত রত থাকেন, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের কথারূপ সেই অমৃত পান করেন এবং তাঁর চরণ-কমল স্মরণ করেন, জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁদের বুদ্ধি-বিভ্রম হয় না। অভিমন্যুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ যতদিন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, ততদিন কলি এই পৃথিবীর সর্বত্র প্রবিষ্ট হলেও তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যে মুহূর্তে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করেছিলেন, অধর্মের আশ্রয় কলি সেই দিন সেই মুহূর্তেই এখানে প্রবেশ করেছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মধুকরের মতো সারগ্রাহী। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই কলিযুগে শুভ কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছামাত্রই তার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অশুভ কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না, সেগুলি অনুষ্ঠিত হলেই ফল দান করে। তাই তিনি কলিযুগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না। মহারাজ পরীক্ষিৎ বিবেচনা করেছিলেন যে, নির্বোধ মানুষেরাই কেবল কলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করবে, কিন্তু যারা আত্মসংযত তাদের কলি থেকে কোন ভয় থাকবে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সিংহের মতো পরাক্রমশালী এবং তিনি মূর্খ এবং অসতর্ক ব্যক্তিদের রক্ষা করেছিলেন। হে ঋষিবৃন্দ, আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনাদের মহারাজ পরীক্ষিতের পবিত্র ইতিহাসের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করেছি। যাঁরা তাঁদের জীবনের পূর্ণ সিদ্ধি

সাহায্যে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে আপনি নিজেই বিচার করুন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, এইভাবে মহাত্মা পরীক্ষিৎ ধর্মরাজের কথা শ্রবণ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং নির্ভুল ও বিস্ময়বোধ হয়ে তিনি তার উত্তর দিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে বৃষরূপধারী ধর্মরাজ! ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয় যে, অধার্মিক বা পাপাচারীর যে স্থান লাভ হয়, অধর্ম নির্দেশকেরও সেই স্থান লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনার অনিষ্টকারীকে জেনেও আপনি তার পরিচয় দিচ্ছেন না, সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম—বৃষরূপ ধারণ করেছেন মাত্র। এইভাবে দৈবী মায়ার গতি নিশ্চয় জীবদের মন এবং বাক্যের অগোচর, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ এবং নেশাসক্তি রূপ তিনটি অধর্মের প্রভাবে তোমার তিনটি পা ভগ্ন হয়েছে। এখন আপনি সত্যরূপ একটি মাত্র পায়ের উপর ভর করে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই অধর্মরূপী কলি কপট প্রবঞ্চনার দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে আপনার ঐ পাটিও ভগ্ন করার চেষ্টা করছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যত্র অবশ্যই পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। তিনি যখন এখানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাবে সর্বতোভাবে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সাধ্বী ধরিত্রী, 'আমাকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শূদ্রেরা রাজা হয়ে ভোগ করবে'—এই বলে শোক করতে করতে অশ্রু ত্যাগ করছিলেন। এইভাবে মহারথী (সহস্র শত্রুর সঙ্গে একাকীভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম) পরীক্ষিৎ, ধর্ম এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দান করে, অধর্মের কারণ স্বরূপ কলিকে সংহার করার জন্য তাঁর খড়্গ গ্রহণ করলেন। কলি যখন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে সে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করে তাঁর পদতলে অবনতমস্তকে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। দীনবৎসল, শরণাগত পালক, কীর্তি যশস্বী মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে চরণতলে নিপতিত দেখে কৃপাবশত তাকে বধ করলেন না এবং যেন ঈষৎ হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন, 'আমরা অর্জুনের যশের উত্তরাধিকারী; তাই তুমি যখন কৃতাঞ্জলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি তোমাকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর। কলি বা অধর্মকে যদি রাজা বা রাষ্ট্রনেতারূপে আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্মসমূহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে। অতএব, হে অধর্মবন্ধু! পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে সত্য ও ধর্মের ভিত্তিতে যজ্ঞ বিস্তারনিপুণ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে তোমার থাকা উচিত নয়। যজ্ঞে যদিও কখনও কখনও কোন দেবতা পূজিত হন, তথাপি সেই পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে, কারণ তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা এবং তিনি বায়ুর মতো সকলেরই অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত। সেই ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যাজ্ঞিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন।' "

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কলি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তরবারি হাতে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিৎ মহারাজকে তখন তার কাছে যমরাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলতে লাগল, 'হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে মনস্থ করছি, সেখানে আমি ধনুর্বাণসহ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অতএব, হে ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি।' "

সূত গোস্বামী বললেন—"কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয় সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন। কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে সুবর্ণে বসবাসের অনুমতি প্রদান করলেন।

কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান। অধর্মরূপ কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগল। অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্ক্ষা করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকনেতা, ধর্মনেতা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী—তাঁদের পক্ষে, ঐ সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়। তারপর মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপ ধর্মের তপস্, শৌচ এবং দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর আশাব্যঞ্জক কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রকৃত উন্নতি সাধন করেছিলেন। মহা সৌভাগ্যশালী সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎ বনগমনে অভিলাষী পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্পিত রাজ্যোপযুক্ত সিংহাসনে সেই সময় উপবিষ্ট হলেন। এখন সেই রাজর্ষি, মহাভাগ, চক্রবর্তী, মহাযশা, পরীক্ষিৎ কৌরব রাজলক্ষ্মীর দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থান করছেন। অভিমন্যু-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ এতই জ্ঞান সম্পন্ন যে, তাঁর দ্বারা এই পৃথিবী শাসিত হয়েছে বলেই আপনাদের পক্ষে এই প্রকার যজ্ঞ করা সম্ভব হয়েছে।"

✱ ✱ ✱

অষ্টাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতকর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হননি। অধিকন্তু, মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বদা আত্মসাথে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ছিলেন এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষক দংশনে প্রাণ সঙ্কট হলেও সেই ভয়ে বিচলিত হননি। তারপর, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং ভগবানের তত্ত্ব সম্যকভাবে অবগত হয়ে গঙ্গার তীরে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এরকম হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা যাঁরা উত্তমশ্লোক ভগবানের বার্তাতেই অবিরত রত থাকেন, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের কথারূপ সেই অমৃত পান করেন এবং তাঁর চরণ-কমল স্মরণ করেন, জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁদের বুদ্ধি-বিভ্রম হয় না। অভিমন্যুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ যতদিন এই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, ততদিন কলি এই পৃথিবীর সর্বত্র প্রবিষ্ট হলেও তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যে মুহূর্তে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করেছিলেন, অধর্মের আশ্রয় কলি সেই দিন সেই মুহূর্তেই এখানে প্রবেশ করেছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মধুকরের মতো সারগ্রাহী। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই কলিযুগে শুভ কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছামাত্রই তার ফল পাওয়া যায়, কিন্তু অশুভ কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না, সেগুলি অনুষ্ঠিত হলেই ফল দান করে। তাই তিনি কলিযুগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না। মহারাজ পরীক্ষিৎ বিবেচনা করেছিলেন যে, নির্বোধ মানুষেরাই কেবল কলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করবে, কিন্তু যারা আত্মসংযত তাদের কলি থেকে কোন ভয় থাকবে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সিংহের মতো পরাক্রমশালী এবং তিনি মূর্খ এবং অসতর্ক ব্যক্তিদের রক্ষণ করেছিলেন। হে ঋষিবৃন্দ, আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনাদের মহারাজ পরীক্ষিতের পবিত্র ইতিহাসের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করেছি। যাঁরা তাঁদের জীবনের পূর্ণ সিদ্ধি

অভিলাষী, তাঁদের অবশ্যই একাগ্রচিত্তে চিরে অদ্ভুতকর্মা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করা কর্তব্য।"

ঋষিরা বললেন—"হে সৌম্য সূত গোস্বামী! আপনি দীর্ঘায়ু হন এবং অনন্ত যশ লাভ করুন, কেননা আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতো মরণশীল জীবদের কাছে তা ঠিক অমৃতের মতো। আমরা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছি, সেই অনুষ্ঠানে ভুলত্রুটিজনিত নানাবিধ বিঘ্নের সম্ভাবনা, তাই আমরা জানি না নিশ্চিতভাবে তার ফল লাভ করা যাবে কি না। ধূমের দ্বারা বিবর্ণ আমাদের দেহকে আপনি শ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দের অমৃত পান করিয়েছেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে নিমেষমাত্র সঙ্গ করার ফলে জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তার সঙ্গে স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানুষের জাগতিক সম্পত্তির কথা আর কি বলার আছে! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গোবিন্দ) পরম শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের একমাত্র আশ্রয়। শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ যোগেশ্বরেরাও তাঁর অপ্রাকৃত গুণসমূহের ইয়ত্তা করতে পারেন না। কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি কি তাঁর মহিমা শ্রবণ করে কখনো পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন? হে সূত গোস্বামী, আপনি বিদ্বান এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, কারণ ভগবানের সেবাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই আপনি দয়া করে আমাদের ভগবানের লীলাসমূহ বর্ণনা করুন, যা সমস্ত জাগতিক বিচার বাহ্যিক অতীত, কেননা, সেই বাণী গ্রহণ করতে আমরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী। হে সূত গোস্বামী, সেই মহাভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসনন্দন শুকদেবের কাছে যে জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ মোক্ষফল লাভ করেছিলেন, সে কথা আপনি দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই অনন্ত সত্তার মহিমা বর্ণনা করুন, কেননা তা পবিত্রকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তা মহারাজ পরীক্ষিৎকে শোনানো হয়েছিল এবং তা ভক্তিযোগে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"আহা! যদিও আমরা সঙ্কর বর্ণোদ্ভূত তথাপি জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষদের সেবা করার ফলেই কেবল সফলজন্মা হয়েছি। এই প্রকার মহাত্মাদের সঙ্গে কেবল কথোপকথন করার ফলেই নিম্নকুলে জন্মজনিত অযোগ্যতা অচিরেই বিদূরিত হয়ে যায়। আর যাঁরা মহান ভক্তের নির্দেশ অনুসারে অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্তের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাঁদের কি কথা? পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অনন্ত এবং গুণাবলী দিব্য, তাঁর নাম অনন্ত। এখানে প্রতিপন্ন হল যে, পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নন। তাই কেউই যথাযথভাবে তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারেন না। মহান দেবতারা অনেক প্রার্থনা করেও যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে পারেন না, সেই লক্ষ্মীদেবী ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, যদিও ভগবান এই প্রকার সেবার আকাঙ্ক্ষী নন। ব্রহ্মা যাঁর পাদনখ নিঃসৃত সলিল সংগ্রহ করে অর্ঘ্যস্বরূপ তা মহাদেবকে নিবেদন করেন (গঙ্গা রূপে), এবং যা মহাদেবসহ সমস্ত জগৎকে পবিত্র করছে, এই জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে ভগবৎ শব্দবাচ্য হতে পারেন? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত আত্ম-সংযত ব্যক্তিরা সহসা স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সহ জড় জাগতিক আসক্তি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রমের চরম সিদ্ধি পারমহংস্যত্ব প্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগ করে চলে যান, যার ফলে অহিংসা তথা বৈরাগ্য স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত হয়।"

"হে সূর্যসদৃশ দীপ্তিমান ঋষিগণ! শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত লীলা আমি আমার জ্ঞান অনুসারে যথাসাধ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করব। পাখিরা যেমন তাদের শক্তি অনুসারে আকাশে বিচরণ করে, তেমনই পণ্ডিতেরাও তাঁদের উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের লীলা কীর্তন করেন।"

"এক সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ শরাসনে শর যোজন করে মৃগয়ার্থে বনে মৃগের অনুসরণ করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। জলাশয়ের অন্বেষণ করতে করতে তিনি শমীক ঋষির প্রসিদ্ধ আশ্রমে প্রবিষ্ট হলেন এবং দেখলেন যে, এক মুনি নয়ন নিমীলিত করে প্রশান্তভাবে উপবেশন করে আছেন। সেই মুনির ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি সমস্তই জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছিল, এবং তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত তুরীয় পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তিনি ব্রহ্মভূত ও নির্বিকার ছিলেন। সমাধিস্থ সেই মুনির দেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জটা এবং

মৃগচর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তৃষ্ণায় রাজার তালু পর্যন্ত নিরস হয়ে পড়েছিল, তাই তিনি সেই সমাধিস্থ মুনির কাছে জল প্রার্থনা করেছিলেন। রাজা যখন দেখলেন যে, মুনি তাঁকে তৃণাসন, স্থান, অর্ঘ্য কিছুই প্রদান করলেন না, এমন কি প্রিয় বচনে সম্ভাষণও করলেন না, তখন তিনি নিজেকে অবমানিত মনে করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ব্রহ্মর্ষির প্রতি ক্রোধ এবং দ্বেষভাব ছিল সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। পূর্বে রাজা কখনো এরকম আচরণ করেননি। এইভাবে অপমানিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ ক্রোধবশত ব্রহ্মর্ষির স্কন্ধদেশে একটি মৃত সর্প ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা স্থাপন করে তাঁর রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, সেই ঋষি কি সত্যি সত্যি তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ একাগ্র করে নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করছিলেন, নাকি, একজন ক্ষত্রিয়কে অভ্যর্থনা না করার জন্য সমাধিমগ্ন হওয়ার ভান করছিলেন।"

"সেই মুনির একটি পুত্র ছিল, সে ব্রাহ্মণপুত্র হওয়ার ফলে অত্যন্ত শক্তিমান ছিল। সে যখন অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তখন সে জানতে পারে রাজা কিভাবে তাঁর পিতাকে লাঞ্ছিত করেছে। তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণবালক দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, 'দেখ! শাসকেরা কি রকম পাপ আচরণপরায়ণ হয়েছে। কাক এবং দ্বাররক্ষক কুকুরের সঙ্গে যাদের তুলনা হতে পারে, তারা কি না তাদেরই প্রভুর প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে! ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের দ্বাররক্ষক কুকুর বলেই নিরূপিত করেছে। তারা অবশ্যই দ্বারদেশে থাকবে। অতএব তারা কিসের ভিত্তিতে গৃহে প্রবেশ করে প্রভুর সঙ্গে এক পাত্রে ভোজন করার সাহস পায়? সকলের পরম শাসক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করেছেন বলে এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা আমাদের প্রভাব বিস্তার করছে। তাই আমি তাদের দণ্ডদান করছি। তোমরা আমার শক্তি দেখ।' ঋষিবালক শৃঙ্গী ক্রোধে আরক্ত হয়েছিল, সে তার খেলার সাথীদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বলতে কৌশিকী নদীর জলে আচমন করে বজ্রোপম বাক্য উচ্চারণ করল। সেই ব্রাহ্মণের পুত্র রাজাকে অভিশাপ দিল, 'যে কুলাঙ্গার মর্যাদা লঙ্ঘন করে আমার পিতাকে এইভাবে অপমানিত করেছে, আজ থেকে সপ্তম দিনে তক্ষক সর্প দংশন করে তাঁকে দংশন করবে।' "

ঋষিকুমার এই বলে আশ্রমে প্রত্যাগমন করল এবং তাঁর পিতার গলদেশে মৃত সর্প দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগল—"হে ব্রাহ্মণগণ! অঙ্গিরা মুনির গোত্রে উদ্ভূত সেই শমীক ঋষি তাঁর পুত্রের ক্রন্দন শ্রবণ করে ধীরে ধীরে তাঁর নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করলেন এবং তাঁর গলদেশে এক মৃত সর্প দেখতে পেলেন। তিনি সেই সাপটিকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস! কি জন্য তুমি ক্রন্দন করছ? কেউ কি তোমার অনিষ্ট করেছে? সে কথা শুনে ঋষিবালক তাঁর পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেছিল।"

"তাঁর পুত্র অভিশাপের অনুপযুক্ত সেই মহারাজ পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়েছে শুনে সেই ব্রাহ্মণ শমীক ঋষি তাঁর পুত্রকে প্রশংসা করলেন না। পক্ষান্তরে, তিনি পুত্রকে বললেন, আহা কী দুঃখের বিষয়! তুমি মহা পাপ করেছ। তুমি লঘু অপরাধে গুরুতর দণ্ড প্রদান করেছ। হে বৎস! তোমার বুদ্ধি অপরিপক্ব এবং তাই যে রাজা নরশ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুতুল্য বলে বিদিত, যাঁর দুর্বিষহ তেজের প্রভাবে সমস্ত প্রজারা সুরক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে সুখৈশ্বর্য ভোগ করে, তাঁকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য বলে মনে করা তোমার উচিত হয়নি। হে বৎস, চক্রধারী শ্রীভগবানের প্রতিনিধি হচ্ছেন রাজা। সেই রাজা অন্তর্হিত হলে এই পৃথিবীতে প্রচুর চোরের আবির্ভাব হবে এবং প্রজারা রক্ষকবিহীন মেষপালের মতো মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হবে। রাজতন্ত্রের সমাপ্তির ফলে দস্যু ও দুর্বৃত্ত কর্তৃক জনসাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে ভয়ঙ্কর সামাজিক সঙ্কট দেখা দেবে। মানুষ পরস্পরকে বিনাশ করবে এবং পশু, স্ত্রী ও ধন অপহরণ করবে। আর এই সমস্ত পাপের জন্য আমরা দায়ী হব। তখন মানুষ বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় প্রগতিশীল সমাজ থেকে বিচ্যুত হবে। তার ফলে তারা কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টাতেই মগ্ন থাকবে। সেই জন্যে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হবে। তারা কুকুর ও বানরের মতো সন্তানসন্ততি উৎপাদন করবে। ধর্মরক্ষক, মহাযশস্বী, পরম ভাগবত, অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজর্ষি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও

ভগবদ্-উপলব্ধির প্রথম স্তর

হে বসুদেব-তনয়, সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, আপনার প্রশ্ন যথার্থই মহিমান্বিত, কেননা তা সমস্ত মানুষের পরম হিতকর। এই বিষয়টি সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্তকুল কর্তৃক অনুমোদিত। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আত্মতত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে। এই প্রকার মাৎসর্যপরায়ণ গৃহমেধীরা নিদ্রামগ্ন হয়ে অথবা রতিক্রিয়ায় তাদের রাত্রি অতিবাহিত করে, এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় দিবাভাগের অপচয় করে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা দেহ, পুত্র, পত্নী আদি অনিত্য সৈন্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে জীবনের প্রকৃত সমস্যাগুলি সমাধানের কোন চেষ্টা করে না। এই সমস্ত বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ দর্শন করে না। হে ভারত, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে যে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে তাকে অবশ্যই পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত দুঃখ হরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করতে হবে। জড় এবং চেতন সম্বন্ধীয় যথাযথ জ্ঞান লাভের পন্থা বা সাংখ্য জ্ঞান, যোগ অনুশীলন অথবা যথাযথভাবে বর্ণাশ্রম অনুশীলন—এই সবকটি পন্থারই পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তিম সময়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সব রকম বিধিনিষেধের অতীত সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত নামক সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্যাসস্বরূপ এই পুরাণ আমি দ্বাপর যুগের শেষে আমার পিতৃদেব শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কাছে অধ্যয়ন করেছি। হে রাজর্ষি! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকলেও উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের লীলার দ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যয়ন করেছি। আমি সেই শ্রীমদ্ভাগবত আপনাকে শোনাব, কেননা আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত। যে ব্যক্তি পূর্ণ মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁর শীঘ্রই মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দে রতি উৎপন্ন হয়।"

"হে রাজন্! মহান আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা সকলের জন্য সিদ্ধি লাভের নিশ্চিত তথা নির্ভীক মার্গ। এমনকি যাঁরা সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, যাঁরা সবরকম জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি আসক্ত, এবং যাঁরা দিব্য জ্ঞান লাভ করার ফলে আত্ম-তৃপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলের পক্ষেই এইটিই হচ্ছে সিদ্ধিলাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। বিষয়ভোগে প্রমত্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দীর্ঘ জীবনে কি লাভ? তার থেকে বরং পূর্ণ চেতনাসম্পন্ন এক মুহূর্তও শ্রেয়, কেননা তার ফলে পরমার্থ সাধনের অন্বেষণ শুরু হয়। রাজর্ষি খট্বাঙ্গ যখন জানতে পারলেন যে তাঁর আয়ু আর এক মুহূর্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় পরিত্যাগ করে শ্রীহরির অভয়পদে শরণাগত হয়েছিলেন।"

"হে কুরুবংশ-প্রদীপ মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার আয়ুষ্কালের আর মাত্র সাতদিন অবশিষ্ট আছে। অতএব এই সময়ের মধ্যেই আপনার পারলৌকিক উদ্দেশ্য সাধন করুন। জীবনের অন্তিম সময়ে মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে অনাসক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা দেহ ও দেহ সম্পর্কিত সমস্ত বন্ধন ছেদন করা উচিত। গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আত্মসংযম অনুশীলন করা মানুষের কর্তব্য। কোন তীর্থস্থানে নিয়মিতভাবে স্নান করে তিনি যথাযথভাবে পবিত্র হবেন এবং নির্জন স্থানে আসন রচনা করে তাতে উপবেশন করবেন। এইভাবে উপবেশন করে তিনটি চিন্ময় অক্ষর (অ-উ-ম) দ্বারা রচিত বীজমন্ত্র মনে মনে আবৃত্তি করবেন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে মনকে বশীভূত করবেন, যাতে কখনও চিন্ময় বীজটির বিস্মরণ না হয়। মন যখন ধীরে ধীরে চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ থেকে তাকে সংবরণ

করা হয় এবং বুদ্ধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করা হয়। মন স্বভাবতই বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাই মনকে নিগ্রহ করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণরূপে দিব্য চেতনায় মগ্ন হওয়া। তারপর শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণ শরীরের ধারণা থেকে বিচ্যুত না হয়ে একে একে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান করবে। তার ফলে মন ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে মুক্ত হবে। অন্য কোন কিছুর চিন্তা করবে না। কেননা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম সত্য, অতএব তাতেই কেবল মন সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে। মন সর্বদাই রজোগুণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং তমোগুণের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু সম্বন্ধীয় ধারণার দ্বারা মনের এই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি সংশোধন করা কর্তব্য, কেননা শ্রীবিষ্ণুর ধারণাই রজো ও তমোগুণপ্রসূত সমস্ত মল অপনোদন করতে পারে।"

"হে রাজন্! এই প্রকার শান্তভাবের দ্বারা এবং সর্বমঙ্গলময় ভগবানের সবিশেষ রূপ দর্শনের অভ্যাস করার ফলে অচিরেই সাক্ষাৎ ভগবানের আশ্রয় লাভ করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।"

ভাগ্যবান রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন মনকে কোথায় এবং কিভাবে একাগ্র করতে হবে এবং কিভাবে ধারণা স্থির করতে হবে, যার ফলে মনের সমস্ত কলুষ দূর করা যায়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন, "আসন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জিতাসন, প্রাণায়াম দ্বারা জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয় ও সঙ্গরহিত হয়ে প্রথমে বুদ্ধিযোগে ভগবানের স্থূলরূপে (বিরাট নামক রূপে) মনকে নিযুক্ত করতে হবে। এই বিশাল জড় জগতের বিরাট রূপ ভগবানেরই স্বরূপ। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কাল সমন্বিত এই সমগ্র বিশ্ব তাতেই প্রকাশিত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট দেহ সপ্ত আবরণের দ্বারা আবৃত। তার মধ্যবর্তী বিরাট পুরুষই ধারণার আশ্রয় স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অধ্যয়ন করেছেন যে পাতাললোক সেই বিরাট পুরুষের পদমূল, রসাতল তাঁর পদের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ, মহাতল তাঁর পদদ্বয়ের গুল্‌ফ প্রদেশ এবং তল ও অতল লোক তাঁর জঙ্ঘাদ্বয়। সুতল সেই বিশ্বমূর্তি বিরাট পুরুষের জানুদ্বয় এবং বিতল ও অতল তাঁর উরুদ্বয়, মহীতল তাঁর জঘন দেশ, নভস্তল বা ভুবর্লোক তাঁর নাভি সরোবর। স্বর্গলোক তাঁর বক্ষস্থল, মহর্লোক তাঁর গ্রীবা, জনলোক তাঁর মুখমণ্ডল, তপোলোক তাঁর ললাট এবং সত্যলোক সেই সহস্র শীর্ষ বিরাট পুরুষের শিরদেশ। ইন্দ্রাদি দেবতারা বিরাট পুরুষের বাহু, দিকসমূহ তাঁর কর্ণ, শব্দ তাঁর কর্ণপুট, অশ্বিনীকুমার দ্বয় সেই পরম পুরুষের দুটি নাসারন্ধ্র, দীপ্ত অনল তাঁর মুখ। আকাশ তাঁর নেত্রগোলক, সূর্য তাঁর নেত্র, দিন ও রাত্রি তাঁর দুটি নেত্র-পত্র, ব্রহ্মপদ তাঁর ভ্রূভঙ্গি, জলের নিয়ন্ত্রণকর্তা বরুণ তাঁর তালুদেশ এবং রস তাঁর জিহ্বা। কথিত হয় যে বেদসমূহ সেই অনন্ত বিরাট পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র, মৃত্যুর দেবতা যমরাজ হচ্ছেন তাঁর দংষ্ট্রা, স্নেহকলা হচ্ছে তাঁর দন্তপংক্তি এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় মায়াশক্তি তাঁর হাস্য। অপার সংসার সমুদ্র তাঁর কটাক্ষপাত। লজ্জা তাঁর উপরের ওষ্ঠ, লোভ তাঁর অধর, ধর্ম তাঁর স্তন, অধর্ম তাঁর পৃষ্ঠদেশ, প্রজাপতি তাঁর শিশ্ন, মিত্রাবরুণ তাঁর অণ্ডকোষ দ্বয়, সমুদ্র সকল তাঁর কুক্ষি এবং পর্বত সমূহ তাঁর অস্থিরাজি। হে রাজন্! নদীসমূহ সেই বিশ্বতনু বিরাট পুরুষের নাড়ী, বৃক্ষসমূহ তাঁর রোম, অনন্ত বিক্রম বায়ু তাঁর নিঃশ্বাস, কাল তাঁর গমন এবং প্রকৃতির ত্রিগুণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাঁর দিব্য কার্যকলাপ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! জলবাহী মেঘ হচ্ছে তাঁর কেশদাম, সন্ধ্যা তাঁর বসন, জগৎ সৃষ্টির প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর বুদ্ধি এবং সমস্ত বিকারের আধারস্বরূপ চন্দ্রমা হচ্ছে তাঁর মন. অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে মহত্তত্ত্ব সেই সর্বব্যাপ্ত বিরাট পুরুষের চেতনা এবং রুদ্রদেব তাঁর অহংকার। অশ্ব, অশ্বতরী, উষ্ট্র, হস্তি প্রভৃতি তাঁর নখ এবং সমস্ত চতুষ্পদ পশু তাঁর কটিদেশ। বিচিত্র প্রকার পাখীরা তাঁর বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য। মানবজাতির পিতা মনু তাঁর বিচারবুদ্ধির প্রকাশ এবং মানবজাতি তাঁর আবাসস্থল। গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, অপ্সরা আদি উচ্চতর লোক নিবাসী মানুষেরা তাঁর সঙ্গীতাত্মক স্বরলহরী এবং আসুরিক সৈনিকেরা তাঁর শক্তি। ব্রাহ্মণগণ সেই বিরাটপুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয়গণ তাঁর বাহু, বৈশ্যগণ তাঁর উরুযুগল, কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রগণ তাঁর পদাশ্রিত। সমস্ত পূজনীয় দেবতারাও তাঁর অন্তর্গত এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে উপযুক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে

সেই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। এই বিরাট বিগ্রহের যে সমস্ত অবয়ব সংস্থান, সেসব আমি আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। মুক্তিকামী ব্যক্তিরা তাঁদের বুদ্ধিযোগে ভগবানের উক্ত স্থূল শরীরে তাঁদের মন একাগ্র করেন, কেননা এই জড় জগতে তা ছাড়া আর কিছু নেই। মানুষের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানে মনকে একাগ্র করা, যিনি বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, ঠিক যেমন মানুষ স্বপ্নে হাজার হাজার রূপ সৃষ্টি করে। সেই সর্বানন্দময় পরম সত্যেই কেবল মনকে একাগ্র করা উচিত, তা না হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হতে হবে।"

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

হৃদয়াভ্যন্তরস্থ ভগবান

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা বিরাট রূপের ধ্যান করার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে তাঁর লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন এবং এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্বে ঠিক যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে তার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

"বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা প্রদর্শিত পথ এতই মোহময়ী যে, মানুষের বুদ্ধি স্বর্গ আদি অর্থহীন বিষয়ে ধাবিত হয়। বদ্ধ জীব স্বর্গলোকে অলীক সুখভোগের স্বপ্নে আবিষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত স্থানে সে কোনরকম প্রকৃত সুখ আস্বাদন করতে পারে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি উপাধিসমন্বিত এই জগতে কেবল ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলির জন্য প্রয়াস করবেন। তাঁর কর্তব্য বুদ্ধিমত্তা সহকারে স্থির হওয়া এবং কখনো অবাঞ্ছিত বস্তুর জন্য কোন রকম প্রয়াস না করা, কেননা তিনি ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল অর্থহীন পরিশ্রম মাত্র। ভূমিরূপ শয্যা থাকতে শয়নের জন্য খাট এবং পালঙ্কের কি প্রয়োজন? বাহু থাকতে উপাধানের কি প্রয়োজন? আর যখন অঞ্জলি বর্তমান, তখন বহুমূল্য পাত্রেরই বা কি প্রয়োজন? দিক্ ও বৃক্ষ বল্কলাদি থাকতে বস্ত্রের কি প্রয়োজন? পথে কি কোন জীর্ণ বস্ত্র পড়ে নেই? অন্যদের পালন করার জন্য যাদের অস্তিত্ব, সেই বৃক্ষরা কি আর ভিক্ষা দান করছে না? নদীগুলি কি শুকিয়ে গেছে, যার ফলে তারা আর তৃষ্ণার্তকে জলদান করছে না? পর্বতের গুহাগুলি কি বন্ধ হয়ে গেছে, এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমান ভগবান কি শরণাগতকে আর রক্ষা করছেন না? তা হলে জ্ঞানবান মুনিঋষিরা কেন ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ এবং প্রমত্ত ব্যক্তিদের তোষামোদ করতে যান? এইভাবে স্থির হয়ে তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সেবা করা কর্তব্য। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান, নিত্য এবং অন্তহীন, তিনিই জীবনের পরম লক্ষ্য এবং তাঁর আরাধনার ফলে মানুষ সংসারের হেতুরূপ অবিদ্যাকে দূর করতে পারে। ঘোর জড়বাদী ছাড়া আর কে পারমার্থিক বিষয়ে চিন্তা না করে অনিত্য বিষয়ের চিন্তা করবে? দুঃখ-দুর্দশার নদী বৈতরণীতে পতিত হয়ে তাকে নিজ কর্মজাত ত্রিতাপ ভোগ করতে হয়, তা দেখা সত্ত্বেও পশু ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তির বিষয়ে স্পৃহা হবে? অন্যেরা (যোগীরা) তাঁদের দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রাদেশমাত্র ধারণার দ্বারা স্মরণ করে থাকেন। তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর প্রসন্নতা ব্যক্ত করছে। তাঁর চক্ষুদ্বয় কমল দলের মতো আয়ত, এবং তাঁর বসন কদম্ব পুষ্পের কেশরের মতো পীত বর্ণ এবং তিনি বহু মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা বিভূষিত। মহারত্নখচিত স্বর্ণময় কিরীট ও কুণ্ডল মহামূল্যবান মণিসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে দীপ্তিমান। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম মহান্ যোগীদের বিকশিত হৃদয় পদ্মের কর্ণিকারূপ আসনে সংস্থাপিত। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত কৌস্তুভ-মণি শোভা পাচ্ছে, এবং তাঁর স্কন্ধে নানাপ্রকার রত্নসমূহ, এবং তাঁর গলদেশ অম্লান শোভা সমন্বিত বনমালায় বেষ্টিত।

তাঁর কটিদেশ মেখলার দ্বারা এবং অঙ্গুলিগুলি বহুমূল্য রত্ন খচিত অঙ্গুরীয় দ্বারা সুশোভিত। তাঁর অন্যান্য অঙ্গ নূপুর, কঙ্কণ আদি বহু মূল্যবান অলঙ্কারে সুসজ্জিত। তাঁর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত স্নিগ্ধ অমল নীলবর্ণ কেশের দ্বারা অতিশয় শোভমান এবং হাস্য দ্বারা পরম মনোহর। ভগবানের উদার লীলা এবং হাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতে যে চমৎকার ভ্রূভঙ্গী দীপ্তিমান হয়, তাতে তাঁর অত্যন্ত অনুগ্রহ পূর্ণরূপে সূচিত হয়। তাই যতক্ষণ ধ্যানের দ্বারা মনকে নিবদ্ধ করা যায়, ততক্ষণই ভগবানের এই দিব্য রূপের উপর মনকে স্থির করা উচিত। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত। প্রথমে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মনকে স্থির করা উচিত, তারপর গুল্‌ফ, তারপর জঙ্ঘা এবং এইভাবে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর অঙ্গের ধ্যান করা উচিত। চিত্ত যত শুদ্ধ হবে, ধ্যান ততই গভীরতা লাভ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থূল জড়বাদীদের জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই দ্রষ্টা, পরমেশ্বর ভগবানে প্রেম ভক্তির উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পর যত্নপূর্বক ভগবানের বিরাট রূপেরই ধ্যান করা উচিত।"

"হে রাজন্, যোগী যখন এই মনুষ্যলোক ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর উচিত উপযুক্ত স্থান এবং কালের বিষয় উদ্বিগ্ন না হয়ে সুখকর আসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা সংযত করা। তারপর, যোগীর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর নির্মল বুদ্ধির দ্বারা তাঁর মনকে আত্মায় লীন করা এবং তারপর আত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করা। তার ফলে পূর্ণরূপে তৃপ্ত জীব তৃপ্তির পরম অবস্থা লাভ করে অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হন। সেই মনঃপ্রশান্তি স্তরে, স্বর্গের দেবতাদেরও নিয়ন্তা ও সংহারকারী কাল কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, আর সামান্য দেবতা—যারা প্রাকৃত জগতেই কেবল আধিপত্য করেন, তাঁরা কি প্রভাব বিস্তার করবেন? সেখানে সত্ত্ব, রজো অথবা তমোগুণ এবং অহঙ্কার তত্ত্ব, জড় কারণ সমুদ্র, প্রধান বা প্রকৃতির কোনই প্রভাব নেই। যথার্থ পরমার্থবাদীরা জানেন যে, পরম পদে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তাঁরা যা কিছু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তা পরিত্যাগ করেন। ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত শুদ্ধ ভক্তরা তাই কখনো বৈষম্যের সৃষ্টি করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করে সর্বক্ষণ তাঁর আরাধনা করেন। এইভাবে মুনিরা ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হয়ে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে বিষয় বাসনাসমূহ সমূলে বিনষ্ট করে পাদমূলের দ্বারা মূলাধারকে রুদ্ধ করেন, এবং প্রাণবায়ুকে ষট্‌স্থানে উন্নীত করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। ধ্যানপরায়ণ ভক্ত নাভি থেকে প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে, তারপর সেখান থেকে কণ্ঠের অধোদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে নিয়ে যাবেন। তারপর বিদগ্ধচিত্ত মুনি বুদ্ধির দ্বারা অনুসরণ করে তাকে ধীরে ধীরে তালুমূলে নিয়ে যাবেন। তারপর ভক্তিযোগী তাঁর প্রাণবায়ুকে ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে চালিত করে প্রাণবায়ুর বহির্গমনের সাতটি পথ, অর্থাৎ শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখগহ্বর রুদ্ধ করে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে তাঁর লক্ষ্য স্থির করবেন। তিনি যদি সমস্ত জড় ভোগবাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন, তাহলে তিনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হবেন।"

"হে রাজন্, যোগীর যদি ব্রহ্মপদ, অষ্টসিদ্ধি, অথবা বৈহায়সগণের সঙ্গে অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করার বাসনাদি জড়ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হলে তিনি দেহত্যাগের সময় মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ত্যাগ না করে সেগুলি সহ সেই সেই লোকে ভোগার্থে গমন করবেন। পরমার্থবাদীরা চিন্ময় শরীর লাভের প্রয়াসী। ভগবদ্ভক্তি, তপশ্চর্যা, যোগ এবং দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তাদের গতি জড় জগতের অন্তরে এবং বাহিরে অপ্রতিহত। সকাম কর্মীরা, অথবা জড়বাদীরা কখনো সেই প্রকার অপ্রতিহত গতিতে গমনাগমন করতে পারে না। হে রাজন্, এই প্রকার যোগীরা প্রথমে ছায়াপথে ব্রহ্মলোকের মার্গস্বরূপ

জ্যোতির্ময়ী সুষুম্না নাড়ীর যোগে অগ্নির দেবতা বৈশ্বানর লোকে যান। এখানে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে কলুষ-বিধৌত হয়ে আরও ঊর্ধ্বে শিশুমার চক্রে যান, যেখানে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে সম্পর্ক লাভ করেন। এই শিশুমার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু, এবং তাকে বলা হয় শ্রীবিষ্ণুর (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর) নাভি। যোগীরাই কেবল শিশুমার চক্র অতিক্রম করে মহর্লোক প্রাপ্ত হন যেখানে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিরা ৪,৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর ব্যাপী দীর্ঘায়ু উপভোগ করেন। এই মহর্লোকটি আধ্যাত্মিক স্তরে অধিষ্ঠিত ঋষিদেরও পূজ্য। কল্পান্তে যখন অনন্তদেবের মুখাগ্নির দ্বারা লোকত্রয় দগ্ধ হয়, তখন তিনি শুদ্ধ মহাত্মাদের বিমানে করে সত্যলোকে গমন করেন। সত্যলোকের আয়ুষ্কাল ১,৫৪,৮০,০০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। সত্যলোকে শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, উদ্বেগ এই সমস্ত কিছুই নেই, কেবল চেতনা জনিত এক প্রকার দুঃখ রয়েছে। সেই দুঃখের কারণ এই যে, ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ জড় জগতের বদ্ধ জীবদের অশেষ দুঃখ দর্শন করে তাদের প্রতি তাঁদের করুণার উদ্রেক হয়। সত্যলোক প্রাপ্ত হওয়ার পর ভক্ত নির্ভীকভাবে বাহ্যত স্থূলদেহসদৃশ একটি সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ করেন এবং ক্রমান্বয়ে মৃত্তিকারূপ থেকে জলমূর্তি প্রাপ্ত হন এবং তারপর জ্যোতির্ময় মূর্তি এবং বায়বীয় মূর্তি প্রাপ্ত হন, এবং অবশেষে আকাশ রূপ প্রাপ্ত হন। এইভাবে ভক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গন্ধ, রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রস, চক্ষুর গ্রাহ্য রূপ, ত্বকের গ্রাহ্য স্পর্শ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য আকাশের গুণ শব্দ, কর্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জড় ক্রিয়া আদি সমূহকে অতিক্রম করেন। এইভাবে ভক্ত স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের লয় স্থান এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহংকার প্রাপ্ত হয়ে সেই অহংকারের সঙ্গে বিকার তত্ত্ব বা মহৎ তত্ত্বে গমন করেন, এবং তারপর তিনি শুদ্ধ আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন। সম্পূর্ণরূপে যিনি পবিত্র হয়েছেন, কেবল তিনিই তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ আনন্দ এবং তৃপ্তির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করতে পারেন। যিনি ভগবদ্ভক্তির এই পূর্ণতার স্তর লাভ করেছেন, তিনি আর কখনও এই জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন না এবং এখানে ফিরে আসেন না।"

"হে রাজন্, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বললাম তা বেদের বর্ণনা বলে জানবেন এবং তা নিত্য সত্য। ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে তা বলেছিলেন। জগতে ভ্রাম্যমাণ জীবদের ভগবানের প্রেমময়ী সেবার পন্থা ব্যতীত ভববন্ধন মোচনের আর কোন মঙ্গলময় পন্থা নেই।"

"মহাত্মা ব্রহ্মা, গভীর মনোনিবেশ সহকারে একাগ্রচিত্তে তিনবার বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে স্থির করেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণই হচ্ছে ধর্মানুষ্ঠানের পরম পূর্ণতা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করেন। দর্শন করার এবং বুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্বক সেই সত্য অনুভব করা যায়।"

"হে রাজন্, তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বত্র এবং সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা। যাঁরা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত কর্ণকুহরের দ্বারা পান করেন, তাঁরা বিষয় ভোগে দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সমীপে গমন করেন।"

❀ ❀ ❀

তৃতীয় অধ্যায়

শুদ্ধ ভক্তি : হৃদয়ের পরিবর্তন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যেভাবে আপনি আমাকে মৃত্যুন্মুখ বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, সেই অনুসারে আমি আপনাকে উত্তর দিয়েছি।"

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন, তাঁর বেদপতি (ব্রহ্মা অথবা বৃহস্পতির) আরাধনা করা উচিত। যিনি ইন্দ্রিয়-তর্পণের পটুতা কামনা করেন, তাঁর দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি পুত্রাদি কামনা করেন, তাঁর প্রজাপতিদের আরাধনা করা উচিত। যিনি শ্রী কামনা করেন, তাঁর প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর আরাধনা করা উচিত। যিনি তেজ কামনা করেন তাঁর অগ্নিকে আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি ধন কামনা করেন, তাঁর অষ্টবসুর আরাধনা করা উচিত। যিনি বল এবং বীর্য কামনা করেন, তাঁর শিবের অংশ রুদ্রের আরাধনা করা উচিত। যিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য কামনা করেন, তাঁর অদিতির আরাধনা করা উচিত। যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তাঁর আদিত্যদের উপাসনা করা উচিত। যিনি রাজ্য কামনা করেন, তাঁর বিশ্বদেবের উপাসনা করা উচিত, এবং যিনি জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে চান, তাঁর সাধ্যদেবকে পূজা করা উচিত। যিনি দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তাঁর অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি দেহের পুষ্টি কামনা করেন, তাঁর পৃথিবীকে পূজা করা উচিত। যিনি প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বপদে স্থিত থাকার কামনা করেন, তাঁর অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর আরাধনা করা উচিত। যিনি রূপ কামনা করেন, তাঁর গন্ধর্বগণ আরাধনা করা উচিত। যিনি স্ত্রী কামনা করেন, তাঁর উর্বশী-অপ্সরার আরাধনা করা উচিত। যিনি সকলের উপর আধিপত্য কামনা করেন, তাঁর ব্রহ্মাকে আরাধনা করা উচিত। যিনি যশ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত এবং যিনি ধন সঞ্চয়ের অভিলাষী, তাঁর কুবেরের আরাধনা করা উচিত। যিনি বিদ্যালাভের অভিলাষ করেন, তাঁর শিবের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি দাম্পত্য-প্রেম কামনা করেন, তাঁর সতী উমাদেবীর আরাধনা করা উচিত। পারমার্থিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তদের আরাধনা করা উচিত। যাঁরা সন্তানাদি কামনা করেন, তাঁদের পিতৃবর্গের আরাধনা করা উচিত, যাঁরা সুরক্ষা কামনা করেন, তাঁদের পুণ্যবান যক্ষসমূহের এবং যাঁরা বল কামনা করেন, তাঁদের বিভিন্ন দেবতাদের আরাধনা করা উচিত। যিনি রাজত্ব কামনা করেন, তাঁর মনুদের আরাধনা করা উচিত। যিনি শত্রুনিধনের অভিলাষ করেন, তাঁর অসুরদের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করেন, তাঁর চন্দ্রদেবের আরাধনা করা উচিত। কিন্তু যাঁর কোন জড় সুখভোগের বাসনা নেই, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত। যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজকেরা এই পৃথিবীতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণরূপ অবিচলিত ভক্তি লাভ করেন, তারই ফলে তাঁদের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের তরঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করে। এই জ্ঞান জড় জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে আত্মতৃপ্তি প্রদান করে, এবং অতীন্দ্রিয় হওয়ার ফলে মহাত্মাগণ কর্তৃক স্বীকৃত। কে এই কথার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারে?"

শৌনক বললেন—"ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন একজন অতি বিদ্বান ঋষি এবং তিনি কাব্যের আকারে সব কিছু বর্ণনা করতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে এ সব বিষয় শ্রবণ করার পর পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁকে পুনরায় কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?"

"হে বিদ্বান সূত গোস্বামী! দয়া করে আপনি আমাদের বলুন তারপর কি হয়েছিল, কেননা আমরা তা শুনতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী। ভগবদ্ভক্তের সভায় যে কথা হয় তা নিশ্চয়ই হরিকথা ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। পাণ্ডবদের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর শৈশব থেকেই একজন মহান্ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। পুতুল নিয়ে খেলার ছলে তিনি পরিবারের শ্রীবিগ্রহের পূজার অনুকরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতেন। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব নিগু আত্মে পূর্ণ ছিলেন এবং তিনি বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত ছিলেন। অতএব মহান ভক্তদের সমাগমে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনরূপ উদার কথাই হয়েছিল। সূর্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হয়ে সকলের আয়ু হরণ করেন, কিন্তু যাঁরা সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করে তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁদেরই আয়ু কেবল তিনি হরণ করেন না। বৃক্ষসমূহ কি বেঁচে থাকে না? কামারের হাপর কি শ্বাসগ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? আমাদের চতুর্দিকে পশুরা কি আহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ করে না? কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের মতো মানুষেরা তাদেরই প্রশংসা করে, যারা সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ কর্ণরন্ধ্রে শ্রবণ করে না। যে ব্যক্তি ভগবানের শৌর্য এবং অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেনি এবং ভগবানের গুণগাথা কীর্তন করেনি, তার কর্ণরন্ধ্র সর্পের গর্তের মতো এবং তার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার মতো। রেশমের উষ্ণীষ এবং কিরীটাদির দ্বারা মস্তক শোভিত থাকলেও তা যদি মুক্তিদাতা ভগবানের শ্রীচরণে প্রণত না হয়, তবে তা কেবল অত্যন্ত ভারী একটি বোঝার মতো। আর যে হস্তদ্বয় উজ্জ্বল সুবর্ণ কঙ্কণের দ্বারা অলঙ্কৃত, তা যদি ভগবান শ্রীহরির সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে তা শবের হস্তের মতো। যে নয়ন শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে না তা ময়ূর পুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর মতো, এবং যে পদ পরমেশ্বর ভগবানের লীলাভূমি বা তীর্থসমূহে বিচরণ করে না তা বৃক্ষের মতো স্থাবর। যে ব্যক্তি কখনো তার মস্তকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণরেণু ধারণ করেনি, সে জীবিত থাকলেও তার দেহটি মৃত। আর যে ব্যক্তি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের তুলসীদলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করেনি, সে শ্বাস গ্রহণ করলেও তার দেহটি মৃত। হরিনাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং লোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, তার হৃদয় অবশ্যই ইস্পাতের আবরণে আচ্ছাদিত।"

"হে সূত গোস্বামী! আপনার বাণী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। তাই, আত্মবিদ্যা-বিশারদ মহাভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন সে কথা আমাদের কাছে কীর্তন করুন।"

চতুর্থ অধ্যায়

সৃষ্টি-প্রকরণ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"শুকদেব গোস্বামীর আত্মতত্ত্ব নির্ণায়ক বাণী শ্রবণ করে উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ নিষ্ঠা সহকারে তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্র করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বতোভাবে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর দেহ, জায়া, পুত্র, প্রাসাদ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি পশু, রাজকোষ, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দৃঢ় আসক্তি ছিন্ন করার জন্য ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হে মহর্ষিগণ! মহাত্মা মহারাজ পরীক্ষিৎ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন হয়ে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনে ধর্মানুষ্ঠান আদি সবরকম সকাম কর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেমকে আরও দৃঢ়ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং আপনারা যেভাবে আমাকে প্রশ্ন করছেন ঠিক সেই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ! আপনি সবকিছুই জানেন, কেননা আপনি সবরকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই আপনি আমাকে যা কিছু বলেছেন তা যথার্থই বলে প্রতীত হচ্ছে। আপনার বাণী ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করছে, কেননা আপনি পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করছেন। আমি আপনার কাছে জানতে চাই পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা মায়ার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, যা মহান্ দেবতাদের পক্ষেও দুর্বোধ্য। দয়া করে আপনি বলুন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং বিভিন্ন অংশদের কেমনভাবে এই জগতের পালন কার্যে এবং সংহার কার্যে নিযুক্ত করেন।"

"হে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, এবং তা অচিন্ত্য বলে মনে হয়, কেননা মহান্ পণ্ডিতদের মহতী প্রচেষ্টাও তা বোঝার জন্য পর্যাপ্ত নয়। পরমেশ্বর ভগবান এক, তা তিনি একলাই প্রকৃতির গুণের দ্বারা কার্য করুন, অথবা যুগপৎ বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করুন অথবা প্রকৃতির গুণসমূহ পরিচালনা করার জন্য কেমন নিজেকে বিস্তার করেন, দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সংশয়ের নিরসন করুন। আপনি কেবল বৈদিক শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং আত্মতত্ত্ববেত্তাই নন, আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান্ ভক্ত এবং তাই আপনি ভগবানেরই সমান।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"রাজা কর্তৃক এইভাবে ভগবানের সৃজনাত্মক শক্তি বর্ণনা করতে প্রার্থিত হয়ে শুকদেব গোস্বামী সর্বেন্দ্রিয় পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আমি সেই ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি, যিনি জড় জগতের সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির তিনটি গুণ অঙ্গীকার করেন। তিনি প্রতিটি জীবের শরীরে বিরাজমান পরম পূর্ণ এবং তাঁর কার্যকলাপ অচিন্ত্য। আমি পুনরায় পূর্ণ অস্তিত্ব এবং অন্যান্য গুণ সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পুণ্যবান ভক্তদের সমস্ত সংকট থেকে উদ্ধার করেন এবং অভক্ত অসুরদের নাস্তিক মনোবৃত্তি বৃদ্ধিতে বাধা দেন। পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত পরমহংসদের তিনি বিশিষ্টরূপে দান করেন। অনুবর্তীদের পালক এবং অভক্তদের যিনি সর্বদা সমস্যার সৃষ্টি করেন তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তিনি জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই পরম ভোক্তা, তথাপি তিনি চিদাকাশে তাঁর লীলাবিলাস করেন। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়, কেননা তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য অনন্ত এবং অসীম। আমি সেই সর্বমঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি, যাঁর গুণগাথা কীর্তন, স্মরণ, দর্শন, বন্দন, শ্রবণ এবং পূজনের ফলে সমস্ত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ধৌত হয়। আমি সর্বমঙ্গল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর চরণকমলের শরণ গ্রহণ করার ফলে পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং অনায়াসে চিন্ময় জগতের প্রতি অগ্রসর হন। আমি সর্বমঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কেননা তপস্বী পরায়ণ মহান্ ঋষিগণ, বদান্য দাতাগণ, প্রতিষ্ঠাবান যশস্বীগণ, জ্ঞানী বা যোগীগণ, বেদমন্ত্র উচ্চারণকারীগণ অথবা সদাচারী পুরুষগণ কেউই সেই সমস্ত মহান গুণের দ্বারা ভগবানের সেবা না করে মঙ্গল লাভ করতে সমর্থ হন না। কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত প্রবৃত্তির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের শরণ গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি আত্মতত্ত্ববেত্তা পুরুষদের পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর। তিনি বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং তপস্যার মূর্তিমান স্বরূপ। তিনি ব্রহ্মা, শিব এবং কপটতা রহিত সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত। এই প্রকার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের আস্পদ পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। সমস্ত ভক্তদের আরাধ্য ভগবান, অন্ধক, বৃষ্ণি প্রমুখ যদুবংশীয় রাজাদের পালক এবং গৌরব ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর

পতি, সমস্ত যজ্ঞের নির্দেশক এবং সেই সূত্রে সমস্ত জীবের রক্ষক, সমস্ত বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্তা, জড় এবং চেতন সমস্ত লোকসমূহের অধীশ্বর এবং পৃথিবীর পরম অবতার (সর্বেশ্বর) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন মুক্তিদাতা। মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিক্ষণ তাঁর চরণকমলের চিন্তা করার ফলে ভগবদ্ভক্তেরা সমাধিতে সেই পরম সত্যকে দর্শন করতে পারেন। কিন্তু মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাদের কল্পনা অনুসারে তাঁকে অনুমান করতে চেষ্টা করে। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে শক্তিশালী জ্ঞান বিকশিত করেছিলেন এবং সৃষ্টি ও তাঁর নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং সেই বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন। সমস্ত আনন্দদাতা ঋষিদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। যে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে শয়ন করে প্রকৃতির উপাদান থেকে সৃষ্ট সমস্ত শরীরকে উজ্জীবিত করেন, এবং পুরুষাবতাররূপে জীবকে তার জড় শরীরের জনক ষোলটি গুণের (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত) অধীনস্থ করেন, সেই ভগবান যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার বাণীকে অলংকৃত করেন। আমি বৈদিক শাস্ত্রের সংকলনকর্তা, বাসুদেবের অবতার শ্রীল ব্যাসদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত অমৃতময় দিব্যজ্ঞান পান করেন।"

"হে রাজন্ প্রথম জন্ম, জন্ম থেকেই যাঁর মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল, তাঁর সেই পুত্র ব্রহ্মাকে ভগবান নিজ মুখে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, ব্রহ্মাও নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁকে সেই কথাই বলেছিলেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

সর্ব কারণের কারণ

শ্রীনারদমুনি ব্রহ্মাকে বললেন—"হে দেবাদিদেব! আপনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রথম জন্মা, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কৃপা করে আপনি আমাকে দিব্য জ্ঞান দান করুন, যা মানুষকে আত্মা এবং পরমাত্মার তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাপন করে।"

"হে পিতঃ! কৃপা করে আপনি আমাকে এই জড় জগতের যথার্থিক লক্ষণসমূহ বর্ণনা করুন। তার আদর্শ কি? কিভাবে তার সৃষ্টি হয়েছে? কিভাবে তার সংরক্ষণ হয়? এবং কার নিয়ন্ত্রণে এই সবকিছু সম্পাদিত হচ্ছে? হে পিতঃ, এই সব কিছুই আপনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানেন কেননা পূর্বে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে এবং বর্তমানে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু রয়েছে তা সবই আপনার হস্তস্থিত একটি আমলকীর মতো। হে পিতঃ! আপনার জ্ঞানের উৎস কি? আপনি কার আশ্রয়ে রয়েছেন? এবং কার অধীনে আপনি কার্য করছেন? আপনার বাস্তবিক স্থিতি কি? আপনি কি আপনার শক্তির দ্বারা জড় উপাদানের সাহায্যে সমস্ত জীবদের সৃষ্টি করেন? মাকড়সা যেমন অনায়াসে কারো দ্বারা পরাভূত না হয়ে জাল সৃষ্টি করে, আপনিও তেমন অন্য কারো সাহায্য ব্যতীত, আপনার স্বাবলম্বী শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি করেন। নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বের বস্তু সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে পারি, তা উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অথবা সমান হোক অথবা নিত্য বা অনিত্য হোক, তা

সবই আপনি ছাড়া আর কারো দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, আপনি এতই মহান্। আপনি যদিও সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী, তথাপি আপনি যে পূর্ণরূপে অনুশাসন অনুসরণ করে কঠোর তপস্যা করেছেন সে কথা ভেবে আমরা আশ্চর্যান্বিত চিত্তে অনুমান করি যে, আপনার থেকেও অধিক শক্তিশালী আর কেউ একজন রয়েছেন। হে পিতঃ! আপনি সবকিছু জানেন, এবং আপনি সকলের নিয়ন্তা। তাই আমি যে সমস্ত প্রশ্ন আপনার কাছে করেছি, আপনি কৃপা করে আমাকে তার উত্তর দিন যাতে আমি আপনার শিষ্যরূপে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।"

শ্রী ব্রহ্মা বললেন—"হে বৎস নারদ, সকলের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে (এমনকি আমার প্রতিও) তুমি এই সমস্ত প্রশ্নগুলি করেছ, কেননা তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের পরাক্রম দর্শন করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তুমি আমার সম্বন্ধে যা বলেছ তা মিথ্যা নয়, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমার থেকে পরতর পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অবশ্যই আমার বীর্যবতী কার্যকলাপ দর্শন করে মোহিত হয়। ভগবান তাঁর স্বীয় জ্যোতি (ব্রহ্মজ্যোতি) দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করার পর তাঁরই শক্তিতে সেই জগৎ প্রকাশিত হলে আমি পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করি, ঠিক যেমন সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, আকাশ, প্রভাবশালী গ্রহসমূহ, এবং আমি প্রকাশিত হই। আমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁর ধ্যান করি, যাঁর দুর্জয় মায়া অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তারা আমাকে পরম নিয়ন্তা বলে মনে করে। ভগবানের মায়া শক্তি তাঁর কার্যকলাপের জন্য লজ্জাবোধ করার ফলে ভগবানের সম্মুখে আসতে পারেন না। কিন্তু যে সমস্ত জীব মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছে, তারা সর্বদাই 'আমি' এবং 'আমার' এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বক্ষণ প্রলাপ করে। সৃষ্টির পাঁচটি মৌলিক উপাদান বা পঞ্চ মহাভূত, কর্ম, শাশ্বত কাল, জীবের স্বভাব এবং জীব, এই সমস্তই পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অংশ, এবং বাসুদেব থেকে এদের কোন ভিন্ন সত্তা নেই। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং সেগুলি তাঁরই নিমিত্ত, সমস্ত দেবতারা তাঁরই অঙ্গ থেকে উদ্ভূত এবং তাঁরা সকলেই তাঁর সেবক, স্বর্গ আদি বিভিন্ন লোকসমূহ তাঁরই জন্য এবং বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান করা। সর্বপ্রকার ধ্যান এবং যোগ হচ্ছে নারায়ণকে জানবার বিভিন্ন উপায়, সর্বপ্রকার তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া। দিব্য জ্ঞানের সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের দর্শন লাভ করা এবং মুক্তির চরম অবস্থা হচ্ছে নারায়ণের ধামে প্রবেশ করা। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মারূপে তাঁর [illegible] মাধ্যমে তিনি পূর্বেই যা সৃষ্টি করেছেন আমি [illegible] তা পুনঃপ্রকাশ করি। এমনকি আমিও তাঁরই সৃষ্টি। পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময় এবং তা সমস্ত জড় গুণের অতীত, তথাপি জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংসের জন্য তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে সত্ত্ব, রজো এবং তমো নামক প্রকৃতির তিনটি গুণ স্বীকার করেন। প্রকৃতির এই তিনটি গুণ দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয়ে নিত্য শাশ্বত জীবকে তার সমস্ত কার্যকলাপের জন্য দায়ী করে তাকে কার্য এবং কারণের বন্ধনে আবদ্ধ করে।"

"হে ব্রাহ্মণ নারদ, সেই পরম দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবের জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি সকলের, এমনকি আমারও নিয়ন্তা সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা ভগবান, তাঁর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ, সমস্ত জীবের অদৃষ্ট এবং তাদের স্বভাব সৃষ্টি করেন, এবং তিনি পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজের মধ্যে বিলীন করে দেন। প্রথম পুরুষাবতারের (কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু) পর মহতত্ত্ব বা জড় সৃষ্টির তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তারপর কাল প্রকট হয়, এবং কালক্রমে তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়, প্রকৃতির অর্থ হচ্ছে তিনটি গুণের অভিব্যক্তি। সেগুলি কার্যে রূপান্তরিত হয়। মহতত্ত্ব বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে জড় কার্যকলাপের উদ্ভব হয়। প্রথমে সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণের রূপান্তর হয় এবং পরবর্তী তমোগুণের প্রভাবে দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব হয়। অহংকেন্দ্রিক অহংকার তিন রূপে রূপান্তরিত হয়ে বৈকারিক, তৈজস এবং তামস অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহংকার, রাজস অহংকার ও তামস অহংকার এই তিন প্রকারে উদ্ভূত হয়। তামস অহংকার থেকে দ্রব্য শক্তি,

যা জড় জগতের বাইরে অবস্থিত এবং সেই স্থান জনের জন্য যাদের কখনো পুনর্জন্ম হবে না। আর যারা সংসার-জীবনের প্রতি আসক্ত এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে না, তাদের জড় জগতের ত্রিলোকের মধ্যেই থাকতে হয়। সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির প্রভাবে, যারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায় এবং যারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, উভয়েরই পরম নিয়ন্তা। তিনি সর্বব্যাপ্তেই অজ্ঞান এবং বাস্তবিক জ্ঞান উভয়েরই পরম প্রভু। সেই পরমেশ্বর ভগবান থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং জড় উপাদান, গুণ এবং ইন্দ্রিয় সমন্বিত বিরাটরূপ উদ্ভূত হয়েছে। তথাপি তিনি এই সমস্ত জড় প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণ এবং তাপ থেকে ভিন্ন থাকে। আমি যখন মহাপুরুষের (মহা বিষ্ণু) নাভি পদ্ম থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখন আমার কাছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই মহাপুরুষের অবয়ব ব্যতীত অন্য কোন সামগ্রী ছিল না। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য যথোপযুক্ত কালসহ (বসন্ত) পুষ্প, পত্র, কুশ ও যজ্ঞভূমি—এই সমস্ত বস্তু সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অন্য সমস্ত উপকরণগুলি হচ্ছে পাত্র, শস্য, ঘৃত, মধু, স্বর্ণ, মৃত্তিকা, জল, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং যজ্ঞ সম্পাদনকারী চারজন পুরোহিত। যজ্ঞের অন্যান্য প্রয়োজনগুলি হচ্ছে বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট মন্ত্র, ব্রত এবং দক্ষিণার দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের আহ্বান করা। এই আহ্বান বিশিষ্ট প্রয়োজন এবং বিশিষ্ট বিধির দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে হওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গ থেকে আমি যজ্ঞের এই সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করেছি। দেবতাদের নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে ক্রমশঃ চরম লক্ষ্য বিষ্ণুকে লাভ করা যায় এবং এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত এবং চরম আহুতি পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়। এইভাবে আমি সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা, পরমেশ্বর ভগবানের দেহের অঙ্গ থেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত সামগ্রী এবং সজ্জা সৃষ্টি করে তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলাম।"

"হে পুত্র! তারপর তোমার নয়জন ভ্রাতা, যারা হচ্ছে প্রজাপতি, মনু এবং অন্যান্য বুদ্ধিমান পুরুষদের প্রসার করার জন্য যথাযথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিল। তারপর মনুষ্য জাতির পিতা মনুগণ, মহান ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্বান পণ্ডিতগণ, দেবতাগণ, দৈত্যগণ এবং মানবগণ যজ্ঞের দ্বারা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আরাধনা করেছিলেন। ভগবানের শক্তিশালী জড়া প্রকৃতিতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। ভগবান স্বয়ং অগুণ হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি কার্য, পালন কার্য এবং বিনাশকার্য সাধনের জন্য প্রকৃতির গুণসমূহ গ্রহণ করেন। তাঁর ইচ্ছায় আমি সৃষ্টি করি, শিব সংহার করেন এবং তিনি স্বয়ং নিত্য ভগবানস্বরূপে সবকিছু পালন করেন। তিনি এই তিন শক্তির শক্তিমান নিয়ন্তা।"

"হে পুত্র! তুমি আমার কাছে যা কিছু প্রশ্ন করেছ, আমি তা তোমাকে এইভাবে বললাম। তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে (জড় এবং চেতন জগতে) কার্য এবং কারণরূপে যা কিছু বর্তমান, তাদের কোন কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়।"

"হে নারদ! যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ধারণ করেছি, তাই আমি যা কিছু বলি তা কখনোই মিথ্যা হয় না। আমার মনের প্রগতিও কখনো অবরুদ্ধ হয় না এবং আমার ইন্দ্রিয়সমূহ কখনো বিষয়ের অনিত্য আসক্তিতে অধঃপতিত হয় না। বেদময়, তপোময় এবং প্রজাপতিদের দ্বারা পূজিত প্রভু একাগ্র চিত্তে নিপুণতা সহকারে যোগ সমাধান করেও যখন জন্মদাতার সম্বন্ধে জানতে পারিনি, তখন আমার সৃষ্ট অন্যান্য জীবেরা কিভাবে সেই পুরুষকে জানতে পারবে? তাই জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ থেকে উদ্ধারকারী তাঁর শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করাই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। এই আত্ম-সমর্পণ সর্বমঙ্গলময় এবং তার ফলে সর্বপ্রকার সুখ লাভ হয়। আকাশ যেমন নিজেই নিজের অন্ত পায় না, তেমনই ভগবানও তাঁর সীমা অনুমান করতে পারেন না। অতএব অন্যেরা কিভাবে তা করতে পারে? যেহেতু আমি, তুমি এবং শিব সেই চিন্ময় আনন্দের অবধি অনুমান করতে পারি না, অন্য দেবতারা তা কিভাবে জানবে? যেহেতু আমরা সকলেই ভগবানের মায়ার দ্বারা বিমোহিত, তাঁর মায়া বিনির্মিত এই বিশ্বকে আমরা আমাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে বর্ণনা করি। আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর

অবতার এবং কার্যসমূহ আমরা মহিমা কীর্তনের জন্য গান করি, যদিও তাঁর স্বরূপে তাঁকে পূর্ণরূপে জানা প্রায় অসম্ভব। সেই আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম অবতার মহাবিষ্ণু রূপে নিজেকে বিস্তার করে এই ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করেন। তাঁর মধ্যেই অনন্ত সৃষ্টি প্রকাশিত হয়, এবং জড় পদার্থ ও জড় অভিব্যক্তি সবই তিনি স্বয়ং। কিছুকালের জন্য তিনি তাদের পালন করেন এবং তারপর তিনি পুনরায় তাদের আত্মসাৎ করে নেন। পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ শুদ্ধ এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত। তিনি পরম সত্য এবং পূর্ণ জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি সর্বব্যাপ্ত, অদ্বিতীয়, অনাদি এবং অনন্ত। হে মহর্ষি নারদ, মহান মুনিরা সবরকম জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যখন অকিঞ্চিত ইন্দ্রিয়ের শরণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে জানতে পারেন। অন্যথা, বৃথা তর্কের দ্বারা সবকিছু বিকৃত হয়ে যায় এবং ভগবান আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবানের প্রথম অবতার, এবং তিনি নিত্যকাল, স্বভাব, কার্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মন, মহাভূত, অহঙ্কার-তত্ত্ব, প্রকৃতির গুণসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বিরাটরূপ, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, স্থাবর, জঙ্গম আদি সমস্ত জীব সমষ্টির ঈশ্বর। আমি স্বয়ং (ব্রহ্মা), শিব, ভগবান বিষ্ণু, দক্ষ আদি প্রজাপতি, তোমরা (নারদ তথা কুমারগণ) ইন্দ্র, চন্দ্র আদি স্বর্গলোকের অধিপতিগণ, ভূবর্লোকের অধিপতিগণ, মনুষ্যলোকের অধিপতিগণ, পাতালাদির অধিপতিগণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও চারণলোকের অধিপতিগণ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প ও নাগকুলের নায়কগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর ও দানবেন্দ্রগণ, অন্যান্য যে সমস্ত প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলচর, পশু এবং পক্ষীকুলের অধিপতিগণ এবং এই জগতে যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, তেজযুক্ত, ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত, মনোশক্তিযুক্ত, বলবান, শোভাসম্পন্ন, লজ্জাযুক্ত, বিভূতিসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্যজনক, রূপবান ও অরূপ তা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত শক্তির এক অংশ মাত্র।"

"হে নারদ, সেই পরম পুরুষের লীলাবতারদের কথা শ্রবণ করলে অন্য কথা শ্রবণ করার বাসনারূপ কলুষ বিদূরিত হয়। সেই সমস্ত লীলা অত্যন্ত মঙ্গলময় এবং আস্বাদনীয়। তাই তারা আমার হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজমান।"

সপ্তম অধ্যায়

বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতারসমূহ

ব্রহ্মা বললেন—"যখন অনন্ত শক্তিশালী ভগবান গর্ভ-সমুদ্রে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য লীলাচ্ছলে বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন, তখন আদি দৈত্য (হিরণ্যাক্ষ) সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং ভগবান তাকে তাঁর দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন। সর্বপ্রথমে প্রজাপতি রুচির পত্নী আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর সুযজ্ঞ তাঁর পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সুযম প্রমুখ দেবতাদের উৎপাদন করেছিলেন। সুযম ইন্দ্রদেবরূপে ত্রিলোকের (ঊর্ধ্ব, অধো এবং মধ্যবর্তী) মহান দুঃখভার হরণ করেছিলেন। ত্রিলোকের দুঃখভার হরণ করেছিলেন বলে মনুষ্য জাতির পিতা স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে হরি নামে অভিহিত করেছিলেন। ভগবান তারপর কপিলদেব রূপে প্রজাপতি কর্দম এবং তাঁর পত্নী দেবহূতির পুত্ররূপে নয়জন রমণীসহ (ভগ্নী) অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মাতাকে আত্মজ্ঞান দান করেছিলেন, যার ফলে তিনি এই জন্মেই প্রকৃতির গুণরূপ

পঙ্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়ে কপিলদেবের প্রদর্শিত পন্থায় মুক্তি লাভ করেছিলেন। অত্রি ঋষি সন্তান কামনা করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'আমি আমাকে তোমার পুত্ররূপে দান করলাম।' তার ফলে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হয়েছিল। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের পরাগ দ্বারা পবিত্র হয়ে যদু, হৈহয় আদি নৃপতিগণ ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করার বাসনা করে আমি তপস্যা করেছিলাম, এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তখন চতুঃসন রূপে (সনক, সনৎকুমার, সনন্দন এবং সনাতন) আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্বকল্পে প্রলয়ে আত্মতত্ত্ব বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু চতুঃসনেরা তা এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে মুনিগণ তা তৎক্ষণাৎ স্পষ্টভাবে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তপশ্চর্যা এবং ইন্দ্রিয়দমনের নিজস্ব পন্থা প্রদর্শনের জন্য তিনি ধর্মের পত্নী এবং দক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে নর এবং নারায়ণ এই দ্বিবিধ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কামদেবের সঙ্গিনী অপ্সরাগণ তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে এসে যখন দেখল যে তাদের মতো বহু সুন্দরীগণ তাঁর দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে, তখন তারা বিফল মনোরথ হয়েছিল। শিবের মতো মহাজন ব্যক্তিরা তাঁদের রোষযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা কামকে দগ্ধ করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের ক্রোধের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। কিন্তু ক্রোধের অতীত ভগবানের অমল অন্তঃকরণে ক্রোধ কখনো প্রবেশ করতে পারে না, অতএব তাঁর মনে কিভাবে কাম আশ্রয় গ্রহণ করবে?"

"রাজার সমক্ষে ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে অপমানিত বোধ করেছিলেন, এবং বালক হওয়া সত্ত্বেও কঠোর তপস্যা করার জন্য বনে গমন করেছিলেন। ভগবান তখন ধ্রুবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ধ্রুবলোক প্রদান করেন, ঊর্ধ্বস্থিত এবং অধঃস্থিত মহর্ষিগণ যাঁর স্তব করে থাকেন। মহারাজ বেন উৎপথগামী হয়েছিল এবং তখন ব্রাহ্মণদের বজ্র-কঠোর শাপবাক্যে তার পৌরুষ ও ঐশ্বর্য দগ্ধ হয়। সে নরকে পতিত হতে থাকলে ব্রাহ্মণদের প্রার্থনায় এবং তাকে পরিত্রাণ করার জন্য ভগবান পৃথু অবতারে তার পুত্রত্ব স্বীকার করেন এবং সর্বপ্রকার শস্য পৃথিবী থেকে দোহন করেন। মহারাজ নাভি এবং তাঁর পত্নী সুদেবীর পুত্ররূপে ভগবান আবির্ভূত হয়ে ঋষভদেব নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি মনের সাম্যাবস্থা লাভের জন্য জড়-যোগ অনুশীলন করেছিলেন। এই অবস্থাকে পরমহংসপদ বা মুক্তির চরম সিদ্ধ অবস্থা বলে মনে করা হয়, যে স্তরে জীব তার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে পূর্ণরূপে প্রশান্ত চিত্ত হয়। ভগবান আমার (ব্রহ্মার) অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হয়গ্রীব অবতার রূপে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ যজ্ঞ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি সুবর্ণস্বরূপ। তিনি সাক্ষাৎ বেদ এবং সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। যখন তিনি শ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে সমস্ত মধুর বৈদিক স্তোত্র ধ্বনিত হয়েছিল।"

"কল্পান্তে সত্যব্রত নামক ভাবী বৈবস্বত মনু দেখতে পাবেন যে মৎস্যাবতাররূপে ভগবান পৃথিবী পর্যন্ত সর্বপ্রকার জীবাত্মাদের আশ্রয়। কেননা কল্পান্তে প্রলয়-বারির ভয়ে ভীত হয়ে বেদ-সমূহ আমার (ব্রহ্মার) মুখ থেকে নির্গত হয়, এবং ভগবান তখন সেই বিশাল জলরাশি দর্শন করে উৎফুল্ল হন এবং বেদ-সমূহকে রক্ষা করেন। আদিদেব ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে অমৃতলাভের জন্য ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনকারী দেবতা ও দানবদের মন্থনদণ্ডস্বরূপ মন্দর পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। সেই পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ভগবান কণ্ডূয়ন সুখ অনুভব করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের মহাভয় দূর করার জন্য ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি, দন্ত ও তীক্ষ্ণ বদনযুক্ত নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক গদা হস্তে আক্রমণকারী দৈত্যরাজকে (হিরণ্যকশিপুকে) তাঁর ঊরুদেশে স্থাপন করে নখ দ্বারা তার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করেছিলেন। অধিক বলশালী কুমীর যখন জলের মধ্যে যূথপতি গজরাজের পদ ধারণ করে, তখন সেই গজরাজ অত্যন্ত কাতর হয়ে তার শুণ্ডের দ্বারা একটি পদ্ম ধারণ করে ভগবানকে সম্বোধন করে বলেছিল, 'হে আদি পুরুষ, আপনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি! হে পরিত্রাণকারী, আপনি তীর্থক্ষেত্রের মতো বিখ্যাত। আপনার দিব্য নাম স্মরণ করা মাত্রই সকলে পবিত্র হয়, তাই আপনার নাম কীর্তনীয়।' চক্রপাণি শ্রীহরি সেই শরণার্থী গজরাজের আর্তনাদ শ্রবণ করে পক্ষীরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক তাঁর চক্রের দ্বারা কুমীরের বদন বিখণ্ডিত করেছিলেন এবং কৃপাপূর্বক গজরাজের শুঁড় ধরে তাকে কুমীরের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

"গুণাতীত ভগবান অদিতি-পুত্র আদিত্যদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হলেও গুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ভগবান বিষ্ণু পদবিক্ষেপের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক অতিক্রম করেন। ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করার ছলে তিনি বামনরূপে বলি মহারাজের অধিকৃত সমগ্র ভুবন অধিগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষার ছলে তা গ্রহণ করেছিলেন, কেননা নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ করতে সমর্থ মহতেরা সব কিছু করতে পারলেও সৎপথ ব্যতিরেকে সৎপথচারী ব্যক্তিকে ঐশ্বর্যচ্যুত করা তাঁদেরও কর্তব্য নয়। বলি মহারাজ, যিনি তাঁর মস্তকে ভগবানের পদধৌত জল ধারণ করেছিলেন, তাঁর গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অন্য আর কিছু চিন্তা করেননি। ভগবানের তৃতীয় চরণ রাখবার জন্য তিনি তাঁর দেহ নিবেদন করেছিলেন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে স্বর্গরাজ্যও মূল্যহীন, যা তিনি স্বীয় বলের দ্বারা অধিকার করেছিলেন।"

"হে নারদ! সেই ভগবান হংসাবতারে তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানতত্ত্ববিজ্ঞান নির্দেশ করেছিলেন। বাসুদেবের ঐকান্তিক ভক্তরাই কেবল সেই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। মন্বন্তর অবতারে ভগবান মনু বংশধররূপে তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা দুষ্কৃতকারী রাজাদের দমন করেন। সর্বাবস্থায় অপ্রতিহতভাবে তাঁর রাজ্য শাসনের মহিমা এবং তাঁর কীর্তি ত্রিভুবনেরও ঊর্ধ্বে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক সত্যলোকেও বিস্তার লাভ করেছিল। ভগবান ধন্বন্তরিরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিরন্তর রুগ্ন জীবদের তাঁর স্বীয় কীর্তির দ্বারা অচিরেই রোগ নিরাময় করেন এবং তার প্রভাবেই দেবতারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান নিরন্তর মহিমান্বিত হন। পূর্বে দৈত্যদের দ্বারা যে যজ্ঞভাগ অপহৃত হয়েছিল, তাও তিনি উদ্ধার করেন। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে আয়ুর্বিষয়ক বেদ বা চিকিৎসা শাস্ত্র প্রবর্তন করেন। যখন ক্ষত্রিয় নামধারী শাসকেরা পরম সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগের অভিলাষী হয়েছিল, তখন পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ সেই সমস্ত রাজাদের উচ্ছেদ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা একুশবার ক্ষত্রিয়দের বিনাশ সাধন করেছিলেন।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর অংশসহ মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশে অন্তরঙ্গা-শক্তি সীতাদেবীর পতিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের আজ্ঞানুসারে তিনি তাঁর পত্নী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ বনে গমন করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে বসবাস করেছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী দশমুণ্ড রাবণ তাঁর প্রতি মহা অপরাধ করেছিল এবং তার ফলে চরমে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর প্রিয়তমা সীতার বিরহে ব্যথিত হয়ে (ত্রিপুর দগ্ধ করতে ইচ্ছুক) মহাদেবের মতো ক্রোধে আরক্তিম নয়নে রাবণের নগরী লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তখন সমুদ্র ভয়ে কম্পমান হয়ে তাঁকে পথ প্রদান করেছিলেন, কেননা তাঁর আত্মীয়-স্বজন, জলচর মকর, সর্প, কুমীর প্রভৃতি ভগবানের ক্রোধাগ্নির তাপে দগ্ধ হচ্ছিল। রাবণ যখন যুদ্ধ করছিল তখন তার বক্ষঃস্থলের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তীর দন্তরাজি ভগ্ন হয়েছিল এবং তাদের ভগ্ন অংশসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় দিকসমূহ আলোকিত হয়েছিল, রাবণ তখন তার শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অট্টহাস্য করতে করতে বিচরণ করেছিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সেই পরস্ত্রী হরণকারী রাবণের সেই হাস্যকে তাঁর ধনুকের টঙ্কার দ্বারাই প্রাণের সঙ্গে বিনাশ করেছিলেন।"

"পৃথিবী যখন অসুরস্বরূপ নৃপতিদের সৈন্যসমূহের ভারে ভারাক্রান্ত হয়েছিল, তখন সে ভার অপনোদনের জন্য ভগবান তাঁর অংশসহ আবির্ভূত হন। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশদামসহ ভগবান তাঁর আদিরূপে আবির্ভূত হয়ে অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা বিস্তার করেন। তাঁর মহিমা কেউই যথাযথভাবে অনুমান করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মাতৃক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র শিশুরূপে বিশাল শরীরা পুতনা

বৃন্দাবনের প্রাণস্বরূপ, তিনমাসের শিশু অবস্থায় পদাঘাতে শকট উল্টান, হামাগুড়ি দিয়ে গমনপূর্বক গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জুনবৃক্ষযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের উৎপাটন, এই সমস্ত কার্য স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব? যখন গোপ বালকেরা এবং তাদের গাভীরা যমুনার বিষাক্ত জল পান করেছিল, ভগবান (তাঁর বাল্য অবস্থায়) তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। যমুনার জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য তাতে ঝাঁপ দিয়ে তিনি খেলার ছলে বিষের তরঙ্গ উদ্গীরণকারী কালীয় নাগকে দণ্ড দান করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত কে এইপ্রকার অলৌকিক কার্য সম্পাদন করতে পারে? কালীয় নাগকে দণ্ড দান করার পর সেই রাত্রেই যখন ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা মগ্ন ছিলেন, তখন শুষ্ক পাতা থেকে বনে দাবানল প্রজ্বলিত হওয়ার জন্য ব্রজবাসীদের জীবন সংশয় হয়ে উঠলে ভগবান বলদেবসহ কেবলমাত্র তাঁর চক্ষু নিমীলিত করার মাধ্যমে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। এমনই অলৌকিক ভগবানের কার্যকলাপ।"

"গোপরমণী (শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা) যখন প্রচুর রজ্জুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁকে বন্ধন করার পক্ষে সে সমস্ত রজ্জুই অপর্যাপ্ত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। অবশেষে হতাশ হয়ে সেই প্রয়াস ত্যাগ করলে শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে জৃম্ভন করার ছলে তাঁর মুখ ব্যাদন করেছিলেন; তখন তাঁর মা তাঁর মুখের ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে মনে মনে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেও তাঁর পুত্রের যোগমায়ার প্রভাবে তিনি ভিন্নভাবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দ মহারাজকে বরুণপাশের ভয় থেকে রক্ষা করেছিলেন, এবং ময়দানবের পুত্র যখন গোপবালকদের পর্বতের গুহায় আটক করে রেখেছিল, তখন তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। ব্রজবাসীরা যখন সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার ফলে রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের চিৎজগতের সর্বোচ্চ লোকে উন্নীত করে পুরস্কৃত করতেন। এই সমস্ত সর্বকল্যাণ অপ্রাকৃত এবং তা নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রমাণ করে। বৃন্দাবনের গোপেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন সাতদিন ধরে নিরন্তর মুষলধারায় বৃষ্টি হতে থাকলে বৃন্দাবন ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ তখন সাত বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও ব্রজ পশুদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বতকে সাত দিন একটি ছাতার মতো এক হাতে ধারণ করেছিলেন। ভগবান যখন শুভ্র চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত নিশিতে বৃন্দাবনের বনে মধুর সঙ্গীতের দ্বারা ব্রজবধূদের কামপীড়া উদ্দীপিত করে রাসনৃত্য করতে উন্মুখ হলেন, তখন ধনাঢ্য কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামক দৈত্য সেই ব্রজরমণীদের হরণ করবে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তার ধড় থেকে মস্তকটি ছেদন করবেন। প্রলম্ব, ধেনুক, বক, কেশী, অরিষ্ট, চাণূর, মুষ্টিক, কুবলয়াপীড় হস্তী, কংস, যবন, নরকাসুর এবং পৌণ্ড্রকের মতো অসুরেরা তথা শাল্বের মতো মহারথী, দ্বিবিদ বানর এবং বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তবৃষ, শম্বর, বিদূরথ এবং রুক্মী প্রমুখ প্রসিদ্ধ রাজাগণ, এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় এবং কেকয় প্রমুখ মহান যোদ্ধাগণ সাক্ষাৎ শ্রীহরির সঙ্গে অথবা বলদেব, অর্জুন, ভীম ইত্যাদি নামে তাঁরই সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করবে। এইভাবে নিহত হওয়ার ফলে এই সমস্ত অসুরেরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হবে অথবা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের নিজ ধাম প্রাপ্ত হবে। কালক্রমে মানুষেরা যখন সঙ্কুচিত বুদ্ধি এবং অল্প আয়ুসম্পন্ন হবে, তখন তাদের পক্ষে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে বলে বিবেচনা করে ভগবান সত্যবতীর পুত্র (ব্যাসদেব) রূপে আবির্ভূত হয়ে যুগের পরিস্থিতি অনুসারে বেদরূপী কল্পবৃক্ষকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করবেন। নাস্তিক অসুরেরা বৈদিক বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে, মহাবিজ্ঞানী ময়দানব কর্তৃক নির্মিত মহাকাশযানে চড়ে গগনমার্গে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করবে, তখন তাদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি উপধর্ম প্রচার করবেন।"

"অতঃপর কলিযুগের শেষে, যখন তথাকথিত সাধু এবং উচ্চতর তিন বর্ণের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহেও ভগবানের কথা আলোচনা হবে না এবং যখন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত শূদ্র অথবা তার থেকেও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের হাতে ন্যস্ত হবে, এবং স্বাহা, স্বধা, বষট্ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র আর শোনা যাবে না, তখন ভগবান পরম দণ্ডদাতারূপে আবির্ভূত হবেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে তপস্যা, আমি (ব্রহ্মা) এবং প্রজাপতিগণ; তারপর স্থিতি সময়ে শ্রীবিষ্ণু, নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সমন্বিত দেবতাগণ এবং বিভিন্ন লোকের রাজাগণ, এবং সংহারকালে অধর্ম, রুদ্র, এবং ক্রোধী নাস্তিক ইত্যাদি এরা সকলেই সর্বশক্তিধারী ভগবানের শক্তির বিভিন্ন প্রতিনিধি। শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রম কে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারে? কোন বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করে থাকতে পারে, কিন্তু তার পক্ষেও বিষ্ণুর বীর্য গণনা করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি তাঁর ত্রিবিক্রম অবতারে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোককেও ঊর্ধ্বে অতিক্রম করে তিন গুণের সাম্য অবস্থা পর্যন্ত তাঁর পদ-বিক্ষেপ করেছিলেন, এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান হয়েছিল। আমি বা তোমার অগ্রজ মুনিগণও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জানতে পারি না, সুতরাং আমাদের পরে যাদের জন্ম হয়েছে তারা কিভাবে তাঁকে জানবে? ভগবানের প্রথম অবতার শেষ সহস্র বদনে তাঁর গুণাবলী কীর্তন করেও এখনও পর্যন্ত তার সীমা পাননি। যাঁরা নিষ্কপটে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রভাবে দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারেন এবং ভগবানকে জানতে পারেন। কিন্তু যারা কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য এই জড় দেহটির প্রতি আসক্ত, তারা কখনোই তা পারে না।"

"হে নারদ, যদিও ভগবানের শক্তি অজ্ঞেয় এবং অপরিমেয়, তথাপি তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে আমরা জানি কিভাবে তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা কার্য করেন। এইভাবে ভগবানের শক্তি তুমি, ভগবান শিব, দৈত্যবংশে প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁর পত্নী শতরূপা, মনু-সন্তান প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, আকূতি, দেবহূতি, প্রসূতি, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, বেনের পিতা অঙ্গ, মহারাজ ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, মহারাজ জনক, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নাহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধন্বা, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, হনুমান, শুকদেব গোস্বামী, অর্জুন, আর্ষ্টিষেণ, বিদুর, শ্রুতদেব ইত্যাদি ব্যক্তিরা অবগত আছেন। শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হওয়ার ফলে এবং ভক্তি যোগে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর আদি পাপজীবীরাও এমনকি পশু-পাখিরা পর্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অবগত হয়ে মায়ার মোহময় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। ব্রহ্ম-উপলব্ধি শোকরহিত অসীম আনন্দে পূর্ণ। তা অবশ্যই পরম পুরুষ ভগবানের পরম পদ। তিনি নিত্য ক্ষোভরহিত এবং অভয়। তিনি জড় পদার্থের বিপরীত পূর্ণ চেতনময়। নির্মল এবং ভেদরহিত তিনি সমস্ত কারণ এবং কার্যের পরম কারণ। তাঁর সকাম কর্মের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, এবং মায়া তাঁর সামনে অবস্থান করতে পারে না। এইপ্রকার অপ্রাকৃত অবস্থায়, জ্ঞানী অথবা যোগীদের মতো, কৃত্রিমভাবে মনকে সংযত করার, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা করার অথবা ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না, ঠিক যেমন স্বর্গের নিয়ন্ত্রণকারী দেবরাজ ইন্দ্রকে জল পাওয়ার জন্য কূপ খনন করার কষ্ট করতে হয় না। যা কিছু মঙ্গলময় সে সবেরই পরম প্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কেননা জড় অথবা চিন্ময় অস্তিত্বে জীবের সমস্ত কর্মের ফল তিনিই প্রদান করেন। তাই তিনি হচ্ছেন পরম উপকারী। প্রতিটি জীবই জন্মরহিত, তাই দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান বায়ুর মতো আত্মার বা জীবের অস্তিত্ব জড় দেহের বিনাশের পরেও বর্তমান থাকে।"

"হে পুত্র, আমি তোমাকে সংক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব বর্ণনা করলাম, যিনি হচ্ছেন এই প্রকাশিত জগতের স্রষ্টা। সেই পরমেশ্বর ভগবান হরি বিনা এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জগতের আর অন্য কোন কারণ নেই। হে নারদ, এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান সংক্ষেপে আমাকে বলেছিলেন। এই ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের বর্ণনা। তুমি এই বিজ্ঞান সম্প্রসারিত কর। নিষ্ঠা সহকারে এই ভগবত্তত্ত্ব তুমি বর্ণনা কর যাতে মানুষ সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং সমস্ত শক্তির পরম উৎস, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতি অপ্রাকৃত ভক্তি লাভ করতে পারে।

ভগবানের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের কার্যকলাপ, তাঁর শিক্ষা অনুসারে কীর্তন, অভিনন্দন এবং শ্রবণ করা উচিত। নিয়মিত ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তা করা হলে জীব কখনোই মায়ার দ্বারা মোহিত হবে না।"

অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে দেবর্ষি নারদ দর্শন বিশিষ্ট শ্রীনারদমুনি কোনভাবে এবং কাদের কাছে প্রাকৃত গুণরহিত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী বর্ণনা করেছিলেন?"

রাজা বললেন—"আমি অপূর্ব শক্তিমান শ্রীহরির কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছুক, যা সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের পক্ষে কল্যাণকর।"

"হে মহাভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, দয়া করে আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বর্ণনা করতে থাকুন যাতে আমি জড় গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মনকে পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত করে আমার কলেবর পরিত্যাগ করতে পারি। যাঁরা নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই প্রকাশিত হন। শব্দব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শব্দময়ী অবতার (অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত) শুদ্ধ নিত্য ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁর প্রেমময় কমলাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কাম, ক্রোধ, লোভ আদি জড়জাগতিক আসক্তি প্রসূত সমস্ত মলিনতাকে বিদূরিত করে, ঠিক যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে বর্ষাজনিত জলাশয়ের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে যাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছে, ভগবানের সেই ভক্ত কখনোই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন না। যেমন পথিক তাঁর পথে বহু কষ্ট ভোগ করেন, ঠিক তেমন দীর্ঘ ক্লেশকর পথ ভ্রমণের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পথিক সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট হয়।"

"হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ! চিন্ময় আত্মা জড় দেহ থেকে ভিন্ন। জীব কি কোন কারণের বশবর্তী হয়ে অথবা ঘটনাচক্রে আকস্মিক দেহ প্রাপ্ত হয়? আপনি তা জানেন, তাই আপনি দয়া করে আমাকে তা বলুন। যাঁর উদর থেকে পদ্ম নাল প্রাদুর্ভূত হয়েছে সেই পরমেশ্বর ভগবান যদি তাঁর ক্ষমতা এবং পরিমিতি অনুসারে বিরাট শরীরযুক্ত হন, তাহলে তাঁর সেই শরীর এবং সাধারণ জীবের শরীরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যাঁর জন্ম কোন জড় উৎস থেকে হয়নি, পক্ষান্তরে ভগবানের নাভি থেকে উদ্ভূত কমল থেকে হয়েছে এবং সেই সূত্রে যিনি জন্মরহিত, সেই ব্রহ্মা জড় জগতের সমস্ত প্রাণীসমূহের স্রষ্টা। ভগবানের কৃপায় সেই ব্রহ্মা তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৃপা করে আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বলুন যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যিনি সমস্ত শক্তির ঈশ্বর হলেও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।"

"হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ, পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোক তাদের পালকগণসহ বিরাট পুরুষের বিরাট শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত। আমি এও শুনেছি যে বিভিন্ন ভুবন হচ্ছে বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর। কিন্তু তাদের প্রকৃত স্থিতি কি? দয়া করে আপনি কি তা বিশ্লেষণ করবেন? দয়া করে আপনি সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অন্তর্বর্তী কাল (কল্প), গৌণ সৃষ্টি (বিকল্প) এবং

অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শব্দের দ্বারা সূচিত কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন। দেবতা, মানুষ ইত্যাদি মাঝে পতিত বিভিন্ন গ্রহলোকের বিভিন্ন জীবের আয়ুষ্কাল এবং পরিমিতি সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ করুন।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি কালের সূক্ষ্ম এবং বৃহৎ পরিমিতির কারণ এবং কর্ম অনুসারে কালের কিভাবে সূচনা হয়, তা বর্ণনা করুন। কিভাবে বিভিন্ন গুণ থেকে উৎপন্ন কর্মের এবং জীবের বাসনা অনুসারে জীব দেবতা থেকে অত্যন্ত নগণ্য প্রাণী পর্যন্ত উন্নীত হয় অথবা অধঃপতিত হয়, সেই সম্বন্ধেও আপনি দয়া করে বিশ্লেষণ করুন।"

"হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন ভূমি, পাতাল, দিক, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, এবং সেই সমস্ত স্থানে যে সমস্ত প্রাণীরা বাস করে তাদের উৎপত্তি কিভাবে হয়। বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ, মহাত্মাদের চরিত্র এবং যে যে লক্ষণ ও স্বভাব অনুসারে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম নির্দিষ্ট হয়, তাও কৃপা করে বলুন। বিভিন্ন যুগ, তাদের পরিমাণ, যুগধর্মসমূহ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির যুগাবতারদের অতি আশ্চর্য কার্যকলাপ আপনি কৃপা করে বর্ণনা করুন। কৃপা করে এও বলুন যে মানব সমাজের সাধারণ ধর্ম কি, ধর্ম অনুষ্ঠানের বিশেষ কর্তব্য কি, বর্ণাশ্রম ধর্ম কি, রাজর্ষিদের ধর্ম কি, এবং বিপদাপন্ন মানুষদের ধর্ম কি? সৃষ্টির তত্ত্বসমূহ এবং তাদের সংখ্যা, তাদের কারণ এবং তাদের লক্ষণ, ভগবদ্ভক্তির পন্থা এবং অষ্টাঙ্গ যোগের বিধিও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। মহান যোগীদের ঐশ্বর্য কি এবং তাঁদের চরম উপলব্ধি কি? সিদ্ধ যোগী কিভাবে তাঁর সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্ত হন? ইতিহাস পুরাণ আদি শাখা সমন্বিত বৈদিক শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত জ্ঞান কি? দয়া করে আপনি বলুন জীবের উৎপত্তি কিভাবে হয়, কিভাবে তাদের পালন হয় এবং কিভাবে তাদের সংহার হয়। ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় কি কি। বৈদিক বিধি এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রসমূহের নির্দেশ কি, এবং ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের সাধনের বিধি কি? দয়া করে আপনি বিশ্লেষণ করুন ভগবানের শরীরে লীনপ্রাপ্ত জীবাদির সৃষ্টি হয় কিভাবে, পাষণ্ডীদের উৎপত্তি হয় কিভাবে, এবং জীবের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ কি এবং তার স্বরূপে সে কিভাবে অবস্থান করে। স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁর লীলা সম্পাদন করেন, এবং প্রলয়ের সময় তিনি সে সমস্ত তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিতে পরিত্যাগ করেন, এবং তিনি কেবল সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হে মহামুনি, আমি প্রথম থেকে আপনার কাছে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছি এবং যে সমস্ত বিষয় প্রশ্ন করতে পারিনি, কৃপাপূর্বক আপনি যথাযথভাবে সে সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করুন। যেহেতু আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে সে সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান প্রদান করুন। হে মহর্ষি, আত্মযোনি ব্রহ্মার মতো আপনিই একমাত্র এই জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের তত্ত্ববেত্তা। এই জগতে অন্যান্য সকলে পূর্ববর্তী জ্ঞানীগণের আচরিত বিষয়েরই অনুসরণ করেন। হে ব্রাহ্মণ। যেহেতু আমি আপনার বাণী-সমুদ্র থেকে উৎসারিত অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের কথামৃত পান করছি, তাই আমি অনশনজনিত কোন ক্লান্তি অনুভব করছি না।"

সূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে ভক্তসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলতে আমন্ত্রিত হয়ে শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম কল্পে ভগবান ব্রহ্মাকে যে বেদতুল্য ভাগবত নামক পুরাণ বলেছিলেন, তা বলতে আরম্ভ করলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পাণ্ডুবংশের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, এবং তাই তিনি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত প্রশ্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিতের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন।"

"হে ব্রহ্মা! সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব। হে ব্রহ্মা! আমার সঙ্গে সম্পর্করহিত যদি কোন কিছু অর্থপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলে তার কোন বাস্তবতা নেই। তাকে আমার মায়া বলে জেনো, যা হচ্ছে অন্ধকারে প্রতিবিম্বের মতো। হে ব্রহ্মা, জেনে রেখ যে মহাভূতসমূহ যেমন উচ্চনীচ সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, তেমনই আমিও জগতে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু থেকে পৃথক থাকি। যে ব্যক্তি পরম সত্যরূপ আমার অনুসন্ধান করে, তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সর্বস্থানে, সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় এই বিষয়ে পরিশ্রম করতে হবে। হে ব্রহ্মা! তুমি একাগ্র চিত্তে আমার এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ কর, তা হলে কল্পে ও বিকল্পে কোনরকম অহঙ্কার তোমাকে বিচলিত করবে না।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি লোকসমূহের পরম অধিপতিত্বে স্থিত ব্রহ্মাকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে তাঁর সামনে থেকে তাঁর সেই অপ্রাকৃত রূপ অন্তর্হিত করলেন। ভক্তদের দিব্য আনন্দ প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলে সর্বভূতময় সেই ব্রহ্মা তাঁর উদ্দেশ্যে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে পূর্বপূর্ব কল্পের মতো এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। একদা প্রজাপতি এবং ধর্মপতি ব্রহ্মা সমস্ত জীবের মঙ্গল কামনা করে এবং নিজের প্রয়োজন সাধনের জন্য বিধিপূর্বক যম-নিয়মসমূহ অনুষ্ঠান করেছিলেন। ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী পুত্রদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয়তম নারদ, যিনি সর্বদা তাঁর সেবায় তৎপর, এবং তাঁর পিতার উপদেশসমূহ সুশীল আচরণ, বিনয় এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা পালন করতেন। হে রাজন্! মহর্ষি এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ তাঁর পিতাকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন এবং মায়েশ্বর বিষ্ণুর সমস্ত শক্তি সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করেছিলেন। হে মহাভাগ, আপনি এখন আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, দেবর্ষি নারদ লোকসমূহের প্রপিতামহ তাঁর পিতা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন দেখতে পেয়ে সেই সমস্ত প্রশ্নই করেছিলেন। এরপর পিতা (ব্রহ্মা) তাঁর পুত্র নারদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দশটি লক্ষণ বিশিষ্ট ভাগবত পুরাণ উপদেশ দিয়েছিলেন, যা তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে রাজন্! পরম্পরাক্রমে দেবর্ষি নারদ সরস্বতীর তীরে ভক্তিযোগে স্থিত হয়ে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানমগ্ন অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন। হে রাজন্! ভগবানের বিরাট রূপ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রশ্ন আপনি করেছেন সেগুলির উত্তর আমি পূর্বোক্ত চারটি শ্লোকের ব্যাখ্যা রূপে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব।"

দশম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, উপসৃষ্টি, লোকসমূহের স্থিতি, ভগবান কর্তৃক পালন, কর্মবাসনা, মন্বন্তর, ভগবৎ-কথা, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। পরম তত্ত্ব (আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব নয়টি লক্ষণ মহাত্মারা বৈদিক প্রমাণের দ্বারা, কখনও বা সাক্ষাৎ বিশ্লেষণের দ্বারা, কখনও বা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছেন।

ষোড়শ উপাদানের সৃষ্টি যথা—পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম), রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন—এদের বলা হয় সর্গ। আর জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় বিসর্গ। ভগবানের সৃষ্ট বস্তুসমূহের মর্যাদা পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ, তার নাম 'স্থিতি'; তাঁর ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ, এর নাম 'পোষণ'; তাঁর অনুগৃহীত মনুদের ভগবদুপাসনার নির্দেশ স্বরূপ ধর্মই 'সদ্ধর্ম'; এই প্রকাশ ভিত্তিতে যে বহুবিধ কর্মবাসনা, তার নাম 'ঊতি'। শ্রীহরির অবতারসমূহের অনুচরিত্র এবং তাঁর ভক্তদের নানাবিধ উপাখ্যান "ঈশকথা" বলে উক্ত হয়েছে। মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রার পর উপাধিসহ জীবদের যে শয়ন, তার নাম "নিরোধ"; মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপ পরিহার করে শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থানের নাম "মুক্তি"। যাঁর থেকে এই জগৎ প্রকাশিত হয় এবং যাঁর থেকে সৃষ্টি ও লয় হয়, তিনি পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলে অভিহিত হন। তিনি আশ্রয়—তিনি পরম সত্য।"

"বিবিধ ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক পুরুষ, ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাকে বলা হয় আধিদৈবিক পুরুষ এবং চক্ষুগোলকে দৃষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় আধিভৌতিক পুরুষ। জীবাত্মার উপরোক্ত তিনটি অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত আশ্রয়ের আশ্রয় হিসাবে সে সব কটি অবস্থাই দর্শন করেন, তিনি সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র, এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরম আশ্রয়। বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে সেই বিরাট পুরুষ (মহাবিষ্ণু), কারণ-সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেন এবং শয়ন করার ইচ্ছা করে দিব্য জল (গর্ভোদক) সৃষ্টি করলেন। পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ নন এবং তাই স্পষ্টভাবে তিনি নর বা পুরুষ। সেই পরম পুরুষ থেকে উদ্ভূত সেই দিব্য জলরাশি অই নার বলে কথিত। যেহেতু তিনি সেই জলে শয়ন করেন তাই তাঁর নাম নারায়ণ। নিজের সৃষ্ট সেই জলে তিনি হাজার হাজার বছর বাস করতে লাগলেন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, সমস্ত দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব এবং এই সবের ভোক্তা জীব কেবল তাঁর কৃপার প্রভাবেই বর্তমান, এবং তিনি উপেক্ষা করলে আর তাদের অস্তিত্ব থাকে না। পরমেশ্বর ভগবান বহু রূপে প্রকাশিত হতে ইচ্ছা করে যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত হলেন এবং হিরণ্ময় বীর্যকে মায়াশক্তির দ্বারা তিনভাগে বিভক্ত করলেন।"

"ভগবানের শক্তি কিভাবে অধিদৈব, অধ্যাত্ম এবং অধিভূত এই তিনভাগে বিভক্ত হয়, তা আমার কাছে শ্রবণ কর। মহাবিষ্ণুর দিব্য শরীরের হৃদয়াকাশ থেকে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি ও দেহশক্তি উৎপন্ন হল। তারপর সমস্ত জীবনী শক্তির উৎসস্বরূপ প্রাণশক্তি উৎপন্ন হল। রাজার অনুচরেরা যেমন তাদের প্রভুর অনুগমন করে, তেমনই জীবদেহের ব্যষ্টি প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়সমূহ) মুখ্য প্রাণের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। মুখ্য প্রাণ নিশ্চেষ্ট হলে সমস্ত জীবদেহের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপও বন্ধ হয়। প্রাণশক্তি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে বিরাট পুরুষের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, এবং যখন তিনি আহার এবং পান করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মুখ বিকশিত হয়। মুখ থেকে তালু প্রকট হয় এবং তারপর জিহ্বা উৎপন্ন হয়। তারপর বিভিন্ন প্রকার স্বাদের উৎপত্তি হয় যাতে জিহ্বা তাদের আস্বাদন করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যখন কথা বলতে ইচ্ছা করেছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে বাক্ (ইন্দ্রিয়) ও তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি প্রকাশিত হলেন। পরে তিনি যখন জলে শয়ন করেছিলেন, তখন এই সমস্ত ক্রিয়া নিরুদ্ধ ছিল। তারপর পরম পুরুষ যখন ঘ্রাণ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন, তখন নাসিকা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন হল, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধ প্রকাশিত হল। সেই সঙ্গে গন্ধবহনকারী বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাও প্রকাশিত হলেন। এইভাবে সব কিছু যখন অন্ধকারে ছিল, তখন তিনি নিজেকে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই সব কিছু দর্শন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন চক্ষু, আলোকের দেবতা সূর্য, দৃষ্টিশক্তি এবং দৃশ্য বস্তুসমূহ সব কিছু প্রকট হয়েছিল। ঋষিদের জানবার ইচ্ছা বিকশিত হবার ফলে কর্ণ, শ্রবণ শক্তি, শ্রবণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং শ্রোতব্য বস্তুসমূহ প্রকট হয়েছে। ঋষিগণ পরমাত্মা সম্বন্ধে জানবার বাসনা করেছিলেন। যখন কোমলতা, কাঠিন্য, উষ্ণতা, শীতলতা, লঘুতা এবং গুরুত্ব ইত্যাদি ভৌতিক গুণাবলী অনুভব করার বাসনা হয়েছিল, তখন ত্বক, রোমকূপ, দেহের রোম এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী

দেবতাগণ (বৃক্ষসমূহ) উৎপন্ন হয়েছে। ত্বকের ভিতরে এবং বাহিরে বায়ুর আবরণ রয়েছে, যার মাধ্যমে স্পর্শানুভূতি প্রকট হয়েছে। ভগবান পরম পুরুষ যখন বিবিধ কর্ম অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর হস্তদ্বয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এবং স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র প্রকাশিত হন, সেই সঙ্গে হস্ত এবং দেবতা উভয়েরই উপর নির্ভরশীল কার্যও প্রকট হয়। ভগবান গতি নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা করলে তাঁর পা প্রকট হয়, এবং তাঁর পা থেকে পায়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণু উৎপন্ন হন। তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে মনুষ্যের মত অনুষ্ঠানকারী তাদের কর্তব্যকর্মে যুক্ত হয়। তারপর মৈথুন সুখের জন্য, সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের জন্য এবং স্বর্গের অমৃত আস্বাদনের জন্য ভগবান জননেন্দ্রিয় প্রকাশ করেছেন। এই জননেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেব হচ্ছেন প্রজাপতি। মৈথুন সুখের লিঙ্গ এবং তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ভগবানের উপস্থের নিয়ন্ত্রাধীন। তারপর ভুক্ত অন্নাদির অসারাংশ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে মলদ্বার স্বরূপ অধিষ্ঠান উৎপন্ন হল এবং তারপর পায়ু-ইন্দ্রিয় ও তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মিত্র প্রকাশিত হলেন। পায়ু ইন্দ্রিয় এবং ত্যাজ্য বস্তু উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছেন মিত্র দেবতা। তারপর যখন তিনি এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন নাভি, অপান বায়ু এবং মৃত্যু একসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল। মৃত্যু এবং অপান বায়ু উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছে নাভি। যখন তাঁর আহার এবং পান করার ইচ্ছা হয়েছিল তখন কুক্ষি, অন্ত্র ও নাড়ীসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল; নদী এবং সমুদ্রসমূহ তুষ্টি এবং পুষ্টির উৎস। যখন তাঁর নিজ মায়ার কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ইচ্ছা হয়েছিল, তখন হৃদয় (মনের অধিষ্ঠান), মন, চন্দ্র, সংকল্প এবং অভিলাষ উৎপন্ন হয়েছিল। দেহের সপ্তধাতু, যথা ত্বক, চর্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা এবং অস্থি উৎপন্ন হয়েছে মাটি, জল এবং অগ্নি থেকে। তবে আকাশ, জল এবং বায়ু থেকে প্রাণবায়ু প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়সমূহ জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যুক্ত, এবং গুণসমূহ অহংকার থেকে উৎপন্ন। মন সর্ব প্রকার জড় অভিজ্ঞতার (সুখ এবং দুঃখ) দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং বুদ্ধি মনের বিবেচনা করার ক্ষমতাস্বরূপ। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা রূপ পৃথিবী আদি আটটি আবরণের দ্বারা আবৃত, যা আমি পূর্বে আপনার কাছে বিশ্লেষণ করেছি।"

"অতএব এর (জড় জগতের) অতীত এক দিব্য জগৎ রয়েছে যা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। সেই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত নেই; তাই তা বাণী অথবা চিন্তার অতীত এবং তা জড় ধারণা থেকে ভিন্ন। জড় দৃষ্টিকোণ থেকে ভগবানের যে উপরোক্ত বর্ণনা আপনার কাছে করলাম, তা ভগবানের সম্বন্ধে অবগত শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিন্ময় নাম, রূপ, লীলা, পরিকর এবং বৈচিত্র্যের বিষয় হয়ে নিজেকে এক অপ্রাকৃত রূপে প্রকাশ করেন। যদিও তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না, তথাপি মনে হয় যেন তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত।"

"হে রাজন্! জেনে রাখুন যে, সমস্ত জীবই তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। ব্রহ্মা এবং দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ, বৈবস্বত মনু প্রমুখ মনুগণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাগণ, ভৃগু, ব্যাস, বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণ, পিতৃলোক এবং সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অসুর, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, নর, মাতৃ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, পশু, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পর্বত, স্থাবর এবং জঙ্গম জীবসমূহ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জ, আদি চতুর্বিধ প্রাণী, জলচর, ভূচর ও খেচরসমূহ সুখী, অসুখী অথবা সুখ-দুঃখের মিশ্র অবস্থায় সমস্ত জীব তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে। সত্ত্ব, রজো এবং তমো, প্রকৃতির এই তিনটি গুণ অনুসারে দেব, নর এবং নারকী, এই তিন প্রকার জীব রয়েছে। হে রাজন্! এমনকি একটি গুণ প্রকৃতির অপর দুটি গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পুনরায় তিনটি গুণে বিভক্ত হয়, এইভাবে প্রতিটি জীব অন্য গুণ সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের অভ্যাস অর্জন করে। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জগতের পালনকর্তা রূপে, সৃষ্টির পর বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্য, মনুষ্যেতর জীবসমূহ এবং দেবতাদের মধ্যে সব রকম বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করেন। তারপর কল্পান্তে ভগবান রুদ্ররূপে সমগ্র সৃষ্টিকে সংহার করবেন, ঠিক যেমন বায়ু মেঘরাশিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। মহান্

তত্ত্বজ্ঞানীরা এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত রূপের অতীত ভগবানের অধিক মহিমামণ্ডিত দিব্য কার্যকলাপ দর্শন করার উপযুক্ত। এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহার কার্যে ভগবান সরাসরিভাবে যুক্ত হন না। বেদে তাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের যে বর্ণনা রয়েছে, তা কেবল জড় প্রকৃতি যে স্রষ্টা নয়, সেই ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এখানে সংক্ষেপে সৃষ্টি এবং সংহারের যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, তা ব্রহ্মার একদিনের বিধির বিধান। এটি মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিরও বিধি, যাতে প্রকৃতি নিহিত থাকে।"

"হে রাজন্, যথাসময়ে আমি স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপে সময়ের মাপ এবং তাদের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ বর্ণনা করব। কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে পাদ্মকল্পের বিষয়ে বলবো, শ্রবণ করুন। শৌনক ঋষি সৃষ্টি সম্বন্ধে সব কিছু শ্রবণ করার পর সূত গোস্বামীর কাছে বিদুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, কেননা সূত গোস্বামী তাঁকে পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন, কিভাবে বিদুর তাঁর অতি অপরিহার্য আত্মীয়-স্বজনদের বর্জন করে গৃহত্যাগ করেছিলেন।"

শৌনক ঋষি বললেন—"দয়া করে আপনি আমাদের বলুন, বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে অধ্যাত্ম বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছিল। বিদুর কি প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার উত্তরে মৈত্রেয় কি বলেছিলেন। দয়া করে আপনি আমাদের এও বলুন বিদুর কেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, এবং কেন তিনি পুনরায় গৃহে ফিরে এসেছিলেন। তীর্থ পর্যটন করার সময় বিদুর কি করেছিলেন তাও আপনি আমাদের বলুন।"

সূত গোস্বামী উত্তর দিলেন—"মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি যা বলেছিলেন, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে এখন বলব। দয়া করে তা শ্রবণ করুন।"

দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত

তৃতীয় স্কন্ধ

(সৃষ্টির স্থিতি)

প্রথম অধ্যায়

বিদুরের প্রশ্ন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহান ভগবদ্ভক্ত বিদুর তাঁর সমৃদ্ধিশালী গৃহ ত্যাগপূর্বক বনে প্রবেশ করে ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়কে এই প্রশ্ন করেছিলেন। পাণ্ডবদের গৃহের কথা আর কি বলার আছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মন্ত্রীর কার্য করেছিলেন। তিনি তাঁদের গৃহকে নিজের মতো বলে মনে করে সেখানে প্রবেশ করতেন এবং তিনি দুর্যোধনের প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় এবং কখন মহাত্মা বিদুরের সঙ্গে মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষির সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল? হে প্রভু, কৃপা করে আপনি তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। মহাত্মা বিদুর ছিলেন ভগবানের একজন মহান শুদ্ধ ভক্ত এবং তাই ভগবৎ কৃপামূর্তি ঋষি মৈত্রেয়ের কাছে তাঁর প্রশ্নগুলি ছিল অবশ্যই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সর্বোচ্চ স্তরের এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক অনুমোদিত।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। রাজা কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে সেই বিষয়ে শ্রবণ করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার অসৎ পুত্রদের পাপবাসনা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্তর্দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিল এবং তার ফলে সে তার পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের জতুগৃহে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিল। যেহেতু রাজা যুধিষ্ঠিরের মহিষীর কেশাকর্ষণ করার নিন্দনীয় কার্য থেকে ধৃতরাষ্ট্র তার পুত্র দুঃশাসনকে নিবারণ করেনি, যদিও দ্রৌপদীর নেত্রজল তাঁর বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুম বিধৌত করেছিল। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতক্রীড়ায় অন্যায়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাই তিনি বনে গিয়েছিলেন। যথাসময়ে বন থেকে ফিরে এসে তিনি যখন তাঁর রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অংশভাগ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন মোহাচ্ছন্ন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অর্জুন কর্তৃক জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌরবসভায় প্রেরিত হয়েছিল এবং যদিও তাঁর বাণী কেউ কেউ (ভীষ্ম আদি) বিশুদ্ধ অমৃতের মতো শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হওয়াতে অন্যরা তা শ্রবণ করতে পারেনি। রাজা (ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্যোধন) শ্রীকৃষ্ণের বচন বহুমানন করেনি। বিদুর যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ধৃতরাষ্ট্র) কর্তৃক মন্ত্রণার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁকে যে সদুপদেশ দিয়েছিলেন তা সুদক্ষ মন্ত্রবিশারদ এবং রাজনীতিবিদ্‌রা অতি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেন।"

বিদুর বলেছিলেন—"আপনার অন্যায়ের ফলে দুর্বিষহ যাতনা যে অকাতরে সহ্য করছে, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের ন্যায্য রাজ্যাংশ আপনি তাকে ফিরিয়ে দিন। সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রতিশোধপরায়ণ ভীম, যে সাপের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। অবশ্যই আপনি তার ভয়ে ভীত। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথার পুত্রদের তাঁর আত্মীয়রূপে স্বীকার করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রয়েছেন। তাঁর গৃহে তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, যদুবংশীয় রাজা ও রাজপুত্রগণসহ বিরাজ করছেন, যাঁরা অসংখ্য রাজাদের জয় করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন তাঁদের সকলের প্রভু। আপনি মূর্তিমান পাপস্বরূপ দুর্যোধনকে আপনার প্রিয় পুত্ররূপে পালন করছেন, কিন্তু সে কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং যেহেতু আপনি এইভাবে একজন কৃষ্ণবিদ্বেষীকে পালন করছেন, তাই আপনি সমস্ত মঙ্গলজনক গুণাবলী হারিয়েছেন। যত শীঘ্র সম্ভব এই লক্ষ্মীছাড়াকে পরিত্যাগ করে আপনি সমস্ত বংশের মঙ্গল সাধন করুন।"

"যাঁর চরিত্রের গুণাবলী সমস্ত স্তরের ব্যক্তিগণ সম্মান করেন সেই বিদুর যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন দুর্যোধন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কম্পিত অধরে তাঁকে অপমান করেছিল। দুর্যোধন তখন কর্ণ, তার কনিষ্ঠ

ভ্রাতাগণ ও তার মামা শকুনিসহ পরিবৃত ছিল। "এই দাসীপুত্রকে এখানে কে ডেকে এনেছে? এ এতই কুটিল যে, যাদের অন্নে পুষ্ট হয়েছে, তাদেরই বিপক্ষতা আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে শত্রুর স্বার্থরক্ষার্থে নিযুক্ত হয়েছে। একে এখনি প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত করা হোক এবং কেবল তার শ্বাসমাত্র যেন সে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।"

"এইভাবে কর্ণভেদী বাণের মতো তীক্ষ্ণ বাক্যে মর্মাহত হয়ে বিদুর দ্বারে তাঁর ধনুক রেখে তাঁর ভ্রাতার প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। ভগবানের মায়ার খেলা বলে মনে করে তিনি তাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হননি। বিদুর তাঁর পুণ্যফলের প্রভাবে কৌরবদের পুণ্যার্জিত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপ যে তীর্থস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত তীর্থস্থানে ভগবানের শত সহস্র চিন্ময় বিগ্রহ অধিষ্ঠিত, অতি উন্নত স্তরের পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায় তিনি সেই সমস্ত তীর্থপর্যটন করেছিলেন। তিনি অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা আদি বিভিন্ন তীর্থস্থানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে করতে একাকী ভ্রমণ করেছিলেন। পুণ্যময় ও নিষ্কলুষ উপবন, পর্বত, কুঞ্জ, নদী, সরোবর এবং যে সমস্ত পুণ্যস্থানে ভগবান অনন্তের বিগ্রহসমূহ মন্দির অলঙ্কৃত করে বিরাজমান, সেই সমস্ত স্থানে তিনি বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি তীর্থপর্যটন করেছিলেন। পৃথিবী পর্যটন করার সময় তিনি কেবল ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টিবিধানের ব্রত পালন করেছিলেন। তাঁর বৃত্তি ছিল পবিত্র ও স্বতন্ত্র। যদিও তাঁর বেশ ছিল অবধূতের মতো এবং ভূমি ছিল তাঁর শয্যা, তবুও পবিত্র তীর্থে স্নান করার ফলে তিনি সর্বদা পবিত্র ছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের অগোচর ছিলেন। এইভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থপর্যটন করতে করতে তিনি প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটরূপে এক সামরিক শক্তির অধীনে পৃথিবী শাসন করছিলেন। প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হয়ে তিনি শুনতে পেলেন যে, বাঁশের ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন আগুনে যেমন সমস্ত বন দগ্ধ হয়, তেমনি পরস্পরের বিরোধানলে তাঁর সমস্ত স্বজনবর্গ বিনষ্ট হয়েছে। তারপর তিনি পশ্চিমবাহিনী সরস্বতী নদীর অভিমুখে গমন করলেন। সরস্বতী নদীর তীরে এগারোটি তীর্থ রয়েছে, যথা—(১) ত্রিত, (২) উশনা, (৩) মনু, (৪) পৃথু, (৫) অগ্নি, (৬) অসিত, (৭) বায়ু, (৮) সুদাস, (৯) গো, (১০) গুহ ও (১১) শ্রাদ্ধদেব। বিদুর সেই সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে যথাবিধি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেছিলেন। এছাড়া মহান ঋষি ও দেবতাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরও অনেক মন্দির ছিল। এই সমস্ত মন্দির ভগবানের প্রধান চিহ্নসমূহের দ্বারা অঙ্কিত ছিল এবং সেগুলি সর্বদাই মানুষকে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়।"

"তারপর সমৃদ্ধিশালী সৌরাষ্ট্র প্রদেশ, সৌবীর, মৎস্য, ও পশ্চিম ভারতের কুরুজাঙ্গল নামক রাজ্যসমূহ অতিক্রম করে যখন তিনি যমুনার তীরে উপনীত হলেন, তখন সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারপর তিনি গভীর প্রেম এবং অনুভূতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ, প্রশান্তমূর্তি ও বৃহস্পতির প্রখ্যাত পূর্বশিষ্য উদ্ধবকে আলিঙ্গন করলেন। বিদুর তারপর তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবার পরিজনদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবানের নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মার অনুরোধে যে সনাতন পুরুষদ্বয় এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যাঁরা সকলের মঙ্গলসাধন করে পৃথিবীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) শূরসেনের গৃহে স্বচ্ছন্দে আছেন তো? হে উদ্ধব! কুরুকুলের পরম হিতৈষী, আমাদের ভগিনীপতি বসুদেব ভাল আছেন তো? তিনি অত্যন্ত উদার। তাঁর ভগিনীদের প্রতি তিনি পিতৃবৎ স্নেহপরায়ণ এবং তিনি সর্বদা তাঁর পত্নীদের সন্তোষবিধান করেন। হে উদ্ধব! যাদবদের সেনানায়ক এবং পূর্বজন্মে যিনি ছিলেন কামদেব, সেই প্রদ্যুম্ন এখন কেমন আছেন? রুক্মিণী ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধান করে তাঁদের কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে বন্ধু! সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ ও দাশার্হদের অধিপতি মহারাজ উগ্রসেন এখন ভাল আছেন তো? তিনি রাজসিংহাসনের সমস্ত আশা পরিত্যাগ করে দূরদেশে অবস্থান করেছিলেন,

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পুনরায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। হে সৌম্য! শাম্ব ভাল আছে তো? তাঁর রূপ ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো। পূর্বজন্মে শিবপত্নী অম্বিকার গর্ভে কার্তিকেয়রূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং এখন এই জন্মে কৃষ্ণমহিষী জাম্ববতী অনেক ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তাঁকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছেন। হে উদ্ধব! যুযুধান কুশলে আছেন তো? তিনি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যার রহস্য শিক্ষা করেন এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে সন্ন্যাসীদেরও দুর্লভ চিন্ময় পদ লাভ করেছেন। শ্বফল্কনন্দন অক্রূর ভাল আছেন তো? তিনি নিষ্পাপ এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত। এক সময় তিনি পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে অপ্রাকৃত প্রেমানন্দে ধৈর্যহারা হয়ে সেই পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলেন। বেদ যেমন যজ্ঞবিস্তাররূপ অর্থকে প্রকাশ করেন, তেমনই দেবক ভোজরাজের কন্যা দেবকী দেবমাতা অদিতির মতো পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তিনি (দেবকী) ভাল আছেন তো? অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন তো? তিনি সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের সমস্ত কামনা পূরণকারী এবং অতীত কাল থেকেই তাঁকে ঋগ্বেদের প্রবর্তক বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি মনের প্রবর্তক এবং বিষ্ণুর চতুর্থ ব্যূহ। হে সৌম্য! এছাড়া যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের অন্তরাত্মারূপে জেনে চিরকাল তাঁরই অনুগমন করেন, সেই হৃদীক, চারুদেষ্ণ, গদ ও সত্যভামার পুত্র—এঁরা সকলে ভাল আছেন তো? মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম প্রতিপালন করে এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে রাজ্যপালন করছেন তো? পূর্বে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঈর্ষায় দগ্ধ হচ্ছিল কেননা তিনি (যুধিষ্ঠির) তাঁর বাহুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন। যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গদা ঘূর্ণিত করতে করতে বিচিত্র মার্গে ভ্রমণ করতেন এবং যাঁর পদাঘাত রণভূমি সহ্য করতে পারত না, সেই সর্পের মতো অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, অজেয় ভীম পাপীদের প্রতি তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করেছেন তো? যে অর্জুনের বাণের জালে আচ্ছন্ন হয়েও কপট কিরাতবেশধারী শিব তাঁর যুদ্ধনৈপুণ্যে সন্তোষ লাভ করেছিলেন এবং মহারথীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান গাণ্ডীব ধনুর্ধারী সেই অর্জুন শত্রুদের বিনাশ করে সুখে আছেন তো? যে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের ভাইদের দ্বারা সুরক্ষিত, তাঁরা ভাল আছেন তো? চক্ষু যেমন পক্ষ্মের দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি তাঁরা পৃথার পুত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত। গরুড় যেমন বজ্রধারী ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত আহরণ করেন, তাঁরাও তেমনি যুদ্ধে দুর্যোধনের কাছ থেকে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হে উদ্ধব! পৃথা কি এখনও বেঁচে আছেন? তিনি কেবল তাঁর পিতৃহীন পুত্রদের জন্যই জীবনধারণ করছিলেন; তা না হলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা এবং অতিরথ যিনি একাকী ধনুকমাত্র সহায় করে চতুর্দিক জয় করেছিলেন, সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু ব্যতীত তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল।"

"হে সৌম্য! যে ধৃতরাষ্ট্র মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর অনাথ সন্তানদের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করে ভ্রাতার দ্রোহ করেছেন, যিনি তাঁর পুত্রদের অনুবর্তী হয়ে আমাকে তাঁর গৃহ থেকে নির্বাসিত করেছেন, যদিও আমি ছিলাম তাঁর যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই অধঃপতিত ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমি অনুশোচনা করি। তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। সকলের অলক্ষ্যে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করেছি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ লীলাসমূহ এই মর্ত্যলোকে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো বলে মনে হয় এবং তাই তা অন্যের পক্ষে মোহজনক, কিন্তু আমি তাঁর কৃপার প্রভাবে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং তার ফলে আমি সর্বতোভাবে সুখী। ধন, জন ও বিদ্যা এই তিন প্রকার গর্বের দ্বারা উৎপথগামী হয়ে যে সমস্ত নৃপতিরা তাদের প্রবল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীর দুঃখ উৎপাদন করেছে, তাদের বিনাশ করে শরণাগত ভক্তদের দুঃখ দূর করতে সমর্থ হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব রকম অপরাধে অপরাধযুক্ত কুরুদের বিনাশ করেননি। ভগবান জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্তদের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হন, কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও সকলকে আকর্ষণ করার জন্য তিনি তাঁর লীলাবিলাস সম্পাদন করেন। তা না হলে গুণাতীত পরমেশ্বর ভগবানের এই পৃথিবীতে আসার কি কারণ থাকতে পারে? হে সখে! তাই দয়া করে সেই ভগবানের

মহিমা কীর্তন কর, যাঁর মহিমা তীর্থস্থানসমূহে কীর্তিত হয়। তিনি অজ, তবুও ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শরণাগত শাসকদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর অনন্য ভক্ত যদুদের বংশে আবির্ভূত হয়েছেন।"

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বিদুর যখন মহাভাগবত উদ্ধবকে প্রিয়তম (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধীয় কথা বলতে অনুরোধ করলেন, তখন তৎক্ষণাৎ স্মৃতিজনিত তীব্র উৎকণ্ঠার ফলে উদ্ধব তৎক্ষণাৎ উত্তরদানে অক্ষম হলেন। তিনি বাল্যকালে, পাঁচ বছর বয়সে, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এমনই মগ্ন থাকতেন যে, তাঁর মা তাঁকে প্রাতঃরাশ করার জন্য ডাকলেও তিনি তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতেন না। উদ্ধব এইভাবে তাঁর শৈশব থেকে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেছিলেন এবং বার্ধক্যেও তাঁর এই সেবাবৃত্তি হ্রাস পায়নি। শ্রীকৃষ্ণের বার্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কৃষ্ণসম্বন্ধীয় সব কথা স্মরণ হয়েছিল। ক্ষণকালের জন্য উদ্ধব পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করলেন এবং তাঁর দেহ অচল হয়ে রইল। তীব্র ভক্তিযোগে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণরূপ অমৃত আস্বাদনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে রইলেন এবং তখন মনে হচ্ছিল তিনি যেন গভীর থেকে গভীরতর আনন্দে মগ্ন হচ্ছেন। বিদুর পূর্ণ ভগবৎ প্রেমজনিত বিকারসমূহ উদ্ধবের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পেতে দেখলেন। তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নেত্রদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। বিদুর বুঝতে পারলেন যে, উদ্ধব প্রকৃত ভগবৎ প্রেমলাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন।"

মহান্ ভক্ত উদ্ধব শীঘ্রই ভগবদ্ধাম থেকে মনুষ্যলোকে ফিরে এলেন এবং চোখ মুছে তাঁর পূর্ব স্মৃতি জাগরিত করে প্রসন্ন চিত্তে তিনি বিদুরকে বলতে লাগলেন—"হে প্রিয় বিদুর! কৃষ্ণরূপ সূর্য অস্তমিত হওয়ায় কালরূপ মহাসর্প আমাদের গৃহকে গ্রাস করেছে, অতএব আমাদের কুশল সম্বন্ধে আমি আর কি বলব? সমস্ত গ্রহলোকসহ এই ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত দুর্ভাগ্যশালী এবং তার থেকে অধিক দুর্ভাগা হচ্ছে যদুবংশের সদস্যরা, কেননা তাঁরা শ্রীহরিকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেননি, ঠিক যেমন চন্দ্র সমুদ্রে থাকার সময় মাছেরা তাঁকে চিনতে পারেনি। যাদবেরা সকলেই ছিলেন অভিজ্ঞ ভক্ত, তাঁরা লোকের চিত্তের ভাব জানার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ এবং প্রতিভাবান ছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কেবল তাঁকে অন্তর্যামিরূপেই জানতেন। ভগবানের মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাক্য কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পৃথিবীর সকলের সম্মুখে তাঁর শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, আবার যারা আবশ্যকীয় তপশ্চর্যা না করার ফলে যাঁকে যথাযথভাবে দর্শন করতে অযোগ্য ছিল, তিনি তাঁর স্বরূপ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টির অগোচর করেছিলেন। ভগবান এই জড় জগতে তাঁর যোগমায়াবলে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর লীলার উপযোগী তাঁর নিজ শাশ্বত রূপে তিনি এসেছেন। সেই লীলাসমূহ এতই মনোরম যে, তাতে ঐশ্বর্যমদে গর্বিত সকলের, এমনকি বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানেরও বিস্ময় উৎপাদন হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ সমস্ত ভূষণের ভূষণস্বরূপ। ত্রিভুবনের সমস্ত দেবতারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান

আপনি আমাদের সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে উপদেশ দান করুন, যার ফলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে আনন্দিত হবে, কৃপাপূর্বক অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেদ এবং পুরাণের প্রামাণিক তত্ত্ব-জ্ঞান, যা তিনি কেবল তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরই দান করেন, তা যেন আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। হে মহর্ষি! সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, নিস্পৃহ, ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে অবতরণ করে এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তা পালনের জন্য সকলের জীবিকা নির্বাহ করেন, আপনি দয়া করে তা বর্ণনা করুন। তিনি তাঁর হৃদয়াকাশে শয়ন করেন এবং এইভাবে সমস্ত সৃষ্টিকে সেই স্থানে স্থাপন করে তিনি বিভিন্ন যোনিতে প্রকাশিত হয়ে জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁকে তাঁর ভরণপোষণের জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা করতে হয় না, কেননা তিনি সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর এবং সব কিছুর অধিপতি। এইভাবে তিনি সমস্ত জীব থেকে পৃথক। ব্রাহ্মণ, গাভী এবং দেবতাদের কল্যাণ সাধনের জন্য, যে ভগবান বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হন, তাঁর অদ্ভুত চরিত্রাবলী আপনি আমাদের কাছে দয়া করে বর্ণনা করুন। তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ নিরন্তর শ্রবণ করা সত্ত্বেও আমাদের মন কখনও পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না। সমস্ত রাজাদের পরম রাজা বিভিন্ন গ্রহলোক এবং বাসস্থান নির্মাণ করেছেন, যেখানে জীব তাদের প্রবৃত্তি ও কর্ম অনুসারে অবস্থান করছে। ভগবানই সেই সমস্ত স্থানের রাজা এবং পালকদের সৃষ্টি করেছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কৃপা করে আমাদের বলুন কিভাবে বিশ্বস্রষ্টা, আত্মসম্পূর্ণ নারায়ণ বিভিন্ন জীবের স্বভাব, কর্ম, রূপ, আকৃতি এবং নাম সৃষ্টি করেছেন। হে প্রভু! আমি ব্যাসদেবের মুখ থেকে মানবসমাজের উচ্চতর এবং নিম্নতর জাতির ধর্ম সম্বন্ধে বার বার শ্রবণ করেছি এবং এই সমস্ত অবৈদিকদের বিষয় শ্রবণ করে তৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু কৃষ্ণকথামৃত পানে তৃপ্ত হইনি। যাঁর চরণকমল সমস্ত তীর্থস্থানের সমষ্টি এবং যিনি মহান ঋষিগণ ও ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা পর্যাপ্তরূপে শ্রবণ না করে, কে তৃপ্ত হতে পারে? এই সমস্ত বিষয় কেবল বর্ণনার দিকে ধ্যান করার মাধ্যমে, যে কেউ জন্মমৃত্যু ও পারিবারিক আসক্তি ছেদন করতে পারে। আপনার সখা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পূর্বেই তাঁর মহান রচনা মহাভারতে ভগবানের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল জনসাধারণের অর্থ ও কাম বিষয়ক গ্রাম্য কথা শ্রবণ করার তীব্র প্রবণতার মাধ্যমে, তাদের মনোযোগকে কৃষ্ণকথায় (ভগবদ্গীতা) প্রতি আকৃষ্ট করানো। যিনি নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে উৎসুক, তিনি ক্রমশ অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েন। যে ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার ফলে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছেন, তাঁর সব রকম দুঃখ-কষ্ট তৎক্ষণাৎ পরাভূত হয়।

"হে মহর্ষি! যে সমস্ত মানুষ তাদের পাপকর্মের ফলে হরিকথায় বিমুখ এবং তার ফলে মহাভারতের অর্থ (ভগবদ্গীতা) সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা শোচনীয়দেরও শোচনীয়। তাদের জন্য আমিও শোক করি, কেননা আমি দেখছি কিভাবে তারা দার্শনিক বাক্‌বিতণ্ডায় জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের অনুশীলন করে শাশ্বত কালের প্রভাবে তাদের আয়ু ক্ষয় করছে। হে আর্তবন্ধু মৈত্রেয়! ভ্রমর যেভাবে ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনই আপনিও সমস্ত কথার সারভূত পবিত্র কীর্তি শ্রীহরির কথাই সারা জগতের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে কীর্তন করুন। এই বিশ্বের উৎপত্তি ও পালনের জন্য সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়ে তিনি অবতরণ করেন, সেই পরম নিয়ন্তা, পরম পুরুষ ভগবানের অতিমানবীয় দিব্য লীলাবিলাসসমূহ আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে বিদুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বহু প্রশংসা করে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গলের জন্য বলতে শুরু করলেন—'হে বিদুর! আপনার জয় হোক! আপনি আমার কাছে যে প্রশ্ন করেছেন তা নিখিল মঙ্গলের চরম প্রভাব এবং এইভাবে আপনি সমগ্র জগৎ ও আমার প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কেননা আপনার মন সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন থাকে।' "

"হে বিদুর! আপনি যে একান্তভাবে ভগবানকে গ্রহণ করেছেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কেননা আপনি মহর্ষি বেদব্যাসের বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি

জানি যে, আপনি পূর্বজন্মে যমরাজ ছিলেন, মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে বিচিত্রবীর্যের ভার্যাকরণে শূদ্রা দাসীর গর্ভে সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেবের বীর্যে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পার্ষদ এবং ভগবান তাঁর ধামে ফিরে যাওয়ার সময়, আপনার জন্য আমার কাছে নির্দেশ রেখে গিয়েছেন। তাই আমি আপনার কাছে ভগবান কিভাবে এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের জন্য তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তি বিস্তার করে লীলাবিলাস করেন তা একে একে বর্ণনা করব।"

"সমস্ত জীবের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান অদ্বয়রূপে সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং পুনরায় সব কিছু তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। এই পরম আত্মা বিভিন্ন নামে উপলক্ষিত হন। সব কিছুর একমাত্র অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান ছিলেন একমাত্র দ্রষ্টা। সেই সময় এই জগৎ ছিল না এবং তাই তিনি তাঁর অংশ এবং বিভিন্নাংশ ব্যতীত নিজেকে অপূর্ণ বলে অনুভব করেছিলেন। বহিরঙ্গা প্রকৃতি তখন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যদিও তাঁর অন্তরঙ্গা প্রকৃতি তখন প্রকাশিত ছিল। ভগবান হচ্ছেন দ্রষ্টা এবং বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে দৃশ্য, যা জড় সৃষ্টির কারণ এবং কার্য উভয়রূপে ক্রিয়াশীল হয়। হে মহাসৌভাগ্যবান বিদুর! এই বহিরঙ্গা শক্তি মায়া নামে পরিচিত এবং তার মাধ্যমেই কেবল সমস্ত জড় সৃষ্টি সম্ভব হয়। পরমেশ্বর ভগবান পুরুষাবতার রূপে নিজেকে বিস্তার করে ত্রিগুণাত্মিকা জড় প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন এবং তার ফলে নিত্যকালের প্রভাবে জীবসমূহ আবির্ভূত হয়। তারপর কালের ঘাতক্রিয়ার প্রভাবে মহত্তত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছিল এবং এই বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ মহত্তত্ত্বে ভগবান তাঁর নিজ শরীর থেকে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী বীজ বপন করেছিলেন। তারপর ভাবী জীবদের উৎসরূপে মহত্তত্ত্ব বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। মহত্তত্ত্ব তমোগুণ প্রধান এবং তার থেকে অহংকারের উদ্ভব হয়। এটি সৃষ্টিতত্ত্বের চেতনা সমন্বিত এবং জগৎপ্রভু ভগবানের অংশ সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানের একটি অংশ। মহত্তত্ত্ব বা মহান কারণিক সত্তা অহংকারে রূপান্তরিত হয়, যা কারণ, কার্য এবং কর্তা এই তিন পর্বে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত অহংকারের রূপান্তরিত হয়ে সম্পাদিত হয় এবং এগুলির ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চ মহাভূত, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ ও মানসিক জল্পনাকল্পনা। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণে অহংকার প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে অহংকার মনে রূপান্তরিত হয়। যে সমস্ত দেবতারা প্রকাশ্যমান জগতের নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরাও সেই একই তত্ত্ব থেকে, অর্থাৎ অহংকার এবং সত্ত্বগুণের প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চিতভাবে রাজস অহংকার থেকে উদ্ভূত। আর তাই, জল্পনা-কল্পনা ভিত্তিক দার্শনিক জ্ঞান এবং সকাম কর্ম প্রধানত রজোগুণ থেকেই উৎপন্ন হয়। আকাশ শব্দের পরিণাম এবং শব্দ তামসিক অহংকারের রূপান্তর; অর্থাৎ, আকাশ পরমাত্মার প্রতীকাত্মক প্রতিনিধি। তারপর পরমেশ্বর ভগবান আকাশের প্রতি ঈক্ষণ করেন, যা শাশ্বত কাল এবং বহিরঙ্গা শক্তির আংশিক মিশ্রণ এবং তার ফলে স্পর্শ অনুভূতির বিকাশ হয়, যার থেকে আকাশে বায়ুর উদ্ভব হয়। অতঃপর অত্যন্ত শক্তিশালী বায়ু আকাশের সঙ্গে মিশ্রণ প্রাপ্ত হয়ে রূপতত্ত্বের সৃষ্টি করেছে এবং রূপতত্ত্ব থেকে জগৎ প্রকাশক জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছে। সেই জ্যোতি যখন বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, তখন কাল ও মায়ার সংযোগে রসতত্ত্বের এবং জলের উৎপত্তি হয়েছিল। তারপর জ্যোতি থেকে উদ্ভূত জল ভগবানের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাতে কাল ও মায়ার সহযোগে গন্ধ গুণবিশিষ্ট পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল।"

"হে সজ্জন পুরুষ, সমস্ত ভৌতিক উপাদানসমূহ, আকাশ থেকে শুরু পর্যন্ত সব কটি ভৌতিক উপাদানে প্রকাশিত হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতরূপ শক্তির স্পর্শে করে। উল্লিখিত ভৌতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবিষ্ট অংশ। তাঁরা বহিরঙ্গা শক্তির অধীন শাশ্বত কালের প্রভাবে দেহ ধারণ করেন এবং তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ। তাঁদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপের ভার অর্পণ করা হয়েছিল এবং সেগুলি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"হে ভগবান! আপনার

চরণারবিন্দ শরণাগত জীবদের কাছে একটি ছত্রের মতো, যা তাঁদের সংসারের সমস্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করে। সেই আশ্রয়ে আশ্রিত মহর্ষিগণ সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাই আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পিতা, হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান! এই জড় জগতে জীবেরা কখনও সুখী হতে পারে না, কেননা তারা ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা অভিভূত। তাই তারা আপনার জ্ঞানে পরিপূর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরাও সেই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ। নির্মল চিত্ত মহর্ষিরা বেদরূপী পাখার দ্বারা বাহিত হয়ে নিরন্তর আপনার মুখকমলরূপ নীড়ের আশ্রয় অন্বেষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ পাপনাশিনী সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার শরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রতিপদে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে কেবল আপনার শ্রীপাদপদ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলে এবং হৃদয়ে তার ধ্যান করার ফলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং বৈরাগ্যবলে শান্ত হয়। তাই, আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা।"

"হে ভগবান! জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য আপনি অবতার গ্রহণ করেন এবং তাই, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, কেননা তা সর্বদা আপনার ভক্তদের স্মৃতি ও অভয় প্রদান করে। হে প্রভু! আত্মীয়স্বজনসহ তুচ্ছ দেহ-গেহাদিতে যাদের 'আমি' ও 'আমার' এই অবাঞ্ছিত বাসনা প্রবল, সেই সমস্ত মানুষদের দেহপুরে আপনি অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করলেও যে পাদপদ্ম তাদের সুদূরলভ্য, আমরা সেই পাদপদ্মকে বন্দনা করি। হে পরমেশ্বর ভগবান! যে সমস্ত পাপীদের অন্তর্দৃষ্টি বহির্মুখ জড়বাদী কার্যকলাপের ফলে অত্যন্ত দূষিত হয়েছে, তারা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে পারে না, কিন্তু, আপনার লীলার অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করাই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, সেই শুদ্ধ ভক্তেরা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেন। হে প্রভু!

যাঁরা তাঁদের ঐকান্তিক মনোভাবের ফলে কেবল আপনার কথামৃত পানে প্রকৃষ্টরূপে বর্ধিত ভক্তির দ্বারা বৈরাগ্যের সারস্বরূপ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁরা অচিরেই চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। অন্যেরা, যাঁরা চিন্ময় আত্ম উপলব্ধির প্রভাবে শান্ত হয়েছেন এবং জ্ঞানের শক্তিশালী প্রভাবের দ্বারা প্রকৃতির গুণ জয় করেছেন, তাঁরাও আপনাতে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁদের কেবল অত্যন্ত ক্লেশই লাভ হয়, অথচ ভক্তেরা কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন এবং তাঁদের এই প্রকার কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় না। হে আদি পুরুষ! তাই, আমরা কেবল আপনারই। যদিও আমরা আপনার সৃষ্ট, আমরা প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাবে একে একে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই কারণে আমাদের কার্যকলাপ পরস্পরের থেকে ভিন্ন। তাই, সৃষ্টির পর আপনাকে দিব্য আনন্দ প্রদান করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করতে পারিনি।"

"হে অজ! কৃপা করে আপনি আমাদের সেই মার্গ ও সাধন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করুন, যা অনুশীলন করার ফলে আমরা আপনার উপভোগের জন্য সমস্ত অন্ন এবং সামগ্রী অর্পণ করতে পারি, যার ফলে আমরা এবং এই জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীরা নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে পারে এবং আপনার জন্য ও আমাদের নিজেদের জন্য জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারি। আপনি সমস্ত দেবতাদের এবং বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগের আদি অধিষ্ঠাতা। আপনি পুরাণ পুরুষ এবং অপরিবর্তনীয়। হে ভগবান! আপনার কোন উৎস নেই এবং আপনার থেকে বরিষ্ঠ কেউ নেই। প্রকৃত জন্মরহিত আপনি আত্মশক্তি মায়াতে মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য আধান করেছেন।"

"হে পরমাত্মা! সৃষ্টির আদিতে মহত্তত্ত্ব থেকে যে কার্যের জন্য আমরা উদ্ভূত হয়েছি, দয়া করে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন কিভাবে আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করব। দয়া করে আপনি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ শক্তি প্রদান করুন যাতে আমরা আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগে আপনার অভিলষিত কার্য সম্পাদন করতে পারি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বরূপের সৃষ্টি

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"এইভাবে ভগবান মহত্তত্ত্ব আদি তাঁর নিজস্ব শক্তির পরস্পর অমিলিতভাবে অবস্থানের জন্য বিশ্ব রচনায় প্রসুপ্ত অবস্থা লক্ষ করলেন। পরম শক্তিমান ভগবান তখন দেবী কালীসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই কালী তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতি, যিনি বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংমিশ্র করেন। তারপর পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর শক্তির দ্বারা ঐ সমস্ত তত্ত্বে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হল, ঠিক যেমন মানুষ ঘুম থেকে উঠে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যখন ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহ ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সক্রিয় হয়েছিল, তখন ভগবানের বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল। ভগবান যখন তাঁর অংশের দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির উপাদানে প্রবেশ করলেন, তখন সেইগুলি বিরাটরূপে পরিণত হল, যাতে সমস্ত লোকসমূহ এবং চরাচর জগৎ অবস্থান করে। হিরণ্ময় নামক বিরাট পুরুষ এক হাজার দিব্য বৎসর ব্রহ্মাণ্ডের জলে বাস করেছিলেন এবং সমস্ত জীবেরাও তাঁর সঙ্গে শায়িত ছিল। মহত্তত্ত্বের সমস্ত শক্তি, বিরাটরূপে স্বয়ং নিজেকে জীবের জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং আত্মশক্তিতে বিভক্ত করে, পুনরায় সেগুলিকে যথাযথভাবে এক, দশ এবং তিন প্রকারে বিভক্ত করলেন। বিরাট পুরুষ পরমাত্মার প্রথম অবতার এবং অংশ। তিনি অসংখ্য জীবাত্মার আত্মা এবং তাঁর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি বিরাজ করে, যা এইভাবে সংবর্ধিত হয়। তিন, দশ এবং একের দ্বারা বিরাট পুরুষের প্রতিনিধিত্ব হয়, অর্থাৎ তিনিই শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়। তিনিই দশ প্রকার প্রাণশক্তির দ্বারা চালিত সমস্ত গতিবিধির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি এবং তিনিই এক হৃদয়, যেখানে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্বসম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। দেবতাগণ কর্তৃক এইভাবে প্রার্থিত হয়ে তিনি নিজে নিজে বিচার করেছিলেন এবং তাঁদের অবগতির জন্য বিরাটরূপের প্রকাশ করেছিলেন।"

মৈত্রেয় বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিরাটরূপ প্রকাশ করার পর কিভাবে নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে পৃথকীকৃত করেছিলেন, তা এখন আপনি আমার কাছে শ্রবণ করুন। তাঁর মুখ থেকে অগ্নি বা তাপ পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের নিজ স্থানসহ তাতে প্রবেশ করলেন। সেই বাক্‌শক্তির দ্বারাই জীব বাক্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। যখন বিরাট পুরুষের তালু পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন লোকপাল বরুণ তাতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে জীবের জিহ্বার দ্বারা সব কিছুর স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ হয়। ভগবানের দুই নাসারন্ধ্র যখন পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁদের উপযুক্ত সেই স্থানে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব প্রত্যেক বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে। তারপর, বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। আলোকের পরিচালক সূর্যদেব দৃষ্টিরূপ নিজ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন এবং তার ফলে জীব রূপ দর্শন করতে পারে। বিরাটরূপ থেকে যখন পৃথকভাবে ত্বকের প্রকাশ হয়, তখন বায়ুর পরিচালক লোকপাল অনিল স্পর্শেন্দ্রিয়সহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়। যখন বিরাটরূপের কর্ণদ্বয় প্রকাশিত হয়, তখন দিকসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন, তার ফলে সমস্ত জীব শব্দ শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। যখন ত্বক পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্পর্শের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা তাঁর অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজনিত সুখ এবং কণ্ডুয়ন বা চুলকানির অনুভব হয়। সেই বিরাট পুরুষের উপস্থ ইন্দ্রিয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা শুক্ররূপ অংশসহ সেই ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হলেন। তার ফলে জীব মৈথুন আনন্দ উপভোগ করতে পারে। বিরাট পুরুষের পায়ু পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, পায়ু ইন্দ্রিয়সহ লোকপাল মিত্র তাঁর অধিদেবতারূপে তাতে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব মল ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। তারপর যখন বিরাট পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথকরূপে

প্রকাশিত হল, তখন স্বর্গলোকের শাসক ইন্দ্র তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীব তার জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। তারপর বিরাটরূপের পদদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তার ফলে বিষ্ণু নামক দেবতা (পরমেশ্বর ভগবান নন) গমনরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। বিরাটরূপের বুদ্ধি যখন পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন বেদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা তাঁর বোধরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব জ্ঞাতব্য বিষয় উপলব্ধি করতে পারে। তারপর, বিরাট পুরুষের হৃদয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হয় এবং চন্দ্রদেব মনরূপ স্বীয় অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। জীব সেই মনের দ্বারা সংকল্প আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তারপর, বিরাট পুরুষের অহংকার পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, অহংকারের নিয়ন্তা রুদ্র স্বীয় বৃত্তিরূপ অংশসহ তাতে প্রবিষ্ট হন। সেই অহং বৃত্তির দ্বারা জীব কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে। তারপর, তাঁর চেতনা যখন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তখন মহত্তত্ত্ব তার আংশিক চেতনাসহ তাতে প্রবেশ করে। এইভাবে জীব বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়। তারপর, বিরাটরূপের মস্তক থেকে স্বর্গলোক প্রকাশিত হয়, পদদ্বয় থেকে পৃথিবী এবং নাভিদেশ থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত স্থানে জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে দেবতা প্রভৃতি প্রকট হন। সত্ত্বগুণের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেবতারা স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত হন, আর রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানব তাদের অধীনস্থ জীবসহ পৃথিবীতে বাস করে। যে সমস্ত জীব রুদ্রের পার্ষদ, তারা জড়া প্রকৃতির তৃতীয় গুণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষে অবস্থিত। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিরাট পুরুষের মুখ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রকাশিত হয়। যাঁরা এই বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা সমাজের অন্যান্য বর্ণের প্রকৃত শিক্ষক ও পারমার্থিক পথপ্রদর্শক। তারপর সেই বিরাট পুরুষের বাহুযুগল থেকে পালন করার বৃত্তি এবং সেই বৃত্তির অনুসরণকারী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হচ্ছে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব থেকে সমাজকে রক্ষা করা। সমস্ত মানুষের জীবিকা, অর্থাৎ শস্য উৎপাদন এবং প্রজাদের মধ্যে তার বিতরণ করার বৃত্তি ভগবানের বিরাটরূপের উরুদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে; এই কার্য সম্পাদন করার ভার গ্রহণ করেন যে সমস্ত ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁদের বলা হয় বৈশ্য। তারপর, পরমেশ্বর ভগবানের পদদ্বয় থেকে ধর্ম অনুষ্ঠানের সিদ্ধির জন্য পরিচর্যার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বিরাট পুরুষের পদদ্বয়ে শূদ্রেরা অবস্থিত, যারা সেবা বৃত্তির দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার স্ব-স্ব বৃত্তিসহ সামাজিক বিভাগ পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই পারমার্থিক উপলব্ধি এবং মুক্ত জীবন লাভের জন্য গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, স্বীয় বৃত্তি আচরণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য।"

"হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত বিরাটরূপের দিব্য কাল, কর্ম এবং শক্তির মাহাত্ম্য কে নিরূপণ করতে পারে বা মাপতে পারে? আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও, আমার গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে আমি যতটা শ্রবণ করতে পেরেছি এবং আমি নিজে যা বুঝতে পেরেছি, তার দ্বারা আমি বিশুদ্ধ বাণীর মাধ্যমে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছি। যদি আমি তা না করি, তাহলে আমার বাকশক্তি অসত্য থেকে যাবে। পুণ্যশ্লোক ভগবানের কার্যকলাপ এবং গুণাবলী কীর্তন করাই মানবজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ মহান ঋষিগণ এমনই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, কেবল তার সান্নিধ্যবর্তী হওয়ার ফলেই কর্ণেন্দ্রিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। হে বৎস! আদি কবি ব্রহ্মা এক সহস্র দিব্য বৎসর ধ্যান করার পর, কেবল এইটুকুই জানতে পেরেছিলেন যে, পরমাত্মার মহিমা অচিন্ত্য। পরমেশ্বর ভগবানের আশ্চর্যজনক শক্তি ইন্দ্রজাল সৃষ্টিকারী মায়াবাদীদের পর্যন্ত সম্মোহিত করে। ভগবানের এই শক্তি আত্মসম্পূর্ণ ভগবানেরও অজ্ঞাত, অতএব অপর ব্যক্তির আর কি কথা। বাণী, মন এবং অহংকার তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণসহ ভগবানকে জানতে অসমর্থ হয়েছে। তাই, আমাদের প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর প্রতি শুধু আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হবে।"

❁ ❁ ❁

সপ্তম অধ্যায়

বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের বিজ্ঞ পুত্র বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়ের এই উপদেশ শ্রবণ করে মধুর বাক্যে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—হে মহান ব্রাহ্মণ! যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ চিন্ময় এবং অপরিবর্তনীয়, অতএব তিনি কিভাবে জড়া প্রকৃতির গুণ এবং কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত? এইগুলি যদি তাঁর লীলা হয়, তাহলে অবিকারীর কার্যকলাপ কিভাবে সম্পন্ন হয় এবং প্রকৃতির গুণরহিত গুণাবলী কিভাবে প্রদর্শন করেন? বালকেরা অন্য বালকদের সঙ্গে খেলায় অথবা বিভিন্ন আমোদ প্রমোদে উৎসাহী, কেননা তারা বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের খেলায় সেই রকম কোন বাসনার সম্ভাবনা নেই, কেননা তিনি আত্মতৃপ্ত এবং সর্বদাই সব কিছুর প্রতি অনাসক্ত। তাঁর স্বপ্রকটিত ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির দ্বারা ভগবান এই বিশ্ব সৃজন করিয়েছেন। তার দ্বারা তিনি এই সৃষ্টি পালন করেন এবং পক্ষান্তরে, তা ধ্বংসও করেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস কার্য সম্পাদিত হয়। শুদ্ধ আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যসম্পন্ন এবং তা কখনই দেশ, কাল, অবস্থা, স্বপ্ন অথবা অন্য কারণের দ্বারা অচেতন হয় না। তাহলে কিভাবে সে অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়? ভগবান পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। তাহলে জীবের কার্যকলাপ কেন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় এবং দুঃখ-দুর্দশায় পর্যবসিত হয়? হে মহান জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ! এই অবিদ্যাজনিত সঙ্কটের প্রভাবে আমার মন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়েছে এবং তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যেন কৃপা করে আমার এই মোহ দূর করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন! তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মৈত্রেয় মুনি যেন প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি নিঃসংকোচে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ ভাবনাময়।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"কোন কোন বদ্ধ জীব এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে যে, পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান মায়া কর্তৃক মোহাচ্ছন্ন হন, আবার সেই সঙ্গে তারা এও মানে যে, ভগবান বদ্ধ নন। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত যুক্তির বিরোধী। স্বপ্নে যেমন মানুষ কখনও কখনও দেখে যে, তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তেমনই জীব তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, যদিও তা মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। জলে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্বে কম্পন আদি জলের ধর্ম দৃষ্ট হয়, তেমনই জড়ের সঙ্গে সম্পর্কের প্রভাবে আত্মাকে জড় গুণ যুক্ত বলে প্রতীত হয়। কিন্তু, বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলনের ফলে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের কৃপার প্রভাবে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়গুলি যখন দ্রষ্টা-পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়, তখন সুষুপ্ত ব্যক্তির মতো তাঁর সমস্ত ক্লেশ সর্বতোভাবে নিবৃত্তি হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ ইত্যাদি শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলেই কেবল মানুষ অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই, যাঁরা ভগবানের পাদপদ্মযুক্ত চরণরেণুর সেবার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?"

বিদুর বললেন—"হে মহাশক্তিশালী ঋষি! হে প্রভু! আপনার প্রত্যয় উৎপাদনকারী বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব সম্বন্ধে আমার সমস্ত সংশয় এখন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছে। আমার মন এখন পূর্ণরূপে এই দুই বিষয়ে প্রবেশ করছে। হে বিদ্বান মহর্ষি! আপনার ব্যাখ্যা অত্যন্ত সাধু এবং যথোচিত। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির গতি ব্যতীত বদ্ধ জীবের দুঃখ-দুর্দশার জন্য আর কোন ভিত্তি নেই। এই জগতে যারা সবচেয়ে মূর্খ এবং যাঁরা প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা উভয়েই সুখ প্রাপ্ত হন,

আর যারা এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে, তারা জড়জাগতিক সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু, হে প্রভু! আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, এই জড় জগৎ অজ্ঞানতাবৃত্তিতে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অসার। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনার শ্রীচরণের সেবার দ্বারা আমি এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হব। শ্রীগুরুদেবের চরণকমলের সেবার ফলে মধু দৈত্যের অপরিবর্তনীয় শত্রু পরমেশ্বর ভগবানের সেবাজনিত চিন্ময় আনন্দ লাভ হয় এবং তার ফলে জড়জাগতিক ক্লেশ মোচন হয়। অল্প সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে বৈকুণ্ঠ-পথগামী শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার সুযোগ লাভ করা দুষ্কর। শুদ্ধ ভক্তেরা সমস্ত দেবতাদের দেবতা এবং সমস্ত জীবের নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সর্বতোভাবে কীর্তন করেন। সমগ্র জড় শক্তি মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করার পর এবং ইন্দ্রিয়সমূহ-সহ বিরাট বিশ্বরূপ প্রকাশ করার পর, পরমেশ্বর ভগবান তাতে প্রবেশ করলেন। কারণসমুদ্রশায়ী পুরুষাবতারকে বলা হয় জড় সৃষ্টির আদি পুরুষ এবং তাঁর বিরাট রূপের মধ্যে লোকসমূহ এবং তাদের অধিবাসীগণ বিরাজ করেন, তাঁর বহু সহস্র হস্ত ও পদ রয়েছে। হে মহান ব্রাহ্মণ! আপনি সেই বিরাট-পুরুষকে ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, দশ প্রকার প্রাণবায়ু, তিন প্রকার জীবনীশক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। এখন আপনি দয়া করে বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিভিন্ন বিভূতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন। হে প্রভু! আমি মনে করি যে, এই সকল বিভূতিতেই পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র এবং কুটুম্বগণসহ বিভিন্ন অবতার প্রজাসমূহের অবস্থান এবং তাদের দ্বারাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হয়েছে। হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ! আপনি দয়া করে বলুন দেবতাদের নায়ক প্রজাপতি ব্রহ্মা কিভাবে মন্বন্তরের নেতা বিভিন্ন মনুদের নিযুক্ত করেন। দয়া করে মনুদের কথা এবং তাঁদের বংশধরদের কথাও বর্ণনা করুন। হে মৈত্রেয়! পৃথিবী এবং তার ঊর্ধ্বে ও নিম্নে যে লোকসমূহ বর্তমান, তাদের আকার, অবস্থান এবং পরিমাপ দয়া করে বর্ণনা করুন। দয়া করে আপনি মনুষ্যেতর, মনুষ্য, দেবতা, সরীসৃপ, পক্ষী, জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ ইত্যাদির সৃষ্টি এবং অনুবিভাগসমূহ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। দয়া করে প্রকৃতির তিন গুণের অবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের বর্ণনা করুন। কৃপাপূর্বক পরমেশ্বর ভগবানের অবতার এবং তাঁর উদার কার্যকলাপেরও বর্ণনা করুন। হে মহর্ষি! লক্ষণ, আচরণ এবং নাম, যা আমি স্বভাব অনুসারে মানবসমাজের বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগ, মহান ঋষিদের জন্ম ও কর্ম এবং বেদের বিভাগ সম্বন্ধেও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। আপনি দয়া করে বিধি-বিধানসহ যজ্ঞের বিস্তার, অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থা, নৈষ্কর্ম্য জ্ঞান, সাংখ্য দর্শন এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করুন। দয়া করে পাষণ্ড মার্গের অপূর্ণতা এবং বৈষম্য, প্রতিলোম এবং গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে জীবের গতিবিধি আপনি বর্ণনা করুন। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্গের পরস্পর অবিরুদ্ধ নিমিত্তসমূহ, জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন উপায় এবং বৈদিক শাস্ত্রে যেভাবে অর্থশাস্ত্র বর্ণিত হয়েছে, তা আপনি দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি দয়া করে শ্রাদ্ধবিধি, পিতৃলোকের সৃষ্টি, গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কালচক্র এবং তাদের অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করুন। কৃপাপূর্বক দান, তপস্যা এবং জলাশয় খনন প্রভৃতি কর্মের যে ফল এবং প্রবাসী ও বিপদগ্রস্ত মানুষের যা কর্তব্য, তা আপনি বর্ণনা করুন। হে নিষ্পাপ! যেহেতু সমস্ত জীবের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত ধর্মের এবং ধর্মাচরণে প্রয়াসী সমস্ত ব্যক্তির পিতা, দয়া করে আপনি বলুন সেই ভগবানকে কিভাবে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করা যায়।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! গুরুগণ অত্যন্ত দীনবৎসল। তাঁদের অনুগামীদের প্রতি, শিষ্যদের প্রতি এবং পুত্রদের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত দয়ালু এবং তাঁদের জিজ্ঞাসিত না হলেও তাদের সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন। দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন জড় প্রকৃতির তত্ত্বের কত প্রকার প্রলয় হয় এবং প্রলয়কালে ভগবান যখন যোগনিদ্রায় শয়ন করেন, তখন তাঁর সেবা করার জন্য কারা থেকে থাকেন? জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব কি, তাঁদের স্বরূপ কি? বৈদিক জ্ঞানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? এবং গুরু ও শিষ্যের প্রয়োজন কি? ভগবানের নিষ্কলঙ্ক ভক্তেরা এই প্রকার জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। সেই সমস্ত ভক্তদের সহায়তা ব্যতীত ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা কিভাবে সম্ভব?"

"হে মহর্ষি! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাবিলাস সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক হয়ে আমি এই সমস্ত প্রশ্ন করেছি। আপনি সকলের সুহৃৎ, তাই দয়া করে নষ্ট-দৃষ্টি ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আপনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করুন। হে নিষ্পাপ! আপনার দেওয়া এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমস্ত জড় ক্লেশ থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে। এই প্রকার দান সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি থেকে শ্রেষ্ঠ।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করতে উৎসাহী মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় বিদুর কর্তৃক এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, পুরাণের বর্ণনা অনুসারে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণনা করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।"

অষ্টম অধ্যায়

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"মহারাজ পুরুর রাজবংশ শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার যোগ্য, কেননা এই বংশের সন্তান-সন্ততিরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনুরক্ত। আপনিও এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনার প্রয়াসের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ প্রতিক্ষণ নব নবায়মানভাবে আস্বাদনযোগ্য হচ্ছে। আমি এখন ভাগবত পুরাণ কীর্তন করব, যা অতি অল্প সুখের আশায় মহা দুঃখে পতিত জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান মহান ঋষিদের শুনিয়েছিলেন।"

"কিছুকাল পূর্বে, ঐকান্তিকভাবে জানতে ইচ্ছুক হয়ে, চতুঃসনশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার অন্যান্য মহর্ষিগণসহ ঠিক আপনারই মতো ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগে আদি সঙ্কর্ষণের কাছে বাসুদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সময় ভগবান সঙ্কর্ষণ তাঁর পরমারাধ্য ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, যাঁকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাসুদেবরূপে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন। কিন্তু সেই মহান ঋষিদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নয়ন-কমল ঈষৎ উন্মীলিত করে বলতে লাগলেন, 'ঋষিগণ গঙ্গার জলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোকে এসেছিলেন এবং তাই তাঁদের জটা সিক্ত ছিল। তাঁরা ভগবানের চরণকমল স্পর্শ করেছিলেন, যা নাগরাজের কন্যারা পতি লাভের কামনায় প্রেমভরে নানাবিধ উপহার সহকারে পূজা করেন। সনৎকুমার প্রমুখ কুমারগণ, যাঁরা সকলেই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাঁর প্রতি অনুরাগ এবং প্রেমপূর্ণ শব্দাবলীর দ্বারা সুন্দর ছন্দে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। সেই সময় ভগবান সঙ্কর্ষণের সহস্র উন্নত ফণায় স্থিত কিরীটের উজ্জ্বল মণির কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়েছিল। ভগবান সঙ্কর্ষণ এই প্রকার নিবৃত্তি পরায়ণ মহর্ষি সনৎকুমারকে শ্রীমদ্ভাগবতের এই তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছিলেন। তারপর সনৎকুমারও সাংখ্যায়ন ঋষি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, যেভাবে তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণের কাছে শুনেছিলেন, সেইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহর্ষি সাংখ্যায়ন ছিলেন সমস্ত পরমহংসদের মধ্যে প্রধান এবং তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন আমার গুরুদেব পরাশর এবং বৃহস্পতি উভয়েই তাঁর কাছ থেকে তা শ্রবণ করেছিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে পূর্বোক্ত মহর্ষি পরাশর এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত) আমাকে বলেছিলেন।

যে বলে, যেহেতু তুমি আমার আত্মপরায়ণ অনুগামী, তাই যেভাবে আমি শ্রবণ করেছি, তোমার কাছেও আমি তা বর্ণনা করব।' "

"ত্রিভুবন যখন জলমগ্ন ছিল, তখন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু একাকী মহানাগ অনন্তের শয্যায় শায়িত ছিলেন। যদিও প্রতীত হচ্ছিল যে, তিনি বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ার অতীত তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিদ্রিত ছিলেন, তবুও তাঁর নেত্র পূর্ণরূপে নিমীলিত ছিল না। ঠিক যেমন কাঠের মধ্যে আগুনের দাহিকা শক্তি থাকে, তেমনই ভগবান সমস্ত জীবদের তাদের সূক্ষ্ম শরীরে নিমজ্জিত করে, প্রলয় বারিতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের দ্বারা সংরক্ষিত কাল নামক শক্তিতে শয়ন করেছিলেন। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে সহস্র চতুর্যুগ শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রতীত হয়েছিল যেন তিনি জলের মধ্যে শয়ন করে আছেন। যখন কাল শক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে জীবসমূহ তাদের সকাম কর্মের বিকাশ করার জন্য বেরিয়ে আসতে শুরু করে, তখন ভগবান তাঁর চিন্ময় দেহকে নীলাভরূপে দর্শন করলেন। সৃষ্টির সূক্ষ্ম বিষয়ে ভগবানের মনোযোগ অভিনিবিষ্ট ছিল, যা রজোগুণের দ্বারা ক্ষোভিত হয় এবং তার ফলে সৃষ্টির সূক্ষ্মরূপ তাঁর নাভিদেশ ভেদ করে উদ্ভূত হয়। জীবের সকাম কর্মের এই সমগ্র স্বরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাভি ভেদ করে একটি পদ্মের কলির মতো আকার ধারণ করল এবং ভগবানের ইচ্ছায় তা একটি সূর্যের মতো সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে, বিশাল প্রলয় বারি শুকিয়ে দিল। সেই সর্বলোকময় পদ্মফুলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন এবং এইভাবে যখন তা প্রকৃতির সমস্ত গুণের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তখন বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, যাঁকে স্বয়ম্ভু বলা হয়, তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা পদ্মফুল থেকে আবির্ভূত হন এবং পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই জগৎকে দর্শন করতে পারলেন না। তাই, তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং তার ফলে তিনি চারটি মুখ লাভ করলেন। সেই পদ্মে সমাসীন ব্রহ্মা সৃষ্টি সম্বন্ধে, সেই পদ্ম সম্বন্ধে অথবা নিজের সম্বন্ধে যথাযথভাবে বুঝতে পারলেন না। কল্পান্তে প্রলয়কালীন বায়ু জলকে উদ্বেলিত করেছিল এবং উত্তাল তরঙ্গে সেই পদ্মটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল। ব্রহ্মা তাঁর অজ্ঞানতাবশত ভাবতে লাগলেন, এই কমলের উপর বিরাজমান আমি কে? কোথা থেকে এইটি নির্গলিত হয়েছে? এর নীচে জলের অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে যার থেকে এই কমলটি উদ্ভূত হয়েছে। এইভাবে বিচার করে ব্রহ্মা পদ্মনালের ছিদ্র দিয়ে জলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেই নালে প্রবেশ করে বিষ্ণুর নাভির নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তার মূল খুঁজে পেলেন না।"

"হে বিদুর! ব্রহ্মা তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইভাবে অন্বেষণ করতে করতে তাঁর অন্তিম কাল উপনীত হল, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর হস্তধৃত শাশ্বত চক্র এবং যা মৃত্যুর ভয়ের মতো জীবের অন্তরে ভয় উৎপন্ন করে। তারপর অভীষ্ট লক্ষ্য লাভে অকৃতকার্য হয়ে, তিনি সেই অন্বেষণ থেকে বিরত হয়ে, সেই পদ্মের উপর ফিরে গেলেন। এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে, তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেন। ব্রহ্মার একশত বৎসর পরে তাঁর ধ্যান যখন পূর্ণ হল, তখন তিনি অভীষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে পরম পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর মহান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যাঁকে তিনি পূর্বে দর্শন করতে পারেননি। ব্রহ্মা সেই জলে এক বিশাল পদ্মসদৃশ শয্যা দেখতে পেয়েছিলেন, যা ছিল শেষনাগের শরীর এবং তাতে পরমেশ্বর ভগবান একাকী শায়িত ছিলেন। চতুর্দিক শেষনাগের মাথার মণির কিরণে উদ্ভাসিত ছিল এবং সেই জ্যোতি সেখানকার সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল। ভগবানের চিন্ময় শরীরের কান্তি প্রবাল পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। সেই প্রবালের পর্বত সান্ধ্য আকাশের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল, কিন্তু ভগবানের পীত বসন সেই সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। পর্বতের চূড়াটি স্বর্ণময় ছিল, কিন্তু ভগবানের মণিরত্ন খচিত মুকুট সেই পর্বতের স্বর্ণময় শৃঙ্গকে উপহাস করছিল। সেই পর্বতের ঝরণা, ওষধি আদি ও পুষ্পময় দৃশ্যাবলী যেন সেই পর্বতের গলার মালা বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু মণিবন্ধ,

মুক্তা, তুলসীপত্র ও পুষ্পমালায় বিভূষিত ভগবানের সুবিশাল শরীর, হস্ত ও পদ সেই পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। তাঁর চিন্ময় দেহ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অপরিমিত ছিল এবং তা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবন বিস্তৃত ছিল। তাঁর দিব্য বিগ্রহ অনুপম বসন এবং বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়ার ফলে স্বতঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ভগবান তাঁর চরণারবিন্দ উত্তোলিত করে দেখাচ্ছিলেন। সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য সমস্ত পুরস্কারের উৎস তাঁর চরণকমল। এই সমস্ত পুরস্কার তাঁদেরই জন্য যাঁরা শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন। তাঁর হস্ত ও চরণের চন্দ্রসদৃশ নখ থেকে বিচ্ছুরিত অপ্রাকৃত জ্যোতির প্রভা ফুলের পাপড়ির মতো মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর সুন্দর হাসির দ্বারা ভক্তদের সেবা গ্রহণ করে তাঁদের ক্লেশ দূর করেন। কুণ্ডল শোভিত তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব অত্যন্ত মনোহর কেননা তা তাঁর অধরের কিরণ এবং তাঁর নাসিকা ও ভ্রূযুগলের সৌন্দর্যের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। হে প্রিয় বিদুর! ভগবানের নিতম্বদেশ কদম্বফুলের কেশর বর্ণের রেণুর মতো পীত বর্ণের বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং তাকে বেষ্টন করেছিল অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত একটি মেখলা। তাঁর বক্ষস্থল শ্রীবৎস চিহ্ন এবং এক অমূল্য কণ্ঠহারের দ্বারা বিভূষিত ছিল। চন্দন বৃক্ষ যেমন সুগন্ধ পুষ্প ও শাখাসমূহের দ্বারা সুশোভিত হয়, তেমনই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ মূল্যবান মণিরত্ন ও মুক্তাসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তিনি হচ্ছেন শত সহস্র শাখা সমন্বিত অনন্ত মূল বৃক্ষের মতো। তিনি জগতের অন্য সকলের প্রভু। চন্দন বৃক্ষ যেমন বহু সর্পের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তেমনই ভগবানের শ্রীঅঙ্গও অনন্তদেবের ফণার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। বিশাল পর্বতের মতো ভগবান সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবসমূহের নিবাসরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তিনি সর্পদের বন্ধু কেননা শ্রীঅনন্তদেব তাঁর সখা। পর্বতের যেমন শত সহস্র শিখর থাকে, তেমনই ভগবান শত সহস্র মুকুট শোভিত অনন্তনাগের ফণার দ্বারা বিভূষিত ছিলেন এবং পর্বত যেমন কখনও কখনও মণিরত্নে পূর্ণ থাকে, তেমনই ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহও মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা পূর্ণরূপে বিভূষিত ছিল। পর্বত যেমন কখনও কখনও সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হয়, তেমনই ভগবানও কখনও কখনও প্রলয় বারিতে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন। এইভাবে পর্বতসদৃশ ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা স্থির করলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি। তিনি দেখলেন যে, তাঁর বক্ষস্থলে বৈদিক জ্ঞানের গীতিময় গুঞ্জনকারী বনমালা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছে। সুদর্শন চক্র তাঁকে এমনভাবে রক্ষা করছে যে, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিও তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্মা যখন এইভাবে ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিও দৃষ্টিপাত করলেন। ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভি সরোবর, পদ্মফুল, প্রলয় বারি, প্রলয় বায়ু ও আকাশ দর্শন করলেন। সব কিছু তখন তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল। এইভাবে রজোগুণের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হন এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট সৃষ্টির পাঁচটি কারণ দর্শন করে তিনি সৃজনোন্মুখ মনোবৃত্তির অভীষ্ট মার্গে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করলেন।"

নবম অধ্যায়

সৃজনী শক্তির জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনা

ব্রহ্মা বললেন—"হে প্রভু! বহু বহু বছরের তপস্যার পর আজ আমি আপনাকে জানতে পেরেছি। হায়, দেহধারী জীবদের কি দুর্ভাগ্য যে, তারা আপনাকে জানতে অক্ষম। হে প্রভু, আপনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, কেননা আপনার অতীত আর কোন পরমতত্ত্ব নেই। যদি আপনার থেকেও শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু থাকে, তবে তা পরমতত্ত্ব নয়। আপনি জড় তত্ত্বের সৃষ্টি শক্তি প্রদর্শন করে পরম পুরুষরূপে বিরাজ করেন। যে রূপ আমি দর্শন করছি তা জড় কলুষ থেকে চিরকাল মুক্ত এবং ভক্তদের কৃপা করার জন্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশরূপে তা আবির্ভূত হয়েছে। এই অবতার অন্য বহু অবতারদের উৎস এবং আপনার নাভিদেশ থেকে উদ্ভূত কমলে আমার জন্ম হয়েছে। হে প্রভু! আপনার এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় স্বরূপ থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন রূপ আমি দেখি না। চিদাকাশে আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির কোন সাময়িক পরিবর্তন হয় না এবং আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির কোন অবক্ষয় হয় না। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, কেননা আমি আমার জড় দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের গর্বে মত্ত, অথচ আপনি সমগ্র জগতের পরম কারণ হওয়া সত্ত্বেও জড়াতীত। আপনার এই বর্তমান স্বরূপ, অথবা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্য যে কোন রূপ, সমগ্র জগতের জন্য সমানভাবে মঙ্গলময়। যেহেতু আপনি আপনার এই নিত্য শাশ্বতরূপ প্রকাশ করেছেন, যে রূপে আপনার ভক্তেরা আপনার ধ্যান করে, আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যারা নরকগামী, তারা আপনার সবিশেষ রূপের উপেক্ষা করে, কেননা তারা জড় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন।"

"হে প্রভু! বৈদিক শব্দ-তরঙ্গরূপ বায়ুর দ্বারা বাহিত আপনার চরণকমলের সৌরভ যাঁরা তাঁদের কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা আঘ্রাণ করেছেন, তাঁরা আপনার প্রেমময়ী সেবা অঙ্গীকার করেন। তাঁদের হৃদয়পদ্ম থেকে আপনি কখনও বিচ্ছিন্ন হন না। হে প্রভু! এই জগতের মানুষেরা সব রকম জাগতিক চিন্তায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে—তারা সর্বদাই ভয়ভীত থাকে। তারা সর্বক্ষণ তাদের ধন, দেহ এবং আত্মীয়স্বজনদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাই তারা সর্বক্ষণ শোক এবং অবৈধ বাসনায় পূর্ণ থাকে। তারা 'আমি' এবং 'আমার' এই নশ্বর ধারণার ভিত্তিতে লোভের বশবর্তী হয়ে সমস্ত উদ্যোগ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার নিরাপদ শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই প্রকার দুশ্চিন্তায় পূর্ণ থাকে।"

"হে প্রভু! যারা আপনার সর্ব মঙ্গলময় দিব্য লীলাসমূহ কীর্তন ও শ্রবণে বঞ্চিত, তারা অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং বিবেকহীন। তারা অতি অল্পকালের জন্য ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করে, অশুভ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। হে মহান অধিনেতা! হে প্রভু! এই সমস্ত হতভাগ্য জীবেরা নিরন্তর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পিত্ত, কফ উৎপাদক শীত, প্রবল গ্রীষ্ম, বৃষ্টি আদি নানাবিধ উপদ্রবের দ্বারা সর্বদা বিচলিত হয় এবং তীব্র যৌন আবেগ ও অদম্য ক্রোধের দ্বারা নিরন্তর অভিভূত হয়। আমি তাদের প্রতি করুণা অনুভব করি এবং তাদের এই দুর্দশা দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি। হে প্রভু! আত্মার পক্ষে জড় জাগতিক দুঃখ-কষ্টের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধ জীব দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ থেকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আপনার বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে, জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই প্রকার অভক্তেরা তাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত করে। রাতে তারা অনিদ্রা রোগ ভোগ করে, কেননা তাদের বুদ্ধি নিরন্তর নানা প্রকার মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা করে তাদের নিদ্রা ভঙ্গ করতে থাকে। আধিদৈবিক শক্তির দ্বারা তাদের সমস্ত প্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এমনকি মহান ঋষিরাও যদি চিন্ময় বিষয়ের প্রতি বিমুখ হয়, তাহলে তারাও এই সংসারে আবর্তিত হতে থাকে।"

"হে প্রভু! আপনার ভক্তেরা যথাযথভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে আপনাকে দর্শন করতে পারেন এবং তাঁদের হৃদয় তখন নির্মল হয় এবং সেখানে আপনি আপনার আসন গ্রহণ করেন। আপনার ভক্তদের প্রতি আপনি এতই কৃপাময় যে, যেই রূপে তাঁরা নিরন্তর আপনাকে চিন্তা করেন, তাঁদের কাছে আপনি আপনার সেই প্রকার দিব্য এবং শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেন। হে প্রভু! মহা আড়ম্বরে, বিবিধ উপচার সহকারে আপনার পূজা করলেও যারা নানা প্রকার জড় কামনা-বাসনায় পূর্ণ, সেই সমস্ত দেবতাদের পূজায় আপনি ততটা প্রসন্ন হন না। আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন এবং আপনি সকলের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু অভক্তদের কাছে আপনি অলভ্য। বৈদিক বিধির অনুষ্ঠান, দান, তপশ্চর্যা, চিন্ময় পরিচর্যা, প্রভৃতি সহকারে আপনার আরাধনা এবং আপনার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আপনাকে কর্মফল নিবেদন করা ইত্যাদি যে সমস্ত পুণ্য কর্ম, তা সবই মঙ্গলজনক। এই প্রকার ধর্ম অনুষ্ঠান কখনও ব্যর্থ হয় না। আমি পরম চিন্ময় ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর নির্বিশেষ রূপ আত্ম উপলব্ধির মনীষার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমি তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর লীলার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন। আমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যাঁর অবতার, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ লৌকিক ব্যবহারের রহস্যময় অনুকরণ। কেউ যদি দেহত্যাগ করার সময় অজ্ঞাতসারেও তাঁর দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তৎক্ষণাৎ তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকে লাভ করেন।"

"হে প্রভু! আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষের আদি মূল। সেই বৃক্ষটি প্রথমে জড়া প্রকৃতির তিনটি স্কন্ধ ভেদ করে বর্ধিত হয়েছে। সেই তিনটি স্কন্ধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আমি, সংহারকর্তা শিব এবং সর্বশক্তিমান পালনকর্তা আপনি এবং আমরা তিন জনে বহু শাখায় বর্ধিত হয়েছি। তাই ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষস্বরূপ আপনাকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি। সত্যসন্ধিতভাবে আপনার দ্বারা জনসাধারণের পথ প্রদর্শনের জন্য যে সমস্ত প্রকৃত মঙ্গলময় কার্যকলাপ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির অনুসরণ না করে, তারা অর্থহীন কার্যকলাপে যুক্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত মূর্খ কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বলবৎ থাকে, ততক্ষণ তাদের জীবন সংগ্রামের সমস্ত পরিকল্পনা ছিন্নভিন্ন হবে। আমি তাই শাশ্বত কালরূপে ক্রিয়াশীল আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভু! অবিশ্রান্ত কাল এবং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যদিও আমি এমন স্থানে অধিষ্ঠিত যা দুই পরার্ধকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যদিও আমি ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত লোকের অধিপতি এবং যদিও আমি আত্ম উপলব্ধির জন্য বহু বহু বছর ধরে তপস্যা করেছি, তবুও আমি আপনাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। হে প্রভু! আপনার নিজের ইচ্ছায়, অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের জন্য আপনি তির্যক, মনুষ্য, দেবতা আদি বিভিন্ন যোনিতে আবির্ভূত হন। আপনি কখনও জড় কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ধর্ম সংস্থাপনের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যই আপনি আবির্ভূত হন, তাই হে পরমেশ্বর ভগবান, এইভাবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভু! প্রলয় জলরাশিতে উদ্বেলিত প্রলয় বারিতে আপনি নিদ্রা-সুখ উপভোগ করেন। শেষ শয্যায় শয়ন করে আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের আপনার নিদ্রার আনন্দ প্রদর্শন করেন। সেই সময়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরে অবস্থান করে। হে আমার পূজনীয়! আপনার কৃপায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য আমি আপনার নাভিপদ্মরূপ গৃহ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি যখন নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলি আপনার চিন্ময় উদরে অবস্থিত ছিল। এখন, নিদ্রা অবসানে ব্রহ্মাণ্ডের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো আপনার নেত্র উন্মীলিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনিই এই জগতের সমস্ত জীবের একমাত্র বন্ধু ও পরমাত্মা এবং সকলের চরম সুখের জন্য তাঁর ষড় ঐশ্বর্যের দ্বারা তিনি সকলকে পালন করেন। তিনি আমাকে কৃপা করুন যাতে আমি পূর্বের মতো সৃষ্টি করার জন্য তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারি, কেননা আমিও তাঁর প্রিয় শরণাগত আত্মাদের একজন।

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই শরণাগত আত্মাদের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর কার্যকলাপ সর্বদাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি রমাদেবী বা লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমি প্রার্থনা করি, জড় জগতের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে আমি যেন কেবল তাঁর সেবায় যুক্ত হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি যে, আমার এই কার্যকলাপের দ্বারা আমি যেন জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে না পড়ি, কেননা তার ফলে নিজেকে স্রষ্টা বলে মনে করার অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করতে সক্ষম হব। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অনন্ত। তিনি যখন প্রলয় বারিতে শয়ন করেছিলেন, তখন তাঁর নাভি-সরোবর থেকে যে পদ্ম বিকশিত হয়েছিল, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক শক্তিরূপে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমি এখন জগৎরূপে প্রকাশিত তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ শক্তিসমূহের প্রকাশে নিযুক্ত আছি। তাই আমি প্রার্থনা করি যে, আমার জড়জাগতিক কার্য সম্পাদন করার সময় আমি যেন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মার্গ থেকে বিচ্যুত না হই। সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান অপার করুণাময়। আমি কামনা করি যে, তিনি যেন তাঁর নয়ন-কমল উন্মীলিত করে স্মিত হাস্য সহকারে আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। তিনি কৃপাপূর্বক সুমধুর বাক্যে উপদেশ প্রদান করার মাধ্যমে সমস্ত জগতের উত্থান সাধন করতে পারেন এবং আমাদের বিষাদ দূর করতে পারেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! ব্রহ্মা তাঁর আবির্ভাবের উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে তাঁর কৃপা লাভের জন্য মন এবং বাণীর ক্ষমতা অনুসারে প্রার্থনা করেছিলেন। এইভাবে প্রার্থনা করে তিনি নীরব হয়েছিলেন, যেন তাঁর তপস্যা, জ্ঞানলাভ প্রচেষ্টা এবং ধ্যান করার ফলে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান দেখেছিলেন যে, ব্রহ্মা বিভিন্ন গ্রহলোকের সৃষ্টি ও পরিকল্পনার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন এবং প্রলয়-বারি দর্শনে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে গম্ভীর, চিন্তাশীল বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মার মোহ অপনোদন করেছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান তখন বললেন—"হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা! সৃষ্টিকার্য সম্পাদনের বিষয়ে তুমি বিষাদগ্রস্ত অথবা উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি আমার কাছে যা প্রার্থনা করছ, তা পূর্বেই তোমাকে প্রদান করা হয়েছে। হে ব্রহ্মা, আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য তুমি তপস্যায় ও ধ্যানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন কর। সেই কর্মের দ্বারা তুমি তোমার হৃদয়াভ্যন্তর থেকে সব কিছু জানতে পারবে। হে ব্রহ্মা! তুমি যখন ভক্তিযোগে সমাহিত হবে, তখন তোমার সৃষ্টিকার্যে, তোমার মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আমাকে দেখতে পাবে এবং তুমি দেখবে যে, তুমি, সমগ্র জগৎ ও সমস্ত জীব—সকলেই আমার মধ্যে অবস্থিত। তুমি সমস্ত জীবাত্মায় এবং সমগ্র বিশ্বে আমাকে দর্শন করবে, ঠিক যেমন আগুন কাঠের মধ্যে অবস্থান করে। সেই প্রকার দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলেই কেবল তুমি সর্বপ্রকার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারবে। তুমি যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের ধারণা থেকে মুক্ত হবে এবং তোমার ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হবে, তখন তুমি আমার সাহচর্যে তোমার শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। তখন তুমি শুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত হবে। যেহেতু তুমি অসংখ্যরূপে প্রজা বৃদ্ধি করার বাসনা করেছ এবং তোমার বিভিন্ন সেবা বিস্তার করার ইচ্ছা করেছ, তাই এই বিষয়ে তোমার কখনও কোন কষ্ট হবে না, কেননা তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী কৃপা চিরকালের জন্য নিরন্তর বাড়তে থাকবে। তুমি আদি ঋষি এবং যেহেতু প্রজা সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমার মন সর্বদাই আমাতে নিবিষ্ট, তাই পাপ প্রসবকারী রজোগুণ কখনই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যদিও বদ্ধ জীবদের পক্ষে আমাকে জানা দুষ্কর, আজ তুমি আমাকে জানতে পেরেছ, কেননা তুমি জান যে আমার রূপ কোন জড় পদার্থ, বিশেষ করে পাঁচটি স্থূল এবং তিনটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব থেকে নির্মিত হয়নি। তুমি যখন বিচার করছিলে, যে কমলটি থেকে তোমার জন্ম হয়েছে তার নালটির কোন উৎস আছে কিনা, তখন তুমি সেই পদ্মনালেও প্রবেশ করেছিলে, তবে তুমি কিছুই খুঁজে পাওনি। কিন্তু সেই সময়ে আমি তোমার অন্তরে আমার স্বরূপ প্রকাশ করেছিলাম। হে ব্রহ্মা! আমার চিন্ময় লীলার মহিমা বর্ণনা করে তুমি যে প্রার্থনা করেছ, আমাকে জানার জন্য তুমি যে তপস্যা করেছ এবং আমার প্রতি তোমার দৃঢ় নিষ্ঠা—এই সবই আমার অহৈতুকী কৃপা বলে জেনো। তুমি যে চিন্ময় গুণাবলী অনুসারে আমার বর্ণনা করেছ, তার ফলে আমি তোমার প্রতি

অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বিষয়াসক্ত মানুষেরা এই বর্ণনাকে অদ্ভুত বলে মনে করে। আমি তোমাকে বর দান করছি, তোমার কার্যকলাপের দ্বারা তুমি যে সমস্ত জগৎকে মহিমান্বিত করতে চাও, তোমার সে বাসনা সফল হবে।"

"যে মানুষ ব্রহ্মার মতো প্রার্থনা করে এবং এইভাবে আমার পূজা করে, অচিরেই তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে, কেননা আমিই হচ্ছি সর্ব বর প্রদাতা। তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে, সর্ব প্রকার প্রথাগত শুভকর্ম, তপশ্চর্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ, সমাধি ইত্যাদির চরম লক্ষ্য—আমার সন্তুষ্টিবিধান করা। আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা। আমি পরম পতিপালক এবং প্রিয়তম। মানুষ অজ্ঞানবশত স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু তাদের কর্তব্য কেবল আমার প্রতি অনুরক্ত হওয়া। আমার নির্দেশ অনুসরণ করে, পূর্ণ বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা এবং সর্ব কল্যাণের পরম কারণ আমার থেকে সরাসরিভাবে তুমি যে দেহ প্রাপ্ত হয়েছ, তার দ্বারা তুমি এখন পূর্বের মতো প্রজা সৃষ্টি কর।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে এইভাবে বিস্তার করার নির্দেশ দিয়ে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ অন্তর্হিত হলেন।"

দশম অধ্যায়

সৃষ্টির বিভাগ

শ্রীবিদুর বললেন—"হে মহর্ষি! দয়া করে আপনি আমাকে বলুন ভগবানের অন্তর্ধানের পর লোকপিতামহ ব্রহ্মা কিভাবে তাঁর শরীর এবং মন থেকে জীবদের শরীর সৃষ্টি করেছিলেন। হে মহাজ্ঞানী! দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সন্দেহ নিরসন করুন এবং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আমি আপনাকে যে সব প্রশ্ন করেছি, সে সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞানদান করুন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে ভৃগুপুত্র! বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সব কিছুই তাঁর হৃদয়ে ছিল এবং তিনি এইভাবে একে একে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা এইভাবে একশত দিব্য বর্ষ ধরে তপস্যা করেছিলেন এবং নিজেকে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা দেখলেন, যে পদ্মে তিনি অবস্থিত ছিলেন এবং যে জলের ভিতর সেই কমলটি উদ্ভূত হয়েছিল, তারা উভয়েই প্রবল বায়ুর প্রভাবে কম্পিত হচ্ছিল। দীর্ঘ তপস্যা এবং আত্ম-উপলব্ধির চিন্ময় জ্ঞান লাভ করার ফলে ব্রহ্মা ব্যবহারিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাই তিনি জলসহ সেই বায়ু সম্পূর্ণরূপে পান করেছিলেন। তারপর তিনি দেখলেন, যে পদ্মে তিনি আসীন ছিলেন তা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত। তখন তিনি চিন্তা করেছিলেন, পূর্বে প্রলয়ের সময় এই কমলে যে গ্রহসমূহ লীন হয়েছিল, সেইগুলি তিনি কিভাবে সৃষ্টি করবেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে, ব্রহ্মা সেই পদ্মের কর্ণিকাতে প্রবেশ করলেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত সেই পদ্মটিকে তিনি প্রথমে তিনটি ভাগে এবং তারপর চৌদ্দটি বিভাগে বিভক্ত করলেন। ব্রহ্মা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ মহান ব্যক্তি, কেননা তাঁর পরিপক্ক চিন্ময় জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিপরায়ণ। তাই তিনি বিভিন্ন প্রকার জীবের বসবাসের জন্য চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করেছিলেন।"

বিদুর মৈত্রেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে প্রভু! হে তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষি! দয়া করে শাশ্বত কাল সম্বন্ধে

পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণকারীরূপ শাশ্বত কালের গতিবিধি সম্বন্ধে অবগত। আপনি যেহেতু আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তাই আপনি আপনার দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে সব কিছু দর্শন করতে পারেন।"

মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! চার যুগকে বলা হয় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ। এই চার যুগের সমষ্টির যে সময়, তা দেবতাদের বার হাজার বছর। সত্যযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ৪,৮০০ বছরের সমান; ত্রেতাযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ৩,৬০০ বছরের সমান; দ্বাপর যুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ২,৪০০ বছরের সমান; এবং কলিযুগের স্থিতিকাল দেবতাদের ১,২০০ বছরের সমান। প্রতিটি যুগের প্রথম এবং শেষ সন্ধিক্ষণ, যা পূর্বের উল্লেখ অনুসারে কেবলমাত্র কয়েক শত বৎসর, তাকেই অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদেরা যুগসন্ধ্যা বলে থাকেন। এই সন্ধিক্ষণে সমস্ত প্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।"

"হে বিদুর! সত্যযুগে মানুষ যথাযথ রীতি অনুসারে পূর্ণরূপে ধর্মের আচরণ করত, কিন্তু অন্য যুগে অধর্মের বৃদ্ধির ফলে এক এক পাদ করে ধর্মের হ্রাস পেতে থাকে। ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোকের) বাইরে ব্রহ্মার লোকে এক হাজার চতুর্যুগে এক দিন হয়। তেমনই ব্রহ্মার রাত্রিকালও ততখানি, এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সেই সময় নিদ্রা যান। ব্রহ্মার নিশান্তে যখন ব্রহ্মার দিন শুরু হয়, তখন পুনরায় ত্রিলোকের সৃষ্টি শুরু হয় এবং তারা চতুর্দশ মনুর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। প্রত্যেক মনু একাত্তর চতুর্যুগের কিছু অধিক কাল পর্যন্ত জীবন উপভোগ করেন। প্রত্যেক মনুর অবসানে, তাঁদের বংশধরগণ-সহ পরবর্তী মনুর আবির্ভাব হয়, যিনি বিভিন্ন গ্রহমণ্ডল শাসন করেন, কিন্তু সপ্তর্ষিগণ এবং ইন্দ্রের মতো দেবতাগণ ও গন্ধর্বদের মতো তাঁদের অনুগামীগণ সকলেই মনুর সঙ্গে যুগপৎ আবির্ভূত হন। সৃষ্টিতে ব্রহ্মার দিবাভাগে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের আবর্তন হয় এবং সকাম কর্ম অনুসারে, সেখানকার তির্যক, মনুষ্য, দেব ও পিতৃগণ আদি অধিবাসীদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরে, পরমেশ্বর ভগবান মনু এবং অন্যান্য অবতাররূপে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশ করে আবির্ভূত হন। এইভাবে তাঁর শক্তিকে অবলম্বন করে তিনি বিশ্বের পালন করেন। দিনান্তে, তমোগুণের ক্ষুদ্র অংশের অধীনে, বিশ্বের শক্তিশালী অভিব্যক্তিও রাত্রির অন্ধকারে লীন হয়ে যায়। শাশ্বত কালের প্রভাবে অসংখ্য জীব তখন প্রলয়ে বিলীন হয়ে থাকে এবং তখন সব কিছু নীরব হয়ে যায়। ব্রহ্মার যখন রাত্রি শুরু হয়, তখন লোকত্রয় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ঠিক সাধারণ রাত্রির মতো তখন চন্দ্র ও সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সঙ্কর্ষণের মুখনিঃসৃত অগ্নির ফলে এই প্রলয় হয় এবং তখন মহর্লোকের অধিবাসী ভৃগু আদি ঋষিগণ ত্রিলোকদহনকারী প্রজ্বলিত অগ্নির তাপে পীড়িত হয়ে জনলোকে গমন করেন। প্রলয়ের শুরুতে সমস্ত সমুদ্র স্ফীত হয় এবং প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরঙ্গসমূহ উদ্বেলিত হয়ে, ত্রিভুবনকে পরিপ্লাবিত করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তখন মুদ্রিত নয়নে জলের উপর অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন এবং জনলোকের অধিবাসীরা তখন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর স্তব করেন। এইভাবে ব্রহ্মাসহ প্রত্যেক জীবের আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন লোকে কালের গতি অনুসারে সকলেরই আয়ু একশত বৎসর। ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু দুভাগে বিভক্ত। তাঁর আয়ুর প্রথম অর্ধভাগ ইতিমধ্যেই গত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ার্ধ এখন চলছে। ব্রহ্মার জীবনের পূর্ব পরার্ধের প্রারম্ভে ব্রাহ্ম-কল্প নামক কল্পে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়েছিল। বেদের আবির্ভাব এবং ব্রহ্মার জন্ম একসঙ্গে হয়েছিল। প্রথম ব্রাহ্ম-কল্পের পরের কল্পকে বলা হয় পাদ্ম-কল্প, কেননা সেই কল্পে ভগবান শ্রীহরির নাভি সরোবর থেকে একটি পদ্ম বিকশিত হয়েছিল। হে ভারত! ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম কল্প বারাহ-কল্প নামেও প্রসিদ্ধ, কেননা সেই কল্পে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বরাহরূপে অবতরণ করেছিলেন। ব্রহ্মার জীবনের দুটি পরার্ধকাল, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিকার-রহিত, অনন্ত এবং সর্ব জগতের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের এক নিমেষ মাত্র।"

"শাশ্বত কাল অবশ্যই পরমাণু থেকে শুরু করে ব্রহ্মার জীবনকাল পর্যন্ত বিভিন্ন আয়তনের নিয়ন্তা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল কেবল তাদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যারা দেহচেতনার দ্বারা প্রভাবিত, এমনকি সত্যলোক পর্যন্ত বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য উচ্চতর লোকেও কালের এই প্রভাব বিদ্যমান। আটটি জড় উপাদানের সমন্বয়ে ষোড়শ প্রকার বিকার

থেকে প্রকাশিত এই যে ব্রহ্মাণ্ড, তার অভ্যন্তর পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত এবং নিম্নলিখিত আবরণের দ্বারা আবৃত। ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করে যে সমস্ত তত্ত্ব, তা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক বিস্তৃত এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি এক বিশাল সমন্বয়ে পরমাণুর মতো প্রতিভাত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ বলা হয়েছে। এইভাবে বিষ্ণুর চিন্ময় ধাম নিঃসন্দেহে শাশ্বত এবং তা সমস্ত প্রকাশের মূল উৎস মহাবিষ্ণুরও ধাম।"

দ্বাদশ অধ্যায়

কুমার ও অন্যান্যদের সৃষ্টি

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"হে অভিজ্ঞ বিদুর! এতক্ষণ আমি আপনার কাছে পরমেশ্বর ভগবানের কাল নামক রূপের মহিমা বর্ণনা করলাম। এখন আপনি আমার কাছে বেদগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।"

"ব্রহ্মা প্রথমে জীবের স্বরূপের অপ্রকাশক তম, দেহাদিতে অহংবুদ্ধি এবং মোহ বা ভোগের ইচ্ছা, তামিস্র বা ভোগেচ্ছার বাধা থেকে ক্রোধের সঞ্চার, অন্ধতামিস্র বা ভোগ্যবস্তুর নাশে আমার মৃত্যু ঘটল এইরূপ বুদ্ধি—এই সমস্ত এবং অন্যান্য অজ্ঞান বৃত্তিসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রকার তমোগুণাত্মক সৃষ্টিকে পাপীয়সী কৃত্য বলে দর্শন করে, ব্রহ্মা তাঁর কার্যকলাপে অধিক আনন্দ অনুভব করেননি এবং তাই তিনি ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল করে অন্যান্য সৃষ্টি শুরু করেছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক চারজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ঊর্ধ্বরেতা এবং তাই তাঁরা জড়জাগতিক কর্মকলাপে লিপ্ত হতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর পুত্রদের সৃষ্টি করে তাঁদের বললেন, 'হে পুত্রগণ! এখন তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর।' কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে, মোক্ষধর্মনিষ্ঠ কুমারেরা সেই অর্থে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁদের পিতার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করার ফলে, ব্রহ্মার অন্তরে দুর্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল, যা তিনি তখন সংবরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তিনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তা তাঁর ভ্রূর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল এবং তৎক্ষণাৎ নীল-লোহিত বর্ণের একটি শিশু উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁর জন্মের পর তিনি ক্রন্দন করতে করতে বলতে লাগলেন—'হে বিধাতা! হে জগদ্গুরু! দয়া করে আপনি আমার নাম ও স্থানসমূহ নির্দেশ করে দিন।' পদ্মযোনি ভগবান ব্রহ্মা তখন মধুর বাক্যের দ্বারা সেই বালকটিকে শান্ত করলেন এবং তাঁর অনুরোধ স্বীকার করে বললেন—'ক্রন্দন করো না। তুমি যা চেয়েছ তা আমি অবশ্যই করব।' তারপর ব্রহ্মা বললেন—'হে সুরশ্রেষ্ঠ! যেহেতু তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ে ক্রন্দন করেছ, তাই প্রজাসমূহ তোমাকে রুদ্র নামে অভিহিত করবে। হে পুত্র! হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তপস্যা—এই সমস্ত স্থান আমি পূর্বেই তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছি। ব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয় কুমার রুদ্র! তোমার এগারটি আরও নাম রয়েছে, সেইগুলি হচ্ছে—মন্যু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত। হে রুদ্র! রুদ্রাণী নামক তোমার একাদশ পত্নীও রয়েছে, এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—ধী, বৃত্তি, উশনা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও দীক্ষা। হে প্রিয় কুমার! এখন তুমি তোমার এবং তোমার বিভিন্ন পত্নীদের জন্য এই সমস্ত নাম এবং নির্দিষ্ট স্থান স্বীকার কর এবং যেহেতু তুমি একজন প্রজাপতি, তাই তুমি বহু

উত্তানপাদ এবং তিনটি কন্যা আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। পিতা মনু তাঁর প্রথম কন্যা আকূতিকে রুচি নামক ঋষিকে দান করেন, মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে কর্দম নামক ঋষিকে দান করেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে দক্ষের নিকট দান করেন। তাঁদের থেকে সমগ্র জগৎ জনসংখ্যায় পূর্ণ হয়েছে।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছ থেকে এই সমস্ত পুণ্যতম বার্তা শ্রবণ করার পর, বিদুর ভগবান বাসুদেবের কথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যা তিনি আদরপূর্বক শুনতে চেয়েছিলেন।"

বিদুর বললেন—"হে মহর্ষি! ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব তাঁর প্রিয়তম পত্নীকে লাভ করার পর কি করেছিলেন? হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আদি রাজরাজেশ্বর (মনু) ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহান ভক্ত এবং তাই তাঁর উদাত্ত চরিত্র ও কার্যকলাপ শ্রবণযোগ্য। দয়া করে আপনি তা বর্ণনা করুন। আমি তা শুনতে অত্যন্ত উৎসুক। যাঁরা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পরিশ্রমপূর্বক দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্রবণে প্রবৃত্ত, তাঁদের শুদ্ধ ভক্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুদ্ধ ভক্তদের মুখ থেকে শ্রবণ করা উচিত। শুদ্ধ ভক্তেরা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে ভক্তদের মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান প্রসন্ন হয়ে বিদুরের অঙ্কে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করেছিলেন, কেননা বিদুর ছিলেন অত্যন্ত বিনীত ও স্নিগ্ধ। মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন এবং তাঁর মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"মানবজাতির পিতা মনু তাঁর পত্নীসহ আবির্ভূত হয়ে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ব্রহ্মার প্রতি যুক্তকরে প্রণতি নিবেদন করার পর, এইভাবে বলেছিলেন। আপনি সমস্ত জীবের পিতা এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উৎস, কেননা তারা সকলে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দয়া করে আপনি আমাদের আদেশ করুন, কিভাবে আমরা আপনার সেবা করতে পারি। হে পূজনীয়! আপনি আমাদের কর্মক্ষমতা অনুসারে কর্তব্য সম্পাদন করার নির্দেশ দান করুন, যাতে আমরা তা অনুসরণ করে ইহলোকে যশোলাভ করতে পারি এবং পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হতে পারি।"

ব্রহ্মা বললেন—"হে প্রিয় পুত্র! হে ক্ষিতীশ্বর! তুমি নিষ্কপটে আন্তরিকভাবে শিক্ষা লাভের জন্য আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছ, তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমাদের উভয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। হে বীর! পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের আদর্শ দৃষ্টান্ত তুমি প্রদান করেছ। গুরুজনদের প্রতি এই প্রকার শ্রদ্ধা বাঞ্ছনীয়। যিনি ঈর্ষার সীমার অতীত এবং সচেতচিত্ত, তিনি মহানন্দে পিতার আদেশ স্বীকার করেন এবং তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা অনুসারে তা পালন করেন। যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত আজ্ঞাপালনকারী পুত্র, তাই আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তোমার পত্নীর গর্ভে তোমারই মতো গুণাবলীসম্পন্ন সন্তান উৎপাদন কর। ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবী শাসন কর এবং এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের আরাধনা কর। হে রাজন্! তুমি যদি জড় জগতে জীবদের যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পার, তাহলে সেটিই

হবে আমার প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ সেবা। পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখবেন যে, তুমি বদ্ধ জীবদের সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছ, তখন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ) রূপে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন। তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে মানুষের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। তিনি হচ্ছেন পরম আত্মা এবং তাই যারা তাঁর সন্তুষ্টিবিধান না করে, তারা অবশ্যই স্বার্থ রক্ষায় অবহেলা করে।"

শ্রীমনু বললেন—"হে সর্বশক্তিমান প্রভু! হে সর্ব পাপনাশক! আমি আপনার আদেশ পালন করব। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, আমার স্থান কোথায় এবং আমার থেকে উৎপন্ন প্রজাদের স্থান কোথায়। হে দেবাদিদেব! আপনি কৃপা করে প্রলয়-সলিলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করার প্রয়াস করুন, কেননা তা হচ্ছে সমস্ত জীবের বাসস্থান। আপনার প্রচেষ্টা ও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তা করা সম্ভব হবে।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে জলমগ্ন দেখে, ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেছিলেন, কিভাবে তাকে উদ্ধার করা যায়। ব্রহ্মা ভাবলেন, আমি যখন সৃষ্টিকার্যে মগ্ন ছিলাম, তখন পৃথিবী জলপ্লাবিত হয়ে সমুদ্রের গভীরে গমন করেছে। সৃষ্টি রচনার কার্যে যুক্ত আমরা এখন কি করতে পারি? সবচাইতে ভাল হয় যদি সর্বশক্তিমান ভগবান আমাদের নির্দেশ দেন। হে নিষ্পাপ বিদুর! ব্রহ্মা যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন সহসা তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে একটি বরাহরূপ বহির্গত হয়েছিল। সেই বরাহটির আয়তন ছিল অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ। হে ভারত! ব্রহ্মার সমক্ষে সেই বরাহ আকাশস্থ হয়ে, এক মহাকায় হস্তীর মতো এক বিশাল আকার ধারণ করেছিল। আকাশে অবস্থিত আশ্চর্যজনক সেই বরাহরূপ দর্শন করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে, মরীচি প্রমুখ ব্রাহ্মণ, কুমারগণ ও মনুসহ ব্রহ্মা নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন। কোন অসাধারণ ব্যক্তি কি বরাহবেশে শূকররূপে আবির্ভূত হয়েছেন? একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তিনি আমার নাসারন্ধ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমে এই বরাহ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দৃষ্ট হয়েছিল এবং ক্ষণিকের মধ্যেই তা বিশাল পাষাণের মতো হয়েছে। তার ফলে আমার মন বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ইনি কি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু? ব্রহ্মা যখন তাঁর পুত্রগণসহ এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান বিরাট বিশাল পর্বতের মতো প্রচণ্ড গর্জন করেছিলেন। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অসাধারণ স্বরের দ্বারা পুনরায় গর্জন করে, ব্রহ্মা ও অন্য সমস্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের আনন্দবিধান করেছিলেন এবং সেই ধ্বনি চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। যখন জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের অধিবাসী মহান মুনি ও ঋষিরা ভগবান বরাহদেবের সেই প্রচণ্ড গর্জন শ্রবণ করেছিলেন, যা ছিল পরম করুণাময় ভগবানের সর্ব মঙ্গলময় বাণী, তখন তাঁরা তিন বেদ থেকে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। মহান ভক্তদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের উত্তরে, একটি হস্তীর মতো ক্রীড়া করতে করতে তিনি পুনরায় গর্জন করে জলে প্রবেশ করেছিলেন। ভগবান হচ্ছেন বৈদিক মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভক্তদের প্রার্থনা তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল। পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য জলে প্রবেশ করার পূর্বে, ভগবান বরাহদেব তাঁর পুচ্ছ উত্তোলন করে আকাশে উত্থিত হলেন, তখন তাঁর কঠোর কেশসমূহ কম্পিত হচ্ছিল। তাঁর দৃষ্টিপাত ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং তিনি তাঁর খুরের দ্বারা ও উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ দন্তের দ্বারা আকাশের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু এবং তাই তিনি চিন্ময়, তবুও শূকর-শরীর ধারণ করার জন্য তিনি ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর অন্বেষণ করেছিলেন। তাঁর দন্ত ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তিনি তাঁর স্তবকারী ব্রাহ্মণ ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এইভাবে তিনি জলে প্রবেশ করেছিলেন। বিশাল পর্বতের মতো জলে নিপতিত হয়ে, বরাহদেব মহাসমুদ্রের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করেছিলেন, তখন দুটি অতি উচ্চ তরঙ্গ সমুদ্রের বাহুর মতো প্রকট হয়েছিল এবং মনে হয়েছিল সমুদ্র যেন ভয়ে উচ্চস্বরে দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, 'হে যজ্ঞেশ্বর!, আমাকে এইভাবে বিভক্ত করবেন না! দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন!' ভগবান বরাহদেব তাঁর বাণের মতো খুর দ্বারা জলকে বিদীর্ণ করেছিলেন এবং অসীম সমুদ্রের সীমা

ব্যস্ত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল পৃথিবীকে সৃষ্টির পূর্বের মতো শায়িত দেখেছিলেন এবং তখন তিনি স্বয়ং তাকে উত্তোলন করেছিলেন। ভগবান বরাহদেব অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে তাঁর দন্তাগ্রে ধারণ করে জল থেকে উত্তোলন করলেন। তখন তাঁর রূপে চতুর্দিক আলোকিত হয়েছিল। সেই সময় তাঁর ক্রোধ সুদর্শন চক্রের মতো উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, যদিও সে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। তারপর ভগবান বরাহদেব জলের মধ্যে সেই দৈত্যকে সংহার করলেন, ঠিক যেমন একটি সিংহ হস্তীকে সংহার করে। ভগবানের গণ্ডদেশ ও জিহ্বা দৈত্যের রক্তে আরক্তিম হয়েছিল, ঠিক যেমন গজের গৈরিক মৃত্তিকা খনন করার সময় আরক্তিম হয়ে ওঠে। তখন ভগবান এক গজরাজের মতো ক্রীড়া করতে করতে তাঁর শুভ্র দন্তাগ্রভাগে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল তমালের মতো নীলাভ এবং তাই, ব্রহ্মা প্রমুখ মহর্ষিগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁরা তাঁকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।"

"ঋষিরা শ্রদ্ধা সহকারে সমস্বরে বলেছিলেন—'হে অজিত! হে যজ্ঞভাবন্! আপনি সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোন! আপনি সমস্ত বেদের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে বিচরণ করছেন। আপনার বিগ্রহের রোমকূপে মহাসাগরসমূহ নিমজ্জিত হয়ে আছে। কোন কারণবশত (পৃথিবীকে উত্তোলন করার জন্য) আপনি এখন বরাহরূপ পরিগ্রহ করেছেন। হে ভগবান! আপনার শ্রীমূর্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজনীয়, কিন্তু অসৎ দুরাত্মা তা দর্শন করতে পারে না। গায়ত্রী এবং অন্য সমস্ত বৈদিক মন্ত্র আপনার ত্বকের স্পর্শে বিরাজমান। আপনার শরীরের রোমাবলীতে কুশ ঘাস, আপনার নেত্রে ঘৃত এবং আপনার চার পায়ে চার প্রকার কর্ম বিরাজ করে। হে ভগবান! আপনার জিহ্বা স্রুক্, আপনার নাসিকা স্রুব, আপনার উদর ইড়া এবং আপনার কর্ণ-বিবর চমস। আপনার মুখে ব্রহ্মভাগ পাত্র প্রাশিত্র, আপনার গলা গ্রহ নামক সোমপাত্র এবং আপনি যা চর্বণ করেন তা হচ্ছে অগ্নিহোত্র। অধিকন্তু, হে প্রভু! আপনার আবির্ভাব হচ্ছে সর্বপ্রকার দীক্ষার বাসনা। আপনার গ্রীবা তিন প্রকার ইষ্টির স্থল এবং আপনার দন্ত দীক্ষার ফল এবং সমস্ত বাসনার সমাপ্তি। আপনার জিহ্বা দীক্ষার প্রারম্ভিক কর্ম, আপনার মস্তক হোমরহিত অগ্নি ও উপাসনার অগ্নি এবং আপনার প্রাণ সমস্ত বাসনার সমষ্টি। হে ভগবান! সোম নামক যজ্ঞ আপনার বীর্য। আপনার বৃদ্ধি প্রাতঃকালীন যজ্ঞীয় আচার অনুষ্ঠান। আপনার ত্বক আদি সপ্ত ধাতু অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সপ্ত উপাদান। আপনার দেহসন্ধি দ্বাদশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের প্রতীক। তাই আপনি সোম ও অসোম উভয় প্রকার সমস্ত যজ্ঞের বিষয় এবং যজ্ঞের দ্বারাই কেবল আপনি আবদ্ধ হন। হে প্রভু! আপনি পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত প্রার্থনার দ্বারা, বৈদিক মন্ত্র দ্বারা ও যজ্ঞের উপকরণের দ্বারা আপনি পূজনীয়। আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। মন যখন দৃশ্য ও অদৃশ্য সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন আপনাকে উপলব্ধি করা যায়। ভক্তিময়ী ভজনের পরম গুরু আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পৃথিবী ধারণকারী, আপনি আপনার দন্তাগ্রভাগে পর্বতসহ যে পৃথিবী ধারণ করেছেন, তা জল থেকে বহির্গত মত্ত গজরাজের দন্তধৃত সপত্র পদ্মফুলের মতো শোভা পাচ্ছে। হে ভগবান! মহান পর্বতশ্রেণীর শৃঙ্গসমূহ যেমন মেঘরাজির দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে শোভা পায়, তেমনই আপনার দন্ত-অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করার ফলে, আপনার অপ্রাকৃত বিগ্রহ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে। হে ভগবান! স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের বসবাস হওয়ার ফলে, এই পৃথিবী আপনার পত্নী এবং আপনি হচ্ছেন পরম পিতা। মাতা ধরিত্রীসহ আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পৃথিবীর মধ্যে আপনি আপনার বীর্য শক্তি নিহিত করেছেন, ঠিক যেমন একজন সুদক্ষ যাজ্ঞিক অরণি কাষ্ঠে অগ্নি স্থাপন করেন। হে ভগবান, আপনি ছাড়া আর কে জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারে? কিন্তু আপনার পক্ষে তা খুব একটা আশ্চর্যজনক নয়। কেননা আপনি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বের নির্মাণকার্য সম্পাদন করেছেন। আপনার মায়ার দ্বারা আপনি এই আশ্চর্যজনক জগৎ সৃষ্টি

করেছেন। হে পরমেশ্বর ভগবান! নিঃসন্দেহে আমরা সকলে জন, তপ ও সত্যলোক নামক অত্যন্ত পুণ্যবান লোকসমূহের নিবাসী, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার শরীরের কম্পনের ফলে আপনার কেশরের অগ্রভাগ থেকে যে জলকণা পতিত হয়েছে, তার দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে আমরা পবিত্র হয়েছি। হে ভগবান, আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের কোন সীমা নেই। যারা আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের সীমা জানতে চায়, তারা নিশ্চয়ই মহামূর্খ। এই জগতে সকলেই প্রভাবশালী যোগশক্তির দ্বারা আবদ্ধ। কৃপা করে আপনি সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদান করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে মহর্ষি ও ব্রহ্মবাদীগণ কর্তৃক স্তুত হয়ে, ভগবান তাঁর খুর দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করে, তাকে জলের উপর স্থাপন করলেন। এইভাবে সমস্ত জীবের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু জলের ভিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে, তাকে জলের উপর স্থাপন করে, তাঁর স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"কেউ যদি ভক্তি সহকারে বরাহদেবের এই মঙ্গলময়ী কাহিনী শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, তাহলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। পরমেশ্বর ভগবান যখন কারও প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তাঁর অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। চিন্ময় উপলব্ধির দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সব কিছুই নিরর্থক। তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান স্বয়ং ভগবান কর্তৃক পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হন। যে মানুষ নয়, সে ছাড়া এই জগতে অন্য আর কে আছে, যে জীবনের পরম পুরুষার্থ সম্বন্ধে আগ্রহী নয়? এমন কে আছে, যে ভগবানের লীলাকথারূপ অমৃত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যা নিজেই মানুষকে তাঁর সব রকম জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত করতে পারে?"

চতুর্দশ অধ্যায়

সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে ভগবানের বরাহ অবতারের কথা শ্রবণ করার পর, ব্রতনিষ্ঠ বিদুর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি কৃপাপূর্বক ভগবানের অন্যান্য অপ্রাকৃত লীলাসমূহ বর্ণনা করেন, কেননা তিনি (বিদুর) তখনও পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি।"

শ্রীবিদুর বললেন—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পরম্পরাক্রমে আমি শুনেছি যে, আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ যজ্ঞমূর্তি পরমেশ্বর ভগবান (বরাহদেব) কর্তৃক নিহত হয়েছিল। হে ব্রাহ্মণ! ভগবান যখন ক্রীড়াচ্ছলে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন, তখন কি কারণে দৈত্যরাজের সঙ্গে বরাহদেবের যুদ্ধ হয়েছিল? আমার মন অত্যন্ত জিজ্ঞাসু হয়েছে, তাই আমি ভগবানের অবতারের বর্ণনা শ্রবণ করে তৃপ্ত হতে পারছি না। আপনি কৃপা করে এক শ্রদ্ধাবান ভক্তের কাছে আরও বেশি করে বর্ণনা করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বীর! আপনি ভক্তের উপযুক্ত প্রশ্ন করেছেন, কেননা তা পরমেশ্বর ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে। তিনিই হচ্ছেন মরণশীল ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়। মহর্ষি (নারদের) কাছ থেকে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করে, মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র (ধ্রুব) পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করে

ভগবদ্ধামে আরোহণ করেছিলেন। বরাহরূপী ভগবানের সঙ্গে দৈত্য হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধের ইতিহাস বহু বছর আগে যখন দেবতাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বর্ণনা করেছিলেন, তখন আমি তা শ্রবণ করেছিলাম।"

"দক্ষকন্যা দিতি কামশরে পীড়িত হয়ে, সন্ধ্যাকালে তাঁর পতি মরীচিপুত্র কশ্যপের কাছে সন্তান লাভের বাসনায়, সন্ধ্যাবেলায় মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল, তখন সেই মহর্ষি যজ্ঞশালায় অগ্নিজিহ্ব শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করার মাধ্যমে পূজা করে সমাধিস্থ ছিলেন। সেই স্থানে সুন্দরী দিতি তাঁর বাসনা ব্যক্ত করে বললেন—'হে বিদ্বান শ্রেষ্ঠ, মত্ত হস্তী যেমন কদলী বৃক্ষকে পীড়িত করে, তেমনই কন্দর্প তাঁর শরাসন গ্রহণ করে আমাকে বলপূর্বক পীড়িত করছেন। তাই আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সম্পূর্ণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আমার সপত্নীদের সমৃদ্ধি দর্শন করে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি এবং তাই আমি সন্তান কামনা করি। এই কার্য সম্পন্ন করে আপনি সুখী হবেন। পতির আশীর্বাদে পত্নী জগতে সম্মান লাভ করেন এবং আপনার মতো পতি সন্তান লাভ করে যশস্বী হবেন, কেননা আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জগতে প্রজা সৃষ্টি করা। পুরাকালে, আমাদের অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ও দুহিতৃবৎসল পিতা দক্ষ আমাদের প্রত্যেককেই পৃথক-পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমরা কাকে পতিত্বে বরণ করতে চাও। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা দক্ষ আমাদের অভিলাষ জানতে পেরে, তাঁর তেরজন কন্যাকেই আপনার হস্তে অর্পণ করেছেন এবং তখন থেকেই আমরা সকলে আপনার অনুব্রতা। হে কমললোচন! কৃপা করে আমার বাসনা পূর্ণ করার দ্বারা আমার মঙ্গল-বিধান করুন। আর্ত ব্যক্তি যখন কোন মহাপুরুষের শরণ গ্রহণ করে, তখন তার নিবেদন নিষ্ফল হয় না।"

"হে বীর (বিদুর)! কামচিন্তায় কশ্যপ কল্মষিণী, দীনা ও অত্যধিক বাক্যের দ্বারা বহুবিধা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে, এইভাবে বলেছিলেন। হে ভয়ার্তা! তুমি যা অভিলাষ করছ তা আমি অবিলম্বে পূর্ণ করব, কেননা যে স্ত্রী থেকে ত্রিবর্গ সিদ্ধি লাভ হয়, তার কামনা কে না পূর্ণ করে? জলযানের সাহায্যে যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায়, তেমনই পত্নীর সঙ্গে বাস করার মাধ্যমে ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। হে মানিনি! পত্নী এতই সহায়তা-পরায়ণা হয় যে, পতির সমস্ত পবিত্র কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার ফলে, তাকে পতির অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়। পত্নীর উপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে, মানুষ নিশ্চিন্তে বিচরণ করতে পারে। দুর্গপতি যেমন অনায়াসে আক্রমণকারী দস্যুদের পরাজিত করে, তেমনই পত্নীর আশ্রয় নিয়ে মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করতে পারে, যা অন্যান্য আশ্রমীদের পক্ষে দুর্জয়। হে গৃহেশ্বরি! আমরা তোমার মতো হতে পারব না এবং সারা জীবন এমনকি জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার করে তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না। এমনকি যারা ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রশংসাকারী, তাদের পক্ষেও তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। যদিও তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়, তবুও অচিরেই সন্তান লাভের জন্য তোমার কামবাসনা আমি তৃপ্ত করব। কিন্তু তোমাকে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে যাতে অন্যেরা আমার নিন্দা না করে। এই বিশেষ সময়টি সবচাইতে অশুভ, কেননা এই সময় ভয়ঙ্কর দর্শন ভূতপ্রেত ও ভূতপতি রুদ্রের অনুচরেরা বিচরণ করছে হে সাধ্বি! ভূতপতি শিব এই সন্ধ্যাকালে ভূতগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, তাঁর বাহন বৃষভের পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেন। ভগবান শিবের নির্মল স্বর্ণাভ দেহ ভস্মের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁর জটাজুট শ্মশানের ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির প্রভাবে ধূম্র বর্ণ। তিনি তোমার দেবর এবং তিনি তাঁর ত্রিনয়নের দ্বারা সব কিছু দর্শন করছেন। ভগবান শিব কাউকে তাঁর আত্মীয় বলে মনে করেন না, অথচ এমন কেউ নেই যিনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নন, তিনি কাউকেই আদরণীয় বা নিন্দনীয় বলে মনে করেন না। আমরা তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করি এবং আমাদের ব্রত হচ্ছে তাঁর পরিত্যক্ত বস্তু গ্রহণ করা। যদিও এই জড় জগতে কেউই ভগবান শিবের সমান অথবা তাঁর থেকে মহত্তর নন এবং যদিও মহাত্মারা তাঁদের অবিদ্যারাশি দূর করার জন্য তাঁর অনবদ্য চরিত্র অনুসরণ করেন, তবুও তিনি সমস্ত ভগবদ্ভক্তদের মুক্তি দেওয়ার জন্য স্বয়ং পিশাচের মতো আচরণ করেন। কুকুরের ভক্ষ্য এই শরীরকে যারা আত্মবুদ্ধি করে এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য ও অনুলেপনের দ্বারা তার লালন-পালন করে, সেই সমস্ত

মূর্খেরা তিনি (শিব) যে আত্মারাম তা না জেনে তাঁর কার্যকলাপের উপহাস করে। ব্রহ্মার মতো দেবতারাও তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম-আচরণ অনুসরণ করেন। তিনি জড়জাগতিক সৃষ্টির কারণস্বরূপ মায়ার নিয়ন্তা। তিনি মহান এবং তাই তাঁর পিশাচবৎ আচরণ কেবল অভিনয় মাত্র।"

মৈত্রেয় বললেন—"দিতি তাঁর পতির দ্বারা এইভাবে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও কামোন্মত্তা বেশ্যার মতো লজ্জাহীনা হয়ে, ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বসন ধারণ করেছিলেন। তাঁর পত্নীর উদ্দেশ্য অবগত হয়ে, তিনি নিষিদ্ধ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পূজনীয় নিয়তির প্রতি প্রণতি নিবেদন করে, তিনি নির্জন স্থানে তার সঙ্গে শয়ন করেছিলেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণ জলে স্নান করে, প্রাণায়ামপূর্বক বাক্ সংযম করেছিলেন এবং সনাতন ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করে পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেছিলেন। হে ভারত! তার পর দিতি তাঁর দোষযুক্ত আচরণের জন্য লজ্জাবশত অধোমুখী হয়ে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন—'হে ব্রাহ্মণ! সমস্ত জীবেদের পতি রুদ্রের কাছে আমি মহা অপরাধ করেছি, সেই জন্য তিনি যেন আমার গর্ভ বিনষ্ট না করেন। সেই রুদ্ররূপ ভগবান শিবকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি দুষ্টদের ভয়ঙ্কর মহান দেবতা এবং সমস্ত ভক্ত বাসনার পূর্ণকারী। তিনি সর্বমঙ্গলময় এবং ক্ষমাশীল, কিন্তু দণ্ড দিতে তাঁর ক্রোধ তাঁকে তৎক্ষণাৎ উদ্যত করতে পারে। তিনি আমার ভগিনী সতীর পতি হওয়ার ফলে আমার ভগ্নীপতি, তাই তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনি সমস্ত রমণীদের পূজনীয় প্রভু। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের বিগ্রহ এবং অসভ্য ব্যাধদেরও অনুগ্রহ করেন, রমণীদের প্রতি তিনি কৃপা প্রদর্শন করতে পারেন।'"

মৈত্রেয় বললেন—"পতি রুষ্ট হয়েছেন বলে ভয়ে কম্পিত কলেবরা তাঁর স্ত্রীকে মহর্ষি কশ্যপ এইভাবে সম্বোধন করলেন। দিতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁর পতিকে প্রতিদিনকার সন্ধ্যা-নিয়ম সমাপনকার্যে বিঘ্ন করে অপরাধ করেছিলেন, তবুও তিনি সংসারে তাঁর সন্তানদের কল্যাণ কামনা করেছিলেন।"

বিদ্বান কশ্যপ বললেন—"যেহেতু তোমার চিত্ত দূষিত ছিল, সন্ধ্যাকালীন মুহূর্ত ছিল অপবিত্র, তাছাড়া তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ এবং দেবতাদের অবজ্ঞা করেছ, এই সব কিছুই অশুভ ছিল। হে অমঙ্গলীয়া! তোমার অভিশপ্ত গর্ভ থেকে দুটি কুলাঙ্গার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, হে ভাগ্যহীনা! তারা ত্রিলোকের সকলের নিরন্তর শোকের কারণ হবে। তারা দীন, নিষ্পাপ প্রাণীদের হত্যা করবে, নারীদের অত্যাচার করবে এবং মহাত্মাদের ক্রোধ উৎপাদন করবে। সেই সময় সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী জগদীশ্বর ভগবান অবতীর্ণ হয়ে, ঠিক যেভাবে ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা পর্বতসমূহকে চূর্ণ করেন, সেইভাবে তাদের সংহার করবেন।"

দিতি বললেন—"আমার পুত্রেরা যে সুদর্শন চক্রধারী পরমেশ্বর ভগবানের হস্তের দ্বারা উদারতাপূর্বক নিহত হবে, তা অত্যন্ত শুভ। হে স্বামীন্! তারা যেন কখনও ব্রাহ্মণ ভগবদ্ভক্তদের ক্রোধের দ্বারা নিহত না হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছে অথবা সর্বদা অন্য প্রাণীদের ভয় প্রদান করে, নারকীরাও তাকে কৃপা করে না, অথবা যেই যোনিতে তার জন্ম হয়, সেই যোনির প্রাণীরাও তার প্রতি অনুগ্রহ করে না।"

ভগবান কশ্যপ বললেন—"তোমার শোক, অনুতাপ, যথাযথ বিচার, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার ঐকান্তিক ভক্তি এবং শিব ও আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধার ফলে, তোমার পুত্রের (হিরণ্যকশিপুর) পুত্রদের মধ্যে একজন (প্রহ্লাদ) ভগবানের এক সর্বমান্য ভক্ত হবেন এবং তাঁর কীর্তি ভগবানেরই কীর্তির মতো বিস্তার লাভ করবে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য, সাধুরা বৈরী ভাব থেকে মুক্ত হওয়ার অভ্যাস করে, তাঁর মতো চরিত্র লাভের চেষ্টা করবে, ঠিক যেভাবে নিম্ন স্তরের স্বর্ণকে সংশোধনের উপায়ের দ্বারা শোধন করা হয়। তাঁর প্রতি সকলেই প্রসন্ন হবেন, কেননা যে ভক্ত ভগবান ব্যতীত অন্য আর কিছু কামনা করেন না, তাঁর প্রতি সমস্ত বিশ্বের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা প্রসন্ন থাকেন। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা, মহানুভব ও মহাত্মাদের মধ্যে সবচাইতে মহৎ হবেন। তাঁর পরিপক্ব ভক্তির ফলে, তিনি অবশ্যই চিন্ময় ভাব-সমাধিতে অবস্থিত হবেন এবং এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর চিৎ জগতে প্রবেশ করবেন। তিনি ধার্মিক, সুশীল, সমস্ত সদ্গুণের আধার

হবেন। তিনি পরসুখে সুখী, পরদুঃখে দুঃখী এবং অজাতশত্রু হবেন। চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মকালীন সূর্যের তাপ দূর করেন, তেমনই তিনি জগতের শোক হরণ করবেন। লক্ষ্মীরূপা কমলার ভূষণস্বরূপ, ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে রূপধারণকারী, কুণ্ডল-শোভিত মুখমণ্ডল, কমলনয়ন পরমেশ্বর ভগবানকে তোমার পৌত্র সর্বদা অন্তরে ও বাইরে দর্শন করবেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"তাঁর পৌত্র একজন মহান ভক্ত হবেন এবং তাঁর পুত্রেরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হবে জেনে দিতি মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবদ্ধামের বর্ণনা

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! কশ্যপের পত্নী দিতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর গর্ভস্থ সন্তান দেবতাদের ও অন্যদের পীড়াদায়ক হবে, তাই তিনি কশ্যপের শক্তিশালী বীর্য শত বৎসর ধরে ধারণ করেছিলেন। দিতির গর্ভের তেজের দ্বারা সমস্ত গ্রহে সূর্য ও চন্দ্রের প্রকাশ রুদ্ধ হয়েছিল এবং বিভিন্ন লোকের দেবতারা সেই তেজের দ্বারা বিচলিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সর্বদিকে এই অন্ধকারাচ্ছন্নতার কারণ কি?'"

ভাগ্যবান দেবতারা বললেন—"হে মহান্! এই অন্ধকার যা আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে, তা আপনি দেখুন। আপনি এই অন্ধকারের কারণ জানেন, যেহেতু কালের প্রভাব আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই আপনার কাছে কিছুই অজ্ঞাত নেই। হে দেবাদিদেব! হে বিশ্বের পালনকর্তা! হে অন্য লোকের দেবতাদের মুকুটমণি! আপনি চিৎ ও জড় উভয় জগতেরই সমস্ত জীবের অভিপ্রায় জানেন। হে জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদি উৎস, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। আপনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে পৃথকীকৃত রজোগুণ স্বীকার করেছেন। বহিরঙ্গা শক্তির সহায়তায় আপনি অব্যক্ত উৎস থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনাকে আমরা সর্বতোভাবে প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, এই সমস্ত গ্রহ আপনার মধ্যে অবস্থিত এবং সমস্ত জীব আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই আপনি এই বিশ্বের কারণ এবং যে ব্যক্তি অবিচলিতভাবে আপনার ধ্যান করেন, তিনি ভক্তি লাভ করেন। যাঁরা তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেছেন, সেই পরিপক্ক যোগীদের কখনও এই জগতে পরাজয় হয় না। কেননা এই প্রকার যোগসিদ্ধির প্রভাবে তাঁরা আপনার কৃপা লাভ করেছেন। বৃষ যেমন তার নাসিকা সংলগ্ন রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব বৈদিক নির্দেশের দ্বারা পরিচালিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। যে প্রধান পুরুষ সেই বেদ প্রদান করেছেন, তাঁকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন—"দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করুন, কেননা আমরা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছি। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের সমস্ত কর্ম লুপ্ত হয়েছে। অতিমাত্রায় ইন্ধন প্রয়োগের ফলে আগুন যেমন আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তেমনই দিতির গর্ভে কশ্যপের বীর্য থেকে উৎপন্ন ভ্রূণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই পরিপূর্ণ অন্ধকার সৃষ্টি করেছে।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"দিব্য শব্দ-স্পন্দনের দ্বারা যাঁকে জানা যায়, সেই বিধাতা ব্রহ্মা দেবতাদের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করেছিলেন।"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার, আমার এই চার মানসপুত্র তোমাদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কোন নির্দিষ্ট বাসনা ছাড়াই কখনও কখনও জড় আকাশে ও চিদাকাশে বিচরণ করে থাকেন। এইভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে তাঁরা পরব্যোমে প্রবেশ করেছিলেন, কেননা তাঁরা সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত ছিলেন। চিদাকাশে পরমেশ্বর ভগবানের ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠ নামক চিন্ময় লোক রয়েছে। সেই স্থান জড় জগতের সমস্ত লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত। বৈকুণ্ঠলোকে সমস্ত অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানের মতো রূপ সমন্বিত। তাঁরা সকলেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাশূন্য হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত। বৈকুণ্ঠলোকে আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন এবং তাঁকে বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়। তিনি শুদ্ধ সত্ত্বময়, যাতে রজ ও তমোগুণের কোন স্থান নেই। তিনি ভক্তদের ধর্মীয় প্রগতি বিধান করেন। সেই বৈকুণ্ঠলোকে অত্যন্ত মঙ্গলময় অনেক বন রয়েছে। সেই সমস্ত বনের বৃক্ষগুলি অভীষ্টপূরণকারী কল্পবৃক্ষ এবং সমস্ত ঋতুতে সেইগুলি ফুল ও ফলে পরিপূর্ণ থাকে, কেননা বৈকুণ্ঠলোকে সব কিছুই চিন্ময় ও সবিশেষ। বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীরা তাঁদের পত্নী ও পার্ষদগণসহ বিমানে বিচরণ করেন এবং নিরন্তর ভগবানের চরিত ও লীলাসমূহ গান করেন, যা সর্বদাই অমঙ্গলজনক গুণরাশি থেকে মুক্ত। শ্রীভগবানের মহিমা যখন তাঁরা কীর্তন করেন, তখন মধুপূর্ণ মাধবীলতার প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধকেও তা উপহাস করে। যখন ভ্রমরদের অধিপতি উচ্চস্বরে গুঞ্জন করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, তখন কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হংস, শুক, তিত্তির, ময়ূর প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলরব ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার জন্য, এই সমস্ত অপ্রাকৃত বিহঙ্গেরা তাদের নিজেদের গান বন্ধ করে দেয়। যদিও মন্দার, কুন্দ, কুরুবক, উৎপল, চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, কমল ও পারিজাত বৃক্ষসমূহ অপ্রাকৃত সৌরভমণ্ডিত পুষ্পে পূর্ণ, তবুও তারা তুলসীর তপশ্চর্যার জন্য তাঁকে বহু সম্মান করে। কেননা ভগবান তুলসীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন এবং তিনি স্বয়ং তুলসীপত্রের মালা কণ্ঠে ধারণ করেন। বৈকুণ্ঠবাসীরা মরকত, বৈদূর্য ও স্বর্ণ নির্মিত তাঁদের বিমানে আরোহণ করে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা গুরু নিতম্বিনী, স্মিত হাস্যোজ্জ্বল সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল শোভিতা পত্নী পরিবৃত, কিন্তু তবুও তাঁদের হাস্য-পরিহাস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাঁদের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না। বৈকুণ্ঠলোকের রমণীরা লক্ষ্মীদেবীর মতোই সুন্দরী। এই প্রকার অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত রমণীরা হস্তে লীলাপদ্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের চরণের নূপুর থেকে কিঙ্কিণী-ধ্বনি উত্থিত হয়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় কখনও কখনও তাঁরা স্বর্ণ সংযুক্ত স্ফটিকময় দেওয়ালগুলি সম্মার্জন করেন। লক্ষ্মীদেবী দাসী পরিবৃতা হয়ে প্রবাল খচিত দিব্য জলাশয়ের তীরে তাঁর বাগানে তুলসীদল নিবেদন করে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন। ভগবানের পূজা করার সময়, তাঁরা যখন জলে উন্নত নাসিকা-সমন্বিত তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দর্শন করেন, তখন তাঁদের আরও অধিক সুন্দর বলে মনে হয়, কেননা তাঁদের মুখ ভগবান কর্তৃক চুম্বিত হয়েছে। দুর্ভাগা মানুষেরা বৈকুণ্ঠলোকের বর্ণনা সম্বন্ধে আলোচনা না করে, যা শ্রবণের অযোগ্য ও বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, সেই সমস্ত অনর্থক বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করে, তা অভাগা লোকের বিষয়। যারা বৈকুণ্ঠ-বিষয়ের বর্ণনা ত্যাগ করে জড় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে, তারা অজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়।"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"প্রিয় দেবতাগণ! মনুষ্যজীবন এতই মহত্ত্বপূর্ণ যে, আমরাও সেই জীবন প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করি, কেননা মনুষ্যজীবনে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। কেউ যদি মনুষ্যজীবন লাভ করা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ধাম হৃদয়ঙ্গম না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে বহিরঙ্গা প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। যাঁদের দেহ প্রেমানন্দে বিকার প্রাপ্ত হয় এবং যাঁরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার ফলে ঘর্মাক্ত হন, তাঁরা ধ্যান ও অন্যান্য তপস্যার অপেক্ষা না করলেও ভগবানের রাজ্যে উন্নীত হন। ভগবানের রাজ্য জড় জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং তা ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও স্পৃহনীয়। এইভাবে সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার নামক

মহর্ষিগণ তাঁদের যোগশক্তির প্রভাবে চিৎ জগতে উপরোক্ত বৈকুণ্ঠলোকে পৌঁছে অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, সেই বৈকুণ্ঠলোক সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের দ্বারা চালিত পরম অলংকৃত বিমানসমূহের দ্বারা দীপ্তিমান এবং স্বয়ং ভগবানের দ্বারা অধিকৃত। ভগবানের আলয় বৈকুণ্ঠপুরীর ছয়টি দ্বার তাঁরা অতিক্রম করলেন। সেখানকার সাজসজ্জার প্রতি একটুও আশ্চর্য অনুভব না করে, তাঁরা সপ্তম দ্বারে গদাধারী, সমবয়স্ক ও জ্যোতির্ময় দুজন দ্বারপালকে দর্শন করলেন, যাঁরা অত্যন্ত মূল্যবান কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীট আদি অলংকারে ভূষিত ছিলেন। সেই দ্বারপালদের গলা ভ্রমরশোভিত বনমালার দ্বারা ভূষিত ছিল, যা তাঁদের নীল বর্ণ চতুর্ভুজের মধ্যে বিন্যস্ত ছিল। তাঁদের বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গি, অসন্তুষ্ট নাসাপুট ও আরক্তিম লোচনের দ্বারা উভয়কেই কিছুটা ক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছিল। সনকাদি ঋষিদের গতি সর্বত্র অবারিত ছিল। তাঁরা 'আপন' ও 'পর', এইরূপ বৈষম্য জ্ঞানরহিত ছিলেন। উন্মুক্ত অন্তরে তাঁরা স্বর্ণ ও হীরক নির্মিত অন্য ছয়টি দ্বার যেভাবে অতিক্রম করেছিলেন, সেইভাবে তাঁরা সপ্তম দ্বারেও প্রবেশ করলেন। সেই চারজন দিগম্বর বালক-ঋষিরা যদিও ছিলেন সমস্ত জীবেদের মধ্যে সবচাইতে বৃদ্ধ ও আত্ম-তত্ত্ববেত্তা, তবুও তাঁদের দেখতে ঠিক পাঁচ বছরের শিশুর মতো। কিন্তু ভগবানের অসন্তোষজনক স্বভাব সমন্বিত সেই দ্বারপালেরা যখন ঋষিদের দেখলেন, তখন তাঁরা তাঁদের মহিমার অবজ্ঞা করে তাঁদের পথ অবরোধ করলেন, যদিও ঋষিদের প্রতি তাঁদের এই ব্যবহার ছিল অনুচিত। সবচাইতে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কুমারেরা যখন বৈকুণ্ঠের দেবতাদের দৃষ্টির সমক্ষে শ্রীহরির সেই দুইজন দ্বারপালদের দ্বারা প্রতিহত হলেন, তখন তাঁদের পরম প্রিয় প্রভু ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করার গভীর আকাঙ্ক্ষার ফলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের চক্ষু সহসা রক্তিম হয়ে উঠল।"

মহর্ষিগণ বললেন—"এই দুজন কে? যাঁরা ভগবানের সেবায় অধিষ্ঠিত, তাঁদের মধ্যে ভগবানেরই মতো গুণাবলীর বিকাশ হয়; কিন্তু ভগবানের সেবায় সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এদের এই বিষম স্বভাব কেন? এরা বৈকুণ্ঠে বাস করছে কিভাবে? বৈরীভাবাপন্ন মানুষের ভগবানের ধামে প্রবেশ সম্ভব হয়েছে কিভাবে? ভগবানের কোন শত্রু নেই। তাহলে কে তাঁর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারে? সম্ভবত এই দুই ব্যক্তি ভণ্ড, তাই এরা অন্যদেরও তাদেরই মতো বলে মনে করে। বৈকুণ্ঠলোকে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে, ঠিক যেমন ক্ষুদ্র আকাশের সঙ্গে মহাকাশের সামঞ্জস্যের মতো। তাহলে এই সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে এই ভয়ের বীজ কেন? এই দুই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাসীদের মতো বেশধারণ করেছে, কিন্তু এদের এই অসামঞ্জস্য এলো কোথা থেকে? তাই আমরা বিচার করে দেখি, এই দুজন কলুষিত ব্যক্তিদের কিভাবে দণ্ড দেওয়া উচিত। এই দণ্ডবিধান উপযুক্ত হওয়া উচিত, যার ফলে পরিণামে এদের উপকার হবে। যেহেতু এরা বৈকুণ্ঠে ভেদ ভাব দর্শন করছে, তাই তারা কলুষিত এবং এদের এখান থেকে জড় জগতে স্থানান্তরিত করা উচিত, যেখানে জীবদের তিন প্রকার শত্রু রয়েছে। বৈকুণ্ঠের সেই দুইজন দ্বারপাল, যাঁরা অবশ্যই ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা যখন বুঝতে পারলেন যে, সেই ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে কাতরভাবে সেই মুনিদের পায়ে ধরে ভূমিতে নিপতিত হয়েছিলেন, কেননা কোন অস্ত্রের দ্বারাও ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিবারণ করা যায় না।"

ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে দ্বারপালেরা বললেন—"আপনাদের মতো মহর্ষিদের সম্মান না করায় সঙ্গত আপনারা যে আমাদের দণ্ড দিয়েছেন, তা উচিতই হয়েছে। কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি যে, আমাদের অনুতাপ দর্শন করে আপনারা এই অনুগ্রহ করুন, আমাদের উত্তরোত্তর অধোগামী হওয়ার সময়েও যেন ভগবৎ বিস্মৃতিজনিত মোহ আমাদের অভিভূত না করে। নাভি থেকে পদ্ম উদ্ভূত হওয়ার ফলে যাঁর নাম পদ্মনাভ এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভৃত্যেরা মহর্ষিদের অপমান করেছেন। সেই মুহূর্তে পরমহংস মুনিদের অন্বেষণীয় চরণ-যুগল চালনা করতে করতে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীসহ তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।"

"পূর্বে যাঁকে কেবল সমাধিযোগে তাঁদের হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে সনক প্রমুখ

ঋষিগণ তাঁদের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেন। তিনি যখন এগিয়ে আসছিলেন, তখন তাঁর পার্ষদেরা ছত্র, চামর আদি উপকরণসহ তাঁর সঙ্গে আসছিলেন। তাঁর দুই পার্শ্বে হংসের মতো শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয় এবং মস্তকে ছত্র শোভিত ছিল। চামরে লাগানো মুক্তা বিলম্বিত হয়ে বায়ুপ্রবাহে সঞ্চালিত হচ্ছিল এবং তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন পূর্ণ চন্দ্র থেকে অমৃতের বিন্দু ক্ষরিত হয়ে পড়ছে। ভগবান সমস্ত আনন্দের উৎস। তাঁর মঙ্গলময় উপস্থিতি সকলের কল্যাণের জন্য এবং তাঁর স্নেহপূর্ণ হাস্য ও দৃষ্টিপাত হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে স্পর্শ করে। ভগবানের সুন্দর দেহের বর্ণ হচ্ছে শ্যাম এবং তাঁর প্রশস্ত বক্ষ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল, যিনি স্বর্গলোকের শীর্ষ স্থান সমস্ত চিন্ময় জগৎকে গৌরবান্বিত করেন। এইভাবে মনে হচ্ছিল যেন ভগবান স্বয়ং তাঁর চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামের সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য বিস্তার করছিলেন। তাঁর নিতম্ব প্রদেশে পীত বসনের উপর কটিসূত্র শোভা পাচ্ছে, তাঁর বক্ষস্থলে বনমালা সুশোভিত হয়ে অলিকুল গুঞ্জন করে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করছিল। তাঁর সুন্দর মণিবন্ধে বলয় শোভা পাচ্ছিল, তাঁর এক হাত তাঁর বাহন গরুড়ের কাঁধে ন্যস্ত ছিল এবং অন্য হাতে তিনি একটি পদ্ম ঘোরাচ্ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল মকরাকৃতি কুণ্ডলের শোভা বর্ধনকারী গণ্ডস্থলের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল, যা বিদ্যুতের শোভাকেও ধিক্কার দিচ্ছিল। তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত এবং তাঁর মস্তক মণিময় মুকুটের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর সুন্দর বাহু চতুষ্টয়ের মধ্যে এক অপূর্ব কণ্ঠহার লম্বিত ছিল এবং তাঁর কণ্ঠদেশ কৌস্তুভ মণিতে শোভিত ছিল। নারায়ণের অনুপম সৌন্দর্য তাঁর ভক্তদের বুদ্ধির দ্বারা বহু গুণে পরিবর্ধিত হয়ে এতই আকর্ষণীয় হয়েছিল যে, তা লক্ষ্মীদেবীর সবচাইতে সুন্দর হওয়ার গর্বকে খর্ব করেছিল। হে প্রিয় দেবতাগণ! এইভাবে যে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন তিনি আমার, শিবের এবং তোমাদের সকলের পূজনীয়। ঋষিগণ অতৃপ্ত নয়নে তাঁকে দর্শন করে আনন্দভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের মস্তক অবনত করে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুলি থেকে তুলসীপত্রের সৌরভ যখন বায়ু বাহিত হয়ে, সেই ঋষিদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল, নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তখন তাঁদের দেহ এবং মনে এক পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন। ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল তাঁদের কাছে নীল পদ্মকোষের মতো মনে হয়েছিল এবং ভগবানের স্মিত হাস্য তাঁদের কাছে প্রস্ফুটিত কুন্দফুলের মতো মনে হয়েছিল। ভগবানের সেই মুখ দর্শন করে, মহর্ষিরা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁরা যখন পুনরায় তাঁকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁরা পদ্মরাগ মণির মতো রক্তিম তাঁর শ্রীপাদপদ্মের নখ দর্শন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা বার বার ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ অবলোকন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা ভগবানের সবিশেষ রূপের ধ্যান করেছিলেন। এইটি ভগবানের সেই রূপ যাঁর ধ্যান যোগীরা করে থাকেন এবং এই রূপ তাঁদের কাছে পরম আনন্দদায়ক। এই রূপ কাল্পনিক নয়, বাস্তব, যা মহান যোগীরা অনুমোদন করে গেছেন। ভগবান অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত, কিন্তু অন্যদের পক্ষে সেই সিদ্ধি পূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভব নয়।"

কুমারগণ বললেন—"হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি যদিও সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজ করেন, তবুও আপনি দুরাত্মাদের কাছে প্রকাশিত হন না। কিন্তু আপনি যদিও অনন্ত, তবুও আজ আপনাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলাম। আমাদের পিতা ব্রহ্মার যে উপদেশ আমরা কর্ণ-বিবরের দ্বারা শ্রবণ করেছিলাম, এখন আপনার কৃপাপূর্ণ উপস্থিতির ফলে আমরা তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। আমরা জানি যে, আপনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান, যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে তাঁর নিজ রূপ প্রকাশ করেন। আপনার এই চিন্ময়, নিত্য স্বরূপ অপ্রতিহত ভক্তির মাধ্যমে লব্ধ কেবল আপনার কৃপার দ্বারাই ভক্তচিত্তের প্রভাবে নির্মলচিত্ত মহর্ষিগণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যে সমস্ত ব্যক্তি অত্যন্ত নিপুণ এবং সব কিছু যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম, সবচাইতে বুদ্ধিমান সেই সব ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের কীর্তনীয় ও শ্রবণীয় মঙ্গলময় লীলাসমূহ শ্রবণে প্রবৃত্ত হন। এই প্রকার ব্যক্তিরা মুক্তির মতো সর্বশ্রেষ্ঠ আত্যন্তিক অনুগ্রহকেও গ্রাহ্য করেন না। অতএব অপেক্ষাকৃত কম মহত্ত্বপূর্ণ স্বর্গ-সুখের কথা কি আর বলার আছে?"

"হে প্রভু! আপনার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে,

আমাদের হৃদয় এবং মন যেন সর্বদা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত থাকে, তুলসীদল যেমন আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত হওয়ার ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তেমনই আমাদের কর্ণও যেন আপনার লীলাসমূহ শ্রবণ করার ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় এবং আমাদের কর্ণ-বিবর যেন আপনার অপ্রাকৃত গুণাবলীর কীর্তনে সর্বদা পূর্ণ থাকে, তাহলে যে কোন নরকীয় পরিস্থিতিতে আমাদের জন্ম হোক না কেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। হে প্রভু! তাই আমরা আপনার শাশ্বত ভগবৎ স্বরূপকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যা আপনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানহীন, অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তিরা আপনার অপ্রাকৃত নিত্য স্বরূপ দর্শন করতে পারে না, কিন্তু সেই রূপ দর্শন করে আমাদের মন এবং নেত্র পরম তৃপ্তি অনুভব করেছে।"

* * *

ষোড়শ অধ্যায়

বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে ঋষিদের অভিশাপ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"ঋষিদের সুন্দর বাণীর প্রশংসা করে, বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে বললেন—জয় এবং বিজয় নামক আমার এই পার্ষদেরা আমাকে অবজ্ঞা করার ফলে আপনাদের প্রতি মহা অপরাধ করেছে। হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমার প্রতি অনুরক্ত, তাই আপনারা যে তাদের দণ্ড দান করেছেন তা আমি অনুমোদন করলাম। আমার কাছে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক প্রিয়। আমার পরিকরেরা যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে তা আমারই দ্বারা কৃত হয়েছে, কেননা সেই দ্বারপালেরা আমারই পরিচারক। আমি মনে করি যে, এই অপরাধ আমিই করেছি, তাই এই ঘটনার জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। ভৃত্য যদি কোন অন্যায় করে, তাহলে জনসাধারণ সেই জন্য প্রভুকে দোষ দেয়, ঠিক যেমন শরীরের কোন অংশে শ্বেত কুষ্ঠ হলে, তার ফলে সমস্ত শরীর দূষিত হয়ে যায়। নিখিল বিশ্বে যে কোন ব্যক্তি, এমনকি কুকুরের মাংস রন্ধন করে ভোজন করে যে চণ্ডাল, সেও আমার নাম, রূপ ইত্যাদির মহিমা শ্রবণের স্নানে অবগাহন করার ফলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। আপনারা নিঃসন্দেহে আমাকে উপলব্ধি করেছেন, সুতরাং আমার নিজের বাহুও যদি আপনাদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করে, তাহলে তাকেও ছেদন করতে আমি ইতস্তত করব না।"

ভগবান আরও বললেন—"যেহেতু আমি আমার ভক্তদের সেবক, তাই আমার চরণকমল এতই পবিত্র হয়ে গেছে যে, তারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ মোচন করে এবং আমি এমন স্বভাব অর্জন করেছি যে, লক্ষ্মীদেবী আমাকে ছেড়ে যান না, যদিও তাঁর প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই এবং অন্যেরা তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে এবং তাঁর কৃপাকণা লাভ করার জন্য পবিত্র ব্রত অনুষ্ঠান করে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের কার্যকলাপের সমস্ত ফল আমাকে নিবেদন করেছেন এবং যাঁরা আমার প্রসাদ গ্রহণ করে সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁদের মুখে নিবেদিত ঘৃতপক্ব সুস্বাদু আহার্য আমি যতটা আনন্দ সহকারে উপভোগ করি, আমার একটি মুখ যে যজ্ঞাগ্নি, তাতে যজমানের দ্বারা অর্পিত হবিতেও আমি ততটা আস্বাদন করি না। আমি আমার অপ্রতিহত অন্তরঙ্গা শক্তির ঈশ্বর

এবং আমার পাদোদক গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করে এবং শশিশেখর মহাদেব তাঁর মস্তকে তা ধারণ করে পবিত্র হন। যদি আমি বৈষ্ণবের চরণ-রজ আমার মস্তকে ধারণ করতে পারি, তাহলে এমন কে আছে যে তা অস্বীকার করবে? ব্রাহ্মণ, গাভী এবং রক্ষকহীন প্রাণীরা আমার শরীর। পাপের ফলে যাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, তারা এদেরকে আমার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। তারা ঠিক ক্রুদ্ধ সর্পের মতো এবং পাপীদের দণ্ডদাতা যমরাজের শকুনিসদৃশ দূতেরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের চঞ্চু দ্বারা তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণেরা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করলেও যাঁরা অন্তরে আনন্দিত এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ থাকেন এবং যাঁদের মুখমণ্ডল অমৃতের মতো স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল, তাঁরা আমার হৃদয় বশীভূত করেছেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের আমার স্বরূপ বলে মনে করেন এবং প্রেমপূর্ণ বাক্যের দ্বারা তাঁদের প্রশংসা করে শান্ত করেন, ঠিক যেভাবে পুত্র তাঁর ক্রুদ্ধ পিতাকে শান্ত করে অথবা যেভাবে আমি তোমাদের শান্ত করছি। আমার এই সেবকেরা তাঁদের প্রভুর অভিপ্রায় না জেনে, আপনাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তাই যদি আপনারা এই আদেশ দেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের অপরাধের দণ্ড ভোগ করে শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসে এবং আমার ধাম থেকে তাঁদের নির্বাসনের কাল অচিরে অতিবাহিত হয়, তাহলে তা আমার প্রতি আপনাদের অনুগ্রহ বলে আমি মনে করব।"

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—"ঋষিগণ যদিও ক্রোধরূপ সর্পের দ্বারা দংশিত হয়েছিলেন, তবুও বৈদিক মন্ত্রের প্রবাহের মতো ভগবানের মধুর উজ্জ্বল বাক্য শ্রবণ করে তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেননি। ঋষিগণ কর্ণ প্রসারণ করে মনোনিবেশ সহকারে ভগবানের অপূর্ব বাণী শ্রবণ করা সত্ত্বেও, মহত্ত্বপূর্ণ অভিপ্রায় এবং গভীর বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সেই বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের কাছে কঠিন হয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পারেননি ভগবান কি করতে চেয়েছিলেন। তবুও ভগবানের দর্শন লাভ করে চারজন ব্রহ্মর্ষি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা তাঁর কীর্তিমালা তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে বলেছিলেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার অভিপ্রায় বুঝতে আমরা অক্ষম, কেননা যদিও আপনি সকলের পরম অধীশ্বর, তবুও আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই কথাগুলি বলছেন যেন আমরা আপনার কোন উপকার করেছি। হে প্রভু! আপনি ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পরম পরিচালক। নিজে আচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ পদ দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি কেবল দেবতাদেরই পরম পূজ্য নন, আপনি ব্রাহ্মণদেরও পরম উপাস্য। আপনি সমস্ত জীবের শাশ্বত ধর্মের উৎস এবং আপনার ভগবৎ স্বরূপে বহু রূপে প্রকাশিত হয়ে আপনি সর্বদা ধর্মকে রক্ষা করেছেন। আপনি ধর্মতত্ত্বের পরম উদ্দেশ্য এবং আমাদের মতে আপনি নিত্য, অব্যয় ও নির্বিকার। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, যোগী এবং পরমার্থবাদীগণ সমস্ত জড় কামনা-বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে অজ্ঞানতার ভবসাগর পার হন। তাই, পরমেশ্বর ভগবানকে অনুগ্রহ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যে লক্ষ্মীদেবীর পদধূলি অন্য সকলে তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার দাসীর মতো আপনার আদেশের অপেক্ষা করেন, কেননা কোন ভাগ্যবান ভক্ত কর্তৃক আপনার চরণে নিবেদিত তুলসীদলের নবীন মঞ্জরীর সংস্পর্শ করে যে ভ্রমরদের গুঞ্জন, তার নিবাস হচ্ছে (আপনার শ্রীপাদপদ্মে) তাঁর স্থান সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন।"

"হে প্রভু! আপনার শুদ্ধ ভক্তদের কার্যকলাপের প্রতি আপনি অত্যন্ত অনুরক্ত, তবুও যিনি সর্বদা আপনার অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আপনি আসক্ত নন। অতএব ব্রাহ্মণেরা যে পথে বিচরণ করেছেন, সেই পথের ধূলির দ্বারা আপনি কিভাবে পবিত্র হতে পারেন এবং আপনার বক্ষের উপর যে শ্রীবৎস-চিহ্ন, তার দ্বারা আপনি কিভাবে মহিমান্বিত হতে পারেন? হে ভগবান! আপনি সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ। তাই তিনযুগে নিজেকে প্রকাশ করে আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী সমন্বিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন, আপনার শুদ্ধ সত্ত্বময় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রসন্নকারী অনুগ্রহের দ্বারা দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি রজ ও তমোগুণের উপাদানগুলিকে বিনাশ করেন। হে প্রভু!

ছিল এবং অত্যন্ত সুন্দর মেখলা বেষ্টিত কটিদেশের দ্বারা তারা যেন সূর্যকে আচ্ছাদিত করেছিল। প্রজাদের স্রষ্টা প্রজাপতি কশ্যপ তাঁর যমজ পুত্রদের মধ্যে যার প্রথমে জন্ম হয়েছিল, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যাক্ষ এবং দিতি প্রথমে যাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপু। জ্যেষ্ঠ পুত্র হিরণ্যকশিপুর ত্রিভুবনে কারোর কাছে মৃত্যুর ভয় ছিল না, কেননা সে ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল। সেই বরের প্রভাবে সে অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ছিল এবং ত্রিভুবনকে আয়ত্ত করতে সে সক্ষম হয়েছিল। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তার কার্যকলাপের দ্বারা সর্বদাই সন্তুষ্ট করতে প্রস্তুত ছিল। হিরণ্যকশিপুর প্রীতি-সাধনের জন্য হিরণ্যাক্ষ সংগ্রাম করার বাসনায় কাঁধে গদা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করত।"

"হিরণ্যাক্ষের ক্রোধ ছিল দুঃসহ। তার পায়ে ছিল শব্দায়মান স্বর্ণের নূপুর, সে বৈজয়ন্তী মালার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং তার এক স্কন্ধদেশে ছিল একটি বিশাল গদা। তার মানসিক ও দৈহিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্মার বরে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছিল। কারও হাতে তার নিহত হওয়ার ভয় ছিল না এবং তার গতি রোধ করার ক্ষমতাও কারোর ছিল না। তাই তার দর্শন মাত্রই গরুড়কে দেখে সাপেরা যেভাবে পলায়ন করে, দেবতারাও সেইভাবে ভয়ে ভীত হয়ে লুকিয়েছিলেন। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা, যাঁরা পূর্বে তাঁদের শক্তির গর্বে প্রমত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের দেখতে না পেয়ে এবং তাঁরা যে তার তেজবলে ভীত হয়ে পলায়ন করেছেন, তা বুঝতে পেরে, সেই দৈত্যরাজ ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগল। স্বর্গ থেকে ফিরে এসে, সেই বলবান দৈত্য ভয়ঙ্কর গর্জনশীল গভীর সমুদ্রে ক্রীড়া করার মানসে মত্ত মাতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়েছিল। সে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হলে, বরুণের সৈন্য-স্বরূপ জল-জন্তুসমূহ ভয়াতুর হয়ে অতি দূরে পলায়ন করেছিল। এইভাবে, আঘাত না করেই হিরণ্যাক্ষ তার তেজ প্রদর্শন করেছিল। বহু বহু বছর ধরে সমুদ্রে বিচরণ করে, মহা বলবান হিরণ্যাক্ষ তার লৌহ-নির্মিত গদার দ্বারা বায়ু বিক্ষুব্ধ বিশাল তরঙ্গমালাকে বার বার আঘাত করেছিল এবং তার পর সে বরুণের রাজধানী বিভাবরীতে গিয়ে পৌঁছাল। অসুরদের বাসস্থান পাতাল-লোকের পালক এবং জল-জন্তুদের প্রভু বরুণের গৃহ হচ্ছে বিভাবরী। সেখানে হিরণ্যাক্ষ বরুণদেবের কাছে গিয়ে নীচবৎ প্রণিপাত করার পরে, তাঁকে উপহাস করে স্মিত হাস্য সহকারে বলেছিল, 'হে অধিরাজ! আমাকে যুদ্ধ দান করুন। আপনি একজন মহা যশস্বী লোকপালাধিপতি। আপনি মানিক ও অহংকারী বীরদের দর্প হরণ করেছিলেন এবং এই জগতের সমস্ত দৈত্য ও দানবদের পরাভূত করেছিলেন। এক সময় আপনি ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।' এইভাবে অন্তহীন মদমত্ত শত্রু কর্তৃক উপহসিত হয়ে, পূজ্য জলাধিপতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর যুক্তির দ্বারা সেই সমুত্থিত ক্রোধকে সংবরণ করে উত্তর দিয়েছিলেন—'হে দৈত্যরাজ! অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার ফলে, আমরা এখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছি। আপনি যুদ্ধে এত নিপুণ যে, আদি পুরুষ বিষ্ণু ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি না যিনি আপনাকে যুদ্ধে সন্তুষ্টি-বিধান করতে সমর্থ। তাই, হে অসুররাজ, এমন কি আপনার মতো বীরেরাও যাঁর স্তব করেন, তাঁর কাছেই আপনি গমন করুন।'"

বরুণদেব বলতে লাগলেন—"তাঁর কাছে পৌঁছালে আপনি অতি শীঘ্রই নষ্ট-দর্প হয়ে কুকুরদের দ্বারা পরিবৃত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে চির নিদ্রায় শায়িত হবেন। আপনার মতো দুষ্ট ব্যক্তিদের বিনাশ করার জন্য এবং সাধুদের অনুগ্রহ করার জন্য তিনি বরাহ আদি বিবিধ রূপ ধারণ করেন।"

* * *

অষ্টাদশ অধ্যায়

বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের যুদ্ধ

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"গর্বোদ্ধত এবং অহংকারী দৈত্যটি বরুণের সেই বাক্য বিশেষ গ্রাহ্য করল না। হে প্রিয় বিদুর, সে নারদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অবস্থান অবগত হয়ে, দ্রুত বেগে রসাতলে প্রবেশ করেছিল। সে তখন সেখানে সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরকে তাঁর বরাহরূপে তাঁর দন্তাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করতে দেখেছিল। তিনি তাঁর আরক্ত নেত্রের দ্বারা সেই দৈত্যের তেজোরাশি হরণ করেছিলেন। সেই দৈত্য তখন উপহাস করে বলেছিল—'ও, এইটি একটি উভচর জন্তু!'"

ভগবানকে সম্বোধন করে সেই দৈত্য বলল—"হে শূকর-রূপধারী দেবশ্রেষ্ঠ! আমার কথা শোন্। রসাতলবাসী আমাদেরকে এই পৃথিবী প্রদান করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা আহত না হয়ে, আমার উপস্থিতিতে তুই তা নিয়ে যেতে পারবি না। রে দুষ্ট! আমাদের হত্যা করার জন্য তুই আমাদের শত্রুদের দ্বারা পুষ্ট হয়েছিস এবং অদৃশ্য থেকে তুই কয়েকজন দৈত্যদের বধও করেছিস। রে মূর্খ! তোর শক্তি কেবল যোগমায়া, তাই আজ তোকে হত্যা করে, আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের শোক দূর করব। আমার হস্ত নিক্ষিপ্ত গদার দ্বারা তোর মস্তক যখন চূর্ণ হবে এবং তোর মৃত্যু হবে, তখন দেবতা এবং ঋষিরা যারা ভক্তি সহকারে তোকে বলিরূপ নৈবেদ্য নিবেদন করে, তারাও সমূলে উৎপাটিত বৃক্ষের মতো আপনা থেকেই বিনষ্ট হবে।"

"ভগবান যদিও সেই অসুরের কটু বাক্যবাণ অস্ত্রের দ্বারা ব্যথিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সেই বেদনা সহ্য করেছিলেন। তাঁর দন্তাগ্রে অবস্থিত পৃথিবীকে ভীত দেখে, তিনি জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন, ঠিক যেমন কুমিরের দ্বারা আহত হস্তী তার হস্তিনী সহ নির্গত হয়। ভগবান যখন জল থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন হিরণ্যাক্ষ, যার মাথার চুল ছিল স্বর্ণাভ এবং যার দাঁত ছিল ভয়ঙ্কর, সে ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, ঠিক যেমন কুমির হস্তীকে অনুসরণ করে। বজ্রের মতো গর্জন করে সে বলেছিল—যুদ্ধে আহ্বানকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে এইভাবে পালিয়ে যেতে তোর লজ্জা করে না? নির্লজ্জ প্রাণীর পক্ষে কোন কিছুই নিন্দনীয় নয়। ভগবান পৃথিবীকে জলের উপর তাঁর গোচরীভূত স্থানে সংস্থাপন করে, তাতে তাঁর আধার শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, যাতে সেইটি জলে ভেসে থাকতে পারে। তাঁর শত্রু যখন সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছিল, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি করেছিলেন এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁর উপর পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলেন। সেই দৈত্যটি, যার দেহ বহু মূল্যবান অলঙ্কার, কঙ্কন এবং সুন্দর স্বর্ণময় বর্মে সজ্জিত ছিল, এক বিশাল গদা নিয়ে ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিল। ভগবান তার মর্মভেদী কটূক্তি সহ্য করেছিলেন, কিন্তু তাকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"আমরা যথার্থই বনবাসী প্রাণী এবং আমরা তোর মতো কুকুরদের শিকারের অন্বেষণ করছি। যাঁরা মৃত্যু-পাশ থেকে মুক্ত, তাঁরা তোর অর্থহীন প্রলাপকে গ্রাহ্য করেন না, কেননা তুই মৃত্যুর নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। আমরা অবশ্যই রসাতলবাসীদের অধিকৃত ধন হরণ করে লজ্জাহীন হয়েছি। তোর শক্তিশালী গদার দ্বারা আহত হওয়া সত্ত্বেও, আমি কিছুক্ষণ এই জলে থাকব, কেননা তোর মতো শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে বিরোধ উৎপন্ন করে, আমার এখন যাওয়ার কোথাও স্থান থাকবে না। তুই বহু পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি এবং এখন তুই আমাদের পরাভূত করার জন্য শীঘ্রই প্রচেষ্টা করতে পারিস। তোর মূর্খ বাক্যালাপ পরিত্যাগ করে এবং আমাদের হত্যা করে, তোর আত্মীয়-স্বজনদের অশ্রু মোচন করার চেষ্টা কর। যে গর্বোদ্ধত ব্যক্তি নিজের প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখতে পারে না, সে সভায় বসার অযোগ্য।"

শয়ন করেছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকার্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে না দেখে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়েছিলেন এবং ক্রোধবশত তিনি তখন তাঁর সেই শরীরও পরিত্যাগ করেছিলেন। হে প্রিয় বিদুর! ব্রহ্মার সেই শরীরের কেশ চ্যুত হয়ে সর্পে রূপান্তরিত হল এবং হস্ত-পদাদি সঙ্কুচিত হয়ে সেই দেহ যখন সর্পিল গতিতে গমন করছিল, তখন বিকৃত ফণা-বিশিষ্ট অত্যন্ত হিংস্র নাগদের সৃষ্টি হয়েছিল। এক দিন প্রথম সৃষ্ট জীব স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করে, তাঁর মনের দ্বারা সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধনকারী মনুদের সৃষ্টি করেছিলেন। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা মনুদের তাঁর দিব্য রূপ দান করেছিলেন। মনুদের দর্শন করে, দেবতা গন্ধর্ব আদি পূর্বে যাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন—হে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনি যা সৃষ্টি করেছেন তা অতি উত্তম। যেহেতু এই কর্মসমূহ মনুষ্য-জীবনে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই আমরা সকলে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে সক্ষম হব। তপস্যা, উপাসনা, ধ্যান এবং ভক্তিযুক্ত সমাধির দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করে, স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর প্রিয় পুত্ররূপে ঋষিদের সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে তাঁর দেহের এক একটি অংশ দান করেছিলেন, যা গভীর ধ্যান, মনের সমাধি, অলৌকিক শক্তি, তপশ্চর্যা, ভক্তি এবং বৈরাগ্যযুক্ত ছিল।"

একবিংশতি অধ্যায়

মনু-কর্দম সংবাদ

বিদুর বললেন, "হে পূজ্য ঋষি, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ অত্যন্ত সম্মানযুক্ত। এই বংশে মিথুন-ধর্মের দ্বারা যেভাবে প্রজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, দয়া করে তা বর্ণনা করুন। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই মহান পুত্র—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সপ্ত-দ্বীপবতী পৃথিবীকে পালন করেছিলেন। হে পবিত্র ব্রাহ্মণ! হে নিষ্পাপ! আপনি দেবহূতি নামক তাঁর কন্যার বিবাহ বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন প্রজাপতি কর্দমের পত্নী। সেই মহা যোগী যোগের অষ্ট সিদ্ধি সমন্বিত রাজকন্যার মাধ্যমে কত সন্তান উৎপাদন করেছিলেন? অনুগ্রহপূর্বক আমাকে দয়া করে আপনি তা বলুন। হে পবিত্র ঋষি! কৃপা করে আমাকে বলুন ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ এবং রুচি স্বায়ম্ভুব মনুর অন্য দুই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়ে কিভাবে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন?"

মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিয়েছিলেন—"প্রজা সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, পরম পূজ্য কর্দম মুনি দশ হাজার বছর ধরে সরস্বতী নদীর তীরে তপস্যা করেছিলেন। মহর্ষি কর্দম সমাধিস্থ হয়ে ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে সেই তপশ্চর্যা অনুশীলন করার সময়, শরণাগতদের সমস্ত বর আশু প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। তখন সত্য যুগে, পদ্মলোচন পরমেশ্বর ভগবান কর্দম মুনির প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ দেখিয়েছিলেন, যা কেবল বেদের মাধ্যমেই জানা যায়। কর্দম মুনি জড় কলুষ-রহিত, সূর্যের মতো উজ্জ্বল শ্বেত পদ্ম এবং কুমুদ মালায় বিভূষিত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করেছিলেন। ভগবানের পরনে ছিল নির্মল পীত বসন এবং তাঁর পদ্ম-সদৃশ সুন্দর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কাল কেশদামের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তিনি কিরীট এবং কর্ণ-কুণ্ডলে শোভিত, তাঁর তিন হাতে শঙ্খ, চক্র এবং গদা বিরাজমান এবং চতুর্থ হস্তে শ্বেত উৎপলরূপ ক্রীড়নক শোভমান। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি সমস্ত ভক্তের হৃদয় হরণ করে। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ মণি এবং তিনি গরুড়ের স্কন্ধে তাঁর চরণদ্বয় স্থাপন করে আকাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। কর্দম মুনি যখন সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর দিব্য মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মস্তক অবনত করে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়ে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ ছিল এবং তিনি কৃতাঞ্জলিপূর্বক ভগবানের স্তব করে তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন।"

মহর্ষি কর্দম বললেন—"হে পরম আরাধ্য ভগবান। সমস্ত ভক্তিযোগের উৎস, আপনাকে দর্শন করে আমার চক্ষুদ্বয় আজ পূর্ণরূপে সার্থক হল। মহান যোগীরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে আপনার চিন্ময় রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করেন। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আদর্শ তরণি। মায়ার প্রভাবে যাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, কেবল তারাই নারকীদেরও প্রাপ্য অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সেই পাদপদ্মের আরাধনা করে। কিন্তু, হে প্রভু! আপনি এতই দয়াময় যে, এমন কি তাদের প্রতিও কৃপা বর্ষণ করেন। তাই কামধেনুর মতো যে আমার সমস্ত কাম-বাসনা পূর্ণ করবে, সেই রকম আমারই মতো স্বভাব-বিশিষ্ট কন্যাকে বিবাহ করার বাসনায় আমিও আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছি, কেননা আপনি কল্পবৃক্ষ-সদৃশ।"

"হে ভগবান। আপনি সমস্ত জীবাত্মাদের প্রভু এবং নেতা। আপনার পরিচালনায় সমস্ত বদ্ধ জীবেরা রজ্জুবদ্ধের মতো নিরন্তর তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় যুক্ত। হে ধর্ম-মূর্তে! তাদের অনুসরণ করে, আমিও শাশ্বত কালরূপী আপনাকে পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করছি। কিন্তু, যাঁরা বাঁধাধরা জড়-জাগতিক বিষয়কে এবং এই সকল বিষয়ের পশুতুল্য অনুগামীদের পরিত্যাগ করেছে এবং পরস্পরের সঙ্গে আপনার গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মাদকতা সৃষ্টিকারী অমৃত আস্বাদন করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই জড় দেহের মৌলিক আবশ্যকতাগুলি থেকে মুক্ত হতে পারেন। আপনার তিন নাভি-সমন্বিত চক্র অক্ষয় ব্রহ্মের অক্ষদণ্ডের উপর আবর্তিত হচ্ছে। তার তেরটি দণ্ড (অর), তিন শত ষাটটি পর্ব, ছয়টি পরিধি এবং তাতে অসংখ্য পত্র খচিত রয়েছে। যদিও তার আবর্তন সমগ্র সৃষ্টির আয়ু হরণ করছে, কিন্তু প্রচণ্ড বেগে ধাবিত এই চক্র ভগবদ্ভক্তের আয়ু স্পর্শ করতে পারে না।"

"হে ভগবান! আপনি একলাই ব্রহ্মাণ্ডসমূহ সৃষ্টি করেন। হে পরমেশ্বর! এই জগৎ সৃষ্টি করার বাসনায়, আপনার অন্তরঙ্গা তথা দ্বিতীয়া শক্তি, যোগমায়ার অধীনস্থ শক্তির দ্বারা আপনি তাদের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং পুনরায় বিনাশ করেন, ঠিক যেমন একটি ঊর্ণনাভ তার শক্তির দ্বারা জাল বোনে এবং পুনরায় তা গ্রাস করে। হে ভগবান। আপনার ইচ্ছা না থাকলেও, কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য আপনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদান-সমন্বিত এই জগৎ সৃষ্টি করেন। আপনার অহৈতুকী কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হোক। কেননা তুলসী পত্রের মালায় শোভিত আপনার শাশ্বত রূপে আপনি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছেন। আমি নিরন্তর শরণ গ্রহণের যোগ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কেননা আপনি নগণ্য ব্যক্তিদের উপরও সর্বদা আপনার আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। আপনার মায়া শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ বিস্তার করেছেন, যাতে সমস্ত জীব আপনাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সকাম কর্ম থেকে বিরত হতে পারে।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"সেই বাক্যের দ্বারা ঐকান্তিকভাবে সন্তুষ্ট হয়ে, গরুড়ের স্কন্ধে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিরাজমান শ্রীবিষ্ণু অমৃত মধুর বাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন। স্নেহপূর্ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে ঋষির প্রতি দৃষ্টিপাত করার সময়, গভীর স্নেহে তাঁর ভ্রূযুগল সঞ্চালিত হয়েছিল।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যে জন্য তুমি মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা আমার আরাধনা করেছ, তোমার সেই মনোভাব অবগত হয়ে, আমি পূর্বেই তার ব্যবস্থা করেছি। হে জীবাধ্যক্ষ ঋষি! যারা আমার আরাধনার দ্বারা ভক্তি সহকারে আমার সেবা করে, বিশেষ করে তোমার মতো ব্যক্তিরা, যারা তাদের সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করেছে, তাদের নিরাশ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্রহ্মার পুত্র সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনু, যিনি তাঁর ধর্ম আচরণের

জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত, তিনি ব্রহ্মাবর্তে অবস্থান করে, সপ্ত সাগর-সমন্বিত এই পৃথিবী শাসন করছেন। হে ব্রাহ্মণ! ধর্ম অনুষ্ঠানে সুদক্ষ, সেই বিখ্যাত সম্রাট তাঁর পত্নী শতরূপা সহ তোমাকে দর্শন করার জন্য পরশু দিন এখানে আসবে। তার এক বয়ঃপ্রাপ্তা, সুন্দর স্বভাব এবং সৎ গুণাবলী সমন্বিত কৃষ্ণ-নয়না কন্যা রয়েছে। সে তার উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছে। হে মহোদয়! তার পিতা-মাতা সর্বতোভাবে তার যোগ্য প্রার্থী তোমার হাতে তাদের কন্যাকে তোমার পত্নীরূপে অর্পণ করার জন্য তোমাকে দর্শন করতে আসবে। হে পবিত্র ঋষি! তুমি এত বছর ধরে যার কথা তোমার হৃদয়ে চিন্তা করেছ, সেই রাজকুমারী ঠিক সেই রকমই হবে। অচিরেই সে তোমার হবে এবং পূর্ণ তৃপ্তি সম্পাদনপূর্বক তোমার সেবা করবে। তোমার বীর্য ধারণ করে সে নয়টি কন্যা প্রসব করবে এবং তোমরা সেই কন্যাদের মাধ্যমে ঋষিরা সন্তান উৎপাদন করবেন। আমার আদেশ যথাযথভাবে পালন করার ফলে তুমি নির্মল হৃদয়-সম্পন্ন হয়ে, তোমার সমস্ত কর্মের ফল আমাকে সমর্পণ করে, তুমি অবশেষে আমাকে প্রাপ্ত হবে। সমস্ত জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তুমি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবে। সকলকে অভয় প্রদান করে, তুমি নিজেকে এবং সমগ্র জগৎকে আমার মধ্যে দর্শন করবে এবং আমাকেও তোমার মধ্যে দেখতে পাবে। হে মহর্ষি! তোমার পত্নী দেবহূতির গর্ভে তোমার নয় কন্যা সহ আমি আমার অংশ-কলা প্রকাশ করব এবং দেবহূতিকে সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করব।"

মৈত্রেয় ঋষি বলতে লাগলেন—"এইভাবে কর্দম মুনিকে উপদেশ দিয়ে, কেবল কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ব্যক্তির নয়ন-গোচর পরমেশ্বর ভগবান সরস্বতী নদী বেষ্টিত বিন্দু সরোবর থেকে অন্তর্হিত হলেন। কর্দম ঋষি দেখতে লাগলেন, মহান মুক্ত পুরুষেরাও যে-পথের প্রশংসা করেন, সেই বৈকুণ্ঠ মার্গে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে শ্রবণ করলেন, ভগবানের বাহন গরুড় যখন তাঁকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পক্ষ সঞ্চালনের ফলে সামবেদের মন্ত্রসমূহ স্পন্দিত হচ্ছিল। তার পর, ভগবানের অন্তর্ধানের পর, পূজনীয় কর্দম মুনি বিন্দু-সরোবরের তীরে, ভগবান যে-কথা বলেছিলেন তার প্রতীক্ষা করে অবস্থান করেছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর ভার্যা সহ স্বর্ণাভরণ মণ্ডিত রথে আরোহণ করেছিলেন। তার পর, তাঁর কন্যাকে তাঁর উপর সংস্থাপন করে, পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেছিলেন।"

"হে বিদুর! ভগবান কর্তৃক পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনে ঋষির তপশ্চর্যা ব্রত সম্পূর্ণ হলে, তাঁরা তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই পবিত্র বিন্দুসরোবর সরস্বতী নদীর জলের দ্বারা পরিপ্লুত ছিল এবং তা মহর্ষিগণ কর্তৃক সেবিত ছিল। তার পবিত্র জল কেবল মঙ্গলপ্রদই ছিল না, তা ছিল অমৃতের মতো মধুর। সেই সরোবরের নাম ছিল বিন্দুসরোবর, কেননা শরণাগত ঋষির প্রতি গভীর করুণায় অভিভূত হওয়ার ফলে, ভগবানের নেত্র থেকে সেখানে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়েছিল। সেই সরোবরের তট পবিত্র বৃক্ষরাজি ও লতার দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং সমস্ত ঋতুর ফল ও ফুলের দ্বারা সেইগুলি সমৃদ্ধ ছিল। তা বিবিধভাবে বৃক্ষলতা পবিত্র পশু-পাখিদের আশ্রয় দান করেছিল। তা বন্য বৃক্ষরাজির কুঞ্জের শোভার দ্বারা বিভূষিত ছিল। সেই স্থান আনন্দে বিহ্বল পক্ষীদের কূজনে প্রতিধ্বনিত হত। মদমত্ত ভ্রমরেরা সেখানে আনন্দে বিচরণ করতো, উন্মত্ত ময়ূরেরা গর্বভরে নৃত্য করতো এবং আনন্দোচ্ছল কোকিলেরা পরস্পরকে আহ্বান করতো। বিন্দু সরোবর কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, আসন, কুন্দ, মন্দার, কুটজ আদি পুষ্পে ভরা বৃক্ষ এবং তরুণ আম্র বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানকার বায়ু কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকোর প্রভৃতি পক্ষীদের মনোহর কূজনে নিনাদিত ছিল। বিন্দু সরোবরের তট হরিণ, বরাহ, শজারু, গবয়, হস্তী, গোপুচ্ছ বানর, সিংহ, মর্কট, নকুল, কস্তুরী মৃগ প্রভৃতি পশুগণ পরিবৃত ছিল। সেই পবিত্র স্থানে আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যা সহ প্রবিষ্ট হয়ে এবং ঋষির নিকট গিয়ে দেখলেন যে, পবিত্র অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে সেই ঋষি তাঁর আশ্রমে উপবিষ্ট রয়েছেন। যদিও তিনি দীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তবুও তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত জ্যোতির্ময় এবং তা ক্ষীণ হয়ে পড়েনি, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রতি তাঁর স্নেহযুক্ত কটাক্ষপাত করেছিলেন এবং তিনি ভগবানের চন্দ্র-সদৃশ সুমধুর কথামৃত পান করেছিলেন। সেই ঋষির

শরীর ছিল দীর্ঘ, নয়ন কমলদলের মতো বিস্তৃত, তাঁর মস্তকে জটাভার এবং পরনে চীর বসন। তাঁর সমীপবর্তী হয়ে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে অশোধিত মণির মতো মলিন দেখতে পেলেন। রাজাকে তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হতে দেখে এবং তাঁর সম্মুখে প্রণতি নিবেদন করতে দেখে, ঋষি তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে আশীর্বাদপূর্বক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ঋষির সম্মান গ্রহণ করে, রাজা মৌনীভাবে অবস্থানপূর্বক আসন গ্রহণ করেছিলেন। তখন কর্দম মুনি ভগবানের আদেশ স্মরণ করে, রাজার প্রীতি উৎপাদনপূর্বক সুমধুর বাক্যে বলতে লাগলেন—হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই সাধুদের সংরক্ষণ এবং অসাধুদের বিনাশের জন্য এইভাবে পর্যটন করছেন, কেননা আপনি ভগবান শ্রীহরির পালনকারী শক্তির মূর্ত প্রকাশ। আবশ্যকতা অনুসারে, আপনি সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, স্বর্গরাজ ইন্দ্র, বায়ু, যম, ধর্ম, বরুণ প্রভৃতির রূপ ধারণ করেন। আপনি ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেউ নন, তাই আপনাকে আমি সর্বতোভাবে নমস্কার করি। আপনি যদি রত্নরাজি বিভূষিত এই জয়শীল রথে আরোহণ করে, ধনুকের টঙ্কারের দ্বারা তাদের শঙ্কিত করে, ধর্ম-বিরোধী পাষণ্ডীদের ভয় উৎপাদন করে, আপনার বিশাল সেনাবাহিনীর পদ-প্রহারের দ্বারা ভূমণ্ডলকে কম্পিত করে সূর্যের মতো এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করতেন, তা হলে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপক সমস্ত ধর্মনীতিই দুর্বৃত্ত অসুরদের দ্বারা বিনষ্ট হত। আপনি যদি পৃথিবীর পরিস্থিতির চিন্তা ত্যাগ করেন, তা হলে অধর্মের বিস্তার হবে, কেননা তখন ধন-লোলুপ মানুষদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। তখন সেই সমস্ত দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করবে এবং এই বিশ্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, হে পরাক্রমশালী রাজা! কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন, তা বলুন, আমি সর্বান্তঃকরণে নিঃশর্তে তা সম্পাদন করব।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কর্দম মুনি ও দেবহূতির পরিণয়

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"সম্রাটের অশেষ গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মহিমা বর্ণনা করে, ঋষি মৌন হলেন এবং সম্রাট মনু নিজের প্রশংসা শ্রবণ করে, লজ্জিত হয়ে ঋষিকে বললেন। বেদরূপ ব্রহ্মা বৈদিক জ্ঞান বিস্তার করার জন্য তাঁর মুখ থেকে আপনার মতো ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা তপস্যা, জ্ঞান এবং যোগে যুক্ত এবং ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি পরাঙ্মুখ। ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য, সহস্রপাদ পরমেশ্বর তাঁর সহস্র বাহু থেকে আমাদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণদের বলা হয় তাঁর হৃদয় এবং ক্ষত্রিয়দের বলা হয় তাঁর বাহু। সেই জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় পরস্পরকে রক্ষা করার মাধ্যমে নিজেদেরও রক্ষা করেন, এবং পরমেশ্বর ভগবান, যিনি কার্য ও কারণস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও অব্যয়, প্রকৃত পক্ষে তিনিই পরস্পরের মাধ্যমে তাঁদেরকে রক্ষা করেন। আপনার দর্শনের ফলেই কেবল আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে, কেননা আপনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক প্রজাপালনে আগ্রহী রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনার দর্শন লাভ করেছি, কেননা যারা তাদের মনকে দমন করেনি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেনি, তাদের পক্ষে আপনার দর্শন লাভ করা দুষ্কর। এইটি আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি আপনার পবিত্র পদধূলি আমার মস্তক দ্বারা স্পর্শ করতে পেরেছি। আমার সৌভাগ্যের ফলে আমি আপনার উপদেশ লাভ করেছি এবং এইভাবে আপনি

আমার উপর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করেছেন। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে, আমি অলংকৃত কর্ণ-কুহরের দ্বারা আপনার বিশুদ্ধ বাণী শ্রবণ করতে পেরেছি।"

"হে মহর্ষি! কৃপাপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আপনি আমার বিনীত নিবেদন শ্রবণ করুন, কেননা আমার কন্যার প্রতি স্নেহবশত আমার মন ব্যাকুল হয়েছে। আমার এই কন্যাটি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগ্নী। সে বয়স, চরিত্র এবং সদ্গুণ-সমন্বিত উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছে। যে মুহূর্তে সে নারদ মুনির কাছ থেকে আপনার উন্নত চরিত্র, বিদ্যা, রূপ, বয়স ও গুণাবলীর কথা শ্রবণ করে, তখন থেকে সে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করবে বলে দৃঢ় সংকল্প করেছে। অতএব, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি একে গ্রহণ করুন, কেননা আমি শ্রদ্ধা সহকারে আপনার করে একে নিবেদন করছি। আমার এই কন্যা সর্বতোভাবে আপনার পত্নী হওয়ার উপযুক্ত এবং সে আপনার গৃহস্থ আশ্রমের সমস্ত কর্তব্য কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। যেহেতু বিষয়ের প্রতি বিরক্ত ব্যক্তিরও আপনা থেকে উপস্থিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, অতএব যে কামাসক্ত তার সম্বন্ধে আর কি বলার আছে। যে ব্যক্তি আপনা থেকে আগত কাম্য বস্তুকে অনাদর করে, পরে কৃপণের কাছে ভিক্ষা করে, তিনি মহা প্রতিষ্ঠাশালী হলেও তাঁর যশ নষ্ট হয় এবং অন্যদের অনাদর করার জন্য তাঁর সম্মানও বিনষ্ট হয়।"

স্বায়ম্ভুব মনু বললেন—"হে জ্ঞানবান! আমি শুনেছি যে, আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছেন। দয়া করে আপনি আমার দ্বারা অর্পিত এই কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, কেননা আপনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের ব্রত গ্রহণ করেননি।"

মহর্ষি উত্তর দিলেন, "আমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক, সেই কথা সত্য। আপনার কন্যাও অন্য কারও কাছে প্রতিশ্রুত নয় কিংবা বিবাহিত নয়। অতএব বৈদিক বিধি অনুসারে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার কন্যার বিবাহের বাসনা, যা বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত, তা পূর্ণ হোক। তিনি এতই সুন্দরী যে, তাঁর অঙ্গকান্তির দ্বারা তাঁর অলংকারের শোভা তিরস্কৃত হয়, সুতরাং কোন্ পুরুষ সমাদরপূর্বক তাঁর পাণিগ্রহণ না করবে? আমি শুনেছি যে, আপনার কন্যা যখন প্রাসাদের ছাদের উপর কন্দুক নিয়ে খেলা করছিল, তখন তাঁর পায়ের নূপুরের শব্দে তাঁর সৌন্দর্য আরও অধিক শোভাযুক্ত হয়েছিল এবং কন্দুকের প্রতি নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি চঞ্চল হয়েছিল, তখন বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব তাঁকে দর্শন করে, মোহবশত বিমূঢ় চিত্ত হয়ে তাঁর বিমান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। রমণীকুলের ভূষণ-স্বরূপ, স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা এবং উত্তানপাদের ভগিনী এই কন্যাটিকে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাদরে গ্রহণ করবে না? যারা লক্ষ্মীদেবীর চরণ-কমলের সেবা করেনি, তারা এঁকে দর্শন পর্যন্ত করতে পারে না, অথচ ইনি স্বেচ্ছায় আমাকে পতিরূপে বরণ করার জন্য এখানে এসেছেন। অতএব এই সাধ্বী কন্যাকে আমি একটি শর্তে পত্নীরূপে গ্রহণ করব—যতদিন পর্যন্ত না তিনি আমার বীর্য ধারণ করেন, ততদিন পর্যন্ত আমি তাঁর অঙ্গনা করব এবং তার পর পরমহংসের ভাগবত-ধর্মের স্বেচ্ছায় অবলম্বন করেন, আমি সেই জীবন গ্রহণ করব। সেই শত্রু ভগবান শ্রীবিষ্ণু বর্ণনা করেছিলেন এবং তা হিংসা-রহিত। যাঁর থেকে এই বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, যিনি তা পালন করছেন এবং অন্তে যাঁর মধ্যে তা লীন হয়ে যাবে, সেই অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান আমার পরম প্রভু। তিনি এই জগতে জীবেদের জন্মদানকারী প্রজাপতিদেরও উৎস।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"হে মহান যোদ্ধা বিদুর! মহর্ষি কর্দম কেবল এই পর্যন্ত বললেন এবং তাঁর আরাধ্য অরবিন্দনাভ ভগবান বিষ্ণুর চিন্তা করে মৌন হলেন। তাঁর স্মিত হাস্যের দ্বারা শোভিত মুখমণ্ডল তখন দেবহূতির মন হরণ করেছিল এবং তিনি তখন সেই মহর্ষির ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন। সম্রাট তাঁর মহিষী এবং তাঁর কন্যার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হয়ে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বহু গুণান্বিত সেই মুনিকে তাঁর উপযুক্ত কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। সম্রাজ্ঞী শতরূপা প্রীতিভরে বহুমূল্য অলংকার, বসন এবং গৃহের বিবিধ উপকরণ যৌতুক-স্বরূপ দম্পতিকে প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন তখন বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিত হয়েছিল এবং তখন তিনি স্নেহভরে তাঁর দুই বাহুর দ্বারা তাঁর কন্যাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। কন্যার বিরহ সহ্য করতে না পেরে, সম্রাট "হে মাত! হে বৎসে!" এইভাবে সম্বোধন করতে করতে অশ্রুজলে তাঁর কন্যার মস্তক সিক্ত করেছিলেন। মহর্ষির অনুমতি নিয়ে সম্রাট তাঁর পত্নী সহ রথে আরোহণ করে, তাঁর অনুগামীগণ সহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তিনি ঋষিদের হিতসাধিনী সরস্বতী নদীর উভয় তটে প্রশান্ত ঋষিদের আশ্রমের শোভা-সম্পদ দেখতে পেলেন। তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, ব্রহ্মাবর্ত থেকে তাঁর প্রজারা তাঁদের প্রভুকে স্বাগত জানাবার জন্য সংগীত, বাদ্য এবং স্তুতি সহকারে এগিয়ে এসেছিলেন। সর্ব সম্পদ-সমন্বিত বর্হিষ্মতী নগরী এই নাম প্রাপ্ত হয়েছিল কেননা ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন বরাহরূপে প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়। তিনি যখন দেহ কম্পন করেছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়ে, চির হরিৎ কুশ এবং কাশ ঘাসে রূপান্তরিত হয়, যার দ্বারা ঋষিরা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসুরদের পরাভূত করার পর শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেছিলেন। যাঁর কৃপায় মনু এই ভূমণ্ডলের উপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন, কুশ এবং কাশ নির্মিত আসন বিছিয়ে তিনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। যে বর্হিষ্মতী নগরীতে মনু পূর্বে বাস করতেন, সেখানে আগমন করে তিনি ত্রিতাপ দুঃখ-নাশক প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী এবং প্রজাগণ সহ জীবন উপভোগ করেছিলেন এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, তিনি তাঁর বাসনাসমূহ পূর্ণ করেছিলেন। গন্ধর্ব সুরগায়কেরা তাঁর সৎ কীর্তিসমূহের গান করতেন এবং প্রতিদিন প্রত্যূষে, তিনি প্রেমাসক্ত চিত্তে ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রবণ করতেন।"

"স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন একজন রাজর্ষি। যদিও তিনি জড় সুখভোগে লিপ্ত ছিলেন, তবুও সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশে জড় সুখ উপভোগ করার জন্য তিনি নিকৃষ্টতম জীবনে অধঃপতিত হননি। তার ফলে, যদিও ধীরে ধীরে এক মন্বন্তর-ব্যাপী তাঁর দীর্ঘ আয়ু সমাপ্ত হতে এসেছিল, তবুও অনিত্যের জন্যও তার সময় অপচয় হয়নি, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের লীলা শ্রবণ, মনন, লেখন এবং কীর্তনে মগ্ন ছিলেন। তিনি সর্বদা বাসুদেবের কথা চিন্তা করে এবং বাসুদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে যুক্ত থেকে, তাঁর জীবন কাল একাত্তর চতুর্যুগ (৭১×৪৩,২০,০০০ বৎসর) অতিক্রম করেছিলেন। এইভাবে তিনি পতিত্রয় অতিক্রম করেছিলেন।"

"অতএব হে বিদুর! যাঁরা ভক্তিযোগে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের শারীরিক, মানসিক, দৈবিক এবং অন্যান্য মানুষ ও জীবদের দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ কিভাবে পীড়া দিতে পারে? ঋষিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে, সমস্ত জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে তিনি (স্বায়ম্ভুব মনু) সাধারণ মানুষের এবং বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের নানাবিধ পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি কীর্তনের যোগ্য আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, এখন তাঁর কন্যা দেবহূতির প্রভাবের বর্ণনা শ্রবণ কর।"

❧ ❧ ❧

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

দেবহূতির অনুতাপ

মৈত্রেয় বললেন—"তাঁর পিতা-মাতা প্রস্থান করলে, সাধ্বী দেবহূতি, যিনি তাঁর পতির মনোভাব বুঝতে পারতেন, নিরন্তর গভীর প্রীতি সহকারে তাঁর পতির সেবা করেছিলেন, ঠিক যেমন পার্বতী দেবী তাঁর পতি শিবের সেবা করেন। হে বিদুর! দেবহূতি অন্তরে এবং বাহিরে পবিত্র হয়ে, অন্তরঙ্গভাবে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, সংযত

দিয়ে, প্রীতি এবং মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছিলেন। অবিচলিতভাবে এবং উদ্যম সহকারে কার্য করে, সমস্ত কাম, দম্ভ, দ্বেষ, লোভ, পাপাচরণ এবং অহংকার পরিত্যাগ করে, তিনি তাঁর অত্যন্ত তেজস্বী পতির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। মনুর কন্যা, যিনি ছিলেন তাঁর পতির প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত, তিনি তাঁর পতিকে বিধাতার থেকেও বড় বলে মনে করতেন। তাই, তিনি তাঁর কাছ থেকে মহা আশীর্বাদ প্রত্যাশা করেছিলেন। দীর্ঘ কাল ব্রত আচরণপূর্বক তাঁর সেবা করার ফলে, তাঁর শরীর দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়েছিল। তাঁর সেই অবস্থা দেখে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ কর্দম ব্যথিত হয়েছিলেন এবং গভীর প্রেমে গদ্‌গদ স্বরে তাঁকে বলতে লাগলেন—হে স্বায়ম্ভুব মনুর সম্মাননীয় কন্যা! আজ আমি তোমার গভীর অনুরাগময়ী ভক্তি এবং প্রেমপূর্ণ সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। দেহধারীদের কাছে তাদের দেহ অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু তুমি সেই দেহকেও আমার জন্য ক্ষয় করতে দ্বিধাবোধ করনি দেখে, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। আমি স্বধর্মে রত থেকে তপস্যা, ধ্যান এবং কৃষ্ণভক্তির আচরণ করে, ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছি। তুমি যদিও ভয় এবং শোক-রহিত এই উপলব্ধিগুলি এখনও অনুভব করনি, তবুও সেইগুলি আমি তোমাকে দান করব, কেননা তুমি ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেছ। দেখ, আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি দেখতে পাবে সেইগুলি কত সুন্দর। ভগবানের কৃপা ব্যতীত অন্য উপভোগে কি ফল? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভ্রূকুটি সঞ্চালনে সমস্ত জড় বিষয় ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার পাতিব্রত্য ধর্মের প্রভাবে, তুমি দিব্য উপহারসমূহ প্রাপ্ত হয়েছ এবং এই সমস্ত দিব্য সম্পদ অতি সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণকারী এবং প্রাকৃত ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষেও দুর্লভ।"

"সর্ব প্রকার দিব্য জ্ঞানে অদ্বিতীয় তাঁর পতির বাণী শ্রবণ করে, অনঘা দেবহূতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল স্মিত হাস্য এবং ঈষৎ সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টিপাতের ফলে, অধিক সুন্দর হয়ে উঠেছিল এবং তিনি প্রণয় ও বিনয়-জনিত কম্পিত স্বরে বলতে লাগলেন—হে প্রিয় পতি! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি জানি যে, আপনি সর্ব সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং আপনি সমস্ত অব্যর্থ যোগ-শক্তির অধিকারী, কেননা আপনি যোগমায়ার আশ্রয়ে রয়েছেন। কিন্তু এক সময় আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমাদের দৈহিক মিলন সার্থক হবে, কেননা মহান পতি প্রাপ্ত হয়ে, সাধ্বী স্ত্রীর সন্তান লাভ করা একটি মস্ত বড় গুণ। হে প্রভু! আমি আপনার প্রতি কামার্ত হয়েছি। তাই দয়া করে আপনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা করুন, যাতে অনঙ্গ রতিস্পৃহা হেতু আমার কৃশ শরীর আপনার যোগ্য হতে পারে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত একটি গৃহের কথাও আপনি বিবেচনা করুন।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"হে বিদুর! তাঁর প্রিয় পত্নীর প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে, কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তি প্রয়োগ করে, তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা অনুসারে গমনশীল এক প্রাসাদ-সদৃশ বিমান সৃষ্টি করেছিলেন। সেইটি ছিল সব রকম রত্নে খচিত, মণি-মাণিক্যের স্তম্ভে শোভিত এবং সমস্ত বাসনা পূরণকারী এক আশ্চর্যজনক প্রাসাদ। সেইটি সব রকম আসবাবপত্র এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা কালক্রমে ক্রমশ বর্ধনশীল ছিল। সেই প্রাসাদটি সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং তা সর্ব ঋতুতে সুখদায়ক ছিল। তার চারদিকে পতাকা, পট্টিকা এবং বিভিন্ন বর্ণের শিল্পকলার দ্বারা সজ্জিত ছিল। তা সুন্দর পুষ্প-মালায় সুসজ্জিত ছিল, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মধুকরেরা গুঞ্জন করছিল এবং তা দুকূল, ক্ষৌম, কৌশেয় প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সেই প্রাসাদে উপর্যুপরি বিরচিত সাতটি তলায় স্থানে স্থানে শয্যা, পালঙ্ক, ব্যজন ও আসনাদির দ্বারা সুসজ্জিত থাকায়, তা অত্যন্ত মনোহর প্রতিভাত হয়েছিল। সেই প্রাসাদের দেওয়ালগুলি নানাবিধ শিল্প-কার্যের দ্বারা সুশোভিত থাকায়, তার শোভা আরও বর্ধিত হয়েছিল। সেই প্রাসাদের মেঝে ছিল মরকত মণির দ্বারা রচিত এবং সেখানে প্রবাল দ্বারা রচিত বেদিসমূহ বিরাজ করছিল। প্রবাল নির্মিত দ্বারদেশ এবং হীরক খচিত কপাট সমন্বিত হওয়ায়, সেই প্রাসাদ অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। ইন্দ্রনীল মণি রচিত প্রাসাদের চূড়ায়, স্বর্ণ-কুম্ভসমূহ মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছিল। হীরকময় দেওয়ালে শ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ মণিসমূহ খচিত থাকায়, মনে হচ্ছিল যেন তারা চক্ষুষ্মান। তা বিচিত্র চন্দ্রাতপের দ্বারা

সজ্জিত ছিল এবং তাতে বহুমূল্য সোনার তোরণ ছিল। সেই প্রাসাদে ইতস্তত বহু জীবন্ত হংস এবং পারাবত ছিল এবং বহু কৃত্রিম হংস ও পারাবতও ছিল, যেগুলিকে দেখতে এতই জীবন্ত বলে মনে হত যে, প্রকৃত জীবন্ত হংস ও পারাবতেরা বারবার সেইগুলিকে তাদেরই মতো জীবন্ত পক্ষী বলে মনে করে, তাদের উপর বারবার উড়ে বসতো এবং তার ফলে সেই প্রাসাদ পক্ষীর কলরবে মুখরিত ছিল। সেই প্রাসাদের ক্রীড়াস্থল, বিশ্রাম কক্ষ, শয়ন কক্ষ, প্রাঙ্গণ এবং বহিরাঙ্গন এমন আরামদায়কভাবে সজ্জিত ছিল যে, তা স্বয়ং কর্দম মুনিরও বিস্ময় উৎপাদন করেছিল।"

"কর্দম মুনি যখন দেখলেন যে, দেবহূতি অপ্রসন্ন চিত্তে সেই বিশাল, ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদটিকে দেখছেন, তখন তিনি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি সকলেরই হৃদয়ের ভাবনা জানতে সক্ষম ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন—হে প্রিয় দেবহূতি! তোমাকে অত্যন্ত ভীত বলে মনে হচ্ছে। তুমি অক্ষর ভগবান বিষ্ণুর সৃষ্ট এই বিন্দু সরোবরে স্নান কর, যা মানুষের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারে এবং তার পর এই বিমানে আরোহণ কর। কমল-নয়না দেবহূতি তাঁর পতির সেই বাক্য স্বীকার করেছিলেন। তাঁর বসন ছিল মলিন এবং তাঁর মাথার চুল ছিল জটাযুক্ত, তাই তাঁকে দেখতে খুব একটা আকর্ষণীয়া লাগছিল না। তাঁর দেহ ধূলি-পঙ্কের ঘন আস্তরণে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং তাঁর স্তনযুগল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই অবস্থাতেই সরস্বতীর পবিত্র জলে পূর্ণ সেই সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সরোবরের মধ্যে একটি গৃহে তিনি এক হাজার বালিকাকে দেখতে পেলেন, তারা সকলেই ছিলেন কিশোর বয়স্কা এবং পদ্মগন্ধা। তাঁকে দেখে সেই বালিকারা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন, "আমরা আপনার পরিচারিকা। দয়া করে আমাদের বলুন, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?" সেই বালিকারা দেবহূতির প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে, অতি মূল্যবান তৈলাদির দ্বারা তাঁর গাত্র মর্দন করিয়ে স্নান করিয়েছিল এবং তার পর তাঁর পরিধানের জন্য নতুন এবং সূক্ষ্ম নির্মল বস্ত্র দিয়েছিল। তার পর তারা তাঁকে শ্রেষ্ঠ এবং বহুমূল্য অলঙ্কার দ্বারা সাজিয়েছিল, যা উজ্জ্বল জ্যোতি বিকিরণ করছিল। তার পর তারা তাঁকে সর্ব গুণ-সমন্বিত উত্তম আহার্য এবং আসব নামক এক প্রকার মধুর পানীয় পান করিয়েছিল। তার পর তিনি আয়নায় তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করলেন। তাঁর দেহ সব রকম মল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিল এবং তিনি একটি মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল এক নির্মল বস্ত্র এবং তিনি শুভ তিলক চিহ্নের দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তাঁর পরিচারিকাদের দ্বারা তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবিত হচ্ছিলেন। মস্তক সহ তাঁর সারা শরীর সম্পূর্ণরূপে স্নাত হয়েছিল, তিনি সর্বাঙ্গে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর গলায় ছিল একটি পদকযুক্ত এক বিশেষ হার। তাঁর হাতে কঙ্কণ এবং পদযুগলে ঝঙ্কারময় স্বর্ণ-নূপুর শোভা পাচ্ছিল। তিনি তাঁর কটিদেশে বহু রত্ন-খচিত এক স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন এবং কণ্ঠদেশে এক বহুমূল্য মুক্তোর মালা ও নানাবিধ মঙ্গল দ্রব্য দিয়ে তাঁকে আরও বিভূষিত করা হয়েছিল। তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর দন্ত এবং মনোহর ভ্রূযুগলের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। তাঁর সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গযুক্ত নেত্র পদ্মকলির সৌন্দর্যকে পরাস্ত করেছিল। তাঁর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামে আবৃত ছিল। যখন তিনি ঋষিদের মধ্যে অগ্রগণ্য তাঁর পরম প্রিয় পতি কর্দম মুনিকে স্মরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর পরিচারিকাগণ সহ তৎক্ষণাৎ তাঁর সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর পতির সমক্ষে সহস্র পরিচারিকা পরিবৃতা হয়ে এবং তাঁর পতির যোগ-শক্তি দর্শন করে, তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।"

"কর্দম মুনি দেখলেন যে, দেবহূতি স্নান করে নির্মল হয়ে, এমন সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর পূর্বের পত্নী নন। তিনি তাঁর পূর্বের রাজকন্যার মতো সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর বসনে আবৃত তাঁর মনোহর স্তনযুগল শোভা পাচ্ছিল এবং এক হাজার বিদ্যাধরী তাঁর সেবা করার প্রতীক্ষা করছিল।"

"হে শত্রুজয়ী, পত্নীর প্রতি কর্দম মুনির অনুরাগ উত্তম বর্ধিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে সেই প্রাসাদোপম বিমানে আরোহণ করিয়েছিলেন। বিদ্যাধরীগণ কর্তৃক সেবিত প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি আসক্ত দৃষ্টিতে আসক্ত হলেও, কর্দম মুনির মহিমা লুপ্ত হয়নি, যা ছিল তাঁর আত্মসংযম। সেই প্রাসাদ-সদৃশ বিমানে কর্দম মুনি

আমার কোন সন্দেহ নেই। অতএব, আজই তুমি তোমার কন্যাদের স্বভাব এবং রুচি অনুসারে, শ্রেষ্ঠ ঋষিদের হাতে তাদের সম্প্রদান কর, তা হলে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তোমার যশোরাশি বিস্তৃত হবে। হে কর্দম! আমি জানি যে, আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে এখন অবতরণ করেছেন। তিনি জীবদের সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী এবং এখন তিনি কপিল মুনির রূপ ধারণ করেছেন। সুবর্ণ বর্ণ কেশ-সমন্বিত, কমল-নয়ন এবং পদ্ম চিহ্নযুক্ত পাদপদ্ম সমন্বিত কপিলদেব যোগের দ্বারা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা জাগতিক কর্মের বাসনা সমূলে বিনষ্ট করবেন।"

শ্রীব্রহ্মা তখন দেবহূতিকে বললেন—"হে মনুকন্যা! যিনি কৈটভাসুরকে বধ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি তোমার সমস্ত অবিদ্যা এবং সংশয়ের গ্রন্থি ছেদন করবেন। তার পর তিনি সারা পৃথিবীতে বিচরণ করবেন। তোমার পুত্র সমস্ত সিদ্ধ জীবাত্মাদের অধীশ্বর হবেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞান প্রদানে দক্ষ আচার্যদের দ্বারা অনুমোদিত হবেন এবং মানুষদের মধ্যে তিনি কপিল নামে বিখ্যাত হবেন। দেবহূতির পুত্র নামে তিনি তোমার যশ বৃদ্ধি করবেন।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"কর্দম মুনি এবং তাঁর পত্নী দেবহূতিকে এইভাবে বলে, ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা ব্রহ্মা, যিনি হংস নামেও পরিচিত, তিনি তাঁর বাহন হংসে চড়ে চার কুমার এবং নারদ সহ ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হে বিদুর, ব্রহ্মার প্রস্থানের পর, তাঁর নির্দেশ অনুসারে, কর্দম মুনি বিশ্বের প্রজা স্রষ্টা সেই নয়জন মহর্ষিদের তাঁর নয়টি কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। কর্দম মুনি মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্ত্যকে হবির্ভূ নামক কন্যা দান করেছিলেন। পুলহকে গতি, ক্রতুকে পতিব্রতা ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি এবং বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী নামক কন্যা সমর্পণ করেছিলেন। তিনি শান্তি-নাম্নী কন্যাকে অথর্বার নিকট সম্প্রদান করেছিলেন। এই শান্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভালভাবে সম্পাদিত হয়। এইভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বিবাহকার্য সম্পাদন করার পর, তিনি তাঁদের সস্ত্রীক লালন-পালন করতে লাগলেন। হে বিদুর! এইভাবে বিবাহিত হয়ে, ঋষিরা কর্দম মুনির থেকে বিদায় গ্রহণ করে, আনন্দিত অন্তরে তাঁদের নিজ-নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছেন জেনে, কর্দম মুনি নির্জনে তাঁর সমীপবর্তী হয়ে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে বলতে লাগলেন—'আহা, যে-সমস্ত দুর্দশাক্লিষ্ট জীবাত্মারা তাদের পাপ কর্মের ফলে, সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, দীর্ঘ কাল পরে ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। বহু জন্ম ধরে, বহু পরিপক্ব যোগীরা পূর্ণ সমাধিযোগে নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করেন। আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থদের অবহেলা গণ্য না করে, সেই পরমেশ্বর ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করার জন্যই আমাদের গৃহে প্রকট হয়েছেন। হে ভগবান, আপনি সর্বদাই আপনার ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করেন, তাই আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য এবং প্রকৃত জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দেওয়ার জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ভগবন্! যদিও আপনার কোন জড় রূপ নেই, তবুও আপনার অনন্ত রূপ রয়েছে। সেই সব কয়টি রূপই আপনার চিন্ময় বিগ্রহ, যা আপনার ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী সমস্ত মহর্ষিদের অভিবাদনের যোগ্য। আপনি ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, দিব্য যশ, জ্ঞান, বীর্য এবং শ্রী—এই ষড়বিধ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি। আমি কপিলরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যিনি স্বতন্ত্রভাবে শক্তিমান এবং দিব্য, যিনি পরম পুরুষ এবং মহত্তত্ত্ব ও মহাকাল, যিনি ত্রিগুণাত্মিকা বিশ্বের সর্বজ্ঞ পালনকর্তা এবং যিনি প্রলয়ের পর সমস্ত জড় জগৎকে আত্মসাৎ করে নেন। সমস্ত জীবের প্রভু আপনার কাছে আজ আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার রয়েছে। যেহেতু আপনি আমাকে আমার পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত করেছেন এবং আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছে, তাই আমি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে চাই। এই গৃহস্থ জীবন ত্যাগ

করে, শোক-রহিত হয়ে, আপনাকে সর্বদাই স্মরণ করে, আমি ইতস্তত বিচরণ করতে চাই।' "

পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব বললেন—"হে মুনে, সরাসরিভাবে অথবা শাস্ত্রে আমি যা কিছু বলি, তা জগতের সকলের কাছে সর্বতোভাবে প্রামাণিক। আমি পূর্বে আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার পুত্ররূপে আমি জন্ম গ্রহণ করব, তা সত্য প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমি অবতরণ করেছি। এই জগতে আমার আবির্ভাবের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংখ্য দর্শন বিশ্লেষণ করা, যা অনর্থপূর্ণ জড় বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী মুমুক্ষুদের দ্বারা অত্যন্ত সমাদৃত। আত্ম উপলব্ধির এই দুর্জ্ঞেয় পন্থা কালের প্রভাবে এখন লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই দর্শন মানব-সমাজে পুনরায় প্রবর্তন করার জন্য এবং বিশ্লেষণ করার জন্য, আমি কপিলরূপী এই দেহ ধারণ করেছি বলে জানবেন। এখন আমার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, আপনার সমস্ত কর্মফল আমাতে অর্পণ করে, আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন। অজেয় মৃত্যুকে জয় করে, অমৃতত্ব লাভের জন্য আপনি আমার ভজনা করুন। আপনি আপনার বুদ্ধির দ্বারা আপনার হৃদয়ে, সমস্ত জীবের অন্তরে স্বপ্রকাশ পরমাত্মারূপে বিরাজমান আমাকে সর্বদা দর্শন করবেন। তার ফলে আপনি শোক এবং ভয় থেকে মুক্ত নিত্য জীবন প্রাপ্ত হবেন। আমি আমার মাতাকেও পারমার্থিক জীবনের সার-স্বরূপ এই পরম জ্ঞান দর্শন করাব, যাতে তিনিও সমস্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম উপলব্ধি করতে পারেন এবং পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। তার ফলে তিনিও সমস্ত জড়-জাগতিক ভয় থেকে মুক্ত হতে পারবেন।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে তাঁর পুত্র কপিল কর্তৃক পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে, প্রজাপতি কর্দম মুনি তাঁকে পরিক্রমা করে, প্রসন্ন চিত্তে তৎক্ষণাৎ বনে গমন করেছিলেন। সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার জন্য এবং সর্বতোভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করার জন্য, কর্দম মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। নিঃসঙ্গ হয়ে, একজন সন্ন্যাসীরূপে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন, অগ্নি এবং আশ্রয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি তাঁর মনকে কার্য-কারণের অতীত, প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রকাশক, গুণাতীত এবং ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা অনুভূত পরমেশ্বর ভগবান পরব্রহ্মে স্থির করেছিলেন।"

"এইভাবে তিনি ক্রমশ অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং মমতাশূন্য হয়েছিলেন। অবিচলিত, সকলের প্রতি সমদর্শী এবং দ্বৈত ভাব-রহিত হয়ে, তিনি যথাযথভাবে আত্ম-দর্শন করেছিলেন। তাঁর মন অন্তর্মুখী হয়েছিল এবং তিনি তরঙ্গের দ্বারা অবিচলিত সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, সর্বান্তর্যামী সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত এবং সকলেই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, কেননা তিনিই হচ্ছেন সকলের পরমাত্মা। নির্গুণ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, সমস্ত দ্বেষ এবং ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়ে, সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে, কর্দম মুনি ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবদ্ভক্তির মহিমা

শ্রীশৌনক বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা কপিল মুনি রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত মানব-জাতির কল্যাণার্থে দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন। এমন কেউ নেই যিনি ভগবানের থেকে বেশি জানেন। তাঁর থেকে অধিক পূজনীয় অথবা তাঁর থেকে উত্তম যোগী কেউ নেই। তাই তিনিই হচ্ছেন বেদের প্রভু এবং সর্বদা তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করার ফলেই ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত তৃপ্তি সাধন হয়। তাই কৃপা করে বলুন আমায় পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপ এবং লীলাসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"পরম শক্তিমান ঋষি মৈত্রেয় ছিলেন ব্যাসদেবের সখা। দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে বিদুরের প্রশ্নে অনুপ্রাণিত এবং প্রসন্ন হয়ে মৈত্রেয় বলেছিলেন, কর্দম যখন বনে প্রস্থান করেছিলেন, তখন ভগবান কপিল তাঁর মাতা দেবহূতির প্রসন্নতা বিধানের জন্য বিন্দু-সরোবরের তীরে অবস্থান করেছিলেন। পরমতত্ত্বের চরম লক্ষ্যের মার্গ প্রদর্শক কপিলদেব যখন কর্মে নিরত হয়ে অবস্থান করছিলেন, তখন দেবহূতি ব্রহ্মার বাণী স্মরণ করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—হে প্রভো! আমি আমার অসৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-অভিলাষ থেকে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি, সেই অভিলাষ পূর্ণ করতে করতে আমি তমসাবৃত সংসার-কূপে পতিত হয়েছি। হে ভগবান! অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনিই আমার একমাত্র উপায়, কেননা আপনি হচ্ছেন আমার দিব্য নেত্র, যা আপনার কৃপার প্রভাবেই কেবল বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর আমি লাভ করেছি। আপনি পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সমস্ত জীবের আদি এবং অধীশ্বর। সমগ্র বিশ্বের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার জন্য, আপনি সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন। হে প্রভু! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার মহা মোহ দূর করুন। আমার অহঙ্কারের ফলে, আমি আপনার মায়ার দ্বারা বদ্ধ হয়েছি এবং আমার দেহকে আমি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আমার বলে মনে করছি। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, কেননা আপনিই একমাত্র শরণ্য। আপনি সেই কুঠার, যার দ্বারা সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা যায়। আমি তাই আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করছি, কেননা আপনি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার কাছে পুরুষ ও প্রকৃতি এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্বন্ধে জানতে চাই।"

মৈত্রেয় বললেন—"তাঁর মাতার অধ্যাত্ম উপলব্ধির নিষ্কলুষ বাসনা শ্রবণ করে, ভগবান তাঁকে সেই প্রশ্ন করার জন্য অন্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং ঈষৎ হাস্য সহকারে অধ্যাত্মবাদীদের মার্গ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—"যে যোগ-পদ্ধতি ভগবান এবং জীবের সম্পর্ক নির্ধারিত করে, যা জীবের চরম মঙ্গল সাধন করে এবং যা জড়-জাগতিক সমস্ত সুখ এবং দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করে, সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের পন্থা। হে পরম পবিত্র মাতা! আমি পূর্বকালে মহান ঋষিদের কাছে যে যোগ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছিলাম, সেই প্রাচীন যোগের পন্থা আমি এখন আপনার কাছে বলব। এইটি সর্বতোভাবে উপযোগী এবং ব্যবহারিক। যেই অবস্থায় জীবের চেতনা প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয় বদ্ধ জীবন। কিন্তু সেই চেতনা যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তিনি মুক্ত হন। মানুষ যখন 'আমি' এবং 'আমার' এই মিথ্যা পরিচিতি-প্রসূত কাম, লোভ ইত্যাদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হন, তখন তাঁর মন শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ অবস্থায় তিনি তথাকথিত জড় সুখ এবং দুঃখের অতীত হন। তখন জীবাত্মা অণু-সদৃশ হলেও নিজেকে জড় প্রকৃতির অতীত, জ্যোতির্ময়, অখণ্ডিতরূপে

দর্শন করতে পারে। আত্ম উপলব্ধির সেই অবস্থায়, মানুষ ভক্তিযুক্ত জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা সব কিছু যথাযথভাবে দর্শন করেন; তখন তিনি জড় বিষয়ের প্রতি উদাসীন হন এবং তাঁর উপর জড়া প্রকৃতির প্রভাব ক্ষীণতর হয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত না হলে, কোন প্রকার যোগীই আত্ম উপলব্ধিতে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না, কেননা সেইটি হচ্ছে একমাত্র মঙ্গলময় পন্থা। প্রতিটি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই ভালভাবে জানেন যে, জড় আসক্তি আত্মার সব চাইতে বড় বন্ধন। কিন্তু সেই আসক্তি যখন স্বরূপ-সিদ্ধ ভক্তদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তখন তার কাছে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহনশীল, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুহৃৎ। তাঁর কোন শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন এবং তিনি সমস্ত সদ্গুণের দ্বারা বিভূষিত। এই প্রকার সাধুরা একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের জন্য তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করেন। নিরন্তর আমার কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করে, সাধুরা কোন প্রকার জড়-জাগতিক তাপ অনুভব করেন না, কেননা তাঁরা সর্বদাই মদ্গত চিত্ত।"

"হে মাতঃ! হে সাধ্বি! এইগুলি সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত মহান ভক্তদের গুণাবলী। আপনার অবশ্য কর্তব্য এই প্রকার সাধুদের প্রতি আসক্ত হওয়ার চেষ্টা করা, কেননা তার ফলে জড় আসক্তি-জনিত সমস্ত দোষ নিবৃত্ত হয়। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপের আলোচনা হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি সম্পাদন করে এবং সন্তুষ্টি বিধান করে। এই প্রকার জ্ঞানের আলোচনার ফলে, ধীরে ধীরে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই ভাবে মুক্ত হওয়ার পর, যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। এইভাবে ভক্ত সঙ্গে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে, নিরন্তর ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ফলে, ইহলোকে এবং পরলোকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি বিরক্তির উদয় হয়। এই কৃষ্ণভক্তির পন্থা হচ্ছে সব চাইতে সহজ-সরল যোগ অনুশীলনের পন্থা; কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যথাযথভাবে যুক্ত হন, তিনি তখন তাঁর মনকে সংযত করতে সক্ষম হন। এইভাবে প্রকৃতির গুণের সেবায় যুক্ত না হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃত বিকশিত করে, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান লাভ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মনকে একাগ্র করে, যোগ অনুশীলনের দ্বারা সে এই জীবনেই আমার সঙ্গ লাভ করে, কেননা আমি হচ্ছি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান।"

ভগবানের এই বাণী শুনে, দেবহূতি জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি কি প্রকার ভক্তি বিকাশ করব এবং অভ্যাস করব, যার ফলে আমি অনায়াসে এবং শীঘ্রই আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা প্রাপ্ত হতে পারি। আপনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, যোগের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে জড়-জাগতিক অস্তিত্বের নিবৃত্তি সাধন করা। দয়া করে আপনি বলুন সেই যোগ কি প্রকার এবং কতভাবে সেই অলৌকিক যোগকে বোঝা যায়? হে আমার প্রিয় পুত্র কপিল! আমি একজন স্ত্রীলোক। আমার পক্ষে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন কেননা আমার বুদ্ধি অল্প। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে বিশ্লেষণ করেন, তা হলে অল্পবুদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আমি তা বুঝতে পারব এবং তার ফলে দিব্য সুখ অনুভব করতে পারব।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"তাঁর মাতার কথা শুনে, কপিলদেব তাঁর উদ্দেশ্য অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি তিনি কৃপাপরবশ হয়েছিলেন কেননা তাঁর দেহ থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি তাঁর কাছে সাংখ্য দর্শন বর্ণনা করেছিলেন, যা গুরুপরম্পরায় ভক্তি এবং যোগের সমন্বয়।"

কপিলদেব বললেন—"ইন্দ্রিয়সমূহ দেবতাদের প্রতীক এবং তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কার্য করা। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন দেবতাদের প্রতীক, তেমনই মন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মনের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে সেবা করা। সেই সেবার ভাব যখন কোন রকম উদ্দেশ্য ব্যতীত ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তা মুক্তির থেকেও অনেক অধিক শ্রেয়স্কর। ভক্তি জীবের সূক্ষ্ম দেহকে অতিরিক্ত প্রয়াস ব্যতীতই দগ্ধ করে ফেলে, ঠিক যেমন জঠরাগ্নি সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যকে জীর্ণ করে দেয়। যে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই

আমার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত, তিনি কখনও আমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান না। এই প্রকার ঐকান্তিক ভক্ত সর্বদাই আমার লীলাবিলাসের এবং কার্যকলাপের কীর্তন করেন। হে মাতঃ! আমার ভক্তেরা সর্বদাই উদীয়মান প্রভাতী সূর্যের মতো অরুণ লোচনযুক্ত আমার প্রসন্ন মুখমণ্ডল-সমন্বিত রূপ অবলোকন করেন। তাঁরা আমার সর্ব মঙ্গলময় বিভিন্ন রূপ দর্শন করতে চান এবং অনুকূলভাবে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চান। ভগবানের মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষক রূপ দর্শন করে এবং তাঁর অত্যন্ত মধুর বাণী শ্রবণ করে, শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের চেতনা হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন হয়। তার ফলে তাঁদের মুক্তি লাভের স্পৃহা না থাকলেও, তাঁরা আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, ভক্তেরা স্বর্গলোকের এমন কি সত্যলোকের সর্ব শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যও কামনা করেন না। তাঁরা যোগের অষ্ট-সিদ্ধিও কামনা করেন না, এমন কি তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে পর্যন্ত উন্নীত হতে চান না। কিন্তু সেইগুলি না চাইলেও, এই জীবনেই তাঁরা সমস্ত ভাগবতী সম্পদ ভোগ করেন।"

"হে মাতঃ! ভক্তেরা যে দিব্য ঐশ্বর্য লাভ করেন, তা কখনও নষ্ট হয় না, কোন রকম অস্ত্র এমন কি কালচক্রও সেই ঐশ্বর্য বিনষ্ট করতে পারে না। যেহেতু ভক্তেরা আমাকে তাঁদের সখা, আত্মীয়, পুত্র, গুরু, সুহৃৎ এবং ইষ্টদেবরূপে গ্রহণ করেন, তাই তাঁদের ঐশ্বর্য থেকে তাঁরা কখনও বঞ্চিত হন না। যাঁরা ইহলোকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পশু, গৃহ অথবা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তু, এমন কি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, অনন্য ভক্তি সহকারে সর্ব ব্যাপ্ত বিশ্বরূপ আমাকে আরাধনা করে, আমি তাঁদের সংসার-সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যাই। আমি ব্যতীত অন্য কারও শরণ গ্রহণ করার ফলে, কেউই জীবন জন্ম-মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেননা আমি হচ্ছি সর্ব শক্তিমান, সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস এবং সমস্ত আত্মার পরম আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান। আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য কিরণ বিতরণ করে, মেঘের রাজা ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে, অগ্নি দহন করে এবং মৃত্যু বিচরণ করে। যোগীগণ তাঁদের শাশ্বত লাভের জন্য দিব্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগে আমার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন এবং আমি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁরা নির্ভয়ে আমার ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই যাঁদের মন ভগবানের চরণে নিবেদিত হয়ে স্থির হয়েছে, তাঁরাই সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন। জীবনের চরম সিদ্ধি লাভের সেটিই একমাত্র উপায়।"

ষড়বিংশতি অধ্যায়

জড়া প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব

ভগবান কপিলদেব বললেন—"হে মাতঃ! এখন আমি পরমতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আপনার কাছে বর্ণনা করব, যা জানার ফলে যে কোন ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। আত্ম উপলব্ধির চরম পূর্ণতা হচ্ছে জ্ঞান। আমি সেই জ্ঞান আপনার কাছে বিশ্লেষণ করব, যার দ্বারা জড় জগতের প্রতি আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং তাঁর আদি নেই। তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং জড়-জাগতিক অস্তিত্বের অতীত। তিনি সর্বত্রই উপলব্ধ হন কেননা

তিনি স্বয়ং প্রকাশ এবং তাঁর স্বয়ং জ্যোতির দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির পালন হয়। পরমেশ্বর ভগবান, যিনি মহত্তত্ত্ব থেকেও মহীয়ান, তাঁর লীলারূপে সূক্ষ্ম জড়া প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন, যা ত্রিগুণাত্মিকা এবং শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত। জড়া প্রকৃতি তাঁর ত্রিগুণের দ্বারা বিচিত্ররূপে বিভক্ত হয়ে, জীবের রূপ সৃষ্টি করে এবং জীব তা দর্শন করে মায়ার জ্ঞান আবরণকারী রূপের দ্বারা মোহিত হয়। চিন্ময় জীব তার বিস্মরণের ফলে, জড়া প্রকৃতির প্রভাবকে তার কর্মক্ষেত্র বলে মনে করে এবং এইভাবে প্রভাবিত হয়ে, সে ভ্রান্তিবশত নিজেকে তার কর্মের কর্তা বলে মনে করে। জড় চেতনাই বদ্ধ জীবনের কারণ, যে পরিস্থিতিতে জড়া প্রকৃতি জীবের উপর বিভিন্ন অবস্থা বলপূর্বক প্রয়োগ করে। জীবাত্মা যদিও কিছুই করে না এবং সে এই প্রকার কার্যকলাপের অতীত, তবুও সে বদ্ধ জীবনের দ্বারা এইভাবে প্রভাবিত হয়। বদ্ধ জীবের জড় শরীর, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তা জানেন। জড়া প্রকৃতির অতীত যে জীব, তার সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি স্বয়ং আত্মার দ্বারাই উৎপন্ন হয়।"

দেবহূতি বললেন—"হে পরমেশ্বর ভগবান! দয়া করে আপনি আমার কাছে পুরুষ এবং তাঁর শক্তিসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করুন, কেননা তা উভয়েই এই প্রকট এবং অপ্রকট সৃষ্টির কারণ।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"তিন গুণের শাশ্বত অব্যক্ত সমন্বয় ব্যক্ত অবস্থার কারণ এবং তাকে বলা হয় প্রধান। তার ব্যক্ত অবস্থাকে বলা হয় প্রকৃতি। পাঁচটি স্থূল তত্ত্ব, পাঁচটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব, চারটি অন্তরেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে বলা হয় প্রধান। পাঁচটি স্থূল উপাদান হচ্ছে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ। পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান হচ্ছে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সংখ্যা দশ, যথা—শ্রবণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাগেন্দ্রিয়, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, জননেন্দ্রিয় এবং পায়ু। সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয় চার প্রকার, যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কলুষিত চেতনা। তাদের বৃত্তি এবং লক্ষণ অনুসারেই কেবল তাদের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। এই সবগুলিকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম। এদের সমন্বয় সাধন করে যে কাল, তাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলে বিবেচনা করা হয়। ভগবানের প্রভাব কালে অনুভব করা যায়, যার ফলে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে, অহঙ্কারের দ্বারা বিশেষভাবে মোহাচ্ছন্ন জীবদের মৃত্যু-ভয় উৎপন্ন হয়।"

"হে মাতঃ! হে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা! আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, প্রকৃতির সাম্য অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, যাঁর থেকে সৃষ্টির শুরু হয়। অন্তরে পরমাত্মারূপে অবস্থান করে এবং বাইরে কালরূপে বিরাজ করে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন এবং এই সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন। জড়া প্রকৃতিতে ভগবান যখন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আধান করেন, তখন প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন, যাকে বলা হয় হিরণ্ময়। জড়া প্রকৃতি যখন বদ্ধ জীবের অদৃষ্টের দ্বারা ক্ষোভিত হন, তখন তা সংঘটিত হয়। এইভাবে, বৈচিত্র্য প্রকাশ করার পর, জ্যোতির্ময় মহত্তত্ত্ব, যার মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিহিত রয়েছে, যা সমস্ত জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ এবং প্রলয়ের সময় যা বিনষ্ট হয়ে যায় না, তা প্রলয়ের সময় তার জ্যোতিকে আবৃত করে যে তম, তাকে পান করেছিল অর্থাৎ লোপ করেছিল। সত্ত্বগুণ, যা স্বচ্ছ, শান্ত, ভগবৎ উপলব্ধির স্থান এবং যাকে সাধারণত বাসুদেব বা চিত্ত বলা হয়, তা মহত্তত্ত্বে প্রকাশিত হয়। মহত্তত্ত্বের প্রকাশ হওয়ার পর, এই সমস্ত বৃত্তিগুলি একসাথে উদয় হয়। জল যেমন পৃথিবীর স্পর্শে আসার পূর্বে, তার স্বাভাবিক অবস্থায় স্বচ্ছ, মধুর এবং শান্ত থাকে, তেমনই শুদ্ধ চেতনার বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে শান্তত্ব, স্বচ্ছত্ব এবং অবিকারিত্ব। মহত্তত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, যা ভগবানের বীর্য শক্তি থেকে উৎপন্ন। অহঙ্কার প্রধানত তিন প্রকার ক্রিয়াশক্তি সমন্বিত—বৈকারিক, তৈজস এবং তামস। এই তিন প্রকার অহঙ্কার থেকে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হয়। সঙ্কর্ষণ নামক পুরুষ, যিনি হচ্ছেন সহস্র শির-সমন্বিত ভগবান অনন্তদেব, তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কারের কারণ, যার থেকে ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনের উৎপত্তি হয়েছে। এই অহঙ্কারে কর্তৃত্ব, করণত্ব এবং কার্যত্বের লক্ষণ রয়েছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রভাব অনুসারে শান্ত, ঘোর এবং বিমূঢ়

হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। ব্রহ্মা তখন বুদ্ধি সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষকে উঠতে রাজী করানো গেল না। রুদ্রদেব তখন অহঙ্কার সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ নড়লেন না। কিন্তু যখন চেতনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বা অন্তঃকরণের নিয়ন্তা চিত্ত সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, ঠিক তখন বিরাট পুরুষ কারণ-বারি থেকে উত্থিত হলেন। কেউ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তার সমস্ত জড় ক্ষমতাগুলি—যথা প্রাণশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি—তাকে জাগরিত করতে পারে না। সে তখনই জাগরিত হয়, যখন পরমাত্মা তাকে সাহায্য করে। অতএব, ভগবানের ঐকান্তিক সেবার দ্বারা লব্ধ ভক্তি, বৈরাগ্য এবং পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে এই শরীরে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত, যদিও তিনি তা থেকে ভিন্ন।"

● ● ●

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

জড়া প্রকৃতির উপলব্ধি

ভগবান কপিলদেব বলতে লাগলেন—"বিকার-রহিত এবং কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হওয়ার ফলে, জীব যখন এইভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা অপ্রভাবিত থাকে, তখন জড় দেহে অবস্থান করলেও সে গুণের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে, ঠিক যেমন সূর্য তার জলের প্রতিবিম্ব থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। জীব যখন জড়া প্রকৃতির মোহ এবং অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তখন সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয় এবং অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে নিজেকে সব কিছুরই কর্তা বলে মনে করে। এইভাবে বদ্ধ জীব প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে, উচ্চ এবং নীচ বিভিন্ন যোনিতে দেহান্তরিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়, ততক্ষণ তাকে তার কর্মদোষে এই অবস্থা স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জীব জড় অস্তিত্বের অতীত, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার মনোভাবের ফলে, তার ভবযন্ত্রণা নিবৃত্ত হয় না এবং সে অসহায় নানা প্রকার অনর্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিটি বদ্ধ জীবের কর্তব্য হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত তার কলুষিত চেতনাকে বৈরাগ্য সহকারে অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। তার ফলে তার মন এবং চেতনা পূর্ণরূপে বশীভূত হবে। যম আদি যোগের বিভিন্ন পন্থার অনুশীলনের দ্বারা শ্রদ্ধাবান হওয়া এবং আমার কথা শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।"

"ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হয়, কারও প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে নেই, কারও সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রাখতে নেই। ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়, মৌনব্রত অবলম্বন করতে হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত কর্মের ফল নিবেদন করে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়। ভক্তের উচিত অনায়াসে যা উপার্জন করা যায় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা উচিত নয়। তাঁর নির্জন স্থানে বাস করা উচিত এবং সর্বদাই চিন্তাশীল, শান্ত, মৈত্রীপূর্ণ, দয়ালু এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হওয়া উচিত। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে চেতন এবং জড়ের জ্ঞানের দ্বারা দর্শন-শক্তি বৃদ্ধি করা। অনর্থক জড় দেহটিকে স্বরূপ বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে দেহের সম্পর্কের প্রতি অনুরক্ত হওয়া উচিত নয়। জড় চেতনার ঊর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং জীবনের

অন্য সমস্ত ধারণা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। এইভাবে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে, আকাশে যেমন সূর্যকে দর্শন করা যায়, ঠিক সেইভাবে আত্মাকে দর্শন করা উচিত। অধোক্ষজ এবং অহঙ্কারেও প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানকে মুক্ত জীব উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি জড় কারণের আশ্রয় এবং তিনি সব কিছুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব এবং তিনি মায়ার চক্ষু। সূর্য আকাশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন প্রথমে জলে প্রতিবিম্বরূপে এবং ঘরের দেওয়ালে দ্বিতীয় প্রতিবিম্বরূপে সূর্যকে উপলব্ধি করা যায়, ঠিক সেইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। তত্ত্বজ্ঞ আত্মা এইভাবে প্রথমে ত্রিবিধ অহঙ্কারে এবং তার পর দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনে প্রতিবিম্বিত হয়। যদিও মনে হয় যে ভক্ত পঞ্চভূতে, ভোগের বিষয়ে, জড় ইন্দ্রিয়ে এবং মন ও বুদ্ধিতে লীন হয়ে রয়েছেন, তবুও বুঝতে হবে যে তিনি জাগ্রত এবং অহঙ্কার থেকে মুক্ত। জীব দ্রষ্টারূপে স্পষ্টভাবে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু গভীর নিদ্রার সময় তার অহঙ্কার দূর হয়ে যাওয়ার ফলে, সে ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক যেমন ধন-সম্পদ হারাবার ফলে মানুষ গভীর দুঃখে অভিভূত হয় এবং মনে করে যে, সে নিজেও নষ্ট হয়ে গেছে। কোন ব্যক্তি যখন তাঁর পরিপক্ব জ্ঞানের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তখন অহঙ্কারের প্রভাবে তিনি যে অবস্থা স্বীকার করেছেন তা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।"

দেবহূতি জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! জড়া প্রকৃতি কি কখনও জীবাত্মাকে মুক্তি দেয়? যেহেতু তাদের পরস্পরের আকর্ষণ নিত্য, তাই তাদের বিচ্ছেদ কিভাবে সম্ভব? পৃথিবী এবং গন্ধের অথবা জল এবং রসের যেমন পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনই বুদ্ধি এবং চেতনার পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অতএব, সমস্ত কর্মের নিষ্ক্রিয় অনুষ্ঠাতা হলেও, যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতি তার উপর তার প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে বেঁধে রাখে, ততক্ষণ তার পক্ষে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? যদিও ধ্যানধর্মপ্রসূত জ্ঞান এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভব-বন্ধনের মহাভয় নিবৃত্ত হয়েও থাকে, কিন্তু তার কারণ নষ্ট না হওয়ায়, পুনরায় সেই ভয় আবির্ভূত হতে পারে।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যদি কেউ ঐকান্তিকভাবে আমার সেবা করেন এবং তার ফলে দীর্ঘ কাল ধরে আমার সম্বন্ধে অথবা আমার থেকে শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারেন। এইভাবে স্বধর্ম আচরণ করার ফলে, কোন প্রকার কর্মফলের উদ্ভব হবে না এবং তিনি জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। পূর্ণ জ্ঞান এবং চিন্ময় তত্ত্ব-দর্শন সহকারে দৃঢ়তাপূর্বক এই ভক্তি অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। দৃঢ়তাপূর্বক আত্ম-সমাধিতে মগ্ন হওয়ার জন্য কঠোর বৈরাগ্যযুক্ত হওয়া উচিত এবং তপশ্চর্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠান করা উচিত। জড়া প্রকৃতির প্রভাব জীবকে আবৃত করে রেখেছে এবং তার ফলে মনে হয় যেন জীব নিরন্তর জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে, এই প্রভাব দূর করা সম্ভব, ঠিক যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন আগুনে সেই কাষ্ঠই ভস্ম হয়ে যায়। জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার দোষ দর্শন করে এবং তাই তা পরিত্যাগ করে, জীব তখন স্বতন্ত্র হন এবং স্বীয় মহিমায় স্থিত হন। স্বপ্নাবস্থায় মানুষের চেতনা প্রায় আচ্ছাদিত থাকে এবং তখন নানা প্রকার অশুভ বস্তু দর্শন হয়, কিন্তু যখন সে জেগে উঠে পূর্ণ চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন আর এই সমস্ত অশুভ বস্তু তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে না। আত্মারাম ব্যক্তি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হলেও, জড়া প্রকৃতির প্রভাব কখনও তাঁর অপকার করতে পারে না, কেননা তিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হয়েছে। কেউ যখন বহু বর্ষব্যাপী এবং বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভগবৎ-সেবা এবং আত্ম উপলব্ধিতে এইভাবে যুক্ত হন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই জড় জগতের যে কোন লোকের সুখ উপভোগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হন; তাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। আমার ভক্ত প্রকৃতপক্ষে আমার অন্তহীন অহৈতুকী কৃপার দ্বারা আত্ম উপলব্ধি লাভ করেন এবং তার ফলে, সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর যথার্থ ধামের প্রতি অবিচলিতভাবে অগ্রসর হন, যা আমার অন্তরঙ্গা আনন্দময় শক্তির আশ্রয়াধীন। সেটিই হচ্ছে জীবের চরম সিদ্ধির পরম

লক্ষ্য। তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, যোগীও সেই দিব্য ধামে গমন করেন এবং সেখান থেকে তিনি আর কখনও ফিরে আসেন না। কিন্তু যোগীর চিত্ত যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত যোগ-সিদ্ধির প্রতি আর আকৃষ্ট হয় না, তখন তিনি আমার প্রতি আত্যন্তিক গতি প্রাপ্ত হন এবং তখন মৃত্যু আর তাঁকে পরাভূত করতে পারে না।"

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্বন্ধে কপিলদেবের উপদেশ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে মাতঃ! হে রাজপুত্রী! এখন আমি আপনার কাছে যোগের লক্ষণ বর্ণনা করব, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে একাগ্র করা। এই পন্থা অনুশীলনের ফলে, মানুষ প্রসন্ন হতে পারে এবং পরম সত্যের পথে অগ্রসর হতে পারে। মানুষের যথাসাধ্য স্বধর্ম আচরণ করা উচিত এবং বিধর্ম আচরণ পরিত্যাগ করা উচিত। ভগবানের কৃপায় তিনি যা প্রাপ্ত হন, তা নিয়ে তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা উচিত। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তথাকথিত যে-ধর্ম আচরণ হয়, সেই সমস্ত প্রথা ধর্ম পরিত্যাগ করে, মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় যে-ধর্ম, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। মিতাহারী হয়ে সর্বদা নির্জন স্থানে বাস করা উচিত, যাতে জীবনে চরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। মানুষের উচিত অহিংসা এবং সততা অনুশীলন করা, চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা এবং জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সংগ্রহ করা। তাঁর উচিত ব্রহ্মচর্য পালন করা, তপস্যা অনুষ্ঠান করা, পবিত্র থাকা, বেদ অধ্যয়ন করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। মৌন অবলম্বন করা, বিভিন্ন প্রকার যোগ আসন অভ্যাসের দ্বারা স্থৈর্য লাভ করা, প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করা, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করা এবং এইভাবে মনকে হৃদয়ে একাগ্র করা যোগীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। প্রাণবায়ু এবং মনকে দেহাভ্যন্তরে প্রাণের ছয়টি চক্রের কোন একটিতে ধারণ করে, মনকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলায় ধ্যানস্থ করার নামই হচ্ছে সমাধি বা মনের সমাধান। এই পন্থার দ্বারা অথবা অন্য কোন সঠিক পন্থার দ্বারা কলুষিত এবং জড় সুখভোগের প্রতি সর্বদাই আকৃষ্ট অসংযত মনকে নিয়ন্ত্রিত করা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় স্থির করতে হবে। মন সংযত করে নিশ্চেতন হয়ে, নির্জন এবং পবিত্র স্থানে আসন বিছিয়ে, সহজ মুদ্রায় উপবিষ্ট হয়ে, দেহ ঋজু রেখে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হবে। যোগীর কর্তব্য অত্যন্ত গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করা, তার পর সেই শ্বাস ধারণ করা এবং অবশেষে শ্বাস ত্যাগ করা। অথবা, বিপরীতক্রমে, প্রথমে শ্বাস ত্যাগ করা, তার পর শ্বাস বাইরে ধারণ করা এবং অবশেষে শ্বাস গ্রহণ করা। এইভাবে প্রাণবায়ুর পথ শোধন করতে হবে। তা করা হয় যাতে মন অচঞ্চল হয়ে স্থির হতে পারে। অগ্নি এবং বায়ুর দ্বারা সন্তপ্ত হলে, স্বর্ণ যেমন সমস্ত মল থেকে মুক্ত হয়, যোগীও তেমন প্রাণায়াম অভ্যাস করার ফলে, অচিরেই সমস্ত মানসিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হন। প্রাণায়ামের দ্বারা সমস্ত শারীরিক দোষ সম্পূর্ণরূপে দূর হয় এবং ধারণার দ্বারা সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যাহারের দ্বারা বিষয় সংসর্গজনিত দোষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানের দ্বারা জড় জগতের আসক্তিজনিত তিন গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যোগ অভ্যাসের দ্বারা মন যখন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তখন অর্ধ নিমীলিত নেত্রে তাঁর নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত করে, পরমেশ্বর ভগবানের রূপের ধ্যান করতে হয়।"

"পরমেশ্বর ভগবানের মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন, নয়ন পদ্মগর্ভের মতো অরুণ বর্ণ, অঙ্গ নীল উৎপল দলের মতো শ্যাম বর্ণ। তাঁর তিন হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, এবং গদা ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর কটিদেশ পদ্ম-কেশরের মতো পীত উজ্জ্বল পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। তাঁর কণ্ঠে দীপ্তিশালী কৌস্তুভ মণি বিরাজিত। তাঁর গলদেশে বনমালা বিলম্বিত রয়েছে এবং মধুর গন্ধে মত্ত ভ্রমরেরা মালার চতুর্দিকে গুঞ্জন করছে। তিনি বহু মূল্য মুক্তাহার, কিরীট, অঙ্গদ এবং নূপুরের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত। তাঁর কটিদেশে কাঞ্চীদাম, তিনি তাঁর ভক্তের হৃদয়-কমলে দণ্ডায়মান। তাঁর মতো সুন্দর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই এবং তাঁর প্রশান্ত বিগ্রহ তাঁর ভক্ত-দর্শকের মন এবং নয়নের আনন্দ বর্ধন করে। ভগবান অত্যন্ত সুন্দর-দর্শন এবং তিনি সর্বলোকের আরাধ্য। তিনি নিত্য নবকিশোর এবং সর্বদাই তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা বিতরণে উৎসুক। ভগবানের মহিমা সর্বদাই কীর্তন করার যোগ্য, কারণ তাঁর মহিমা তাঁর ভক্তদের মহিমা বর্ধন করে। অতএব ভগবান এবং তাঁর ভক্তের ধ্যান করা উচিত। মন যতক্ষণ না স্থির হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শাশ্বত রূপের ধ্যান করা উচিত। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর মগ্ন হয়ে, যোগী তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে দণ্ডায়মান, গমনশীল, উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় দর্শন করেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ সর্বদাই অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। তাঁর মনকে ভগবানের শাশ্বত রূপে নিবদ্ধ করে, যোগী ভগবানের পূর্ণ অবয়বকে সমগ্র দর্শন না করে, এক-একটি অঙ্গে মনকে স্থির করবেন। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং পদ্ম চিহ্নিত ভগবানের চরণ-কমলের ধ্যান করা। সেই চরণ-কমলের অত্যন্ত সুন্দর রক্তবর্ণে শোভমান নখরূপ চন্দ্রমণ্ডলের কিরণচ্ছটায় হৃদয়ের ঘন অন্ধকার দূরীভূত হয়। ভগবানের চরণ-কমল প্রক্ষালিত জল থেকে উৎপন্ন গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করে, শিবও মঙ্গলময় হয়েছেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষিপ্ত বজ্রের মতো, যা ধ্যানকারীর মনে সঞ্চিত পর্বত-সদৃশ পাপসমূহ ধ্বংস করে, অতএব দীর্ঘ কাল ধরে ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যান করা উচিত।"

"যোগীদের কর্তব্য সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর কার্যকলাপ হৃদয়ে ধ্যান করা, যিনি সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পূজিতা এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জননী। তিনি সর্বদা সচ্চিদানন্দময় ভগবানের পা এবং জঙ্ঘা তাঁর করকমলের দ্বারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেবা করে থাকেন। তার পর যোগী পরমেশ্বর ভগবানের ঊরুদ্বয়ের ধ্যান করবেন, যা সমস্ত শক্তির আধার। তাঁর ঊরুদ্বয় অতসী পুষ্পের মতো শুভ্র-শ্যামল এবং ভগবান যখন গরুড়ের স্কন্ধে বাহিত হন, তখন তা সব চাইতে সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়। তার পর যোগী গুল্ফদেশ পর্যন্ত লম্বিত পীত বসনোপরি কাঞ্চীদাম-বেষ্টিত ভগবানের সুগোল নিতম্বদেশের ধ্যান করবেন। তার পর যোগী ভগবানের উদরের মধ্যভাগে নাভি-সরোবরের ধ্যান করবেন। সেই নাভি থেকে ভুবনসমূহের আধার-স্বরূপ একটি পদ্ম প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। সেই পদ্ম হচ্ছে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার আবাসস্থল। তার পর যোগী ভগবানের স্তনদ্বয়ের ধ্যান করবেন, যা উৎকৃষ্ট মরকত মণির দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যা তাঁর বক্ষে দুগ্ধধবল মুক্তামালার কিরণের প্রভাবে শ্বেতাভ বলে প্রতীত হয়। তার পর যোগীর কর্তব্য মহালক্ষ্মীর আবাসস্থল পরমেশ্বর ভগবানের বক্ষের ধ্যান করা। ভগবানের বক্ষ মনের সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস এবং নয়নের পূর্ণ সন্তোষ প্রদানকারী। তার পর যোগী সমস্ত বিশ্বের দ্বারা পূজিত ভগবানের কণ্ঠদেশ হৃদয়ে ধ্যান করবেন। ভগবানের কণ্ঠ তাঁর বক্ষস্থলে দোদুল্যমান কৌস্তুভ মণির সৌন্দর্য বর্ধন করে। তার পর যোগীর ভগবানের চারটি বাহুর ধ্যান করা উচিত, যা জড় প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের সমস্ত শক্তির উৎস। তার পর মন্দর পর্বতের ঘূর্ণনের ফলে উজ্জ্বল তাঁর হাতের অলঙ্কারগুলির ধ্যান করা উচিত। তাঁর হস্তধৃত সহস্র অর সমন্বিত এবং দুঃসহ তেজসম্পন্ন সুদর্শন চক্রের ধ্যান করা উচিত এবং তাঁর করকমল-সদৃশ হস্তে রাজহংসের মতো প্রতীয়মান শঙ্খেরও ধ্যান করা উচিত। ভগবানের অতি প্রিয় কৌমোদকী গদার ধ্যান করা উচিত। এই গদা দৈত্য-ভাবাপন্ন অসুরদের সংহার করার ফলে, তাদের শোণিতপঙ্কে লিপ্ত। তদনন্তর

অতিক্রম করতে পারেন এবং ভগবানের চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হতে পারেন।"

"ভক্তের কর্তব্য কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা বিনা, স্বধর্ম আচরণ করা, যা অত্যন্ত মহিমামণ্ডিত। অত্যধিক হিংসা না করে, নিয়মিতভাবে ভক্তির কার্য সম্পাদন করা উচিত। ভক্তের নিয়মিতভাবে মন্দিরে আমার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা, আমার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করা এবং আমার উদ্দেশ্যে পূজার উপচার এবং প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত। তাঁর উচিত সত্ত্বগুণে নিমগ্ন চিত্তে, প্রতিটি জীবকে চিন্ময় ভাব-সমন্বিত রূপে দর্শন করা। শুদ্ধ ভক্তের উচিত গুরুদেব এবং আচার্যদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। দীনজনদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করা উচিত এবং সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত, কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় সংযম এবং বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার দ্বারা সম্পাদন করা উচিত। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই আধ্যাত্মিক বিষয় শ্রবণ করা এবং সর্বদাই ভগবানের দিব্য নাম সংকীর্তন করে তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করা। তাঁর আচরণ সর্বদাই সরল হওয়া উচিত এবং যদিও তিনি কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন এবং সকলের প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন, তবুও যারা আধ্যাত্মিক বিচারে উন্নত নয়, তাদের সঙ্গ তাঁর বর্জন করা উচিত। কেউ যখন এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গুণান্বিত হন এবং তার ফলে তাঁর চেতনা পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নাম এবং আমার দিব্য গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্রই, আমার প্রতি আকৃষ্ট হন। বায়ুবাহিত রথ যেমন গন্ধকে তার উৎপত্তি স্থল থেকে বহন করে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পৌঁছে দেয়, তেমনই যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত, তিনি সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।"

"পরমাত্মারূপে আমি প্রতিটি জীবে বিরাজমান। কেউ যদি সর্বত্র বিরাজমান সেই পরমাত্মাকে অবমাননা করে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের পূজা করে, কিন্তু জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, সে অবশ্যই অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং তার সেই পূজা ভস্মে ঘি ঢালার মতোই অর্থহীন। যে ব্যক্তি আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিন্তু অন্য জীবদের প্রতি হিংসাপরায়ণ, সেই ভেদদর্শী ব্যক্তি অন্য জীবদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করার ফলে, কখনও মনে শান্তি লাভ করতে পারে না।"

"হে মাতঃ! যারা সমস্ত জীবের অন্তরে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা যদি যথাযথ অনুষ্ঠানের দ্বারা মন্দিরে আমার বিগ্রহের পূজাও করে, সেই পূজায় আমি প্রসন্ন হই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের হৃদয়ে এবং অন্য সমস্ত জীবের হৃদয়ে আমার উপস্থিতি উপলব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, অর্চা-বিগ্রহের পূজা করে যাওয়া উচিত। যে ব্যক্তি নিজের ও অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, মৃত্যুর প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে আমি তার মহা ভয় উৎপন্ন করি। অতএব, দান, সম্মান এবং মৈত্রীপূর্ণ আচরণের দ্বারা সমস্ত জীবকে সম দৃষ্টিতে দর্শন করে, সমস্ত জীবের আত্মার স্বরূপে বিরাজমান আমার পূজা করা উচিত।"

"হে কল্যাণী মাতঃ! অচেতন পদার্থ থেকে জীব শ্রেষ্ঠ এবং তাদের মধ্যে যারা জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে তারা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের চেতনা বিকশিত হয়েছে এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে। যে সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা রস আস্বাদন করতে পারে, তারা স্পর্শানুভূতি বিকশিত হয়েছে যে-সমস্ত জীব তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। রস আস্বাদন করতে পারে যে-সমস্ত জীব, তাদের থেকে ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে যে-সমস্ত জীব তারা শ্রেষ্ঠ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে। রূপশব্দ প্রাণীদের থেকে রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে দুই পঙ্‌ক্তি দন্ত-বিশিষ্ট প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বহু পদ-বিশিষ্ট প্রাণী। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে দ্বিপদ-বিশিষ্ট মানুষ। মানুষদের মধ্যে যে-সমাজ গুণ এবং কর্ম অনুসারে চতুর্বর্ণে বিভক্ত হয়েছে তা শ্রেষ্ঠ, চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ

নামক বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বোত্তম। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা বেদের তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত তাঁরা সর্বোত্তম। বেদ তাৎপর্যবিৎ ব্রাহ্মণ থেকে মীমাংসক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ। স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ থেকে মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত, যিনি কোন ফলের প্রত্যাশা না করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন। অতএব আমাকে ছাড়া অন্য আর কোন কিছুতে যে-ব্যক্তির আকর্ষণ নেই এবং তাই যিনি তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর জীবন—তাঁর সর্বকিছু—আমাকে নিবেদন করে, অব্যবহিতভাবে আমার শরণাগত হয়েছেন, সেই প্রকার কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমদর্শী পুরুষ থেকে কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখতে পাই না। এই প্রকার আদর্শ ভক্ত সমস্ত জীবদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, কারণ তিনি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জানেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা বা নিয়ন্তারূপে প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেছেন।"

"হে মাতঃ! হে মনুকন্যা! যে ভক্ত এইভাবে ভগবদ্ভক্তি এবং অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন করেন, তিনি কেবল ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হতে পারেন। এই পুরুষ, যাঁকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের অবশ্য কর্তব্য, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে পরিচিত পরমেশ্বর ভগবানের রূপ। তিনি প্রধান চিন্ময় পুরুষ এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সর্বতোভাবে চিন্ময়। বিভিন্ন জড় প্রকাশের রূপান্তর সাধনকারী কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আর একটি রূপ। যারা জানে না যে, কাল হচ্ছে সেই একই ভগবান, তারা কালের ভয়ে ভীত হয়। সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন কাল এবং সমস্ত প্রভুর প্রভু। তিনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তিনি সকলের আশ্রয় এবং জীবদের দ্বারা অন্য সমস্ত জীবদের সংহার করেন। কেউই পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয় নয় অথবা অপ্রিয় নয়। কেউই তাঁর বন্ধু নয় অথবা শত্রু নয়। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ভুলে যাননি, তিনি তাঁদের অনুপ্রেরণা প্রদান করেন এবং যারা তাঁকে ভুলে গেছে, তিনি তাদের সংহার করেন। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য কিরণ বিতরণ করে, ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে এবং নক্ষত্রসমূহ দীপ্তি প্রকাশ করে। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বৃক্ষ, লতা, ওষধি এবং ঋতুপুষ্পি গাছেরা আপন আপন সময়ে ফুল এবং ফল ধারণ করে। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্র বেলা-ভূমি অতিক্রম করে প্লাবিত হয় না। তাঁরই ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং পর্বত সহ পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের জলে নিমজ্জিত হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণে আকাশ অন্তরীক্ষে বিভিন্ন গ্রহদের স্থান প্রদান করে, যেখানে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। তাঁর পরম নিয়ন্ত্রণে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর সপ্ত আবরণ সহ বিস্তৃত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে জড় প্রকৃতির গুণের নিয়ন্তা দেবতাগণ সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য সম্পাদন করেন। এই জড় জগতের স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছুই তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল অনাদি এবং অনন্ত। তা আকাশাদি-সদৃশ এই জড় জগতের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। কাল এই জগতের অন্তক। তা এক ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে যেমন সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করে, তেমনই মৃত্যুর দেবতা যমরাজেরও বিনাশ সাধন করে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পাদন করে।"

ত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান কপিলদেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"মেঘপুঞ্জ যেমন শক্তিশালী বায়ুর প্রভাব জানে না, ঠিক তেমনই জড় চেতনায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি কালের অসীম বিক্রম জানতে পারে না, যার দ্বারা সে চালিত হয়। তথাকথিত সুখের জন্য জড়বাদীরা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে যে-সব প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, কালক্রমে পরমেশ্বর ভগবান তা সবই বিনাশ করেন এবং সেই জন্য বদ্ধ জীবেরা শোক করে। পথভ্রষ্ট জড়বাদী ব্যক্তি জানে না যে, তার দেহটি অনিত্য এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত গৃহ, ক্ষেত্র এবং সম্পদ—সেই সবও অনিত্য। অজ্ঞানতাবশত সে সব কিছুকে নিত্য বলে মনে করে। জীব এই সংসারে যে যেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, সেই যোনিতেই সে বিশেষ সন্তোষ লাভ করে এবং সেই অবস্থায় সে কখনও বিরক্ত হয় না। যে বিশেষ যোনিতে বদ্ধ জীব রয়েছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। মায়ার আবরণাত্মক প্রভাবের দ্বারা বিমোহিত হয়ে, নরকে থাকলেও, তার সেই শরীরকে সে ত্যাগ করতে চায় না, কারণ সেই নারকীয় অবস্থাতেই সে সুখকর বলে মনে করে। দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতির প্রতি গভীর আসক্তির ফলে, জীব তার জড়-জাগতিক জীবনে এই প্রকার সন্তোষ অনুভব করে। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে বদ্ধ জীব নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে। উৎকণ্ঠায় সর্বক্ষণ দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এই প্রকার মূর্খেরা তাদের তথাকথিত কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের জন্য দুরাশাগ্রস্ত হয়ে, সর্বদা নানা প্রকার পাপকার্যে লিপ্ত হয়। যে রমণী মায়ার দ্বারা তাকে মোহিত করে, তাকেই সে তার হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় অর্পণ করে। নির্জন স্থানে সে তার আলিঙ্গন এবং গোপন আলাপের দ্বারা তার সঙ্গসুখ উপভোগ করে এবং শিশুদের আধ-আধ মিষ্টি বুলিতে সে মুগ্ধ হয়ে থাকে। আসক্ত গৃহব্রত ব্যক্তি কূটনীতি এবং রাজনীতিতে পূর্ণ পারিবারিক জীবনে অবস্থান করে। সর্বদা দুঃখ বিস্তার করে এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, সে তার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্যই কেবল কার্য করে। যদি সে সেই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনে সমর্থ হয়, তখন সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে। সে ইতস্তত হিংসা আচরণ করে ধন-সম্পদ অর্জন করে এবং যদিও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সে তা করে, কিন্তু সে নিজে কেবল সেই অর্থের দ্বারা কেনা অন্নের অল্প মাত্র অংশই আহার করে এবং এইভাবে যাদের জন্য সে অন্যায়ভাবে ধন সঞ্চয় করেছিল, তাদেরই জন্য সে নরকগামী হয়। যখন তার জীবিকায় সে ব্যর্থ হয়, তখন সে বার বার তার অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টায় সে যখন ব্যর্থ হয় এবং নিঃস্ব হয়, তখন সে অত্যধিক লোভের কারণে, অন্যের ধন গ্রহণ করে। যখন সেই দুর্ভাগা তার পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে হতশ্রী হয়, তখন সে তার ব্যর্থতার কথা চিন্তা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শোক করে। তাদের পালন-পোষণে তাকে অসমর্থ দেখে, তার পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তাকে আর আগের মতো সম্মান করে না, ঠিক যেমন নির্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলদকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মূর্খ সংসার জীবনের প্রতি বিরক্ত হয় না। যাদের সে এক সময় পালন করেছিল, তাদেরই দ্বারা অবশেষে সে পালিত হয়। জরার প্রভাবে বিরূপাকৃতি হয়ে, সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। এইভাবে সে গৃহে ঠিক একটি পোষা কুকুরের মতো থাকে এবং অবহেলাভরে তাকে যা দেওয়া হয়, তাই সে খায়। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি আদি নানা রকম রোগগ্রস্ত হয়ে, সে কেবল অল্প একটু আহার করে এবং অক্ষম হওয়ার ফলে, কোন রকম কাজ করতে পারে না। সেই রুগ্ন অবস্থায়, ভিতরের বায়ুর চাপে, তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসে এবং কফের দ্বারা তার শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস নিতে তখন খুব কষ্ট হয় এবং তার গলা

দিয়ে 'ঘুড়-ঘুড়' শব্দ বের হয়। এইভাবে সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে। তার আত্মীয় এবং বন্ধুরা তাকে ঘিরে তখন শোক করতে থাকে এবং যদিও সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তবুও কালপাশের কবলিত হয়ে সে আর তাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এইভাবে, অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে ক্রন্দন করতে দেখে গভীর দুঃখে তার প্রাণ ত্যাগ করে। সে অসহ্য বেদনায় অচেতন হয়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সময়, সক্রোধনেত্র ভয়ানক যমদূতদের সে তার কাছে আসতে দেখে এবং তখন মহাভয়ে সে মল-মূত্র ত্যাগ করতে থাকে। রাজ্যের পাহারাদারেরা যেমন অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করে, তেমনই যে-ব্যক্তি অপরাধজনক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্যে যুক্ত ছিল, তাকে যমদূতেরা একটি শক্ত দড়ি দিয়ে তার গলায় বাঁধে এবং তার সূক্ষ্ম দেহকে আবৃত করে, যাতে তাকে অত্যন্ত কঠোর দণ্ড দেওয়া যায়। এইভাবে যমদূতেরা যখন তাকে নিয়ে যায়, তখন তার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তার সর্ব শরীর কাঁপতে থাকে। পথিমধ্যে কুকুরেরা তাকে কামড়াতে থাকে এবং তখন সে তার সমস্ত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে। এইভাবে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। অপরাধীকে তীব্র সূর্য-কিরণে, তপ্ত বালুকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, যার দুপাশে দাবানল জ্বলে। সে যখন হাঁটতে অসমর্থ হয়, তখন যমদূতেরা তার পিঠে চাবুক দিয়ে আঘাত করে এবং সে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে কোন জল নেই, আশ্রয় নেই এবং বিশ্রামের কোন স্থান নেই। যমালয়ের পথে যেতে যেতে সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যায় এবং কখনও কখনও সে অচেতন হয়ে পড়ে, কিন্তু তাকে জোর করে উঠতে বাধ্য করা হয়। এইভাবে শীঘ্রই তাকে যমরাজের সামনে নিয়ে আসা হয়। এইভাবে দুই তিন মুহূর্তের মধ্যে তাকে নিরানব্বই হাজার যোজন পথ অতিক্রম করতে হয় এবং তার পর তাকে তৎক্ষণাৎ ঘোর যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড দান করা হয়, যা ভোগ করতে সে বাধ্য হয়। তাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে রেখে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দগ্ধ করা হয়, কখনও কখনও তার নিজের মাংস তাকে খেতে বাধ্য করা হয় অথবা অন্যেরা তার মাংস খায়। নরকের কুকুর এবং শকুনিরা তার নাড়ি সকল টেনে বার করে এবং তা সত্ত্বেও সে জীবিত থাকে এবং তা দেখে। সর্প, বৃশ্চিক, দংশক ইত্যাদি প্রাণী তাকে দংশন করে এবং তার ফলে সে অসহ্য বেদনা অনুভব করে। তার পর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয় এবং হাতীর দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়। তাকে পর্বতশৃঙ্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং জলে অথবা গুহায় তাকে অবরুদ্ধ করা হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী, যাদের জীবন অবৈধ যৌন আচরণের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছিল, তাদের তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরব নামক নরকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।"

"হে মাতঃ! কখনও কখনও বলা হয় যে, এই পৃথিবীতেই নরক অথবা স্বর্গের অনুভব হয়, কারণ কখনও কখনও এই পৃথিবীতেও নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায়। যে মানুষ পাপ কর্মের দ্বারা নিজেকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ করেছিল, এই শরীর ত্যাগ করার পর, তাকে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং তার আত্মীয়-স্বজনদেরও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, সে একলা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে এবং অন্য প্রাণীদের প্রতি হিংসা করে সে যে-ধন অর্জন করেছিল, সেই পাপকে পাথেয়রূপে সে সঙ্গে নিয়ে যায়। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কুটুম্ব পোষণকারী ব্যক্তিকে তার পাপ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নারকীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়, তার অবস্থা তখন হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তির মতো হয়। অতএব, যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ের দ্বারা তার পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন পালনে অত্যন্ত উৎসুক, সে অন্ধতামিস্র নামক নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে। সমস্ত কষ্টকর নারকীয় অবস্থা ভোগ করার পর এবং নিম্নতম পশু-জীবন থেকে মনুষ্য জন্মের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত স্তর ক্রমশ অতিক্রম করে এবং এইভাবে দণ্ডভোগ করার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, সে পুনরায় এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে।"

তারই মতো অন্যান্য কামুক ব্যক্তিদের সঙ্গে তার সঙ্গলাভের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার অজ্ঞানের ফলে, জীব পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে, সে সমস্ত অনিত্য বস্তুকে 'আমার' বলে মনে করে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে তার অজ্ঞান বৃদ্ধি করে। জীবের যে দেহটি তার নিরন্তর ক্লেশের কারণ এবং অজ্ঞান ও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে যা তার অনুগমন করে, সেই দেহটির জন্য সে নানা রকম কর্ম করে, যা তার নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হওয়ার কারণ হয়। অতএব, জীব যদি কামুক ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রভাবে যৌন সুখ এবং জিহ্বার স্বাদ চরিতার্থ করার জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করে, তা হলে তাকে পুনরায় নরকে প্রবেশ করতে হয়। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পারমার্থিক বুদ্ধি, লজ্জা, তপস্যা, যশ, ক্ষমা, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সৌভাগ্য আদি সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রকার অশান্ত, আত্মজ্ঞান-রহিত, মূঢ়, অত্যন্ত শোচনীয় এবং রমণীকুলের হাতে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ করা কখনই কর্তব্য নয়।"

"স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ জীবের যে-প্রকার মোহ ও বন্ধন সৃষ্টি করে, অন্য কোন বস্তুর সংস্পর্শে সেই বন্ধন হয় না। ব্রহ্মা তাঁর নিজের কন্যাকে দর্শন করে তার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়েছিলেন এবং সে যখন মৃগীরূপ ধারণ করে, তখন ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ করে নির্লজ্জের মতো তার পিছনে পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট সমস্ত জীবের মধ্যে, যথা—মনুষ্য, দেবতা এবং পশুদের মধ্যে নারায়ণ ঋষি ব্যতীত আর কেউই স্ত্রীরূপী মায়ার আকর্ষণের দ্বারা বিমুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না। স্ত্রী রূপিণী আমার মায়ার প্রবল প্রভাব দেখুন, যে কেবল তার ভ্রূভঙ্গির দ্বারা এই জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ বীরদের তার পদানত করে রাখে। যিনি যোগের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা লাভ করতে চান এবং আমার সেবার দ্বারা যিনি আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের কখনই সুন্দরী রমণীর সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁদের জন্য নারী নরকের দ্বার স্বরূপ। ভগবানের নির্মিতা নারী মায়ার প্রতিনিধি এবং যে ব্যক্তি সেবা অঙ্গীকার করে এই মায়ার সঙ্গ করে, তার নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, তা তৃণাচ্ছাদিত কূপের মতো তার মৃত্যু-স্বরূপ। জীব তার পূর্বজন্মে নারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, এই জন্মে স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়েছে এবং মোহবশত পুরুষরূপী মায়াকে সম্পদ, সন্তান, গৃহ আদির প্রদাতা বলে মনে করে। ব্যাধের সঙ্গীত যেমন মৃগের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তেমনই পতি, পুত্র, গৃহ ইত্যাদিকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার মৃত্যুর আয়োজন বলে স্ত্রীর মনে করা উচিত। বিশেষ ধরনের শরীর হওয়ার ফলে, বিষয়াসক্ত জীব তার সকাম কর্ম অনুসারে, এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করে। এইভাবে সে সকাম কর্মে লিপ্ত হয়ে, নিরন্তর তার ফল ভোগ করে। এইভাবে জীব তার কর্ম অনুসারে, জড় মন এবং ইন্দ্রিয়-সমন্বিত একটি উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। যখন বিশেষ কর্মের ফল সমাপ্ত হয়, সেই সমাপ্তিকে বলা হয় মৃত্যু এবং যখন কোন বিশেষ কর্মফলের শুরু হয়, সেই শুরুকে বলা হয় জন্ম। দর্শন স্নায়ুর রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে, চক্ষু যখন রঙ অথবা রূপ দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন দর্শনেন্দ্রিয় মৃতপ্রায় হয়ে যায়। তখন চক্ষু এবং দৃশ্য উভয়ের দ্রষ্টা জীব তার দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তেমনই, বস্তুর অনুভূতির স্থল জড় শরীর যখন অনুভব করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলা হয় মৃত্যু। জীব যখন তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে দর্শন করতে শুরু করে, তাকে বলা হয় জন্ম। অতএব, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়, দেহকে আত্মা বলেও মনে করা উচিত নয়, জীবনের আবশ্যকতাগুলি বর্ধিত করে সেইগুলি উপভোগ করার চেষ্টা করাও উচিত নয়। জীবের বাস্তবিক প্রকৃতি উপলব্ধি করে আসক্তি-রহিত হয়ে এবং উদ্দেশ্যে স্থির হয়ে এই জগতে বিচরণ করা উচিত। সম্যক দৃষ্টি-সমন্বিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা শক্তি-সমন্বিত হয়ে এবং জড় পরিচয়ের প্রতি উদাসীন হয়ে, যুক্তির দ্বারা এই মায়িক জগতে জড় দেহটি প্রত্যর্পণ করা উচিত তার ফলে এই জড় জগতের প্রতি উদাসীন হওয়া যায়।"

দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

সকাম কর্মের বন্ধন

ভগবান বললেন—"যে ব্যক্তি গৃহস্থের জীবন অবলম্বন করে জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তার ফলে সে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের বাসনা চরিতার্থ করে। সে বার বার একইভাবে আচরণ করে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদাই ভক্তিবিহীন এবং তাই, যদিও তারা নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষদের প্রসন্ন করার জন্য বড় বড় ব্রত পালন করে, তবুও তারা কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী নয়। এই প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং পিতৃ ও দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, চন্দ্রলোকে উন্নীত হতে পারে, যেখানে তারা সোমরস পান করতে পারে। তার পর তারা পুনরায় এই লোকে ফিরে আসে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি যখন অনন্তশেষ নামক সর্পশয্যায় শয়িত হন, তখন চন্দ্রলোক আদি স্বর্গলোক সহ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সমস্ত লোক লয় হয়ে যায়। যাঁরা বুদ্ধিমান এবং যাঁদের চেতনা শুদ্ধ, তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত থাকেন। জড় প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কোন কর্ম করেন না; পক্ষান্তরে, যেহেতু তাঁরা স্বধর্মে নিরত, তাই তাঁরা বিধান অনুসারে কার্য করেন। আসক্তি-রহিত হয়ে এবং মমত্ব করার বাসনা-রহিত হয়ে অথবা অহঙ্কারশূন্য হয়ে, নিজের বৃত্তি অনুসারে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের দ্বারা, জীব শুদ্ধ চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং তখন সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। এইভাবে তথাকথিত জড়-জাগতিক কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা, মানুষ অনায়াসে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারে। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ জ্যোতির্ময় পথের মাধ্যমে, পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হন, যিনি জড় জগৎ ও চিৎ-জগতের অধীশ্বর এবং সৃষ্টি ও বিনাশের পরম কারণ। পরমেশ্বর ভগবানের হিরণ্যগর্ভ প্রকাশের উপাসকেরা এই জগতে দুই পরার্ধের শেষ পর্যন্ত থাকেন, যখন ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়। ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির দুই পরার্ধ নামক কালসম্বন্ধীয় কালের অভিজ্ঞতার পর ব্রহ্মা পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছাদিত জড় ব্রহ্মাণ্ডের অবসান সাধন করে ভগবানের কাছে ফিরে যান। যে যোগী প্রাণায়াম এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হয়ে, বহু দূরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, দেহত্যাগের পর তাঁরা ব্রহ্মার শরীরে প্রবিষ্ট হন এবং তাই ব্রহ্মা যখন মুক্তি লাভ করে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান, তখন এই যোগীরাও ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।"

"অতএব, হে মাতঃ! যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সরাসরিভাবে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করুন। হে মাতঃ! কেউ বিশেষ স্বার্থে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার মতো দেবতা, সনৎ-কুমারের মতো ঋষি এবং মরীচির মতো মুনিদেরও সৃষ্টির সময় এই জগতে পুনরায় ফিরে আসতে হয়। প্রকৃতির তিন গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া যখন শুরু হয়, তখন দৃশ্য জগতের স্রষ্টা বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে এবং আধ্যাত্মিক মার্গ ও যোগ-পদ্ধতির প্রবর্তক মহান ঋষিদেরও কালের প্রভাবে ফিরে আসতে হয়। তাঁরা তাঁদের নিষ্কাম কর্মের প্রভাবে মুক্ত এবং তাঁরা প্রথম পুরুষ অবতারকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু সৃষ্টির সময় তাঁদের পূর্বের মতো রূপ এবং পদে তাঁরা ফিরে আসেন। যারা এই জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা খুব সুন্দরভাবে এবং গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে। তারা প্রতিদিন এই সমস্ত বৈধ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু কর্মফলের প্রতি আসক্তিযুক্ত হয়ে, তারা তা করে। রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে এবং অসংযত ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে সর্বদাই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের অভিলাষী হয়। তারা পিতৃদের পূজা করে এবং তাদের পরিবারের বা সমাজের অথবা রাষ্ট্রীয়

চতুর্থ স্কন্ধ

(ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ)

মনুকন্যাদের বংশাবলী

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী শতরূপা থেকে তিনটি কন্যা লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসূতি। আকূতির দুজন ভাই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বায়ম্ভুব মনু এই শর্তে তাঁকে প্রজাপতি রুচির হাতে সম্প্রদান করেছিলেন যে, তাঁর থেকে যে পুত্রের জন্ম হবে, তাকে মনুর কাছে তাঁর পুত্ররূপে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর পত্নী শতরূপা এই শর্তটিকে অনুমোদন করেছিলেন। ব্রহ্মতেজোদীপ্ত গুণাবলীতে অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন রুচি প্রজাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর পত্নী আকূতির গর্ভে তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেছিলেন। আকূতির দুটি সন্তানের মধ্যে, পুত্রসন্তানটি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের অবতার এবং তাঁর নাম ছিল যজ্ঞ, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর আর একটি নাম। আর কন্যাসন্তানটি ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর অংশাবতার। স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত প্রসন্নতাপূর্বক যজ্ঞ নামক অপূর্ব সুন্দর বালকটিকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর জামাতা রুচি তাঁর কন্যা দক্ষিণাকে তাঁর কাছে রেখেছিলেন। যজ্ঞেশ্বর ভগবান পরবর্তী কালে দক্ষিণাকে বিবাহ করেছিলেন, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পতিরূপে লাভ করার বাসনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, বারটি পুত্র লাভ করেছিলেন। যজ্ঞ এবং দক্ষিণার বারটি পুত্রের নাম ছিল—তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বহ্ন, সুদেব এবং রোচন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই পুত্রেরা দেবতা হয়েছিলেন, যাঁদের যৌথভাবে তুষিত বলা হয়। মরীচি সপ্তর্ষিদের প্রধান হয়েছিলেন এবং যজ্ঞ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হয়েছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁদের পুত্র ও পৌত্রেরা সমস্ত ত্রিভুবন জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল।"

"হে বৎস। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কন্যা দেবহূতিকে কর্দম মুনির কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। সেই কথা আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছি এবং আপনিও তা প্রায় সম্পূর্ণ শ্রবণ করেছেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যা প্রসূতিকে ব্রহ্মার পুত্র এবং প্রজাপতিদের অন্যতম দক্ষের হাতে দান করেছিলেন। দক্ষের বংশধরেরা ত্রিলোক জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। আমি আপনাকে কর্দম মুনির নয়টি কন্যার বিষয়ে পূর্বেই বলেছি, যাঁদের নয়জন ব্রহ্মর্ষিকে দান করা হয়েছিল। এখন আমি সেই নয়জন কন্যার বংশধরদের কথা বর্ণনা করব। দয়া করে আপনি তা আমার কাছে শ্রবণ করুন। কর্দম মুনির কন্যা কলা, মরীচির সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছিল, তিনি কশ্যপ এবং পূর্ণিমা নামক দুটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। তাঁদের বংশধরেরা সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে। হে বিদুর! কশ্যপ এবং পূর্ণিমা নামক দুই সন্তানের মধ্যে পূর্ণিমার বিরজ, বিশ্বগ এবং দেবকুল্যা নামক তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দেবকুল্যা ছিল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-ধৌত জল, যা পরবর্তী কালে স্বর্গলোকে গঙ্গায় রূপান্তরিত হয়েছিল। অত্রি মুনির পত্নী অনসূয়া তিনজন অতি প্রসিদ্ধ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, যথা—সোম, দত্তাত্রেয় এবং দুর্বাসা, যাঁরা ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের অংশাবতার। সোম ব্রহ্মার, দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর এবং দুর্বাসা শিবের অংশাবতার ছিলেন।"

তা শোনার পর, বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হে গুরুদেব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যাঁরা সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা, তাঁরা অত্রি মুনির পত্নীর সন্তান কিভাবে হয়েছিলেন?"

মৈত্রেয় বললেন—"অত্রি মুনি যখন অনসূয়াকে বিবাহ করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দেন। তখন অত্রি মুনি তাঁর পত্নী সহ কঠোর তপস্যা করার জন্য ঋক্ষ নামক পর্বতের উপত্যকায় গিয়েছিলেন। সেই পর্বতের উপত্যকায় নির্বিন্ধ্যা নামক নদী প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীর তটে অশোক, পলাশ আদি পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত ছিল এবং সেখানে ঝরনার জল সর্বদা মধুর ধ্বনি উৎপন্ন করে প্রবাহিত হচ্ছিল। পতি এবং পত্নী সেই অতি সুন্দর স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সেই মহর্ষি সেখানে প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা তাঁর মনকে একাগ্র করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁর সমস্ত আসক্তি সংযত করে, এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে, কেবল বায়ু আহার করে এক শত বছর তপস্যা করেছিলেন। তিনি কামনা করেছিলেন—আমি যাঁর শরণ গ্রহণ করেছি, সেই জগদীশ্বর কৃপাপূর্বক আমাকে ঠিক তাঁরই মতো একটি পুত্র প্রদান করুন। অত্রি মুনি যখন এইভাবে কঠোর তপস্যায় যুক্ত ছিলেন, তখন প্রাণায়ামের প্রভাবে তাঁর মস্তক থেকে এক প্রজ্বলিত অগ্নি নির্গত হয়েছিল এবং ত্রিভুবনের তিনজন মুখ্য দেবতা সেই অগ্নি দর্শন করেছিলেন। সেই সময়ে, অপ্সরা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ প্রভৃতি স্বর্গবাসীগণ সহ তিন দেবতা অত্রি মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। তপস্যার প্রভাবে বিখ্যাত সেই মহর্ষির আশ্রমে তাঁরা এইভাবে প্রবেশ করেছিলেন। অত্রি এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু সেই তিনজন দেবতাকে একত্রে তাঁর কাছে আসতে দেখে, তিনি এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, অত্যন্ত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক পায়ে তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন। তার পর তিনি সেই তিনজন দেবতাদের বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন, যাঁরা তাঁদের বাহন—বৃষ, হংস ও গরুড়ে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের হাতে ডমরু, কুশ দান ও চক্র ছিল। মুনি ভূমিতে পতিত হয়ে, তাঁদের দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। সেই তিনজন দেবতাকে তাঁর প্রতি প্রসন্ন দেখে অত্রি মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁদের দেহনির্গত জ্যোতিচ্ছটায় তাঁর চোখ ঝলসে গিয়েছিল এবং তাই তিনি সেই সময় তাঁর নেত্র নিমীলিত করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর হৃদয় পূর্বেই সেই দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তাই তিনি কোনক্রমে সচেতন হয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান দেবতাদের বন্দনা করতে লাগলেন।"

মহর্ষি অত্রি বললেন—"হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, আপনারা প্রকৃতির তিন গুণ স্বীকার করে তিন ভাগে আপনাদেরকে বিভক্ত করেছেন, যেভাবে আপনারা প্রতি কল্পে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য করে থাকেন। আমি আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, আমার প্রার্থনার দ্বারা আপনাদের তিনজনের মধ্যে কাকে আমি আহ্বান করেছি। আমি পরমেশ্বর ভগবানের মতো পুত্র লাভের বাসনা করে তাঁকে আহ্বান করেছি এবং আমি কেবল তাঁরই কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু যদিও তিনি মনুষ্যের মনের কল্পনার অতীত, তবুও আপনারা তিনজন এখানে এসেছেন। দয়া করে আমাকে বলুন কিভাবে আপনারা এসেছেন, কারণ সেই বিষয়ে আমি অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছি।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"অত্রি মুনির সেই কথা শুনে, তিনজন মহান দেবতা মৃদু হেসেছিলেন এবং তাঁরা মধুর স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন।"

তিনজন দেবতা অত্রি মুনিকে বললেন—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি সত্যসঙ্কল্প এবং তাই তুমি যা চেয়েছ, তা হবে, তার কোন অন্যথা হবে না। আমরা সকলেই সেই পুরুষ যাঁর ধ্যান তুমি করছ এবং তাই আমরা সকলে তোমার কাছে এসেছি। আমাদের শক্তির অংশ-স্বরূপ পুত্র তুমি লাভ করবে এবং যেহেতু আমরা তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি, তাই তোমার সেই পুত্রেরা সমস্ত জগৎ জুড়ে তোমার যশ বিস্তার করবে।" এইভাবে, অত্রি মুনিকে তাঁর অভিলষিত বর প্রদান করে, সেই তিনজন সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সেই দম্পতির দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তার পর ব্রহ্মার অংশ থেকে সোমের জন্ম হয়েছিল, বিষ্ণুর অংশ থেকে মহাযোগী দত্তাত্রেয়ের জন্ম হয়েছিল এবং শঙ্করের অংশ থেকে দুর্বাসার জন্ম হয়েছিল। এখন আপনি আমার কাছ থেকে অঙ্গিরার অনেক পুত্র সম্বন্ধে শ্রবণ করুন।"

"অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা চারটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ছিল—সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতি। এই চারটি কন্যা ব্যতীত তাঁর আরও দুটি পুত্র হয়েছিল। তাঁদের একজনের নাম উতথ্য এবং অন্যজন ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিত বৃহস্পতি। পুলস্ত্য তাঁর পত্নী হবির্ভূর মাধ্যমে অগস্ত্য নামক এক পুত্র লাভ করেছিলেন, যিনি পরবর্তী জন্মে মহর্ষি হয়েছিলেন। তা ছাড়া পুলস্ত্যের আর একটি মহান সাধু প্রকৃতির পুত্র হয়েছিল, যার নাম ছিল বিশ্রবা। বিশ্রবার দুই পত্নী ছিলেন। প্রথম পত্নী ইড়বিড়া থেকে যক্ষপতি কুবেরের জন্ম হয়েছিল এবং অন্য পত্নী কেশিনী থেকে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, এই তিন পুত্রের জন্ম হয়েছিল। পুলহ ঋষির পত্নী গতি তিনটি পুত্রের জন্ম

দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ছিল—কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান ও সহিষ্ণু এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান ঋষি। ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া বালখিল্য নামক ষাট হাজার মহর্ষির জন্ম দিয়েছিলেন। এই সমস্ত ঋষিরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন এবং তাঁদের জ্ঞানের প্রভাবে তাঁদের শরীর জ্যোতির্ময় ছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর পত্নী ঊর্জা, যাঁর আর এক নাম অরুন্ধতী, তাঁর থেকে চিত্রকেতু আদি সাতটি নির্মল মহর্ষির জন্ম দান করেছিলেন। সেই সাতজন মহর্ষির নাম—চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্যান এবং দ্যুমান। বশিষ্ঠের অন্য পত্নী থেকে আরও কয়েকজন অত্যন্ত যোগ্য পুত্র হয়েছিল। অথর্বার পত্নী চিত্তি দধ্যঙ্ নামক ব্রত ধারণ করে অশ্বশিরা নামক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এখন আপনি আমার কাছে মহর্ষি ভৃগুর বংশধরদের সম্বন্ধে শ্রবণ করুন। ভৃগু মুনি ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান। তিনি তাঁর পত্নী খ্যাতি থেকে ধাতা এবং বিধাতা নামক দুই পুত্র এবং শ্রী নাম্নী এক কন্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই কন্যাটি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। মহর্ষি মেরু তাঁর দুই কন্যা আয়তি এবং নিয়তিকে ধাতা এবং বিধাতার হস্তে সম্প্রদান করেন। আয়তি এবং নিয়তি থেকে মৃকণ্ড এবং প্রাণ নামক দুটি পুত্রের জন্ম হয়। মৃকণ্ড থেকে মার্কণ্ডেয় ঋষির জন্ম হয় এবং প্রাণ থেকে বেদশিরা ঋষির জন্ম হয়, যাঁর পুত্র ছিলেন উশনা (শুক্রাচার্য), যিনি কবি নামেও পরিচিত। এইভাবে কবিও ভৃগু-বংশীয়।"

"হে বিদুর! এইভাবে মহান ঋষিদের এবং কর্দম মুনির কন্যাদের সন্তানদের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বৃদ্ধি হয়েছিল। যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই বংশের আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। প্রসূতি নামক মনুর অপর কন্যার বিবাহ হয়েছিল ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের সঙ্গে। তাঁর পত্নী প্রসূতি থেকে দক্ষের অত্যন্ত সুন্দরী কমল-নয়না ষোলটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। ষোলটি কন্যার মধ্যে তেরটিকে তিনি ধর্মকে এবং একটি কন্যা অগ্নিকে সম্প্রদান করেন। অবশিষ্ট দুই কন্যার একটিকে তিনি পিতৃলোককে দান করেছিলেন, যেখানে তিনি অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক বাস করছেন এবং অপর কন্যাটিকে তিনি শিবের হস্তে সম্প্রদান করেন, যিনি পাপী ব্যক্তিদের ভববন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। দক্ষ যে তেরটি কন্যা ধর্মকে দান করেছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী এবং মূর্তি। এই তেরটি কন্যা যে-সমস্ত সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—শ্রদ্ধা থেকে শুভ, মৈত্রী থেকে প্রসাদ, দয়া থেকে অভয়, শান্তি থেকে সুখ, তুষ্টি থেকে মুদ, পুষ্টি থেকে স্ময়, ক্রিয়া থেকে যোগ, উন্নতি থেকে দর্প, বুদ্ধি থেকে অর্থ, মেধা থেকে স্মৃতি, তিতিক্ষা থেকে ক্ষেম এবং হ্রী থেকে প্রশ্রয়। সমস্ত সদ্‌গুণের আধার মূর্তি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনর-নারায়ণের জন্ম দিয়েছিলেন। নর-নারায়ণের আবির্ভাবের ফলে, সমগ্র জগৎ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সকলের মন প্রশান্ত হয়েছিল এবং এইভাবে সর্বত্র বায়ু, নদীসমূহ, পর্বতসমূহ অত্যন্ত মনোহর হয়েছিল। স্বর্গলোকে বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু করেছিল এবং আকাশ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হয়েছিল। ঋষিরা প্রসন্ন হয়ে বৈদিক স্তব উচ্চারণ করেছিলেন, গন্ধর্ব এবং কিন্নরেরা গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং স্বর্গের অপ্সরারা নাচতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে নর-নারায়ণের আবির্ভাবের সময় সমস্ত মঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। সেই সময় ব্রহ্মা আদি মহান দেবতারাও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিরূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বায়ু এবং মেঘ যেমন আকাশে অবস্থিত, এই সৃষ্টিও তেমন তাঁর মধ্যে অবস্থিত। এখন তিনি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে ধর্মের গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। বিশুদ্ধ প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে তত্ত্ব যাঁকে জানা যায় এবং যিনি জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তির জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন। তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত লক্ষ্মীদেবীর আলয় নির্মল পদ্মের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে।"

"হে বিদুর! নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে দেবতাদের বন্দনার দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। ভগবান তখন তাঁদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তার পর গন্ধমাদন পর্বতে চলে গিয়েছিলেন। সেই নর-নারায়ণ ঋষি, যাঁরা

হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ, সম্প্রতি তাঁরা ভূভার হরণের জন্য যদু এবং কুরুবংশে কৃষ্ণ ও অর্জুনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অগ্নিদেব তাঁর পত্নী স্বাহাতে পাবক, পবমান এবং শুচি নামক তিনটি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, যাঁরা যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত আহুতি ভোজন করেন। এই তিন পুত্র থেকে পঁয়তাল্লিশ বংশধরের জন্ম হয়েছে এবং তাঁরাও হচ্ছেন অগ্নিদেব। পিতা এবং পিতামহ সহ অগ্নিদেবের সংখ্যা মোট উনপঞ্চাশ। নির্বিশেষবাদী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নিতে অর্পিত আহুতির ভোক্তা এই উনপঞ্চাশজন অগ্নিদেবতা। অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ, সৌম্য এবং আজ্যপগণ হচ্ছেন পিতা। তাঁরা সাগ্নিক অথবা নিরগ্নিক। এই সমস্ত পিতৃদের পত্নী হচ্ছেন রাজা দক্ষের কন্যা স্বধা। স্বধা, যাঁকে পিতৃদের সম্প্রদান করা হয়েছিল, তাঁর বয়ুনা এবং ধারিণী নামক দুটি কন্যা হয়। তাঁরা উভয়েই ছিলেন নির্বিশেষবাদী এবং দিব্য ও বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী। সতী নামক ষোড়শতম কন্যাটি ছিলেন শিবের পত্নী। তিনি সর্বদা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পতির সেবায় যুক্ত ছিলেন, তবুও তাঁর কোন পুত্র হয়নি। শিব নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও সতীর পিতা দক্ষ তাঁর নিন্দা করতেন। তাই, যৌবন প্রাপ্তির পূর্বেই, সতী যোগ প্রভাবে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—"দক্ষ তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও কেন সতীকে অবহেলা করেছিলেন এবং সুশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন? সমগ্র জগতের গুরু শিব নির্বৈরী, শান্ত এবং আত্মারাম। তিনি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষ কেন এই প্রকার একজন মঙ্গলময় ব্যক্তির প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়েছিলেন? হে মৈত্রেয়! দেহত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। আপনি কি দয়া করে আমার কাছে বর্ণনা করবেন, কি কারণে শ্বশুর এবং জামাতা এমনই তিক্ত কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে মহাদেবী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"পুরাকালে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে সমস্ত মহর্ষিগণ, মুনিগণ, দেবতাগণ এবং অগ্নিদেবগণ তাঁদের অনুগামীগণ সহ সমবেত হয়েছিলেন। প্রজাপতিদের অধিপতি দক্ষ যখন সেই সভায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন সূর্যের মতো তাঁর উজ্জ্বল অঙ্গ-প্রভায় সমগ্র সভা আলোকিত হয়েছিল এবং তাঁর সামনে সভায় সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের নিতান্তই নগণ্য বলে মনে হয়েছিল। ব্রহ্মা এবং শিব ব্যতীত, সমস্ত অগ্নিদেবগণ এবং সেই মহাসভার অন্যান্য সদস্যেরা সকলেই তাঁর শরীরের জ্যোতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই মহান সভার সভাপতি ব্রহ্মা দক্ষকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ব্রহ্মাকে প্রণাম নিবেদন করে দক্ষ তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আসন গ্রহণ করার পূর্বে, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন না করে শিবকে বসে থাকতে দেখে দক্ষ অত্যন্ত অপমানিত হয়েছিলেন। তখন দক্ষ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর চোখ দুটি জ্বলছিল। তিনি তখন অত্যন্ত কঠোরভাবে শিবের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছিলেন। উপস্থিত সমস্ত ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং অগ্নিদেবগণ! দয়া করে মনোযোগ সহকারে আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি অজ্ঞানতা

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। এই দৃশ্য জগৎ ত্রিগুণের পারস্পরিক ক্রিয়া বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির এক আশ্চর্যজনক সৃষ্টি। সেই তত্ত্ব আপনি সম্পূর্ণরূপে অবগত। কিন্তু আপনি জানেন যে, আমি একজন তত্ত্বজ্ঞানহীনা অবলা স্ত্রী। তাই আমি আর একবার আমার জন্মভূমি দর্শন করতে চাই। হে অভব, হে নীলকণ্ঠ! কেবল আমার আত্মীয়-স্বজনেরাই নয়, অন্য রমণীরাও সুন্দর অলঙ্কার এবং বেশভূষায় বিভূষিতা হয়ে, তাঁদের পতি এবং বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে যাচ্ছেন। দেখুন, তাঁদের শ্বেত বিমানসমূহ কিভাবে সমস্ত আকাশকে সুশোভিত করেছে। হে দেবশ্রেষ্ঠ! পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শুনে কন্যার দেহ কিভাবে অবিচলিত থাকতে পারে? আপনি যদি মনে করেন যে, আমাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, কিন্তু বন্ধু, স্বামী, গুরু অথবা পিতার গৃহে তো বিনা নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায়। হে অমর শিব! কৃপাপূর্বক আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন! আপনি আমাকে আপনার অর্ধাঙ্গিনীরূপে স্বীকার করেছেন; অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্বক আপনি আমার অনুরোধ স্বীকার করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"কৈলাস পর্বতের প্রাণবল্লভ শিবের প্রতি তখন বিশ্বস্রষ্টাদের সম্মুখে তাঁর প্রতি দক্ষের মর্মভেদী কটূক্তির কথা স্মরণ হয়েছিল, তবু তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর বাক্য শ্রবণ করে, হেসে উত্তর দিয়েছিলেন। হে সুন্দরী! তুমি বলেছ যে, আমন্ত্রিত না হলেও বন্ধুর গৃহে যাওয়া যায়। সেই কথা সত্য, যদি সেই বন্ধু দেহাত্মবুদ্ধি-জনিত অহঙ্কারের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে দোষ দর্শন না করে। বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, সৌন্দর্য, যৌবন এবং আভিজাত্য—এই ছয়টি মহাত্মাদের গুণ, কিন্তু যারা সেইগুলি লাভ করার ফলে গর্বিত হয় এবং তার ফলে তাদের সদ্বুদ্ধি বা বিবেক হারিয়ে ফেলে, তখন তারা মহৎ ব্যক্তিদের মহিমা দর্শন করতে পারে না। যারা অশান্ত-চিত্ত হওয়ার ফলে, অতিথিদের ভ্রূকুটি-কুটিল রোষযুক্ত নয়নে দর্শন করে, তাদের আত্মীয় বা বন্ধু বলে মনে করেও, তাদের গৃহে যাওয়া উচিত নয়।"

শিব বললেন—"আত্মীয়দের কটূক্তি দ্বারা মর্মাহত হলে যে রকম ব্যথা অনুভূত হয়, শত্রুর বাণের দ্বারা আহত হলেও সেই প্রকার ব্যথা হয় না, কেননা সেই ব্যথা দিনরাত হৃদয়কে বিদীর্ণ করে। হে সুন্দরী! আমি জানি যে, দক্ষের সমস্ত সন্তানদের মধ্যে তুমি হচ্ছ সব চাইতে আদরের কন্যা, কিন্তু আমার পত্নী বলে তুমি তাঁর গৃহে সম্মান লাভ করবে না। পক্ষান্তরে, আমার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে তুমি দুঃখিত বোধ করবে। যারা অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে, সর্বদা মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সন্তপ্ত হয়, তারা কখনও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐশ্বর্য সহ্য করতে পারে না। আত্ম-উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে অক্ষম হয়ে তারা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, ঠিক যেমন অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানকে ঈর্ষা করে। হে সুন্দরী! আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা অবশ্যই পরস্পরের প্রতি প্রত্যুত্থান, নমস্কার ও অভিবাদনাদি করে থাকেন। কিন্তু যাঁরা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে, সেই সম্মান দেহাভিমানী ব্যক্তিদের না করে, দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে করে থাকেন। আমি সর্বদা শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে বাসুদেবকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কৃষ্ণচেতনাই হচ্ছে শুদ্ধ চেতনা, যাতে বাসুদেব নামে অভিহিত পরমেশ্বর ভগবান আবরণশূন্য হয়ে প্রকাশিত হন। তোমার পিতা যদিও তোমার দেহের জন্মদাতা, তবুও যেহেতু তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তাই তাঁকে দর্শন করা তোমার উচিত নয়। হে বরাঙ্গনে! মাৎসর্য-পরায়ণ হওয়ার ফলে, আমার কোন অপরাধ না থাকলেও, নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা তিনি আমাকে তিরস্কার করেছেন। আমার এই উপদেশ সত্ত্বেও যদি তুমি আমার বাণী উপেক্ষা করে সেখানে যাও, তা হলে ভবিষ্যতে তোমার ভাল হবে না। তুমি অত্যন্ত সম্মানীয়া এবং তুমি যদি তোমার স্বজনের দ্বারা অপমানিত হও, তা হলে সেই অপমান তৎক্ষণাৎ মৃত্যুতুল্য হবে।"

চতুর্থ অধ্যায়

সতীর দেহত্যাগ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"বিশ্বপ্রভু সতীকে এইভাবে উপদেশ দিয়ে শিব নীরব হলেন। সতী তাঁর পিতৃগৃহে আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি শিবের সাবধান বাণীতেও চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। দোদুল্যমান চিত্তে তিনি একবার গৃহ থেকে নির্গত হয়ে পর মুহূর্তে আবার গৃহে প্রবেশ করছিলেন। এইভাবে তাঁর পিতার গৃহে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শনের বাসনায় ব্যাঘাত হওয়ার ফলে, সতী অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রতি প্রেমাতিশয্যবশত তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল। অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং ক্রোধভরে তাঁর অসমোর্ধ্ব পতি শিবের প্রতি এমনভাবে তাকিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর সেই ক্রোধাগ্নির দ্বারা তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন। তার পর সতী তাঁর পতি, যিনি প্রেমের বশে তাঁকে তাঁর অর্ধাঙ্গ প্রদান করেছিলেন, সেই শিবকে পরিত্যাগ করে, ক্রোধ এবং শোকের বশে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে তাঁর পিতার গৃহে গমন করেছিলেন। দুর্বল স্ত্রীস্বভাববশত তিনি এই প্রকার নির্বোধের মতো আচরণ করেছিলেন। মণিমান, মদ আদি শিবের হাজার হাজার অনুচরেরা এবং যক্ষ পার্ষদেরা যখন দেখলেন যে, সতী একাকিনী দ্রুত গতিতে প্রস্থান করছেন, তখন তাঁরা বৃষেন্দ্র নন্দীকে অগ্রে করে সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। শিবের অনুচরেরা সতীকে বৃষের উপর বসিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর পোষা পাখিটি দিয়েছিলেন। তাঁরা কমল, দর্পণ ইত্যাদি তাঁর উপভোগের সমস্ত সামগ্রীগুলি নিয়েছিলেন এবং তাঁর মাথার উপর একটি বিশাল চন্দ্রাতপ টাঙিয়েছিলেন। দুন্দুভি, শঙ্খ, বেণু ইত্যাদি সহকারে তাঁরা তাঁর সঙ্গে গমন করেছিলেন এবং তাঁদের সেই যাত্রাকে এক অতি আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় শোভাযাত্রার মতো মনে হয়েছিল। সতী যখন তাঁর পিতৃগৃহে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল এবং সেই যজ্ঞস্থলে তখন সকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। সেখানে মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দেবতাগণ সমবেত হয়েছিলেন এবং যজ্ঞের জন্য সেখানে বহু পশু প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং মৃত্তিকা, লৌহ, স্বর্ণ, কাষ্ঠ, কুশ ও চর্মনির্মিত পাত্রসমূহ সাজানো হয়েছিল। সতী যখন তাঁর অনুচরদের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, তখন দক্ষের ভয়ে কেউই তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন না। কিন্তু তাঁর মাতা এবং ভগিনীরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে এবং হর্ষোৎফুল্ল বদনে তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং অত্যন্ত মধুর স্বরে তাঁর সঙ্গে কথালাপ করেছিলেন। যদিও তাঁর ভগ্নী এবং মাতা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সতী তাঁদের স্বাগত বচনের কোন উত্তর দেননি এবং যদিও তাঁকে আসন ও উপহার প্রদান করা হয়েছিল, তিনি সেগুলির কোনটিই গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁর পিতা তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলেননি এবং কুশল প্রশ্নাদি করে তাঁকে স্বাগত জানাননি।"

"যজ্ঞস্থলে গিয়ে সতী দেখলেন যে, তাঁর পতি শিবকে কোন যজ্ঞভাগ দেওয়া হয়নি।' তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিবকে তাঁর পিতা যজ্ঞে আমন্ত্রণ না করে কেবল অবজ্ঞাই করেননি, অধিকন্তু তাঁর মহীয়সী পত্নীকেও অনাদর করেছেন। তার ফলে তিনি এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন যেন তিনি তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন। শিবের অনুচর ভূতেরা দক্ষকে আঘাত করতে অথবা হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সতী তাদের নিবৃত্ত হওয়ার আদেশ দেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন এবং তখন তিনি কর্ম-মার্গে যজ্ঞ-পন্থার নিন্দা এবং যাঁরা সেই অর্থহীন ও কষ্টকর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে অত্যন্ত গর্বোদ্ধত হয়, তাঁদের ভর্ৎসনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে সভাস্থলে সকলের সমক্ষে তাঁর পিতার নিন্দা করেছিলেন।"

দেবী বললেন—"শিব সমস্ত জীবের প্রিয়তম। তাঁর

মতো দীপ্তিশালী এক গুচ্ছ চুল তাঁর মস্তক থেকে উৎপাটিত করলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করে গম্ভীর ভাবে অট্টহাস্য করতে করতে সেই জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। তখন আকাশের মতো উঁচু এবং তিনটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক ভয়ঙ্কর শ্যামবর্ণ অসুরের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর দাঁতগুলি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাঁর মাথার কেশরাশি ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো। বিভিন্ন অস্ত্রধারী সহস্র বাহু-সমন্বিত তাঁর গলায় ছিল নরমুণ্ডের মালা। সেই মহাকায় অসুর যখন কৃতাঞ্জলিপুটে শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে প্রভু, এখন আমি কি করব?' তখনই ভূতনাথ শিব তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'যেহেতু তুমি আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তাই তুমি হচ্ছ আমার সমস্ত পার্ষদদের অধিনায়ক। অতএব, যজ্ঞস্থলে গিয়ে তুমি দক্ষ এবং তার সৈনিকদের সংহার কর।' হে বিদুর! সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের ক্রোধের মূর্তিমান প্রকাশ এবং তিনি শিবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন। এইভাবে, তিনি যে-কোন বিরোধী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে নিজেকে সমর্থ বলে মনে করে শিবকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে শিবের অন্য সব সৈনিকেরা সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে লাগল। তাঁর হাতে ছিল এক বিশাল ত্রিশূল, যা মৃত্যুকে পর্যন্ত বধ করতে সমর্থ ছিল এবং তাঁর পদক্ষেপের ফলে তাঁর পায়ের নূপুরগুলিও যেন গর্জন করছিল। তখন, সেই যজ্ঞে উপস্থিত পুরোহিত, যজমান, ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের পত্নীরা সকলে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই অন্ধকার এল কোথা থেকে। তার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল একটি ধূলির ঝড় এবং তখন তাঁরা সকলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই ঝড়ের কারণ সম্বন্ধে অনুমান করে তাঁরা বলেছিলেন—বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে না, কোন গাভীর পাল তাড়না করেও নিয়ে যাচ্ছে না, দস্যুদের সৈন্যদের পক্ষেও এই ঝড় সম্ভব নয়, কারণ এখনও প্রবল পরাক্রমশালী রাজা বর্হি তাদের দণ্ড দেওয়ার জন্য জীবিত রয়েছেন। তা হলে এই ধূলির ঝড় সমুত্থিত হচ্ছে কোথা থেকে? তা হলে কি এই গ্রহের প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে?"

"দক্ষের পত্নী প্রসূতি এবং সেখানে সমবেত অন্য সমস্ত স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন—প্রজাপতি দক্ষ নিরপরাধ সতীকে অবজ্ঞা করার ফলে, সতী যে তাঁর ভগিনীদের সমক্ষে দেহত্যাগ করেছেন, সেই পাপেরই ফলে এই সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। প্রলয়ের সময়, শিবের জটাকলাপ বিক্ষিপ্ত হয় এবং তিনি তাঁর ত্রিশূলের দ্বারা দিক্‌-পালকগণকে বিদ্ধ করেন। বায়ু যেমন মেঘসমূহকে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত করে, তেমনভাবেই তাঁর বাহুগুলি ধ্বজাসমূহ বিস্তার করে তিনি অট্টহাস্য করতে করতে নৃত্য করেন। সেই বিশাল কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটি তাঁর ভয়ঙ্কর দন্তরাজি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর ভ্রূকুটির প্রভাবে নক্ষত্রসমূহ অবলুপ্ত হয়েছিল এবং তিনি তাঁর প্রচণ্ড তেজের দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত করেছিলেন। দক্ষের অসৎ আচরণের ফলে, তাঁর পিতা ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই প্রচণ্ড ক্রোধ প্রদর্শন থেকে নিস্তার লাভ করতে পারতেন না। এইভাবে যখন সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তখন দক্ষ পৃথিবীতে এবং আকাশে ভয়ঙ্কর সমস্ত অশুভ ইঙ্গিত দেখতে লাগলেন।"

"হে বিদুর! শিবের সমস্ত অনুচরেরা সেই যজ্ঞভূমি বেষ্টন করেছিল। তারা ছিল খর্বাকৃতি এবং বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, তাদের উদর এবং মুখ মকরের মতো কৃষ্ণ এবং পীত বর্ণের ছিল। তারা যজ্ঞভূমির সর্বত্র ছুটাছুটি করে মহা উৎপাত সৃষ্টি করেছিল। কিছু সৈন্য যজ্ঞ-মণ্ডপের স্তম্ভ ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ পত্নীশালায় ঢুকে পড়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থল বিনষ্ট করতে শুরু করেছিল এবং কেউ আবাসস্থল ও পাকশালায় প্রবেশ করেছিল। তারা যজ্ঞপাত্র ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ যজ্ঞাগ্নি নিভিয়ে দিয়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থলের সীমাসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং কেউ কেউ যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করেছিল। কেউ কেউ পলায়নকারী মুনিদের পথ রোধ করেছিল, কেউ কেউ সেখানে সমবেত স্ত্রীদের তিরস্কার করেছিল এবং কেউ কেউ মণ্ডপ থেকে পলায়নকারী দেবতাদের বন্দি করেছিল। শিবের এক অনুচর মণিমান ভৃগু মুনিকে বন্দি করেছিলেন এবং কৃষ্ণকায় অসুর বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে বন্দি করেছিলেন। চণ্ডেশ নামক শিবের অন্য একজন অনুচর পূষাকে বন্দি করেছিলেন এবং নন্দীশ্বর ভগ দেবতাকে বন্দি করেছিলেন। নিরন্তর প্রস্তর বর্ষিত হচ্ছিল এবং

সমস্ত পুরোহিত ও যজ্ঞস্থলে সমবেত সমস্ত সদস্যরা তথা অন্য সকলে এক মহা সঙ্কটে পতিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের ভয়ে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন। যিনি স্রুব হাতে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করছিলেন, বীরভদ্র সেই ভৃগু মুনির শ্মশ্রুরাজি উৎপাটিত করেছিলেন। দক্ষ যখন শিবের নিন্দা করছিলেন, তখন ভগ দক্ষকে উৎসাহিত করেছিলেন, সেই কারণে বীরভদ্র ক্রোধভরে তাঁকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে তাঁর চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করেছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় দ্যূতক্রীড়াকালে বলদেব যেভাবে কলিঙ্গরাজের দন্তরাজি উৎপাটন করেছিলেন, সেইভাবে যে দক্ষ শিবের নিন্দার সময়ে দন্ত প্রকাশ করেছিলেন এবং তখন সেই নিন্দার সমর্থন করে যে পূষাও তাঁর দন্তরাজি প্রদর্শন করে হেসেছিলেন, বীরভদ্র তাঁদের উভয়েরই দন্তরাজি উৎপাটন করেছিলেন। তখন সেই বিশালকায় বীরভদ্র দক্ষের বুকের উপর বসে তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা তাঁর মস্তক ছেদন করতে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু দক্ষের শরীর থেকে তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না। তিনি অস্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারাও দক্ষের মস্তক ছেদন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চর্ম মাত্রও ছেদন করতে পারলেন না। তার ফলে বীরভদ্র অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তখন বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে পশুবলি দেওয়ার যূপকাষ্ঠ দর্শন করে তার দ্বারা দক্ষের মস্তক ছেদন করেছিলেন। বীরভদ্রের সেই কার্য দর্শন করে, শিবপক্ষীয় ভূত, প্রেত এবং পিশাচেরা সাধু সাধু বলে কোলাহল করে উঠল, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা দক্ষের মৃত্যুতে হাহাকার করে উঠল। বীরভদ্র তখন মহা ক্রোধে দক্ষের মস্তকটি নিয়ে দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে তা আহুতিরূপে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে শিবের অনুচরেরা যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন ভণ্ডুল করে এবং সমস্ত যজ্ঞস্থলে আগুন জ্বালিয়ে তাঁদের প্রভুর ধাম কৈলাসের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করলেন

মৈত্রেয় বললেন—"সমস্ত পুরোহিত, যজ্ঞসভার সদস্য এবং দেবতারা শিবের সৈন্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে ত্রিশূল, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রের দ্বারা সর্বাঙ্গে আহত হয়ে, ভয়বিহ্বল চিত্তে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে প্রণতি নিবেদন করার পরে, দক্ষের যজ্ঞে যা কিছু হয়েছিল তা সবিস্তারে তাঁরা নিবেদন করতে শুরু করলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়েই পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন যে, দক্ষযজ্ঞে এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটবে, তাই তাঁরা সেই যজ্ঞে যাননি।"

দেবতা এবং সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করে ব্রহ্মা বললেন—"মহাপুরুষের নিন্দা করে এবং তার ফলে তাঁর চরণ-কমলে অপরাধ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা কখনই সুখী হতে পারবে না। এইভাবে তোমরা কখনই সুখ লাভ করতে পারবে না। শিবকে তাঁর যজ্ঞাংশ থেকে বঞ্চিত করার ফলে, তোমরা সকলেই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেছ। তবুও যদি তোমরা শুদ্ধ অন্তঃকরণে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ কর, তা হলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। ব্রহ্মা তাঁদের উপদেশ দিয়ে জানালেন যে, শিব এতই শক্তিশালী যে, তিনি শুধু ক্রোধে লোকপালগণ সহ সমস্ত গ্রহলোক তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করতে পারেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, শিব তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন এবং দক্ষের নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছেন। এই

অবস্থায়, ব্রহ্মা তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ শিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করাই তাঁদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। ব্রহ্মা বলেছিলেন যে, শিব যে কত শক্তিশালী তা তিনি স্বয়ং, ইন্দ্র, যজ্ঞস্থলে সমবেত সমস্ত সদস্যেরা, অথবা সমস্ত মুনি-ঋষিরা, কেউই জানেন না। সেই অবস্থায় কে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করতে সাহস করবে?"

"এইভাবে দেবতাদের উপদেশ দিয়ে, পিতৃগণ, প্রজাপতিগণ এবং দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা তাঁর আলয় থেকে শিবের প্রিয়তম আলয় গিরিরাজ কৈলাসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কৈলাস নামক ধাম বিভিন্ন ওষধি এবং বনস্পতিতে পূর্ণ, তা বৈদিক মন্ত্র এবং যোগ অভ্যাসের দ্বারা পবিত্র। তাই সেই ধামের অধিবাসীরা জন্মসূত্রে দেবতা এবং তাঁরা সমস্ত যোগশক্তি সমন্বিত। তা ছাড়া সেখানে অন্য মানুষেরা রয়েছেন, যাঁদের বলা হয় কিন্নর এবং গন্ধর্ব, সেখানে তাঁরা তাঁদের অপ্সরা নামক সুন্দরী স্ত্রীদের সঙ্গে বিহার করেন। কৈলাস সমস্ত প্রকার বহুমূল্য মণিরত্ন এবং ধাতুতে পূর্ণ পর্বত-সমন্বিত এবং নানা প্রকার মূল্যবান বৃক্ষ এবং লতার দ্বারা পরিবৃত। সেই পর্বতশৃঙ্গ বিভিন্ন প্রকার হরিণদের দ্বারা বিভূষিত। সেখানে বহু ঝরনা রয়েছে এবং পর্বতে অনেক সুন্দর গুহা রয়েছে, যেখানে সিদ্ধ রমণীগণ তাঁদের পতিদের সহ বিহার করেন। কৈলাস পর্বত সর্বদা ময়ূরের কেকারব, মত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুতান এবং অন্যান্য পক্ষীদের কূজনে মুখরিত। কৈলাস পর্বতের দীর্ঘ শাখা-সমন্বিত সুউচ্চ বৃক্ষগুলি যেন হস্ত প্রসারণ করে বিহঙ্গদের আহ্বান করে। হস্তীগণ যখন ইতস্তত ভ্রমণ করে, তখন মনে হয় যেন কৈলাস পর্বত তাদের সাথে গমন করছেন। ঝরনা থেকে যখন সশব্দে জল পড়ে, তখন মনে হয় যেন কৈলাস পর্বতও কলকণ্ঠে কীর্তন করছেন। সমগ্র কৈলাস পর্বতটি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের দ্বারা শোভিত। তাদের কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে— মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, তাল, কোবিদার, আসন, অর্জুন, আম্র, কদম্ব, ধূলি-কদম্ব, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ এবং কুরুবক। সমগ্র পর্বতটি এই সমস্ত বৃক্ষের দ্বারা শোভিত যাতে সুরভিত ফুল ফোটে। অন্যান্য বৃক্ষও সেই পর্বতকে সুশোভিত করেছে, যথা—স্বর্ণবর্ণ কমল, দারুচিনি, মালতী, কুব্জ, মল্লিকা এবং মাধবী। কৈলাস পর্বত অন্যান্য যে-সমস্ত বৃক্ষের দ্বারা শোভিত, সেগুলি হচ্ছে কাঁঠাল, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ এবং হিং-উৎপাদনকারী বৃক্ষ। সেখানে সুপারি, ভূর্জপত্র, পুগ, রাজপুগ, জম্বু ইত্যাদি বৃক্ষও রয়েছে। সেখানে আম, প্রিয়াল, মধুক এবং ইঙ্গুদ বৃক্ষ আছে। আর তা ছাড়া বেণু, কীচক এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার বাঁশ গাছ রয়েছে, যা কৈলাস পর্বতকে পরিশোভিত করে আছে। সেখানে কুমুদ, উৎপল, শতপত্র আদি নানা প্রকার পদ্ম রয়েছে। সেই বন সুশোভিত উদ্যানের মতো প্রতীত হয় এবং সেখানকার ছোট ছোট সরোবরগুলি বিভিন্ন প্রকার পক্ষীর অতি মধুর কূজনে মুখরিত। সেই স্থানটি হরিণ, বানর, শূকর, সিংহ, ঋক্ষ, শল্লক, নীল গাই, বন্য গর্দভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ ইত্যাদি নানা প্রকার পশুতে পূর্ণ, তারা সেখানে তাদের জীবন উপভোগ করে থাকে। সেখানে কর্ণান্ত্র, একপদ, অশ্বাস্য, বৃক এবং কস্তুরী প্রভৃতি নানাবিধ মৃগ বাস করছে। পদ্মহ্রদের পাড়ে সরোবরের তীরে বহু কদলী বৃক্ষ অপূর্ব সুষমা বিস্তার করছে। সেখানে অলকনন্দা নামে ছোট হ্রদটিতে সতী স্নান করতেন এবং সেই হ্রদটি বিশেষভাবে পবিত্র। কৈলাস পর্বতের অপূর্ব সৌন্দর্য এবং মহান ঐশ্বর্য দর্শন করে দেবতারা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। দেবতারা সৌগন্ধিক নামক, অর্থাৎ সুগন্ধে পরিপূর্ণ এক বনে অলকা নামক এক অপূর্ব সুন্দর স্থান দর্শন করেছিলেন। সেই বনে প্রচুর পদ্মফুলের জন্য তার নাম হয়েছিল সৌগন্ধিক। তাঁরা নন্দা এবং অলকনন্দা নামক দুটি নদীও দর্শন করেছিলেন। এই নদী দুটি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার দ্বারা বিশেষভাবে পবিত্র।"

"হে বিদুর! স্বর্গের সুন্দরীরা তাঁদের পতিগণ সহ বিমানে চড়ে এই নদীতে অবতরণ করেন এবং কামক্রীড়ার পর, জলে প্রবেশ করে তাঁদের পতিদের অঙ্গে জল সিঞ্চন করে তাঁরা আনন্দ উপভোগ করেন। [illegible] স্নানের ফলে, তাঁদের শরীরের কুঙ্কুমের সংযোগে সেই দুটি নদীর জল পীতবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন স্নানের জন্য সেখানে আগত হস্তিনীগণ সহ হস্তীরা তৃষ্ণার্ত না হলেও, সেই জল পান করে। স্বর্গবাসীদের বিমানগুলি মুক্তা, সোনা এবং বহুমূল্য রত্নখচিত।

আকাশে স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ-ঝলকের দ্বারা উদ্ভাসিত মেঘপংক্তির সঙ্গে সেই স্বর্গবাসীদের তুলনা করা হয়েছে। ভ্রমণকালে দেবতারা সৌগন্ধিক নামক সেই বনটি অতিক্রম করলেন, যা বিবিধ প্রকার ফুল, ফল এবং কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। সেই বনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে, তাঁরা যক্ষেশ্বর কুবেরের পুরীও দর্শন করলেন। সেই দিব্য বনে বহু পাখি ছিল যাদের গলার স্বর ছিল লাল এবং তাদের মধুর স্বরের সঙ্গে ভ্রমরগুলোর গুঞ্জন মিশ্রিত হয়েছিল। সেখানকার সরোবরগুলি কলহংসে এবং অজস্র মৃণালসমূহের দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেই পবিত্র চন্দন বনে সমবেত বন্য হস্তীর পালকে প্রকম্পিত করে এবং সেখানকার যক্ষপত্নীদের চিত্ত অতি সুখের জন্য উদ্দীপিত করে। তাঁরা আরও দেখেছিলেন যে, সেখানকার স্নানের ঘাট ও সেগুলির সোপানশ্রেণী বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত। সেখানকার সরোবরগুলি ছিল পদ্মে পূর্ণ। ঐ সমস্ত অরণ্য অতিক্রম করে দেবতারা একটি বিশাল বট বৃক্ষ দর্শন করলেন। সেই বট বৃক্ষটি ছিল আট শত মাইল দীর্ঘ এবং তার শাখাগুলি ছয় শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই বৃক্ষটি অপূর্ব সুন্দর শীতল ছায়া বিস্তার করেছিল, কিন্তু তবুও সেখানে কোন পাখির কোলাহল ছিল না।"

"দেবতারা দেখেছিলেন যে, শিব সেই বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন, যে বৃক্ষটি যোগীদের সিদ্ধি প্রদান করতে এবং সমস্ত মানুষদের মুক্ত করতে সক্ষম। অনন্ত কালের মতো গম্ভীর শিবকে তখন সমস্ত ক্রোধ থেকে মুক্ত বলে মনে হয়েছিল। মহাভাগবত শিব গুহ্যকদের পালক কুবের এবং চার কুমারদের মতো মুক্তাত্মাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেখানে বসে ছিলেন। দেবতারা দেখলেন, শিব ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, সকাম কর্ম এবং সিদ্ধিমার্গের অধীশ্বররূপে অবস্থিত। তিনি ছিলেন সমগ্র জগতের সুহৃৎ এবং সকলের প্রতি পূর্ণরূপে স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত কল্যাণকারী। তিনি একটি মৃগচর্মে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সব রকম তপস্যা করছিলেন। তাঁর দেহ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল বলে, তাঁকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো দেখাচ্ছিল। তিনি তাঁর ললাটে চন্দ্রলেখা প্রতীকী-চিহ্ন ধারণ করেছিলেন। তিনি কুশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সেখানে উপস্থিত নারদ আদি মহর্ষিদের কাছে পরমব্রহ্ম উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাঁর বাম পদ তাঁর দক্ষিণ উরুদেশে এবং বাম হস্ত বাম উরুদেশে স্থাপিত ছিল। তাঁর ডান হাতে ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। এই আসনকে বলা হয় বীরাসন। তিনি অঙ্গুলিতে তর্কমুদ্রা প্রদর্শন করে বীরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সমস্ত মুনি এবং ইন্দ্রাদি দেবতারা কৃতাঞ্জলিপুটে শিবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। সমস্ত মননশীল মুনিদের অগ্রগণ্য মহাদেব তখন যোগপট্ট অবলম্বন করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। শিবের শ্রীপাদপদ্ম দেবতা এবং অসুর উভয়েরই দ্বারাই পূজিত হয়। কিন্তু তাঁর অতি উচ্চ পদ সত্ত্বেও, অন্য সমস্ত দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মাকে দর্শন করা মাত্রই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে বামনদেব কশ্যপ মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। নারদ আদি অন্য যে-সমস্ত ঋষিরা শিবের চারিপাশে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁরাও ব্রহ্মাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে পূজিত হয়ে, ব্রহ্মা স্মিত হেসে শিবকে বলতে লাগলেন, 'হে ভগবান শিব! আমি জানি যে, আপনি সমস্ত জড় জগতের নিয়ন্তা। জড় সৃষ্টির পিতা এবং মাতা উভয়ই হচ্ছেন আপনি এবং আপনি জড় সৃষ্টির অতীত পরমব্রহ্মও। এইভাবে আমি আপনার তত্ত্ব অবগত আছি। হে ভগবান! আপনি আপনার ব্যক্তিগত বিস্তারের দ্বারা এই দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন, ঠিক যেমন উর্ণনাভ তার জাল রচনা করে, সেটি পালন করে এবং অবশেষে তা গুটিয়ে নেয়। হে ভগবান! আপনিই দক্ষের মাধ্যমে যজ্ঞপ্রথা প্রবর্তন করেছেন, যাতে মানুষ ধর্ম অনুষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ফল লাভ করতে পারে। আপনার বিধি-বিধানেই চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের মর্যাদা নির্দিষ্ট হয়েছে। তাই ব্রাহ্মণেরা ব্রতপালনপূর্বক নিষ্ঠা সহকারে সেই প্রথা পালন করেন। হে পরম মঙ্গলময় ভগবান! আপনি স্বর্গলোক, বৈকুণ্ঠলোক এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়ার মঙ্গলময় কার্যকলাপের বিধান প্রদান করেছেন। তেমনই, যারা অশুভ কর্মের অনুষ্ঠানকারী দুর্বৃত্ত, তাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভয়ঙ্কর নরকের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তবুও কখনও কখনও দেখা যায় যে, উক্ত নিয়মের বিপর্যয় হয়। তার কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। হে ভগবান!

যে সমস্ত ভক্তরা সর্বতোভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের জীবন অর্পণ করেছেন, তাঁরা প্রতিটি জীবের মধ্যে পরমাত্মারূপে আপনার উপস্থিতি দর্শন করেন এবং তার ফলে তাঁরা বিভিন্ন জীবের মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না। এই প্রকার ব্যক্তিরা সমস্ত জীবের প্রতিই সমদর্শী। তাঁরা কখনই পশুর মতো ক্রোধের বশীভূত হন না, কারণ পশুরা ভেদভাব ব্যতীত কোন কিছুই দর্শন করতে পারে না। যে-সমস্ত ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি সহকারে সব কিছু দর্শন করে, যারা কেবল সকাম কর্মে লিপ্ত, যারা দুষ্ট আশয় যুক্ত, যারা অন্যের উন্নতি দর্শনে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে এবং যারা কর্কশ ও মর্মভেদী বাক্যের দ্বারা অন্যদের ব্যথা দেয়, তারা ইতিমধ্যেই দৈব কর্তৃক নিহত হয়েছে। তাই আপনার মতো মহান ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় তাদের বধ করার কোনও প্রয়োজন হয় না। হে ভগবান! পরমেশ্বরের দুর্লঙ্ঘ্য মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত ব্যক্তিরা যদি কখনও কোন অপরাধ করে, সাধু পুরুষ দয়াবশত তাদের সেই অপরাধ গুরুত্বভাবে গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন যে, মায়ার বশীভূত হয়ে তারা অপরাধ করে, তাই তাদের বিনাশ করার জন্য তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করেন না। হে ভগবান! আপনি কখনও পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য প্রভাবশালিনী মায়ার দ্বারা বিমোহিত হন না। তাই আপনি সর্বজ্ঞ এবং যারা সেই মায়ার দ্বারা মোহিত এবং সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের প্রতি আপনার কৃপাপরবশ হওয়া উচিত। হে ভগবান শিব! আপনি যজ্ঞভাগের অধিকারী এবং আপনি ফল প্রদানকারী। কু-ঋত্বিকেরা আপনাকে আপনার ভাগ প্রদান করেনি, তাই আপনি সব কিছু ধ্বংস করেছেন এবং তার ফলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখন আপনি যা প্রয়োজন তা করুন এবং আপনার ন্যায্য ভাগ গ্রহণ করুন। হে ভগবান! আপনার কৃপায় যজমান (রাজা দক্ষ) পুনর্জীবিত হোন, ভগদেব তাঁর চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হোন, ভৃগু মুনির শ্মশ্রু এবং পূষাদেবের দন্তরাজি পুনরায় পূর্ববৎ হোক। হে ভগবান শিব! আপনার সৈন্যদের অস্ত্র এবং প্রস্তরের আঘাতে যে-সমস্ত দেবতা এবং পুরোহিতদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ভগ্ন হয়েছে, তাঁরা আপনার অনুগ্রহে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন। হে যজ্ঞনাশক! দয়া করে আপনি আপনার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন এবং কৃপাপূর্বক যজ্ঞ পূর্ণ হতে দিন।' "

সপ্তম অধ্যায়

দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"হে মহাবাহো বিদুর! ব্রহ্মার অনুনয়ের দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে, তার উত্তরে শিব হাস্যপূর্বক বলেছিলেন, 'হে পূজ্য পিতা ব্রহ্মা! দেবতারা যে অপরাধ করেছেন, সেই জন্য আমি কিছু মনে করি না। কারণ এই দেবতারা শিশুসুলভ নির্বোধ, তাঁদের অপরাধের গুরুত্ব আমি কোন দিই না। তাঁদের সংশোধন করার জন্যই কেবল আমি দণ্ড দিয়েছি। যেহেতু দক্ষের মস্তক ভস্মীভূত হয়ে ভস্মসাৎ হয়েছে, তাই তিনি একটি ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হবেন। ভগ নামক দেবতা মিত্রের নেত্রের দ্বারা তাঁর যজ্ঞভাগ দেখতে পাবেন। পূষা কেবল তাঁর শিষ্যদের দাঁতের দ্বারা চর্বণ করতে পারবেন, তিনি যখন একলা থাকবেন, তখন তাঁকে কেবল পিষ্টক ভোজন করেই সন্তুষ্ট হতে হবে। কিন্তু যে-সমস্ত দেবতারা আমাকে যজ্ঞভাগ দিতে সম্মত হয়েছেন, তাঁদের সর্বাঙ্গের ক্ষত থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। যাঁদের বাহু কেটে গেছে, তাঁদের অশ্বিনীকুমারদের বাহুর দ্বারা কাজ করতে হবে এবং যাঁদের হাত কাটা গেছে, তাঁদের পূষার হাতের দ্বারা কার্য করতে হবে। পুরোহিতদেরও সেইভাবে কার্য করতে হবে, আর ভৃগু ছাগলের দাড়ি প্রাপ্ত হবেন।' "

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! সেখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিরা যজমানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবের বাণী শ্রবণ করে অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তার পর মহর্ষি-প্রধান ভৃগু শিবকে যজ্ঞস্থলে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এইভাবে ঋষিগণ, শিব ও ব্রহ্মা সহ দেবতারা সেই স্থানে গিয়েছিলেন যেখানে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সব কিছু ঠিক শিবের নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন হওয়ার পর, দক্ষের দেহে যজ্ঞের নিমিত্ত পশুর মস্তক যোজনা করা হয়েছিল। যখন দক্ষের শরীরে পশুর মস্তক সংযোজিত হয়েছিল, তখনই তিনি চেতনা প্রাপ্ত হয়ে সুপ্তোত্থিতের মতো জাগরিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্মুখে শিবকে দণ্ডায়মান দেখতে পেয়েছিলেন। তখন বৃষধ্বজ শিবকে দর্শন করে, শিবদ্বেষী দক্ষের কলুষিত হৃদয় তৎক্ষণাৎ শরৎকালীন সরোবরের মতো নির্মল হয়েছিল। রাজা দক্ষ শিবের স্তব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কন্যা সতীর মৃত্যুর কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর চোখ অশ্রুধারায় পূর্ণ হয়েছিল এবং সতীর শোকে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল এবং তিনি স্তব করতে সমর্থ হননি। সেই সময় রাজা দক্ষ স্নেহ ও অনুরাগের দ্বারা বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর শুদ্ধ বুদ্ধি জাগরিত হয়েছিল। অতি কষ্টে তিনি তাঁর মনকে শান্ত করেছিলেন, তাঁর আবেগ সংযত করেছিলেন এবং শুদ্ধ চেতনায় তিনি শিবের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।"

রাজা দক্ষ বললেন—"হে ভগবান শিব! আমি আপনার চরণে মহা অপরাধ করেছি, কিন্তু আপনি এতই কৃপাময় যে, আপনার অনুগ্রহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার পরিবর্তে, আপনি আমাকে দণ্ডদান করে আমার প্রতি অসীম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আপনি এবং শ্রীবিষ্ণু কখনও অযোগ্য ব্রাহ্মণদেরও উপেক্ষা করেন না। অতএব যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যুক্ত আমাকে আপনি কেন উপেক্ষা করবেন? হে মহান এবং শক্তিশালী শিব! বিদ্যা, তপ, ব্রত এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর মুখ থেকে আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন। গোপালক যেমন দণ্ড হস্তে গাভীদের রক্ষা করে, তেমনই আপনিও ব্রাহ্মণদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার ফলে ধর্মকে রক্ষা করেন। আমি আপনার পূর্ণ মহিমা জানতাম না। তাই সভাস্থলে আপনার উপর আমি দুর্বাক্যরূপ বাণ বর্ষণ করেছিলাম, যদিও আপনি তা গ্রাহ্য করেননি। আপনার মতো পরম পূজ্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করার ফলে, আমি নরকে অধঃপতিত হতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে দণ্ডদান করে রক্ষা করেছেন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি কৃপাপূর্বক প্রসন্ন হোন, কারণ আমার কথার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করার ক্ষমতা আমার নেই।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে শিব দক্ষকে ক্ষমা করলে এবং রাজা দক্ষ ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায় ও ঋত্বিকগণ সহ পুনরায় যজ্ঞকার্য আরম্ভ করলেন। তার পর, যজ্ঞকার্য শুরু করার জন্য ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বীরভদ্র এবং শিবের অন্যান্য প্রেত পার্ষদদের স্পর্শজনিত দোষের শুদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। তার পর তাঁরা অগ্নিতে পুরোডাশ নামক আহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

"হে বিদুর! বিশুদ্ধ চিত্তে রাজা দক্ষ যজুর্বেদীয় মন্ত্র সহ যখনই ঘৃত আহুতি দেওয়া মাত্রই, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর আদি নারায়ণরূপে সেখানে প্রকট হয়েছিলেন। ভগবান নারায়ণ বিশাল পক্ষযুক্ত তার্ক্ষ্য বা গরুড়ের স্কন্ধে আরূঢ় ছিলেন। ভগবান সেখানে আবির্ভূত হওয়া মাত্রই সমস্ত দিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মা এবং অন্য সকলের জ্যোতি খর্ব হয়েছিল। তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, বস্ত্র স্বর্ণের মতো পীত এবং তাঁর কিরীট সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। তাঁর কেশরাশি ভ্রমরের মতো নীলাভ এবং তাঁর মুখমণ্ডল স্বর্ণকুণ্ডল-শোভিত। তাঁর আট হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুক, বাণ, ঢাল ও তরবারি এবং তাঁর বাহুসকল বলয়, কঙ্কণ আদি স্বর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিত। তাঁর সারা অঙ্গ পুষ্পিত বৃক্ষের মতো শোভা ধারণ করেছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষস্থলে লক্ষ্মীদেবী এবং কণ্ঠে বনফুলের মালা বিরাজিত ছিল, তাই তাঁকে অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেখাচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল মধুর হাসির দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা সারা জগৎকে, বিশেষ করে ভক্তদের মোহিত করতে পারে। তাঁর উভয় পার্শ্বে শ্বেত হংসের মতো শ্বেত চামর আন্দোলিত হচ্ছে, এবং তাঁর মাথার উপরে চন্দ্রের মতো শ্বেত ছত্রাতপ বিরাজ করছে।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সমাগত দেখে ব্রহ্মা, শিব, গন্ধর্ব এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত দেবতাগণ সকলে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। নারায়ণের দেহনির্গত দীপ্তিচ্ছটায় সকলের প্রভাব ম্লান হয়েছিল এবং সকলেই নীরব হয়েছিলেন। সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধায় ভয়ভীত হয়ে, উপস্থিত সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের স্তব করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যদিও ব্রহ্মাদি দেবতারাও ভগবানের অনন্ত মহিমা অনুমান করতে অসমর্থ, তবুও ভগবানের কৃপায় তাঁরা তাঁর চিন্ময় রূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন। কেবল তাঁর সেই কৃপার প্রভাবেই তাঁরা তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে তাঁর প্রতি স্তব নিবেদন করতে পেরেছিলেন।"

"যখন ভগবান বিষ্ণু দক্ষ নিবেদিত আহুতি গ্রহণ করলেন, তখন প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর এবং সমস্ত প্রজাপতিদের গুরু এবং তিনি নন্দ ও সুনন্দ আদি পার্ষদদের দ্বারাও সেবিত।"

পরমেশ্বর ভগবানকে সম্বোধন করে দক্ষ বললেন—"হে প্রভু! আপনি কল্পনাপ্রসূত সমস্ত অবস্থার অতীত। আপনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, নির্ভয় এবং সর্ব অবস্থাতেই আপনি মায়াধীশ। যদিও আপনি জড়া প্রকৃতিতে আবির্ভূত হন, কিন্তু আপনি মায়াতীত। আপনি সর্বদাই জড় কলুষ থেকে মুক্ত কেননা আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।"

ভগবানকে সম্বোধন করে ঋত্বিকেরা বললেন—"হে ভগবান! আপনি জড় কলুষের অতীত, শিবের অনুচরদের অভিশাপের ফলে আমরা সকাম কর্মে আসক্ত হয়েছি এবং তার ফলে আমরা এখন অধঃপতিত হয়েছি এবং আপনার বিষয়ে তাই আমরা কিছুই জানি না। যজ্ঞ করার অছিলাতে আমরা এখন বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাগের অনুশাসনে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা জানি যে, আপনি দেবতাদের যজ্ঞ ভাগ প্রদান করার আয়োজন করেছেন।"

সভার সদস্যরা ভগবানকে সম্বোধন করে বললেন—"হে সমস্ত জীবদের একমাত্র আশ্রয়! বদ্ধ জীবদের এই দুর্গম দুর্গে কালরূপী সর্প সর্বদা দংশন করতে উদ্যত হয়ে রয়েছে। এই জগৎ তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের গর্তে পূর্ণ এবং সেখানে বন্য হিংস্র পশু সর্বদা আক্রমণ করতে উদ্যত। শোকরূপী অগ্নি সর্বদা সেখানে জ্বলছে, এবং অলীক সুখের মরীচিকা সর্বদা জীবকে প্রলোভিত করছে, কিন্তু তা থেকে কারও আত্মরক্ষার কোন স্থান নেই। তাই অজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে, সর্বদা তাদের তথাকথিত কর্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বাস করছে এবং আমরা জানি না কখন তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে।"

শিব বললেন—"হে ভগবান! আমার মন এবং চেতনা নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকে, যা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত মহর্ষিদের দ্বারা পূজিত। আপনার চরণ-কমলে আমার মন স্থির হয়েছে বলে, যারা আমার কার্যকলাপ অশুভ বলে আমার নিন্দা করে, তাদের জন্য আমি আর বিচলিত হই না। তাদের দোষারোপে আমি কিছু মনে করি না এবং দয়াবশত আমি তাদের ক্ষমা করি, ঠিক যেমন আপনি সমস্ত জীবদের প্রতি আপনার করুণা প্রদর্শন করেন।"

শ্রীভৃগু বললেন—"হে ভগবান! ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই আপনার দুর্লঙ্ঘ্য মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন এবং তার ফলে তারা তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয়। প্রত্যেকেই তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার ফলে তারা মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আপনি যে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন, তা তারা বস্তুত বুঝতে পারে না, এমন কি তারা আপনার পরম পদও বুঝতে পারে না। কিন্তু আপনি হচ্ছেন সমস্ত শরণাগত জীবের সুহৃৎ এবং রক্ষক। তাই, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।"

ব্রহ্মা বললেন—"যদি কেউ জ্ঞান লাভের বিভিন্ন পন্থার মাধ্যমে আপনাকে জানার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি কখনই আপনার ব্যক্তিত্ব এবং নিত্য স্বরূপ বুঝতে পারবেন না। আপনার স্থিতি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত, কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানার প্রয়াস হচ্ছে ভৌতিক, কারণ সেই জ্ঞান অর্জনের উপায় এবং উদ্দেশ্যও ভৌতিক।"

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—"হে ভগবান! অষ্টভুজ অস্ত্র-সমন্বিত আপনার এই অষ্টভুজ চিন্ময় রূপ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রকট হয় এবং তা মন ও দেহের অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই রূপে আপনি ভক্ত-বিদ্বেষী অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বদা তৎপর।"

ঋত্বিক-পত্নীগণ বললেন—"হে ভগবান! ব্রহ্মার নির্দেশে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে শিব এই যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন এবং তাঁর ক্রোধের ফলে যজ্ঞে বলির পশুরা মৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই যজ্ঞের সমস্ত প্রস্তুতি নষ্ট হয়েছে। এখন আপনার পদ্মপলাশ-লোচনের দৃষ্টিপাতের দ্বারা এই যজ্ঞস্থলকে পুনঃ পবিত্র করুন।"

ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন—"হে ভগবান! আপনার কার্যকলাপ পরম অদ্ভুত এবং যদিও আপনি আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সব কিছু সম্পাদন করেন, তবুও আপনি সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি মোটেই আসক্ত নন। এমন কি আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতিও আসক্ত নন, যাঁর কৃপা লাভের জন্য ব্রহ্মাদি মহান দেবতারাও তাঁর পূজা করেন।"

সিদ্ধগণ প্রার্থনা করেছিলেন—"হে ভগবান! দাবানলক্লিষ্ট হস্তী যেমন নদীর জলে প্রবেশ করে তার সমস্ত ক্লেশ ভুলে যায়, তেমনই আমাদের মন আপনার দিব্য লীলামৃতের নদীতে সর্বদা নিমজ্জিত থাকার ফলে, সেই চিন্ময় আনন্দ কখনই পরিত্যাগ করতে চায় না, যা ব্রহ্মানন্দের থেকেও অধিক আনন্দদায়ক।"

দক্ষপত্নী প্রার্থনা করেছিলেন—"হে ভগবান! আপনি যে যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছেন তা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আমি আপনার কাছে অনুরোধ করি যেন আপনি এই উপলক্ষে প্রসন্ন হন। আপনি ব্যতীত এই যজ্ঞস্থল ঠিক একটি মস্তকহীন দেহের মতো শ্রীহীন।"

বিভিন্ন লোকপালেরা বললেন—"হে ভগবান! আমরা কেবল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই বিশ্বাস করি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা জানি না যে, আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনাকে দর্শন করেছি কি না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কেবল এই দৃশ্য জগৎই দর্শন করতে পারি, কিন্তু আপনি পঞ্চভূতের অতীত। আপনি ষষ্ঠ তত্ত্ব। তাই আমরা আপনাকে জড় জগতের সৃষ্টিরূপে দর্শন করছি।"

মহাযোগীগণ বললেন—"হে ভগবান! যাঁরা আপনাকে সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে জেনে, আপনাকে তাঁদের থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার অত্যন্ত প্রিয়। যাঁরা আপনাকে প্রভু বলে মনে করে এবং নিজেদেরকে আপনার দাস বলে মনে করে আপনার ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত থাকে, তাঁদের প্রতি আপনি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হন। আপনি তাদের প্রতি সর্বদা অনুকূল। আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি বিভিন্ন প্রকার বস্তু উৎপন্ন করেছেন এবং তাদের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তাদের জড় জগতের তিনটি গুণের বশীভূত করেছেন। তিনি স্বয়ং বহিরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নন; তাঁর স্বরূপে তিনি জড় গুণের বৈচিত্র্য থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং মায়ার বাহ্য পরিস্থিতি থেকে মুক্ত।"

মূর্তিমান বেদগণ বললেন—"হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সত্ত্বগুণের আশ্রয় হওয়ার ফলে সমস্ত ধর্ম, তপস্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের উৎস। আপনি সমস্ত জাগতিক গুণের অতীত এবং কেউই আপনাকে অথবা আপনার প্রকৃত স্থিতি জানে না।"

অগ্নিদেব বললেন—"হে ভগবান! আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনার কৃপায় আমি প্রজ্বলিত অগ্নির মতো তেজস্বী এবং যজ্ঞে নিবেদিত ঘৃত মিশ্রিত হবি গ্রহণ করি। যজুর্বেদ অনুসারে পাঁচ প্রকার হবি আপনারই বিভিন্ন শক্তি এবং পাঁচ প্রকার বৈদিক মন্ত্রে আপনি পূজিত হন। যজ্ঞ মানেই পরমেশ্বর ভগবান আপনাকেই বোঝানো হয়।"

দেবতারা বললেন—"হে ভগবান! পূর্বে, প্রলয়ের সময় আপনি জড় জগতের বিভিন্ন শক্তি সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই সময়, মহর্ষি উর্ধ্ব লোকবাসীরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা আপনার ধ্যান করেছিলেন। অতএব আপনি হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং আপনি প্রলয়-বারিতে শেষশয্যা-শয়নে শয়ন করেন। এখন আপনি আপনার সেবক আমাদের সম্মুখে প্রকট হয়েছেন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।"

গন্ধর্বেরা বললেন—"হে ভগবান! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাগণ এবং মরীচি আদি মহর্ষিগণ কেবল আপনার দেহের বিভিন্ন অংশ। আপনি হচ্ছেন পরম শক্তিমান বিষ্ণু; সমগ্র বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার উপকরণ মাত্র। আমরা সর্বদাই আপনাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করি এবং আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

বিদ্যাধরেরা বললেন—"হে ভগবান! এই মনুষ্য শরীর সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য, কিন্তু আপনার বহিরঙ্গা শক্তির বশীভূত হয়ে জীব মোহবশত তার দেহকে আত্মা বলে মনে করে এবং তার ফলে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে জড় সুখভোগের মাধ্যমে সুখী হতে চায়। পথভ্রষ্ট হয়ে সে সর্বদা অনিত্য, মায়িক সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আপনার দিব্য কার্যকলাপ এতই প্রবল প্রভাবসম্পন্ন যে, কেউ যদি সেই বিষয়ে শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত হন, তা হলে তিনি এই মোহ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।"

ব্রাহ্মণেরা বললেন—"হে ভগবান! আপনি সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ। আপনি হবি, আপনি অগ্নি, আপনি বৈদিক মন্ত্র, আপনি সমিধ, আপনি শিখা, আপনি কুশ এবং আপনি যজ্ঞপাত্র। আপনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিত, আপনি ইন্দ্রাদি দেবতা এবং আপনি যজ্ঞের পশু। যজ্ঞে যা কিছু উৎসর্গ করা হয় তা আপনি অথবা আপনার শক্তি। হে ভগবান! হে মূর্তিমান বৈদিক জ্ঞান! বহুকাল পূর্বে বরাহ অবতারে আপনি পৃথিবীকে জল থেকে উত্তোলন করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি হস্তী অনায়াসে সরোবর থেকে একটি পদ্মফুল উত্তোলন করে। বিশাল বরাহরূপে আপনি যখন গর্জন করেছিলেন, সেই দিব্য শব্দকে যজ্ঞমন্ত্র বলে স্বীকার করা হয়েছিল এবং সনকাদি মহর্ষিগণ তার ধ্যান করে আপনার স্তব করেছিলেন। হে ভগবান! আমরা আপনার দর্শনের প্রতীক্ষা করছিলাম, কারণ আমরা বৈদিক বিধি অনুসারে যজ্ঞ করতে অসমর্থ হয়েছিলাম। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। কেবল আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা যায়। আমরা আপনার সমক্ষে আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"সেখানে উপস্থিত সকলের দ্বারা এইভাবে ভগবান বিষ্ণু বন্দিত হওয়ার পর, দক্ষ শুদ্ধ অন্তঃকরণে পুনরায় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, যা শিবের অনুচরদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। হে নিষ্পাপ বিদুর! ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত জীবের পরমাত্মা হওয়ার ফলে, তিনি কেবল যজ্ঞের তাঁর অংশ প্রাপ্ত হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাই প্রসন্নভাবে দক্ষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—ব্রহ্মা, শিব এবং আমি জড় জগতের পরম কারণ। আমি পরমাত্মা, স্বয়ংসম্পূর্ণ সাক্ষী। কিন্তু নির্বিশেষভাবে ব্রহ্মা, শিব এবং আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।"

"হে দক্ষ দ্বিজ! আমি হচ্ছি আদি ভগবান, কিন্তু এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কার্য আমি আমার জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে করে থাকি এবং বিভিন্ন প্রকার কার্য অনুসারে, আমার প্রতিনিধিদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের আমার থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, এমন কি জীবদেরও স্বতন্ত্র বলে মনে করে। সাধারণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ মস্তক এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দর্শন করে না। তেমনই, আমার ভক্তরা সর্বব্যাপ্ত ভগবান বিষ্ণু এবং অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং জীবাত্মাদের পরব্রহ্ম থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করেন না এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে শান্তি উপলব্ধি করেন; অন্যরা করে না।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"এইভাবে ভগবান কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে আদিষ্ট হয়ে, সমস্ত প্রজাপতিদের প্রধান দক্ষ শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন। যজ্ঞবিধির দ্বারা তাঁকে পূজা করার পর, দক্ষ পৃথকভাবে ব্রহ্মা এবং শিবের পূজা করেছিলেন। দক্ষ শিবকে তাঁর যজ্ঞভাগ নিবেদন করে, সম্মানপূর্বক সর্বতোভাবে পূজা করেছিলেন। যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করার পর, তিনি অন্য সমস্ত দেবতা এবং সেখানে সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। তার পর, পুরোহিতগণ সহ সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করার পর, তিনি স্নান করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে বিধিপূর্বক যজ্ঞ

অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করার পর, দক্ষ সম্পূর্ণরূপে ধর্মপথে স্থিত হয়েছিলেন। অধিকন্তু, সেই যজ্ঞে সমাগত সমস্ত দেবতারা তাঁকে পুণ্য লাভের আশীর্বাদ করে, স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। আমি শুনেছি যে, দক্ষ থেকে প্রাপ্ত শরীর ত্যাগ করার পর, দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) হিমালয়ের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মেনকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই কথা আমি প্রামাণ্য সূত্রে শুনেছি। অম্বিকা (দুর্গাদেবী), যিনি দাক্ষায়ণী (সতী) রূপে পরিচিতা ছিলেন, তিনি শিবকে পুনরায় তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি নতুন সৃষ্টির সময় কার্য করে। হে বিদুর! শিবের দ্বারা বিধ্বস্ত দক্ষযজ্ঞের এই কাহিনী আমি বৃহস্পতির শিষ্য মহাভাগবত উদ্ধবের কাছে শুনেছিলাম। হে কুরুনন্দন! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক পরিচালিত এই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী যদি কেউ শ্রবণ করেন এবং তা অন্যদের শোনান, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।"

অষ্টম অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগ ও বনগমন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"সনকাদি চার কুমার, নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি এবং যতি—ব্রহ্মার এই সমস্ত পুত্ররা গৃহে অবস্থান না করে ঊর্ধ্বরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। ব্রহ্মার আর এক পুত্র হচ্ছেন অধর্ম, যাঁর পত্নীর নাম হচ্ছে মিথ্যা। তাঁদের মিলনের ফলে দম্ভ এবং মায়া নামক দুটি আসুরিক পুত্র এবং কন্যার জন্ম হয়। নির্ঋতি নামক অসুর যার কোন সন্তান ছিল না, সে ঐ দুটি অসুরকে গ্রহণ করেছিল। হে মহাত্মা! দম্ভ ও মায়া থেকে লোভ এবং শঠতা জন্মায়। তাদের মিলনের ফলে ক্রোধ এবং হিংসার জন্ম হয় এবং তাদের মিলনের ফলে কলি এবং তার ভগিনী দুরুক্তির জন্ম হয়। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! কলি এবং দুরুক্তির মিলনের ফলে মৃত্যু এবং ভীতি নামক সন্তানের জন্ম হয়। মৃত্যু এবং ভীতির মিলনের ফলে যাতনা এবং নিরয় নামক সন্তানের জন্ম হয়। হে বিদুর! আমি সংক্ষেপে প্রলয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেছি। যে ব্যক্তি এই বর্ণনা তিনবার শ্রবণ করেন, তাঁর আত্মার সমস্ত কলুষ বিধৌত হয় এবং তিনি পুণ্য অর্জন করেন।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি এখন আপনার কাছে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করব, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের অংশের অংশরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর পত্নী শতরূপার উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রত নামক দুটি পুত্র ছিল। যেহেতু তাঁরা উভয়েই ছিলেন ভগবান বাসুদেবের অংশের বংশধর, তাই তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে এবং প্রজাদের পালন ও রক্ষা করতে অত্যন্ত সমর্থ ছিলেন। মহারাজ উত্তানপাদের সুনীতি এবং সুরুচি নামক দুই পত্নী ছিলেন। সুরুচি ছিলেন মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু সুনীতি, যাঁর পুত্র ছিলেন ধ্রুব, তিনি রাজার ততটা প্রিয় ছিলেন না। এক সময় মহারাজ উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে তাঁর কোলে স্থাপন করে আদর করছিলেন, সেই সময় ধ্রুব মহারাজও রাজার কোলে উঠবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁকে বিশেষ সমাদর করেননি। যখন শিশু ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার কোলে ওঠার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁর বিমাতা সুরুচি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, অত্যন্ত গর্বিতভাবে রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন—হে বৎস! তুমি রাজসিংহাসনে অথবা রাজার কোলে বসার যোগ্য নও। নিঃসন্দেহে তুমি রাজার পুত্র,

কিন্তু যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করনি, তাই তুমি তোমার পিতার কোলে বসার যোগ্য নও। হে বৎস! তুমি জান না যে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে, তুমি অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমার জেনে রাখা উচিত যে, তোমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ। তুমি এমন একটি বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছ, যা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তুমি যদি রাজসিংহাসনে আরোহণ করতে চাও, তা হলে তোমাকে কঠোর তপস্যা করতে হবে। প্রথমে তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রসন্ন করতে হবে এবং তার পর তাঁর কৃপায় তোমাকে পরবর্তী জন্মে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"হে বিদুর! তাঁর বিমাতার কর্কশ বাক্যের দ্বারা আহত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ দণ্ডাহত সর্পের মতো মহাক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পিতা কোন প্রতিবাদ না করে নীরব রয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন, তখন ক্রোধে তাঁর অধরোষ্ঠ কম্পিত হচ্ছিল এবং তিনি অত্যন্ত করুণভাবে ক্রন্দন করছিলেন। সুনীতি তখনই তাঁকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং অন্তঃপুরবাসীরা তাঁর কাছে তখন সুরুচির সমস্ত দুরুক্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। তার ফলে সুনীতিও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দাবাগ্নির মধ্যে স্থিত লতিকার মতো শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে রোদন করেছিলেন। তাঁর সপত্নীর বাক্য যতই তাঁর স্মরণপথে উদিত হতে লাগল, ততই তাঁর কমলের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছিল এবং তখন তিনি এইভাবে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন এবং সেই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি নিরসনের কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন— 'হে বৎস! তুমি কখনও অন্যের অমঙ্গল কর না। কেউ যখন অন্যকে দুঃখ দেয়, তখন সে নিজেই সেই কষ্ট ভোগ করে।'"

"হে বৎস! সুরুচি যা বলেছে তা ঠিকই, কারণ তোমার পিতা রাজা আমাকে তাঁর পত্নী কেন, তাঁর দাসী বলেও মনে করেন না। আমাকে স্বীকার করতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। তাই, তুমি যে একজন দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ এবং তার স্তন পান করে বড় হয়েছ, সেই কথা ঠিকই। হে বৎস! তোমার বিমাতা সুরুচি তোমাকে যা বলেছেন, তা শুনতে অত্যন্ত কটু হলেও তা সত্য। তাই, তুমি যদি তোমার সৎভাই উত্তমের মতো রাজসিংহাসন লাভ করতে চাও, তা হলে মাৎসর্য পরিত্যাগ করে এখনই তোমার বিমাতার আদেশ পালন করতে চেষ্টা কর। তুমি অবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা কর। পরমেশ্বর ভগবান এতই মহান যে, কেবল তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আরাধনা করার দ্বারা তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদিও তিনি অজ এবং সমস্ত জীবদের মধ্যে প্রধান, তবুও তিনি তাঁর সেই সুমহান পদ প্রাপ্ত হয়েছেন কেবলমাত্র সেই ভগবানেরই কৃপায়, যাঁকে মহান যোগীরাও তাঁদের প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করার দ্বারা মন সংযমের মাধ্যমে আরাধনা করেন। তোমার পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু প্রচুর দানের মাধ্যমে মহান যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করে, একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি জাগতিক সুখ এবং অবশেষে মুক্তি লাভ করেছিলেন, যা দেবতাদের পূজা করার দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। হে বৎস! তুমিও ভক্তবৎসল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। যাঁরা সংসার-চক্র থেকে মুক্তি লাভের অন্বেষণ করেন, তাঁরাও সর্বদা ভক্তিযোগে ভগবানের চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বধর্ম অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র হয়ে, তুমি তোমার হৃদয়ে ভগবানকে স্থাপন কর এবং অবিচলিত চিত্তে তাঁর সেবায় সর্বদা যুক্ত হও। হে ধ্রুব! কমল-নয়ন ভগবান ব্যতীত অন্য আর কাউকে আমি দেখি না, যিনি তোমার দুঃখ অপনোদন করতে পারেন। ব্রহ্মা আদি দেবতারা যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা অন্বেষণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও স্বয়ং সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য তৎপর থাকেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁর মাতা সুনীতি তাঁকে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই, সেই সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করে এবং বুদ্ধির দ্বারা সংকল্প স্থির করে, তিনি তাঁর পিতার গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। মহর্ষি নারদ সেই

সংবাদ শুনেছিলেন এবং ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে, তিনি বিস্ময়াম্বিত হয়েছিলেন। তিনি ধ্রুবের কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র হাতের দ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ করে বলেছিলেন। আহা! ক্ষত্রিয়দের তেজ কী অদ্ভুত! তাঁরা তাঁদের সম্মানের স্বল্প হানিও সহ্য করতে পারেন না। অনুমান করে দেখুন! এই বালকটি একটি ছোট শিশু, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বিমাতার দুরুক্তি তার কাছে অসহ্য হয়েছে।"

মহর্ষি নারদ ধ্রুবকে বললেন—"হে বৎস! তুমি একটি বালক মাত্র, যার এখন খেলাধুলায় আসক্ত থাকার কথা। তোমার সম্মান হানিকর কথায় তুমি এইভাবে বিচলিত হচ্ছ কেন? হে ধ্রুব! তুমি যদি মনে কর যে, তোমার আত্ম-সম্মানের হানি হয়েছে, তা হলেও তোমার অসন্তোষের কোন কারণ নেই। এই প্রকার অসন্তোষ মায়ারই আর একটি লক্ষণ; প্রতিটি জীবই তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাই সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের গতিবিধি অত্যন্ত বিচিত্র। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য সেই পন্থা অবলম্বন করা, অনুকূল বা প্রতিকূলতার বিচার না করে, সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে সন্তুষ্ট থাকা। তুমি তোমার মাতার উপদেশ অনুসারে, ভগবানের কৃপা লাভের জন্য ধ্যানযোগের পন্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করেছ, কিন্তু আমার মতে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই প্রকার তপশ্চর্যা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন। সমস্ত জড় কলুষ-রহিত হয়ে, কঠোর তপস্যা করে এবং নিরন্তর সমাধিমগ্ন হয়ে, বহু যোগী জন্ম-জন্মান্তর ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভগবানকে উপলব্ধি করার পথ খুঁজে পাননি। অতএব, হে বৎস! এই বৃথা প্রচেষ্টা থেকে তুমি নিবৃত্ত হও; এই কাজে সফল হবে না। তোমার পক্ষে এখন গৃহে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়স্কর হবে। যখন তুমি বড় হবে, তখন ভগবানের কৃপায় তুমি এই যোগ অনুশীলনের সুযোগ পাবে। তখন তুমি এই কার্য সম্পাদন কর। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই, তা দুঃখদায়ক হোক অথবা সুখদায়ক হোক, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা প্রদত্ত বলে জেনে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এইভাবে যে-ব্যক্তি সহিষ্ণু হয়, সে

অনায়াসে অজ্ঞানতার অন্ধকার অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। সকলেরই কর্তব্য নিজের থেকে অধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া, নিজের থেকে কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে দর্শন করে তার প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া, এবং নিজের সমান গুণযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা। তা হলে এই জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ কখনই তাকে অভিভূত করতে পারবে না।"

ধ্রুব মহারাজ বললেন—"হে নারদ ঋষি! যাদের হৃদয় জড় জগতের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত, তাদের মনের শান্তি লাভের জন্য আপনি কৃপাপূর্বক যে উপদেশ দিয়েছেন, তা অবশ্যই অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কিন্তু আমি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং তাই এই প্রকার দর্শন আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। হে প্রভু! আমি অত্যন্ত দুর্বিনীত, তাই আপনার উপদেশ গ্রহণ করছি না, কিন্তু এটি আমার দোষ নয়। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে, আমি এমন হয়েছি। আমার বিমাতা সুরুচি তাঁর দুর্বাক্যরূপ বাণের দ্বারা আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছেন, তাই আপনার মূল্যবান উপদেশ আমার হৃদয়ে স্থান পাচ্ছে না। হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ! আমি এমনই একটি পদ অধিকার করতে চাই, যা আজ পর্যন্ত এই ত্রিভুবনের কেউ লাভ করতে পারেননি, এমন কি আমার পিতা এবং পিতামহও পারেননি। আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করতে চান, তা হলে দয়া করে আপনি আমাকে সেই সৎ পন্থা প্রদর্শন করুন, যা অনুসরণ করে আমি আমার জীবনের সেই উদ্দেশ্য সফল করতে পারব। হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মার যোগ্য পুত্র এবং আপনি সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য বীণা বাজিয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। আপনি ঠিক সূর্যের মতো, যে সূর্য সমস্ত জীবের উপকারের জন্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তন করে।"

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—"ধ্রুব মহারাজের উক্তি শ্রবণ করে মহাত্মা নারদ মুনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং তার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়েছিলেন।"

মহর্ষি নারদ ধ্রুব মহারাজকে বললেন—"তোমার মা সুনীতি তোমাকে যে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন, তা তোমার জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত। তাই তোমার উচিত ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে

উৎপত্তি পালন করতে থাকেন। দ্বিতীয় মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রতি ছয় দিন অন্তর কেবল শুষ্ক তৃণ এবং পত্র আহার করতে থাকেন। এইভাবে তিনি ভগবানের আরাধনা করতে থাকেন। তৃতীয় মাসে প্রতি নয় দিন অন্তর তিনি কেবল জলপান করেছিলেন। এইভাবে পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে, তিনি উত্তমশ্লোক পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। চতুর্থ মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি কেবল প্রতি বারো দিন অন্তর বায়ুগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে স্থানমগ্ন হয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। পঞ্চম মাসে, রাজপুত্র ধ্রুব তাঁর শ্বাস এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যে, তিনি একটি স্তম্ভের মতো নিশ্চলভাবে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মনকে পরব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয়সকল ও তাদের বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁর মনকে অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হতে দিয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের রূপে একাগ্র করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ যখন এইভাবে সমস্ত জড় সৃষ্টির আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের প্রভু ভগবানকে ধারণ করেছিলেন, তখন ত্রিভুবন কম্পিত হতে শুরু করেছিল। রাজপুত্র ধ্রুব যখন তাঁর এক পায়ের উপর অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর পাদাঙ্গুষ্ঠের পীড়নে নিপীড়িত হয়ে ধরিত্রীর অর্ধাংশ অবনত হয়েছিল, ঠিক যেমন একটি হাতিকে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়ার সময়, তার দক্ষিণ এবং বামপদ পরিবর্তনে নৌকাটি প্রকম্পিত হয়। ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর পূর্ণ একাগ্রতার প্রভাবে, সমস্ত চেতনার উৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মতো ভারী হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর দেহের দ্বারগুলি রুদ্ধ করার ফলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল। সমগ্র লোকের সমস্ত মহান দেবতারা এইভাবে রুদ্ধশ্বাস হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"হে ভগবান! আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবের আশ্রয়। আমরা অনুভব করছি যে, সমস্ত জীবের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে। পূর্বে আমাদের কখনও এই রকম কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। যেহেতু আপনি সমস্ত শরণাগত জীবের চরম আশ্রয়, তাই আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি, দয়া করে আপনি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন—"হে দেবগণ! তোমরা বিচলিত হয়ো না। মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র, যে এখন সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়েছে, তার কঠোর তপস্যা এবং দৃঢ় সংকল্পের ফলে তা হয়েছে। সে ব্রহ্মাণ্ডের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া রোধ করেছে। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গৃহে এখন নিরাপদে ফিরে যেতে পার। আমি সেই বালকটিকে এই কঠোর তপস্যা থেকে নিরস্ত করব এবং তার ফলে তোমরা এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবে।"

নবম অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"ভগবান যখন এইভাবে দেবতাদের আশ্বাস দিলেন, তখন তাঁরা সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে আপন আপন স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তার পর পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সহস্রশীর্ষা অবতার থেকে অভিন্ন, তিনি গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর সেবক ধ্রুবকে দর্শন করার জন্য মধুবনে গিয়েছিলেন। যোগসিদ্ধির প্রভাবে ধ্রুব মহারাজ বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল

ভগবানের যে রূপের ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন, সেই রূপ সহসা অন্তর্হিত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করা মাত্রই তিনি ঠিক যেভাবে তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে তাঁর সম্মুখে দেখতে পেয়েছিলেন। ভগবানকে সম্মুখে দর্শন করে ধ্রুব মহারাজ অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে, তিনি ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ ভাবাবিষ্ট হয়ে ভগবানকে এমনভাবে দর্শন করছিলেন, যেন তিনি তাঁর চক্ষুর দ্বারা ভগবানের সৌন্দর্য পান করছিলেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম চুম্বন করছে, তিনি তাঁর বাহুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ যদিও ছিলেন একটি ছোট্ট বালক, তবুও তিনি উপযুক্ত শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ যথাযথভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারেননি। সর্ব অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান ধ্রুব মহারাজের সেই বিহ্বল অবস্থা বুঝতে পেরে, তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর শঙ্খের দ্বারা তাঁর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ধ্রুব মহারাজের মস্তক স্পর্শ করেছিলেন। সেই সময় ধ্রুব মহারাজ বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়েছিলেন এবং পরমতত্ত্বকে ও সমস্ত জীবের সঙ্গে পরমতত্ত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন। সর্ব বিখ্যাত বিপুল কীর্তি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিজনিত প্রেমে পরিপ্লুত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ, যিনি ভবিষ্যতে এমন একটি লোক প্রাপ্ত হবেন, যা প্রলয়ের সময়েও বিনষ্ট হবে না, তিনি ভক্তিশীল এবং বিচারপূর্বক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।"

ধ্রুব মহারাজ বললেন—"হে ভগবান! আপনি সর্বশক্তিমান। আমার অন্তরে প্রবেশ করে আপনি আমার হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক, আদি সুপ্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রাণবিত করেছেন, বিশেষ করে আমার বাক্ শক্তিকে। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা আপনি চিৎজগতে এবং জড় জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হন। আপনি আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় জগতে মহৎ আদি শক্তি সৃষ্টি করে, পরমাত্মারূপে এই জড় জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। আপনি পরম পুরুষ, এবং জড়া প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী গুণের মাধ্যমে আপনি নানা প্রকার রূপ প্রকাশ করেন, ঠিক যেমন অগ্নি বিভিন্ন আকৃতির কাষ্ঠখণ্ডে প্রবিষ্ট হয়ে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। হে প্রভু! ব্রহ্মা পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত। সৃষ্টির আদিতে আপনি তাঁকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তার ফলে তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করতে পেরেছিলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, ঠিক যেমন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরেই তার কর্তব্য উপলব্ধি করতে পারে। আপনি মুক্তিকামীদের একমাত্র আশ্রয় এবং আপনি সমস্ত আর্ত ব্যক্তিদের বন্ধু। অতএব পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি কিভাবে আপনাকে বিস্মৃত হতে পারেন? যারা এই চামড়ার থলিটির ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কেবল আপনার পূজা করে, তারা অবশ্যই আপনার মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণ-স্বরূপ আপনার মতো কল্পবৃক্ষকে পাওয়া সত্ত্বেও, আমার মতো মূর্খ ব্যক্তিরা সেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য আপনার কাছে বর প্রার্থনা করে, যা নরকেও লাভ হয়। হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানের ফলে, অথবা আপনার শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার ফলে, যে চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়, তা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছি বলে মনে করার যে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার আনন্দ থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক। যেহেতু ভগবৎ প্রেমানন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দও পরাভূত হয়ে যায়, সুতরাং কালরূপ তরবারির দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায় যে ক্ষণস্থায়ী স্বর্গসুখ, সেই সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও কালক্রমে পুনরায় স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যলোকে অধঃপতিত হতে হয়।"

"হে অনন্ত ভগবান! কৃপা করে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন নিরন্তর আপনার সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ আমি লাভ করতে পারি। এই প্রকার নিত্য ভক্তরা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে আমি অবশ্যই অগ্নিময় জন্ম-মৃত্যুময় ভবসাগর উত্তরণ করতে পারব। তা আমার

পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে, কেননা আমি আপনার শাশ্বত দিব্য গুণাবলী এবং লীলাসমূহ শ্রবণ করার জন্য উন্মত্ত হয়েছি। হে কমলনাভ ভগবান! যিনি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সৌরভে নিরন্তর লোলুপ ভক্তের সঙ্গ করেন, তিনি কখনও বিষয়াসক্ত মানুষদের অত্যন্ত প্রিয় যে দেহ এবং সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন, সন্তান সন্ততি, বন্ধুবান্ধব, গৃহ, বিত্ত ও পত্নীর প্রতি আসক্ত হন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেইগুলি গ্রাহ্যই করেন না। হে ভগবন্! হে অজ! আমি জানি যে, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী, সরীসৃপ, দেব, দানব, মানুষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার জীবাত্মারা মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। আমি জানি যে, সেই জীবাত্মারা কখনও ব্যক্ত এবং কখনও অব্যক্ত, কিন্তু আমি এই প্রকার পরম রূপ কখনও দর্শন করিনি যা আমি এখন দেখছি। এখন মতবাদ সৃষ্টি করার জন্য তর্ক-বিতর্কের সমাপ্তি হয়েছে। হে ভগবান! কল্পান্তে ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। তিনি শেষনাগের শয্যায় শয়ন করেন এবং তখন তাঁর নাভি থেকে একটি স্বর্ণময় কমল উদিত হয় এবং তাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি হচ্ছেন সেই পরমেশ্বর ভগবান। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনার অখণ্ড চিন্ময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা আপনি বুদ্ধির কার্যের সমস্ত অবস্থার পরম সাক্ষী। আপনি নিত্য মুক্ত, আপনার অস্তিত্ব শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত এবং পরমাত্মারূপে আপনার অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয়। আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ আদি পরমেশ্বর ভগবান এবং আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের শাশ্বত ঈশ্বর। তাই আপনি সমস্ত সাধারণ জীব থেকে ভিন্ন। শ্রীবিষ্ণুরূপে আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে পালন করেন এবং আপনি স্বতন্ত্র থাকলেও সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। হে ভগবান! আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপে দুটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব—জ্ঞান এবং অবিদ্যা সতত বিরাজমান। আপনার বিবিধ শক্তি নিরন্তর প্রকাশিত, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা অখণ্ড, আদি, অপরিবর্তনীয়, অসীম এবং আনন্দময়, তা হচ্ছে জড় জগতের কারণ। যেহেতু আপনি হচ্ছেন সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! হে পরমেশ্বর! আপনি সমস্ত আশীর্বাদের মূর্ত রূপ। তাই, যিনি অন্য সমস্ত বাসনা-রহিত হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন তাঁর কাছে রাজপদও নিতান্ত নগণ্য হয়ে যায়। আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার এমনই আশীর্বাদ। গাভী যেমন তার নবজাত বৎসকে দুগ্ধদান করে এবং সমস্ত আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা করে পালন করে, আপনিও তেমন আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আমার মতো অজ্ঞান ভক্তকে পালন করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! সৎ বাসনায় পূর্ণ বড়ভক্ত-সমন্বিত ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, 'হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি পবিত্র ব্রত পালন করেছ এবং আমি তোমার অন্তরের বাসনা সম্বন্ধে অবগত। যদিও তোমার অভিলাষ অত্যন্ত উচ্চ এবং পূর্ণ করা অত্যন্ত কঠিন, তা সত্ত্বেও আমি তোমার সেই বাসনা পূর্ণ করব। তোমার সর্বতোভাবে মঙ্গল হোক। হে ধ্রুব! আমি তোমাকে ধ্রুবলোক নামক এক উজ্জ্বল গ্রহ প্রদান করব, যার অস্তিত্ব কল্পান্তে প্রলয়ের পরেও অক্ষুণ্ণ থাকবে। সমস্ত সৌরমণ্ডল, গ্রহ এবং নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত সেই লোকে এখনও পর্যন্ত কেউ আধিপত্য করেনি। নভোমণ্ডলের সমস্ত জ্যোতিষ্ক সেই গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে, ঠিক যেমন বলদসমূহ শস্য মাড়াইয়ের সময় মেধীদণ্ডের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, শুক্র আদি মহর্ষিগণ অধ্যুষিত নক্ষত্ররাজি সেই ধ্রুব নক্ষত্রকে দক্ষিণে রেখে সতত প্রদক্ষিণ করে। যখন তোমার পিতা তোমার হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করে বনে গমন করবেন, তখন তুমি ছত্রিশ হাজার বছর ধরে অপ্রতিহতভাবে সমগ্র পৃথিবী শাসন করবে। তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখনকার মতোই শক্তিশালী থাকবে। তুমি কখনও বৃদ্ধ হবে না।'"

"ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে, তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করতে বনে গিয়ে নিহত হবে এবং তখন তোমার বিমাতা সুরুচি তার পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে তাকে খুঁজতে বনের মধ্যে দাবানলে প্রবেশ করবে। আমি সমস্ত যজ্ঞের হৃদয়। তুমি বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে এবং প্রভূত দানও করবে। এইভাবে এই জীবনে জড়-জাগতিক সুখের আশীর্বাদ ভোগ করতে পারবে এবং জীবনান্তে তুমি আমাকে স্মরণ করতে পারবে। হে ধ্রুব! তোমার জড়-জাগতিক জীবনের পর এই শরীরে তুমি আমার লোকে যাবে, যা সর্বদা অন্য সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা নমস্কৃত। তা সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে এবং সেখানে একবার গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে না।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"বালক ধ্রুব মহারাজের দ্বারা পূজিত এবং সম্মানিত হয়ে এবং তাঁকে তাঁর নিজ ধাম প্রদান করে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে তাঁর নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভগবানের চরণ-কমলের উপাসনার দ্বারা ধ্রুব মহারাজ তাঁর ঈপ্সিত ফল লাভ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রসন্ন হননি। এইভাবে তিনি তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

শ্রীবিদুর প্রশ্ন করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং কৃপাময় ভগবানের চরণারবিন্দে ঐকান্তিক শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই কেবল তা লাভ করা যায়। এক জন্মেই ধ্রুব মহারাজ তা লাভ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিবেকী। তা হলে, কেন তিনি প্রসন্ন হননি?"

মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—"ধ্রুব মহারাজের হৃদয় তাঁর বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়ার ফলে, তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়েছিলেন এবং তাই তিনি যখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত করেছিলেন, তখনও তিনি তাঁর বিমাতার দুর্ব্যবহার ভুলতে পারেননি। তিনি এই জড় জগৎ থেকে প্রকৃত মুক্তি প্রার্থনা করেননি। তাই তাঁর ভক্তিতে অবশেষে যখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সামনে এসেছিলেন, তখন তাঁর অন্তরের জড় বাসনার জন্য তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন।"

"ধ্রুব মহারাজ মনে মনে ভাবলেন—ভগবানের চরণ-কমলের আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা করা কোন সহজ কাজ নয়, কারণ সনন্দন প্রমুখ মহান ব্রহ্মচারীরাও সমাধিতে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা করে বহু জন্মের পর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমি কেবল ছয় মাসের মধ্যেই সেই ফল প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তবুও, ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয়ে অভিলাষ থাকার

ফলে, আমি অধঃপতিত হয়েছি। হায়! দেখ আমি কত দুর্ভাগা! আমি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সমীপবর্তী হয়েছিলাম, যিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, মূর্খতাবশত, আমি তাঁর কাছে এমন বস্তু প্রার্থনা করেছি যা নশ্বর। স্বর্গের দেবতারা, যাঁদের আবার অধঃপতিত হতে হবে, তাঁরা আমাকে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছেন। এই সমস্ত অসহিষ্ণু দেবতারা আমার বুদ্ধি বিকৃত করে দিয়েছেন এবং তাই আমি নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে যথার্থ বর প্রার্থনা করতে পারিনি।"

"ধ্রুব মহারাজ অনুতাপ করেছিলেন—আমি মায়ার অধীন ছিলাম; প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতার ফলে, আমি মায়ার কোলে নিদ্রিত ছিলাম। দ্বিতীয় অভিনিবেশ-জনিত ভেদ দর্শনের ফলে, আমি আমার ভাইকে শত্রু বলে মনে করেছিলাম এবং ভ্রান্তিবশত অন্তরে দগ্ধ হয়ে মনে করেছিলাম, "তারা আমার শত্রু।" পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মাকে প্রসন্ন করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে কেবল কতকগুলি অর্থহীন বস্তু প্রার্থনা করেছি। আমার কার্যকলাপ ঠিক একটি মৃত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার মতো। দেখ আমি কি দুর্ভাগা, কারণ, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছেদনকারী পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও আমি কেবল সেই বন্ধনই প্রার্থনা করেছি। ভগবান যদিও আমাকে তাঁর সেবা-সান্নিধ্য প্রদান করেছিলেন, তবুও নিতান্ত মূর্খতাবশত এবং পুণ্যের অভাববশত, আমি কেবল নাম-যশ এবং জাগতিক উন্নতি কামনা করেছি। আমার অবস্থা ঠিক এক দরিদ্র ব্যক্তির মতো, যিনি এক মহান সম্রাটের কাছে মূর্খতাবশত কেবল একটু তুষ ভিক্ষা করেন, যদিও তাঁর প্রতি প্রসন্নতাবশত সম্রাট তাঁকে যে কোন কিছু দিতে ইচ্ছুক।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! তোমার মতো ব্যক্তির, যাঁরা মুকুন্দের (যিনি মুক্তি দান করতে পারেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের) শ্রীপাদপদ্মের শুদ্ধ ভক্ত এবং যাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের মধুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেই প্রসন্ন থাকেন। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই এই প্রকার

ভক্তরা সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাই তাঁরা ভগবানের কাছে কখনও জড়জাগতিক উন্নতি প্রার্থনা করেন না।"

"মহারাজ উত্তানপাদ যখন শুনলেন যে, পুত্র ধ্রুব গৃহে ফিরে আসছেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যেন ধ্রুব তাঁর মৃত্যুর পর ফিরে আসছেন। তিনি সেই সংবাদ বিশ্বাস করতে পারেননি, কারণ তিনি ভেবেছিলেন কি করে তা সম্ভব। তিনি নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলে মনে করেছিলেন এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব। তিনি যদিও সেই বার্তাবাহকের কথায় বিশ্বাস করতে পারেননি, তবুও দেবর্ষি নারদের বাণীতে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাই সেই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বার্তাবাহকের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তিনি তাকে এক অতি মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহার দান করেছিলেন। মহারাজ উত্তানপাদ তাঁর হারানো পুত্রের মুখ দর্শন করতে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে, তখন অতি উত্তম অশ্বযুক্ত, স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ করে, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পরিবারের সমস্ত প্রবীণ সদস্যগণ, রাজকর্মচারী, মন্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুগণসহ তৎক্ষণাৎ নগরী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। শোভাযাত্রা সহকারে তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন শঙ্খ, দুন্দুভি, বংশী আদি মঙ্গলজনক বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছিল এবং সৌভাগ্যসূচক বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হচ্ছিল। মহারাজ উত্তানপাদের উভয় পত্নী সুনীতি এবং সুরুচি এবং তাঁর অন্য পুত্র উত্তম সহ শিবিকায় আরোহণ করে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। ধ্রুব মহারাজকে উপবনের সন্নিকটে আসতে দেখে মহারাজ উত্তানপাদ অতি শীঘ্র তাঁর রথ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি তাঁর পুত্র ধ্রুবকে দীর্ঘকাল না দেখার ফলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং তাই গভীর প্রেমে তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তিনি তাঁর হারানো পুত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মহারাজ দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। ধ্রুব মহারাজ কিন্তু পূর্বের মতো ছিলেন না, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের সঙ্গে মিলনের ফলে, রাজা উত্তানপাদের দীর্ঘকালের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল এবং তাই তিনি বার বার ধ্রুবের মস্তক আঘ্রাণ করেছিলেন এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়েছিলেন। সজ্জনাগ্রগণ্য ধ্রুব মহারাজ প্রথমে তাঁর পিতার চরণযুগল বন্দনা করলেন এবং উত্তানপাদ আশীর্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদির দ্বারা তাঁর পুত্রকে সম্ভাষণ করলেন। তার পর ধ্রুব মহারাজ তাঁর মাতৃদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ধ্রুব মহারাজের ছোট মা সুরুচি যখন দেখলেন যে, সেই নিষ্পাপ বালকটি তাঁর চরণে প্রণত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং অশ্রুগদ্গদ স্বরে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, "হে প্রিয় পুত্র! তুমি চিরজীবী হও।" জল যেমন স্বাভাবিকভাবেই নিম্নগামী হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত ব্যক্তির প্রতি সমস্ত জীব শ্রদ্ধাশীল হয়। উত্তম এবং ধ্রুব মহারাজ দুই ভাইও প্রেমে বিহ্বল হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিল। উভয়ের অঙ্গস্পর্শে তাঁদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল এবং উভয়েই মুহুর্মুহু আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের জননী সুনীতি তাঁর প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয় পুত্রের সুকোমল অঙ্গ স্পর্শ করে, গভীর প্রসন্নতায় তাঁর সমস্ত বেদনা বিস্মৃত হয়েছিলেন। হে বিদুর! বীর-প্রসবিনী সুনীতির স্তনযুগল থেকে ক্ষরিত দুধের সঙ্গে তাঁর অশ্রুধারা মিশ্রিত হয়ে ধ্রুব মহারাজের সমগ্র অঙ্গ সিক্ত করেছিল। সেটি ছিল একটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ।"

পুরবাসীরা রাজমহিষী সুনীতির প্রশংসা করে বললেন—"হে রাণী! দীর্ঘকাল পূর্বে আপনার প্রিয় পুত্র হারিয়ে গিয়েছিল এবং আপনার মহা সৌভাগ্যের ফলে, এখন তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। আপনার এই পুত্র দীর্ঘকাল আপনাকে রক্ষা করবে এবং আপনার সমস্ত শোক দূর করবে। হে রাণী! আপনি নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেছেন, যিনি তাঁর ভক্তদের মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেন। যাঁরা নিরন্তর তাঁর ধ্যান করেন, তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর পথ অতিক্রম করেন। এই প্রকার সিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।"

"হে বিদুর! এইভাবে সকলে যখন ধ্রুব মহারাজের প্রশংসা করছিলেন, তখন রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং ধ্রুব ও তাঁর ভ্রাতা উত্তমকে একটি

হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে সকলেই তাঁর প্রশংসা করছিল। সমস্ত নগরী ফুল ও ফলের গুচ্ছসমন্বিত কদলী বৃক্ষের স্তম্ভ এবং নবীন গুবাক তরুর দ্বারা সাজানো হয়েছিল এবং স্থানে স্থানে মকর-তোরণ রচিত হয়েছিল। প্রতিটি দ্বার আম্রপল্লব, বস্ত্র, মালা ও মুক্তাদামের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং দ্বারদেশে সারি সারি জলপূর্ণ কলস এবং তার সামনে দীপাবলী শোভা পাচ্ছিল। নগরীর সমস্ত প্রাসাদ নগরদ্বার এবং প্রাচীর স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হয়েছিল। প্রাসাদের শিখরগুলি উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল এবং নগরীর চতুর্দিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল যে সমস্ত বিমান, সেগুলির শিখরগুলিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিল। নগরের সমস্ত চত্বর, রাজপথ, গলি এবং রাস্তার মোড়ে বসবার উচ্চ স্থানগুলি খুব ভাল করে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং চন্দন জলে সিক্ত করা হয়েছিল; আর খই, যব, ধান, ফুল, ফল এবং অন্য অনেক প্রকার মাঙ্গলিক উপহার সামগ্রী নগরীর সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল। এইভাবে যখন ধ্রুব মহারাজ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সমস্ত সতী কুলললনাগণ তাঁকে দর্শন করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন এবং বাৎসল্য স্নেহে তাঁরা তাঁকে আশীর্বাদ করে তাঁর উপর শ্বেত সর্ষপ, যব, দই, জল, দূর্বা, ফল এবং ফুল বর্ষণ করেছিলেন। এইভাবে ধ্রুব মহারাজ তাঁদের মনোহর গীত শ্রবণ করতে করতে তাঁর পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।"

"তার পর ধ্রুব মহারাজ বহু মূল্যবান মণিরত্নে খচিত তাঁর পিতার প্রাসাদে বাস করেছিলেন। তাঁর স্নেহশীল পিতা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন এবং তিনি সেই প্রাসাদে স্বর্গের দেবতাদের মতো সুখে বাস করতে লাগলেন। সেই প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ অত্যন্ত শুভ্র ও হস্তিদন্ত নির্মিত, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট শয্যা, মহামূল্য আসন এবং সোনার আসবাবপত্র বিদ্যমান ছিল। সেই রাজপ্রাসাদ মরকত আদি মণিরত্ন-খচিত স্ফটিকের প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং তাতে হাতে প্রদীপ রত্নময় দীপসমন্বিত সুন্দর মূর্তিখচিত ছিল। রাজার প্রাসাদ উদ্যানসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, যেখানে স্বর্গলোক থেকে নিয়ে আসা বহু বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষে বিহঙ্গ-মিথুন সুমধুর কূজন করছিল এবং মধুপানোন্মত্ত মধুকরেরা গুনগুন করে গান করছিল। সেখানকার সরোবরগুলি পান্নার তৈরি সোপানাবলীর দ্বারা শোভিত ছিল, তাতে পদ্ম, উৎপল ও কুমুদাদি প্রস্ফুটিত ছিল এবং হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস ইত্যাদি পক্ষীকুল সেই জলে বিহার করছিল। রাজর্ষি উত্তানপাদ তাঁর পুত্র ধ্রুবের মহিমা শ্রবণ করে এবং তাঁর প্রভাব দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ ধ্রুবের কার্যকলাপ ছিল আশ্চর্যজনক। তারপর মহারাজ উত্তানপাদ বিচার করে দেখলেন যে, ধ্রুব মহারাজ রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয়েছেন এবং মন্ত্রীরা সম্মত আছেন এবং প্রজারাও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, তখন তিনি ধ্রুবকে সারা পৃথিবীর সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করলেন। তাঁর বৃদ্ধাবস্থা বিবেচনা করে এবং তাঁর আত্মার কল্যাণের কথা চিন্তা করে, মহারাজ উত্তানপাদ বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে বনে গমন করলেন।"

দশম অধ্যায়

যক্ষদের সঙ্গে ধ্রুব মহারাজের যুদ্ধ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! তার পর ধ্রুব মহারাজ প্রজাপতি শিশুমারের কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কল্প এবং বৎসর নামক দুই পুত্র হয়েছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী ধ্রুব মহারাজের ইলা নামক অন্য আর একজন পত্নী ছিল, তিনি ছিলেন বায়ুদেবতার কন্যা। তাঁর গর্ভে তিনি উৎকল নামক একটি পুত্র এবং

এক অতি সুন্দরী কন্যারত্ন উৎপাদন করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তম, যিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, এক সময় মৃগয়ায় গিয়ে, হিমালয় পর্বতে এক অতি বলবান যক্ষের দ্বারা নিহত হন। তাঁর মাতা সুরুচিও তাঁর পুত্রের পথ অনুসরণ করেছিলেন (মৃত্যুবরণ করেছিলেন)। হিমালয় পর্বতে যক্ষের হাতে তাঁর ভ্রাতা উত্তমের মৃত্যু হয়েছে, সেই সংবাদ পেয়ে ধ্রুব মহারাজ শোক এবং ক্রোধে অভিভূত হয়ে, তাঁর রথে চড়ে যক্ষপুরী বা অলকাপুরী বিজয় করতে বহির্গত হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ উত্তরাভিমুখে হিমালয় পর্বতে গমন করেছিলেন। সেখানে একটি উপত্যকায় রুদ্রের অনুচরগণ অধ্যুষিত একটি নগরী তিনি দর্শন করলেন।"

"হে বিদুর! অলকাপুরীতে পৌঁছানো মাত্রই, ধ্রুব মহারাজ তাঁর শঙ্খে ফুৎকার দিয়েছিলেন এবং সেই শঙ্খধ্বনি সমস্ত আকাশ জুড়ে এবং সমস্ত দিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তা শুনে যক্ষ-রমণীগণ অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিল। তাদের চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাদের হৃদয় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। হে মহাবীর বিদুর! ধ্রুব মহারাজের শঙ্খধ্বনি সহ্য করতে না পেরে, মহাবলী যক্ষবীরেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য নগরী থেকে বেরিয়ে এল। মহা ধনুর্ধারী ও মহারথী ধ্রুব মহারাজ সেই যক্ষ-সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেখে, একসাথে তিন-তিনটি করে বাণ নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করতে লাগলেন। যক্ষবীরেরা যখন দেখল যে, ধ্রুব মহারাজের দ্বারা তাদের মস্তক ছিন্ন হতে চলেছে, তখন তারা সহজেই তাদের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বীর হিসাবে, তারা ধ্রুব মহারাজের কার্যের প্রশংসা করেছিল। সর্প যেমন পদস্পর্শ সহনে অসমর্থ, সেই যক্ষরাও তেমন ধ্রুব মহারাজের আশ্চর্যজনক বীরত্ব সহ্য করতে না পেরে, তাদের ধনুক থেকে একসঙ্গে ছয়টি করে বাণ তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগল এবং এইভাবে তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল। যক্ষ সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং তারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অদ্ভুতকর্মা ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করতে ইচ্ছা করেছিল। তাদের সমস্ত শক্তি সহকারে তারা রথ এবং সারথি সহ ধ্রুব মহারাজের উপর পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, প্রাসশূল, পরশ্বধ, শক্তি, ঋষ্টি, ভুশুণ্ডী এবং বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণের ফলে ধ্রুব মহারাজ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন নিরন্তর বর্ষণের ফলে পর্বত সমাচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টির অগোচর হয়। উচ্চতর লোকের সমস্ত সিদ্ধরা আকাশ থেকে সেই যুদ্ধ দেখছিলেন এবং যখন তাঁরা দেখলেন যে ধ্রুব মহারাজ শত্রুপক্ষের বাণ-বর্ষণে আচ্ছাদিত হয়ে গেছেন, তখন তাঁরা হাহাকার করে উঠেছিলেন, 'হায়! মনুর পৌত্র ধ্রুব সূর্যবৎ এখন যক্ষদের সমুদ্রে অস্তমিত হল।' যক্ষেরা সাময়িকভাবে জয় লাভ করে উল্লসিত হয়ে চিৎকার করছিল যে, তারা ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু তখন হঠাৎ ধ্রুব মহারাজের রথ আবির্ভূত হল, ঠিক যেমন কুজ্ঝটিকা ভেদ করে সহসা সূর্যের প্রকাশ হয়। ধ্রুব মহারাজের ধনুকের টঙ্কার এবং বাণের ফুৎকার শত্রুদের হৃদয়ে বিষাদ উৎপন্ন করেছিল। তিনি নিরন্তর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং তার ফলে শত্রুদের অস্ত্রসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হল, ঠিক যেমন প্রবল বায়ু আকাশের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করে। ধ্রুব মহারাজের ধনুক থেকে বিনির্মুক্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণগুলি শত্রুদের বর্ম ভেদ করে তাদের শরীরে প্রবেশ করেছিল, ঠিক যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পর্বতগণকে বিদারণ করে।"

"হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের বাণের দ্বারা যাদের মস্তক ছিন্ন হয়েছিল, সেইগুলি কর্ণকুণ্ডল এবং উষ্ণীষের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। সেই শরীরের অঙ্গগুলি ছিল সুবর্ণ বর্ণ তালগাছের মতো সুন্দর, তাদের বাহুগুলি সোনার কঙ্কণ এবং কেয়ূরের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং তাদের মস্তকে মহা মূল্যবান স্বর্ণমুকুট শোভা পাচ্ছিল। সেই রণভূমিতে এই সমস্ত অলঙ্কার বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থেকে, তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং তা একজন বীরের পক্ষেও মনোহর হয়েছিল। অন্য যে সমস্ত যক্ষরা, যারা নিহত হয়নি, তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহান যোদ্ধা ধ্রুব মহারাজের বাণের দ্বারা খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। তাই তারা তখন পালিয়ে যেতে লাগল, ঠিক যেমন সিংহের দ্বারা পরাস্ত হয়ে হস্তী পলায়ন করে। নরশ্রেষ্ঠ ধ্রুব মহারাজ তখন দেখলেন যে, সেই বিশাল

যুদ্ধক্ষেত্রে একটিও সশস্ত্র শত্রুসৈন্য দণ্ডায়মান নেই। তখন তিনি অলকাপুরী দর্শন করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু তিনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, 'মায়াবী যক্ষদের পরিকল্পনা কেউই জানে না।' ইতিমধ্যে ধ্রুব মহারাজ যখন মায়াবী শত্রুদের পুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা করে তাঁর সারথির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁরা এক প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলেন, যেন সমগ্র সমুদ্র সেখানে এসে পড়েছে এবং তাঁরা দেখলেন যে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে চতুর্দিকে ধূলিরাশি সমুত্থিত হচ্ছে। ক্ষণিকের মধ্যে আকাশ ঘন মেঘমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছন্ন হল, প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হতে লাগল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল এবং সেই সঙ্গে প্রবলভাবে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। হে নিষ্পাপ বিদুর! তখন রক্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, বিষ্ঠা, মূত্র এবং মেদ বর্ষণ হতে লাগল এবং গগনমণ্ডল থেকে ধ্রুবের সম্মুখে বহু বহু শিররহিত দেহ পতিত হতে লাগল। তার পর, আকাশে একটি বিশাল পর্বত দৃষ্ট হল এবং তা থেকে চতুর্দিকে প্রস্তর বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ও মুষল ইত্যাদি পতিত হতে লাগল। ধ্রুব মহারাজ দেখলেন যে, ক্রোধপূর্ণ চক্ষুসমন্বিত বিশালাকার সর্পেরা তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে তাঁকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে এবং সেই সঙ্গে উন্মত্ত হস্তী, সিংহ এবং ব্যাঘ্র দলে দলে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। তার পর ভীষণমূর্তি সমুদ্র যেন প্রলয়কালীন তরঙ্গময় রূপ ধারণ করে, প্রবল তরঙ্গ সহযোগে সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করতে করতে ভীষণ গর্জন করতে লাগল। আসুরিক যক্ষেরা স্বভাবতই অত্যন্ত দুষ্ট এবং তাদের আসুরিক মায়ার দ্বারা তারা অনেক আশ্চর্যজনক ব্যাপার সৃষ্টি করে অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভয় দেখাতে পারে। মহর্ষিগণ যখন শুনলেন যে, অসুরেরা ধ্রুবের প্রতি মায়াবী শক্তি প্রয়োগ করেছে, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে কল্যাণকর অনুপ্রেরণা দিতে শুরু করলেন।"

সমস্ত মুনিরা বললেন—"হে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব! শার্ঙ্গধন্বা শরণাগত ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, তিনি তোমার শত্রুদের সংহার করুন। ভগবানের পবিত্র নাম ভগবানেরই মতো শক্তিসম্পন্ন, তাই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং শ্রবণের দ্বারাই কেবল ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এইভাবে ভক্তবৃন্দ পরিত্রাণ পায়।"

একাদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজ মহর্ষিদের অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী শ্রবণ করে, জল স্পর্শ করে আচমন করলেন এবং তার পর ভগবান নারায়ণের নির্মিত বাণ তাঁর ধনুকে যুক্ত করলেন। ধ্রুব মহারাজ ধনুকে নারায়ণাস্ত্র যোজন করা মাত্রই যক্ষনির্মিত মায়া দূর হয়ে গেল, ঠিক যেমন পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে, সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ এবং সুখ দূর হয়ে যায়। ধ্রুব মহারাজ যখন নারায়ণ ঋষি নির্মিত সেই অস্ত্রটি তাঁর ধনুকে যোজন করলেন, তখন তা থেকে সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত এবং কলহংসের পাখার মতো পালক-সমন্বিত শরসমূহ নিঃসৃত হল। ময়ূরেরা যেমন তীব্র শব্দ করতে করতে বনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেই শরসমূহ তেমনই

যক্ষসেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হল। সেই সমস্ত তীক্ষ্ণধার বাণ শত্রু-সৈন্যদের বিচলিত করেছিল, যারা প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য অনেক যক্ষ তাদের অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করে, ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হল। সর্প যেমন ফণা উদ্যত করে গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, সমস্ত যক্ষ সৈনিকেরাও সেইভাবে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ যখন দেখলেন যে, যক্ষরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বাণের দ্বারা তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তাদের শরীর থেকে বাহু, পা, মাথা, পেট আলাদা করে, তিনি সেই যক্ষদের সূর্যমণ্ডলের উপরিস্থিত লোকে প্রেরণ করেছিলেন, যা কেবল সর্বোত্তম ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীরাই প্রাপ্ত হয়। যখন স্বায়ম্ভুব মনু দেখলেন যে, তাঁর পৌত্র ধ্রুব এমন অনেক যক্ষদের বধ করছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, মহর্ষিগণ সহ ধ্রুব মহারাজের কাছে এসে তাঁকে সৎ উপদেশ দিয়েছিলেন।"

শ্রীমনু বললেন—"হে বৎস! এই যুদ্ধ বন্ধ কর। অনর্থক ক্রুদ্ধ হওয়া সমীচীন নয়, তা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথ। প্রকৃতপক্ষে যারা অপরাধী নয়, সেই সমস্ত যক্ষদের হত্যা করে এখন তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করছ। হে পুত্র! তুমি যে নির্দোষ যক্ষদের বধ করছ তা মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি এবং তা আমাদের পরিবারের উপযুক্তও নয়, কারণ ধর্ম এবং অধর্মের নিয়ম সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি। হে বৎস! তুমি যে তোমার ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং যক্ষের হাতে তার মৃত্যুতে তুমি যে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছ তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ, একজন মাত্র যক্ষের অপরাধে, তুমি কত নির্দোষ যক্ষকে বধ করেছ। দেহকে কখনও আত্মা বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে অন্যের দেহকে পশুর মতো হত্যা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির পথ অনুসরণ করেন যে সমস্ত সাধু, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের আচরণ বিশেষভাবে বর্জনীয়। ভগবান শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তুমি এতই ভাগ্যবান যে, সমস্ত জীবের পরম ধাম শ্রীভগবানের আরাধনা করার ফলে, তুমি ইতিমধ্যেই সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছ। যেহেতু তুমি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদাই তোমার কথা চিন্তা করেন এবং তুমি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তরূপেও মান্য। তোমার জীবন হচ্ছে আদর্শ আচরণের নিমিত্ত। তাই তোমাকে এই প্রকার নিন্দনীয় কার্যে লিপ্ত হতে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। ভক্ত যখন অন্যদের প্রতি তিতিক্ষা, দয়া, মৈত্রী এবং সমতা প্রদর্শন করেন, তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হন। পঞ্চ মহাভূত থেকে জড় জগতের সৃষ্টি শুরু হয়। সেই পঞ্চভূত স্ত্রীদেহে এবং পুরুষদেহে পরিণত হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী এবং পুরুষের সৃষ্টি হয়।"

"হে ধ্রুব মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবানের মায়িক জড় শক্তির দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত হয়। হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি যখন প্রেরণা দেন, তখন অন্য অনেক কারণ এবং কার্য উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ চালিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্তনীয় কালরূপ পরম শক্তির দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার কারণ হন এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রকট হয়। মনে হয় যেন তিনি কার্য করাচ্ছেন, কিন্তু তিনি কর্তা নন। তিনি হত্যা করাচ্ছেন, কিন্তু তিনি হন্তা নন। এইভাবে বোঝা যায় যে, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই কেবল সব কিছু ঘটছে। হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, কিন্তু কালরূপে তিনি সব কিছুর সংহারকর্তা। তাঁর আদি নেই, যদিও তিনি সব কিছুর আদি, তিনি অব্যয়, যদিও কালক্রমে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। পিতার মাধ্যমে জীবের সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুর দ্বারা তার বিনাশ হয়, কিন্তু তিনি সর্বদাই জন্ম-মৃত্যুর থেকে মুক্ত। কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন। তাঁর কাছে কেউই তাঁর মিত্র নয় অথবা শত্রু নয়। কালের অধীনে সকলেই তাদের কর্মফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে। যেমন, বায়ুর প্রবাহের ফলে ধূলিকণা ওড়ে, তেমনই জীব তার বিশেষ কর্ম অনুসারে, জড়-জাগতিক জীবনে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু সর্বশক্তিমান এবং তিনি জীবকে তার কর্মফল প্রদান করেন। এইভাবে যদিও কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত অল্প এবং অন্য কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, তবুও তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত এবং তাঁর নিজের আয়ুর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার জীবনের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের সুখ-দুঃখকে কর্মের ফল বলে। অন্য কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে স্বভাব, আবার অনেকে বলে কাল, কেউ কেউ বলে ভাগ্য এবং আবার কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে কাম। পরম সত্য বা চিন্ময় তত্ত্ব কখনই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বোধগম্য নয়, অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। তিনি জড়া প্রকৃতি আদি বিভিন্ন শক্তির ঈশ্বর এবং তাঁর পরিকল্পনা অথবা কার্যকলাপ কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; তাই বুঝতে হবে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, কিন্তু মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারে না।"

"হে বৎস! কুবেরের অনুচর এই সমস্ত যক্ষরা তোমার ভ্রাতা উত্তমের হত্যাকর্তা নয়। জীবের জন্ম এবং মৃত্যু সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবানের দ্বারাই হয়। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং যথা সময়ে ধ্বংস করেন, কিন্তু যেহেতু তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত, তাই তিনি কখনও এই সমস্ত কার্যজনিত অহঙ্কারের দ্বারা অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং পালনকর্তা; তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে তিনি সকলের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন। হে ধ্রুব! তুমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও, যিনি জগতের উন্নতির পরম লক্ষ্য। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ পর্যন্ত সকলেই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে কার্য করছেন, ঠিক যেমন নাসারন্ধ্রে রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ প্রভুর কার্য করতে বাধ্য হয়। হে ধ্রুব! মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তোমার মাতার সতীনের বাণীতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে, তোমার মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি যোগপদ্ধতি অনুশীলন করার জন্য বনে গিয়েছিলে। তার ফলে তুমি ইতিমধ্যেই ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছ। হে ধ্রুব! তাই তুমি অক্ষর ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার চেতনা নিবদ্ধ কর। তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উন্মুখ হও এবং তার ফলে, আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা তুমি দেখবে যে, জড়-জাগতিক সমস্ত ভেদগুলি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এইভাবে তোমার স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে এবং সমস্ত আনন্দের উৎস ও পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা তুমি অচিরেই 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহ থেকে মুক্ত হবে।"

"হে রাজন! আমি তোমাকে যা বললাম, সেই সম্বন্ধে একটু বিচার কর। তা ওষুধের মতো কাজ করবে। তোমার ক্রোধ সংবরণ কর, কারণ পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রোধ হচ্ছে সব চাইতে বড় শত্রু। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। তুমি আমার উপদেশ পালন কর। যে ব্যক্তি এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী, তার কখনই ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি অন্য সকলের উদ্বেগের কারণ হয়। হে ধ্রুব! তুমি মনে করছ যে, যক্ষরা তোমার ভ্রাতাকে হত্যা করেছে এবং তাই তুমি বহুসংখ্যক যক্ষকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমার এই আচরণের দ্বারা তুমি শিবের ভ্রাতা, যিনি দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ সেই কুবেরকে ক্ষুব্ধ করেছ। তুমি চেয়ে দেখ যে, তোমার আচরণ কুবের এবং শিবের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক হয়েছে। হে বৎস! সেই কারণে, কুবেরের ক্রোধে আমাদের বংশ অভিভূত হওয়ার পূর্বেই বিনম্র বচন, প্রণতি এবং স্তুতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন কর। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পৌত্র ধ্রুব মহারাজকে এইভাবে শিক্ষা প্রদান করে তাঁর দ্বারা সংস্তুত হয়ে, মহর্ষিগণ সহ তাঁর আলয়ে গমন করেছিলেন।"

শত্রুসেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হল। সেই সমস্ত তীক্ষ্ণধার বাণ শত্রু-সৈনাদের বিচলিত করেছিল, যারা প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য অনেক যক্ষ তাদের অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করে, মহা ক্রোধে ধ্রুব মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হল। সর্প যেমন ফণা উদ্যত করে গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, সমস্ত যক্ষ সৈনিকেরাও সেইভাবে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে ধ্রুব মহারাজকে পরাস্ত করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ যখন দেখলেন যে, যক্ষরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর বাণের দ্বারা তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তাদের শরীর থেকে বাহু, পা, মাথা, পেট আলাদা করে, তিনি সেই যক্ষদের সূর্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্থিত লোক প্রদান করেছিলেন, যা কেবল সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারীরাই প্রাপ্ত হন। তখন স্বায়ম্ভুব মনু দেখলেন যে, তাঁর পৌত্র ধ্রুব এমন অনেক যক্ষদের বধ করছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, মহর্ষিগণ সহ ধ্রুব মহারাজের কাছে এসে তাঁকে সৎ উপদেশ দিয়েছিলেন।"

শ্রীমনু বললেন—"হে বৎস! এই যুদ্ধ বন্ধ কর। অনর্থক ক্রুদ্ধ হওয়া সমীচীন নয়, তা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথ। প্রকৃতপক্ষে যারা অপরাধী নয়, সেই সমস্ত যক্ষদের হত্যা করে এখন তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করছ। হে পুত্র! তুমি যে নির্দোষ যক্ষদের বধ করছ তা মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি এবং তা আমাদের পরিবারের উপযুক্তও নয়, কারণ ধর্ম এবং অধর্মের নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের অবগত থাকার কথা। হে বৎস! তুমি যে তোমার ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং যক্ষের হাতে তার মৃত্যুতে তুমি যে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছ তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ, একজন মাত্র যক্ষের অপরাধে, তুমি অন্য কতজন নির্দোষ যক্ষকে বধ করেছ। দেহকে কখনও আত্মা বলে মনে করা উচিত নয় এবং তাই বলে অন্যের দেহকে পশুর মতো হত্যা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির পথ অনুসরণ করেন যে সমস্ত সাধু, তাঁদের পক্ষে এই কর্মের আচরণ বিশেষভাবে বর্জনীয়। ভগবান শ্রীহরির ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তুমি এতই ভাগ্যবান যে, সমস্ত জীবের পরম ধাম শ্রীভগবানের আরাধনা করার ফলে, তুমি ইতিমধ্যেই সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছ। যেহেতু তুমি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদাই তোমার কথা চিন্তা করেন এবং তুমি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদেরও মান্য। তোমার জীবন হচ্ছে আদর্শ আচরণের নিমিত্ত। তাই তোমাকে এই প্রকার নিন্দনীয় কার্যে লিপ্ত হতে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। ভক্ত যখন অন্যদের প্রতি তিতিক্ষা, দয়া, মৈত্রী এবং সমতা প্রদর্শন করেন, তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হন। পঞ্চ মহাভূত থেকে জড় জগতের সৃষ্টি শুরু হয়। সেই পঞ্চভূত স্ত্রীদেহ এবং পুরুষদেহে পরিণত হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী এবং পুরুষের সৃষ্টি হয়।"

"হে ধ্রুব মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবানের মায়িক জড় শক্তির দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত হয়। হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি যখন প্রেরণা দেন, তখন অন্য অনেক কারণ এবং কার্য উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ চালিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্ত্যনীয় কালরূপ পরম শক্তির দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার কারণ হন এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রকট হয়। মনে হয় যেন তিনি কার্য করছেন, কিন্তু তিনি কর্তা নন। তিনি হত্যা করছেন, কিন্তু তিনি হন্তা নন। এইভাবে বোঝা যায় যে, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই কেবল সব কিছু ঘটছে। হে ধ্রুব! পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, কিন্তু কালরূপে তিনি সব কিছুর সংহারকর্তা। তাঁর আদি নেই, যদিও তিনি সব কিছুর আদি, তিনি অব্যয়, যদিও কালক্রমে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। পিতার মাধ্যমে জীবের সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুর দ্বারা তার বিনাশ হয়, কিন্তু তিনি সর্বদাই জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত। কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন। তাঁর

কাছে কেউই তাঁর মিত্র নয় অথবা শত্রু নয়। কালের অধীনে সকলেই তাদের কর্মফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে। যেমন, বায়ুর প্রবাহের ফলে ধূলিকণা ওড়ে, তেমনই জীব তার বিশেষ কর্ম অনুসারে, জড়-জাগতিক জীবনে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বশক্তিমান এবং তিনি জীবকে তার কর্মফল প্রদান করেন। এইভাবে যদিও কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত অল্প এবং অন্য কোন জীবের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ, তবুও তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত এবং তাঁর নিজের আয়ুর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার জীবনের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের সুখ-দুঃখকে কর্মের ফল বলে। অন্য কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে স্বভাব, আবার অনেকে বলে কাল, কেউ কেউ বলে ভাগ্য এবং আবার কেউ বলে যে, তার কারণ হচ্ছে কাম। পরম সত্য বা চিন্ময় তত্ত্ব কখনই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বোধগম্য নয়, অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। তিনি জড়া প্রকৃতি আদি বিভিন্ন শক্তির ঈশ্বর এবং তাঁর পরিকল্পনা অথবা কার্যকলাপ কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; তাই বুঝতে হবে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, কিন্তু মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারে না।"

"হে বৎস! কুবেরের অনুচর এই সমস্ত যক্ষরা তোমার ভ্রাতা উত্তমের হত্যাকারী নয়। জীবের জন্ম এবং মৃত্যু সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবানের দ্বারাই হয়। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং যথা সময়ে ধ্বংস করেন, কিন্তু যেহেতু তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত, তাই তিনি কখনও এই সমস্ত কার্যজনিত অহঙ্কারের দ্বারা অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং পালনকর্তা; তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে তিনি সকলের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন। হে ধ্রুব! তুমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও, যিনি জগতের উন্নতির পরম লক্ষ্য। ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ পর্যন্ত সকলেই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে কার্য করছেন, ঠিক যেমন নাসারজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ তার প্রভুর কার্য করতে বাধ্য হয়। হে ধ্রুব! মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তোমার মাতার সতীনের বাক্যে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে, তোমার মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি যোগপদ্ধতি অনুশীলন করার জন্য বনে গিয়েছিলে। তার ফলে তুমি ইতিমধ্যেই ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছ। হে ধ্রুব! তাই তুমি অক্ষর ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার চেতনা নিবদ্ধ কর। তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উন্মুখ হও এবং তার ফলে, আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা তুমি দেখবে যে, জড়-জাগতিক সমস্ত ভেদগুলি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এইভাবে তোমার স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হবে এবং সমস্ত আনন্দের উৎস ও পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা তুমি অচিরেই 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহ থেকে মুক্ত হবে।"

"হে রাজন! আমি তোমাকে যা বলেছি, সেই সম্বন্ধে একটু বিচার কর। তা রোগের ঔষধের মতো কাজ করবে। তোমার ক্রোধ সংবরণ কর, কারণ পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রোধ হচ্ছে সব চাইতে বড় শত্রু। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। তুমি আমার উপদেশ পালন কর। যে ব্যক্তি এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী, তার কখনই ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি অন্য সকলের উদ্বেগের কারণ হয়। হে ধ্রুব! তুমি মনে করছ যে, যক্ষরা তোমার ভ্রাতাকে হত্যা করেছে এবং তাই তুমি বহুসংখ্যক যক্ষকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমার এই আচরণের দ্বারা তুমি শিবের ভ্রাতা, যিনি দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ সেই কুবেরকে ক্রুদ্ধ করেছ। তুমি ভেবে দেখ যে, তোমার আচরণ কুবের এবং শিবের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক হয়েছে। হে বৎস! সেই কারণে, কুবেরের ক্রোধে আমাদের বংশ অভিভূত হওয়ার পূর্বেই বিনয় বচন, প্রণতি এবং স্তুতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন কর। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পৌত্র ধ্রুব মহারাজকে এইভাবে শিক্ষা প্রদান করে তাঁর দ্বারা সৎকৃত হয়ে, মহর্ষিগণ সহ তাঁর আলয়ে গমন করেছিলেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের ক্রোধ প্রশমিত হল এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে যক্ষদের হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হলেন। ধনপতি কুবের যখন সেই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি যক্ষ, কিন্নর এবং চারণদের দ্বারা পূজিত হয়ে ধ্রুব মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান ধ্রুব মহারাজকে তখন তিনি বলতে লাগলেন।"

ধনপতি কুবের বললেন—"হে নিষ্পাপ ক্ষত্রিয়পুত্র! তোমার পিতামহের উপদেশে তুমি যে দুস্ত্যজ বৈরীভাব ত্যাগ করেছ, সেই জন্য আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে, তুমি যক্ষদের হত্যা করনি এবং তারাও তোমার ভাইকে হত্যা করেনি, কারণ সৃষ্টি এবং সংহারের পরম কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের কালরূপী প্রকাশ। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, নিজের এবং অপরের প্রতি 'আমি' এবং 'তুমি' এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার কারণ হচ্ছে অবিদ্যা। এই দেহাত্মবুদ্ধিই হচ্ছে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কারণ এবং তা আমাদের সংসারচক্রে নিরন্তর আবর্তিত করে। হে ধ্রুব! তুমি কাছে এস। ভগবান সর্বদা তোমার মঙ্গল করুন। অধোক্ষজ ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং এইভাবে বৈষম্য-রহিত হয়ে সমস্ত জীবই এক। তাই, সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের সেই চিন্ময় রূপের সেবা করতে শুরু কর। তাই, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে যুক্ত কর, কারণ তিনিই কেবল আমাদের এই জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে পারেন। ভগবান যদিও জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তবুও তিনি এই জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ থেকে আলাদা থাকেন। এই জড় জগতের সব কিছুই সংঘটিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে। হে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজ! আমরা শুনেছি যে, তুমি নিরন্তর পদ্মনাভ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তাই তুমি আমাদের কাছ থেকে সব রকম বর গ্রহণের যোগ্য। অতএব নির্দ্বিধায় তুমি আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে পার।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! যক্ষরাজ কুবের যখন ধ্রুব মহারাজকে বর প্রার্থনা করার জন্য বললেন, তখন মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—তিনি যেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচলিত স্মৃতি লাভ করে দুস্তর অজ্ঞান-সমুদ্র পার হতে পারেন। ইড়বিড়ার পুত্র কুবের ধ্রুবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং আনন্দিত চিত্তে তাঁর বাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন। তার পর তিনি ধ্রুবের সম্মুখে অন্তর্হিত হলেন। ধ্রুব মহারাজও তখন তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। ধ্রুব মহারাজ যত দিন গৃহে ছিলেন, তত দিন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা, যিনি সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য এবং যিনি যজ্ঞের ফল প্রদান করেন। ধ্রুব মহারাজ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সব কিছুর উৎস পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময় তিনি দেখেছিলেন যে, সব কিছু কেবল তাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান। ভগবানকে বলা হয় অচ্যুত, কারণ তিনি কখনও তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার পরম কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন না। ধ্রুব মহারাজ সমস্ত দিব্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধালু, দরিদ্র ও নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতি দয়ালু এবং ধর্মের রক্ষক ছিলেন। তাঁর এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁর প্রজারা তাঁকে তাঁদের পিতা বলে মনে করতেন। ধ্রুব মহারাজ ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় এবং তপস্যার দ্বারা অশুভ কর্মের ফল ক্ষয় করে, ছত্রিশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন। সংযত-ইন্দ্রিয় মহাত্মা ধ্রুব মহারাজ এইভাবে ধর্ম, অর্থ এবং কামরূপ ত্রিবর্গ অনুকূলভাবে অনুষ্ঠানের দ্বারা বহুকাল অতিবাহিত করে, অবশেষে তাঁর রাজসিংহাসনের ভার তাঁর পুত্রকে দিয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই জগৎ স্বপ্ন বা মায়াজালের মতো জীবদের মোহগ্রস্ত করে, কারণ তা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা রচিত। এইভাবে ধ্রুব মহারাজ অবশেষে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত এবং মহাসাগর পরিবৃত ভূমণ্ডল জুড়ে বিস্তৃত তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহ, পত্নী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, সৈন্যসামন্ত, সমৃদ্ধ রাজকোষ, তাঁর অত্যন্ত আরামপ্রদ প্রাসাদ এবং রমণীয় বিহারস্থল মায়া রচিত বিবেচনা করে, বানপ্রস্থ অবলম্বন করে হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পবিত্র জলে নিয়মিতভাবে স্নান করার ফলে, ধ্রুব মহারাজের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিল। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁর শ্বাসক্রিয়া এবং প্রাণবায়ু সংযত করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করেছিলেন। তার পর তিনি তাঁর মনকে ভগবানের অর্চাবিগ্রহে নিবিষ্ট করে ধ্যানস্থ করেছিলেন, এইভাবে ভগবানের ধ্যান করতে করতে তিনি পূর্ণ সমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন। চিন্ময় আনন্দে অভিভূত হওয়ার ফলে, তাঁর নয়ন-যুগল থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং তাঁর অঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হয়ে উঠল। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে সমাধিস্থ হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর জড় দেহের অস্তিত্ব বিস্মৃত হলেন এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ জড় দেহের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হলেন। মুক্তির সেই লক্ষণগুলি প্রকট হওয়া মাত্র, তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি সুন্দর বিমান দশদিক আলোকিত করে আকাশ থেকে অবতরণ করছে, যেন পূর্ণচন্দ্র আকাশ থেকে নীচে নেমে আসছে। ধ্রুব মহারাজ সেই বিমানে দুইজন অতি সুন্দর বিষ্ণুপার্ষদকে দেখতে পেলেন। তাঁরা চতুর্ভুজ এবং তাঁদের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, তাঁরা কিশোর বয়স্ক এবং তাঁদের নয়ন কমলের মতো অরুণবর্ণ। তাঁদের হাতে গদা ছিল এবং তাঁদের পরিধানে ছিল অত্যন্ত সুন্দর বসন এবং মাথায় ছিল মুকুট, আর তাঁরা হার, অঙ্গদ, কুণ্ডল ইত্যাদি অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত ছিলেন। সেই অসাধারণ ব্যক্তিদের ভগবানের পার্ষদ বলে চিনতে পেরে, ধ্রুব মহারাজ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ার ফলে, তিনি যে কিভাবে তাঁদের স্বাগত জানাবেন তা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি কেবল করজোড়ে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে, ভগবানের পবিত্র নামের মহিমা উচ্চারণ করেছিলেন।"

"ধ্রুব মহারাজ সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণময় ছিল। যখন নন্দ এবং সুনন্দ নামক ভগবানের দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদ সহাস্য বদনে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে, বিনীতভাবে তাঁর মস্তক অবনত করেছিলেন। তাঁরা তখন তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে রাজন্! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। আপনি যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়সের ছিলেন, তখন আপনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবানকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন। আমরা সমস্ত জগতের স্রষ্টা শার্ঙ্গ নামক ধনুক ধারণকারী ভগবানের প্রতিনিধি। আপনাকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়ে, আমরা এখানে এসেছি। এই বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আপনার তপস্যার দ্বারা আপনি তা জয় করেছেন। মহান ঋষিগণ এবং দেবতাগণও সেই পদ প্রাপ্ত হন না। সেই পরম ধাম (বিষ্ণুলোক) কেবল দর্শন করার জন্য সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ঐ স্থানকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করে। আপনি আসুন, সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

"হে মহারাজ ধ্রুব! আপনার পূর্বপুরুষেরা অথবা অন্য কেউ সেই চিন্ময় লোক কখনও প্রাপ্ত হননি। সেই স্থান বিষ্ণুলোক নামে পরিচিত সর্বোচ্চ পদ, যেখানে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বাস করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা তা পূজিত হয়। দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন এবং সেখানে নিত্যকাল বাস করুন। হে অমর! এই অদ্বিতীয় বিমানটি ভগবান পাঠিয়েছেন, যাঁর স্তুতি উত্তমশ্লোকের দ্বারা করা হয় এবং যিনি সমস্ত জীবাত্মাদের শিরোমণি। আপনি এই বিমানে আরোহণের সম্পূর্ণ যোগ্য।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ধ্রুব মহারাজ ভগবানের

অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। বৈকুণ্ঠলোকের মুখ্য গন্ধর্বদের সুমধুর বাণী শ্রবণ করে তিনি পুণ্য স্নান সম্পাদন করলেন এবং উপযুক্ত আভরণে ভূষিত হয়ে, তাঁর নিত্য মাঙ্গলিক কৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন। তার পর সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহর্ষিদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। বিমানে আরোহণ করবার পূর্বে, ধ্রুব মহারাজ সেই বিমানটিকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং বিষ্ণু পার্ষদদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তখন তাঁর রূপ তপ্ত-কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এইভাবে তিনি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ যখন সেই চিন্ময় বিমানটিতে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, মূর্তিমান মৃত্যু তাঁর কাছে এসেছে। কিন্তু তাকে একেবারে গ্রাহ্য না করে, তিনি তার মস্তকে পা রেখে, সেই বিমানটিতে আরোহণ করেছিলেন, যা ছিল একটি বিশাল গৃহের মতো। তখন আকাশে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও পণব বাজতে শুরু করেছিল, মুখ্য গন্ধর্বেরা গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং অন্যান্য দেবতারা ধ্রুব মহারাজের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। ধ্রুব মহারাজ বিমানে আরোহণ করার পর, বিমান যখন উড়তে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর দুঃখিনী মাতা সুনীতির কথা স্মরণ করলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, "আমার দুঃখিনী জননীকে ফেলে রেখে, আমি কি করে বৈকুণ্ঠলোকে যাব?"

"বৈকুণ্ঠলোকের দুই মহান ভগবৎ পার্ষদ নন্দ ও সুনন্দ ধ্রুব মহারাজের মনের কথা জানতে পেরে, তাঁকে দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর মাতা সুনীতি অন্য আর একটি বিমানে তাঁর পুরোভাগে যাচ্ছেন। অন্তরীক্ষ দিয়ে যাওয়ার সময়, ধ্রুব মহারাজ ক্রমশ সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহগুলি দেখতে পেলেন এবং পথে তাঁর উপর পুষ্প-বর্ষণকারী ও বিভিন্ন বিমানে বিচরণকারী সমস্ত দেবতাদের দেখতে পেলেন। এইভাবে ধ্রুব মহারাজ সপ্তর্ষিমণ্ডল অতিক্রম করেছিলেন। সেই স্থানের ঊর্ধ্ব লোকে তিনি শাশ্বত চিন্ময় পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেখানে শ্রীবিষ্ণু বাস করেন। বৈকুণ্ঠলোক যাঁর জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত। এই জড় জগতের উজ্জ্বল লোকসমূহ সেই জ্যোতির প্রতিফলনের ফলেই উজ্জ্বল হয়। যারা অন্যান্য জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ নয়, তারা কখনও সেই লোকে যেতে পারে না। যাঁরা নিরন্তর জীবের কল্যাণজনক কার্যকলাপে যুক্ত, তাঁরাই সেই বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন। যাঁরা শান্ত, সমদর্শী, নির্মল ও পবিত্র এবং যাঁরা অন্য সমস্ত জীবদের কিভাবে প্রসন্নতা বিধান করতে হয় তা জানেন, তাঁরা ভগবদ্ভক্তদের বন্ধু, তাঁরাই কেবল অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এইভাবে মহারাজ উত্তানপাদের অত্যন্ত মহিমান্বিত পুত্র, ধ্রুব মহারাজ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ত্রিলোকের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে কুরুনন্দন বিদুর! বলীবর্দ যেমন মেঢ়ীদণ্ডের চারপাশে পরিভ্রমণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্যোতিষ্ক ঠিক সেইভাবে প্রবলবেগে ধ্রুব মহারাজের ধামকে প্রদক্ষিণ করছে। ধ্রুব মহারাজের মহিমা দর্শন করে, নারদ মুনি তাঁর বীণা বাজিয়ে প্রচেতাদের যজ্ঞে মহা আনন্দে পরবর্তী তিনটি শ্লোক গেয়েছিলেন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"পতিব্রতা সুনীতির পুত্র ধ্রুব মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রভাবে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী তপস্যার প্রভাবে, এমন এক উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা বেদান্তবিদ ব্রহ্মবাদীরাও লাভ করতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের আর কি কথা! দেখ, কিভাবে ধ্রুব মহারাজ তাঁর বিমাতার বাক্যবাণে মর্মাহত হয়ে, কেবল পাঁচ বছর বয়সে বনে গিয়েছিল এবং আমার নির্দেশে তপস্যা করেছিল। ভগবান যদিও অজেয়, তবুও ধ্রুব মহারাজ তাঁর ভক্তোচিত বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা তাঁকে পরাস্ত করেছিল। ছয় মাস ধরে কঠোর তপস্যা করার পর, ধ্রুব মহারাজ পাঁচ অথবা ছয় বছর বয়সে অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আহা! কোন মহান ক্ষত্রিয় বহু বহু বছর ধরে তপস্যা করার পরেও এই পদ লাভ করতে পারে না!"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের মহান যশ এবং চরিত্র সম্বন্ধে তুমি যা কিছু প্রশ্ন আমাকে করেছিলে, আমি সবিস্তারে তা বর্ণনা করেছি। মহাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তরা ধ্রুব মহারাজের বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহবোধ করেন। ধ্রুব মহারাজের আখ্যান শ্রবণকারীর ধন, যশ এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়। তা এতই

পবিত্র যে, কেবলমাত্র তা শ্রবণ করার ফলেই স্বর্গলোক বা ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আখ্যান এতই মহিমান্বিত যে, তা শ্রবণের ফলে দেবতারা পর্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তা এতই শক্তিশালী যে, তার ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যিনি ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান শ্রবণ করেন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর শুদ্ধ চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বার বার প্রয়াস করেন, তিনিও শুদ্ধ ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদন করেন। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা জড়-জাগতিক ক্লেশের ত্রিতাপ-দুঃখের নিবৃত্তি হয়। যিনি ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি তাঁরই মতো উত্তম গুণাবলী অর্জন করেন। যাঁরা মহিমা, শক্তি অথবা প্রভাব লাভ করতে চান, এই পন্থার দ্বারা তাঁরা তা লাভ করতে পারেন, আর যাঁরা চিন্তাশীল এবং সম্মানের আকাঙ্ক্ষী, তাঁদের বাঞ্ছা-পূরণেরও এটি হচ্ছে উপযুক্ত উপায়।"

মহর্ষি মৈত্রেয় নির্দেশ দিয়েছিলেন—"ধ্রুব মহারাজের মহৎ চরিত্র ও কার্যকলাপ ব্রাহ্মণ বা দ্বিজদের সঙ্গে প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় একাগ্রচিত্তে কীর্তন করা উচিত। যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণ-কমলের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কোন রকম পারিশ্রমিক না নিয়ে, ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান কীর্তন করা উচিত। বিশেষ করে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, শ্রবণ নক্ষত্রের উদয়ে, বিশেষ তিথির সমাপ্তিতে, ব্যতীপাতে, সংক্রান্তিতে অথবা রবিবারে এই আখ্যান কীর্তন করা উচিত। এইভাবে, কোন রকম ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বিনা, এই আখ্যান কীর্তন করা হলে, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই সিদ্ধিলাভ করেন। ধ্রুব মহারাজের আখ্যান অমৃতত্ব লাভের পরম মহিমান্বিত জ্ঞান। যারা পরম সত্য সম্বন্ধে অবগত নয়, এই জ্ঞানের দ্বারা তাদের সত্যের পথে পরিচালিত করা যায়। যাঁরা দিব্য সহানুভূতির ফলে, দীনজনদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরা আপনা থেকেই দেবতাদের কৃপা এবং আশীর্বাদ লাভ করেন। ধ্রুব মহারাজের দিব্য কার্যকলাপ সারা জগতে প্রসিদ্ধ এবং তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ধ্রুব মহারাজ শৈশবেই সমস্ত খেলার সামগ্রী পরিত্যাগ করে তাঁর মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে, ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেছিলেন। হে বিদুর! আমি এই আখ্যান এখন সমাপ্ত করেছি, কারণ তোমার কাছে আমি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি সমস্ত ঋষিদের বললেন—"মৈত্রেয় ঋষির কাছে ধ্রুব মহারাজের বিষ্ণুলোকে আরোহণের বর্ণনা শ্রবণ করে, ভগবানের প্রতি বিদুরের ভক্তি আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তিনি মৈত্রেয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মহান ভক্ত! প্রচেতারা কে? কোন্ কুলে তাঁদের জন্ম হয়েছিল? তাঁরা কার পুত্র ছিলেন এবং কোথায় তাঁরা সেই মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন? আমি জানি যে, দেবর্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তিনি ভগবদ্ভক্তির পাঞ্চরাত্রিক বিধি প্রদান করেছেন এবং স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রচেতারা যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ ভগবানের আরাধনা করছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজের দিব্য গুণাবলী দেবর্ষি নারদ বর্ণনা করেছিলেন। হে ব্রাহ্মণ! নারদ মুনি কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন এবং সেই সভায় ভগবানের কোন্ লীলা বর্ণনা করা হয়েছিল? আমি তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। দয়া করে আপনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেই মহিমা বর্ণনা করুন।' "

মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—"হে বিদুর! মহারাজ ধ্রুব যখন বনে প্রস্থান করলেন, তখন তাঁর পুত্র উৎকল তাঁর পিতার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সারা পৃথিবীর উপর সার্বভৌমত্ব স্থাপনকারী রাজসিংহাসন গ্রহণ করতে চাননি। উৎকল জন্ম থেকেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট এবং সংসারের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সমদর্শী, কারণ তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরমাত্মায় এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মাকে বিরাজমান দেখতেন। পরম ব্রহ্মের জ্ঞানের প্রসাদের দ্বারা, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই মুক্তিকে বলা হয় নির্বাণ। তিনি নিত্য আনন্দে মগ্ন ছিলেন এবং সেই আনন্দময় স্থিতিতেই তিনি সর্বদা বিরাজ করতেন, যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছিল। নিরন্তর ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। ভক্তিযোগকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ তা জড় বাসনারূপ সমস্ত মল দগ্ধ করে। তিনি সর্বদাই তাঁর আত্ম-উপলব্ধির স্বরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ভগবানের অতিরিক্ত অন্য কিছুই তিনি দেখতেন না এবং তিনি সর্বদা তাঁরই সেবাতে যুক্ত থাকতেন। পথে বিচরণ করার সময় অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা উৎকলকে জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত এবং মূক বলে মনে করত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ছিলেন না। তিনি ভস্মাচ্ছাদিত অনল শিখাবিহীন অগ্নির মতো অবস্থান করতেন। সেই কারণে মন্ত্রী এবং কুলবৃদ্ধগণ উৎকলকে বুদ্ধিহীন ও উন্মত্ত বলে মনে করেছিলেন এবং তাই তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রমিনন্দন বৎসরকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। মহারাজ বৎসরের স্বর্বীথি নামক অত্যন্ত প্রিয় পত্নী ছিলেন, তিনি পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, ঊর্জ, বসু এবং জয় নামক ছয় পুত্র প্রসব করেন। পুষ্পার্ণের প্রভা এবং দোষা নামক দুই পত্নী ছিল। প্রভার প্রাতঃ, মধ্যন্দিনম্ এবং সায়ম্ নামক তিন পুত্র ছিল। দোষার প্রদোষ, নিশীথ এবং ব্যুষ্ট নামক তিন পুত্র ছিল। ব্যুষ্টের পত্নী পুষ্করিণী এবং তিনি সর্বতেজা নামে এক অতি শক্তিশালী পুত্র প্রসব করেন। সর্বতেজার পত্নী আকূতি চাক্ষুষ নামক পুত্র প্রসব করেন, যিনি মন্বন্তরে ষষ্ঠ মনু হয়েছিলেন। চাক্ষুষ মনুর পত্নী-ছিলেন নড়বলা, তিনি পুরু, কুৎস, ত্রিত, দ্যুম্ন, সত্যবান্, ঋত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতীরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি এবং উল্মুক নামক গুণান্বিত পুত্রদের প্রসব করেন। বারোজন পুত্রের মধ্যে, উল্মুক তাঁর পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সুসন্তান ছিলেন এবং তাঁদের নাম ছিল অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং গয়। অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেন নামক একটি পুত্র প্রসব করেন, এই বেন ছিল অত্যন্ত কুটিল। তার অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাবে মর্মাহত হয়ে, রাজর্ষি অঙ্গ গৃহ ত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন। হে বিদুর! মহর্ষিদের অভিশাপ বজ্রের মতো কঠোর। তাই তাঁরা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বেন রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন তার মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর কোন রাজা না থাকায়, দস্যু তস্করদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রজারা তীব্রভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিল। তা দেখে, মহর্ষিরা বেনের দক্ষিণ হস্তটিকে মন্থন করেছিলেন এবং তাঁদের মন্থনের ফলে, ভগবান বিষ্ণুর অংশে আদি রাজা পৃথু আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! মহারাজ অঙ্গ ছিলেন অত্যন্ত সুশীল। তিনি অত্যন্ত চরিত্রবান ও সাধু পুরুষ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তা হলে এই প্রকার মহাত্মার বেনের মতো কুসন্তান কিভাবে উৎপন্ন হয়েছিল, যার জন্য তিনি বিরক্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন? ধর্মজ্ঞ মহর্ষিরা কেন শাসন-দণ্ড ধারণকারী রাজা বেনকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছিলেন? প্রজাদের কর্তব্য হচ্ছে, রাজা যদি কখনও অত্যন্ত পাপপূর্ণ আচরণ করেও থাকেন, তবুও তাঁকে অপমান না করা। কারণ তিনি তাঁর তেজের দ্বারা অন্য সমস্ত শাসকদের থেকে অধিক প্রভাবশালী।"

বিদুর মৈত্রেয়কে অনুরোধ করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! আপনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয় কালের সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে খুব ভালভাবে অবগত আছেন। তাই বেন রাজার সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি আপনার কাছে শুনতে চাই। আমি আপনার প্রতি ভক্ত, তাই দয়া করে আপনি তা বর্ণনা করুন।"

শ্রীমৈত্রেয় উত্তর দিলেন—"হে বিদুর! এক সময় মহান রাজা অঙ্গ অশ্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত সমস্ত অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা জানতেন, কিভাবে দেবতাদের আহ্বান করতে

হয়, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সত্ত্বেও কোন দেবতা সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে আসেননি।"

সেই যজ্ঞে নিযুক্ত পুরোহিতরা তখন রাজা অঙ্গকে বললেন—"হে রাজন্! আমরা যথাযথভাবে যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেবতারা তা গ্রহণ করছেন না। হে রাজন্, আমরা জানি যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সকল সামগ্রী আপনি গভীর শ্রদ্ধা এবং সাবধানতা সহকারে সংগ্রহ করেছেন এবং তা দূষিত নয়। আমাদের উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রও বীর্যহীন নয়, কারণ উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী এবং এই যজ্ঞ তাঁরা দক্ষতা সহকারে অনুষ্ঠান করছেন। হে রাজন! দেবতারা যে কেন অপমানিত অথবা উপেক্ষিত বলে অনুভব করছেন, তার কোন কারণও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও যজ্ঞের সাক্ষী দেবতারা তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না। কেন যে এই রকম হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।"

সেই প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় বললেন যে, "পুরোহিতদের সেই কথা শুনে রাজা অঙ্গ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তখন তিনি পুরোহিতদের কাছ থেকে কিছু বলার অনুমতি নিয়ে, সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সমস্ত পুরোহিতদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

পুরোহিতদের সম্বোধন করে রাজা অঙ্গ বললেন—"হে পুরোহিতগণ! দয়া করে আমাকে বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি। দেবতারা আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা এই যজ্ঞে আসছেন না এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না।"

প্রধান পুরোহিতগণ বললেন—"হে রাজন্! এই জীবনে আপনার কোন পাপ নেই, এমন কি আপনার মনেও কোন পাপ নেই। কিন্তু পূর্ব জীবনে আপনি পাপ করেছিলেন, যার ফলে অত্যন্ত ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও, আপনার কোন পুত্র সন্তান নেই। হে রাজন! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি অপুত্রক, কিন্তু আপনি যদি ভগবানের কাছে পুত্র লাভের জন্য প্রার্থনা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন, তা হলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান আপনার বাসনা পূর্ণ করবেন। যখন যজ্ঞপুরুষ হরি আপনার পুত্র লাভের বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমন্ত্রিত হবেন, তখন সমস্ত দেবতারা তাঁর সঙ্গে আসবেন এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করবেন। যজ্ঞকর্তা (কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত) যে বাসনা নিয়ে ভগবানের পূজা করে, তার সেই বাসনা পূর্ণ হয়। এইভাবে রাজা অঙ্গের পুত্র-লাভের উদ্দেশ্যে, তাঁরা সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীবিষ্ণুর প্রতি আহুতি প্রদান করতে মনস্থ করেছিলেন। যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার মাধ্যমেই, যজ্ঞাগ্নি থেকে সুবর্ণ মাল্যভূষিত এবং শ্বেত বস্ত্র পরিহিত এক পুরুষ আবির্ভূত হলেন। তিনি একটি স্বর্ণপাত্রে পায়েস নিয়ে এসেছিলেন। রাজা ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে, তিনি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই পায়েস গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে তিনি তাঁর পত্নীকে তা প্রদান করেছিলেন। পুত্রহীনা রাণী সুনীথা পুত্রোৎপাদক সেই পায়েস ভক্ষণ করে তাঁর পতির সাহচর্যে গর্ভবতী হন এবং যথা সময়ে এক পুত্র প্রসব করেছিলেন। সেই বালকটির জন্ম হয়েছিল আংশিকভাবে অধর্মের বংশে। তার মাতামহ ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু এবং সে তার মাতামহের অনুগত হয়েছিল; তার ফলে সে অত্যন্ত অধার্মিক হয়েছিল। সেই নিষ্ঠুর বালক ধনুর্বাণ নিয়ে বনে গিয়ে, অকারণে নিরীহ হরিণদের বধ করত। তাকে আসতে দেখা মাত্রই পুরজনেরা চিৎকার করত, "নিষ্ঠুর বেন আসছে! নিষ্ঠুর বেন আসছে!" সেই বালক এত নিষ্ঠুর ছিল যে, খেলার সময় সে তার সমবয়স্ক বালকদের পশুর মতো হত্যা করত। রাজা অঙ্গ তাঁর পুত্র বেনের নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণ দর্শন করে, তাকে সংশোধন করার জন্য নানা প্রকার দণ্ড দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে সৎপথে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন না। তার ফলে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন।"

রাজা মনে মনে ভাবলেন—"যাঁরা অপুত্রক তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। তাঁরা অবশ্যই পূর্বজন্মে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, যার ফলে কুপুত্রের দ্বারা তাঁদের অসহ্য দুঃখভোগ করতে হয় না। পাপী পুত্রের ফলে মানুষের যশ নষ্ট হয়। তার অধর্ম আচরণের ফলে, গৃহে অধর্ম এবং বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং তা কেবল অন্তহীন উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এমন কোন বিবেচক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন, যিনি এই প্রকার কুপুত্র কামনা করবেন? এই প্রকার পুত্র জীবের মোহবন্ধনের কারণ ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার নিমিত্ত গৃহ ক্লেশদায়ক হয়ে থাকে।"

তার পর রাজা মনে মনে বিচার করেছিলেন—"সুপুত্র থেকে কুপুত্র ভাল, কারণ সুপুত্র থেকে গৃহের প্রতি আসক্তির সৃষ্টি হয়, কিন্তু কুপুত্র থেকে তা হয় না। কুপুত্র গৃহকে নরকে পরিণত করে, যার ফলে বুদ্ধিমান মানুষ সহজেই সেই গৃহের প্রতি বিরক্ত হন।" এইভাবে চিন্তা করে, রাজা আর রাত্রে ঘুমাতে পারলেন না। তিনি গৃহস্থ জীবনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়েছিলেন। তাই, একদিন গভীর রাত্রে তিনি শয্যা থেকে উত্থিত হলেন এবং গভীর নিদ্রায় মগ্ন বেণের মাতাকে (তাঁর পত্নীকে) ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি তাঁর অত্যন্ত ঐশ্বর্যময় রাজ্যের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেছিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে, তিনি নিঃশব্দে তাঁর গৃহ ও সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।

সকলে যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা উদাসীন হয়ে গৃহত্যাগ করেছেন, তখন সমস্ত প্রজারা, পুরোহিতেরা, ঋষিরা, সুহৃদেরা এবং জনসাধারণ অত্যন্ত শোকবিহ্বল হয়েছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন অনভিজ্ঞ যোগী তার অন্তরে পরমাত্মার অন্বেষণ করে। সর্বত্র রাজার অন্বেষণ করা সত্ত্বেও তাঁকে খুঁজে না পেয়ে, নাগরিকেরা অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিলেন এবং তাঁরা নগরীর সেই স্থানে ফিরে এসেছিলেন, যেখানে রাজ্যের সমস্ত মহর্ষিরা রাজার অনুপস্থিতির ফলে সমবেত হয়েছিলেন। নাগরিকেরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই মহর্ষিদের প্রণতি নিবেদন করে বিস্তারিতভাবে তাঁদের জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা কোথাও রাজাকে খুঁজে পাননি।"

চতুর্দশ অধ্যায়

বেণ রাজার কাহিনী

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে মহাবীর বিদুর! ভৃগু আদি ঋষিরা সর্বদাই জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করতেন। যখন তাঁরা দেখলেন যে, রাজা অঙ্গের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণের হিতসাধন করার মতো কেউ নেই, তখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শাসক না থাকার ফলে মনুষ্যেরা স্বাধীন এবং অসংযত হয়ে যাবে। মহর্ষিগণ তখন রাজমাতা সুনীথাকে ডেকে এনে, তাঁর অনুমতিক্রমে বেণকে পৃথিবীপতিরূপে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। যদিও তাতে মন্ত্রীদের সম্মতি ছিল না। বেণ যে অত্যন্ত কঠোর এবং নিষ্ঠুর ছিল, সেই কথা আগে থেকেই সকলের জানা ছিল; তাই সে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছে শোনা মাত্রই, সমস্ত দস্যু এবং তস্করেরা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল, এবং সাপের ভয়ে মূষিক যেমন লুকিয়ে পড়ে, তেমনই তারাও ইতস্তত লুকিয়ে পড়েছিল। রাজসিংহাসনে আরোহণ করে, বেণ অষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত হয়ে সর্ব শক্তিমান হয়েছিল। তার ফলে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিল। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। তার ফলে সে মহান ব্যক্তিদের অপমান করতে শুরু করে। তার ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ হয়ে রাজা বেণ রথে আরোহণ করে, অঙ্কুশতাড়নরহিত হস্তীর মতো দ্যুলোক এবং ভূলোক কম্পিত করে, তার রাজ্যে বিচরণ করতে লাগল। রাজা বেণ ভেরী নিনাদের দ্বারা রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করেছিল যে, ব্রাহ্মণেরা আর কোন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারবেন না, দান করতে পারবেন না বা হোম আদি ক্রিয়া করতে পারবেন না। অর্থাৎ সব রকম ধর্ম-অনুষ্ঠান সে বন্ধ করে দিয়েছিল। নিষ্ঠুর বেণের অত্যাচার দর্শন করে, সমস্ত মহর্ষিরা একত্রে মিলিত হয়ে বিচার করেছিলেন যে, সারা পৃথিবীর মনুষ্যদের এক মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে। তাই তাঁরা দয়াপরবশ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা

করতে শুরু করেছিলেন, কারণ তাঁরা স্বয়ং যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ছিলেন। মহর্ষিরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলেন যে, জনসাধারণ উভয় দিক থেকে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। কাঠের উভয় দিক প্রজ্বলিত হলে যেমন তার মধ্যবর্তী পিপীলিকারা অত্যন্ত অসহায় দশাগ্রস্ত হয়, ঠিক তেমনই, সেই সময়ে জনসাধারণ একদিকে দায়িত্বজ্ঞানহীন এক রাজা এবং অন্যদিকে দস্যু-তস্করের আশঙ্কায় বিপন্ন হয়েছিল। অরাজকতা থেকে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য, ঋষিরা বিবেচনা করতে শুরু করলেন যে, বেণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে, তাকে তাঁরা রাজা করেছিলেন। কিন্তু হায়! এখন জনসাধারণ সেই রাজার দ্বারাই উৎপীড়িত হচ্ছে। এই অবস্থায় মানুষ সুখী হতে পারে কি করে?"

ঋষিরা চিন্তা করতে শুরু করলেন—"সুনীথার গর্ভ থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, রাজা বেণ স্বভাবতই অত্যন্ত দুষ্ট। এই দুষ্ট রাজাকে সমর্থন করা ঠিক দুধ দিয়ে সাপ পোষার মতো। এখন সে সব রকম দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়েছে। প্রজাদের রক্ষা করার জন্য আমরা এই বেণকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন সে প্রজাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তার এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, আমরা তাকে এখন বোঝাতে চেষ্টা করব। তার ফলে তার পাপ আমাদের স্পর্শ করবে না।"

ঋষিরা বিবেচনা করলেন—"তার দুষ্ট স্বভাব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বেণকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলাম। আমরা যদি তাকে আমাদের উপদেশ গ্রহণে বাধ্য করতে না পারি, তা হলে সে জনসাধারণের দ্বারা ধিক্কৃত হবে এবং আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেব। এইভাবে আমাদের তেজের দ্বারা তাকে ভস্মীভূত করব।" এইভাবে সংকল্প করে, ঋষিরা তাঁদের ক্রোধ সংগোপনপূর্বক বেণ রাজার কাছে গিয়েছিলেন এবং তাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন—'হে রাজন্! তোমাকে সৎ উপদেশ দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি। দয়া করে গভীর মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তা করার ফলে, তোমার আয়ু, ঐশ্বর্য, বীর্য এবং কীর্তি বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা কায়, মন, বাক্য এবং বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম আচরণপূর্বক জীবন যাপন করেন, তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, যা সমস্ত শোক এবং দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত। এইভাবে জড়-জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা অন্তহীন সুখ প্রাপ্ত হন। হে বীর! সেই হেতু জনসাধারণের পারমার্থিক জীবন নষ্ট করার নিমিত্ত হওয়া তোমার উচিত নয়। যদি তোমার কার্যকলাপের ফলে তাদের পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট হয়, তা হলে তুমি অবশ্যই তোমার ঐশ্বর্য এবং রাজপদ থেকে পতিত হবে। রাজা যখন দুষ্ট অমাত্যবর্গ ও দস্যু-তস্করদের উৎপাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করেন, তখন তিনি সেই পুণ্যকর্মের ফলে, প্রজাদের থেকে শুল্ক গ্রহণ করেন। এই প্রকার পুণ্যবান রাজা ইহজগতে এবং পরজগতেও নিশ্চিতভাবে সুখ প্রাপ্ত হন। যে রাজার রাজ্যে এবং নগরে জনসাধারণ নিষ্ঠাসহকারে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সমাজ-ব্যবস্থা পালন করে এবং সমস্ত প্রজারা তাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় যুক্ত, সেই রাজাকে পুণ্যবান বলে বিবেচনা করা হয়।'"

"হে মহাভাগ! রাজা যদি দেখেন যে, ভূতভাবন বিশ্বাত্মা ভগবান যথাযথভাবে পূজিত হচ্ছেন, তা হলে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা মহান দেবতাদের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান পূজিত হন। তিনি যখন প্রসন্ন হন, তখন কোন কিছু লাভ করা আর অসম্ভব হয় না। সেই জন্য বিভিন্ন গ্রহলোকের পালক দেবতারা এবং সেই সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীরা ভগবানকে সমস্ত প্রকার উপহার নিবেদন করে মহা আনন্দ অনুভব করেন।"

"হে রাজন্! সমস্ত গ্রহলোকে সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা হচ্ছেন প্রধান দেবতাগণ সহ পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান তিন বেদের সার স্বরূপ, তিনিই সব কিছুর ঈশ্বর এবং সমস্ত তপস্যার চরম লক্ষ্য। অতএব তোমার উন্নতির জন্য তোমার দেশবাসীদের বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। বস্তুতপক্ষে তোমার কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাদের পরিচালিত করা। যখন তোমার রাজ্যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্রতী হবেন, তখন ভগবানের অংশ-সম্ভূত দেবতারা তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন এবং তোমার অভিলষিত ফল তাঁরা প্রদান করবেন। অতএব, হে বীর।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করো না। তুমি যদি তা বন্ধ কর, তা হলে দেবতাদের অবজ্ঞা করা হবে।"

রাজা বেণ উত্তর দিল—"তোমরা সকলেই নিতান্তই মূর্খ। তোমরা যে অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করছ, তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তোমাদের অবস্থা প্রকৃত পালন-পোষণকারী পতিকে পরিত্যাগ করে উপপতিকে অন্বেষণকারী স্ত্রীর মতো। যারা ঘোর অজ্ঞানবশত রাজরূপী ভগবানের পূজা করে না, তারা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ অনুভব করতে পারে না। তোমরা দেবতাদের প্রতি এত অনুরক্ত, কিন্তু তাঁরা কে? দেবতাদের প্রতি তোমাদের এই প্রীতি বস্তুতই কুলটা স্ত্রীর বিবাহিত জীবন উপেক্ষা করে, উপপতির প্রতি অনুরক্ত হওয়ার মতো। শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্যদেব, পর্জন্য, কুবের, চন্দ্রদেব, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ এবং অন্য সকলে, যারা শাপ ও বর প্রদান করতে পারে, এরা সকলেই রাজার দেহে অধিষ্ঠান করে। তাই রাজাকে সর্বদেবময় বলা হয়। অতএব এরা সকলেই রাজার এই শরীরের অংশ। অতএব হে বিপ্রগণ। তোমরা আমার প্রতি মৎসরতা পরিত্যাগ করে, তোমাদের অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের দ্বারা আমার পূজা কর এবং আমার উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন কর। তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও, তা হলে বুঝতে পারবে যে, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, যে সমস্ত যজ্ঞের অগ্রভাগ গ্রহণ করতে পারে।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"তার পাপকর্মের ফলে এবং সন্মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে, রাজা বেণ মতিভ্রষ্ট হয়েছিল এবং সর্বপ্রকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। মহর্ষিরা গভীর সম্মান সহকারে তাকে যে অনুরোধ করেছিলেন, তা সে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তার ফলে সে ধিক্কৃত হয়েছিল হে বিদুর। তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। সেই মূর্খ রাজা নিজেকে মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করে এইভাবে সেই মহর্ষিদের অপমান করেছিল এবং রাজার বাক্যে মর্মাহত হয়ে তাঁরা তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।"

সমস্ত মহান ঋষিরা তখন গর্জন করে বলেছিলেন—"একে সংহার কর! একে সংহার কর! এ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও পাপী। এ যদি বেঁচে থাকে, তা হলে অবশ্যই সে সারা পৃথিবীকে অতি শীঘ্রই ভস্মসাৎ করবে। এই দুরাচারী দাম্ভিক ব্যক্তিটির রাজসিংহাসনে বসার কোন যোগ্যতা নেই। সে এমনই নির্লজ্জ যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পর্যন্ত অপমান করার দুঃসাহস করে। যে-ভগবানের কৃপাভাজন হয়ে এই ব্যক্তি সমস্ত সৌভাগ্য এবং এই প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করে, দুর্ভাগা পাপিষ্ঠ রাজা বেণ ছাড়া, আর কেউই বা সেই ভগবানের নিন্দা করতে পারে?" ঋষিরা এইভাবে তাঁদের আচ্ছাদিত ক্রোধ প্রকাশ করে, তৎক্ষণাৎ রাজা বেণকে হত্যা করতে স্থির করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের নিন্দা করার ফলে, রাজা বেণ পূর্বেই হত হয়েছিল। এইভাবে কোন প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ না করে, ঋষিরা কেবল হুঙ্কার ধ্বনির দ্বারা রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন। তার পর ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমে প্রস্থান করেছিলেন। বেণ-জননী সুনীথা তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের মৃতদেহ বিশেষ উপাদানের প্রলেপের দ্বারা এবং মন্ত্র দ্বারা (মন্ত্র-যোগের) সংরক্ষণ করতে স্থির করেছিলেন।"

"এক সময় সেই মহাত্মাগণ সরস্বতী নদীতে স্নান করে এবং যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাঁদের দৈনন্দিন কৃত্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার পর, নদীর তটে উপবেশন করে, তাঁরা দিব্য ভগবানের লীলা আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন। সেই সময় রাজ্যে নানা প্রকার উপদ্রব হওয়ার ফলে, সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সেই ঋষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন—যেহেতু রাজার মৃত্যু হয়েছে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই, তাই হয়তো দস্যু-তস্করদের উপদ্রবে প্রজারা সর্বনাশগ্রস্ত হতে পারে। মহান ঋষিরা যখন এইভাবে আলোচনা করছিলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, সর্বদিকে এক ধূলির ঝড় উত্থিত হয়েছে। নাগরিকদের লুণ্ঠনে রত দস্যু-তস্করদের চতুর্দিকে ধাবিত হওয়ার ফলে এই ঝড় উঠেছিল। সেই ধূলির ঝড় দর্শন করে ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা বেণের মৃত্যুর ফলে, মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। শাসক না থাকার ফলে, রাজ্য আইন ও শৃঙ্খলা-রহিত হয়েছে এবং তার ফলে ভয়ঙ্কর দস্যু-তস্করদের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে, যারা প্রজাদের ধন-সম্পদ হরণ করছে। সেই মহান ঋষিরা যদিও তাঁদের

নিজেদের শক্তির দ্বারা সেই উপদ্রব উপশম করতে পারতেন—ঠিক যেভাবে তাঁরা রাজা বেণকে সংহার করেছিলেন—তবুও তাঁরা তা করা অনুচিত বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাই তাঁরা সেই উপদ্রব বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। মহান ঋষিরা বিবেচনা করলেন যে, ব্রাহ্মণ যদিও শান্তিপ্রিয় এবং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়ার ফলে নিরপেক্ষ, তবুও দীনজনদের অবহেলা করা তাঁর কর্তব্য নয়। এই প্রকার অবহেলার ফলে, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ ক্ষয় হয়, ঠিক যেমন একটি ভগ্নপাত্র থেকে জল ঝরে পড়ে। ঋষিরা বিবেচনা করেছিলেন যে, রাজর্ষি অঙ্গের এই বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নয়, কারণ এই বংশের বীর্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই বংশের সন্তানেরা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হয়। ঋষিরা এইভাবে স্থিরনিশ্চয় করে, অতিবেগে এবং এক বিশেষ পন্থায়, মৃত রাজা বেণের ঊরুদেশ মন্থন করেছিলেন। তার ফলে রাজা বেণের শরীর থেকে এক বামন পুরুষের উৎপত্তি হয়েছিল। রাজা বেণের ঊরুদেশ থেকে যে ব্যক্তিটি উৎপন্ন হয়েছিল, তার নাম ছিল বাহুক, তার গায়ের রং কাকের মতো কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অত্যন্ত খর্ব, তার বাহু এবং পা খর্ব এবং তার চোয়াল ছিল অত্যন্ত বিশাল। তার নাসিকা অনুন্নত, তার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং তার কেশ তাম্রবর্ণ ছিল। সে অত্যন্ত বিনীত ও নম্র ছিল এবং তার জন্মের পরেই সে অবনত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'মহাশয়! আমি কি করব?' ঋষিরা তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিষীদ অর্থাৎ উপবেশন কর।' এইভাবে নৈষাদ জাতির জনক নিষাদের জন্ম হয়েছিল। তার (নিষাদের) জন্মের পরেই, সে রাজা বেণের সমস্ত পাপকর্মের ভার গ্রহণ করেছিল। তাই এই নিষাদ জাতি সর্বদা চুরি, ডাকাতি এবং শিকার আদি পাপকর্মে সর্বদা যুক্ত থাকে। তার ফলে তাদের কেবলমাত্র পর্বতে এবং অরণ্যেই বাস করতে হয়।"

❀ ❀ ❀

পঞ্চদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজের আবির্ভাব ও অভিষেক

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! তার পর ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা পুনরায় রাজা বেণের মৃত শরীরের বাহুদ্বয় মন্থন করেছিলেন এবং তার ফলে তার বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী উৎপন্ন হয়েছিল। সেই ঋষিগণ বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁরা যখন বেণের বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীকে উৎপন্ন হতে দেখলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মিথুন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অংশসম্ভূত।"

মহান ঋষিগণ বললেন—"এই পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর ভুবন-পালন অংশ এবং এই স্ত্রীটি ভগবানের সনাতনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা। এই দুজনের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর যশ বিস্তার করবেন। তাঁর নাম হবে পৃথু। প্রকৃতপক্ষে তিনি হবেন সমস্ত রাজাদের মধ্যে অগ্রণী। অত্যন্ত সুন্দরী এবং সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিতা এই রমণীটি ভূষণেরও ভূষণ-স্বরূপা হবেন। তাঁর নাম হবে অর্চি। ভবিষ্যতে তিনি পৃথু মহারাজকে তাঁর পতিরূপে বরণ করবেন। পৃথু মহারাজরূপে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির এক অংশের দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মানুষদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবানের নিত্যসঙ্গিনী হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী এবং তাঁরই অংশে অর্চিরূপে পৃথু মহারাজের রানী হওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! তখন সমস্ত

ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজের মহিমা কীর্তন করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বেরা তাঁর যশোগান করেছিলেন, সিদ্ধরা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন এবং স্বর্গের অপ্সরারা মহা আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। অন্তরীক্ষে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি বাজতে লাগল। বিভিন্ন লোক থেকে দেবতা, মহর্ষি এবং পিতৃগণ তখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। দেবতা ও দেবশ্রেষ্ঠগণ সহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ব্রহ্মা সেখানে এসেছিলেন। মহারাজ পৃথুর দক্ষিণ করতলে বিষ্ণুর হাতের রেখা এবং দুই পদতলে পদ্মচিহ্ন দর্শন করে ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহারাজ পৃথু হচ্ছেন ভগবানের অংশ। যাঁর করতলে চক্ররেখা অন্য রেখার দ্বারা প্রতিহত হয় না বা বিলুপ্ত হয় না, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-অবতার বলে বুঝতে হবে। তখন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা রাজ্যের অভিষেকের আয়োজন করেছিলেন। লোকেরা তখন চতুর্দিক থেকে সেই অনুষ্ঠানের জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করেছিলেন। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছিল। সমস্ত নদী, সমুদ্র, গিরি, পর্বত, সর্প, গাভী, পক্ষী, পশু, স্বর্গলোক এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবেরা তাদের ক্ষমতা অনুসারে রাজাকে দেওয়ার জন্য বিবিধ প্রকার উপহার সংগ্রহ করেছিল। এইভাবে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; এবং অত্যন্ত সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা পত্নী অর্চি সহ রাজা অগ্নির মতো বিরাজ করছিলেন।"

"হে বিদুর! মহারাজ পৃথুকে কুবের এক স্বর্ণনির্মিত সিংহাসন উপহার দিয়েছিলেন। বরুণদেব তাঁকে একটি ছত্র উপহার দিয়েছিলেন, যা চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল এবং যা থেকে নিরন্তর সূক্ষ্ম বারিবিন্দু বর্ষিত হয়। মহারাজ পৃথুকে বায়ু দুটি চামর প্রদান করেছিলেন; ধর্মরাজ তাঁকে যশ-বর্ধনকারী এক পুষ্পমাল্য প্রদান করেছিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে এক মহামূল্যবান মুকুট প্রদান করেছিলেন; এবং যমরাজ তাঁকে সারা পৃথিবী শাসন করার জন্য একটি রাজদণ্ড প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মা পৃথু মহারাজকে চিন্ময় জ্ঞাননির্মিত একটি বর্ম প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মার পত্নী ভারতী (সরস্বতী) তাঁকে এক দিব্য হার প্রদান করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে সুদর্শন চক্র দান করেছিলেন এবং বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীদেবী তাঁকে অক্ষয় সম্পদ প্রদান করেছিলেন। শিব তাঁকে দশ চন্দ্র অঙ্কিত একটি তরবারি প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী তাঁকে শত চন্দ্র অঙ্কিত একটি ঢাল প্রদান করেছিলেন। চন্দ্রদেব তাঁকে অমৃতময় কতকগুলি অশ্ব প্রদান করেছিলেন এবং বিশ্বকর্মা তাঁকে একটি অত্যন্ত সুন্দর রথ প্রদান করেছিলেন। অগ্নিদেব তাঁকে ছাগ ও গোশৃঙ্গ-নির্মিত একটি ধনুক প্রদান করেছিলেন। সূর্যদেব তাঁকে সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল বাণ প্রদান করেছিলেন। ভূর্লোকের অধিষ্ঠাত্রী ভূমিদেবী তাঁকে যোগশক্তি-সমন্বিত দুটি পাদুকা প্রদান করেছিলেন এবং আকাশের দেবতারা পুনঃ পুনঃ পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। আকাশমার্গে বিচরণকারী গন্ধর্ব, বিদ্যাধর আদি দেবতারা পৃথু মহারাজকে নাট্য, গীত, বাদ্য এবং নিজের ইচ্ছা অনুসারে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার কৌশল প্রদান করেছিলেন। মহর্ষিরা তাঁকে তাঁদের অমোঘ আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। সমুদ্র তাঁকে সলিলসম্ভূত শঙ্খ উপহার দিয়েছিলেন। সমুদ্র, পর্বত, নদী তাঁকে বিনা বাধায় তাঁর রথ চালাবার জন্য পথ প্রদান করেছিল। তার পর সূত, মাগধ এবং বন্দীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসারে তাঁর স্তব করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বেণের পুত্র পরম শক্তিশালী মহারাজ পৃথু যখন তাঁর সম্মুখে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দেখলেন, তখন তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়ে, মৃদু হেসে জলদ-গম্ভীরস্বরে বলতে লাগলেন, 'হে সৌম্য সূত, মাগধ এবং বন্দিগণ, তোমরা আমার যে-সমস্ত গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছ তা এখনও অপ্রকাশিত। সুতরাং যে-সমস্ত গুণে আমি গুণান্বিত নই, সেই সমস্ত গুণের প্রশংসা কেন করছ? আমি চাই না যে, তোমাদের এই বাক্যাবলী আমাতে প্রযুক্ত হয়ে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হোক, তাই তোমাদের এই স্তব অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ কর। হে মধুরভাষী স্তাবকগণ! তোমরা যে-সমস্ত গুণের কথা বর্ণনা করেছ, সেগুলি যখন প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে প্রকাশিত হবে, তখন তোমরা এইভাবে আমার প্রশংসা করো। সভ্য ব্যক্তিরা ভগবানের উদ্দেশ্যে যে-স্তবস্তুতি করে, সেই সমস্ত গুণাবলী কখনও মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করো না, যাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সেই গুণগুলি নেই। এই সমস্ত মহান গুণাবলী ধারণে সক্ষম কোন্

বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সেই গুণগুলির অধিকারী না হয়ে, কিভাবে তার অনুগামীদের তার প্রশংসা করতে দিতে পারে? কোন মানুষকে যদি এই বলে প্রশংসা করা হয় যে, যদি সে শিক্ষিত হত, তা হলে সে একজন মহা পণ্ডিত হত অথবা একজন মহাপুরুষ হত, তা হলে সেটি প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। যে মূর্খ ব্যক্তি এই প্রকার প্রশংসা গ্রহণে সম্মত হয়, সে জানে না যে, এই প্রকার প্রশংসাবাক্য প্রকৃতপক্ষে তার প্রতি অপমান-সূচক। সম্মানিত এবং উদার-হৃদয় ব্যক্তি যেমন তাঁর নিন্দনীয় কার্যকলাপের কথা শুনতে চান না, তেমনই অত্যন্ত বিখ্যাত এবং পরাক্রমশালী ব্যক্তি নিজের প্রশংসা শুনতে চান না।' "

মহারাজ পৃথু বললেন—"হে সূত আদি ভক্তগণ! আমার কার্যকলাপের দ্বারা এখনও আমি প্রসিদ্ধ হইনি, কারণ তোমাদের বন্দনীয় কোন কার্য এখনও পর্যন্ত আমি করিনি। অতএব একটি শিশুর মতো আমি কিভাবে তোমাদের আমার গুণগান কার্যে নিযুক্ত করতে পারি?"

ষোড়শ অধ্যায়

বন্দীদের দ্বারা পৃথু মহারাজের স্তুতি

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"পৃথু মহারাজ যখন এইভাবে বললেন, তখন তাঁর বিনয়পূর্ণ অমৃতময় বাণী গায়কদের অত্যন্ত প্রসন্নতা বিধান করেছিল। তখন তাঁরা মুনিদের প্রেরণাক্রমে পুনরায় ভূরি ভূরি প্রশংসার দ্বারা রাজার বন্দনা করতে লাগলেন।"

গায়কেরা বললেন—"হে রাজন্! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অবতার এবং তাঁরই অহৈতুকী কৃপায় আপনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। অতএব, আপনার মহিমান্বিত কার্যকলাপের যথাযথভাবে গুণগান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও আপনি রাজা বেণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও ব্রহ্মা আদি দেবতাদের মতো মহান বক্তাদের পক্ষেও আপনার মহিমান্বিত কার্যকলাপের সঠিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যদিও যথাযথভাবে আপনার মহিমা কীর্তন করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তবুও আপনার মহিমা কীর্তন করার দিব্য স্বাদ আমরা পেয়েছি। মুনিঋষি মহাজনদের কাছ থেকে যে-উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, সেই অনুসারে আমরা আপনার মহিমা কীর্তন করার চেষ্টা করব। কিন্তু যে বর্ণনাই আমরা করি, তা সর্বদা নিতান্ত অপর্যাপ্ত এবং নগণ্য। হে রাজা! যেহেতু আপনি ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার, তাই আপনার সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত উদার এবং প্রশংসনীয়। এই পৃথু মহারাজ ধর্ম পালনকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলকে ধর্মে প্রবৃত্ত করবেন এবং ধর্মকে রক্ষা করবেন। ধর্ম-বিদ্বেষীদের এবং নাস্তিকদের কাছে তিনি হবেন মহান দণ্ডদাতা। এই রাজা, যথাসময়ে, সমস্ত জীবেদের পালন করার জন্য এবং সুন্দর অবস্থায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করতে নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে প্রকাশ করবেন। এইভাবে তিনি প্রজাদের বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করে স্বর্গলোক পালন করবেন। যথাসময়ে তিনি উপযুক্ত বারি বর্ষণের দ্বারা এই ভূর্লোক পালন করবেন। এই পৃথু মহারাজ সূর্যের মতো শক্তিশালী হবেন এবং সূর্যদেব যেমন সকলকে সমানভাবে তাঁর কিরণ বিতরণ করেন, মহারাজ পৃথুও সমানভাবে সকলের প্রতি তাঁর কৃপা বিতরণ করবেন। সূর্য যেমন বছরের মধ্যে আট মাস ধরে জল বাষ্পে পরিণত করে, বর্ষাকালে প্রচুরভাবে তা ফিরিয়ে দেয়, ঠিক তেমনই মহারাজ পৃথুও নাগরিকদের কাছ থেকে কর আদায় করে, প্রয়োজনের সময় তাদের তা ফিরিয়ে দেবেন। এই পৃথু মহারাজ সমস্ত নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হবেন। কোন আর্ত

ব্যক্তি যদি বিধি-বিধান অবহেলা করে রাজার মস্তকে পদার্পণও করে, তা হলেও তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশে, কিছু মনে না করে তাকে ক্ষমা করবেন। পৃথিবীর পালকরূপে তিনি পৃথিবীরই মতো সহনশীল হবেন। যখন বৃষ্টি হবে না এবং জলের অভাবে প্রজাদের জীবন কষ্ট হবে, তখন ভগবানের অংশসম্ভূত এই রাজা নিজেই ইন্দ্রের মতো বারি বর্ষণ করবেন। এইভাবে তিনি অনায়াসে অনাবৃষ্টি থেকে প্রজাদের রক্ষা করবেন। এই পৃথু মহারাজ তাঁর স্নেহসিক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা এবং হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখচন্দ্রিমার দ্বারা সকলের আনন্দ বর্ধন করবেন। পৃথু মহারাজের অনুসৃত মার্গ কেউ বুঝতে পারবে না। তাঁর কার্যকলাপও অত্যন্ত গোপন থাকবে এবং তিনি যে কিভাবে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সাফল্যমণ্ডিত করবেন, তাও কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না। তাঁর রাজকোষ সকলের অজ্ঞাত থাকবে। তিনি অন্তহীন মাহাত্ম্যসম্পন্ন হবেন এবং সমস্ত গুণের আধার হবেন। তাঁর পদ স্থায়ী এবং গুপ্ত থাকবে, ঠিক যেমন সমুদ্রের দেবতা বরুণ সর্বদা জলের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। অরণি কাষ্ঠ থেকে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনই বেন রাজার মৃত শরীর থেকে পৃথু মহারাজের জন্ম হয়েছিল। তাই পৃথু মহারাজ সর্বদাই অগ্নির মতো অবস্থান করবেন এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর সমীপবর্তী হতে সক্ষম হবে না। তাঁর শত্রুদের কাছে তিনি দুঃসহ হবেন, কারণ তাঁর অতি নিকটে থাকলেও তারা তাঁর কাছে আসতে পারবে না। কেউই পৃথু মহারাজের শক্তিকে পরাভূত করতে পারবে না। পৃথু মহারাজ তাঁর সমস্ত প্রজাদের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সমস্ত কার্যকলাপ দেখতে সমর্থ হবেন। তবুও তাঁর গুপ্তচর ব্যবস্থা কেউই জানতে পারবে না। দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণবায়ু যেমন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকলাপ করা সত্ত্বেও সর্ব বিষয়ে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকে, পৃথু মহারাজও তেমন প্রশংসা এবং নিন্দায় উদাসীন থাকবেন। যেহেতু রাজা সর্বদা ধর্মপথে থাকবেন, তাই তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং তাঁর শত্রুর পুত্র, উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবেন। শত্রুর পুত্র যদি অদণ্ডনীয় হয়, তা হলে তিনি তাকে দণ্ডদান করবেন না, কিন্তু তাঁর নিজের পুত্র যদি দণ্ডনীয় হয়, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে দণ্ড দেবেন।

সূর্যদেব যেমন অপ্রতিহতভাবে তার উজ্জ্বল কিরণ মানসাচল পর্যন্ত বিস্তার করে, মহারাজ পৃথুর প্রভাবও তেমন যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত মানসাচল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এই রাজা তাঁর ব্যবহারিক কার্যকলাপের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করবেন এবং তাঁর সমস্ত প্রজারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবে। সেই কারণে নাগরিকেরা পরম প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে তাদের শাসনকর্তা রাজারূপে বরণ করেছিল। এই রাজা দৃঢ়ব্রত এবং সর্বদা সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুরাগী হবেন, বৃদ্ধদের সেবা করবেন এবং শরণাগতদের আশ্রয়দান করবেন। তিনি সকলকে সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং দীন ও অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করবেন। রাজা অন্য রমণীদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করবেন এবং তাঁর নিজের স্ত্রীকে তাঁর দেহের অর্ধ অঙ্গস্বরূপ মনে করবেন। তিনি তাঁর প্রজাদের পুত্রবৎ স্নেহে পালন করবেন এবং তিনি নিজেকে সর্বদা ভগবানের মহিমা প্রচারকারী ভক্তদের পরম আজ্ঞাকারী দাস বলে মনে করবেন। রাজা সমস্ত দেহধারী জীবদের আত্মতুল্য প্রিয় বলে মনে করবেন এবং তিনি সর্বদা সুহৃদদের আনন্দ বর্ধন করবেন। তিনি মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করবেন এবং অসাধু ব্যক্তিদের তিনি কঠোরভাবে দণ্ডদান করবেন। এই রাজা ত্রিভুবনের অধীশ্বর এবং তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট। তিনি নির্বিকার এবং ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। মুক্ত ও পূর্ণজ্ঞ হওয়ার ফলে, তিনি সমস্ত জড় বৈচিত্র্যকে অর্থহীন বলে মনে করেন, কারণ সেগুলি মূলত অবিদ্যার দ্বারা রচিত। অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী এই বীর রাজার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তিনি তাঁর হাতে ধনুক ধারণ করে, তাঁর বিজয়ী রথে চড়ে সূর্যের মতো ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করবেন এবং তিনি উদয়াচল পর্যন্ত সমগ্র ভূমণ্ডল পালন করবেন। যখন এই রাজা সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবেন, তখন অন্য সমস্ত রাজারা এবং দেবতারা তাঁকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করবেন। তাঁদের মহিষীরাও তাঁকে হস্তে চক্র এবং গদাচিহ্নধারী আদি রাজা বলে বিবেচনা করে তাঁর যশ গান করবেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মতো যশস্বী হবেন।"

"প্রজাবৎসল এই অসাধারণ রাজা প্রজাপতিদের মতো প্রজা পালন করবেন। প্রজাদের জীবিকা সম্পাদনের জন্য তিনি গোরূপা এই পৃথিবীকে দোহন করবেন। কেবল তাই নয়, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁর শক্তিশালী বজ্রের দ্বারা পর্বত বিদীর্ণ করেন, তেমনই তিনি তাঁর ধনুকের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠ সমতল করবেন। সিংহ যখন তার পুচ্ছ উন্নত করে বনে বিচরণ করে, তখন অন্য সমস্ত অধম পশুরা লুকিয়ে পড়ে। তেমনই, পৃথু মহারাজ যখন তাঁর দেহ ও যুদ্ধে অপ্রতিহত ধনুকে টঙ্কার দিতে দিতে তাঁর রাজ্যে বিচরণ করবেন, তখন সমস্ত আসুরিক-স্বভাবসম্পন্ন দুর্বৃত্ত ও দস্যুরা চতুর্দিকে পলায়ন করে লুকায়িত হবে।"

"সরস্বতী নদীর উৎসস্থলে এই রাজা একশতটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন। শেষ যজ্ঞটি অনুষ্ঠানের সময় দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করবেন। পৃথু মহারাজ তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন উপবনে চতুঃসনদের অন্যতম সনৎকুমারের সঙ্গ লাভ করবেন। রাজা ভক্তিসহকারে তাঁর আরাধনা করবেন এবং যে জ্ঞানের দ্বারা পরম আনন্দ লাভ করা যায়, সেই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন। এইভাবে যখন মহারাজ পৃথুর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জনসাধারণে বিদিত হবে, তখন পৃথু মহারাজ তাঁর অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী কার্যকলাপের বর্ণনা নিজেও সর্বদা শুনতে পাবেন। কেউই পৃথু মহারাজের আদেশ অমান্য করতে পারবে না। সারা পৃথিবী জয় করে তিনি প্রজাদের ত্রিতাপ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করবেন। তখন তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হবে এবং সুর ও অসুরেরা সকলেই তাঁর উদার কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করবে।"

সপ্তদশ অধ্যায়

পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহারাজের ক্রোধ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"এইভাবে বন্দীরা পৃথু মহারাজের গুণাবলী এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের বর্ণনা করেছিলেন। তার পর পৃথু মহারাজ প্রশংসা করে তাঁদের অভিনন্দন এবং ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে তাঁদের সন্তোষ-বিধান করেছিলেন। এইভাবে সন্তুষ্ট হয়ে পৃথু মহারাজ ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের নেতাদের, তাঁর সেবকদের, তাঁর মন্ত্রীদের, পুরোহিতদের, নাগরিকদের, সাধারণ দেশবাসীদের, অন্যান্য জাতির মানুষদের, প্রশংসকদের এবং অন্যান্য সকলকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।"

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হে ব্রাহ্মণ! কররূপ ধারণে সমর্থা পৃথিবী কেন গাভীরূপ ধারণ করেছিলেন? এবং পৃথু মহারাজ যখন তাঁকে দোহন করেছিলেন, তখন বৎস কে হয়েছিল এবং দোহনপাত্র কি হয়েছিল? পৃথিবী স্বভাবতই অসমতল, কিন্তু পৃথু মহারাজ কিভাবে তাকে সমতল করেছিলেন? আর দেবরাজ ইন্দ্রই বা কেন তাঁর যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছিলেন? রাজর্ষি পৃথু বেদবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সনৎকুমারের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর, তিনি কিভাবে তাঁর জীবনে ব্যবহারিকভাবে তা প্রয়োগ করেছিলেন এবং তিনি কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন? পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশ অবতার; তাই তাঁর কার্যকলাপের যে-কোন বর্ণনা অবশ্যই অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং তা সর্ব সৌভাগ্যজনক। আমি সর্বদা আপনার এবং অধোক্ষজ ভগবানের ভক্ত। তাই দয়া করে পৃথু মহারাজের কাহিনী বর্ণনা করুন, যিনি রাজা বেনের পুত্ররূপে গাভীরূপী পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"বিদুর যখন ভগবান

শ্রীপৃথুর বিবিধ অবতারের কার্যকলাপ শুনতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তখন মৈত্রেয়ও অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বিদুরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তার পর মৈত্রেয় বলেছিলেন—হে বিদুর! যখন ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে প্রজাদের রক্ষক বলে ঘোষণা করেছিলেন, তখন অন্নাভাব হয়েছিল। অনাহারে প্রজাদের দেহ বস্তুতই ক্ষীণ হয়েছিল। তাই তারা রাজার কাছে এসে তাদের সংকট অবস্থার কথা জানিয়েছিল। হে রাজন্! বৃক্ষের কোটরস্থ অগ্নি যেমন ধীরে ধীরে বৃক্ষটিকে শুকিয়ে ফেলে, তেমনই আমরা আমাদের জঠরাগ্নির প্রভাবে শুকিয়ে যাচ্ছি। আপনি শরণাগতদের রক্ষক এবং আমাদের জীবিকা প্রদানের জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। তাই আমরা সকলে আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আমাদের রক্ষা করেন। আপনি কেবল একজন রাজাই নন, আপনি ভগবানের অবতারও। বাস্তবিকপক্ষে আপনি সমস্ত রাজাদের রাজা। আপনি আমাদের সর্বপ্রকার জীবিকা প্রদান করতে পারেন, কারণ আপনি আমাদের জীবিকাপতি। তাই, হে রাজাধিরাজ! দয়া করে অন্ন বিতরণ করে আপনি আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি-সাধন করুন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন, অন্যথায় অনাহারে আমাদের মৃত্যু হবে।"

"হে বিদুর! পৃথু মহারাজ প্রজাদের এই প্রকার বিলাপ শ্রবণ করলেন এবং তাদের করুণ অবস্থা দর্শন করে, তার অন্তর্নিহিত কারণ জানবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেছিলেন। সেই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজা ক্রোধে সমস্ত জগৎ সংহারকারী ত্রিপুরারির মতো শরাসন গ্রহণ করলেন এবং পৃথিবীকে লক্ষ্য করে তাতে শর যোজনা করলেন। পৃথিবী যখন দেখলেন যে, মহারাজ পৃথু তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর ধনুক এবং বাণ গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে কাঁপতে শুরু করেছিলেন। তিনি তখন পৃথু মহারাজের ভয়ে একটি গাভীর রূপ ধারণ করে, ব্যাধ তাড়িত হরিণীর মতো দ্রুতবেগে পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন। তা দেখে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর চক্ষু উদীয়মান সূর্যের মতো আরক্তিম হয়েছিল। ধনুকে বাণ যোজন করে, তিনি সেই গাভীরূপী পৃথিবী যেখানেই পলায়ন করছিলেন, তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। গোরূপী পৃথিবী দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে ইতস্তত পলায়ন করছিলেন এবং যেখানেই তিনি যাচ্ছিলেন, মহারাজ পৃথু ধনুর্বাণ নিয়ে সেখানেই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। মানুষ যেমন নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পায় না, তেমনই গোরূপী পৃথিবী বেণপুত্র পৃথু মহারাজের হাত থেকে নিস্তারের কোন উপায় নেই দেখে, অবশেষে ভীত ও দুঃখিত চিত্তে তিনি পলায়ন-কার্য থেকে নিবৃত্ত হলেন। মহা ঐশ্বর্যশালী পৃথু মহারাজকে ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা এবং শরণাগত-বৎসল বলে সম্বোধন করে পৃথিবী বললেন—"আপনি সমস্ত জীবের রক্ষক। এখন আপনি এই লোকের রাজারূপে অবস্থিত হয়েছেন, সুতরাং দয়া করে আপনি আমাকেও রক্ষা করুন।"

গাভীরূপী পৃথিবী রাজার কাছে আবেদন করতে লাগলেন—"আমি অত্যন্ত দীন এবং আমি কোন পাপকর্ম করিনি। তা হলে কেন আপনি আমাকে হত্যা করতে চান? ধর্মজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কেন আপনি আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়েছেন এবং কেন আপনি একজন অবলা রমণীকে এইভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? হে রাজন্! কোন স্ত্রীলোক যদি অপরাধ করে, তা হলেও মানুষ তাকে প্রহার করে না, অতএব আপনার মতো দয়ালু, প্রজারক্ষক ও দীনবৎসল রাজার আর কি কথা। হে রাজন্! আমি একটি সুদৃঢ় তরণীর মতো এবং সমগ্র বিশ্ব আমাতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আপনি যদি আমাকে বিদীর্ণ করেন, তা হলে আপনি কিভাবে নিজেকে এবং আপনার প্রজাদের নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন?"

পৃথু মহারাজ ধরিত্রীকে বললেন—"হে বসুন্ধরে! তুমি আমার আদেশ ও শাসন অবজ্ঞা করেছ। দেবতারূপে তুমি আমাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছ, কিন্তু তার বিনিময়ে তুমি যথেষ্ট শস্যাদি উৎপাদন করনি। সেই কারণে আমি তোমাকে অবশ্যই বধ করব। যদিও তুমি প্রতিদিন তৃণ ভক্ষণ কর, তবুও তুমি আমাদের উপযোগের জন্য তোমার দুধের থলি পূর্ণ করছ না। যেহেতু তুমি জেনে-শুনে এই অপরাধ করছ, তাই তুমি বলতে পার না যে, গাভীরূপ ধারণ করেছ বলে, তোমাকে দণ্ডদান করা উচিত নয়। তুমি এতই মন্দবুদ্ধি যে, পুরাকালে ব্রহ্মা যে-সমস্ত ওষধি ও শস্যের বীজ সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলি তুমি নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ এবং আমার আদেশ সত্ত্বেও তুমি সেগুলি প্রদান করছ না। আমার বাণের দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে, তোমার মাংসের দ্বারা আমি আমার রাজ্যের এই সমস্ত ক্ষুধাতুর প্রজাদের আর্তনাদ শান্ত করব। যে নিষ্ঠুর ব্যক্তি—তা সে পুরুষ হোক, স্ত্রী হোক অথবা ক্লীব হোক—সে যদি কেবল নিজের ভরণ-পোষণের ব্যাপারেই আগ্রহী হয় এবং অন্য জীবদের প্রতি দয়া প্রদর্শন না করে, তা হলে রাজা তাকে বধ করতে পারে। এই প্রকার বধ প্রকৃত বধ বলে মনে করা হয় না। তুমি অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ও উন্মত্ত হয়েছ। এখন তুমি তোমার যোগশক্তির প্রভাবে গাভীরূপ ধারণ করেছ, কিন্তু তা হলেও আমি আমার বাণের দ্বারা তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে খণ্ডবিখণ্ড করব এবং তার পর আমার যোগশক্তির প্রভাবে আমি নিজেই এই সমস্ত প্রজাদের ধারণ করব।" তখন সাক্ষাৎ যমরাজ-সদৃশ পৃথু মহারাজ ক্রোধময়ী মূর্তি ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেন তখন মূর্তিমান ক্রোধরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। তাঁর বাক্য শ্রবণ করে পৃথিবী ভয়ে কম্পমানা হয়েছিলেন। কৃতাঞ্জলি সহকারে পৃথু মহারাজকে প্রণতি নিবেদন করে, ধরিত্রী বলতে লাগলেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! হে প্রভু! আপনার স্থিতি দিব্য এবং আপনি আপনার মায়ার দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বহুরূপে এবং বহু যোনিতে বিস্তার করেছেন। আপনি সর্বদা দিব্য স্থিতিতে অবস্থিত এবং বিবিধ জড়-জাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন জড় সৃষ্টির দ্বারা আপনি প্রভাবিত হন না। তার ফলে আপনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মোহগ্রস্ত হন না। হে ভগবান! আপনি জড় সৃষ্টির পূর্ণ পরিচালক। আপনি এই জড় জগৎ ও প্রকৃতির তিনটি গুণ উৎপন্ন করেছেন এবং তাই আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়স্বরূপ পৃথিবীরূপে আমাকেও সৃষ্টি করেছেন। তবুও হে প্রভু, আপনি সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এখন আপনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আপনার অস্ত্র উদ্যত করে আমাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন আমি আর কার শরণ গ্রহণ করব। সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনি আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই শক্তির দ্বারা এখন আপনি জীবদের রক্ষা করতে প্রস্তুত। আপনিই ধর্মের পরম রক্ষক। তা হলে কেন আমি গাভীরূপ ধারণ করা সত্ত্বেও আমাকে সংহার করতে আপনি উদ্যত হয়েছেন?"

"হে ভগবান! যদিও আপনি এক, তবুও আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা আপনি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেছেন। ব্রহ্মার মাধ্যমে আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাই আপনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। যারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন নয়, তারা আপনার চিন্ময় কার্যকলাপ বুঝতে পারে না, কারণ তারা আপনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। হে ভগবান! আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা আপনি সমস্ত জড় উপাদানের, ইন্দ্রিয়সমূহের, নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের, বুদ্ধির, অহঙ্কারের এবং অন্য সব কিছুর আদি কারণ। আপনার শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। আপনার শক্তির প্রভাবেই কেবল সব কিছু কখনও প্রকাশিত হয় এবং কখনও অপ্রকাশিত হয়। তাই আপনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি অজ। এক সময় আপনি বরাহরূপে ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগে জলরাশি থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনার স্বীয় শক্তির প্রভাবে এই জগৎকে পালন করার জন্য, আপনি সমস্ত ভৌতিক উপাদান, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছেন। হে ভগবান! এইভাবে এক সময় আপনি জল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন এবং তাই আপনি ধরাধর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এখন একজন মহাবীররূপে আপনার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আপনি আমাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু আমি তো কেবল জলের উপর একটি নৌকার মতো সব কিছু ভাসিয়ে রেখেছি। হে ভগবান! আমিও আপনার তটস্থা প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। তার ফলে আমি আপনার কার্যকলাপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছি। আপনার ভক্তদের কার্যকলাপও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, অতএব আপনার লীলা সম্বন্ধে কি আর বলার আছে। এইভাবে সব কিছুই, পরস্পর-বিরোধী এবং আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী দোহন

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"হে বিদুর! পৃথিবী এইভাবে স্তব করা সত্ত্বেও পৃথু মহারাজের ক্রোধ উপশম হল না এবং অত্যন্ত ক্রোধের বশে তাঁর অধর তখন কম্পিত হচ্ছিল। পৃথিবী অত্যন্ত ভীত হওয়া সত্ত্বেও, রাজাকে আশ্বস্ত করার জন্য এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন। হে ভগবান! দয়া করে আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আমি আপনাকে যা নিবেদন করছি, তা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করুন। দয়া করে এই বিষয়ে আপনি একটু বিবেচনা করুন। আমি অত্যন্ত দীন হতে পারি, কিন্তু মধুকর যেমন প্রতিটি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, ঠিক তেমনই পণ্ডিত ব্যক্তি সমস্ত বিষয় থেকেই তার সারভাগ গ্রহণ করেন। সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য, কেবল ইহলোকেই নয়, পরলোকেও মানুষের উন্নতি সাধনের জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিঋষিরা বিবিধ উপায় নির্ণয় করে গেছেন। যিনি পূর্বতন মহর্ষিদের প্রদর্শিত উপায় ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাযথভাবে অনুসরণ করেন, তিনি অনায়াসে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। যে সমস্ত মূর্খ মানুষ নির্ভুল নির্দেশ প্রদানকারী মহর্ষিদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করে, তাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে কল্পিত উপায়সমূহ উদ্ভাবন করে তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবলই বারংবার নিষ্ফল হয়।"

"হে রাজন্! পুরাকালে ব্রহ্মা যে-সমস্ত বীজ, মূল, ওষধি এবং শস্য সৃষ্টি করেছিলেন, তা এখন সমস্ত অভক্তেরা ভোগ করছে, যারা সব রকম আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত। হে রাজন্! কেবল শস্য এবং ওষধিই অভক্তদের দ্বারা অন্যায় উপায়ে অপহৃত হচ্ছে, তাই নয়, যথাযথভাবে আমার পালনও হচ্ছে না। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য ব্যবহার করে যারা চোরে পরিণত হয়েছে, সেই সমস্ত দুর্জনদের অবমাননা অবহেলার দরুন আমি অবলুপ্ত। তাই আমি সমস্ত বীজ লুকিয়ে রেখেছি, কারণ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করার কথা। দীর্ঘকাল আমার ভিতর সঞ্চিত থাকার ফলে, এই সমস্ত শস্যবীজ নিশ্চয়ই জীর্ণ হয়েছে। তাই আচার্য বা শাস্ত্র নির্দেশিত উপযুক্ত উপায়ে, সেই সমস্ত বীজগুলি এখনই উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য। হে মহাবীর! হে ভূতভাবন! আপনি যদি প্রচুর খাদ্যশস্য প্রদান করে জীবদের কষ্ট নিবারণ করতে চান, আপনি যদি আমাকে দোহন করে তাদের পোষণ করতে চান, তা হলে আপনি উপযুক্ত বৎস, দোহনপাত্র ও দোগ্ধা নিরূপণ করুন, যাতে আমি আমার বৎসের প্রতি অত্যন্ত বৎসলা হয়ে, আপনার বাসনা অনুসারে দুগ্ধ প্রদান করতে পারি। হে রাজন্! আপনি আমাকে এমনভাবে সমতল করুন, যেন বর্ষা ঋতু শেষ হয়ে গেলেও, ইন্দ্রদেব-বর্ষিত জল আমার উপরিভাগে সর্বত্রই সমভাবে থাকতে পারে এবং পৃথিবীকে আর্দ্র রাখতে পারে। তার ফলে সর্বপ্রকার উৎপাদনের জন্য তা অত্যন্ত শুভ হবে।"

"পৃথিবীর এই প্রিয় ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করে পৃথু মহারাজ প্রসন্ন হয়েছিলেন। তার পর তিনি স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস রূপে গ্রহণ করে, তাঁর নিজের হাতকে দোহন পাত্ররূপে পরিণত করে, পৃথিবীরূপ গাভী থেকে সমস্ত ওষধি ও শস্য দোহন করেছিলেন। অন্যেরা, যাঁরা পৃথু মহারাজের মতো বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁরাও পৃথিবী থেকে সার গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে সকলেই সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং পৃথু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁদের বাসনা অনুসারে তাঁরা পৃথিবীর কাছ থেকে সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহর্ষিগণ বৃহস্পতিকে বৎসে পরিণত করে এবং তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহকে দোহনপাত্রে পরিণত করে, তাঁদের বাণী, মন ও শ্রবণ পবিত্র করার জন্য সর্বপ্রকার বৈদিক জ্ঞান দোহন করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বৎসে পরিণত করে, পৃথিবী থেকে সোমরসরূপ অমৃত দোহন করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের মানসিক ক্ষমতা,

দেহের ক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। দৈত্য-দানবেরা অসুরকুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজকে বৎস বানিয়ে, বিভিন্ন প্রকার সুরা এবং আসব দোহন করেছিল, যা তারা লৌহপাত্রে রেখেছিল। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা বিশ্বাবসুকে বৎস বানিয়ে, পদ্মফুলের পাত্রে দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। সেই দুগ্ধ মধুর সঙ্গীতকলা ও সৌন্দর্যের রূপ গ্রহণ করেছিল। শ্রাদ্ধকর্মের মুখ্য দেবতা সৌভাগ্যবান পিতৃগণ অর্যমাকে বৎস বানিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে অপক্ব মৃন্ময় পাত্রে কব্য দোহন করেছিলেন, যা হচ্ছে পিতৃদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন। তার পর সিদ্ধলোক-বাসীরা এবং বিদ্যাধরলোক-বাসীরা কপিল মুনিকে বৎসরূপে পরিণত করে এবং আকাশকে পাত্র করে, অণিমা আদি যোগসিদ্ধি দোহন করেছিলেন। বস্তুত বিদ্যাধরেরা আকাশে উড়ার বিদ্যা লাভ করেছিলেন। কিম্পুরুষের লোকবাসীরা ময়দানবকে বৎস বানিয়ে, সংকল্পমাত্র অদৃশ্য হওয়ার এবং অন্যরূপে আবির্ভূত হওয়ার বিদ্যা দোহন করেছিলেন। তার পর যক্ষ, রাক্ষস, ভূত এবং পিশাচেরা, যারা মাংস আহারে অভ্যস্ত, তারা শিবের অবতার রুদ্রকে বৎসে পরিণত করে, নর-কপালরূপ পাত্রে রক্ত থেকে প্রস্তুত মদ্য দোহন করেছিল। তার পর ফণাহীন সর্প, ফণাযুক্ত সর্প, বিশাল নাগ, বৃশ্চিক এবং অন্যান্য সমস্ত বিষধর প্রাণীরা তক্ষককে বৎস বানিয়ে, সাপের গর্তরূপ পাত্রে পৃথিবী থেকে বিষ দোহন করেছিল। পশ্বাদি চতুষ্পদ প্রাণীরা শিবের বাহন বৃষকে বৎস করে এবং অরণ্যকে পাত্র করে তাদের আহারের জন্য তাজা সবুজ ঘাস দোহন করেছিল। ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা সিংহকে বৎস বানিয়ে তাদের আহার্যরূপে মাংস দোহন করেছিল। পক্ষীরা গরুড়কে বৎস বানিয়ে, পৃথিবী থেকে তাদের আহার্যরূপে জঙ্গম কীটপতঙ্গ এবং স্থাবর তৃণাদি দোহন করেছিল। বৃক্ষরা বটবৃক্ষকে বৎস বানিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু রস দোহন করেছিল। পর্বতেরা হিমালয়কে বৎস বানিয়ে, শৃঙ্গরূপ পাত্রে বিভিন্ন প্রকার ধাতু দোহন করেছিল। পৃথিবী সকলকে তাদের উপযুক্ত আহার প্রদান করেছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন। তার ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীরা তাদের স্ব স্ব জাতির প্রধান ব্যক্তিকে বৎসে পরিণত করে, বিভিন্ন প্রকার পাত্রে তাদের খাদ্যরূপ পৃথক পৃথক বস্তু লাভ করেছিলেন।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর! এইভাবে পৃথু প্রমুখ অন্নভোজী জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন বৎস সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন দোহনপাত্রে তাদের অভীষ্ট খাদ্যরূপ দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। তার পর, পৃথিবী সমস্ত জীবদের বিভিন্ন প্রকার আহার্য প্রদান করেছিলেন বলে, পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়ে পৃথিবীকে দুহিতারূপে বরণ করেছিলেন। তার পর, রাজাধিরাজ মহারাজ পৃথু তাঁর ধনুকের শক্তির দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণবিচূর্ণ করে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করেছিলেন। তাঁরই কৃপায় পৃথিবী প্রায় সমতল হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের কাছে পৃথু মহারাজ ছিলেন ঠিক পিতার মতো। তাই তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি প্রদানে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করার পর, সকলের বৃত্তি এবং বাসনা অনুসারে, তিনি তাদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ বহু গ্রাম, নগর, পত্তন, দুর্গ, ঘোষপল্লী, গোশালা, সেনানিবাস, খনি, কৃষকদের গ্রাম এবং পাহাড়ী গ্রাম প্রভৃতি বাসস্থান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালের পূর্বে এই ভূমণ্ডলে নগর, গ্রাম, গোচারণভূমি ইত্যাদির পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না। সকলেই তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো এবং সুবিধামতো তাদের বাসস্থান তৈরি করত এবং তার ফলে সব কিছুই অবিন্যস্ত ছিল। কিন্তু পৃথু মহারাজের সময় থেকে পরিকল্পনা অনুসারে, নগর ও গ্রাম পত্তনের ব্যবস্থা শুরু হয়।"

❀ ❀ ❀

ঊনবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে প্রিয় বিদুর! স্বায়ম্ভুব মনুর ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্তে, যেখানে সরস্বতী নদী পূর্ববাহিনী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে পৃথু মহারাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষিত হয়েছিলেন। মহা শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র যখন তা দেখলেন, তখন তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে পৃথু মহারাজ তাঁকে অতিক্রম করবেন। তাই পৃথু মহারাজের সেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান তাঁর কাছে অসহ্য হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান এবং তিনি সমস্ত গ্রহলোকের অধীশ্বর ও সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। তিনি স্বয়ং পৃথু মহারাজের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বিষ্ণু যখন যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব, লোকপালগণ এবং তাঁদের অনুচরেরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যখন তিনি সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন গন্ধর্ব, ঋষি এবং অপ্সরারা তাঁর কথাকীর্তন করছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব এবং যক্ষরাও ভগবানের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুনন্দ, নন্দ আদি মুখ্য পার্ষদেরাও ছিলেন। সর্বদা ভগবানের সেবা করতে উৎসুক মহান ভক্তগণ এবং কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয় প্রমুখ মহর্ষিগণ ও সনকাদি যোগেশ্বরগণ, সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সেই মহান যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন।"

"হে বিদুর! সেই মহাযজ্ঞে সমস্ত ভূমি কামধেনুর মতো হয়েছিল এবং সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে, সকলের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ হয়েছিল। বহমান নদীসমূহ মধুর, কষায়, অম্ল ইত্যাদি সমস্ত রস বহন করেছিল এবং বিশাল বৃক্ষসমূহ প্রচুর পরিমাণে ফল ও মধু উৎপাদন করেছিল। পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস খেয়ে, গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ, দই, ঘি এবং অন্যান্য সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ প্রদান করেছিল। সমুদ্র নানা প্রকার মূল্যবান রত্নসমূহে পূর্ণ ছিল, পর্বত খনিজে পূর্ণ ছিল এবং ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং তাতে চতুর্বিধ খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন গ্রহলোকের লোকপালগণ ও জনসাধারণ পৃথু মহারাজের জন্য নানা প্রকার উপহার নিয়ে সেখানে এসেছিলেন। পৃথু মহারাজ অধোক্ষজ ভগবানের আশ্রিত ছিলেন। বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে, পৃথু মহারাজ ভগবানের কৃপায় অলৌকিক ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজের এই ঐশ্বর্য সহ্য করতে না পেরে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রতি মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে, তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করার চেষ্টা করেছিলেন। পৃথু মহারাজ যখন শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞটি অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন ইন্দ্র সকলের অলক্ষ্যে যজ্ঞাশ্বটি অপহরণ করেন। পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত মাৎসর্য-পরায়ণ হয়ে, তিনি তা করেছিলেন। ইন্দ্র যখন ঘোড়াটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি মুক্ত পুরুষের বেশ ধারণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই বেশ ছিল এক প্রকার প্রতারণা, কারণ তখন তাঁর আচরণ ভ্রমবশত ধর্মাচরণ বলে মনে হয়েছিল। ইন্দ্র যখন আকাশমার্গে এইভাবে পলায়ন করছিলেন, তখন মহর্ষি অত্রি তাঁকে দেখতে পান এবং সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হন। মহর্ষি অত্রি যখন পৃথু মহারাজের পুত্রকে ইন্দ্রের ছলনার কথা জানান, তখন সেই পরম বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে "দাঁড়াও! দাঁড়াও!" বলতে বলতে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। ইন্দ্রকে জটাধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত দেখে, পৃথুর পুত্র তাঁকে একজন ধার্মিক ও পবিত্র সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেননি। অত্রি যখন দেখলেন যে, ইন্দ্রকে বিনাশ না করে, মহারাজ পৃথুর পুত্র তাঁর দ্বারা প্রতারিত হয়ে ফিরে এসেছেন, তখন অত্রি মুনি তাঁকে পুনরায় ইন্দ্রকে হত্যা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, পৃথু মহারাজের যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য, ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হয়ে গেছে। সেই কথা শুনে, বেণ রাজার পৌত্র তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আকাশমার্গে পলায়নরত

ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শকুনিদের রাজা জটায়ু যেভাবে রাবণের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনি ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। ইন্দ্র যখন দেখলেন যে, পৃথুর পুত্র তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে, ঘোড়াটি রেখে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। মহাবীর পৃথুপুত্র সেই অশ্বটি নিয়ে তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে ফিরে গিয়েছিলেন।"

"হে বিদুর! মহর্ষিরা মহারাজ পৃথুর পুত্রের এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করে, তাঁকে বিজিতাশ্ব নাম প্রদান করেছিলেন। হে বিদুর! অত্যন্ত শক্তিশালী স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তখন ঘন অন্ধকারের দ্বারা যজ্ঞস্থল আচ্ছন্ন করে, স্বর্ণশৃঙ্খলের দ্বারা যূপকাষ্ঠে বেঁধে রাখা সেই অশ্বটিকে পুনরায় অপহরণ করেছিলেন। মহর্ষি অত্রি পুনরায় পৃথু মহারাজের পুত্রকে দেখিয়েছিলেন যে, আকাশমার্গে ইন্দ্র পলায়ন করছে। মহাবীর পৃথুপুত্র তখন পুনরায় তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, ইন্দ্র কপাল ও খট্বাঙ্গ ধারণ করেছেন, তখন তিনি তাঁকে হত্যা না করতে স্থির করেছিলেন। মহর্ষি অত্রি যখন পুনরায় তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তখন পৃথু মহারাজের পুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুকে বাণ যোজন করলেন। তা দেখে ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ এবং অশ্ব পরিত্যাগ করে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তার পর মহারাজ পৃথুর পুত্র বিজিতাশ্ব পুনরায় সেই অশ্বটি নিয়ে তাঁর পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। সেই সময় থেকে যারা অল্পবুদ্ধি, তারা কপট সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করেছিল। ইন্দ্রই তার প্রবর্তন করেছেন। যজ্ঞাশ্ব অপহরণের চেষ্টায় ইন্দ্র যে-সমস্ত সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেছিলেন, সেগুলি নাস্তিক্য দর্শনের প্রতীক। এইভাবে পৃথু মহারাজের যজ্ঞের অশ্ব হরণ করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কয়েকটি সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে কপট সন্ন্যাস প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। কিছু সন্ন্যাসী নগ্ন থাকে এবং কখনও কখনও তারা রক্তবর্ণের বেশ ধারণ করে; তাদের বলা হয় কাপালিক। এগুলি কেবল পাপকর্মের প্রতীক মাত্র। পাপাসক্ত মানুষেরা এই তথাকথিত সন্ন্যাসীদের খুব সম্মান করে, কারণ তারা সকলেই হচ্ছে ভগবদ্‌বিদ্বেষী নাস্তিক। তারা তাদের নিজেদের মতবাদ প্রচার করার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে, তাদের ধর্ম-আচরণকারী বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা তা নয়। দুর্ভাগ্যবশত মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা তাদের ধার্মিক বলে মনে করে এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের সর্বনাশ করে। অত্যন্ত পরাক্রমশালী মহারাজ পৃথু তৎক্ষণাৎ তাঁর ধনুর্বাণ গ্রহণ করে ইন্দ্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কারণ ইন্দ্র এই প্রকার অধার্মিক সন্ন্যাসপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। যখন পুরোহিতরা এবং অন্য সকলে দেখলেন, পৃথু মহারাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলেন—হে মহাত্মন্! দয়া করে তাঁকে বধ করবেন না, কারণ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের নিমিত্ত পশু ব্যতীত অন্য কিছু বধ করা উচিত নয়। এটি শাস্ত্রের বিধান। হে রাজন্! আপনার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার ফলে, ইন্দ্র ইতিমধ্যেই হতবীর্য হয়েছে। আমরা অভূতপূর্ব বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করে, এই যজ্ঞশালায় তাকে নিয়ে আসব এবং আমাদের মন্ত্রের বলে তাকে অগ্নিতে প্রেরণ করব, কারণ সে হচ্ছে আপনার শত্রু।"

"হে বিদুর! রাজাকে এই উপদেশ দেওয়ার পর, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত পুরোহিতরা মহাক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। তাঁরা যখন যজ্ঞে আহুতি দিতে যাচ্ছিলেন, তখন ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করলেন।"

ব্রহ্মা তাঁদের সম্বোধন করে বললেন—"হে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীগণ, আপনারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করতে পারেন না। সেটি আপনাদের কর্তব্য নয়। আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে, ইন্দ্র পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ভগবানের একজন শক্ত্যাবেশ অবতার। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনারা সমস্ত দেবতাদের প্রসন্নতা বিধান করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আপনাদের জানা উচিত যে, সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ইন্দ্রের অংশ। তা হলে এই মহান যজ্ঞে আপনারা কিভাবে তাঁকে বধ করতে পারেন? পৃথুর মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র এমন কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করেছেন, যার ফলে ভবিষ্যতে ধর্মের সুনির্দিষ্ট পথ বিনষ্ট হবে। ভেবে দেখুন, আপনারা

যদি তাঁর আরও বিরোধিতা করেন, তা হলে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্য অনেক অধর্মের পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন।"

"অতএব বিপুলকীর্তি পৃথুর নিরুদ্বিগ্নচিত্ত মঙ্গলই হোক।" তার পর ব্রহ্মা পৃথু মহারাজের প্রতি বললেন, "যেহেতু আপনি মোক্ষের মার্গ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, অতএব আপনার আর অধিক যজ্ঞ করার কি প্রয়োজন?" আপনাদের উভয়েরই কল্যাণ হোক, কারণ আপনি এবং দেবরাজ ইন্দ্র উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। সুতরাং আপনি ইন্দ্র থেকে ভিন্ন নন। অতএব ইন্দ্রের প্রতি আপনার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। হে রাজন্! আপনার যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে, ক্ষুব্ধ ও চিন্তাযুক্ত হবেন না। এই বিঘ্ন দৈবের প্রভাবেই হয়েছে। দয়া করে শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ করুন। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, দৈবের প্রভাবে যদি কোন কিছু ঘটে, তা হলে সেই জন্য আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। দৈবের দ্বারা কোন কার্য বিনষ্ট হলে, যতই আমরা সেই কার্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করি, ততই আমরা জড়বাদী চিন্তার ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করি। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান বন্ধ করুন, কারণ এই যজ্ঞের ফলে ইন্দ্র অনেক অধর্ম আচরণ প্রবর্তন করেছে। আপনি জেনে রাখুন যে, দেবতাদের মধ্যেও অনেকের বহু অবাঞ্ছিত বাসনা রয়েছে। দেখ, যজ্ঞের অশ্ব চুরি করার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্র কিভাবে যজ্ঞের মাঝে এক বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত এই সমস্ত চিত্তাকর্ষক পাপকর্ম জনসাধারণকে অভিভূত করবে।"

"হে বেণপুত্র মহারাজ পৃথু! আপনি ভগবান বিষ্ণুর কলা অবতার। রাজা বেণের দুষ্ট কার্যকলাপের ফলে, ধর্ম প্রায় অবলুপ্ত হয়েছিল। সেই উচিত সময়ে আপনি ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে অবতরণ করেছেন ধার্মিকগণকে রক্ষা করার জন্য আপনি রাজা বেণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। হে প্রজারক্ষক! দয়া করে আপনি আপনার অবতরণের উদ্দেশ্য বিবেচনা করুন। ইন্দ্র যে পাষণ্ড মতবাদ সৃষ্টি করেছেন, তা নানা অধর্মের জননী। সুতরাং আপনি দয়া করে সেই সমস্ত ছলনা অচিরে নিরস্ত করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"এইভাবে পরম গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, পৃথু মহারাজ তাঁর যজ্ঞ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন এবং গভীর স্নেহ প্রদর্শন করে ইন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতা করলেন। তার পর পৃথু মহারাজ স্নান করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, বিধি অনুসারে স্নান করতে হয়। তার পর তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপে প্রসন্ন হয়েছিলেন যে সমস্ত দেবতারা, তাঁদের কাছ থেকে তিনি বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, আদি রাজা পৃথু এই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, রাজাকে তাঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।"

সমস্ত মহর্ষি ও ব্রাহ্মণেরা বললেন—"হে শক্তিশালী রাজা! আপনার নিমন্ত্রণে সর্বশ্রেণীর জীবেরা এই সভায় যোগদান করেছেন। তাঁরা পিতৃলোক ও স্বর্গলোক থেকে এসেছেন এবং মহর্ষিগণ ও সাধারণ মানুষেরাও এই সভায় যোগদান করেছেন। এখন তাঁরা সকলেই আপনার ব্যবহারে এবং আপনার দানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

* * *

বিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"হে বিদুর! নিরানব্বইটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্রসহ সেই যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার পর তিনি বলেছিলেন—হে মহারাজ পৃথু! ইন্দ্র তোমার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এখন সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছে। তাই তাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। হে রাজন্! যাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং অন্যের হিতসাধনে রত, মনুষ্য-সমাজে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা কখনও অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হন না। তাঁরা ভালভাবে জানেন যে, আত্মা থেকে এই জড় দেহ ভিন্ন। পূর্বতন আচার্যদের উপদেশ পালন করার ফলে, পারমার্থিক জীবনে উন্নত তোমার মতো ব্যক্তিরাও যদি আমার মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়, তা হলে তোমার পারমার্থিক উন্নতি কেবল সময়ের অনর্থক অপচয় বলেই মনে করা হবে। যাঁরা দেহাত্মবুদ্ধির কারণ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, যাঁরা জানেন যে, এই দেহ মায়াকল্পিত অবিদ্যা, কাম ও কর্মের দ্বারা সৃষ্ট, তাঁরা কখনও দেহের প্রতি আসক্ত হন না। সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত যে-অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার গৃহ, অপত্য, বিত্ত আদি শারীরিক বিষয়ের প্রতি মমতা থাকবে কি করে? আত্মা এক, শুদ্ধ, চিন্ময় এবং স্বতঃপ্রকাশ। তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার এবং সর্বব্যাপ্ত। তিনি জড় আবরণ-রহিত এবং তিনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। তিনি অন্য সমস্ত জীব থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তিনি সমস্ত দেহধারী আত্মার অতীত। এইভাবে যিনি পরমাত্মা ও আত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তিনি জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি সর্বদাই আমার দিব্য প্রেমময়ী সেবায় অবস্থিত।"

"হে পৃথু মহারাজ! কেউ যখন তাঁর স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে, কোন রকম জড়-আসক্তি লাভের প্রত্যাশা না করে, আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে অনাবিল তৃপ্তি আস্বাদন করেন। হৃদয় যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন ভক্তের মন উদার ও স্বচ্ছ হয় এবং তিনি তখন সব কিছুই সমভাবে দর্শন করেন। জীবনের এই অবস্থায় শান্তি লাভ হয় এবং তিনি তখন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপী আমার শরণাগত হন। যিনি জানেন যে, এই জড় দেহ পঞ্চ-মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গঠিত এবং আত্মা স্থির ও উদাসীন হয়ে এই সবের অধ্যক্ষতা করে, তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য।"

"হে রাজন! প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার প্রভাবে এই জড় জগতে নিরন্তর পরিবর্তন হয়। পঞ্চ-মহাভূত, ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা দেবদেবীগণ এবং মন, যা আত্মার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়—এই সবের সমন্বয়ে দেহ গঠিত হয়। যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় উপাদানের এই সমন্বয় থেকে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই আমার সঙ্গে সুদৃঢ় সৌহার্দ্য ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ আমার ভক্ত পূর্ণজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে, জড় জগতের এই সুখ ও দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না।"

"হে বীর রাজা! সর্বদা সমভাবাপন্ন হয়ে উত্তম, মধ্যম ও অধম সমস্ত মানুষের প্রতি সমানভাবে আচরণ কর। অনিত্য সুখদুঃখে বিচলিত হয়ো না। সর্বতোভাবে তোমার মন ও ইন্দ্রিয় সংযত কর। আমার ব্যবস্থাপনায়, তুমি জীবনের যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে, রাজারূপে তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার চেষ্টা কর। তোমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তোমার রাজ্যের প্রজাদের রক্ষা করা। রাজার ধর্ম হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের রক্ষা করা। এইভাবে আচরণ করার ফলে, রাজা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রজাদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে কিন্তু তাদের যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে না, সেই রাজার পুণ্যফল

প্রজারা হরণ করে এবং তার প্রজাদের পাপকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়।"

"হে মহারাজ পৃথু! তুমি যদি গুরু-পরম্পরা ধারায় শিষ্য জ্ঞান প্রাপ্ত প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে প্রজা পালন কর এবং সব রকম মনোধর্ম-প্রসূত মতবাদের প্রতি অনাসক্ত হয়ে, তাঁদের দেওয়া ধর্মীয় অনুশাসন পালন কর, তা হলে তোমার সমস্ত প্রজারা সুখী হবে এবং তারা তোমার প্রতি মমতাপরায়ণ হবে এবং তুমি অচিরেই সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারজন মুক্ত-পুরুষের দর্শন লাভ করবে।"

"হে রাজন্! তোমার উত্তম গুণাবলী এবং অপূর্ব সুন্দর আচরণে আমি মুগ্ধ হয়েছি এবং তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। সেই জন্য তুমি আমার কাছে যে-কোন বর প্রার্থনা করতে পার। যারা উচ্চগুণাবলী-সমন্বিত নয় এবং যাদের আচরণ উত্তম নয়, তারা কেবলমাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, কঠোর তপস্যার দ্বারা অথবা যোগ অভ্যাসের দ্বারা কখনও আমার কৃপা লাভ করতে পারে না। কিন্তু যাঁদের চিত্ত সমস্ত পরিস্থিতিতে বৈষম্য-রহিত, তাঁদের হৃদয়ে আমি সর্বদা বিরাজ করি।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! এইভাবে বিশ্বজিৎ মহারাজ পৃথু পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। ইন্দ্র তখন তাঁর কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে, পৃথু মহারাজের পদযুগলে পতিত হলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজ তৎক্ষণাৎ প্রেমাপ্লুত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাঁর যজ্ঞের অশ্বহরণ-জনিত বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করেছিলেন।"

"পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূজা করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের পূজা করার সময়, পৃথু মহারাজের ভগবৎ-প্রেম ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল। ভগবান তখন প্রস্থান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ-পরায়ণ ছিলেন, তাই তিনি প্রস্থান করতে পারলেন না। ভগবান তখন তাঁর কমল-নয়নের দ্বারা পৃথু মহারাজের আচরণ দর্শন করেছিলেন, ভক্ত-বাৎসল্যহেতু তাঁর এই বিলম্ব হয়েছিল। আদি রাজা পৃথুর চক্ষু তখন অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায়, ভগবানকে দর্শন করতে পারলেন না এবং তাঁকে সম্ভাষণ করতে পারলেন না। তিনি কেবল তাঁর হৃদয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে, কৃতাঞ্জলিপুটে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর তিনি অশ্রুধারা মার্জন করে দেখতে পেলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় স্পর্শ করে, গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে তাঁর হস্তের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করে, তাঁর অপরিতৃপ্ত নয়ন-পথের পথিকরূপে অবস্থান করছেন। তখন পৃথু মহারাজ তাঁকে সম্বোধন করে এই প্রার্থনাটি নিবেদন করেছিলেন।"

"হে ভগবান! যাঁদের বরদান করার ক্ষমতা রয়েছে, আপনি সেই দেবতাদেরও ঈশ্বর। অতএব কোন বিবেকী ব্যক্তি কেন আপনার কাছে জড় জগতের গুণের বন্ধনে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভোগ্য বর প্রার্থনা করবে? সেই সমস্ত বর নরকবাসী জীবেরা পর্যন্ত আপনা থেকে লাভ করে। হে ভগবান! আপনি ব্রহ্ম-সাযুজ্যও অবশ্যই দান করতে পারেন, কিন্তু সেই সমস্ত বর আমি লাভ করতে ইচ্ছা করি না। হে ভগবান! আমি তাই আপনার অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার বর প্রার্থনা করি না, কারণ সেই অস্তিত্বে আপনার শ্রীপাদপদ্মের অমৃত পান করা যায় না। আমি কেবল অযুত কর্ণ লাভের বর প্রার্থনা করি, কারণ তার ফলে আমি আপনার শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীমুখ থেকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করতে সক্ষম হব। হে ভগবান! মহাপুরুষদের মুখনিঃসৃত উত্তমশ্লোকের দ্বারা আপনার মহিমা কীর্তিত হয়। আপনার শ্রীপাদপদ্মের এই মহিমা ঠিক কেশরের কণার মতো। যখন মহান ভক্তদের মুখনিঃসৃত বাণী আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিসদৃশ কেশরের সৌরভ বহন করে, তখন বিস্মৃত জীবেরা পুনরায় আপনার সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ করে। এইভাবে ভক্তরা যথাযথভাবে জীবনের মূল্য নিরূপণ করতে পারে। হে ভগবান, আমি আপনার শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার সৌভাগ্য ব্যতীত আর অন্য কোন বর চাই না। হে মহা-মহিমান্বিত ভগবান! কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সাহচর্যে আপনার কার্যকলাপের মহিমা একবারও শ্রবণ করেন এবং তিনি যদি একটি পশু না হন, তা হলে ভক্তসঙ্গের মর্ম তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না, কারণ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা কখনও করবে না। আপনার মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের পূর্ণতা

লক্ষ্মীদেবীও গ্রহণ করেছেন। তিনি কেবল আপনার অনন্ত কার্যকলাপ ও অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করার জন্য সর্বদা উৎসুক। এখন আমি ঠিক কমলার মতো ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হতে চাই, কারণ ভগবান হচ্ছেন সমস্ত দিব্য গুণের আধার। সেই জন্য হয়তো লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আমার বিবাদ হতে পারে, কারণ আমরা উভয়েই একাগ্রচিত্তে একই সেবায় যুক্ত হব। হে জগদীশ্বর! লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন সারা জগতের মাতা এবং তবু আমার মনে হয় যে, তাঁর সেবায় হস্তক্ষেপ করার ফলে এবং যে পদের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত সেই সেবা করার ফলে, তিনি হয়তো আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তা হলেও আমি আশা করি যে, আমাদের এই ভুল বোঝাবুঝিতে আপনি আমার পক্ষ অবলম্বন করবেন, কারণ আপনি দীনবৎসল এবং আপনি সর্বদা তুচ্ছ সেবাকেও অনেক বড় করে দেখেন। তাই লক্ষ্মীদেবী আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেও, আমার মনে হয় যে, তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, কারণ আপনি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ভরশীল, সুতরাং লক্ষ্মীতেও আপনার কোন প্রয়োজন নেই।"

"মহান মুক্ত পুরুষেরা সর্বদা আপনাকে ভক্তি করে, কারণ ভক্তির প্রভাবেই কেবল মোহময়ী জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। হে ভগবান! মুক্ত পুরুষেরা যে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাঁরা নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করেন। হে প্রভু! আপনার অনন্য ভক্তের কাছে আপনি যা বলেছেন তা অত্যন্ত মোহকারিণী। বেদে আপনি যে প্রলোভন প্রদান করেছেন তা অবশ্যই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের উপযুক্ত নয়। সাধারণ মানুষেরাই বেদের মধুর বাণীতে মোহিত হয়ে, তাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ সকাম কর্মে রত হয়। হে ভগবান! আপনার মায়ার প্রভাবে এই জড়-জগতের সমস্ত জীবেরা তাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছে এবং অজ্ঞানতা-বশত তারা সর্বদাই সমাজ, বন্ধুত্ব ও প্রেমরূপে জড় সুখ কামনা করছে। তাই, দয়া করে আপনি আমাকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক লাভের জন্য বর প্রার্থনা করতে বলবেন না। পক্ষান্তরে, পিতা যেমন তাঁর পুত্রের প্রার্থনার প্রত্যাশা না করে তার কল্যাণের জন্য সব কিছু করেন, তেমনই আপনিও যা কিছু আমার কল্যাণকর বলে মনে করেন তাই করুন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"পৃথু মহারাজের প্রার্থনা শুনে, ব্রহ্মাণ্ডের দ্রষ্টা ভগবান রাজাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—"হে রাজন্! আমার ভক্তিবৃত্তিতে তুমি সর্বদাই যুক্ত থেকো। তুমি যা বুদ্ধিমত্তাপূর্বক ব্যক্ত করেছ, কেবল এই প্রকার সৎ উদ্দেশ্যের বলেই দুর্লঙ্ঘ্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়। হে রাজন্! হে প্রজাপালক! এখন থেকে অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে তুমি আমার আদেশ পালন কর এবং কখনও কোন কিছুর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না। যে শ্রদ্ধাপূর্বক এইভাবে আমার আদেশ পালন করে, তার সর্বত্র মঙ্গল হয়।"

"পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত পৃথু মহারাজের সারগর্ভ প্রার্থনার প্রভূত সমাদর করলেন। এইভাবে তাঁর দ্বারা সুন্দরভাবে পূজিত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং সেখান থেকে তিনি প্রস্থান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা, মর্ত্যলোকবাসী, পক্ষী এবং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত জীবদের এবং পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্ষদদের অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে পৃথু মহারাজ সুমধুর বাণীর দ্বারা এবং যথাসম্ভব সম্পদ প্রদান করে পূজা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পর, তাঁরা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করেছিলেন। পুরোহিতসহ রাজার মন হরণ করে, অচ্যুত ভগবান চিদাকাশে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পৃথু মহারাজ তখন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবান যদিও জড় সৃষ্টির অগোচর, তবুও তিনি পৃথু মহারাজের দৃষ্টিপথে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন। ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করার পর, পৃথু মহারাজ তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

একবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের উপদেশ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"পৃথু মহারাজ যখন তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য মুক্তা, ফুলের মালা, সুন্দর বস্ত্র ও স্বর্ণ-তোরণের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শহরটিকে সাজানো হয়েছিল এবং সারা নগরী সুগন্ধিত ধূপের দ্বারা সুবাসিত হয়েছিল। নগরীর পথ ও প্রাঙ্গণসমূহ চন্দন ও অগুরু মিশ্রিত জলে সিক্ত হয়েছিল এবং ফুল, ফল, খই, বিভিন্ন প্রকার ধাতু, প্রদীপ ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রীর দ্বারা সর্বত্র সাজানো হয়েছিল। পথের সন্ধিস্থলগুলি ফল, ফুল, কদলীবৃক্ষ, সুপারি গাছের ডাল, বৃক্ষ ও তরুপল্লবের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। যখন রাজা নগরে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত নাগরিকেরা দীপ, পুষ্প, দধি ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রী নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। নানা প্রকার রত্নালংকারে বিভূষিতা বহু সুন্দরী কুমারীও রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিল। তাদের পরস্পরের সঙ্গে সংঘাত হওয়ার ফলে, তাদের কানের দুল যেন পরস্পরকে স্পর্শ করছিল। রাজা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হল, পুরোহিতেরা বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং স্তবকারীরা স্তব করলেন। কিন্তু তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য এই সমস্ত অনুষ্ঠান সত্ত্বেও, রাজা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরহংকার। নগরীর সম্মানিত ব্যক্তিরা ও সাধারণ প্রজারা সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং রাজাও তাঁদের অভীষ্ট বর প্রদান করেছিলেন। পৃথু মহারাজ ছিলেন মহত্তম মহাপুরুষ এবং তাই তিনি ছিলেন সকলেরই পূজ্য। তিনি পৃথিবী শাসন করার সময় বহু মহিমান্বিত কীর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সর্বদাই উদার। এই প্রকার মহান সাফল্য অর্জন করার ফলে, তাঁর খ্যাতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল এবং চরমে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

সূত গোস্বামী বললেন—"হে ঋষিদের নায়ক শৌনক। অত্যন্ত যোগ্য মহিমান্বিত ও বিশ্ববিখ্যাত আদিরাজা পৃথুর সম্বন্ধে মৈত্রেয় ঋষির কাছ থেকে শ্রবণ করার পর, মহাভাগবত বিদুর অত্যন্ত বিনীতভাবে মৈত্রেয় ঋষির অর্চনা করে তাঁকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করেছিলেন।"

বিদুর বললেন—"হে ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়! মহর্ষি ব্রাহ্মণেরা যে পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষেক করেছিলেন, সমস্ত দেবতারা যে তাঁকে অসংখ্য উপহার প্রদান করেছিলেন এবং তিনি যে বিষ্ণুতেজ প্রাপ্ত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে, আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি। পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ এতই মহান ছিল এবং তাঁর শাসন-প্রণালী এতই উদার ছিল যে, আজও সমস্ত রাজা ও বিভিন্ন গ্রহলোকের দেবতারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এমন কে আছে যে তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ করতে চাইবে না? আমি পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে আরও শুনতে চাই কারণ তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র ও বিশুদ্ধ।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"হে বিদুর! পৃথু মহারাজ গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী ভূখণ্ডে বাস করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী, তাই মনে হয়েছিল, তিনি যেন তাঁর পূর্বকৃত পুণ্য ক্ষয় করার জন্য প্রারব্ধ সৌভাগ্য ভোগ করছেন। মহারাজ পৃথু ছিলেন সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর অপ্রতিহত আদেশ সাধু, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেউ লঙ্ঘন করতে পারত না। এক সময় পৃথু মহারাজ এক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা সকলে সমবেত হয়েছিলেন। সেই মহান সভায় মহারাজ পৃথু সর্ব প্রথমে সমস্ত পূজনীয় অতিথিদের যথাযথভাবে পূজা করেছিলেন এবং তার পর তিনি সেই সভায় তারকা পরিবৃত চন্দ্রের মতো উত্থিত হয়েছিলেন। মহারাজ পৃথুর দেহ উন্নত ও বলিষ্ঠ,

তাঁর অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ, তাঁর বাহুযুগল দীর্ঘ ও স্থূল, তাঁর নেত্রযুগল প্রভাতকালীন সূর্যের মতো উজ্জ্বল, তাঁর নাসিকা উন্নত, মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং ব্যক্তিত্ব সৌম্য। তাঁর স্মিত হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলে সুন্দর দন্তপংক্তি শোভা পাচ্ছিল। পৃথু মহারাজের বক্ষস্থল বিস্তৃত, কটিদেশ স্থূল, উদর ত্রিবলী রেখায় সুশোভিত এবং অশ্বত্থ পত্রের মতো উর্ধ্বভাগে বিস্তৃত ও অধোভাগে সংকুচিত। তাঁর নাভিদেশ আবর্তের মতো গভীর, উরুদ্বয় সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল এবং পায়ের পাতার মধ্যভাগ উন্নত। তাঁর কেশকলাপ—সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ, কণ্ঠদেশ শঙ্খের মতো রেখাযুক্ত। তিনি একটি অতি মূল্যবান ধুতি পরেছিলেন এবং তাঁর দেহের উপরিভাগে ছিল এক অতি সুন্দর উত্তরীয়। যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার সময় পৃথু মহারাজ তাঁর মূল্যবান বস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তিনি যখন কৃষ্ণাজিন পরিধান করেছিলেন এবং আঙুলে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল, কারণ তার ফলে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পূর্বে পৃথু মহারাজ সমস্ত বিধি নিষেধগুলি পালন করেছিলেন। সভায় সকলকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং তাঁদের আনন্দ বর্ধন করার জন্য পৃথু মহারাজ শিশির-সিক্ত তারকার মতো চক্ষুর দ্বারা তাঁদের উপর দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তার পর তিনি গম্ভীর স্বরে তাঁদের বলেছিলেন। পৃথু মহারাজের সেই বাণী ছিল অত্যন্ত মনোহর, বিচিত্র শব্দবিশিষ্ট, স্পষ্টভাবে বোধগম্য, শ্রবণ-মধুর, গম্ভীর ও শুদ্ধ। তিনি যেন উপস্থিত সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তা বলেছিলেন।"

পৃথু মহারাজ বললেন—"হে সভায় উপস্থিত সজ্জনগণ! আপনাদের মঙ্গল হোক! আপনারা, সমস্ত মহাত্মারা, যাঁরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন, দয়া করে আমার প্রার্থনা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। যে-ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জিজ্ঞাসু, ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের কাছে তাঁর মনের অভিলাষ ব্যক্ত করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় আমি এই লোকের রাজারূপে নিযুক্ত হয়েছি এবং প্রজাদের শাসনের জন্য, বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং বৈদিক নির্দেশ অনুসারে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারে তাদের জীবিকা প্রদানের জন্য আমি এই রাজদণ্ড ধারণ করেছি। আমি মনে করি যে, রাজারূপে আমি যদি আমার কর্তব্য সম্পাদন করি, তা হলে আমি বেদজ্ঞদের দ্বারা বর্ণিত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করতে পারব। সমস্ত নিয়তির দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, সেই গন্তব্যস্থল নিশ্চিতভাবে লাভ করা যায়। যে রাজা তাঁর প্রজাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার শিক্ষা না দিয়ে, কেবল তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করেন, তাঁকে প্রজাদের পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হয় এবং তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়।"

"অতএব হে প্রজাবৃন্দ! তোমাদের রাজার পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের জন্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে তোমাদের কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন কর এবং সর্বদা তোমাদের হৃদয়ে ভগবানের কথা চিন্তা কর। তা করলে তোমাদের নিজেদের হিতসাধন হবে এবং তোমাদের রাজাও পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে। আমি সমস্ত নির্মল-হৃদয় দেবতা, পিতৃ ও ঋষিদের অনুরোধ করছি যে, আপনারা আমার প্রস্তাব সমর্থন করুন, কারণ মৃত্যুর পর কর্মের ফল কর্তা, আদেশকর্তা ও সমর্থককে সমানভাবে ভোগ করতে হয়। হে পূজ্যবরগণ! প্রামাণিক শাস্ত্রের মতে, একজন পরম পুরুষ নিশ্চয়ই রয়েছেন যিনি আমাদের কর্মের ফল প্রদান করেন। তা না হলে কেন এমন কেন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, যাঁরা ইহলোকে ও পরলোকে অসাধারণ সৌন্দর্য ও শক্তিসম্পন্ন হন? তা কেবল বৈদিক প্রমাণের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়নি, মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত, আমার পিতামহ অঙ্গ প্রমুখ বহু মহাপুরুষের দ্বারা এবং প্রহ্লাদ মহারাজ, বলি প্রমুখ মহাজনদের দ্বারাও তা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন গদাধারী পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী আস্তিক। আমার পিতা এবং দুর্ভাগ্যবশত মৃত্যুর পৌত্র বেন প্রমুখ নিন্দনীয় ব্যক্তিরা ধর্মের পথে মোহগ্রস্ত হলেও, পূর্বোল্লিখিত মহাপুরুষেরা স্বীকার করেছেন যে, এই জগতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অথবা স্বর্গলোকে উন্নতির আশীর্বাদ কেবল পরমেশ্বর ভগবানই প্রদান করতে পারেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার

প্রতিক্রিয়ার ফলে, পূর্ণশক্তিই মানুষ অন্তহীন জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কলুষ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ থেকে উদ্ভূত গঙ্গার জলের মতো এই পন্থা তৎক্ষণাৎ মনকে নির্মল করে এবং তার ফলে তার পারমার্থিক চেতনা বা কৃষ্ণভক্তি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়। ভগবদ্ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় বাসনা অথবা মনোধর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হন এবং তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ভক্তিযোগের অনুশীলনের প্রভাবে দীর্ঘকাল হওয়ার ফলেই কেবল তা সম্ভব হয়। একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপ তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করলে, সেই ভক্তকে আর কখনও ত্রিতাপ দুঃখ-সমন্বিত এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।"

পৃথু মহারাজ তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিলেন—"তোমাদের কায়মনোবাক্য এবং তোমাদের বৃত্তিগত কর্মের ফল অর্পণ করার দ্বারা সর্বদা উদার চিত্তে ভগবানের সেবা কর। তোমাদের যোগ্যতা ও বৃত্তি অনুসারে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে, নিষ্কপটে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত হও। তা হলে তোমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্যসাধনে তোমরা সফল হবে। পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় এবং তিনি জড় জগতের দ্বারা কলুষিত নন। যদিও তিনি হচ্ছেন জড় বৈচিত্র্যবিহীন ঘনীভূত আত্মা, তবুও তিনি বিবিধ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, সংকল্প, দ্রব্যশক্তি ও নাম দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ বহু জীবের মঙ্গলের জন্য স্বীকার করেন। পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপ্ত, কিন্তু জড়া প্রকৃতি, কাল, বাসনা ও বৃত্তিগত কর্মের সমন্বয়ে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার শরীরেও তিনি প্রকাশিত। একই অগ্নি যেমন বিভিন্ন আকার ও আয়তনের কাঠ থেকে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনই বিভিন্ন প্রকার চেতনার বিকাশ হয়। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞফলের ঈশ্বর এবং ভোক্তা। তিনি পরম গুরুও। এই ভূমণ্ডলে সমস্ত প্রজারা যাঁরা আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যাঁরা স্বধর্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করছেন, তাঁরা আমার প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রদান করছেন। অতএব, হে প্রজাগণ! আপনাদের ধন্যবাদ। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁদের সহিষ্ণুতা, তপস্যা, জ্ঞান ও বিদ্যার বলে মহিমান্বিত হন। এই সমস্ত দিব্য সম্পদের প্রভাবে বৈষ্ণবেরা রাজকুল থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, রাজকুল যেন কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপর তাদের বিক্রম প্রদর্শন না করে এবং কখনও তাঁদের চরণে অপরাধ না করে। পুরাতন, শাশ্বত ও সমস্ত মহাপুরুষদের অগ্রণী পরমেশ্বর ভগবান ভুবন-পাবন যশরূপী ঐশ্বর্য লাভ করেছেন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের উপাসনার দ্বারা। সকলের হৃদয়ে বিরাজ করা সত্ত্বেও, সর্বতোভাবে স্বাধীন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং নিষ্কপটে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বংশধরদের সেবা করেন, কারণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করার দ্বারা হৃদয়ের কলুষ বিধৌত করে পরম শান্তি লাভ করা যায় এবং জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট হওয়া যায়। এই জগতে ব্রাহ্মণদের সেবা করার থেকে শ্রেষ্ঠ সকাম কর্ম নেই, কারণ যে-সমস্ত দেবতাদের জন্য নানা প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই দেবতারা তার ফলে প্রসন্ন হন। পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত যদিও বিভিন্ন দেবতাদের নামে নিবেদিত যজ্ঞের আহুতির মাধ্যমে আহার করেন, তবুও অগ্ন্যাদির মাধ্যমে আহার করার থেকে তত্ত্বজ্ঞ ঋষি ও ভক্তদের মুখের দ্বারা আহার করে তিনি অধিক তৃপ্তি অনুভব করেন, কারণ তিনি তখন ভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করেন না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণদের দিব্য স্থিতি শাশ্বতরূপে সুরক্ষিত হয়, কারণ সেই সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা, তপস্যা, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, মন ও ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ধ্যানের দ্বারা বৈদিক নির্দেশ পালন করা হয়। এইভাবে জীবনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, ঠিক যেমন স্বচ্ছ দর্পণে মুখ পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।"

"এখানে উপস্থিত ভদ্র ব্যক্তিগণ! আমি আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি, যাতে আমার জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা সর্বদা আমার মুকুটে ধারণ করতে পারি। যিনি এই প্রকার ধূলিকণা তাঁর মস্তকে ধারণ করতে পারেন, তিনি অতি শীঘ্র সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত বাঞ্ছিত সদ্গুণাবলী অর্জন করেন। যিনি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেছেন—যাঁর একমাত্র সম্পদ হচ্ছে তাঁর সৎ আচরণ, যিনি কৃতজ্ঞ এবং যিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাগত—তিনি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ প্রাপ্ত হন। আমি তাই কামনা করি যে, পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্ষদেরা যেন গাভীসহ আমার প্রতি প্রসন্ন হন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"পৃথু মহারাজের সেই সুন্দর বাণী শ্রবণ করে, সেই সভায় উপস্থিত সমস্ত দেবতা, পিতৃ, ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মারা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁরা সকলে ঘোষণা করেছিলেন যে, পুত্রের কার্যের দ্বারা পিতা স্বর্গলোক-সমূহ জয় করতে পারেন,—এই বিধান সার্থক হয়েছে, যেহেতু ব্রাহ্মণদের কোপে নিহত পাপী বেণও তার পুত্র মহারাজ পৃথুর দ্বারা অন্ধতামিস্র নরক থেকে নিস্তার পেল। তেমনই, হিরণ্যকশিপু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার পাপে নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তার মহান পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের প্রভাবে, সেও উদ্ধার লাভ করে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল।"

সমস্ত সাধু ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন—"হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে পৃথিবীর পিতা! আপনি দীর্ঘায়ু হোন, কারণ আপনি সমগ্র জগতের পতি অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ।"

শ্রোতারা বললেন—"হে মহারাজ পৃথু! আপনার কীর্তি পরম পবিত্র, কারণ ব্রাহ্মণদের প্রভু, পবিত্র কীর্তি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আপনি প্রচার করছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে, আমরা আপনাকে আমাদের প্রভুরূপে প্রাপ্ত হয়েছি এবং তাই আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা যেন প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয়ে বাস করছি। হে প্রভু! প্রজাপালন করাই আপনার ধর্ম। আপনার মতো মহাপুরুষের পক্ষে তা কোন আশ্চর্যজনক কার্য নয়, কারণ আপনি অত্যন্ত দয়ালু এবং সর্বদা প্রজাদের হিতসাধনে আগ্রহী। সেটিই আপনার চরিত্রের মাহাত্ম্য।"

নাগরিকেরা বললেন—"আজ আপনি আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন কিভাবে অন্ধকার অতিক্রম করা যায়। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম ও দৈবের ব্যবস্থাপনায় আমরা সকাম কর্মের জালে আটকে পড়েছি এবং জীবনের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি; তার ফলে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করছি। হে প্রভু! আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত, তাই আপনি পরমেশ্বর ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি। আপনি আপনার নিজের প্রভাবের দ্বারা মহিমান্বিত এবং এইভাবে আপনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবর্তন করার দ্বারা সমগ্র জগৎ পালন করছেন এবং ক্ষত্রিয়রূপে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করে আপনি সকলকে রক্ষা করছেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

চতুঃসনের সঙ্গে পৃথু মহারাজের মিলন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"প্রজারা যখন এইভাবে মহা-পরাক্রমশালী রাজা পৃথুর মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন সেখানে সূর্যের মতো তেজস্বী চারজন কুমার এসে উপস্থিত হলেন। সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর সেই চারজন কুমার গ্রহলোক-সমূহকে পবিত্র করে যখন আকাশ থেকে অবতরণ করছিলেন, তখন তাঁদের উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করে, রাজা ও তাঁর অনুচরেরা তাঁদের চিনতে পেরেছিলেন। চার কুমারদের দর্শন করে, পৃথু মহারাজ তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর অমাত্যগণ সহ

উত্থিত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। যখন সেই মহর্ষিগণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁদের যে স্বাগত জানানো হয়েছিল তা স্বীকার করে, রাজার দেওয়া আসন গ্রহণ করলেন, তখন মহারাজ পৃথু তাঁদের গৌরবের বশীভূত হয়ে, বিনয়াবনত মস্তকে তাঁদের পূজা করেছিলেন। তারপর রাজা কুমারদের পাদোদক তাঁর নিজের মস্তকে সিঞ্চন করেছিলেন। এই প্রকার সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণের দ্বারা কিভাবে একজন মহাত্মাকে সম্মান করতে হয়, তা রাজা একজন আদর্শ ব্যক্তিরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই চারজন মহর্ষি ছিলেন শিবের অগ্রজ এবং তাঁরা যখন স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন, তখন তাঁরা যজ্ঞবেদিতে ঠিক জ্বলন্ত অগ্নির মতো প্রতিভাত হচ্ছিলেন। পৃথু মহারাজ গভীর নম্রতা ও শ্রদ্ধা সহকারে অত্যন্ত সংযতভাবে বলতে শুরু করেছিলেন—হে প্রিয় মহর্ষিগণ! আপনারা সৌভাগ্যের মূর্তবিগ্রহ। আপনাদের দর্শন যোগীদেরও দুর্লভ। মানুষ কদাচিৎ আপনাদের দর্শন করতে পারে। আমি জানি না এমন কি শুভ কার্য আমি করেছিলাম, যার ফলে আমি আপনাদের দর্শন পেলাম। যাঁর উপর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা প্রসন্ন হন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অত্যন্ত দুর্লভ যে-কোন বস্তু প্রাপ্ত হতে পারেন। কেবল তাই নয়, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সঙ্গে থাকেন যে সর্ব-মঙ্গলময় শিব ও বিষ্ণু, তাঁরাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। যদিও আপনারা সমস্ত লোকে বিচরণ করেন, তবুও কেউই আপনাদের দেখতে পায় না, ঠিক যেমন সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজ করলেও পরমাত্মাকে কেউই জানতে পারে না। এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও পরমাত্মাকে জানতে পারেন না। গৃহাসক্ত ব্যক্তি যদি নির্ধনও হন, তবুও তাঁর গৃহে সাধু সমাগম হলে তিনি ধন্য হন। সেই গৃহস্বামী ও তাঁর সেবক সেই মহান অতিথিকে জল, আসন ও স্বাগত জানাবার সামগ্রী প্রদান করে ধন্য হন এবং সেই গৃহও ধন্য হয়। পক্ষান্তরে, যে গৃহস্থের গৃহে ভগবানের ভক্তের চরণ পড়ে না এবং যেখানে সেই চরণ ধোয়ার জল থাকে না, সেই গৃহ যদি সমস্ত ঐশ্বর্য এবং জাগতিক উন্নতিতে পরিপূর্ণও হয়, তবুও তা বিষধর সর্পসঙ্কুল বৃক্ষের মতো। পৃথু মহারাজ চতুঃসনদের দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আপনারা আপনাদের জন্ম থেকেই নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন এবং যদিও আপনারা মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তবুও আপনারা ছোট বালকের মতো রয়েছেন। পৃথু মহারাজ ঋষিদের কাছে সেই প্রকার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যারা তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে, এই ভয়ঙ্কর জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তারা কি কোন রকম সৌভাগ্য লাভ করতে পারে?"

"আপনারা সর্বদা চিন্ময় আনন্দে মগ্ন, তাই আপনাদের কুশল অথবা অকুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত নয়। মনোধর্ম-প্রসূত শুভ ও অশুভ আপনাদের মধ্যে নেই। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনাদের মতো মহর্ষিরা সংসারতাপে সন্তপ্ত ব্যক্তিদের একমাত্র সুহৃৎ। তাই আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, কিভাবে আমরা অচিরে এই জড় জগতে আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য-সাধন করতে পারি। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবদের উন্নতিসাধনে অত্যন্ত আগ্রহী এবং তাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনাদের মতো সকল সিদ্ধ ব্যক্তিরূপে পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার পৃথু মহারাজের অত্যন্ত সারগর্ভ, উপযুক্ত, মধুর ও শ্রুতিমধুর বচন শ্রবণ করে পরম প্রসন্নতা সহকারে ঈষৎ হেসে বলতে শুরু করলেন—হে পৃথু মহারাজ! আপনি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এই প্রকার প্রশ্ন সমস্ত জীবের পক্ষে লাভপ্রদ, বিশেষ করে সর্বদা অন্যদের হিতাকাঙ্ক্ষী আপনার মতো ব্যক্তি তা উত্থাপন করেছেন। যদিও আপনি সব কিছু জানেন, তবুও আপনি এই প্রশ্ন করেছেন, কারণ এটিই হচ্ছে সাধুদের আচরণ। এই প্রকার বুদ্ধি আপনার মতো ব্যক্তিরই উপযুক্ত। যখন ভগবদ্ভক্তদের সমাবেশ হয়, তখন তাঁদের আলোচনা, প্রশ্ন ও উত্তর শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই অভিপ্রেত হয়। তাই এই প্রকার সমাগম সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক এবং প্রকৃত সুখদায়ক।"

"হে রাজন! পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের মহিমা কীর্তনে আপনি ইতিমধ্যেই অনুরক্ত। এই প্রকার অনুরাগ অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রতি এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চিত শ্রদ্ধা লাভ করে, তখন আপনা থেকেই তার অন্তরের সমস্ত কামবাসনা বিদৌত হয়। শাস্ত্রে পূর্ণরূপে বিচারের দ্বারা নির্ণীত হয়েছে যে, মানব-সমাজের কল্যাণের চরম লক্ষ্য হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধিতে আসক্তি রহিত হওয়া এবং নির্গুণ ও চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি গভীর অনুরাগ লাভ করা। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে, তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও জীবনে ভক্তিযোগের পন্থা প্রয়োগ করার দ্বারা যোগেশ্বর ভগবানের আরাধনা এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করার ফলে, ভগবানের প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয়। এই সমস্ত কার্য পরম পবিত্র। পারমার্থিক জীবনে উন্নতিসাধন করতে হলে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরায়ণ ও অর্থলোলুপ ব্যক্তিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হয়। কেবল সেই প্রকার ব্যক্তিদেরই নয়, এমন কি যারা তাদের সঙ্গ করে, তাদের সঙ্গও পরিত্যাগ করতে হয়। মানুষের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে ভগবান শ্রীহরির মহিমারূপ অমৃত পান না করে সে থাকতে পারে না। এইভাবে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে, পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা যায়। পারমার্থিক উন্নতিসাধনে যিনি আগ্রহী, তাঁর পক্ষে অবশ্যই অহিংসা, আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ, সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলা স্মরণ, বিধি বাসনারহিত হয়ে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ পালন, এগুলি অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার সময়, কখনও অপরের নিন্দা করা উচিত নয়। ভক্তের কর্তব্য সরল জীবন যাপন করা এবং বিরোধী তত্ত্বের দ্বৈতভাবের দ্বারা বিচলিত না হওয়া। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেগুলি সর্বদা সহ্য করতে চেষ্টা করা। ভক্তের কর্তব্য নিরন্তর ভগবানের দিব্য গুণাবলী শ্রবণ দ্বারা ক্রমশ ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করা। ভগবানের লীলাসমূহ ভক্তের কর্ণভূষণ-স্বরূপ। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত হওয়ার দ্বারা, অনায়াসে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নৈষ্ঠিকী রতিলাভ করার ফলে এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার ফলে, জীব শরীরের অন্তঃস্থলে স্থিত হয়ে এবং পঞ্চভূতের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে, তার ভৌতিক পরিবেশকে দগ্ধীভূত করে, ঠিক যেমন কাঠ থেকে উৎপন্ন অগ্নি সেই কাঠকেই ভস্মীভূত করে দেয়। কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনারহিত হন এবং সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি বাহ্যিক ও অন্তরঙ্গভাবে সম্পাদিত কার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। আত্ম উপলব্ধির পূর্বে, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা আর তখন থাকে না। ঠিক যেমন স্বপ্ন ভেঙে গেলে, স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। আত্মা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়, তখন সে বিভিন্ন বাসনা সৃষ্টি করে এবং সেই কারণে সে উপাধিযুক্ত হয়। কিন্তু আত্মা যখন চিন্ময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তার ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন কার্যে রুচি থাকে না। বিভিন্ন কারণের ফলে মানুষ নিজের ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করে, ঠিক যেমন জল, তেল অথবা দর্পণে একই শরীরের প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়। মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় যখন সুখভোগের জন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন মন বিক্ষুব্ধ হয়। নিরন্তর ইন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তা করার ফলে, জীবের প্রকৃত চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হয়, ঠিক যেমন হ্রদের তীরোদ্ভূত কুশাদি তৃণ ধীরে ধীরে হ্রদের জল শোষণ করে নেয়। জীব যখন তার মূল চেতনা থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন সে তার পূর্বস্মৃতি স্মরণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অথবা তার বর্তমান স্থিতি বুঝতে পারে না। স্মৃতি যখন হারিয়ে যায়, তখন অর্জিত জ্ঞান এক ভ্রান্ত আধারের ভিত্তিতে আচরণ হয়। যখন তা হয়, তখন পণ্ডিতেরা তাকে আত্মার বিনাশ বলে মনে করেন। আত্ম উপলব্ধি থেকে অধিক প্রিয়তর অন্য কোন বস্তু আছে বলে মনে করাই, নিজের হিতসাধনে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। কিভাবে ধন উপার্জন করা যায় এবং তা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ব্যবহার করা যায়, সেই চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন থাকলে মানব-সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থ বিনষ্ট হয়। জ্ঞান ও ভক্তিরহিত হওয়ার ফলে, বৃক্ষ অথবা পাথর যোনিতে প্রবিষ্ট হতে হয়। যারা অজ্ঞান-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ঐকান্তিকভাবে অভিলাষী, তাদের কখনও তমোগুণের সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ ভোগবাসী কার্যকলাপ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। চতুর্বর্গের মধ্যে—অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে, মোক্ষকেই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ

করা উচিত। অন্য তিনটি বর্ণ প্রকৃতির কঠোর নিয়মে, মৃত্যুর দ্বারা বিনাশশীল। আমরা নিম্নতর স্তরের জীবন থেকে উচ্চতর স্তরের জীবনের পার্থক্য নিরূপণ করে তাকে আশীর্বাদ বলে মনে করি, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই প্রকার ভেদভাব জড়া প্রকৃতির গুণের বিষক্রিয়ার সম্পর্কে বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের এই সমস্ত অবস্থার কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নেই, কারণ পরম নিয়ন্তার দ্বারা তা সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।"

সনৎকুমার রাজাকে উপদেশ দিলেন—"অতএব, হে পৃথু মহারাজ, যিনি হৃদয় ও অন্তর প্রত্যেক জীবের শরীরে জীবাত্মার সঙ্গে বিরাজ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চেষ্টা করুন। জীবাত্মা স্থূল জড় শরীর এবং প্রাণ ও বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত। পরমেশ্বর ভগবান এই শরীরের ভিতর কার্য ও কারণের সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে, নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু যিনি বিবেকের দ্বারা মায়াকে অতিক্রম করেছেন এবং যার ফলে রজ্জুকে সর্প বলে মনে করার ভ্রম দূর হয়, তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমাত্মা চিরকাল জড় সৃষ্টির অতীত এবং তিনি বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত। এইভাবে ভগবান সমস্ত জড় কলুষের অতীত এবং কেবল তাঁরই শরণাগত হওয়া উচিত। যে সমস্ত ভক্তরা নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অনুভূতির সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা অনায়াসে সকাম কর্মের বাসনারূপ গ্রন্থির বন্ধন থেকে মুক্ত হন। যেহেতু তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই জ্ঞানী ও যোগী আদি অভক্তরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বৃত্তি রোধ করার কঠোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও সফল হতে পারে না। তাই আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, বসুদেবের তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হোন। অজ্ঞানের সমুদ্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা ভয়ঙ্কর নক্র-কুম্ভীরসঙ্কুল। অভক্তরা যদিও সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করে, তবুও আমি আপনাকে বলছি যে, সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মরূপী নৌকার আশ্রয় অবলম্বন করুন। এই সমুদ্র যদিও অত্যন্ত দুস্তর, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে আপনি অনায়াসে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতে পারবেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"ব্রহ্মার পুত্র আত্ম-তত্ত্ববেত্তা সনৎকুমারের দ্বারা এইভাবে পূর্ণরূপে পারমার্থিক জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে, পৃথু মহারাজ নিম্নলিখিত শব্দে তাঁদের আরাধনা করেছিলেন।"

রাজা বললেন—"হে ব্রাহ্মণ! হে শক্তিমান! পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণু আমার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, আপনারা আমার গৃহে আসবেন। তাঁর সেই আশীর্বাদ পূর্ণ করার জন্য আপনারা সকলে এখানে এসেছেন। হে ব্রাহ্মণ আপনারা ভগবানেরই মতো কৃপালু, তাই আপনারা তাঁর আদেশ পূর্ণরূপে পালন করেছেন। আপনাদের কিছু দান করা আমার কর্তব্য, কিন্তু আমার কাছে যা রয়েছে, তা সাধুদের উচ্ছিষ্ট-স্বরূপ। অতএব আপনাদের আমি কি দান করব? অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! আমার জীবন পত্নী, পুত্র, গৃহ, গৃহস্থালির সমস্ত সামগ্রী, আমার রাজ্য, বল, ভূমি এবং বিশেষরূপে আমার রাজকোষ সবই আমি আপনাদের নিবেদন করলাম।

যেহেতু বৈদিক জ্ঞানসমন্বিত ব্যক্তিই কেবল সেনাপতি, রাজ্যশাসক, দণ্ডদাতা ও সমগ্র গ্রহলোকের অধিপতি হওয়ার যোগ্য, তাই পৃথু মহারাজ সব কিছু কুমারদের নিবেদন করেছিলেন। ব্রাহ্মণের কৃপায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা তাদের আহার প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণেরাই কেবল তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি ভোগ করেন, তাঁদের নিজেদের বস্ত্র পরিধান করেন এবং তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি অপরকে দান করেন।"

পৃথু মহারাজ বললেন—"যাঁরা ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করার দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির পন্থা বিশ্লেষণ করে অন্তহীন সেবা করেছেন এবং বৈদিক প্রমাণের উপর পূর্ণ বিশ্বাস-সমন্বিত যাঁদের ব্যাখ্যা আমাদের জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, তাঁদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য অঞ্জলি ভরে কেবল জল দেওয়া ছাড়া আর আমাদের কি দেওয়ার আছে? এই প্রকার মহাপুরুষেরা তাঁদের নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারাই কেবল সন্তুষ্ট হতে পারেন, যা তাঁদের অন্তহীন করুণার ফলে, মানব-সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"এইভাবে পৃথু মহারাজের দ্বারা পূজিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির উপদেষ্টা চার

কুমারগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা রাজার গুণের প্রশংসা করতে করতে সর্বসমক্ষে আকাশমার্গে উদিত হয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ তাঁর যথার্থ উপলব্ধিতে স্থির হওয়ার ফলে, মহাপুরুষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। পারমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করার ফলে, তিনি আত্মতৃপ্ত হয়েছিলেন। আত্মতুষ্ট হওয়ার ফলে পৃথু মহারাজ সময়, স্থান, শক্তি ও আর্থিক স্থিতি অনুসারে, যথাসম্ভব পূর্ণতা সহকারে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। এই সমস্ত কার্যে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। এইভাবে তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। পৃথু মহারাজ নিজেকে জড়া প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাসরূপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সমস্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পিত হয়েছিল এবং তিনি সর্বদা নিজেকে সর্বেশ্বর ভগবানের দাসরূপে মনে করতেন। পৃথু মহারাজ, যিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির ফলে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, তিনি একজন গৃহস্থরূপে গৃহে অবস্থান করেছিলেন। যেহেতু তিনি কখনও তাঁর ঐশ্বর্য নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে চাননি, তাই তিনি সর্বদা অনাসক্ত ছিলেন, ঠিক যেমন সূর্য সমস্ত অবস্থাতেই অপ্রভাবিত থাকে। ভগবদ্ভক্তির মুক্ত অবস্থায় স্থিত হয়ে, পৃথু মহারাজ কেবল ভগবৎ সেবারূপ কর্মই সম্পাদন করেননি, তাঁর পত্নী অর্চির গর্ভে তিনি পাঁচটি পুত্রসন্তানও উৎপাদন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে, তাঁর সেই পুত্রদের লাভ করেছিলেন। বিজিতাশ্ব, ধূম্রকেশ, হর্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামক পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করার পরেও, পৃথু মহারাজ এই পৃথিবীর উপর রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। অন্য সমস্ত লোকের শাসনকর্তা দেবতাদের সমস্ত গুণ তিনি ধারণ করেছিলেন।"

"যেহেতু পৃথু মহারাজ পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি সমস্ত নাগরিকদের স্ব-স্ব বাসনা অনুসারে তাদের মনোরঞ্জন-বিধান করার মাধ্যমে, ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী, মন, কর্ম ও স্নিগ্ধ আচরণের দ্বারা সর্বতোভাবে তাদের প্রসন্ন রাখতেন। পৃথু মহারাজ চন্দ্রলোকের রাজা সোমরাজের মতো প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সূর্য যেমন তাপ ও আলোক বিতরণ করে এবং সেই সঙ্গে জল শোষণ করে, ঠিক তেমনই পৃথু মহারাজ কঠোর শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা প্রজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করে, যথাসময়ে তাদের তা দান করতেন। পৃথু মহারাজ এতই প্রবল এবং শক্তিমান ছিলেন যে, তাঁর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারোর ছিল না। তিনি ছিলেন অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ তেজস্বী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মতো দুর্জয় বলশালী। অপর পক্ষে, পৃথু মহারাজ আবার পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল এবং স্বর্গের মতো সকলের অভীষ্টপ্রদ ছিলেন। মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে সকলের তৃপ্তিসাধন করে, তেমনই পৃথু মহারাজ প্রজাদের অভাব মোচন করে তাদের সন্তোষ-বিধান করতেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের মতো গম্ভীর এবং তাই তাঁর অভিপ্রায় কেউ জানতে পারত না এবং তাঁর সংকল্প ছিল পর্বতরাজ সুমেরুর মতো অটল। পৃথু মহারাজের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যা ছিল ঠিক যমরাজের মতো। তাঁর ঐশ্বর্য ছিল হিমালয় পর্বতের মতো, যেখানে সব রকম মূল্যবান মণিরত্ন ও ধাতু সঞ্চিত রয়েছে। তাঁর ধন-সম্পদ ছিল স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের মতো এবং গোপন রহস্য সংরক্ষণে তিনি ছিলেন ঠিক বরুণদেবের মতো। দেহের শক্তি এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে মহারাজ পৃথু ছিলেন সর্বত্র গমনক্ষম বায়ুর মতো শক্তিশালী। তাঁর অসহ্য বিক্রম ছিল শিব বা সদাশিবের অংশ সর্ব-শক্তিমান রুদ্রের মতো। সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন কন্দর্পের মতো এবং তিনি ছিলেন সিংহের মতো নির্ভীক। বাৎসল্যে তিনি ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর মতো এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল ব্রহ্মার মতো। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে পৃথু মহারাজ সমস্ত সৎ গুণাবলী প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল ঠিক বৃহস্পতির মতো। আত্ম-সংযমে তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের মতো। ভক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন গাভী, গুরু ও ব্রাহ্মণদের প্রতি আসক্ত ভক্তদের মহান অনুগামী। তিনি ছিলেন লজ্জাশীল এবং তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত বিনয়। আর পরোপকারের জন্য তিনি এমনভাবে কার্য করতেন যে, মনে হত তিনি যেন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে

কার্য করলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যবর্তী লোকের সর্বত্র পৃথু মহারাজের যশ উচ্চস্বরে কীর্তিত হয়েছিল এবং সমস্ত স্ত্রী ও সাধুরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিলেন, যা ছিল শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তির মতোই মধুর।"

ঙ ঙ ঙ

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"তাঁর জীবনের অন্তিম অবস্থায়, পৃথু মহারাজ যখন দেখলেন যে, তিনি বৃদ্ধ হতে চলেছেন, তখন সেই মহাপুরুষ, যিনি সমগ্র পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তিনি স্থাবর ও জঙ্গম তাঁর সমস্ত সম্পদ সমস্ত জীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। তিনি ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সকলের বৃত্তি নির্ধারণ করেছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করে তাঁর পূর্ণ অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রদের হাতে তাঁর কন্যাসদৃশা পৃথিবীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিলেন। তার পর পৃথু মহারাজ তাঁর বিরহে কাতর ও ক্রন্দনরত প্রজাদের ত্যাগ করে তপস্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর পত্নীসহ একাকী বনে গমন করেছিলেন। গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে পৃথু মহারাজ বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালন করেছিলেন এবং বনে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পূর্বে তিনি রাজ্যশাসন কার্যে এবং পৃথিবী জয় করার ব্যাপারে যে ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, এই ব্যাপারেও তিনি সেই ঐকান্তিকতা সহকারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তপোবনে, পৃথু মহারাজ কখনও কন্দমূল, ফল, কখনও শুষ্ক পত্র আহার, কখনও বা কেবল জল পান করে কয়েক পক্ষকাল অতিবাহিত করতেন। অবশেষে কেবল বায়ু ভক্ষণ করে তিনি জীবন ধারণ করেছিলেন। বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম এবং মহান ঋষি ও মুনিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, পৃথু মহারাজ গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির তাপ সহ্য করেছিলেন, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থেকে বর্ষার ধারাসম্পাত সহ্য করেছিলেন এবং শীতকালে আকণ্ঠ জলমগ্ন থেকেছিলেন। তিনি ভূমিতেও শয়ন করতেন। পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী সংযত করে জিতেন্দ্রিয়, ঊর্ধ্বরেতা ও জিতশ্বাস হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্যই কেবল এই সমস্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এইভাবে কঠোর তপস্যা করার ফলে, পৃথু মহারাজ ক্রমশ আধ্যাত্মিক জীবনে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং সকাম কর্মের সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করার জন্য তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি সমস্ত সকাম কর্মের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে সনৎকুমারের উপদেশ অনুসারে, নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথু পারমার্থিক উন্নতিসাধনের পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বিধিনিষেধ পালন করে পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেমের উদয়ে, তিনি অবিচলিত ভক্তি লাভ করেছিলেন।"

"নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, পৃথু মহারাজের মন চিন্ময় শুদ্ধ হয়েছিল এবং তাই তিনি নিরন্তর ভগবানের চরণারবিন্দের চিন্তায় মগ্ন হতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। এইভাবে তিনি অহঙ্কার ও জড়-জাগতিক জীবনের ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ যখন সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন। এইভাবে পরমাত্মার কাছ থেকে সমস্ত আদেশ লাভ করতে সমর্থ হয়ে, তিনি যোগ ও জ্ঞানের অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কি ধ্যান ও যোগের সিদ্ধিতেও তাঁর কোন রুচি ছিল না, কারণ তিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং যোগী ও জ্ঞানীরা যদি কৃষ্ণকথার প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তা হলে সংসার সম্বন্ধে তাদের ভ্রম কখনও দূর হবে না।"

"তারপর যখন পৃথু মহারাজের দেহত্যাগ করার সময় উপস্থিত হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে স্থির করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত হয়ে, তিনি তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন। পৃথু মহারাজ এক বিশেষ যৌগিক আসনে বসে তাঁর পায়ের গোড়ালির দ্বারা গুহ্যদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন এবং প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে প্রথমে নাভিদেশের চক্রে, তারপর হৃদদেশের চক্রে, তারপর কণ্ঠের চক্রে এবং অবশেষে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী চক্রে উত্তোলন করেছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন করেছিলেন। তখন তাঁর সমস্ত জড় বাসনা সমাপ্ত হয়েছিল। তারপর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বায়ুতে, তাঁর দেহের কঠিন অংশকে সমগ্র পৃথিবীতে এবং তাঁর দেহের অগ্নিকে সমগ্র অগ্নিতে লীন করেছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রগুলিকে আকাশে, রক্ত আদি দেহের তরল অংশকে সমগ্র জলে লীন করেছিলেন। তারপর তিনি পৃথিবীকে জলে, জলকে অগ্নিতে, অগ্নিকে বায়ুতে এবং বায়ুকে আকাশে লয় করেছিলেন। তিনি স্থিতি অনুসারে, মনকে ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের উৎপত্তিস্থল তন্মাত্রে যোজন করেছিলেন। তারপর তিনি তন্মাত্রকে অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে যোজিত করেছিলেন। তারপর পৃথু মহারাজ জীবরূপে সম্পূর্ণ উপাধি মুক্ত পরম নিয়ন্তাকে অর্পণ করেছিলেন। যে উপাধির দ্বারা জীব বদ্ধ হন, সেই সমস্ত উপাধি থেকে তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে, তিনি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বা প্রভুরূপে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।"

"পৃথু মহারাজের পত্নী মহারাণী অর্চি ছিলেন অত্যন্ত কোমলাঙ্গী, তিনি তাঁর পতির অনুগামিনী হয়ে বনে গমন করেছিলেন। যদিও তাঁর বনে বাস করার প্রয়োজন ছিল না, তবুও তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর চরণ-কমলের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করেছিলেন। মহারাণী অর্চি যদিও এই প্রকার কষ্টে অভ্যস্ত ছিলেন না, তবুও তিনি মহর্ষির মতো বনবাসী তাঁর পতির অনুগমন করেছিলেন। তিনি ভূমিতে শয়ন করতেন এবং কেবল ফল, ফুল ও পাতা ভক্ষণ করতেন এবং যেহেতু তিনি তাতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর পতির সেবা করে তিনি যে আনন্দ লাভ করতেন, তার ফলে তাঁর কোন প্রকার ক্লেশের অনুভূতি হত না। মহারাণী অর্চি যখন দেখলেন যে, তাঁর পতি, যিনি তাঁর প্রতি এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তিনি জীবনের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করছেন না, তখন অল্পকাল তিনি বিলাপ করেছিলেন এবং তারপর এক পর্বত-শিখরে চিতা রচনা করে তাঁর পতির দেহ স্থাপন করেছিলেন। তারপর মহারাণী অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। নদীর জলে স্নান করে, তিনি তাঁর পতির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। তারপর আকাশস্থ দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করে এবং তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে, তাঁর পতির পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে তিনি চিতাগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন। মহান রাজা পৃথুর পতিব্রতা পত্নী অর্চির এই বীরত্বপূর্ণ কার্য দর্শন করে হাজার হাজার দেবপত্নীরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের পতিগণ-সহ রাণীর স্তুতি করেছিলেন। সেই সময় দেবতারা মন্দর পর্বতের শিখরে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের পত্নীরা সেই চিতার উপর পুষ্পবৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে এইভাবে কথোপকথন করেছিলেন—ধন্যা অর্চি ধন্যা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের সম্রাট মহারাজ পৃথুর এই পত্নী তাঁর কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছেন, ঠিক যেভাবে লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সেবা করেন। দেখ কিভাবে সতী অর্চি তাঁর অচিন্ত্য পুণ্যকর্মের প্রভাবে, এখনও তাঁর পতির অনুগমন করে, যতদূর পর্যন্ত আমরা

দেখতে পারি, উর্ধ্বগামিনী হচ্ছেন। এই জড় জগতে প্রতিটি মানুষের আয়ু অত্যন্ত অল্প, কিন্তু যাঁরা ভগবানের সেবার যুক্ত, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। অতএব তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুক্তির পথে অবস্থিত। এই প্রকার ব্যক্তিদের কাছে কোন কিছুই দুর্লভ নয়। যে-ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে, এই পৃথিবীতে ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ মনুষ্য-জন্ম লাভ করেও অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে, তাকে অবশ্যই আত্মদ্রোহী এবং বঞ্চিত বলে বিবেচনা করতে হবে।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! স্বর্গের দেবতাদের পত্নীরা যখন নিজেদের মধ্যে এইভাবে কথাবার্তা বলছিলেন, তখন মহারানী অর্চি সেই লোকে পৌঁছেছিলেন, যে-লোকটি আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর পতি পৃথু মহারাজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবানের মহারাজ পৃথু ছিলেন অত্যন্ত শক্তিমান এবং তাঁর চরিত্র ছিল উদার, চমৎকার ও মহৎ। তাই আমি তাঁর কথা তোমার কাছে যথাসাধ্য বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি পৃথু মহারাজের মহান চরিত্র শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, অথবা শ্রবণ করেন অথবা অন্যদের তা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে পৃথু মহারাজের লোক প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ তিনিও ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে যাবেন। পৃথু মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় সারা পৃথিবীর রাজা হন, বৈশ্য অন্য বৈশ্য ও পশুদের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন এবং শূদ্র শ্রেষ্ঠ ভক্ত হন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পৃথু মহারাজের এই কাহিনী শ্রবণ করলে পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রলাভ করবেন এবং নির্ধন ব্যক্তি ধনীশ্রেষ্ঠ হবেন। এই বৃত্তান্ত তিনবার শ্রবণ করলে, যশহীন ব্যক্তি অত্যন্ত যশস্বী হবেন এবং মূর্খ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত হবেন। অর্থাৎ, পৃথু মহারাজের বৃত্তান্ত এতই মঙ্গলজনক যে, তা সমস্ত অমঙ্গল দূর করে। পৃথু মহারাজের কাহিনী শ্রবণ করে মানুষ মহান হতে পারে, আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে, স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে এবং কলিযুগের কলুষ নাশ করতে পারে। অধিকন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পথেও উন্নতিসাধন করতে পারে। অতএব, এই সমস্ত বিষয়ে আগ্রহশীল জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র পাঠ করেন এবং শ্রবণ করেন। শাসন ক্ষমতা ও জয়লাভে ইচ্ছুক কোনও রাজা যদি পৃথু মহারাজের কাহিনী তিনবার উচ্চারণ করে তাঁর রথে চড়ে যাত্রা করেন, তা হলে তাঁর আদেশে অন্য সমস্ত রাজারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে কর প্রদান করবেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা পৃথু মহারাজকে তাঁর আদেশ মাত্রই কর প্রদান করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন পন্থা পালন করে চিন্ময় পদে স্থিত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হতে পারেন, তবুও ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদন করার সময়, পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে নিজে শ্রবণ করা, পাঠ করা এবং অন্যদের শ্রবণ করানো তাঁর অবশ্য কর্তব্য।"

"হে বিদুর! আমি যথাসাধ্য পৃথু মহারাজের চরিত্র কীর্তন করলাম, যা ভক্তবৃত্তি বৃদ্ধি করে। যিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, তিনিও পৃথু মহারাজের মতো ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। যিনি পৃথু মহারাজের কার্যকলাপের বৃত্তান্ত নিয়মিতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করেন, কীর্তন করেন এবং বর্ণনা করেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ নিশ্চিতভাবে বর্ধিত হবে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ভবসাগর-সমুদ্র পার হওয়ার তরণিস্বরূপ।"

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

রুদ্রগীত কীর্তন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"মহারাজ পৃথুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব, যিনি তাঁর পিতারই মতো যশস্বী ছিলেন, তিনি রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দিক আধিপত্য করতে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। মহারাজ বিজিতাশ্ব তাঁর ভ্রাতা হর্যক্ষকে পৃথিবীর পূর্ব দিক, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ দিক, বৃককে পশ্চিম দিক এবং দ্রবিণকে উত্তর দিক প্রদান করেছিলেন। পূর্বে, মহারাজ বিজিতাশ্ব দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, তাঁর কাছ থেকে অন্তর্ধান বিদ্যা প্রাপ্ত হয়ে অন্তর্ধান উপাধি লাভ করেন। শিখণ্ডিনী নামক পত্নীর গর্ভে তিনি তিনটি অতি উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন। মহারাজ অন্তর্ধানের তিনটি পুত্রের নাম ছিল—পাবক, পবমান ও শুচি। পূর্বে এই তিনজন ছিলেন অগ্নির দেবতা, কিন্তু মহর্ষি বসিষ্ঠের অভিশাপের ফলে তাঁরা মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা ছিলেন অগ্নিদেবের মতো শক্তিমান এবং তাঁরা যোগবলে পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধানের নভস্বতী নামক আর এক পত্নী ছিলেন এবং তাঁর গর্ভে তিনি হবির্ধান নামক আর একটি পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধান যেহেতু ছিলেন অত্যন্ত উদার, তাই ইন্দ্র তাঁর পিতার যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করছেন জেনেও তিনি তাঁকে হত্যা করেননি। রাজার বৃত্তি অনুসারে, অন্তর্ধানকে যখন প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হত, দণ্ডদান করতে হত অথবা শুল্ক গ্রহণ করতে হত, তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে তিনি তা করতে চাইতেন না। তার ফলে এই প্রকার কর্তব্য কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেও, আত্ম-তত্ত্ববেত্তা হওয়ার ফলে তিনি অত্যন্ত সুনিপুণ সহকারে ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে মহারাজ অন্তর্ধান সমাধিমগ্ন হয়ে অনায়াসে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্র হবির্ধানের পত্নীর নাম ছিল হবির্ধানী, যিনি বর্হিষৎ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামক ছয়টি পুত্রের জন্মদান করেছিলেন।"

"হে বিদুর! হবির্ধানের অত্যন্ত শক্তিমান পুত্র বর্হিষৎ বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি হঠযোগের অভ্যাসেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রভাবে, তিনি প্রজাপতিরূপেও পরিচিত হয়েছিলেন। মহারাজ বর্হিষৎ পৃথিবীর সর্বত্র বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার প্রভাবে পূর্বাভিমুখ কুশ দ্বারা ধরণীতল আচ্ছাদিত হয়েছিল। মহারাজ বর্হিষৎ, যিনি প্রাচীনবর্হি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি দেবদেব ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং তিনি ছিলেন নবযৌবন-সম্পন্না। সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে, বিবাহের সময় তিনি যখন অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন অগ্নিদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে কামনা করেছিলেন, ঠিক যেমন তিনি পূর্বে শুকীকে অভিলাষ করেছিলেন। শতদ্রুতির বিবাহের সময় অসুর, গন্ধর্ব, মুনি, সিদ্ধ, নর ও নাগেরা অত্যন্ত মহান হলেও, সকলেই তাঁর নূপুরের কিঙ্কিণী ধ্বনির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। মহারাজ প্রাচীনবর্হি শতদ্রুতির গর্ভে দশটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই সমানভাবে ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁদের সকলেরই নাম ছিল প্রচেতা। বিবাহ করে সন্তান উৎপাদনের জন্য পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, প্রচেতারা সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সমস্ত তপস্যার পতি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। যখন প্রাচীনবর্হির সমস্ত পুত্র তপস্যা করার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে মহাদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক তাঁদের পরম তত্ত্বজ্ঞান

প্রদর্শন করুন, কারণ ভক্তদের আরাধ্য সেই রূপই কেবল ইন্দ্রিয়ের সমস্ত আবেদনগুলি পূর্ণরূপে তৃপ্ত করতে পারে। ভগবানের রূপ বর্ষার সুস্নিগ্ধ মেঘের মতো শ্যামবর্ণ। বর্ষার ধারা যেমন স্নিগ্ধ, তাঁর দেহের সৌন্দর্যও তেমন স্নিগ্ধ। নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি। ভগবানের চতুর্ভুজ ও পদ্ম-পলাশের মতো নেত্রসমন্বিত তাঁর মুখমণ্ডল অপূর্ব সুন্দর। তাঁর নাসিকা উন্নত, তাঁর হাসি অত্যন্ত মনোহর, তাঁর কপোল অত্যন্ত সুন্দর এবং সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত তাঁর কর্ণযুগল সমানভাবে সুন্দর। তাঁর উদার ও প্রীতিপূর্ণ হাস্য এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি নেত্রান্ত থেকে তির্যকভাবে দৃষ্টিপাতের ফলে, ভগবান অপূর্ব সুন্দর। তাঁর কৃষ্ণ কেশদাম কুঞ্চিত এবং পদ্মফুলের কেশরের মতো তাঁর পীতবর্ণ বসন বাতাসে যেন উড়ছে। তাঁর উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল, মুকুট, বলয়, হার, নূপুর, মেখলা এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম সহ অন্যান্য অলংকার-সমূহ তাঁর বক্ষের কৌস্তুভ-মণির স্বাভাবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। ভগবানের স্কন্ধদেশ ঠিক সিংহের মতো। সেই স্কন্ধদেশে ফুলের মালা, কণ্ঠহার ও মণিমালা সর্বদা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে। এগুলি ছাড়াও রয়েছে কৌস্তুভ-মণির সৌন্দর্য আর ভগবানের শ্যাম বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন, যা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। এই উজ্জ্বল শ্রীবৎস-চিহ্ন স্বর্ণ-রেখাঙ্কিত কষ্টিপাথরের সৌন্দর্যকেও তিরস্কার করছে। ভগবানের উদর ত্রিবলি-রেখায় শোভিত। তা অশ্বত্থ পত্রের মতো গোল এবং তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে, সেই উদর অত্যন্ত সুন্দরভাবে কম্পিত হয়। ভগবানের নাভিদেশ এত গভীর যে, মনে হয় যেন সেখান থেকে সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হয়ে পুনরায় সেখানেই প্রবেশ করতে চায়। ভগবানের কোমরের নিম্নভাগ শ্যামবর্ণ এবং তা পীতবর্ণ বস্ত্র ও স্বর্ণনির্মিত মেখলার দ্বারা সুশোভিত। তাঁর পাদপদ্ম, জঙ্ঘা, উরুদ্বয় ও জানুযুগল পরস্পর সমান এবং অপূর্ব সুন্দর। তাঁর সমস্ত শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত। হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম-যুগল শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মতো এবং আপনার সেই পাদপদ্মের নখরাজির দীপ্তি বদ্ধ জীবদের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান! আপনি আমাকে কৃপাপূর্বক আপনার সেই রূপ প্রদর্শন করুন, যা ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান! আপনি সকলের পরম গুরু, অতএব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমস্ত বদ্ধ জীব আপনার কাছ থেকে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারে।"

"হে ভগবান! যাঁরা তাঁদের জীবন পবিত্র করতে চান, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা। যাঁরা তাঁদের স্বধর্ম অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং যাঁরা ভয় থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁদের এই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। হে ভগবান! স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রও জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি লাভে অভিলাষী। তেমনই, আপনি ব্রহ্মবাদীদেরও চরম লক্ষ্য। কিন্তু, তাদের পক্ষে আপনাকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, অথচ যাঁরা আপনার ভক্ত, তাঁরা আপনাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হতে পারেন। হে ভগবান! ভগবদ্ভক্তি মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু এই ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। কেউ যদি জীবনের সিদ্ধিলাভের বিষয়ে প্রকৃতই নিষ্ঠাপরায়ণ হন, তা হলে আত্ম-উপলব্ধির অন্য পন্থা তিনি কেন গ্রহণ করবেন? আপনার কাল কেবলমাত্র তাঁর ভ্রুকুটি বিলাসের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করে। কিন্তু যাঁরা সম্পূর্ণরূপে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত ভক্ত, তাঁদের কাছে তা ভয়ের কারণ হতে পারে না। কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে ক্ষণার্ধের জন্যও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভের সুযোগ পান, তা হলে আর তাঁর স্বর্গ ও জ্ঞানের ফলের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। তা হলে যে সমস্ত দেবতারা জন্ম ও মৃত্যুর নিয়মাধীন, তাঁদের কাছ থেকে বর লাভ করার প্রতি তাঁর কি আর আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে? হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত মঙ্গলের উৎস এবং সমস্ত পাপের কলুষ বিনাশকারী। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনি যেন আমাকে আপনার ভক্তদের সঙ্গলাভের আশীর্বাদ করেন, যাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার ফলে, সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছেন এবং যাঁরা বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। আমি মনে করি যে, আপনার এই প্রকার ভক্তদের সঙ্গ করার সৌভাগ্যই হবে আমার প্রতি আপনার প্রকৃত আশীর্বাদ।"

"যে ভক্তের হৃদয় ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে এবং যিনি ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করেছেন, তিনি কখনও অন্ধকূপ-সদৃশ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হন না। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে, ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আপনার নাম, যশ, রূপ, কার্যকলাপ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। হে ভগবান! নির্বিশেষ ব্রহ্ম সূর্য কিরণের মতো অথবা আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত। সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত এবং যাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, তা আপনিই। হে ভগবান! আপনার বহু প্রকার শক্তি রয়েছে এবং সেই সমস্ত শক্তিগুলি নানারূপে প্রকাশিত। সেই শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এমনভাবে তা আপনি পালন করছেন যে, মনে হয় তা যেন চিরস্থায়ী, কিন্তু তবুও চরমে আপনি তা ধ্বংস করেন। যদিও আপনি এই প্রকার পরিবর্তনের দ্বারা কখনও একটুও বিচলিত হন না, তবুও জীবেরা তার ফলে বিচলিত হয় এবং তাই তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎ আপনার থেকে ভিন্ন। হে ভগবান! আপনি সর্বদা স্বতন্ত্র এবং তা আমি স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারি। হে ভগবান! আপনার বিশ্বরূপ পঞ্চ তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং আপনার অংশ সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার দ্বারা রচিত। ভক্ত ব্যতীত অন্য যোগীরা, যথা কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীরা তাদের নিজ নিজ স্থিতিতে অবস্থিত থেকে, তাদের কার্যকলাপের দ্বারা আপনার আরাধনা করে। বেদে, তন্ত্রে ও অন্যান্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল আপনিই আরাধ্য। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এটিই হচ্ছে পরম সিদ্ধান্ত।"

"হে ভগবান! আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ একমাত্র পরম পুরুষ। এই জড় জগৎ সৃষ্টির পূর্বে, আপনার মায়াশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যখন আপনার মায়াশক্তি ক্ষোভিত হয়, তখন সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটি গুণ সক্রিয় হয় এবং তার ফলে মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, আগুন, জল, মাটি, বিভিন্ন দেবতা ও ঋষিগণ প্রকট হন। এইভাবে জড় জগতের সৃষ্টি হয়। হে ভগবান! আপনার নিজ শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করার পর, আপনি চারটি রূপে এই সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন। সমস্ত জীবের অন্তরতমে অবস্থিত হয়ে আপনি তাদের জানেন এবং কিভাবে তারা তাদের ইন্দ্রিয় উপভোগ করছে তাও জানেন। এই জড় জগতের তথাকথিত সুখভোগ ঠিক মৌমাছির মৌচাকে সঞ্চিত মধু আস্বাদন করার মতো। হে ভগবান! আপনার পরম ঈশ্বরত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় না, কিন্তু এই জগতে যে সবকিছু কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তা দেখে তা অনুমান করা যায়। কালের বেগ অত্যন্ত প্রচণ্ড এবং সবকিছুই অন্য কিছুর দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—ঠিক যেমন একটি পশু আর একটি পশুকে আহার করে। বায়ু যেমন আকাশের মেঘকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, ঠিক সেইভাবে কাল সবকিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। হে ভগবান! এই জড় জগতে সমস্ত জীবই বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রমত্ত এবং তারা সর্বদাই কিছু না কিছু করার বাসনায় ব্যস্ত। তার কারণ হচ্ছে দুর্দমনীয় লোভ। জড়-জাগতিক সুখভোগের জন্য এই লোভ জীবের মধ্যে সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান আপনি কালরূপে তাদের আক্রমণ করেন, ঠিক যেভাবে একটি সর্প অনায়াসে একটি মূষিককে গ্রাস করে।"

"হে ভগবান! যে-কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই জানেন যে, আপনার আরাধনা না করলে সমগ্র জীবন ব্যর্থ হয়। সেই কথা জানা সত্ত্বেও, কিভাবে তিনি আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা ত্যাগ করতে পারেন? এমন কি আমাদের পিতা এবং গুরুদেব ব্রহ্মাও নির্দ্বিধায় আপনার আরাধনা করেছেন এবং চতুর্দশ মনুগণও তাঁর পন্থা অনুসরণ করেছেন। হে ভগবান! যে-সমস্ত মানুষ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান, তাঁরা আপনাকে পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে জানেন। যদিও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চরমে সব কিছুর সংহারকারী রুদ্রের ভয়ে ভীত, কিন্তু আপনার জ্ঞানবান ভক্তের কাছে আপনিই হচ্ছেন নির্ভয় আশ্রয়। হে রাজপুত্রগণ! তোমরা সকলে বিশুদ্ধ হৃদয়ে তোমাদের স্বধর্মোচিত কর্তব্য সম্পাদন কর। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মন স্থির করে তোমরা এই মন্ত্র জপ কর। তার ফলে ভগবান তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন এবং তাতে তোমাদের সর্বতোভাবে মঙ্গল হবে। অতএব, হে রাজকুমারগণ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি তোমাদের হৃদয়েও অবস্থিত। অতএব সর্বক্ষণ তাঁর মহিমা কীর্তন কর এবং নিরন্তর তাঁর ধ্যান কর।"

"হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা রূপে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার যোগপদ্ধতি বর্ণনা করেছি। তোমরা সকলে এই মহত্বপূর্ণ স্তোত্র মনে ধারণ করে অবশ্যে সমাহিত থাকার ব্রত গ্রহণ করার মাধ্যমে মহান ঋষি হও। মুনিদের মতো মৌনব্রত অবলম্বন করে, তোমরা গভীর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে এই স্তোত্র অনুশীলন কর। সমস্ত প্রজাপতিদের প্রভু ব্রহ্মা প্রথমে আমাদের এই স্তোত্রটি শুনিয়েছিলেন। সৃষ্টিকার্যে ইচ্ছুক ভৃগু আদি প্রজাপতিদেরও এই স্তোত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। ব্রহ্মা যখন সমস্ত প্রজাপতিদের প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন আমরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে এই স্তোত্র গেয়েছিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। এইভাবে আমরা বিবিধ প্রকার জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁর মন সর্বদা তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকে, তিনি একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে এই স্তোত্র জপ করলে, তিনি অচিরেই জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করবেন। এই জড় জগতে বহু প্রকার কল্যাণ রয়েছে, তার মধ্যে জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ জ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ করে, দুর্লঙ্ঘ্য সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তা ছাড়া এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোন উপায় নেই। যদিও পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তি করা এবং তাঁর আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও কেউ যদি আমার দ্বারা রচিত ও গীত এই স্তোত্র কেবল পাঠ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত মঙ্গলময় আশীর্বাদের মধ্যে প্রিয়তম বস্তু। যে ব্যক্তি আমার দ্বারা গীত এই সঙ্গীত গান করেন, তিনি ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারেন। এই প্রকার ভক্ত ভক্তযুক্তিতে স্থির হয়ে ভগবানের কাছে যা প্রার্থনা করেন, তাই প্রাপ্ত হন। যে ভক্ত খুব সকালে উঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে এই রুদ্রগীত গান করেন এবং অন্যদের তা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে সকাম কর্মের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। হে রাজপুত্রগণ! আমি যে স্তোত্রটি গাইলাম, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি এই স্তোত্র তোমরা জপ কর, কারণ তা মহান তপস্যারই মতো কার্যকরী। এইভাবে যখন তোমরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে, তখন তোমাদের জীবন সার্থক হবে এবং তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হবে।"

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—"হে বিদুর! এইভাবে ভগবান শিব রাজা বর্হিষতের পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজপুত্রেরাও তখন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শিবের পূজা করেছিলেন। তার পর ভগবান শিব রাজপুত্রদের সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। সমস্ত প্রচেতারা দশ হাজার বছর জলের ভিতর দাঁড়িয়ে, সেই রুদ্রগীত জপ করেছিলেন। রাজপুত্রেরা যখন জলের ভিতর কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁদের পিতা বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। তাই তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তত্ত্ববেত্তা দেবর্ষি নারদ রাজার প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে, তাঁকে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে মনস্থ করেছিলেন।"

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে রাজন্! এই সমস্ত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনি কি লাভ করতে চান? জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া এবং সুখভোগ করা, কিন্তু সকাম কর্মের দ্বারা যে তা লভ্য নয়।"

রাজা উত্তর দিলেন—"হে মহাত্মা নারদ! আমার বুদ্ধি সকাম কর্মে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাই আমি জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত নই। দয়া করে আপনি আমাকে শুদ্ধ জ্ঞান দান করুন। তার ফলে আমি সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। যারা কেবল তথাকথিত সুন্দর জীবনের প্রতি আগ্রহশীল—অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির বন্ধনে গৃহস্থরূপে ধন-সম্পদের অন্বেষণ করাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তারা কেবল বিভিন্ন শরীরে সংসার-চক্রে আবর্তিত হয়। তারা কখনই জীবনের পরম লক্ষ্য খুঁজে পায় না।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে প্রজাপালক রাজন্! আপনি যজ্ঞস্থলে যে-সমস্ত পশুকে নির্দয়ভাবে বলি দিয়েছেন, গগনমার্গে সেই সমস্ত পশুদের দেখুন। আপনি যে তাদের পীড়ন করেছেন তা স্মরণ করে, এই সমস্ত পশুরা আপনার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। আপনার মৃত্যুর পর তারা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে, লৌহময় শৃঙ্গের দ্বারা আপনার দেহ ছিন্নভিন্ন করবে। এই সম্পর্কে আমি আপনাকে পুরঞ্জন নামক এক রাজার সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাব। আপনি দয়া করে সমাহিত চিত্তে তা শ্রবণ করার চেষ্টা করুন।"

"হে রাজন্! পুরাকালে পুরঞ্জন নামক এক রাজা ছিলেন, যিনি তাঁর মহান কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর অবিজ্ঞাত ('অজ্ঞাত') নামক এক বন্ধু ছিল। তাঁর কার্যকলাপ কেউ বুঝতে পারত না। রাজা পুরঞ্জন তাঁর বসবাসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করতে করতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁর ইচ্ছানুরূপ কোন স্থান খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি নিরাশ ও বিষণ্ণ হয়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জনের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের অন্তহীন বাসনা ছিল; তার ফলে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে এমন একটি স্থানের অন্বেষণ করছিলেন, যেখানে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তিনি তেমন কোন স্থান খুঁজে পেলেন না। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি এক সময় হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ভাগে ভারতবর্ষ নামক স্থানে নয়টি দ্বার এবং সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত একটি নগরী দেখতে পেলেন। সেই নগরীটি প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ ও বহির্দ্বার দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানকার গৃহসমূহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহনির্মিত শিখরের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেই নগরীর প্রাসাদের গৃহতল নীলা, স্ফটিক, হীরা, মুক্তা, পান্না ও প্রবালের দ্বারা নির্মিত ছিল। সেই নগরীর গৃহসমূহ এমনই দীপ্তিযুক্ত ছিল যে, তার সৌন্দর্যের তুলনা দিব্য নগরী ভোগবতীর সঙ্গে করা যেত। সেই নগরী বহু সভাগৃহ, চত্বর, রাজপথ, ভোজনালয়, দ্যূতক্রীড়ার স্থান, বাজার, বিশ্রামস্থল, ধ্বজ, পতাকা এবং সুন্দর উদ্যান-সমন্বিত ছিল। সেই নগরীর বাইরে এক সুন্দর সরোবরের চারপাশে বেষ্টন করে বহু সুন্দর বৃক্ষ ও লতা ছিল। সেই সরোবরের চারপাশে পক্ষীকুল মধুর স্বরে সর্বক্ষণ কূজন করত এবং ভ্রমরেরা গুঞ্জন করত। সরোবরের তটস্থিত বৃক্ষের শাখাগুলি বসন্ত বায়ুর দ্বারা বাহিত তুষারাচ্ছাদিত পর্বতের ঝর্নার জল প্রাপ্ত হচ্ছিল। এই প্রকার পরিবেশে বনের পশুরাও মুনিদের মতো হিংসাবিহীন এবং ঈর্ষাবিহীন হয়েছিল। তার ফলে পশুরা অন্য কাউকে আক্রমণ করত না। তদুপরি সমস্ত স্থান কোকিলের কুহুরবে মুখরিত ছিল। তার ফলে পথিকেরা মনে করতেন সেই পরিবেশ যেন তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং তাই তাঁরা সেই সুন্দর উদ্যানে বিশ্রাম করতেন।"

"সেই অতি সুন্দর উদ্যানে বিচরণ করতে করতে রাজা পুরঞ্জন সহসা এক অত্যন্ত সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন, যিনি স্বচ্ছন্দভাবে ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দশটি ভৃত্য ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শত-শত পত্নী ছিল। সেই রমণী পাঁচটি মস্তক বিশিষ্ট একটি সর্পের দ্বারা চারদিক থেকে সুরক্ষিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী ও যুবতী এবং তাঁকে উপযুক্ত পতির অন্বেষণে অত্যন্ত উৎসুক বলে প্রতীত হচ্ছিল। সেই রমণীর নাক, দাঁত ও কপোল অত্যন্ত সুন্দর। তার কর্ণযুগল তেমনই সুন্দরভাবে কিরূপ এবং উজ্জ্বল কুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত। সেই রমণীর কটি ও শ্রোণীদেশ অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর পরনে পীতবর্ণ শাড়ি এবং তাঁর কটিদেশ স্বর্ণমেখলায় বেষ্টিত ছিল। তিনি যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর নূপুর থেকে কিঙ্কিণীধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। তাঁকে দেখে সাক্ষাৎ দেবাঙ্গনার মতো

মগ্ন হচ্ছিল। তিনি তাঁর বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা তাঁর সমবর্তুল এবং বক্ষবস্ত্র-রহিত স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করছিলেন। সেই গজগামিনী লজ্জাবশত বার বার তাঁর স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করছিলেন। বীর পুরঞ্জন সেই অত্যন্ত সুন্দর রমণীর স্তনযুগল ও হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি তখনই তাঁর কাম-বাসনারূপী বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন। যখন সেই রমণী লজ্জাভরে হেসেছিলেন, তখন পুরঞ্জনের কাছে তাঁকে সুন্দর মনে হয়েছিল, যিনি বীর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে সম্বোধন না করে পারলেন না। হে পদ্মপলাশ-লোচনে। তুমি কে, কার কন্যা এবং কোথা থেকে তুমি এখানে এসেছ, তা দয়া করে আমাকে বল। তোমাকে দেখে মনে হয় যে, তুমি অতি সাধ্বী। কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি এখানে কি করার চেষ্টা করছ? দয়া করে তুমি আমাকে তা বল। হে কমল-নয়না! তোমার সঙ্গে এই যে এগারজন শক্তিশালী দেহরক্ষী রয়েছে, এরা কে? আর ঐ দশজন বিশিষ্ট সেবকেরা কে? যে-সমস্ত রমণীরা সেই দশজন সেবকের অনুগমন করছে, তারা কে? আর তোমার সম্মুখে গমন করছে যে সাপটি, সেটিই বা কে? হে সুন্দরী। তুমি কি লক্ষ্মীদেবী, না শিবের পত্নী ভবানী, না ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী? যদিও তুমি অবশ্যই তাঁদের একজন, তবুও আমি দেখছি যে, তুমি এই নির্জন অরণ্যে বিচরণ করছ। মুনির মতো সংযত হয়ে, তুমি কি তোমার পতির অন্বেষণ করছ? তোমার পতি যেই হোন না কেন, তুমি যে তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত, তার ফলে তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হবেন। আমি মনে করি যে, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীদেবী, কিন্তু তোমার হাতে তো পদ্মফুল নেই। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেই পদ্মফুলটি কোথায় পড়ে গেল? হে পরম সৌভাগ্যবতী। আবার মনে হচ্ছে যে, যাদের কথা আমি উল্লেখ করলাম তুমি তাঁদের কেউ নও, কারণ আমি দেখছি যে, তোমার পদযুগল ভূমিস্পর্শ করছে। কিন্তু তুমি যদি এই গ্রহলোকের কোন সুন্দরী হও, তা হলে লক্ষ্মীদেবী যেমন বিষ্ণুর সঙ্গে বিরাজ করে বৈকুণ্ঠলোকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমন তুমিও আমার সঙ্গে এই নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর। তুমি জেনে রাখ যে, আমি হচ্ছি একজন মহান বীর এবং এই পৃথিবীর একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা। তোমার অপাঙ্গদৃষ্টি আমার চিত্তকে অত্যন্ত বিচলিত করছে। তোমার হাসি লজ্জাযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত কামোদ্দীপক হওয়ার ফলে, আমার অন্তরে পরম শক্তিশালী কামদেবকে জাগরিত করছে। তাই হে সুন্দরী। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার প্রতি সদয় হও। হে সুন্দরী। সুন্দর ভ্রূ ও নয়ন-সমন্বিত তোমার মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং তাকে বেষ্টন করে রয়েছে তোমার শ্যামচিক্কণ কেশরাজি। তোমার মুখ থেকে অতি সুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হচ্ছে। তুমি লজ্জাবনত আমার দিকে তাকাতে পারছ না। তাই আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি, হে সুন্দরী। দয়া করে তুমি তোমার মস্তক উন্নত কর এবং মধুর হাস্য সহকারে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।"

নারদ মুনি বললেন—"হে রাজন্। পুরঞ্জন যখন সেই রমণীকে স্পর্শ করতে ও উপভোগ করতে অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন, তখন সেই রমণীও তাঁর বাক্যের দ্বারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মৃদু হেসে তাঁর সেই অনুরোধ স্বীকার করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনিও নিঃসন্দেহে রাজার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।"

সেই রমণী বললেন—"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। কে যে আমাকে উৎপন্ন করেছে তা আমি জানি না। আমি তোমাকে তা যথাযথভাবে বলতে পারব না। আমাদের সকলের নাম এবং গোত্রও আমি জানি না। হে মহাবীর! আমরা কেবল এটুকুই জানি যে, এই স্থানে আমরা রয়েছি। কিন্তু তার অতীত কোন কিছুই আমরা জানি না। আমরা এতই মূর্খ যে, আমাদের বসবাসের জন্য এই সুন্দর স্থানটি যে কে সৃষ্টি করেছেন, তাও আমরা জানতে চেষ্টা করি না। হে মহাশয়। এই সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী, যারা আমার সঙ্গে রয়েছে, তারা আমার সখা ও সখী এবং এই সর্পটি এই পুরীর রক্ষাকারী, এমন কি আমি নিদ্রিতা হলেও এই সর্পটি জাগরিত থাকে। আমি কেবল এটুকুই জানি। এর অধিক আর কিছুই আমি জানি না। হে শত্রু-সংহারক। তুমি যে এখানে এসেছ, তা অবশ্যই আমার পরম সৌভাগ্য। আমি সর্বতোভাবে তোমার কল্যাণ কামনা করি। তোমার ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত অভিলাষ আমি এবং আমার বন্ধুরা সর্বতোভাবে

পূর্ণ করার চেষ্টা করব। হে প্রভু! তুমি যাতে সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন করতে পার, সেই জন্যই আমি নবদ্বার সমন্বিত এই নগরীর আয়োজন করেছি। এখানে তুমি একশ বছর বাস করতে পার এবং তোমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য সব কিছু সরবরাহ করা হবে। তুমি ছাড়া আর অন্য কোন্ পুরুষের সঙ্গে আমি বিহার করতে পারি? কারণ তাদের তো রতিজ্ঞান নেই এবং তারা জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পর কিভাবে জীবন উপভোগ করতে হয় তা জানে না। এই প্রকার ব্যক্তির পশুতুল্য।"

"এই জগতে গৃহস্থ-জীবনেই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের সর্বপ্রকার সুখভোগ করা যায়। তার পর মানুষ মুক্তি অথবা যশও প্রাপ্ত হতে পারেন। গৃহস্থরা যজ্ঞের ফলও ভোগ করতে পারেন, যার ফলে তাঁরা শ্রেষ্ঠ লোকে উন্নীত হতে পারেন। এই সমস্ত সুখভোগ পরমার্থবাদীদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। তাঁরা এই প্রকার সুখের কথা কল্পনাও করতে পারেন না। মহাজনদের বর্ণনা অনুসারে, গৃহস্থ-জীবন কেবল নিজের জন্যই আনন্দদায়ক নয়, তা পিতৃগণ, দেবতাগণ, মহর্ষিগণ, সাধুগণ এবং অন্য সকলের জন্য শ্রেয়স্কর। এইভাবে গৃহস্থ-আশ্রম সকলের জন্যই লাভজনক। হে বীর! তুমি বিখ্যাত, উদার চিত্ত এবং অতি সুন্দর পুরুষ। অতএব তোমার মতো পতি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে, আমার মতো কামিনী আর কাকেই বা পতিরূপে বরণ করবে? হে মহাবাহো। পৃথিবীতে এমন কোন্ রমণী আছে, যার মন তোমার সর্পদেহসদৃশ বাহুযুগলের আলিঙ্গনের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তুমি তোমার মধুর হাস্য ও উন্নত কৃপার দ্বারা আমার মতো অনাথা রমণীদের সমস্ত সন্তাপ দূর কর। আমরা মনে করি যে, তুমি কেবল আমাদের উপকারের জন্য এই ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করছ।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে রাজন্। সেই পুরুষ ও নারী পারস্পরিক সৌহার্দ্যের দ্বারা পরস্পরকে অঙ্গীকার করে সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং একশ বছর ধরে জীবন উপভোগ করেছিলেন। গায়কেরা মনোহর সঙ্গীতে মহারাজ পুরঞ্জনের মহিমান্বিত কার্যকলাপের যশোগান করত। গ্রীষ্মকালে যখন অত্যন্ত গরম পড়ত, তখন তিনি কামিনীবৃন্দ পরিবৃত হয়ে সরোবরে যেতেন এবং তাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন। সেই নগরীর নয়টি দ্বারের মধ্যে সাতটি দ্বার উপরিভাগে এবং দুটি দ্বার অধোভাগে রয়েছে। এই দ্বারগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছে এবং সেই দ্বারগুলি ব্যবহার করেন সেই নগরীর অধীশ্বর। হে রাজন্! সেই নয়টি দ্বারের মধ্যে পাঁচটি দ্বার পূর্বমুখী, একটি উত্তরমুখী, একটি দক্ষিণমুখী এবং দুটি পশ্চিমমুখী। আমি সেই সমস্ত দ্বারগুলির নাম আপনার কাছে বর্ণনা করব। খদ্যোতা ও আবির্মুখী নামক দুটি দ্বার পূর্বদিকে স্থিত ছিল, কিন্তু তারা একস্থানেই নির্মিত ছিল। এই দুটি দ্বার দিয়ে রাজা তাঁর বন্ধু দ্যুমানের সঙ্গে বিভ্রাজিত নামক নগরীতে যেতেন। তেমনই পূর্বদিকে নলিনী ও নালিনী নামক আরও দুটি দ্বার রয়েছে এবং তারাও একস্থানে নির্মিত হয়েছে। এই দ্বার দুটি দিয়ে রাজা অবধূত নামক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সৌরভ নামক নগরীতে গমন করতেন। পূর্বদিকে অবস্থিত পঞ্চম দ্বারটির নাম মুখ্যা, অর্থাৎ প্রধান। এই দ্বার দিয়ে তিনি রসজ্ঞ ও বিপণ নামক তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে বহূদন ও আপণ নামক দুটি স্থানে গমন করতেন। সেই নগরীর দক্ষিণ দিকের দ্বারটির নাম পিতৃহূ এবং সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তাঁর বন্ধু শ্রুতধরের সঙ্গে দক্ষিণ-পঞ্চাল নামক নগরীতে গমন করতেন। উত্তর দিকে ছিল দেবহূ নামক দ্বার। সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সখা শ্রুতধরের সঙ্গে উত্তর-পঞ্চাল নামক স্থানে গমন করতেন। পশ্চিম দিকে ছিল আসুরী নামক দ্বার। সেই দ্বার দিয়ে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সখা দুর্মদের সঙ্গে গ্রামক নামক নগরীতে যেতেন। পশ্চিম দিকের আর একটি দ্বারের নাম নির্ঋতি। পুরঞ্জন সেই দ্বার দিয়ে তাঁর সখা লুব্ধকের সঙ্গে বৈশস নামক স্থানে গমন করতেন। সেই নগরীর বহু অধিবাসীর মধ্যে নির্বাক্ ও পেশস্কৃৎ নামক দুই ব্যক্তি ছিলেন। যদিও রাজা পুরঞ্জন ছিলেন চক্ষুষ্মান নাগরিকদের শাসক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি এই অন্ধদের সঙ্গ করতেন। তাদের সঙ্গে ইতস্তত বিচরণ করে তিনি নানা প্রকার কার্য করতেন। কখনও কখনও তিনি বিষূচীন (মন) নামক তাঁর প্রধান ভৃত্যের সাথে তাঁর গৃহের অন্তঃপুরে যেতেন। তখন তাঁর পত্নী ও পুত্রদের প্রভাবে মোহ, সন্তোষ ও হর্ষ উৎপন্ন হত। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার মানসিক জল্পনা-কল্পনা এবং সকাম কর্মে আসক্ত

হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি তাঁর মহিষীর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতেন।"

"রাণী যখন মদিরা পান করতেন, তখন রাজা পুরঞ্জনও তাঁর সঙ্গে মদিরা পান করতেন। রাণী যখন আহার করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে আহার করতেন এবং রাণী যখন চর্বণ করতেন, তখন রাজা পুরঞ্জনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চর্বণ করতেন। রাণী যখন গান করতেন, তখন তিনিও গান করতেন। তেমনই, রাণী যখন ক্রন্দন করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে কাঁদতেন এবং রাণী যখন হাসতেন, তখন তিনিও হাসতেন। রাণী যখন প্রজল্প করতেন, তখন তিনিও প্রজল্প করতেন এবং রাণী যখন গমন করতেন, তখন রাজাও তাঁর পিছনে পিছনে গমন করতেন। রাণী যখন দাঁড়াতেন, তখন রাজাও দাঁড়াতেন এবং রাণী যখন শয্যায় শয়ন করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে শয়ন করতেন। রাণী যখন বসতেন, তখন তিনিও বসতেন এবং রাণী যখন কোন কিছু শ্রবণ করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তা-ই শ্রবণ করতেন। রাণী যখন কোন কিছু দেখতেন, তখন রাজাও তা দেখতেন এবং রাণী যখন কোন কিছুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন, তখন রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে সেই বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন। রাণী যখন কোন কিছু স্পর্শ করতেন, তখন রাজাও তা স্পর্শ করতেন এবং প্রিয়তমা রাণী যখন শোক করতেন, তখন বেচারি রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে অসহায়ের মতো শোক করতেন। তেমনই রাণী যখন আনন্দিত হতেন, তখন তিনিও আনন্দিত হতেন এবং রাণী সন্তুষ্ট হলে, রাজাও সন্তোষ অনুভব করতেন। এইভাবে রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা বন্দি হয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, এই জড় জগতে তিনি সর্বতোভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। সেই মূর্খ রাজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পত্নীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি পোষা জন্তু তার প্রভুর ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে।"

ষড়বিংশতি অধ্যায়

পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন এবং তাঁর মহিষীর ক্রোধ

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে রাজন্! এক সময় পুরঞ্জন তাঁর মহৎ ধনুক ও অক্ষয় তূণীর গ্রহণ করে এবং স্বর্ণনির্মিত বর্মে সজ্জিত হয়ে, একাদশ সেনাপতি সহ পাঁচটি দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করেছিলেন। সেই রথে তিনি দুটি বিস্ফোরক বাণ তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই রথটির দুটি চক্র এবং একটি ঘূর্ণায়মান অক্ষ ছিল। সেই রথে তিনটি পতাকা, একটি রজ্জু, একজন সারথি, একটি উপবেশন স্থান, জোয়াল লাগানোর দুটি দণ্ড, পাঁচটি অস্ত্র এবং সাতটি আবরণ ছিল। সেই রথের গতি পঞ্চবিধ এবং তার সম্মুখে পাঁচটি বাধা ছিল। সেই রথের সমস্ত সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ স্বর্ণনির্মিত ছিল। যদিও রাজা পুরঞ্জনের পক্ষে এক পলকের জন্যও তাঁর মহিষীর সঙ্গ ত্যাগ করা অসম্ভব ছিল, তবুও, মৃগয়া করার বাসনায় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি মহাগর্বে তাঁর ধনুক ও বাণ গ্রহণ করে, তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা না করে বনে গিয়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জন তখন আসুরিক বৃত্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ও নির্দয় হয়ে উঠেছিল এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা নির্বিচারে বনের বহু নিরীহ পশু বধ করেছিলেন। রাজা যদি মাংস আহারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, তা হলে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে বনে

গিয়ে, কেবলমাত্র বধযোগ্য পশুদের হত্যা করতে পারেন। অনর্থক ও অবাধে পশুহত্যা কখনই অনুমোদিত হয়নি। রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মূর্খ মানুষেরা যাতে অসংযতভাবে কখনো পশুহত্যা না করে, সেই জন্যই বেদে পশুবধের সুনির্ধারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে বলতে লাগলেন—"হে রাজন্! যে ব্যক্তি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন, তিনি কখনও সকাম কর্মে লিপ্ত হন না। আর যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশিমতো আচরণ করে, সে তার অহঙ্কারের প্রভাবে অধঃপতিত হয় এবং এইভাবে প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার ফলে জীব তার প্রকৃত বুদ্ধি বর্জিত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। এইভাবে সে মলের কীটাণু থেকে শুরু করে, ব্রহ্মলোকের অতি উন্নত পদ পর্যন্ত বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। রাজা পুরঞ্জন যখন এইভাবে শিকার করছিলেন, তখন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে, সেই বনের বহু পশু অসহ্য বেদনায় তাদের প্রাণ ত্যাগ করেছিল। রাজার এই বীভৎস বিনাশকার্য দর্শন করে, দয়ালু ব্যক্তিরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা এই প্রকার হত্যাকার্য দর্শন করে সহ্য করতে পারেননি। এইভাবে রাজা পুরঞ্জন বহু শশক, বরাহ, মহিষ, গবয়, কৃষ্ণসার মৃগ, শজারু এবং শিকার করার উপযুক্ত অন্যান্য পশু সংহার করে, শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার পর রাজা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, তাঁর রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছিলেন। গৃহে ফিরে আসার পর, তিনি স্নান করেছিলেন এবং উপযুক্ত খাদ্য আহার করেছিলেন। তার পর তিনি বিশ্রাম করে তাঁর সমস্ত শ্রান্তি দূর করেছিলেন। তার পর রাজা পুরঞ্জন উপযুক্ত অলঙ্কারে তাঁর দেহকে সাজিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দেহে চন্দনও লেপন করেছিলেন এবং গলায় ফুলমালা ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্লান্তিমুক্ত হয়েছিলেন। তার পর তিনি তাঁর পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন। আহার করার পর তাঁর ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হওয়ার ফলে, রাজা পুরঞ্জন তাঁর হৃদয়ে হর্ষ অনুভব করেছিলেন। উচ্চতর চেতনায় উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে, তিনি কামদেবের দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর গৃহস্থালী জীবনে যিনি তাঁকে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন, তাঁর সেই পত্নীর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন। তখন রাজা পুরঞ্জন একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং তিনি অন্তঃপুরের রমণীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে সুন্দরীগণ! তোমাদের অধীশ্বরীর সঙ্গে তোমরা পূর্বের মতো সুখলে আছ তো?'

রাজা পুরঞ্জন বললেন—"আমি বুঝতে পারছি না আমার গৃহের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম পূর্বের মতো আমাকে আর কেন আকর্ষণ করছে না। আমার মনে হয় যে, গৃহে যদি মাতা বা পতিপরায়ণা পত্নী না থাকে, তা হলে সেই গৃহ চক্রবিহীন রথের মতো। কোন মূর্খ সেই রথে বসে উপবেশন করবে? দয়া করে আমাকে বল, বিপদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হলে, যে আমাকে সর্বদা উদ্ধার করে, সেই সুন্দরী রমণী কোথায় অবস্থান করছে? প্রতি পদে আমাকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করে সে সর্বদা আমাকে রক্ষা করে।"

সেই রমণীরা তখন রাজাকে বললেন—"হে নরনাথ! আপনার স্ত্রী যে কেন এইভাবে আচরণ করছেন, তা আমরা জানি না। হে শত্রুদমন! দয়া করে দেখুন: বিনা শয্যায় তিনি ভূমিতে শয়ন করে রয়েছেন! তিনি যে কেন এইভাবে আচরণ করছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! রাজা পুরঞ্জন তাঁর মহিষীকে অবধূতের মতো ভূতলে শায়িত দেখে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। দুঃখিত অন্তরে, রাজা তাঁর পত্নীকে মধুর বচনে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলেন। যদিও তাঁর অন্তর অনুশোচনায় পূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তাঁর প্রিয় পত্নীর প্রণয়জনিত ক্রোধের উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অনুনয়-বিনয়ে অত্যন্ত নিপুণ রাজা ধীরে ধীরে তাঁর মহিষীকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর পদযুগল স্পর্শ করেছিলেন, তারপর তাঁকে তাঁর কোলে স্থাপন করে, গভীর আবেগে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাঁকে এইভাবে বলতে শুরু করেছিলেন।"

রাজা পুরঞ্জন বললেন—"হে কল্যাণী! প্রভু যখন তাঁর ভৃত্যকে নিজের লোক বলে মনে করেন, কিন্তু তার অপরাধের জন্য তাকে দণ্ড দেন না, তখন সেই ভৃত্য অবশ্যই হতভাগ্য। হে সুন্দরী! প্রভু যখন ভৃত্যকে

দণ্ড দেন, তখন ভৃত্যের কর্তব্য হচ্ছে তা পরম অনুগ্রহ বলে মনে করা। যে ভৃত্য তাতে ক্রোধ করে, সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধম সে জানে না যে, সেটিই হচ্ছে প্রভুর কর্তব্য। হে প্রিয়, হে সুদর্শনে! তোমার আকর্ষণীয় অর্ধকলাপের ফলে, তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীল বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে তোমার এই ক্রোধ পরিত্যাগ করে আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হও এবং অনুরাগ ভরে একটু হাস। তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে যখন আমি তোমার মধুর হাসি দর্শন করি এবং তোমার কাল নীল সুন্দর কেশদাম ও তোমার উন্নত নাসিকা দর্শন করি এবং তোমার মধুর বাক্যালাপ শ্রবণ করি, তখন তুমি আমার কাছে আরও অধিক সুন্দর হয়ে ওঠ এবং তার ফলে তুমি আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ কর এবং কৃতার্থ কর। তুমি হচ্ছ আমার পরম আদরিণী প্রিয়তমা। হে বীরপত্নী! আমাকে তুমি বল কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে? সেই ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত না হয়, তা হলে আমি তাকে দণ্ড দিতে প্রস্তুত। মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের সেবক ব্যতীত, এই ত্রিলোকে আমি অন্য আর কাউকে ক্ষমা করব না। তোমার চরণে অপরাধ করে কেউই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবে না, কারণ আমি তাকে প্রচণ্ড দণ্ডদান করব। প্রিয়ে! ইতিপূর্বে আমি তোমার মুখ কখনও তিলকবিহীন দেখিনি, এই রকম বিষণ্ণ, অনুজ্জ্বল ও স্নেহশূন্য মুখ কখনও দর্শন করিনি। তোমার সুন্দর স্তনযুগল আমি কখনও অশ্রুসিক্ত দেখিনি এবং বিম্বফলের মতো রক্তিম তোমার অধর এইভাবে রক্তিম আভাশূন্য হতে ইতিপূর্বে আমি কখনই দেখিনি। হে রাণী! আমার পাপপূর্ণ বাসনার ফলে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে বনে শিকার করতে গিয়েছিলাম। তাই আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি। তবুও আমাকে তোমার সবচাইতে অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলে মনে করে, আমার ত্রুটি মার্জনা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। বাস্তবিকপক্ষে আমি অত্যন্ত দুঃখী, কিন্তু কামদেবের বাণের আঘাতে আমি অত্যন্ত কামার্ত হয়েছি। কোন্ সুন্দরী রমণী তার কামুক পতিকে ত্যাগ করে তার সঙ্গে মিলিত হতে অস্বীকার করবে?"

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ এবং কালকন্যার উপাখ্যান

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে রাজন্! বিভিন্নভাবে তাঁর পতিকে মোহিত করে এবং তাঁকে বশীভূত করে, রাজা পুরঞ্জনের পত্নী সর্বপ্রকারে তাঁর সন্তোষবিধান করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করেছিলেন। রাণী স্নান করে মঙ্গলময় বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে, পান-ভোজনাদির দ্বারা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে রাজার কাছে এসেছিলেন। রাজা তাঁর সুন্দরভাবে সজ্জিত আকর্ষণীয় মুখমণ্ডল দেখে, তাঁকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রাণী পুরঞ্জনী যখন রাজাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন রাজাও তাঁর বাহুযুগলের দ্বারা তাঁর স্কন্ধদেশ বেষ্টন করেছিলেন। এইভাবে এক নির্জন স্থানে তাঁরা গুহ্য ভাষণ করতে লাগলেন। তখন রাজা পুরঞ্জন তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা অত্যন্ত বিমোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শুদ্ধ চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে, দিন ও রাত্রি অতিবাহিত হয়ে কেবল তাঁর অনর্থক আয়ু ক্ষয় হচ্ছে। এইভাবে

অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে, রাজা পুরঞ্জন উন্নত চেতনা সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পত্নীর বাহুকে উপাধান করে মহামূল্য শয্যায় সর্বদা শয়ন করে রইলেন। এইভাবে তিনি সেই রমণীকে তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করতে লাগলেন। অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হওয়ার ফলে, তিনি আত্মোপলব্ধির তাৎপর্য এবং নিজেকে ও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারলেন না।"

"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! এইভাবে রাজা পুরঞ্জন কাম ও পাপপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর পত্নীর সঙ্গে রতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন এবং এইভাবে তাঁর নবযৌবন ক্ষণার্ধের মতো অতিক্রান্ত হয়ে গেল।"

দেবর্ষি নারদ তখন মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে বলেছিলেন—"হে বিরাট (দীর্ঘ আয়ুষ্মান)! এইভাবে রাজা পুরঞ্জন তাঁর পত্নী পুরঞ্জনীর গর্ভে এগারো শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। কিন্তু এই কার্যে তাঁর জীবনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হয়েছিল। হে প্রজাপতি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! এইভাবে পুরঞ্জনের একশ দশটি কন্যাও উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতা ও মাতার মতো যশস্বী। তাঁরা সুশীলা, উদার ও অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী সমন্বিত ছিলেন। অতঃপর পঞ্চালপতি রাজা পুরঞ্জন তাঁর পিতৃবংশ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্রদের উপযুক্ত পত্নীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং তাঁর কন্যাদেরও যোগ্য বরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্রদের প্রত্যেকের শত-শত পুত্র হয়েছিল। এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের পুত্র ও পৌত্রদের দ্বারা পঞ্চাল রাজ্য ভরে গিয়েছিল। রাজা পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্র ও পৌত্রেরা প্রকৃতপক্ষে তাঁর গৃহ, কোষ, ভৃত্য, সচিব আদি সমস্ত ধন-সম্পদের লুণ্ঠনকারী ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি পুরঞ্জনের আসক্তি অত্যন্ত গভীর ছিল।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! আপনার মতো রাজা পুরঞ্জনও বহু কামনাযুক্ত হয়ে বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতিদের পূজা করেছিলেন। সেই সমস্ত যজ্ঞ ছিল অত্যন্ত বীভৎস, কারণ পশুহত্যা করার বাসনায় সেগুলি সম্পাদিত হয়েছিল। এইভাবে রাজা পুরঞ্জন সকাম কর্মের প্রতি ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে এবং কলুষিত চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবনের সেই অবস্থায় এসে উপনীত হলেন, যা কামিনীপ্রিয় ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়।"

"হে রাজন্! গন্ধর্বলোকের অধিপতি হচ্ছেন চণ্ডবেগ নামক রাজা। তাঁর অধীনে তিনশ ষাটজন অত্যন্ত শক্তিশালী গন্ধর্ব সৈনিক রয়েছে। চণ্ডবেগের গন্ধর্ব-সৈনিকদের মতো সমসংখ্যক গন্ধর্বী ছিল এবং তারা বারবার ইন্দ্রিয় সুখভোগের সামগ্রীগুলি লুণ্ঠন করেছিল। গন্ধর্বরাজ চণ্ডবেগ ও তাঁর অনুচরেরা যখন পুরঞ্জনের নগরী লুণ্ঠন করতে শুরু করেছিল, তখন পঞ্চফণা বিশিষ্ট সর্পটি তাদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে শুরু করেছিল। গন্ধর্বদের সংখ্যা সাতশ কুড়ি হলেও, রাজা পুরঞ্জনের নগরীর রক্ষক পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্পটি একাকী তাদের সঙ্গে একশ বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল। যেহেতু তাকে বহু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং তারা সকলেই ছিল এক-একজন বড় যোদ্ধা, তাই পঞ্চফণা-বিশিষ্ট সর্পটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রিয়তম বন্ধুকে এইভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়তে দেখে, রাজা পুরঞ্জন এবং সেই নগরবাসী তাঁর সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জন পঞ্চাল নগরে তাঁর রাজ্যে কর সংগ্রহ করে, নানা প্রকার ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন থাকতেন। সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর বশীভূত হয়ে তিনি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি মৃত্যুর সমীপবর্তী হচ্ছেন।"

"হে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ! তখন কালের কন্যা তখন পতির অন্বেষণে ত্রিলোক ভ্রমণ করছিল, কিন্তু কেউই তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। কালকন্যা (জরা) তার দুর্ভাগ্যবশত এই জগতে দুর্ভগা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রাজর্ষি পুরু তাকে বরণ করেছিলেন বলে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কালকন্যা তাঁকে বর প্রদান করেছিল। আমি যখন সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক থেকে এক সময় এই পৃথিবীতে এসেছিলাম, তখন কালকন্যা ভূমণ্ডল পর্যটন করছিল এবং আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। আমাকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জেনে, তাঁকে অঙ্গীকার করার জন্য সে কামাসক্ত হয়ে আমার কাছে প্রস্তাব করে।"

রমণীর সঙ্গে এই শরীরে প্রবেশ করেছ, তখন থেকেই তুমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছ। এই কারণে, তুমি তোমার চিন্ময় জীবনের কথা ভুলে গেছ। তার ফলে তুমি এই প্রকার পাপীয়সী দশা প্রাপ্ত হবে, নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছ। প্রকৃতপক্ষে, তুমি বিদর্ভরাজের কন্যা নও, এই মলয়ধ্বজ তোমার হিতকারী পতি নয়। তুমি পুরঞ্জনীরও পতি নও। তুমি কেবল নবদ্বার সমন্বিত এই দেহে অবরুদ্ধ হয়েছ। কখনও তুমি নিজেকে একজন পুরুষ বলে মনে কর, কখনও বা একজন সতী স্ত্রী বলে মনে কর, আবার কখনও নপুংসক বলে মনে কর। তার কারণ হচ্ছে শরীর, যা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট। এই মায়া আমারই শক্তি এবং প্রকৃতপক্ষে তুমি ও আমি, আমরা দুজনেই শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। আমি তোমাকে আমাদের বাস্তবিক স্থিতি সম্বন্ধে বোঝাতে চেষ্টা করছি, তা বুঝতে চেষ্টা কর। হে প্রিয় সখা! আমি এবং তুমি, পরমাত্মা এবং আত্মা গুণগতভাবে অভিন্ন, কারণ আমরা উভয়েই চিন্ময়। হে সখে! প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রকৃত স্বরূপে তুমি গুণগতভাবে আমার থেকে ভিন্ন নও। সেই কথাটি বোঝার চেষ্টা কর। যাঁরা প্রকৃতই বিদ্বান এবং জ্ঞানবান, তাঁরা তোমার এবং আমার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য দর্শন করেন না। মানুষ যেমন দর্পণে তার নিজের প্রতিবিম্বকে তার থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করে, কিন্তু অন্যেরা দুটি শরীর দর্শন করে, তেমনই জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে, যাতে জীব লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও লিপ্ত নয়, ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এইভাবে উভয় হংসই হৃদয়ে বিরাজ করে। একটি হংস যখন অন্য হংসের দ্বারা উপদিষ্ট হয়, তখন সে তার স্বরূপে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ সে তার কৃষ্ণচেতনা ফিরে পায়, যা সে জড় আসক্তির ফলে হারিয়েছিল। হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! সর্ব-কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান পরোক্ষরূপে উপলব্ধ হন বলে বিখ্যাত। তাই আমি আপনার কাছে এই পুরঞ্জনের কাহিনী বর্ণনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে এটি আত্ম-উপলব্ধির উপদেশ।"

ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

নারদ ও রাজা প্রাচীনবর্হির কথোপকথন

মহারাজ প্রাচীনবর্হি বললেন—"হে প্রভু! রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনীর তাৎপর্য আমরা পূর্ণরূপে বুঝতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা বুঝতে পারেন, কিন্তু সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত আমাদের মতো মানুষদের পক্ষে আপনার এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"পুরঞ্জনকে জীব বলে জানবেন। সে তার কর্ম অনুসারে এক পদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহু পদ অথবা পদহীন বিভিন্ন শরীরে দেহান্তরিত হয়। এই সমস্ত শরীরে দেহান্তরিত হয় বলে জীব তথাকথিত ভোক্তারূপে পুরঞ্জন নামে পরিচিত হয়। অবিজ্ঞাত বলে আমি যাঁকে বর্ণনা করেছি, তিনি হচ্ছেন জীবের নিত্য সুহৃৎ এবং প্রভু। জীব যেহেতু জড় নাম, কার্যকলাপ অথবা গুণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই ভগবান বদ্ধ জীবের কাছে চিরকাল অবিজ্ঞাত থাকেন। জীব যখন পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ভোগ করতে চায়, তখন সে বহু শরীরের মধ্যে সেই শরীরটি প্রাপ্ত হতে চায়, যাতে নয়টি দ্বার, দুটি হাত এবং দুটি পা রয়েছে। এইভাবে সে মানুষ অথবা দেবতা হতে চায়।"

"এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত প্রমদা শব্দটি জড়-বুদ্ধি বা অবিদ্যাকে বোঝায়। বুঝতে হবে যে, কেউ যখন এই বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। "আমি" এবং "আমার" এই জড় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে শুরু করে। এইভাবে জীব বদ্ধ হয়। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পুরঞ্জনীর সখা। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি হচ্ছে তার সখী এবং যে পঞ্চশিরা সর্পের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে পঞ্চবৃত্তিশালী প্রাণবায়ু। একাদশতম সেবক হচ্ছে অন্যদের অধিপতি মন। এই মন কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েরই অধিপতি। পঞ্চালরাজ্য হচ্ছে সেই পরিবেশ, যেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগ করা হয়। এই পঞ্চালরাজ্যের ভিতরে রয়েছে নবদ্বার সমন্বিত এই দেহরূপ নগরী। চক্ষু, নাসিকা এবং কর্ণ—এই দ্বারগুলি দুটি দুটি করে একস্থানে অবস্থিত। মুখ, উপস্থ এবং পায়ুও হচ্ছে বিভিন্ন দ্বার। এই নবদ্বার সমন্বিত শরীরে স্থিত হয়ে, জীব এই জড় জগতে বহির্মুখী কার্য করে এবং রূপ, রস আদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে। দুটি চক্ষু, দুটি নাসারন্ধ্র এবং একটি মুখ, এই পাঁচটি দ্বার সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। দক্ষিণ কর্ণকে দক্ষিণ দিকস্থ দ্বার বলে মনে করা হয়, বাম কর্ণকে উত্তর দিকস্থ দ্বার বলা হয়। পশ্চিম দিকস্থ দুটি দ্বার হচ্ছে পায়ু এবং উপস্থ। খদ্যোতা এবং আবির্মুখী নামক যে দুটি দ্বারের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে শরীরের এক স্থানে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি চক্ষু। বিভ্রাজিত নামক যে জনপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে রূপ বলে জানবে। এইভাবে চক্ষু দুটি সর্বদা বিভিন্ন প্রকার রূপ দর্শনে ব্যস্ত। নলিনী এবং নালিনী নামক যে দুটি দ্বারের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে দুটি নাসারন্ধ্র। সৌরভজনপদ বলে যার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে গন্ধ। অবধূত নামে তার যে সঙ্গীর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। মুখ্যা নামক যে দ্বারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে মুখ এবং বিপণ হচ্ছে বাগিন্দ্রিয়। রসজ্ঞ হচ্ছে রসনেন্দ্রিয়। আপণ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভোজন এবং বহুদন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য। দক্ষিণ কর্ণকে বলা হয় পিতৃহূ দ্বার এবং বাম কর্ণকে বলা হয় দেবহূ দ্বার।"

নারদ মুনি বললেন—"দক্ষিণ পঞ্চাল নামক যে নগরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা সকাম কর্মজনিত ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের কর্মকাণ্ডাত্মক প্রবৃত্তি মার্গের শাস্ত্রসমূহকে বুঝানো হয়েছে। উত্তর পঞ্চাল নামক অন্য নগরীটির দ্বারা নিবৃত্তি প্রতিপাদক জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রসমূহকে বোঝানো হয়েছে। জীব দুই কর্ণের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং কোন জীব পিতৃলোকে এবং কোন জীব দেবলোকে উন্নীত হয়। তা সম্ভব হয় দুটি কর্ণের দ্বারা। আসুরী (মেঢ্র) নামক নিম্নবর্তী দ্বার দিয়ে গ্রামক নামক যে জনপদে গমন করা হয়, তা হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গজনিত সুখ, যা মূর্খ ও নীচ সাধারণ মানুষদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। জননেন্দ্রিয়কে বলা হয় দুর্মদ এবং পায়ুকে বলা হয় নির্ঋতি। পুরঞ্জন বৈশস নামক স্থানে যেতেন বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি নরকে যেতেন। তাঁর সহচর লুব্ধক হচ্ছে পায়ু নামক কর্মেন্দ্রিয়। পূর্বে আমি দুজন অন্ধ সহচরের কথাও বলেছি। তারা হচ্ছে হাত এবং পা। হাত এবং পায়ের সাহায্যে জীব সব রকম কর্ম করে এবং ইতস্তত বিচরণ করে। অন্তঃপুর বলতে হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে। বিষূচীন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বত্রগামী' এবং তা এখানে মনকে বুঝাচ্ছে। জীব তার মনের মধ্যে প্রকৃতির গুণের প্রভাবসমূহ ভোগ করে। এই প্রভাবগুলি কখনও মোহ, কখনও সন্তোষ এবং কখনও হর্ষ উৎপাদন করে। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মহিষী হচ্ছেন বুদ্ধি। স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় থেকে বুদ্ধি বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কলুষিত বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব দর্শকরূপে বুদ্ধিরই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অনুকরণ করে।"

"যাকে আমি রথ বলে বর্ণনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এই শরীর। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে সেই রথের ঘোড়া। সংবৎসরের মতো তাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাদের কোন গতি নেই। পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে সেই রথের দুটি চাকা। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সেই রথের পতাকা। পঞ্চ প্রাণেন্দ্রিয় জীবের বন্ধন এবং মন হচ্ছে তার রশি। বুদ্ধি সেই রথের সারথি। হৃদয় রথের উপবেশনের স্থান এবং সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বভাব যুগবন্ধনের স্থান। সপ্তধাতু সেই রথের আবরণ এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় তার বাহ্য বিক্রম। একাদশ ইন্দ্রিয়, সেই

পুরের সৈনিক। ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হয়ে জীব সেই রথে আসীন হয়ে তার সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা করে এবং জন্ম-জন্মান্তর ধরে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি ধাবিত হয়। যাকে চণ্ডবেগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী কাল। দিন এবং রাত্রিকে যথাক্রমে গন্ধর্ব এবং গন্ধর্বী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিন শত ষাট দিন এবং রাত্রি সমন্বিত সংবৎসর ক্রমশ মানুষের আয়ু হরণ করে। যাকে কালকন্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে বৃদ্ধাবস্থা। কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না, কিন্তু শার্দূল যবনরাজ মৃত্যু জরাকে তাঁর ভগিনীরূপে স্বীকার করেছেন। যবনরাজের (যমরাজের) অনুচরদের বলা হয় মৃত্যুসেনা এবং সেগুলি হচ্ছে দেহ ও মন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার পীড়া। প্রজ্বার হচ্ছে দুই প্রকার জ্বর—অত্যধিক গরম এবং অত্যধিক ঠাণ্ডা—যেমন টাইফয়েড এবং নিউমোনিয়া। শরীরের ভিতরে শায়িত জীব আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বিভিন্ন প্রকার ক্লেশের দ্বারা বিচলিত। সর্বপ্রকার ক্লেশ সত্ত্বেও জীব দেহধর্ম, মনোধর্ম ও ইন্দ্রিয়ধর্মের বশীভূত হয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ে, এই জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনায় বহু পরিকল্পনা করে। যদিও সে নির্গুণ, তবুও অজ্ঞানের বশে জীব 'আমি' ও 'আমার' অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এইভাবে সে তার জড় শরীরে একশ বছর অবস্থান করে।"

"জীবের নিজের ভাল অথবা মন্দ ভাগ্য বেছে নেওয়ার জন্য একটু স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু সে যখন তার পরম প্রভু পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যায়, তখন সে জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয়। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং দেহের জন্য নানা প্রকার কর্মে আসক্ত হয়। কখনও সে তমোগুণের দ্বারা, কখনও রজোগুণের দ্বারা এবং কখনও সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে জীব জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পুণ্যকর্ম করেন এবং তার ফলে তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, যেখানে দেবতারা বাস করেন। যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা মনুষ্যলোকে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনশীল কার্য করেন আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা বিভিন্ন প্রকার কষ্টভোগ করে এবং পাশবিক জগতে বাস করে। অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও নপুংসক, কখনও মানুষ, কখনও দেবতা, কখনও পশু, কখনও পক্ষী ইত্যাদি হয়। এইভাবে সে এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে থাকে। প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার কর্ম অনুসারে সে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে। ক্ষুধায় কাতর, দীন কুকুর যেমন গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে তার প্রারব্ধ অনুসারে কোথাও বা দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয় এবং কোথাও একমুষ্টি অন্ন প্রাপ্ত হয়, তেমনই বিভিন্ন বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব তার অদৃষ্ট অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয় এবং কখনও নিম্নতর জীবন। কখনও সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, কখনও নরকে অধঃপতিত হয়, আবার কখনও মধ্যবর্তী লোকে অবস্থান করে। এইভাবে সে কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ ভোগ করে। জীব তার অপরাধজনিত ক্লেশ, অন্যান্য জীবের দ্বারা প্রদত্ত ক্লেশ অথবা তার দেহ এবং মন সম্পর্কিত ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা সর্বদা করে। কিন্তু, প্রতিকারের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা তাকে বদ্ধ থাকতে হয়। মানুষ মস্তকে গুরুভার বহন করতে করতে যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই ভার কাঁধে বহন করে সে মস্তককে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে সে তার ভার বহনের শ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার বহনের শ্রান্তি দূর করার যত কিছু উপায় আছে, সেগুলির মাধ্যমে সে কেবল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বোঝার ভার স্থানান্তরিত করা ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছুই করতে পারে না।"

নারদ মুনি বললেন—"হে নিষ্পাপ! কেউই কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কর্মের দ্বারা তার সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে না। অজ্ঞানতাবশত মানুষ সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। দুঃস্বপ্নের প্রতিকার যেমন কেবল জাগরণের দ্বারাই হয়ে থাকে, তেমনই কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আমাদের স্বরূপে জেগে ওঠা ব্যতীত অজ্ঞান এবং মোহজনিত সংসার-দুঃখ থেকে

নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই, কারণ সমস্ত সমস্যার চরম সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় জেগে ওঠা। কখনও কখনও আমরা স্বপ্নে একটি বাঘ অথবা সাপ দেখে ভয় পাই, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেখানে বাঘ অথবা সাপ নেই। তেমনই আমরা সূক্ষ্মরূপে কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তার পরিণামে দুঃখকষ্ট ভোগ করি। তার থেকে জেগে ওঠা ব্যতীত এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তিসাধন সম্ভব নয়। জীবের প্রকৃত পুরুষার্থ হচ্ছে, যে অজ্ঞান তাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ক্লেশ প্রদান করে, সেই অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া। তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধির মাধ্যমে ভগবানের শরণাগত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভগবান শ্রীবাসুদেবের প্রতি ভক্তি না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এই জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হওয়া এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।"

"হে রাজর্ষি! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, যিনি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, যিনি সর্বদা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে যুক্ত এবং যিনি সর্বদা ভগবানের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তিনি অচিরেই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। হে রাজন্, যে স্থানে সদাচার-সম্পন্ন বিশুদ্ধ চিত্ত এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে ব্যাকুলিত চিত্ত শুদ্ধ ভক্তগণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে যদি কেউ অমৃত প্রবাহিণী সরিৎস্বরূপ ভগবানের লীলামৃত শ্রবণ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি বিস্মৃত হন এবং তিনি সমস্ত ভয়, শোক ও মোহ থেকে মুক্ত হন। যেহেতু বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা আদি দেহের আবশ্যকতাগুলির দ্বারা উপদ্রুত, তাই ভগবানের অমৃতময় কথা শ্রবণে আসক্তি উৎপাদনের জন্য তাদের সময় প্রায় নেই। সমস্ত প্রজাপতিদের পিতা পরম শক্তিমান ব্রহ্মা; মহাদেব, মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ; সনক, সনাতন আদি সর্বোচ্চ স্তরের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বসিষ্ঠ আদি মহর্ষিগণ, এবং আমার মতো অন্যান্য ব্রহ্মবাদী ও বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা নিরন্তর অনুসন্ধান করেও আজ পর্যন্ত সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে নি। অনন্ত বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন এবং বৈদিক মন্ত্রের লক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করা সত্ত্বেও, তাঁরা পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেননি। কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপারূপ অনুগ্রহ লাভ করেন। তখন তিনি চিন্ময় চেতনায় জাগরিত হয়ে, ভগবদ্ভক্ত বেদের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ এবং আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন।"

"হে মহারাজ বর্হিষ্মান! বৈদিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান অথবা সকাম কর্ম যতই রুচিমধুর অথবা জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে হোক না কেন, কখনও সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন না। সেগুলিকে কখনই পরমার্থ বলে মনে করা উচিত নয়। যারা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন তারা বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানগুলিকে বেদের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে। তারা জানে না যে, বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে জানিয়ে দেওয়া। তাদের প্রকৃত আবাসের কথা ভুলে গিয়ে, মোহবশত তারা অন্য গৃহের অন্বেষণ করে। হে রাজন্! সারা পৃথিবী পূর্বমুখী তীক্ষ্ণাগ্র কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে এবং তার ফলে যজ্ঞে বহু পশু বধ করার দরুন আপনি অত্যন্ত গর্বিত হয়েছেন। আপনার এই মূর্খতাবশত আপনি জানেন না যে, ভক্তিই হচ্ছে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়। ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানই আপনার একমাত্র কর্তব্যকর্ম হওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়াই হচ্ছে যথার্থ বিদ্যার ফল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি পরমাত্মারূপে এই জগতে জড় দেহধারী সমস্ত জীবের পথপ্রদর্শক। তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতিতে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের পরম নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের পরম বন্ধু এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা। তা করা হলে, মানুষের জীবন মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। যিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত, তাঁর এই সংসারে ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। তার কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং সকলের পরম সুহৃৎ। যিনি এই রহস্য জানেন তিনিই প্রকৃত বিদ্বান এবং এই বিদ্যার প্রভাবেই তিনি সারা জগতের গুরু হতে পারেন। যিনি প্রকৃতপক্ষে সদ্গুরু, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর আমি প্রদান করলাম। এখন সাধুসম্মত এবং অত্যন্ত গোপনীয় আর একটি বিষয় আমি বলছি, সেই কথা শ্রবণ করুন।"

"হে রাজন্! ঐ হরিণটিকে দেখুন, যে সুন্দর পুষ্পোদ্যানে তার স্ত্রীর সঙ্গে মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছে সেই উদ্যানে সে দত্তকর্ণ হয়ে ভ্রমরের মধুর গীত শ্রবণ করছে। তার অবস্থা একবার বিবেচনা করে দেখুন। সে জানে না তার সম্মুখে একটি বাঘ, যে অন্যের মাংস আহার করে জীবন ধারণ করে। সেই হরিণটির পশ্চাতে এক ব্যাধ, যে তার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাকে বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে. এইভাবে সেই হরিণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। হে রাজন। স্ত্রীলোকেরা ঠিক পুষ্পের মতো প্রথমে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিন্তু চরমে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। জীব স্ত্রীলোকের প্রতি কামাসক্ত হয়ে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মানুষ যেভাবে ফুলের সৌরভ উপভোগ করে, ঠিক সেইভাবে সে মৈথুনসুখ উপভোগ করে। এইভাবে সে জিহ্বা থেকে উপস্থ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখের জীবন উপভোগ করে এবং তার ফলে সে তার গৃহস্থ-জীবনকে অত্যন্ত সুখদায়ক বলে মনে করে। পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সে সর্বদা ইন্দ্রিয়সুখের চিন্তায় মগ্ন থাকে। তার পত্নী ও শিশুদের আলাপ তার কাছে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বলে মনে হয়, যা ঠিক ফুলে ফুলে মধু আহরণকারী ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনের মতো। সে ভুলে যায় যে তার সম্মুখে রয়েছে কাল, যা দিন ও রাত্রির মাধ্যমে তার আয়ু হরণ করছে। সে দেখতে পায় না যে, ধীরে ধীরে তার আয়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং সে মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে একেবারেই গ্রাহ্য করে না, যিনি পশ্চাৎ দিক থেকে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন। এই কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। আপনি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছেন এবং চতুর্দিক থেকে সঙ্কটাপন্ন হয়েছেন। হে রাজন! আপনি হরিণের দৃষ্টান্তটি কেমন হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। আত্মচেতনায় মগ্ন হয়ে, সকাম কর্মের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার শ্রবণসুখ পরিত্যাগ করুন। মৈথুন আসক্তিতে পূর্ণ গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করুন এবং স্ত্রীপুরুষের আলাপ শ্রবণের বাসনা পরিত্যাগ করে মুক্তপুরুষ ভগবদ্ভক্তের কৃপায় ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করুন। এইভাবে জড় জগতের আসক্তি থেকে মুক্ত হোন।"

রাজা বললেন—"হে ব্রাহ্মণ! আপনি যা বলেছেন তা আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছি এবং সেই সম্বন্ধে বিচার করে আমি স্থির করেছি যে, কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন যে-সমস্ত আচার্যগণ, তাঁরা এই তত্ত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত নন। তাঁরা যদি সেই সম্বন্ধে অবগত হতেন, তা হলে কেন তাঁরা আমাকে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেননি? হে ব্রাহ্মণ, আমার কর্ম-উপদেষ্টা গুরুগণের বাক্যের সঙ্গে আপনার বাক্যের বিরোধ রয়েছে। আমি এখন ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। পূর্বে আমার সেই সম্বন্ধে কিছু সংশয় ছিল, কিন্তু আপনি কৃপাপূর্বক সেই সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছেন। আমি এখন বুঝতে পারছি কেমন ঋষিরাও কিভাবে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন। নিঃসন্দেহে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। জীব এই জীবনে যা কিছু করে, তার ফল সে পরবর্তী জীবনে ভোগ করে। বেদবিদদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এও দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী জন্মে যে শরীরের দ্বারা কর্ম করা হয়েছে তা ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব অন্য শরীরে তার ফলভোগ করা কি করে সম্ভব?"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"জীব এই জীবনে স্থূল শরীরের মাধ্যমে কর্ম করে। এই স্থূল শরীর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। স্থূল শরীরের বিনাশের পরেও সূক্ষ্ম শরীর থাকে এবং তা সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। এইভাবে কোন পরিবর্তন হয় না। স্বপ্নাবস্থায় জীব তার প্রকৃত শরীর ত্যাগ করে। তার মন এবং বুদ্ধির কার্যকলাপের দ্বারা সে অন্য একটি দেব-শরীরে অথবা পশু-শরীরে সক্রিয় হয়। ঠিক তেমনই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করার পর, জীব এই লোকে অথবা অন্য লোকে দেব, তির্যক আদি যোনি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সে তার পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ করে। জীব দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে "আমি এই, আমি ঐ, এটি আমার কর্তব্য, তাই আমি এটি করব"—এই প্রকার ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করে।

এগুলি সবই হচ্ছে মনোধর্ম এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ অনিত্য; তা সত্ত্বেও ভগবানের কৃপায় জীব তার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করার সুযোগ পায়। এইভাবে সে আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়—এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের দ্বারা জীবের চেতনা বা মনোভাব বোঝা যায়। তেমনই মনোবৃত্তি বা চেতনার দ্বারা মানুষের পূর্ববর্তী জীবনের কার্যকলাপ অনুমান করা যায়। কখনও কখনও হঠাৎ এমন কোন অনুভব হয়, যা বর্তমান শরীরের মাধ্যমে কখনও দেখা বা শোনা যায়নি। কখনও কখনও হঠাৎ স্বপ্নে আমরা তা দর্শন করি। অতএব হে রাজন্! সূক্ষ্ম মানসিক আবরণ সমন্বিত জীব তার পূর্বদেহ সম্বন্ধজনিত নানা রকম চিন্তা এবং অনুভূতি অনুভব করে। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, পূর্ববর্তী শরীরের অভিজ্ঞতা ব্যতীত মনের দ্বারা কোন কিছুর কল্পনা করা সম্ভব নয়।"

"হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হোক। প্রকৃতির মন অনুসারে এই মন জীবের বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হওয়ার কারণ। মানুষের মানসিক অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে পূর্ব জন্মে কি রকম ছিল এবং ভবিষ্যতে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে। এইভাবে মন অতীত এবং ভবিষ্যৎ শরীরসমূহ ইঙ্গিত করে। কখনও স্বপ্নে আমরা এমন কিছু দর্শন করি, যা এই জীবনে কখনও দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি, কিন্তু ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সমস্ত ঘটনাগুলির অভিজ্ঞতা হয়েছে। জীবের মন বিভিন্ন স্থূল শরীরে অবস্থান করে এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা অনুসারে মন বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করে। মনে সেগুলি বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়ের মাধ্যমে আবির্ভূত হয়; তাই এই সমস্ত দৃশ্যগুলি এলোমেলোভাবে প্রকট হয়, যেন মনে হয় পূর্বে কখনও সেগুলি দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি। কৃষ্ণভক্তির অর্থ হচ্ছে এমন মানসিক অবস্থা নিয়ে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করা, যাতে ভগবান যেভাবে জড় জগৎকে দর্শন করেন, ঠিক সেইভাবে ভক্ত তা দর্শন করতে পারেন। এই প্রকার দর্শন সর্বদা সম্ভব নয়, কিন্তু তা ঠিক তমসাবৃত রাহু গ্রহের মতো, যা কেবল পূর্ণ চন্দ্রের উপস্থিতিতেই দেখা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র এবং জড় প্রকৃতির গুণসমূহের পরিণাম সূক্ষ্ম দেহ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অহঙ্কার এবং স্থূল দেহ বর্তমান থাকে। গভীর নিদ্রা, মূর্ছা, প্রবল দুর্ভাগ্য বশে প্রচণ্ড শোক, মৃত্যুর সময়, অথবা যখন প্রবল জ্বর হয় তখন প্রাণবায়ুর সঞ্চালন প্রতিহত হয়। তখন জীবের দেহাত্মবুদ্ধি হারিয়ে যায় অর্থাৎ সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে না। যৌবনে দশটি ইন্দ্রিয় এবং মন সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু মাতৃগর্ভে ও বাল্যাবস্থায় সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন অমাবস্যার চাঁদের মতো আবৃত থাকে। জীব যখন স্বপ্ন দেখে, তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে মনের ফলে সেগুলি প্রকাশিত হয়। তেমনই, অবিকশিত ইন্দ্রিয়-সমন্বিত জীব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সংস্পর্শে না থাকলেও, সংসার থেকে তার মুক্তি হয় না। পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই ষোলটি জড় বিস্তার। এগুলি জীবের সঙ্গে একত্রে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের অস্তিত্ব। সূক্ষ্ম শরীরের ফলে জীব স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তা ত্যাগ করে। একে বলা হয় আত্মার দেহান্তর। এইভাবে আত্মা বিভিন্ন প্রকার হর্ষ, শোক, ভয়, সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। শুঁয়োপোকা যেমন একটি পাতা অবলম্বন করে পূর্ববর্তী পাতা পরিত্যাগ করে, তেমনই, জীব তার পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে অন্য আর একটি শরীর অবলম্বন করে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। তার কারণ, মন হচ্ছে সর্বপ্রকার বাসনার আধার। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই, ততক্ষণ আমরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সৃষ্টি করি। জীব যখন জড় ক্ষেত্রে কর্ম করে, তখন সে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার সময় সে জড় কর্মের শৃঙ্খল সৃষ্টি করে। এইভাবে জীব জড়-জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সর্বদা মনে রাখুন যে, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত হয়। তার ফলে এই জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"মহাভাগবত ভগবান নারদ এইভাবে মহারাজ প্রাচীনবর্হির কাছে জীব এবং ভগবানের

স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, রাজাকে আমন্ত্রণ করে সিদ্ধলোকে গমন করলেন। তাঁর মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে রাজর্ষি প্রাচীনবর্হি তাঁর পুত্রদের জন্য প্রজাদের রক্ষা করার আদেশ রেখে, গৃহত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য কপিলাশ্রম তীর্থে গমন করেছিলেন। কপিলাশ্রমে তপস্যা করে রাজা প্রাচীনবর্হি সমস্ত জড় উপাধি থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে, ভগবৎসারূপ্য লাভ করেছিলেন।

"হে বিদুর! জীবের আধ্যাত্মিক স্থিতি সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদ বর্ণিত এই আখ্যান যিনি শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হবেন। দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত এই উপাখ্যান ভগবান মুকুন্দের যশে পরিপূর্ণ। তাই এই উপাখ্যান যখন বর্ণিত হয়, তখন তা নিশ্চিতভাবে এই জড় জগৎকে পবিত্র করে। তা জীবের হৃদয় পবিত্র করে এবং তাকে তার চিন্ময় স্বরূপ লাভ করতেও সহায়তা করে। যিনি এই দিব্য আখ্যান কীর্তন করেন, তিনি সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং তাঁকে আর এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে হয় না। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ মহাত্মা পুরঞ্জনের এই প্রামাণিক রূপকটি আমি আমার গুরুদেবের কাছে শ্রবণ করেছি। কেউ যদি এই রূপকের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তিনি অবশ্যই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হবেন এবং পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত হতে পারবেন। কেউ যদি আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে অজ্ঞও হন, তবুও তিনি এই আখ্যানটি অধ্যয়ন করার ফলে তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। শরীর, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের প্রতিপালনের চেষ্টা পশুদের মধ্যেও দেখা যায়। এই সমস্ত ব্যাপার সামলানোর বুদ্ধি পশুদের মধ্যেও পূর্ণরূপে রয়েছে। মানুষ যদি কেবল এই সমস্ত বিষয়ে উন্নত হয়, তা হলে তার সঙ্গে একটি পশুর পার্থক্য কোথায়? ক্রমবিবর্তনের পন্থায় বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর যে এই মনুষ্য-জীবন লাভ হয়েছে, তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যে বুদ্ধিমান মানুষ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করেছেন, তিনি চিন্ময় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হবে, ভগবানেরই মতো চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। জীবের যদি কৃষ্ণে ভক্তি, জীবে দয়া এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন। কালের অন্তর্গত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হয় তা সবই স্বপ্নবৎ। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের গূঢ় সিদ্ধান্ত।"

ত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচেতাদের কার্যকলাপ

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ! পূর্বে আপনি প্রাচীনবর্হির পুত্রদের কথা বর্ণনা করে বলেছিলেন যে, তাঁরা রুদ্রগীত নামক স্তোত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা কি লাভ করেছিলেন? হে বার্হস্পত্য! রাজা বর্হিষতের প্রচেতা নামক পুত্রগণ ভগবানের প্রিয় পার্ষদ এবং মুক্তিদাতা মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করার পর, কি লাভ করেছিলেন? নিশ্চিতভাবে তাঁরা চিৎ-জগতে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু তা ছাড়া, এই জড় জগতে, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে তাঁরা কি ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন?"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"মহাত্মা প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতাগণ তাঁদের পিতার আদেশ পালন করার জন্য সমুদ্রগর্ভে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব প্রদত্ত মন্ত্র জপের দ্বারা তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান

শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা-বিধান করতে সক্ষম হন। প্রচেতারা দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের পুরস্কৃত করার জন্য তাঁর অত্যন্ত মনোহর রূপে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার ফলে প্রচেতাদের তপক্লেশ প্রশমিত হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁদের তপস্যা সার্থক হয়েছে বলে মনে করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান তখন গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করে সুমেরু-শিখরস্থ মেঘের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। ভগবানের দিব্য শরীর অত্যন্ত মনোহর পীত বসনে আচ্ছাদিত ছিল এবং তাঁর গলদেশ কৌস্তুভ-মণির দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল। ভগবানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর মস্তক অতি উজ্জ্বল মুকুট এবং স্বর্ণ অলঙ্কারে বিভূষিত ছিল। তাঁর মুকুটটি উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করছিল এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর মস্তকে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর আট হাতে আট প্রকার অস্ত্র। তিনি দেবগণ, মুনিগণ এবং অন্যান্য পার্ষদদের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের বাহন গরুড় তাঁর পক্ষধ্বনির দ্বারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন। গরুড়কে তখন ঠিক কিন্নরের মতো মনে হচ্ছিল। ভগবানের গলদেশের বনমালা তাঁর জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। মালার দ্বারা শোভিত তাঁর আটটি বাহু ও আয়ত বক্ষ লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যকে স্পর্ধা করছিল। কৃপাপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা অবলোকন করে ভগবান তাঁর অত্যন্ত শরণাগত মহাত্মা প্রাচীনবর্হির পুত্রদের জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের পরস্পরের সৌহার্দ্য দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমরা সকলেই একই ধর্ম—ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত। তোমাদের সৌহার্দ্য দর্শন করে আমি এত প্রসন্ন হয়েছি যে, আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করছি। এখন তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। যারা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তোমাদের স্মরণ করবে, তারা তাদের ভ্রাতাদের প্রতি এবং সমস্ত জীবদের প্রতি সৌহার্দ্য-পরায়ণ হবে। যারা একাগ্রচিত্তে সকালে এবং সন্ধ্যায় রুদ্রগীতের দ্বারা আমার স্তব করবে, আমি তাদের অভিলষিত বর প্রদান করি। এইভাবে তাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে এবং তারা সদ্বুদ্ধি লাভ করতে পারবে। যেহেতু তোমরা আনন্দিত চিত্তে তোমাদের পিতার আদেশ শিরোধার্য করেছ এবং নিষ্ঠা সহকারে তা অনুষ্ঠান করেছ, তাই তোমাদের মনোজ্ঞ কীর্তি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হবে। তোমাদের একটি অতি উত্তম পুত্র হবে, যার গুণ ব্রহ্মার থেকে কোন অংশে ন্যূন হবে না। অতএব সেই পুত্র সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করবে এবং তার পুত্র ও পৌত্রেরা ত্রিভুবন পূর্ণ করবে।"

"হে রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রগণ! প্রম্লোচা নামক অপ্সরা কণ্ডু ঋষির সহযোগে একটি কমল-নয়না কন্যা লাভ করে, তাকে বনের বৃক্ষদের তত্ত্বাবধানে রেখে স্বর্গলোকে ফিরে যান। তারপর বৃক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিত্যক্ত শিশুটি যখন ক্ষুধার্ত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল, তখন বনের রাজা অর্থাৎ চন্দ্রলোকের রাজা সদয় হয়ে তাঁর তর্জনী শিশুটির মুখের মধ্যে স্থাপন করে অমৃত বর্ষণ করেছিলেন। এইভাবে শিশুটি চন্দ্রদেবের কৃপায় প্রতিপালিত হয়েছিল। যেহেতু তোমরা সকলে আমার অত্যন্ত অনুগত, তাই আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, তোমরা এখনই সেই অত্যন্ত গুণবতী এবং অপূর্ব সুন্দরী কন্যাটিকে বিবাহ কর এবং তোমাদের পিতার আদেশ অনুসারে তার থেকে প্রজা সৃষ্টি কর। তোমরা সমস্ত ভাইয়েরা সকলেই ভগবদ্ভক্ত এবং পিতার আজ্ঞাকারী পুত্র হওয়ার ফলে সমশীল। তেমনই সেই কন্যাটিও তোমাদের সকলের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করার ফলে, ধর্মে ও চরিত্রে তোমাদেরই অনুরূপ। সেই সুমধ্যমা সুন্দরীকে তোমাদের পত্নীরূপে গ্রহণ কর।"

ভগবান তখন প্রচেতাদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"হে রাজপুত্রগণ! আমার কৃপায়, তোমরা দিব্য সহস্র-সহস্র বর্ষ অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন হবে, পার্থিব ও দিব্য ভোগসমূহ উপভোগ করতে পারবে। অবশেষে আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রভাবে তোমরা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হবে। তখন উচ্চতর স্বর্গীয় এবং নারকীয় সমস্ত জড় সুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে, তোমরা আমার ধামে ফিরে আসবে।"

"যাঁরা ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধ কর্মে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, সমস্ত কর্মের পরম ভোক্তা

স্বর্গলোকে যাওয়ার পথ রোধ করতে উদ্যত হয়েছে এবং সেই বৃক্ষগুলির দ্বারা মহীমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তখন প্রচেতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। হে রাজন্! প্রলয়কালে রুদ্র যেভাবে তাঁর মুখ থেকে অগ্নি নির্গমন করেন, প্রচেতারাও তেমন মহীরুহগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিদশূন্য করবার উদ্দেশ্যে, রোষভরে তাঁদের মুখ থেকে অগ্নি এবং বায়ু নির্গমন করতে লাগলেন। পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ ভস্মসাৎ হচ্ছে দেখে, পিতামহ ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা রাজা বর্হিষতের পুত্রদের শান্ত করেছিলেন। সেই বৃক্ষদের মধ্যে যেগুলি অবশিষ্ট ছিল, তারা ভীত হয়ে ব্রহ্মার উপদেশে তাদের কন্যাটিকে প্রচেতাদের সমর্পণ করেছিল। ব্রহ্মার আদেশে প্রচেতারা কন্যাটিকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষ মহাদেবকে অবজ্ঞা এবং অপমান করেছিলেন বলে মারিষার গর্ভে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তার ফলে তাঁকে দুবার দেহত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁর পূর্বদেহ বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তিনি, সেই দক্ষই চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অভিলষিত প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। দক্ষ তাঁর জন্মের পর, তাঁর দেহের জ্যোতির দ্বারা অন্য সমস্ত তেজস্বীদের তেজ আচ্ছাদিত করেছিলেন। সকাম কর্ম অনুষ্ঠানে অত্যন্ত দক্ষ হওয়ার ফলে, তাঁকে দক্ষ বলা হত। ব্রহ্মা তাই তাঁকে প্রজাসৃষ্টি ও রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে দক্ষ অন্যান্য প্রজাপতিদেরও প্রজাসৃষ্টি এবং রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন।"

একত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচেতাদের প্রতি নারদের উপদেশ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"প্রচেতারা বহু সহস্র বৎসর গৃহে অবস্থান করেছিলেন এবং অবশেষে তাঁদের দিব্য জ্ঞান উদিত হয়েছিল। তখন তাঁরা ভগবানের আশীর্বাদ স্মরণ করে এবং তাঁদের ভার্যাকে আদর্শ পুত্রের হাতে সমর্পণপূর্বক গৃহ থেকে বহির্গত হয়েছিলেন। প্রচেতারা পশ্চিম দিকে সমুদ্রতটে গিয়েছিলেন, যেখানে জীবন্মুক্ত মহর্ষি জাজলি অবস্থান করছিলেন। যেই দিব্য জ্ঞানের দ্বারা সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া যায়, পূর্ণরূপে সেই জ্ঞান লাভ করে প্রচেতারা কৃষ্ণভক্তিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রচেতারা যোগাসন অভ্যাস করে তাঁদের প্রাণবায়ু, মন, বাণী এবং বাহ্যদৃষ্টি সংযত করেছিলেন। এইভাবে প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ঋজুভাবে উপবিষ্ট হয়ে তাঁরা পরমব্রহ্মে তাঁদের মনকে একাগ্রীভূত করেছিলেন। তাঁরা যখন এইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করছিলেন, তখন দেবতা এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা পূজিত নারদ মুনি তাঁদের দেখতে এসেছিলেন। নারদ মুনিকে আসতে দেখে প্রচেতারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। বিধিপূর্বক তাঁরা প্রণতি নিবেদন করে তাঁর পূজা করেছিলেন এবং যখন তাঁরা দেখলেন যে তিনি সুখে আসন গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিলেন।"

প্রচেতারা নারদ মুনিকে সম্বোধন করে বললেন—"হে দেবর্ষি, হে ব্রাহ্মণ! আশা করি এখানে আসার সময় আপনার কোন অসুবিধা হয়নি। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে আমরা আপনার দর্শন লাভ করেছি। সূর্যদেবের ভ্রমণ যেমন মানুষকে রাত্রির অন্ধকারের ভয় থেকে, দস্যু-তস্করদের ভয় থেকে মুক্ত করে, তেমনই আপনার পর্যটনও সূর্যের মতো, কারণ আপনি সমস্ত ভয় দূর করেন। হে প্রভু! গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত

হওয়ার ফলে, শিব এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে আমরা যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা প্রায় ভুলে গেছি। হে প্রভু! দয়া করে আমাদের দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রদান করুন, যা প্রদীপস্বরূপ এবং তার দ্বারা আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারি।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—"হে বিদুর! প্রচেতাদের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে পরম ভাগবত নারদ মুনি, যিনি সর্বদা উত্তমশ্লোক ভগবানে আসক্তচিত্ত, তিনি বলতে লাগলেন, যখন কোন জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর জন্ম, তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর আয়ু, তাঁর মন এবং তাঁর বাণী—সবই প্রকৃতপক্ষে সার্থক হয়। সভ্য মানুষের তিন প্রকার জন্ম হয়। প্রথম জন্মটি হচ্ছে শুদ্ধ পিতামাতা থেকে এবং এই জন্মকে বলা হয় শৌক্র জন্ম। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে যখন দীক্ষালাভ হয়, সেই জন্মকে বলা হয় সাবিত্র জন্ম। যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার সুযোগ হয়, তখন তাকে বলা হয় যাজ্ঞিক জন্ম। এই প্রকার জন্মগ্রহণের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, দেবতাদের মতো দীর্ঘ আয়ু লাভ করা সত্ত্বেও, কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। তেমনই কারও কার্যকলাপ পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক হতে পারে, কিন্তু তা যদি ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য না হয়, তা হলে তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কঠোর তপস্যা, বেদ-শ্রবণ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি, বাক্-বিলাস, মনোধর্মী জ্ঞান, উন্নত বুদ্ধিমত্তা, বল এবং ইন্দ্রিয়-পটুতার কি ফল? যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চরমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে না, তা সে যোগ অভ্যাস হোক, সাংখ্য দর্শন অধ্যয়ন হোক, কঠোর তপস্যা হোক, সন্ন্যাস গ্রহণ হোক অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন হোক, তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু যদি তা ভগবান শ্রীহরিকে জানতে সাহায্য না করে, তা হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানই সমস্ত আত্ম-উপলব্ধির মূল উৎস। তাই কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ইত্যাদি সমস্ত শুভ কর্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার কাণ্ড, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয় এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তুষ্ট হন। বর্ষার জলের উদ্ভব হয় সূর্য থেকে, কালক্রমে গ্রীষ্মকালে সূর্যই আবার জল শোষণ করে নেয়। তেমনই, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব পৃথিবী থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং কিছুকাল পর তারা পুনরায় পৃথিবীর ধূলিতেই মিশে যাবে। তেমনই, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং কালক্রমে সবই আবার ভগবানে লীন হয়ে যাবে। সূর্যকিরণ যেমন সূর্য থেকে অভিন্ন, এই জগৎও তেমন পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবান এই জড় জগতে সর্বব্যাপ্ত। ইন্দ্রিয়গুলি যখন সক্রিয় থাকে, তখন সেইগুলিকে দেহের বিভিন্ন অংশ বলে মনে হয়, কিন্তু দেহ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তাদের কার্যকলাপ প্রকট হয় না। তেমনই সারা জগৎ ভগবান থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হলেও তা ভিন্ন নয়।"

"হে রাজাগণ! আকাশে যেমন কখনও মেঘ, কখনও অন্ধকার এবং কখনও বা আলোক পর্যায়ক্রমে হতে থাকে, তেমনই পরমব্রহ্মে রজ, তম ও সত্ত্বগুণ পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। কখনও তাদের প্রকাশ হয় এবং কখনও তা লীন হয়ে থাকে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। যেহেতু তিনি গুণ-প্রবাহরূপ সংসার থেকে পৃথক, তাই তিনি তাঁর নিজক্রিয়া থেকে মুক্ত এবং জড়া প্রকৃতির ঈশ্বর। অতএব তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, গুণগতভাবে নিজেদের তাঁর সঙ্গে এক বলে মনে করে, তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। সর্বভূতে দয়া, যথালাভে সন্তোষ এবং বিষয় থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ—এই সবের দ্বারা ভগবান জনার্দন শীঘ্রই প্রসন্ন হন। জড় বাসনার কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়ে, ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। এইভাবে তাঁরা নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে পারেন এবং আন্তরিক অনুভূতি সহকারে তাঁকে সম্বোধন করতে পারেন। ভগবান তখন তাঁর ভক্তের বশীভূত হয়ে

প্রথম অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষি! মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন আত্মজ্ঞানী পরম ভগবদ্ভক্ত, তিনি কেন গৃহস্থ-আশ্রমে রত হয়েছিলেন? কারণ গৃহই সমস্ত কর্মের বন্ধনের মূল কারণ এবং মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে অকৃতকার্য করে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ভগবদ্ভক্তেরা নিশ্চিতভাবে মুক্ত পুরুষ, তাই তাঁদের পক্ষে গৃহের প্রতি এই প্রকার আসক্তি সম্ভব নয়। হে ব্রহ্মর্ষি! যে মহাত্মারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় তাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়েছে। তাঁদের চেতনা কখনই আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আসক্ত হতে পারে না। হে মহান ব্রাহ্মণ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের মতো ব্যক্তি, যিনি তাঁর পত্নী, সন্তান-সন্ততি এবং গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভাবনায় সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার মহাসংশয় উপস্থিত হয়েছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। ব্রহ্মাদি মহান ব্যক্তিরা দিব্য শ্লোকের দ্বারা যাঁর বন্দনা করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা মহাভাগবত এবং মুক্ত পরমহংসদের কাছে অত্যন্ত মনোহর। যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছেন এবং যাঁর চিত্ত সর্বদা তাঁর মহিমার আবিষ্ট, তিনি কখনও কখনও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার দ্বারা ব্যাহত হলেও, তিনি যে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছেন তা কখনই পরিত্যাগ করেন না।"

"হে রাজন্! রাজপুত্র প্রিয়ব্রত তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার ফলে, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে পরম ভাগবত হয়েছিলেন। এই উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর চেতনা অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়নি। তাঁর পিতা তখন তাঁকে পৃথিবী পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার আদেশ দেন। তিনি প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সেটিই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। রাজপুত্র প্রিয়ব্রত কিন্তু ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করছিলেন এবং এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করছিলেন। যদিও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নয়, তবুও তিনি তা স্বীকার করেননি। তার ফলে তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন, পৃথিবী পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তিনি ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হবেন কি না।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব এবং পরম শক্তিমান ব্রহ্মা, যিনি সর্বদা ব্রহ্মাণ্ডের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য চিন্তাশীল, যিনি সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধনে তৎপর, সেই পরম শক্তিমান ব্রহ্মা তাঁর নিজজন এবং মূর্তিমান বেদসমূহের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তাঁর ধাম সত্যলোক থেকে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত যেখানে ধ্যান করছিলেন, সেখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ব্রহ্মা যখন তাঁর বাহন হংসে উপবিষ্ট হয়ে অবতরণ করছিলেন, তখন সিদ্ধ, গন্ধর্ব, সাধ্য, চারণ, মহর্ষিগণ এবং দেবতারা তাঁদের বিমানে আরোহণ করে আকাশরূপ চাঁদোয়ার নীচে ব্রহ্মাকে সম্বর্ধনা করার জন্য এবং পূজা করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। বিভিন্ন লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত হয়ে, ব্রহ্মা নক্ষত্র পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন এবং তারপর তাঁর বাহন হংস তাঁকে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের প্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত উপবিষ্ট ছিলেন। নারদ মুনির পিতা ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। নারদ মুনি সেই মহান হংসকে দর্শন করা মাত্র, বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রহ্মা এসেছেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত, যাঁকে নারদ মুনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মাকে পূজা করতে শুরু করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে ভূলোকে অবতরণ করলে, নারদ মুনি, রাজপুত্র

প্রিয়ব্রত এবং স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে পূজার সামগ্রী নিবেদন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে অতি মধুর বাক্যে তাঁর স্তুতি করেছিলেন। তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন এবং প্রসন্ন বদনে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাঁকে বলেছিলেন—হে বৎস প্রিয়ব্রত! আমি তোমাকে যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ো না। শিব, তোমার পিতা, মহর্ষি নারদ, আমাদের সকলকেই সেই পরমেশ্বরের আদেশ পালন করতে হয়। আমরা কেউই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না। কোন জীবই কঠোর তপস্যার বলে, উন্নত বৈদিক শিক্ষার বলে, অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রভাবে, দৈহিক শক্তির প্রভাবে অথবা বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারে না। এমন কি ধর্মের বলে, অথবা জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে অথবা অন্য কোন উপায়েই, কিংবা স্বীয় শক্তির বলে অথবা অন্যদের সাহায্যের বলে, ভগবানের আদেশ অমান্য করা যায় না। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত কারও পক্ষেই ভগবানের আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। হে প্রিয়ব্রত! ভগবানের নির্দেশে সমস্ত জীবেরা জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, শোক, মোহ, ভয়, সুখ এবং দুঃখের জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে। হে বৎস! আমরা সকলেই আমাদের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বৈদিক নির্দেশের দ্বারা বর্ণাশ্রম বিভাগে আবদ্ধ। এই বিভাগগুলি অবহেলা করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আয়োজন করা হয়েছে। তাই, বলীবর্দ যেমন নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ হয়ে চালকের পরিচালনা অনুসারে চালিত হতে বাধ্য হয়, আমাদেরও তেমন বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্তব্য পালন করতে হয়। হে প্রিয়ব্রত! জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে আমাদের সঙ্গ অনুসারে ভগবান আমাদের বিশেষ শরীর প্রদান করেন এবং সেই অনুসারে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করি। তাই অন্ধ যেভাবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেইভাবে যে অবস্থাতে আমরা রয়েছি, সেই অবস্থাতেই থেকে ভগবানের দ্বারা আমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত। মুক্ত হলেও মানুষকে পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দেহ ধারণ করতে হয়। কিন্তু তিনি তখন অভিমানশূন্য হয়ে, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করেন, সেভাবেই তাঁর সুখ এবং দুঃখকে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে মনে করেন। এইভাবে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন এবং প্রকৃতির তিন গুণের বশীভূত হয়ে অন্য আর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কর্ম করেন না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বনে বনে বিচরণ করে তবুও তাকে জড় বন্ধনের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকতে হয়, কারণ সে তার মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ছয়জন সতীনের সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করে। কিন্তু গৃহস্থ-আশ্রমও আত্মতত্ত্ববিৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত হয়ে সুসংবদ্ধভাবে তাঁর মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বশ করেন, তিনি দুর্গের আশ্রয়ে পরাক্রমশালী শত্রুকে জয়কারী রাজার মতো। যিনি গৃহস্থ-আশ্রমে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যাঁর কামবাসনা ক্ষীণ হয়েছে, তিনি নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন।"

"হে প্রিয়ব্রত! পদ্মনাভ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-কোষরূপ দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করে তুমি ছয় ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদের জয় কর। তুমি জড়সুখ ভোগ কর কারণ ভগবান বিশেষভাবে তোমাকে তা করার আদেশ দিয়েছেন। তার ফলে তুমি সর্বদা জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তোমার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে ভগবানের আদেশ পালন করতে পারবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ত্রিভুবনের গুরু ব্রহ্মার দ্বারা পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে, প্রিয়ব্রত তাঁর লঘুত্ব হেতু তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁর সেই আদেশ গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পালন করেছিলেন। তারপর মনু ব্রহ্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যথাসাধ্য শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পূজা করেছিলেন। প্রিয়ব্রত এবং নারদও অবিদ্বেষ অর্থাৎ অসূয়াশূন্য দৃষ্টিতে ব্রহ্মাকে দর্শন করতে লাগলেন। প্রিয়ব্রতকে তাঁর পিতার আদেশ পালনে নিযুক্ত করে ব্রহ্মা তাঁর ধাম সত্যলোকে ফিরে গিয়েছিলেন, যে স্থান মন অথবা বাণীর বর্ণনার অতীত। এইভাবে ব্রহ্মার সহায়তায় স্বায়ম্ভুব মনুর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল। দেবর্ষি নারদের অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রকে নিখিল ভূমণ্ডল পালন এবং রক্ষা করার জন্য রাজকীয় দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষাক্ত দিব্যের সমূহ থেকে উদ্ধার লাভ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে, মহারাজ প্রিয়ব্রত জাগতিক কার্যকলাপে পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ-স্বরূপ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, তবুও স্বয়ং ব্রহ্মার মান বৃদ্ধি করার জন্য তিনি এই জড় জগৎ শাসন করেছিলেন। তারপর মহারাজ প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মা নামক প্রজাপতির কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে তিনি দশটি পুত্র উৎপন্ন করেন, যাঁরা সৌন্দর্যে, চরিত্রে, উদারতায় এবং অন্যান্য গুণাবলীতে তাঁরই সমান ছিলেন। তাঁর একটি কন্যাও হয়েছিল, যে ছিল সব চাইতে ছোট এবং তার নাম ছিল ঊর্জস্বতী। মহারাজ প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নাম ছিল আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি। অগ্নিদেবের নাম অনুসারে এদের নামকরণ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন—কবি, মহাবীর এবং সবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। এইভাবে জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত হয়ে, তাঁরা সন্ন্যাস-জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি পরমহংস-আশ্রমের অনুশীলন করেছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত হয়ে, তাঁরা তিনজন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সংযত করে পরমহংসত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁদের চিত্ত সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিল, যিনি সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় হওয়ার ফলে বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ। যারা সংসার ভয়ে ভীত, ভগবান বাসুদেবই হচ্ছেন তাদের একমাত্র আশ্রয়। নিরন্তর তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের তিন পুত্র শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের ভক্তির প্রভাবে তাঁরা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারতেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের গুণগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। মহারাজ প্রিয়ব্রতের আরও একজন পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা তিনজনই মন্বন্তরের অধিপতি হয়েছিলেন। এইভাবে কবি, মহাবীর এবং সবন পরমহংস-আশ্রম অবলম্বন করলে, মহারাজ প্রিয়ব্রত একাদশ অর্বুদ বৎসর ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বাহুযুগলের দ্বারা তাঁর ধনুকে শর যোজনা করতেন, তখন ধর্মদ্রোহীরা তাঁর ভয়ে পলায়ন করত। এইভাবে প্রবল বিক্রমে তিনি ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী বর্হিষ্মতীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং দিনে দিনে তাঁদের প্রণয় বর্ধিত হয়েছিল। মহারাণী বর্হিষ্মতী তাঁর স্ত্রীসুলভ বেশভূষা, গমনভঙ্গি, হাস্য, লজ্জা এবং কটাক্ষের দ্বারা তাঁর শক্তি বর্ধিত করেছিলেন। এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, যেন একজন মহাত্মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পত্নীর প্রেমে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ঠিক একজন সাধারণ মনুষ্যের মতো আচরণ করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মহাত্মা।"

"এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার সময়, মহারাজ প্রিয়ব্রত একবার পরম শক্তিমান সূর্যদেবের কক্ষপথে বিচরণের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নিজের রথে চড়ে সুমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করার সময়, সূর্যদেব সমস্ত গ্রহলোকগুলিকে আলোকিত করেন। কিন্তু, সূর্যদেব যখন পর্বতের উত্তর ভাগ আলোকিত করেন, তখন অবলোকনের দক্ষিণ ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, আবার সূর্য যখন দক্ষিণ ভাগকে আলোকিত করেন, তখন উত্তর ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই ব্যবস্থা মহারাজ প্রিয়ব্রতের কাছে অরুচিকর বলে মনে হওয়ায়, তিনি রজনীকেও দিবাভাগে পরিণত করতে মনস্থ করেছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় রথে সূর্যদেবের কক্ষপথ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর পক্ষে এই প্রকার অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে তিনি এই প্রকার অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত যখন সূর্যের পিছনে তাঁর রথ চালিয়েছিলেন, তখন তাঁর রথের চাকার দ্বারা যে খাত সৃষ্টি হয়েছিল তা সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল এবং ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছিল। সেই দ্বীপগুলির নাম জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। এই সমস্ত দ্বীপের পরিমাণ ক্রমানুসারে পূর্ব পূর্ব দ্বীপ থেকে পরবর্তী দ্বীপ দ্বিগুণ পরিমাণ। এক-একটি দ্বীপ এক-একটি তরল পদার্থের সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত এবং তার পরে রয়েছে আর একটি দ্বীপ। সেই সপ্ত সমুদ্র যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং শুদ্ধ পানীয় জল—এই সপ্তবিধ তরল পদার্থে পূর্ণ। সব কয়টি দ্বীপ এই সমস্ত সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে এবং সেই দ্বীপসমূহের যেরূপ পরিমাণ, সেই জলধিসমূহের পরিমাণও পর্যায়ক্রমে সেইরূপ। মহারাণী বর্হিষ্মতীর পতি মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র নামক সপ্ত পুত্রের এক-একজনকে সপ্ত দ্বীপের এক-একটির রাজা করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কন্যা ঊর্জস্বতীকে শুক্রাচার্যের হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন। এই কন্যার গর্ভে দেবযানী নামক শুক্রাচার্যের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।"

"হে রাজন্! যে ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যু—এই ছয় প্রকার তরঙ্গের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কাছে এগুলি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ চার বর্ণের বহির্ভূত কোন অস্পৃশ্য ব্যক্তিও ভগবানের নাম একবার মাত্র স্মরণ করার প্রভাবে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে অচিরেই মুক্ত হতে পারে।"

"মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন তাঁর পূর্ণ শক্তি এবং প্রভাবের দ্বারা তাঁর জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করছিলেন, তখন এক সময় তিনি বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন যে, যদিও তিনি দেবর্ষি নারদের কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করেছেন, তবুও তিনি পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছেন। তার ফলে তাঁর মন তখন অশান্ত হয়ে উঠেছিল এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে নিজের নিন্দা করে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন—হায়! ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য আমি কত অধঃপতিত হয়েছি! আমি জড়সুখ ভোগের জন্য বিষয়রূপ অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই না। আমি অনায় পত্নীর ক্রীড়ামৃগতুল্য হয়ে পড়েছি। আমাকে ধিক্! আমাকে ধিক্!"

"পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, মহারাজ প্রিয়ব্রতের স্বরূপ-উপলব্ধি পুনর্জাগরিত হয়েছিল। তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। যাঁর সঙ্গে তিনি বহু ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন সেই পত্নী এবং তাঁর মহান ঐশ্বর্যসমন্বিত রাজ্যসহ তিনি সর্বকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে সঙ্গমুক্ত হয়েছিলেন। সম্পূর্ণরূপে নির্মল তাঁর হৃদয় তখন ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে তিনি কৃষ্ণভক্তির দিব্য মার্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং দেবর্ষি নারদের কৃপায় যে পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক প্রসিদ্ধ শ্লোক রয়েছে—"মহারাজ প্রিয়ব্রত যে-সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন, তা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। মহারাজ প্রিয়ব্রত রজনীর অন্ধকার দূর করেছিলেন এবং তাঁর মহান রথের চাকার দ্বারা সাতটি সমুদ্র খনন করেছিলেন।" "বিভিন্ন মানুষদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করার জন্য মহারাজ প্রিয়ব্রত প্রতি দ্বীপে নদী, পর্বত ও বন ইত্যাদির দ্বারা সীমারেখা নির্ধারিত করেছিলেন, যাতে একে অন্যের সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ না করে।" "নারদ মুনির মহান অনুগামী এবং শুদ্ধ ভক্ত মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কর্ম এবং যোগশক্তির প্রভাবে যে ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা অধোলোকের, স্বর্গলোকের বা মনুষ্যলোকের হলেও তিনি তা নরকতুল্য বলে মনে করেছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ আগ্নীধ্রের চরিত্রকথা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পিতা মহারাজ প্রিয়ব্রত পারমার্থিক পথ অবলম্বন করে তপস্যা করার জন্য যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন মহারাজ আগ্নীধ্র তাঁর পিতার আজ্ঞা অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে, তিনি জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের পুত্রবৎ পালন করেছিলেন। সুযোগ্য পুত্র লাভ করে পিতৃলোকবাসী হওয়ার বাসনায়, মহারাজ আগ্নীধ্র এক সময় সুরবনিতাদের ক্রীড়াস্থল মন্দর পর্বতের উপত্যকায় পুষ্প ও অন্যান্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে তপস্যা পরায়ণ হয়ে, একাগ্র চিত্তে জড় সৃষ্টির অধ্যক্ষ মহা ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আদি পুরুষ ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা আগ্নীধ্রের মনোবাসনা জানতে পেরে, তাঁর সভার শ্রেষ্ঠ অপ্সরা পূর্বচিত্তিকে রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যে সুন্দর উপবনে রাজা তপস্যা করছিলেন এবং আরাধনা করছিলেন, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত অপ্সরা সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন। তপোবনটি ঘন সন্নিবিষ্ট শ্যামল তরুরাজি এবং স্বর্ণাভ লতিকা সমন্বিত হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সেই বৃক্ষের উপর ময়ূরাদি স্থল-বিহঙ্গম কূজন করছিল এবং সরোবরে জলকুক্কুট, কারণ্ডব, কলহংসাদি জলচর পক্ষীগণও মধুর রব করছিল। এইভাবে শ্যামল বনানী, নির্মল জল, প্রস্ফুটিত কমল এবং বিভিন্ন পক্ষীর কূজনে সেই তপোবনটি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল। পূর্বচিত্তির সুন্দর গমনে শৃঙ্গার-লক্ষণ শোভা পাচ্ছিল এবং তাঁর প্রতি পদবিক্ষেপে নূপুরের মনোহর রুনুঝুনু ধ্বনি হচ্ছিল। রাজকুমার আগ্নীধ্র যদিও অর্ধনিমীলিত নেত্রে যোগ অভ্যাস করে ইন্দ্রিয় সংযম করছিলেন, তবুও তিনি তাঁর কমলসদৃশ নয়ন-যুগলের দ্বারা তাঁকে দর্শন করলেন এবং তাঁর নূপুরের মধুর কিঙ্কিণী শ্রবণপূর্বক তাঁর চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করে তিনি অতি নিকটে তাঁকে দেখতে পেলেন। সেই অপ্সরা মধুকরীর মতো পুষ্পসমূহের ঘ্রাণ গ্রহণ করছিলেন। দেবতা এবং মানুষদের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদানকারী তাঁর গতি, বিহার, লজ্জা ও বিনয়াবিতা দৃষ্টি, সুমধুর স্বর, বাক্য এবং নেত্রাদি অবয়বসমূহ যেন মানুষদের মনে কুসুম-আয়ুধ কন্দর্পের প্রবেশদ্বার করে দিচ্ছিল। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন তাঁর মুখ থেকে অমৃত নিঃসৃত হচ্ছে। তিনি যখন শ্বাস ত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁর নিঃশ্বাসের গন্ধে উন্মত্ত হয়ে মৌমাছিরা তাঁর সুন্দর নয়ন-কমলের চারপাশে উড়ছিল। তার ফলে সেই কামিনী ভয়ে ব্যাকুলা হয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপ করায় তাঁর স্তন-কলস এমনভাবে কম্পিত হচ্ছিল যে তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় লাগছিল। বাস্তবিকপক্ষে তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন মানুষের হৃদয়ে কামদেবের প্রবেশদ্বার তৈরি করছেন। তাই তাঁকে দেখে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়ে, রাজকুমার তাঁকে বলতে লাগলেন।"

রাজকুমার মোহিতচিত্ত অপ্সরাকে সম্বোধন করে বললেন—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তুমি কে? তুমি এই পর্বতে কেন এসেছ এবং এখানে কি করতে চাইছ? তুমি কি ভগবানের মায়া? মনে হচ্ছে যেন তুমি দুটি জ্যারহিত ধনুক ধারণ করেছ। সেগুলি ধারণ করার কারণ কি? তুমি কি নিজের জন্য না তোমার সখার জন্য সেগুলি ধারণ করেছ? হয়তো তুমি বনের পশুদের শিকার করার জন্য সেগুলি বহন করছ।"

তারপর আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির কটাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—"হে সখে! তোমার নয়নের চাহনি অতি শক্তিশালী দুটি বাণের মতো। সেই বাণের পক্ষ পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। যদিও তাদের শলাকা নেই, তবু তারা অত্যন্ত সুন্দর এবং তাদের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন অত্যন্ত শান্ত এবং তাই আমার মনে হয় যে, সেগুলি কারও প্রতি নিক্ষেপ করা হবে না। তুমি নিশ্চয়ই সেই বাণের দ্বারা কাউকে বিদ্ধ করার জন্য এই অরণ্যে বিচরণ করছ, কিন্তু আমি জানি না কাকে তুমি বিদ্ধ করবে। আমার বুদ্ধি জড় এবং আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না। বাস্তবিকপক্ষে বিক্রমে কেউই তোমার সমকক্ষ নয় এবং তাই আমি প্রার্থনা করি, তোমার এই বিক্রম যেন আমার মঙ্গলের নিমিত্তই হয়।"

পূর্বচিত্তির অনুগমনকারী ভ্রমরদের দেখে মহারাজ আগ্নীধ্র বললেন—"হে প্রভু, এই সমস্ত ভ্রমরেরা আপনার শিষ্যের মতো আপনাকে বেষ্টন করে রয়েছে। তারা নিরন্তর সামবেদ ও উপনিষদের মন্ত্র গান করছে এবং এইভাবে তারা আপনার বন্দনা করছে। ঋষিগণ যেভাবে বেদের শাখা আশ্রয় করেন, তেমনই আপনার শিষ্যরাও আপনার কেশপাশ থেকে পতিত পুষ্পবৃষ্টি উপভোগ করছে। হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমার নূপুরের কিঙ্কিণীর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সেই নূপুরের মধ্যে তিত্তিরী পক্ষী রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি তাদের কূজন শুনতে পাচ্ছি। তোমার সুন্দর নিতম্ব-মণ্ডল কদম্ব কুসুমের মতো পীত বর্ণ এবং তোমার কটিদেশ বেষ্টন করে রয়েছে অলাতচক্রের মতো মেখলা। তুমি কি তোমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করতে ভুলে গেছ?"

আগ্নীধ্র তখন পূর্বচিত্তির উন্নত স্তনযুগলের প্রশংসা করে বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, তোমার কটিদেশ কৃশ, তবুও তুমি অতি কষ্টে দুটি শৃঙ্গ বহন করছ, তার উপর আমার চক্ষুদ্বয় আকৃষ্ট হয়েছে। সেই দুটি সুন্দর শৃঙ্গের অভ্যন্তরে কি রয়েছে? তুমি তার উপর অরুণবর্ণ সুন্দর পঙ্ক লেপন করেছ। হে সুভগ, সেই সুরভিত পঙ্ক যা আমার আশ্রমকে সুরভিত করেছে তা তুমি কোথায় পেলে? হে সুহৃত্তম, তুমি কি দয়া করে আমাকে তোমার বাসস্থান দেখাবে? সেখানকার অধিবাসীরা বক্ষঃস্থলে যাতে এমন অপূর্ব অবয়ব ধারণ করে যে, তা দর্শনে আমার মতো ব্যক্তির মন ও নয়ন উভয়ই ক্ষুব্ধ হয়। তাদের মধুর বাণী এবং মৃদুমন্দ হাসির কথা বিচার করে আমার মনে হয় যে, তাদের মুখে না জানি কত অমৃত রয়েছে। হে সখে, তোমার দেহ ধারণ করার জন্য তুমি কি আহার কর? কারণ তাম্বুল চর্বণ জনিত তোমার মুখ থেকে যে সুগন্ধ বিনির্গত হচ্ছে, তার ফলে মনে হয় তুমি সর্বদা বিষ্ণুর ভুক্তাবশিষ্টই গ্রহণ কর। তুমি নিশ্চয়ই বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। তোমার মুখমণ্ডল নির্মল সরোবরের মতো সুন্দর। তোমার কর্ণযুগলে যে দুটি রত্নখচিত মকরাকৃতি কুণ্ডল বিরাজ করছে, সেগুলি যেন বিষ্ণুর চক্ষুর মতো অপলক। তোমার নেত্রযুগল মীনের মতো চঞ্চল। সুতরাং তোমার মুখমণ্ডলরূপ সরোবরে যেন দুটি অনিমেষ মৎস্য এবং চঞ্চল মীন বিহার করছে। তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি রাজহংসের মতো শোভা বিস্তার করছে এবং তোমার কেশকলাপ যেন অলিকুলের মতো তোমার মুখের সৌন্দর্য অনুসরণ করছে। আমার মন ইতিমধ্যেই অস্থির হয়েছে এবং তুমি তোমার করকমলের দ্বারা যে কন্দুকটিকে চালিত করছ তা আমার নয়ন দুটিকেও অস্থির করছে। তোমার কুটিল কেশপাশ যে আলুলায়িত হয়েছে, তা কি তুমি পুনরায় বন্ধন করবে না? লম্পট পুরুষের মতো পবন তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে তোমার অধোবস্ত্র হরণ করছে, তাও কি তোমার সহ্য হচ্ছে না? হে তপোধন, তপস্বীদের তপশ্চর্যাভঙ্গকারক এই রূপ তুমি কোন্ তপস্যার দ্বারা লাভ করেছ? এই কলা তুমি কোথায় শিখেছ? হে সখে, কোন্ তপস্যার দ্বারা তুমি এই সৌন্দর্য লাভ করেছ? আমি চাই যে তুমিও আমার সঙ্গে তপস্যা কর, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়তো আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার ভার্যা হওয়ার জন্য তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত ব্রহ্মা আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন এবং তাই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তোমার সঙ্গ আমি ত্যাগ করতে চাই না, কারণ আমার মন ও নয়ন তোমাতে নিবিষ্ট হয়েছে এবং কোন মতেই আমি তা অপসারিত করতে পারছি না। হে স্তনশালিনি, আমি তোমার অনুগত। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাকে নিয়ে চল, তোমার সখীগণও অনুকূল হয়ে আমার অনুগমন করুক।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবতুল্য আগ্নীধ্র যাঁর বুদ্ধিমত্তা ছিল স্বর্গের দেবতাদের মতো, মনোহর বাক্যের দ্বারা স্ত্রীলোকদের বশীকরণ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তিনি তাঁর কামোদ্দীপক বাক্যের দ্বারা দেবকন্যার প্রসন্নতা বিধান করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। জম্বুদ্বীপের অধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ আগ্নীধ্রের বুদ্ধি বিদ্যা, যৌবন, সৌন্দর্য, ব্যবহার, ঐশ্বর্য এবং ঔদার্যে আকৃষ্ট হয়ে,

পূর্বচিত্তি বহু বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে পার্থিব এবং স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেছিলেন। সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ আগ্নীধ্র পূর্বচিত্তির গর্ভে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল নামক নয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। পূর্বচিত্তি প্রতি বৎসর এক-একটি করে নয়টি পুত্র প্রসব করেছিলেন, কিন্তু তারা যখন বড় হয়েছিল, তখন তিনি তাদের গৃহে পরিত্যাগ করে, পুনরায় ব্রহ্মার উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। পূর্বচিত্তির সেই নয়টি পুত্রই মায়ের স্তন পান করে স্বাভাবিকভাবেই বলবান ও সুগঠিত শরীর লাভ করেছিলেন। তাঁদের পিতা তাঁদের প্রত্যেককে জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অংশে শাসন করার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। তাঁদের নাম অনুসারে তাঁদের রাজ্যগুলির নামকরণ হয়েছিল। এইভাবে আগ্নীধ্রের পুত্রগণ তাঁদের পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন। পূর্বচিত্তির প্রস্থানের পর, রাজা আগ্নীধ্র তাঁর কামবাসনা তৃপ্ত না হওয়ায় সর্বক্ষণ তাঁর কথা চিন্তা করতেন। তাই, বেদোক্ত কর্ম অনুসারে তিনি তাঁর মৃত্যুর পর, সেই অপ্সরালোকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই লোকে পিতৃগণও আনন্দ ভোগ করেন। তাঁদের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হলে, নয়জন ভ্রাতা মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং দেববীতি নামক মেরুর নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আবির্ভাব

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আগ্নীধ্রের পুত্র মহারাজ নাভি পুত্র লাভের বাসনা করেছিলেন এবং তাই তিনি সমাহিত চিত্তে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। মহারাজ নাভির পত্নী পুত্রহীনা মেরুদেবীও তাঁর পতির সঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। যজ্ঞে ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য সাতটি সিদ্ধ সাধন রয়েছে—(১) মূল্যবান দ্রব্য বা আহার্য নিবেদন; (২) দেশ বা স্থান অনুসারে কার্য করা; (৩) কাল বা সময় অনুসারে কার্য করা; (৪) মন্ত্র উচ্চারণ; (৫) ঋত্বিক্‌বরণ; (৬) দক্ষিণা দান এবং (৭) বিধি পালন। কিন্তু এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা সর্বদা ভগবানকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবান ভক্তবৎসল, তাই তাঁর ভক্ত মহারাজ নাভি যখন শুদ্ধ এবং নির্মল চিত্তে প্রবর্গ্য নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা এবং স্তব করেছিলেন, তখন পরম দয়ালু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবাৎসল্য-হেতু, তাঁর অপরাজিত পরম আকর্ষণীয় চতুর্ভুজ মূর্তিতে মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ নিয়ে তাঁর ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপ ভক্তের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদান করে।"

"ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর চতুর্ভুজ রূপে রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি জ্যোতির্ময় পুরুষোত্তম রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর কটিদেশ পীত পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ছিল, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন শোভা বিস্তার করছিল, তাঁর চার হাতে ছিল শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা এবং তাঁর গলদেশে বনফুলের মালা ও কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছিল। মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, কটিসূত্র, মুক্তাহার,

কেয়ূর ও নূপুর আদি উজ্জ্বল রত্নখচিত অলঙ্কারে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন অকস্মাৎ প্রচুর ধনরাশি লাভ করে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে, মহারাজ নাভি, তাঁর পুরোহিত এবং পার্ষদগণও ভগবানকে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত দেখে, সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অবনত মস্তকে পূজার উপকরণ নিবেদন করে তাঁর আরাধনা করেছিলেন।"

ঋত্বিকগণ ভগবানের স্তুতি করে বললেন—"হে পূজ্যতম, আমরা আপনার ভৃত্য। যদিও আপনি পরিপূর্ণ, তবুও দয়া করে আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আপনার নিত্যদাস আমাদের যৎকিঞ্চিৎ সেবা গ্রহণ করুন। আমরা আপনার দিব্যরূপ সম্বন্ধে বস্তুতিকই অবগত নই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র এবং আচার্যদের শিক্ষা অনুসারে আমরা কেবল বারবার আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বিষয়াসক্ত জীবেরা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তাই তারা কখনও পূর্ণ নয়, কিন্তু আপনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত। আপনার নাম, রূপ, গুণ—সবই চিন্ময় এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত। বস্তুতপক্ষে, কে আপনাকে জানতে পারে? জড় জগতে আমরা কেবল জড় নাম এবং গুণই অনুভব করতে পারি। পরম পুরুষ আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি এবং প্রার্থনা নিবেদন ছাড়া আমাদের আর কোন সামর্থ্য নেই। আপনার সর্ব মঙ্গলময় দিব্য গুণাবলীর কীর্তন সমগ্র মনুষ্য-জাতির সমস্ত পাপ বিনষ্ট করতে পারে। আপনার সেই মহিমা কীর্তনই আমাদের পক্ষে সব চাইতে পবিত্র কর্তব্য এবং তার ফলে আমরা আপনার অলৌকিক স্থিতির অংশ মাত্র জানতে পারব।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। আপনার ভক্ত যখন বাষ্প-গদ্গদ স্বরে আপনার স্তুতি করেন এবং অনুরাগ ভরে জল, শুদ্ধ পল্লব, তুলসী ও দূর্বাঙ্কুর দ্বারা আপনার পূজা সম্পাদন করেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজার দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন। আমরা বহু উপচার সহকারে আপনার পূজা করেছি এবং আপনার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেছি, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য এত সমস্ত আয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই। আপনার মধ্যে সমস্ত পুরুষার্থ সাক্ষাৎভাবে, স্বতঃসিদ্ধরূপে, অপ্রতিহত গতিতে এবং অদ্ভুতভাবে প্রতিক্ষণই উৎপন্ন হচ্ছে। সেই অশেষ পুরুষার্থরূপ আনন্দই আপনার স্বরূপ। কিন্তু, হে ভগবান, আমরা নিরন্তর জড় সুখভোগের বাসনা করছি। এই সমস্ত যজ্ঞের আপনার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনার আশীর্বাদে যাতে আমাদের জড়সুখ ভোগ হয়, সেই জন্যই প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় আমাদের সকাম কর্মের উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, আপনার সেগুলিতে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই। হে ভগবান, আমরা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, কারণ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য যে কি তা আমরা জানি না। আপনি যেন স্বয়ং পূজা গ্রহণ করবার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দর্শন দান করবার জন্যই আপনি এসেছেন। আপনি আপনার অসীম করুণাবশত অপবর্গ নামক স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করার জন্য, আমাদের অজ্ঞতাজনিত কারণে যথাযথভাবে পূজিত না হয়েও এখানে এসেছেন। হে পূজ্যতম, আপনি সমস্ত বরদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের বর প্রদান করবার জন্যই আপনি মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি যেহেতু আমাদের নয়নপথের পথিক হয়েছেন, সেটিই আমাদের পক্ষে পরম বরস্বরূপ হয়েছে। হে ভগবান, মুনি-ঋষিগণ নিরন্তর আপনার গুণগান করেন। বৈরাগ্যের দ্বারা শাণিত জ্ঞানাগ্নিতে তাঁদের হৃদয়ের মলরাশি বিদগ্ধ হয়েছে। তার ফলে তাঁরা আত্মারাম হয়েছেন এবং আপনারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা যদিও আপনার মহিমা কীর্তন করে দিব্য আনন্দ অনুভব করেন, তবুও তাঁদের পক্ষেও আপনার দর্শন দুর্লভ। হে ভগবান, আমরা বিপদগ্রস্ত, ক্ষুধার্ত, পতিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দুঃখগ্রস্ত, পীড়িত এবং মৃত্যুর সময়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার ফলে, আপনার নাম, রূপ ও গুণাবলী স্মরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারি। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হে ভক্তবৎসল ভগবান, আপনার যে দিব্য নাম, গুণ এবং লীলাসমূহ সমস্ত পাপ থেকে মনুষ্যকে মুক্ত করতে পারে, তা স্মরণ করতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। হে ভগবান, এই মহারাজ নাভি আপনার মতো একটি পুত্র

লাভ করাকেই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। হে ভগবান, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন মহা ধনবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে কেবল একটু শস্যকণা ভিক্ষা করে, তেমনই স্বর্গ ও অপবর্গ প্রদানে সক্ষম আপনার কাছে মহারাজ নাভি কেবল একটি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা করছেন। হে ভগবান, মহাজনদের চরণ সেবা না করে কোন্ পুরুষই বা এই সংসারে আপনার মায়ার দ্বারা মোহিতচিত্ত, বশীভূত এবং বিষয়-বিষের বেগে আচ্ছাদিত না হয়েছেন? আপনার মায়া দুর্জয়া। তার গতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না অথবা কেউই বলতে পারে না কিভাবে তিনি কার্য করেন। হে ভগবান, আপনি বহু অদ্ভুত কার্য করেন। এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্র লাভ করা; তাই আমাদের বুদ্ধি মোটেই তীক্ষ্ণ নয়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে আমরা অভিজ্ঞ নই। তুচ্ছ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই তুচ্ছ যজ্ঞে আপনাকে আহ্বান করে আমরা নিশ্চয়ই আপনার শ্রীপাদপদ্মে মহা অপরাধ করেছি। তাই, হে ভগবান, আপনার সমদর্শিতা গুণে কৃপাপূর্বক আমাদের ক্ষমা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভারতবর্ষের অধিপতি নাভির সম্মানিত ঋত্বিকেরা এইভাবে গদ্যাত্মক স্তোত্রের দ্বারা দেবশ্রেষ্ঠ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা নিবেদন করলেন। দেবশ্রেষ্ঠ, পরম ঈশ্বর ভগবান তখন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন—হে মহর্ষিগণ, আপনাদের স্তবে আমি প্রসন্ন হয়েছি। আপনারা সকলেই সত্যবাক। আপনারা প্রার্থনা করেছেন যে, মহারাজ নাভির যেন আমার মতো পুত্র হয়। কিন্তু আমি যেহেতু অদ্বিতীয় পুরুষ এবং কেউই আমার সমতুল্য নয়, তাই আমার মতো আর কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, যেহেতু আপনারা যোগ্য ব্রাহ্মণ, তাই আপনাদের বাক্য মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সমন্বিত ব্রাহ্মণদের আমি আমার মুখ বলে মনে করি। যেহেতু আমার তুল্য কেউ নেই, তাই আমিই আমার অংশ-কলার দ্বারা আগ্নীধ্রপুত্র মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হব। এই কথা বলে ভগবান অন্তর্হিত হয়েছিলেন। মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবী তাঁর পতির পাশেই বসে ছিলেন, তাই তিনি ভগবানের সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছিলেন। হে বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ, সেই যজ্ঞের ঋত্বিকদের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং ধার্মিক গৃহস্থদের নিজে আচরণ করে ধর্ম অনুষ্ঠানের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং মহারাজ নাভির বাসনা পূর্ণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি তাঁর গুণাতীত চিন্ময় স্বরূপে মেরুদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।"

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নাভির পুত্ররূপে ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পদতলে ধ্বজ, বজ্র ইত্যাদি ভগবানের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্বভূতে সমদর্শী, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ঐশ্বর্য সমন্বিত এবং বিষয়-বিতৃষ্ণ। এই সমস্ত গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে নাভিনন্দন প্রতিদিন বর্ধিত হতে লাগলেন। তাই প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মণগণ, দেবতাগণ এবং অমাত্যেরা সকলেই অভিলাষ করেছিলেন যে, ঋষভদেব যেন পৃথিবী শাসনে প্রবৃত্ত হন। মহারাজ নাভির পুত্র যখন প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে মহাকবিদের বর্ণিত সমস্ত উত্তম গুণ—যথা, ভগবৎ-লক্ষণ সর্বাঙ্গে সুগঠিত দেহ, তেজ, বীর্য, সৌন্দর্য, কীর্তি, প্রভাব এবং উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তাঁর পিতা এই সমস্ত গুণ দর্শন করে, তাঁকে পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে বিবেচনা করে 'ঋষভ' নামে তাঁর নামকরণ করেছিলেন। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী দেবরাজ ইন্দ্র মহারাজ ঋষভদেবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষ নামক ঋষভদেবের রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন যোগেশ্বর ভগবান ঋষভদেব ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ঈষৎ হেসে তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে তাঁর নিজভূমি অজনাভবর্ষকে বৃষ্টির দ্বারা সর্বতোভাবে সিঞ্চিত করেছিলেন। মহারাজ নাভি তাঁর বাসনা অনুসারে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করে আনন্দাতিশয্যে বিহ্বলচিত্ত হয়েছিলেন। তিনি অনুরাগভরে গদ্গদ স্বরে তাঁকে 'হে বৎস, হে তাত' বলে সম্বোধন করতেন। যোগমায়ার প্রভাবে তিনি এই মনোভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। ভগবানই স্বেচ্ছাক্রমে তাঁর পুত্র হয়েছিলেন এবং একজন সাধারণ মানুষের মতো সকলের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ নাভি তাঁর দিব্য পুত্রকে গভীর স্নেহে লালনপালন করতে লাগলেন এবং তার ফলে তিনি চিন্ময় আনন্দ, হর্ষ এবং ভক্তিতে বিহ্বল হয়েছিলেন। মহারাজ নাভি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র ঋষভদেব নাগরিকদের, রাজকর্মচারীদের এবং মন্ত্রীদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর পুত্রের এই জনপ্রিয়তা দর্শন করে, বৈদিক ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করার জন্য, তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করেছিলেন। সেই জন্য, তিনি তাঁর রাজকার্যে যাঁরা তাঁকে পরিচালিত করবে, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হস্তে ঋষভদেবকে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর মহারাজ নাভি তাঁর পত্নী মেরুদেবী-সহ বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্নতা এবং নিপুণতা সহকারে তিনি তপস্যায় রত হয়েছিলেন। পূর্ণ সমাধিযোগে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভগবান নর-নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন। তার ফলে যথাসময়ে মহারাজ নাভি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ নাভির মহিমা কীর্তন করে প্রাচীন কবিরা দুটি শ্লোক রচনা করেছেন। তার একটি হচ্ছে—"মহারাজ নাভির মতো সাধনা কে করতে পারে? তাঁর মতো আচরণই বা কে করতে পারে? তাঁর ভক্তির ফলে আকৃষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।" (দ্বিতীয় শ্লোকটি হচ্ছে) "মহারাজ নাভির থেকে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ পূজক (ভক্ত) আর কে আছে? কারণ তিনি যোগ্য ব্রাহ্মণদের পূজা করে তাঁদের পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁদের ব্রাহ্মণোচিত তেজের দ্বারা মহারাজ নাভির সমক্ষে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়েছিলেন।" মহারাজ নাভি বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করলে, ভগবান ঋষভদেব তাঁর রাজ্যকে তাঁর কর্মক্ষেত্র বলে মনে করেছিলেন। তারপর তিনি আদর্শ স্থাপন করে জীবদের শিক্ষা প্রদান করার জন্য প্রথমে গুরুকুলে বাস করেছিলেন এবং গুরুর নির্দেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য পালন করে গৃহস্থের কর্তব্য শিক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর, তিনি গুরুদক্ষিণা প্রদান করে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি জয়ন্তী নামক পত্নীর পাণিগ্রহণ করে, তাঁর মাধ্যমে আত্মসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর পত্নী জয়ন্তীকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে দান করেছিলেন। ঋষভদেব এবং জয়ন্তী শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করে, গৃহস্থ জীবনের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মহান ভগবদ্ভক্ত। তাঁরই নাম অনুসারে এই বর্ষকে লোকে ভারতবর্ষ বলে। ভরতের কনিষ্ঠ আরও নিরানব্বই জন ভ্রাতা ছিল। তাঁদের মধ্যে কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ এবং কীকট—এই নয় জন জ্যেষ্ঠ। তাঁদের পরবর্তী কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—এই নয় জন মহাভাগবত। তাঁরা ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের মহান প্রচারক। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তির জন্য তাঁরা মহিমান্বিত। তাই তাঁরা অতি উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। চিত্তের শান্তি বিধানকারী তাঁদের সেই সুন্দর চরিত্র আমি (শুকদেব গোস্বামী) পরে (একাদশ স্কন্ধে) বসুদেব ও নারদ সংবাদে বর্ণনা করব। ঋষভদেব ও জয়ন্তীর উপরোক্ত উনবিংশতি পুত্রের কনিষ্ঠ আরও একাশি জন পুত্র ছিল।

তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে, তাঁরা অত্যন্ত বিনীত, বেদনিপুণ, যজ্ঞপরায়ণ এবং সদাচারব্রত আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।"

"পরমেশ্বর ভগবানের অবতার ঋষভদেব সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিলেন কারণ তাঁর রূপ ছিল সচ্চিদানন্দময়। চার প্রকার ভৌতিক ক্লেশের (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি) সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ ছিল না। তাঁর কোন রকম জড় আসক্তি ছিল না। তিনি সর্বদা সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি পরদুঃখে দুঃখী ছিলেন এবং সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পরম ঈশ্বর বা পরম পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি একজন সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো আচরণ করতেন। তাই তিনি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলন করতেন। কালক্রমে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবহেলা হতে থাকে, তাই তিনি নিজে আচরণ করে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসাধারণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণের শিক্ষা দান করেন। এইভাবে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম, অর্থ, যশ, পুত্র-কন্যা, জড় সুখ এবং অবশেষে নিত্য জীবন লাভ করার শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর উপদেশের দ্বারা তিনি মানুষদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করার ফলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। মহৎ ব্যক্তিরা যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ তা অনুসরণ করে। যদিও ঋষভদেব সমস্ত ধর্ম প্রতিপাদক বৈদিক রহস্য স্বয়ংই অবগত ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে একজন ক্ষত্রিয় বলে মনে করে, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে শম, দম, তিতিক্ষাদি সদ্গুণের অনুশীলন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করেছিলেন, যেই প্রথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের উপদেশ দেন এবং ক্ষত্রিয়-শাসক বৈশ্য ও শূদ্রের মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনা করেন। ভগবান ঋষভদেব শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সর্ববিধ যজ্ঞের দ্বারা এক শতবার যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর সেই সমস্ত যজ্ঞ উপযুক্ত দ্রব্য সমৃদ্ধ ছিল। যৌবন এবং শ্রদ্ধা সমন্বিত ঋত্বিকদের দ্বারা পুণ্যস্থানে ও শ্রেষ্ঠকালে সেগুলি সম্পন্ন হয়েছিল। এইভাবে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রসাদ সমস্ত দেবতাদের নিবেদন করা হয়েছিল। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান এবং উৎসব সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল। কেউই আকাশকুসুম আকাঙ্ক্ষা করত না, কারণ সকলেই ভালভাবে জানে যে, তার কোন অস্তিত্ব নেই। ভগবান ঋষভদেব যখন ভারতবর্ষ শাসন করছিলেন, তখন একজন সাধারণ মানুষও কোন সময়ে অথবা কোনভাবে কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করত না। অর্থাৎ সকলেই পূর্ণরূপে প্রসন্ন ছিল এবং তাই কারোরই কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সকলেই রাজার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিল এবং যেহেতু তাদের এই স্নেহ সর্বদা বর্ধিত হচ্ছিল, তাই তাদের আর অন্য কোন কামনা ছিল না। কোন এক সময় ভগবান ঋষভদেব ভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মাবর্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠ মহর্ষিদের সভায় তাঁর পুত্রেরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ব্রহ্মর্ষিদের উপদেশ শ্রবণ করছিলেন। সেই সভায় সমস্ত প্রজাদের সম্মুখে ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের শিক্ষা দান করেছিলেন, যদিও তাঁরা ছিলেন সংযতচিত্ত এবং প্রশ্রয়-বিনয়াদি গুণান্বিত। তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা খুব ভালভাবে পৃথিবী শাসন করতে পারেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

পুত্রদের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ

ভগবান ঋষভদেব তাঁর পুত্রদের বললেন—"হে পুত্রগণ, এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই মনুষ্যদেহ লাভ করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ তো বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শূকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ সেবাপর অপ্রাকৃত তপস্যা করাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয় এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়। পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম উপাসক এবং ভগবৎ-উপাসক ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ভগবানের পার্ষদত্ব লাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তিরই উপায় হচ্ছে মহাত্মাদের সেবা করা। পক্ষান্তরে স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। যাঁরা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাপরায়ণ, ক্রোধহীন এবং সমস্ত জীবের হিতসাধনে রত এবং যাঁরা কখনও অন্যায় আচরণ করেন না, তাঁরাই মহাত্মা নামে পরিচিত। যাঁরা তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃত পুনর্জাগরিত করে তাঁদের ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করতে চান, তাঁরা কৃষ্ণসম্বন্ধবিহীন কোন কিছু করতে চান না। যারা কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন চর্চা করে দেহটি পালন করতে ব্যস্ত, তাঁরা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। তাঁরা গৃহস্থ হলেও তাঁদের গৃহের প্রতি আসক্ত নন। এমনকি তাঁরা তাঁদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব এবং ধন-সম্পদের প্রতিও আসক্ত নন। সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য কর্মেরও অবহেলা করেন না। এই প্রকার মানুষেরা কেবল তাঁদের দেহ ধারণ করার জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই সংগ্রহ করেন। জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে, সে জড় দেহ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই আমি মনে করি যে, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে অভিলাষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে পরাভূত হয়ে অবিদ্যাজনিত ক্লেশ ভোগ করে। পাপ অথবা পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই কর্মফল উৎপন্ন করে। যে কোন প্রকার কর্মে রুচি থাকলেই মন কর্মাত্মক হয়, অর্থাৎ সকাম কর্মের বাসনায় আসক্ত হয়। মন যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ চেতনা আচ্ছাদিত থাকে এবং তার ফলে জীব সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাকে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করতে হয়। জীব যতক্ষণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে আত্মা এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মন তখন সকাম কর্মে বশীভূত থাকে। তাই, আমার থেকে অভিন্ন বাসুদেবে যতক্ষণ না প্রীতির উদয় হয়, ততক্ষণ সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও জীব যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টাকে অনর্থ বলে উপলব্ধি না করে, ততক্ষণ তার স্বরূপ বিস্মৃতির ফলে সে মৈথুন সুখপ্রধান গৃহের প্রতি আসক্ত থাকে এবং নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার অবস্থা একটি মূর্খ পশুর থেকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে 'আমি এবং আমার' বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়। যখন মানুষের কর্মফল-জনিত সুদৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখন সে গৃহ, কলত্র, সন্তান ইত্যাদির প্রতি

অনাসক্ত হয়। এইভাবে সে তার সংসার বন্ধনের মূল কারণ 'আমি ও আমার' রূপ অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে বিমুক্ত হয় এবং পরম পদ প্রাপ্ত হয়।"

"হে পুত্রগণ, আধ্যাত্মিক চেতনায় অতি উন্নত পরমহংসকে গুরুদেবরূপে বরণ করা উচিত। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তিপরায়ণ হও। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ—এই দ্বন্দ্বভাব সহ্য কর। স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও জীব যে দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা কর। তত্ত্বানুসন্ধান কর। তারপর ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য সব রকম তপস্যা কর। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হও। ভগবানের কথা শ্রবণ কর এবং সর্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ কর। ভগবানের মহিমা কীর্তন কর এবং চিন্ময় স্তরে সকলকে সমদৃষ্টিতে দর্শন কর। শত্রুতা বর্জন কর এবং ক্রোধ ও শোক দমন কর। দেহ, গেহ ইত্যাদিতে মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করে শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। নির্জন স্থানে বাস কর এবং প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত করার অভ্যাস কর। শাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হও এবং সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন কর। অনর্থক বাক্যালাপ বর্জন করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা কর এবং উপযুক্ত শাস্ত্র থেকে জ্ঞান অর্জন কর। এইভাবে ভক্তিযোগ সাধন করে ধৈর্য, জ্ঞান ও বিবেক যুক্ত হলে, তোমরা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে।"

"হে পুত্রগণ, আমি তোমাদের যে উপদেশ দিলাম, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে সেই উপদেশ অনুসারে আচরণ কর। তার ফলে তোমরা সকাম কর্মের বাসনারূপ অবিদ্যা থেকে মুক্ত হবে এবং হৃদয়গ্রন্থি সম্যকরূপে ছিন্ন হবে। তারপর অধিক উন্নতি সাধনের জন্য তোমাদের এই মুক্তির উপায়ও ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ, মুক্তির উপায়ের প্রতিও তোমরা আসক্ত হয়ো না। কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তাহলে ভগবানের কৃপা লাভই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে তাঁকে মনে করতে হবে। পিতা পুত্রদের, গুরু শিষ্যদের এবং রাজা প্রজাদের এই প্রকার শিক্ষাই দান করবেন। পিতা, পুত্র অথবা প্রজা যদি সেই আদেশ অনুসরণ করতে কখনও কখনও অক্ষমও হয়, তাহলেও ক্রুদ্ধ না হয়ে তাদের উপদেশ দান করতে থাকা উচিত। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পাপ এবং পুণ্য কর্মে যুক্ত, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। সর্বদাই সকাম কর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যেহেতু শিষ্য, পুত্র ও প্রজাদের যদি সকাম কর্মে নিযুক্ত করে সংসার-কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে তারা কি পুরুষার্থ লাভ করবে? তা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধকূপে পতিত হওয়ার মতো। অজ্ঞানতাবশত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা তাদের মঙ্গল লাভের উপায় অবগত নয়। তারা নিতান্ত কামাসক্ত হয়ে ভোগ্য বিষয়সমূহের জন্যই সর্বদা অভিলাষ করে। সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তিরা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তার ফলে অন্তহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু তারা এতই মূর্খ যে, সেই কথা তারা বুঝতে পারে না। কেউ যদি অজ্ঞানী হন এবং সংসার মার্গে আসক্ত হন, তাহলে যথার্থ জ্ঞানবান, কৃপালু এবং পারমার্থিক মার্গে উন্নত কোনও ব্যক্তি কিভাবে তাকে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত করে জড় জগতের বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ করতে পারেন? কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিপথে গমন করে, তাহলে কি কোন সজ্জন ব্যক্তি তাকে সেই বিপথের দিকে অগ্রসর হতে দিতে পারেন? কোন জ্ঞানবান অথবা দয়ালু ব্যক্তি কখনও তা হতে দেন না। যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার মার্গ থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তাঁর গুরু, পিতা, পতি, জননী অথবা পূজ্য দেবতা হওয়া উচিত নয়।"

"আমার চিন্ময় দেহ (সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ) ঠিক একটি মানুষের মতো, কিন্তু তা মনুষ্য-শরীর নয়। এই তত্ত্ব অচিন্তনীয়। আমি জড়া প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হয়ে কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করি না, আমি স্বেচ্ছায় এই শরীর গ্রহণ করি। আমার হৃদয় শুদ্ধ সত্ত্বময় এবং আমি সর্বদা আমার ভক্তদের কল্যাণের কথা চিন্তা করি। তাই প্রকৃত ধর্ম যে ভক্তির পন্থা তা আমার হৃদয়ে রয়েছে, এবং তা আমার ভক্তদের জন্য। অধর্মকে আমি আমার হৃদয় থেকে বহু দূরে পরিত্যাগ করেছি। যারা অধার্মিক বা অভক্ত, তাদের প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই। আমার এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর জন্য আর্যগণ আমাকে ঋষভদেব অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বা ভগবান বলে সম্বোধন করেন।"

"হে পুত্রগণ, সমস্ত চিন্ময় গুণের আলয় আমার হৃদয় থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমাদের মাৎসর্য পরায়ণ বিষয়ীদের মতো হওয়া উচিত নয়। তোমরা তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাভাগবত ভরতের অনুগত থেকো। তোমরা যদি ভরতের সেবায় যুক্ত হও, তাহলে তার ফলে আমারও সেবা হবে এবং তোমাদের প্রজাপালনাদি কর্তব্যসমূহও স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত হবে। চিৎ এবং অচিৎ—এই দুই প্রকার প্রকাশিত শক্তির মধ্যে পাষাণাদি জড় পদার্থ থেকে সজীব বৃক্ষ ইত্যাদি (বনস্পতি, তৃণ, গুল্ম এবং বৃক্ষ) শ্রেষ্ঠ। স্থাবর বৃক্ষ থেকে গমনক্ষম সরীসৃপ শ্রেষ্ঠ। সরীসৃপ থেকে উন্নততর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পশুরা শ্রেষ্ঠ। পশুদের থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং মানুষ থেকে ভূত-প্রেত শ্রেষ্ঠ কারণ তাদের স্থূল দেহ নেই। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব এবং গন্ধর্বদের থেকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ। সিদ্ধদের থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্নর এবং তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ অসুর। অসুরদের থেকে দেবতারা শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের থেকে শ্রেষ্ঠ দক্ষ আদি ব্রহ্মার পুত্রগণ এবং ব্রহ্মার পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শিব। শিব ব্রহ্মার পুত্র বলে ব্রহ্মা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মাও আমার অধীন। কিন্তু যেহেতু আমি ব্রাহ্মণদের আমার পূজ্য বলে মনে করি, তাই ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এই জগতের কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের সমতুল্য বা ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি না। আমার মনোভাব সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন প্রদান করার মাধ্যমে আমাকে ভোজন করায়। যখন এইভাবে আমাকে অন্ন নিবেদন করা হয়, তখন তা আমি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করি। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবে প্রদত্ত ভোজন আমি অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিবেদিত ভোজন থেকে অধিক তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করি। শব্দরূপে বেদ আমার শাশ্বত অবতার। তাই বেদ হচ্ছে শব্দব্রহ্ম। এই জগতে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং যেহেতু তাঁরা বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেন, তাই তাঁদের মূর্তিমান বেদ বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাই তাঁরা শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা, অনুভব—এই আটটি গুণের দ্বারা গুণান্বিত। অতএব সমস্ত জীবের মধ্যে কেউই ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। আমি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, সর্ব শক্তিমান এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমি স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদানকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেরা আমার কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করেন না। তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র এবং অকিঞ্চন। তাঁরা কেবল আমাতেই ভক্তি করেন। অন্য কারোর কাছে জাগতিক লাভের জন্য তাঁদের প্রার্থনা করার আর কি প্রয়োজন।"

"হে পুত্রগণ, স্থাবর অথবা জঙ্গম কোন জীবের প্রতিই মাৎসর্য পরায়ণ হয়ো না। আমি তাদের সকলের মধ্যে বিরাজ করছি জেনে সর্বদা তাদের সম্মান করো, তাহলে আমার প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হবে। মন, চক্ষু, বাক্য ও অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির যথার্থ কার্য হচ্ছে আমারই সেবায় পূর্ণরূপে নিযুক্ত হওয়া। জীবের ইন্দ্রিয় যদি এইভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহলে জীব যমরাজের পাশসদৃশ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে সকলের পরম সুহৃৎ ভগবান ঋষভদেব লোকশিক্ষার জন্য তাঁর পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, যদিও তাঁরা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন। বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করার পূর্বে, পিতার পুত্রদের কিভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত, সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন। কর্মবন্ধন মুক্ত নির্গুণ ভক্তিপরায়ণ সন্ন্যাসীরাও এই উপদেশ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারেন। ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং বৈষ্ণবদের অনুগত। তারপর পৃথিবী শাসনের জন্য ভগবান ঋষভদেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর অনিকেত হয়েও শরীরমাত্র পরিগ্রহ করে, উন্মত্তের মতো দিগম্বর ও বিমুক্ত কেশ হয়ে, আহবনীয় অগ্নিকে নিজের মধ্যে স্থাপন করে তিনি ব্রহ্মাবর্ত থেকে পরিব্রজনে গমন করলেন।"

"ভগবান ঋষভদেব অবধূত বেশ ধারণ করে মানব সমাজের মধ্যে অন্ধ, জড়, মূক, বধির ও পিশাচের মতো বিচরণ করতেন। মানুষ যদিও তাঁকে সেই সমস্ত নামে সম্বোধন করত, তবুও তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করে কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। ঋষভদেব নগরী, গ্রাম, খনি, কৃষিক্ষেত্র, উপত্যকা, উদ্যান, সেনানিবাস, গোশালা, গোপপল্লী, যাত্রীনিবাস, পর্বত, অরণ্য, আশ্রম ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর ভ্রমণের সময় মাছিরা যেমন হাতীকে ঘিরে উত্যক্ত করে, সেইভাবে দুর্জনেরা ভয় প্রদর্শন, তাড়ন, গায়ে প্রস্রাব ও থুথু পরিত্যাগ, পাথর, বিষ্ঠা ও ধূলি নিক্ষেপ, অধোবায়ু ত্যাগ এবং দুর্বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা তাঁকে নানাভাবে ক্লেশ প্রদান করলেও তিনি সেই সমস্ত গ্রাহ্য করতেন না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় শরীরের পরিণতিই তাই। তিনি চিন্ময় স্তরে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি এই সমস্ত অবমাননা গ্রাহ্য করতেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি চিৎ এবং অচিৎ-এর পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তাই তাঁর কোন রকম দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না। এইভাবে কারো প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে একাকী সারা পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন।"

"ভগবান ঋষভদেবের কর, চরণ এবং বক্ষস্থল ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তাঁর স্কন্ধদ্বয়, মুখমণ্ডল প্রভৃতি অবয়ব অত্যন্ত সুকোমল এবং সুগঠিত ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে নিরন্তর শোভিত ছিল। তাঁর নয়নযুগল ছিল প্রভাতের শিশিরসিক্ত নবীন পদ্মফুলের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ এবং অরুণ বর্ণ। তাঁর চোখের তারা এত মনোহর ছিল যে, তা দর্শকের সমস্ত সন্তাপ হরণ করত। তাঁর কপাল, কর্ণ, কণ্ঠ, নাক এবং অন্য সমস্ত অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর মধুর হাসি সর্বদা তাঁর মুখকে অধিকতর সৌন্দর্যে মণ্ডিত করত। তা এতই সুন্দর ছিল যে, বিবাহিতা রমণীদের হৃদয়ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তারা যেন কামবাণে জর্জরিত হতেন। তাঁর মাথা জুড়ে ছিল কুঞ্চিত জটাযুক্ত পিঙ্গল বর্ণ কেশ। তাঁর অবিন্যস্ত চুল, মলিন শরীর দেখে তাঁকে পিশাচগ্রস্ত বলে মনে হত।"

"ভগবান ঋষভদেব যখন দেখলেন যে, জনসাধারণ তাঁর যোগ সাধনের প্রতিবন্ধকতা করছে, তখন তিনি তার প্রতিকারের জন্য আজগর বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একস্থানে শয়ন করেই আহার, পান এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করতেন এবং সেখানেই অবলুণ্ঠন করতেন। তার ফলে তাঁর শরীর তাঁর নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল, যাতে বিরোধী দুর্জনেরা এসে তাঁকে বিরক্ত না করে। যেহেতু ঋষভদেব সেই অবস্থায় ছিলেন, তাই মানুষ আর তাঁকে বিরক্ত করেনি। কিন্তু তাঁর মল-মূত্রে কোন দুর্গন্ধ ছিল না। পক্ষান্তরে, তাঁর মল-মূত্র এতই সুগন্ধিত ছিল যে, তার সৌরভে চতুর্দিকে দশ যোজন পর্যন্ত স্থান সুরভিত হয়েছিল। এইভাবে ঋষভদেব গাভী, মৃগ এবং কাকের বৃত্তি অনুগমন করেছিলেন। কখনও গমন করে, কখনও বা একস্থানে অবস্থান করে, কখনও উপবেশন করে এবং কখনও শয়ন করে তিনি গাভী, মৃগ ও কাকের মতো আচরণ করে পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করতেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবান ঋষভদেব যোগীদের আচরণ প্রদর্শন করার জন্যই এই ভাবে বিবিধ যোগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মুক্তির অধীশ্বর এবং মুক্তির আনন্দ থেকেও শত-সহস্র গুণ অধিক চিন্ময় আনন্দে তিনি মগ্ন ছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণই হচ্ছেন ঋষভদেবের অংশী, তাই তাঁদের স্বরূপে কোন ভেদ ছিল না এবং তার ফলে ঋষভদেব অশ্রু, পুলক, কম্পাদি লক্ষণ সমন্বিত ভগবৎ-প্রেম জাগরিত করেছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের নিত্য প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তার ফলে অন্তরীক্ষে বিচরণ, মনের গতিতে ভ্রমণ, অন্তর্ধান, অন্য দেহে প্রবেশ, দূরদর্শন প্রভৃতি যোগসিদ্ধি যদিও আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছিল, তবুও তিনি সেগুলি ব্যবহার করেননি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ভগবন্, যাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল, ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রভাবে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেন এবং সকাম কর্মের প্রতি তাঁদের সমস্ত আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়। তখন তাঁদের কাছে সমস্ত যোগ ঐশ্বর্য আপনা থেকেই উপস্থিত হলেও তা তাঁদের কাছে ক্লেশদায়ক হয় না। তাহলে ঋষভদেব কেন সেগুলি অঙ্গীকার করলেন না?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—"হে রাজন্, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু, ধূর্ত ব্যাধ যেমন পশুদের ধরার পরও তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, কারণ তারা পালিয়ে যেতে পারে, তেমনই মহাত্মাগণও চঞ্চল মনের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না। তাই তাঁরা সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মনকে পর্যবেক্ষণ করেন।"

পণ্ডিতেরা বলেছেন—"মন স্বভাবতই অত্যন্ত চঞ্চল, তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত না। মনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে, যে কোন মুহূর্তে তা আমাদের প্রতারণা করতে পারে। দেবাদিদেব মহাদেবও ভগবানের মোহিনী মূর্তি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন এবং সৌভরি মুনি যোগসিদ্ধির অতি উন্নত অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন। অসতী স্ত্রী যেমন সহজেই উপপতির সঙ্গ লাভের জন্য নিজের স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, তেমনই যোগী যদি তাঁর মনকে সংযত না রাখেন, তাহলে তাঁর মন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি শত্রুদের প্রশ্রয় দিয়ে নিশ্চিতভাবেই সেই যোগীকে হত্যা করবে। মন হচ্ছে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ এবং ভয়ের মূল কারণ। এই সব একত্রে কর্মবন্ধনের সৃষ্টি করে। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মনকে বিশ্বাস করবেন?"

"ভগবান ঋষভদেব এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজা এবং সম্রাটদের শিরোভূষণ ছিলেন, কিন্তু তিনি অবধূতের বেশ, ভাষা এবং চরিত্র অবলম্বন করে জড়বৎ অবস্থান করছিলেন বলে, তখন কেউই তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য দর্শন করতে পারেনি। তিনি যোগীদের দেহত্যাগ করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইভাবে আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাসুদেব কৃষ্ণের অংশ-অবতাররূপে তাঁর মূল স্থিতি তিনি সর্বদাই বজায় রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় নিরন্তর অবস্থান করে তিনি ঋষভদেব রূপে এই জড় জগতে তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন। ভগবান ঋষভদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউ যদি তাঁর সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তাহলে আর তাঁর জড় দেহ গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ঋষভদেবের কোন জড় শরীর ছিল না, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে তিনি তাঁর দেহকে জড় বলে মনে করেছিলেন এবং যেহেতু তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করছিলেন, তাই তিনি তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ অভিমান পরিত্যাগ করে ভ্রমণ করতে করতে তিনি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের কোঙ্ক, বেঙ্ক ও কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কুটকাচল পর্বতের সমীপবর্তী উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর মুখের মধ্যে কতকগুলি পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করে, উন্মাদের মতো মুক্তকেশে দিগম্বর বেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তিনি যখন এইভাবে ভ্রমণ করছিলেন, তখন বায়ুবেগে সেই বনের বাঁশের মধ্যে সংঘর্ষণের ফলে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছিল। সেই দাবানল ভগবান ঋষভদেবের দেহসহ কুটকাচলের সমীপবর্তী সেই বনটিকে ভস্মীভূত করেছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে রাজন্, ঋষভদেবের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে এবং তাঁর অনুকরণে কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটকের রাজা অর্হৎ এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। পাপময় কলিযুগের সুযোগ গ্রহণ করে, রাজা অর্হৎ বিমূঢ় হয়ে এবং সমস্ত ভয় অপনোদনকারী বৈদিক ধর্মপথ পরিত্যাগ করে, নিজের মনগড়া এক

বেদবিরুদ্ধ ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। এইভাবে জৈনধর্মের সূচনা হয়। অন্য অনেক তথাকথিত ধর্মও এই নাস্তিক্য মত অনুসরণ করেছিল। তার ফলে নরাধমেরা দৈবী মায়ার বিমোহিত হয়ে, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করবে। তারা দিনে তিনবার স্নান এবং ভগবানের আরাধনা পরিত্যাগ করবে। শৌচাচার পরিত্যাগ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে তারা মনগড়া মতসমূহ স্বীকার করবে। নিয়মিতভাবে স্নান না করে এবং আচমন না করে তারা সর্বদা অশৌচ থাকবে এবং তারা তাদের কেশ উৎপাটন করবে। মনগড়া ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তারা অন্যের প্রভাব বিস্তার করবে। এই কলিযুগে, মানুষেরা অধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত। তার ফলে সেই সমস্ত মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই বেদ, বেদানুগ ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ভক্তদের উপহাস করবে। এই সমস্ত নরাধমেরা বেদবিরোধী ধর্মমত প্রবর্তন করে। তাদের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করে তারা আপনা থেকেই ঘোর তমিস্রে প্রবিষ্ট হয়। এই কলিযুগে মানুষেরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। ভগবান ঋষভদেব তাদের মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেছিলেন।"

"পণ্ডিতেরা ঋষভদেবের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করে এই প্রকার শ্লোকসমূহ কীর্তন করেন—'আহা, সপ্ত-সাগর এবং সপ্ত-দ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর মধ্যে এই ভারতবর্ষই সব চাইতে পবিত্র স্থান, কারণ এখানে সকলেই ঋষভদেব আদি ভগবানের অবতারদের মহিমা কীর্তন করেন। মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র। আহা, প্রিয়ব্রতের বংশ সম্বন্ধে আমি কি বলব, যা অত্যন্ত নির্মল এবং বিখ্যাত। এই বংশে পুরাণ পুরুষ আদি দেব ভগবান অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত কর্মের নিবৃত্তিপরক ধর্মের আচরণ করেছিলেন। এমন কোন যোগী কি আছেন যিনি মনের দ্বারাও ঋষভদেবের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন? যোগীরা যে সমস্ত সিদ্ধি লাভের জন্য লালায়িত, ভগবান ঋষভদেব সেগুলি 'অসৎ' বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কোন যোগী আছেন ঋষভদেবের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা যায়?'"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান ঋষভদেব সমস্ত বৈদিক জ্ঞান, মানুষ, দেবতা, গাভী এবং ব্রাহ্মণদের গুরু। আমি পূর্বেই তাঁর বিশুদ্ধ, দিব্য কার্যকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা সমস্ত জীবের যাবতীয় পাপকর্ম বিনাশ করে। ভগবান ঋষভদেবের লীলার এই বর্ণনা সমস্ত মঙ্গলের উৎস। যিনি আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অনন্য ভক্তি লাভ করবেন। ভগবদ্ভক্তেরা জড় জগতের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, নিরন্তর ভগবদ্ভক্তির অমৃতে অবগাহন করেন। তার ফলে ভগবদ্ভক্ত পরম আনন্দ উপভোগ করেন এবং মুক্তি স্বয়ং তাঁর সেবা করতে আসেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর সেবা গ্রহণ করেন না। এমনকি ভগবান স্বয়ং তাঁদের মুক্তি দিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না। ভক্তের কাছে মুক্তি নিতান্তই নগণ্য, কারণ ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা লাভ করার ফলে, তাঁদের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁদের আর কোন জড়-জাগতিক কামনা থাকে না।"

"হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ পাণ্ডব ও যদুদের পালক। তিনি আপনাদের গুরু, ইষ্টদেব, সখা এবং কার্যকলাপের পরিচালক। অধিক কি, তিনি কোন কোন সময় আপনাদের বার্তাবহ দূত অথবা কিঙ্করের কার্যও করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন সাধারণ ভৃত্যের মতো আচরণ করেছিলেন। যাঁরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁরা অনায়াসে মুক্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তিনি সচরাচর কাউকে ভক্তিযোগ প্রদান করেন না। ভগবান ঋষভদেব তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই তিনি ছিলেন আত্মতৃপ্ত এবং তাঁর অন্য ইন্দ্রিয় সুখভোগের কোন বাসনা ছিল না। যেহেতু তিনি ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর কোন প্রকার সাফল্য লাভের কোন বাসনা ছিল না। যারা দেহাত্মবুদ্ধি-যুক্ত হয়ে জড় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বৃথা পরিশ্রম করে, তারা অবশ্যই তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত নয়। ভগবান ঋষভদেব তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত, আত্মার স্বরূপ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিলেন। তাই আমরা ভগবান ঋষভদেবকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

সপ্তম অধ্যায়

মহারাজ ভরতের চরিত্রকথা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে রাজন্, মহারাজ ভরত ছিলেন মহাভাগবত। তিনি তাঁর পিতার সংকল্প অনুসারে, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী শাসন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে, বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনীকে বিবাহ করেন। অহঙ্কার থেকে যেমন পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, তেমনই মহারাজ ভরত তাঁর পত্নী পঞ্চজনীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর সেই পুত্রদের নাম ছিল সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ এবং ধূম্রকেতু। পূর্বে এই বর্ষের নাম ছিল অজনাভ, কিন্তু মহারাজ ভরতের রাজত্বকাল থেকে তা ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়। মহাজ্ঞানী মহারাজ ভরত সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তাঁর কর্তব্য কর্মে পূর্ণরূপে রত থেকে তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে প্রজাপালন করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং পিতামহের মতো প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের স্ব-স্ব ধর্মে নিযুক্ত রেখে তিনি পৃথিবী শাসন করছিলেন। মহারাজ ভরত গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযজ্ঞ (যে যজ্ঞে অশ্ব বলি দেওয়া হয়) এবং সোমযজ্ঞ (যেই যজ্ঞে সোমরস নিবেদন করা হয়) অনুষ্ঠান করেছিলেন। কখনও কখনও এই সমস্ত যজ্ঞ পূর্ণরূপে এবং কখনও আংশিক রূপে সম্পাদন করা হয়েছিল। সমস্ত যজ্ঞই তিনি চাতুর্হোত্রের বিধি অনুসারে নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে ভরত মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। বিভিন্ন যজ্ঞের প্রারম্ভিক কার্য সম্পাদন করার পর, মহারাজ ভরত তা ধর্মের নামে বাসুদেবকে নিবেদন করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত যজ্ঞ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। মহারাজ ভরত বিচার করেছিলেন যে, যেহেতু দেবতারা হচ্ছেন বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই বৈদিক মন্ত্রে যে সমস্ত দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে চিন্তা করার ফলে মহারাজ ভরত কাম, ক্রোধ, লোভ আদি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পুরোহিতেরা যখন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার জন্য হবি গ্রহণ করতেন, তখন মহারাজ ভরত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতেন কিভাবে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত সেই সমস্ত আহুতি ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিবেদন করা হচ্ছে। যেমন, ইন্দ্র হচ্ছেন ভগবানের বাহু এবং সূর্য হচ্ছে তাঁর চক্ষু। এইভাবে মহারাজ ভরত জানতেন যে, বিভিন্ন দেবতাকে নিবেদিত আহুতি প্রকৃতপক্ষে ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিবেদন করা হচ্ছে।"

"এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হয়ে, মহারাজ ভরতের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি দিন দিন বর্ধিত হয়েছিল। বসুদেব-তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন। যোগীরা তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করেন, জ্ঞানীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তাঁর পূজা করেন এবং ভক্তরা ভগবানের রূপে তাঁর আরাধনা করেন, যাঁর চিন্ময় রূপের বর্ণনা শাস্ত্রে করা হয়েছে। তাঁর শ্রীঅঙ্গ শ্রীবৎস, কৌস্তুভ মণি এবং পদ্মমালায় ভূষিত এবং তাঁর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম দেখা যায়। মহাভাগবত ভক্তরা সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে তাঁর ধ্যান করেন।"

"নিয়তি মহারাজ ভরতের জড় ঐশ্বর্য ভোগের কাল এক কোটি বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিল। সেই নির্দিষ্ট সময় গত হলে, তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধনসম্পদ তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে, সমস্ত ঐশ্বর্যের আগার স্বরূপ তাঁর পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করে হরিদ্বারে, যেখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়, সেই পুলহাশ্রমে গমন করেছিলেন। সেই পুলহাশ্রমে ভগবান শ্রীহরি আজও তাঁর ভক্তবাৎসল্যবশত তাঁর ভক্তদের গোচরীভূত হন এবং তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেন। পুলহ আশ্রমে

সর্বশ্রেষ্ঠ নদী গণ্ডকী প্রবাহিত। সেই নদীতে শালগ্রাম শিলা সেই সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে। সেই শিলার প্রত্যেকটির উপরে এবং নিম্নভাগে নাভিসদৃশ চিহ্ন বর্তমান। পুলহ আশ্রমের উপবনে মহারাজ ভরত একাকী বাস করে বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী, গণ্ডকী নদীর জল, কন্দমূল, ফল প্রভৃতি বিবিধ নৈবেদ্যের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের অর্চনা করতে লাগলেন। তার ফলে তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল এবং তিনি জড় সুখভোগের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। সেই অবিচলিত অবস্থায় তিনি পরম সন্তোষ এবং পরাভক্তি লাভ করেছিলেন।"

"মহাভাগবত ভরত এইভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় রত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রেম বর্ধিত হয়ে তাঁর হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছিল। তার ফলে তাঁর আর নিত্যকৃত্যাদিতে উৎসাহ ছিল না। তাঁর দেহে রোমাঞ্চ, পুলক প্রভৃতি প্রেমের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হতে লাগল। আনন্দাশ্রুর উদ্গমে তাঁর নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়েছিল। এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের অরুণ বর্ণ শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তাঁর হৃদয়রূপ হ্রদ আনন্দরূপ জলে পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মন সেই আনন্দ হ্রদে নিমগ্ন হওয়ায়, তিনি যে ভগবানের সেবা করছেন, তা পর্যন্ত তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। মহারাজ ভরত মৃগচর্মের বসন ধারণ করে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করার ফলে সিক্ত কুটিল জটা-কলাপে সুশোভিত হয়ে, সূর্যমণ্ডলে হিরণ্ময় নারায়ণকে ঋক্ মন্ত্রে আরাধনা করতেন এবং সূর্যের উদয়ের সময় নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর বন্দনা করতেন।"

"পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন এবং ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। ভগবান তাঁর চিৎ-শক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ভগবান তাঁর বাসনা অনুসারে পরমাত্মা রূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী সমস্ত জীবদের পালন করেন। বুদ্ধিবৃত্তি প্রদানকারী সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

অষ্টম অধ্যায়

ভরত মহারাজের চরিত্র বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, একদিন মল-মূত্র ত্যাগ আদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে স্নান করার পর, মহারাজ ভরত প্রণব মন্ত্র জপ করতে করতে তিন মুহূর্তকাল গণ্ডকী নদীর তীরে উপবেশন করেছিলেন। হে রাজন্, মহারাজ ভরত যখন নদীর তীরে বসে ছিলেন, তখন পিপাসায় কাতর হয়ে একটি হরিণী সেখানে জলপান করতে এসেছিল। হরিণীটি যখন গভীর তৃপ্তি সহকারে জলপান করছিল, তখন অতি নিকটে একটি সিংহ গর্জন করে উঠল। সেই লোক-ভয়ঙ্কর শব্দ হরিণীটির কর্ণে প্রবেশ করল। হরিণী স্বভাবতই মৃত্যুভয়ে ভীত এবং তাই সে চকিত নয়নে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিল। সেই গর্জন শুনে সে অত্যন্ত ভয়ার্ত হয়েছিল এবং ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, পিপাসা নিবৃত্তি না হলেও সে লাফ দিয়ে নদী পার হল। সেই হরিণীটি পূর্ণ গর্ভবতী ছিল, সুতরাং ভয়ে সে যখন লাফ দিয়েছিল, তখন তার গর্ভস্থ সন্তান যোনিনির্গত হয়ে নদীর প্রবাহে পতিত হল। যূথ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গর্ভপাতে ক্লিষ্ট সেই কৃষ্ণসার মৃগবধূ লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার পর ভয়ে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে, একটি গুহায় নিপতিত হওয়া মাত্র দেহত্যাগ করল। রাজর্ষি ভরত নদীর তীরে বসে, সেই মাতৃহারা হরিণ-শিশুটিকে নদীর জলে ভেসে যেতে দেখলেন। তা দেখে তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হল। তিনি বন্ধুর মতো সেই মৃগ-শিশুটিকে স্রোত থেকে তুলে এনে, তাকে মাতৃহারা জেনে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে মহারাজ ভরত সেই মৃগটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তৃণ আদি খাদ্য পোষণ, ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা, কণ্ডূয়ন আদির দ্বারা প্রীতি সম্পাদন, চুম্বন আদির দ্বারা লালন প্রভৃতির দ্বারা তিনি তাকে গভীর স্নেহে লালন-পালন করতে লাগলেন। এইভাবে হরিণ শিশুটির প্রতি আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কর্তব্য কর্মগুলি বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং ধীরে ধীরে তিনি ভগবানের আরাধনা থেকেও ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন।"

মহারাজ ভরত মনে মনে চিন্তা করতেন—"আহা, এই অসহায় হরিণ শিশুটি ভগবানের কালরূপ চক্রের পরিভ্রমণের বেগে স্বজন, সুহৃদ ও বন্ধুদের থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাকেই আশ্রয় রূপে প্রাপ্ত হয়েছে। সে আমাকেই তার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় ও সহচর বলে মনে করছে। আমার প্রতি এর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমাকে ছাড়া এ আর অন্য কাউকে জানে না। অতএব, এর প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ হয়ে আমার মনে করা উচিত নয় যে, এর জন্য আমার স্বার্থহানি হবে। এর লালন, পালন, পোষণ এবং রক্ষণ করা আমার অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু এ আমার শরণাগত হয়েছে, তাই আমি কিভাবে তাকে অবহেলা করতে পারি? যদিও এই হরিণটির জন্য আমার পারমার্থিক কর্তব্য ব্যাহত হচ্ছে, তবুও শরণাগতের অবহেলা করা যে উচিত নয়। তাহলে সেটি মস্ত বড় অন্যায় হবে। ত্যাগের আশ্রয় অবলম্বন করা সত্ত্বেও, মহান ব্যক্তি অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত করুণা অনুভব করেন। নিশ্চয়ই এই প্রকার শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য নিজের গুরুতর স্বার্থও উপেক্ষা করা উচিত। সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তার সঙ্গে উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, এমনকি আহার পর্যন্ত করতেন। এইভাবে হরিণ-শিশুটির প্রেমে তাঁর হৃদয় আবদ্ধ হয়েছিল। মহারাজ ভরত যখন কুশ, কুসুম, সমিধ, পত্র, ফল, মূল এবং জল সংগ্রহ করার জন্য বনে যেতেন, তখন পাছে শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু এসে মৃগ শিশুটির প্রাণ বিনাশ করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেই হরিণ-শিশুটিকে সঙ্গে করেই বনে প্রবেশ করতেন। বনে প্রবেশ করে সেই হরিণ-শাবকের শিশুসুলভ আচরণে মহারাজ ভরত অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে স্নেহবিহ্বল হয়ে পড়তেন। তিনি কখনও সেই হরিণ-শিশুটিকে স্কন্ধে বহন করতেন, কখনও কোলে স্থাপন করতেন এবং যখন শয়ন করতেন, তখন সুপ্ত অবস্থায় তাঁর বক্ষে স্থাপন করতেন। এইভাবে সেই পশুটিকে আদরের সঙ্গে লালন করতে করতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন। মহারাজ ভরত যখন ভগবানের পূজা করতেন অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন, তখন সেই ক্রিয়া সমাপ্ত না হতেই তিনি মাঝে মাঝে উঠে সেই হরিণ-শিশুটি কোথায় গেছে তা দেখতেন। যখন তিনি দেখতেন যে হরিণ-শিশুটি ভালভাবেই রয়েছে, তখন তাঁর মন এবং হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হত এবং তিনি সেই হরিণ-শাবকটিকে আশীর্বাদ করে বলতেন, "হে বৎস, তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক।" ভরত মহারাজ যদি কখনও সেই হরিণটিকে না দেখতে পেতেন, তখন তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত। কৃপণ ব্যক্তি যেমন ধন লাভ করার পর সেই ধন হারিয়ে ফেললে অত্যন্ত দুঃখিত হয়, তেমনই ভরত মহারাজ সেই হরিণ-শাবকটির অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে শোক করতেন। এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—"আহা, এই মৃগটি এখন অসহায়। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা এবং আমার মন ভণ্ড ব্যাধের মতো সর্বদা প্রবঞ্চনা এবং নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ। সজ্জন ব্যক্তি যেমন ধূর্ত বন্ধুর দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে তাকে বিশ্বাস করে, ঠিক সেইভাবে এই হরিণটি আমার উপর তার বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি এইভাবে অবিশ্বাসীর মতো আচরণ করলেও সে কি পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? আহা! আমি কি আবার দেখতে পাব যে, এই পশুটি দেবতা কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে এবং ব্যাঘ্র আদি হিংস্র প্রাণীর অনুপস্থিতিতে নির্ভয়ে কোমল দূর্বা ভক্ষণ করতে করতে এই আশ্রমের

উপবনে চরে বেড়াচ্ছে? কি জানি, কোন নেকড়ে অথবা কুকুর অথবা যূথচর শূকর আদি অথবা কোন একচর ব্যাঘ্র তাকে ভক্ষণ করেনি তো? হায়, যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন সমগ্র জগতের মঙ্গলোদয় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেবল আমারই মঙ্গলোদয় হল না। সূর্যদেব মূর্তিমান বেদস্বরূপ, কিন্তু আমি বেদোক্ত সমস্ত দয়া ধর্ম থেকে বঞ্চিত। সূর্যদেব এখন অস্তাচলে গমন করছেন, কিন্তু মাতৃহারা হয়ে যে অসহায় পশুটি আমাকে বিশ্বাস করেছিল, সে এখনও ফিরে এল না। সেই হরিণ-শিশুটি ঠিক একটি রাজকুমারের মতো। সে কখন ফিরে আসবে? সে কখন আবার তার অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ক্রীড়াবিলাস প্রদর্শন করবে? সে কখন আমার আহত হৃদয়কে শান্ত করবে? আমার নিশ্চয়ই পুণ্যের লেশমাত্র নেই, তা না হলে এখনও সেই হরিণটি ফিরে আসছে না কেন। হায়! আমি যখন অলীক সমাধি অবলম্বন করে চক্ষু নিমীলিত করে থাকতাম, তখন সে প্রণয়-কোপবশত আমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে করতে জলবিন্দুর মতো কোমল শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা ভয়ে ভয়ে আমাকে স্পর্শ করত। আমি যখন কুশ ঘাসে যজ্ঞের সামগ্রী রাখতাম, তখন সেই হরিণ-শিশুটি খেলা করতে করতে তার দাঁতের দ্বারা কুশ আকর্ষণ করে যজ্ঞীয় দ্রব্যকে দূষিত করলে, আমি যখন তাকে তিরস্কার করতাম, তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে, খেলা পরিত্যাগ করে, সংযতেন্দ্রিয় মুনি-বালকের মতো স্থির হয়ে বসে থাকত। এইভাবে উন্মাদের মতো প্রলাপ করে, মহারাজ ভরত গাত্রোত্থান করে বাইরে গেলেন। মৃগ শিশুর পদচিহ্ন দর্শন করে তিনি বলতে লাগলেন, "হে দুর্ভাগা ভরত, ধরিত্রীর তপস্যার তুলনায় তোমার তপস্যা অতি নগণ্য। ভাগ্যবতী বসুন্ধরা তাঁর তপস্যার ফলে মৃগ শিশুর ক্ষুদ্র, সুন্দর, পরম মঙ্গলময় এবং কোমল পদচিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই পদচিহ্নের পদ্ধতি আমার মতো মৃগের বিরহকাতর ব্যক্তিকে প্রদর্শন করছে কিভাবে সে বনের দিকে গেছে এবং কিভাবে আমি আমার সেই হারানো ধন ফিরে পেতে পারি। এই পদচিহ্নের প্রভাবে এই ভূমি স্বর্গ অথবা মুক্তিকামী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়েছে। তারপর চন্দ্র উদিত হলে, চন্দ্রে মৃগাঙ্ক দর্শন করে মহারাজ ভরত উন্মাদের মতো বলতে লাগলেন, 'হয়ত দীনজন-বৎসল ভগবান চন্দ্রদেব আশ্রমচ্যুত মাতৃহারা এই মৃগ-শিশুটিকে কৃপাপরবশ হয়ে, তাকে সিংহের আক্রমণ থেকে রক্ষা করছেন।' তারপর চন্দ্রকিরণ অনুভব করে, মহারাজ ভরত উন্মাদের মতো বলতে লাগলেন, 'ঐ মৃগশিশু আমার একান্ত অনুগত, আমি তাকে পুত্ররূপে অঙ্গীকার করেছি, দাবাগ্নি শিখার মতো তার বিরহবেদনা আমার হৃদয়রূপ কমলবনকে বিদীর্ণ করছে। আমার এই বেদনা দর্শন করে, চন্দ্রদেব আমার উপর অমৃত বর্ষণ করছেন, ঠিক যেভাবে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার বন্ধু জল সিঞ্চন করেন। এইভাবে চন্দ্রদেব আমার সুখ বিধান করছেন।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, এইভাবে ভরত মহারাজ মৃগ-শিশুরূপে প্রকাশমান দুর্দমনীয় বাসনার দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে তিনি যোগ, তপস্যা এবং ভগবানের আরাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। তা যদি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল না হত, তাহলে কিভাবে তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনদের পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে মনে করে পরিত্যাগ করেও, অবশেষে একটি হরিণ-শিশুর প্রতি এইভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন? এটি অবশ্যই তাঁর প্রারব্ধ কর্মের ফল। রাজা সেই হরিণ-শাবকটির লালন-পালনে এতই মগ্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁর পারমার্থিক কার্যকলাপ থেকে অধঃপতিত হন। অবশেষে, কালসর্প যেভাবে মূষিক বিবরে প্রবেশ করে, সেইভাবে মৃত্যু তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি দেখলেন যেন সেই হরিণ-শিশুটি তাঁর নিজের পুত্রের মতো তাঁর পাশে বসে শোক প্রকাশ করছে। তাঁর চিত্ত সেই হরিণটিতেই অভিনিবিষ্ট ছিল, তার ফলে তিনি ভগবৎ বিমুখ মানুষের মতো এই সংসার, হরিণ এবং মনুষ্য দেহ ত্যাগ করায়, পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর একটি লাভ হয়েছিল। একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেও তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হয়নি। হরিণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও ভরত মহারাজ তাঁর পূর্ব জন্মের সুদৃঢ় ভক্তির প্রভাবে তাঁর সেই শরীর ধারণ করার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিগত এবং বর্তমান জীবনের

কথা বিবেচনা করে, তিনি নিরন্তর অনুতাপ করতে করতে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।"

হরিণ-শরীরে মহারাজ ভরত অনুতাপ করতে লাগলেন—"হায় কী দুর্ভাগ্য! আমি আত্ম-উপলব্ধির পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। আমি আমার নিজের পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য পবিত্র বনের নির্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে এবং আত্মাকে উপলব্ধি করে, ভগবান বাসুদেবের কথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন আদি ভক্তির অঙ্গ অনুশীলন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টায় আমি এতই সফল হয়েছিলাম যে, আমার মন সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন থাকত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার মূর্খতার জন্য আমার চিত্ত পুনরায় একটি হরিণের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এখন একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে আমি ভগবদ্ভক্তির স্তর থেকে অনেক নীচে অধঃপতিত হয়েছি।"

"ভরত মহারাজ যদিও মৃগ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নিরন্তর অনুতাপ করার ফলে, তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি সেই কথা কারোর কাছে প্রকাশ করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর মৃগমাতাকে পরিত্যাগ করে, তাঁর জন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত থেকে পুনরায় শালগ্রাম ক্ষেত্রে পুলস্ত্য-পুলহ আশ্রমে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই আশ্রমে অবস্থান করে, আবার যাতে অসৎ সঙ্গের শিকার না হতে হয়, সেই জন্য মহারাজ ভরত অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর পূর্বজীবনের কথা কারও কাছে ব্যক্ত না করে, তিনি কেবল শুকনো পাতা খেয়ে সেই আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একাকী ছিলেন না, কারণ পরমাত্মা যে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, সেই কথা তিনি উপলব্ধি করতেন। এইভাবে তিনি তাঁর মৃগ-শরীরের অবসানকালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর সেই অবসানকাল সমুপস্থিত হলে, তিনি সেই পবিত্র তীর্থে স্নান করে তাঁর মৃগ-শরীর পরিত্যাগ করেছিলেন।"

নবম অধ্যায়

জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, মহারাজ ভরত মৃগশরীর ত্যাগ করার পর এক অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আঙ্গিরস গোত্রে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে পূর্ণরূপে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছিলেন এবং বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া আদি সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানী এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত। তিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় সমাহিত থাকতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে তাঁরই মতো গুণসম্পন্ন নয়টি পুত্রের জন্ম হয়েছিল এবং তাঁর কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে একটি যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে পুত্রটি হচ্ছে পরম ভাগবত রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহারাজ ভরত—যিনি মৃগশরীর পরিত্যাগ করে এখন ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"ভগবানের বিশেষ কৃপার ফলে, ভরত মহারাজ তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভগবদ্বিমুখ আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাদের সঙ্গপ্রভাবে পুনরায় অধঃপতন হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদা শঙ্কিত ছিলেন। তার ফলে তিনি

করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই খড়্গের দ্বারাই তিনি সেই সমস্ত দস্যু এবং তস্করদের মস্তক ছেদন করতে লাগলেন। তারপর তাদের কণ্ঠদেশ থেকে রক্তরূপ যে অতি উষ্ণ আসব নির্গত হতে লাগল, তিনি ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদি তাঁর সহচরদের সঙ্গে তা পান করতে লাগলেন। অত্যধিক রক্ত পানে উন্মত্ত হয়ে দেবী তখন তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে উচ্চস্বরে গান এবং নৃত্য করতে শুরু করলেন এবং সেই সমস্ত দস্যুদের ছিন্ন মস্তকগুলি নিয়ে কন্দুক-ক্রীড়া করতে লাগলেন। মহাপুরুষের প্রতি হিংসাত্মক অপরাধের ফলে, অনিষ্টকারীকে উপরোক্তভাবে সর্বদা দণ্ডভোগ করতে হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তখন মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে বিষ্ণুদত্ত, যাঁরা জানেন যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, যাঁরা হৃদয়গ্রন্থি থেকে মুক্ত, যাঁরা সর্বদা সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনে রত এবং যাঁরা কখনও কারোর অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তাঁরা সর্বদাই সুদর্শন চক্রধারী পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হন। মহাকালরূপে তিনি অসুরদের সংহার করেন এবং ভক্তদের রক্ষা করেন। ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই সর্ব অবস্থাতেই, এমনকি শিরশ্ছেদন কাল উপস্থিত হলেও, তাঁরা অবিচলিত থাকেন। তাঁদের পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।"

● ● ●

দশম অধ্যায়

জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাৎ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, তারপর, সিন্ধু-সৌবীরের রাজা রহূগণ যখন কপিলাশ্রমে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্রধান শিবিকা-বাহক ইক্ষুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে, আর একজন শিবিকা-বাহকের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে জড় ভরতকে সেখানে পেয়েছিল। সে জড় ভরতকে যুবক, বলিষ্ঠ, দৃঢ় অঙ্গ সমন্বিত দেখে, তাঁকে গরু এবং গাধার মতো ভার বহনে সমর্থ বলে বিবেচনা করেছিল। মহাত্মা জড় ভরত যদিও এই প্রকার কার্যের উপযুক্ত ছিলেন না, তবু তারা কোন রকম দ্বিধা না করে, তাঁকে বলপূর্বক শিবিকা বহনের কার্যে নিযুক্ত করেছিল। জড় ভরত তাঁর অহিংস মনোভাবের জন্য শিবিকা ঠিকভাবে বহন করছিলেন না। তিনি তাঁর সম্মুখে এক শর পরিমিত স্থান নিরীক্ষণ করে তারপর পদবিক্ষেপ করছিলেন, যাতে তাঁর পায়ের চাপে কোন পিপীলিকার মৃত্যু না হয়। কিন্তু তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর পা না মেলায় শিবিকা আন্দোলিত হচ্ছিল এবং রাজা রহূগণ তখন বাহকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা কেন অসমানভাবে শিবিকা বহন করছ? ভালভাবে তা বহন কর।' শিবিকা-বাহকেরা রাজার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করে, দণ্ডভয়ে ভীত হয়ে রাজার কাছে নিবেদন করেছিল—হে রাজন, আমরা আমাদের কার্য সম্পাদনে মোটেই অবহেলা করছি না। আপনার ইচ্ছা অনুসারে আমরা সুষ্ঠুভাবেই শিবিকা বহন করছি। কিন্তু, সম্প্রতি যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছে সে দ্রুত চলতে পারছে না বলে, আমরা তার সঙ্গে শিবিকা বহন করতে পারছি না। দণ্ডভয়ে ভীত বাহকদের কথা শুনে রাজা রহূগণ বুঝতে পারলেন যে, কেবল একজনের দোষের ফলে শিবিকা যথাযথভাবে বাহিত হচ্ছে না। সে-কথা খুব ভালভাবে বুঝতে পেরে এবং তাদের আবেদন শুনে, তাঁর ঈষৎ ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল। যদিও তিনি ছিলেন রাজনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তবু তাঁর রাজ-স্বভাববশত তাঁর চিত্তে ক্রোধের উদয় হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজা রহূগণের চিত্ত রজোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাই তিনি ভস্মাচ্ছাদিত

অগ্নির মতো ব্রহ্মতেজসম্পন্ন জড় ভরতকে বললেন—আহা কী কষ্ট! ওহে ভাই, তুমি নিশ্চয়ই একাকী অনেকক্ষণ ধরে অনেক পথ এই শিবিকা বহন করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। আর এত কাল তোমার পার্শ্বকাণ্ডগুলিও তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছে। সে সঙ্গে, তোমার শরীর তো দৃঢ় নয় এবং তুমিও তেমন বলবান নও। তোমার সঙ্গের বাহকেরা কি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না?"

"এইভাবে রাজা বক্রোক্তির দ্বারা জড় ভরতকে তিরস্কার করলেও জড় ভরত অভিমানশূন্যই ছিলেন। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করার ফলে অবগত ছিলেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন। তিনি স্থূল অথবা কৃশ ছিলেন না, পঞ্চমহাভূত এবং তিন সূক্ষ্ম উপাদানের সমন্বয়ে রচিত জড় পিণ্ডটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। হস্ত, পদ সমন্বিত জড় দেহটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। অর্থাৎ, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ (অহং ব্রহ্মাস্মি) উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি রাজার পরিহাসপূর্ণ তিরস্কারে বিচলিত হননি। নীরবে তিনি পূর্বের মতোই শিবিকা বহন করতে লাগলেন। তারপর রাজা যখন দেখলেন যে, শিবিকা পুনরায় আন্দোলিত হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন—ওরে দুষ্ট, তুই কি করছিস? তুই কি জীবিত অবস্থায়ও মৃত নাকি? তুই জানিস না যে আমি তোর প্রভু? তুই আমার আদেশ অবজ্ঞা করছিস। তোর এই অবজ্ঞার ফলে, আমি তোকে যমরাজের মতো দণ্ড দেব। আমি তোর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করব, যাতে তুই প্রকৃতিস্থ হোস। নিজেকে একজন রাজা বলে মনে করায়, রহূগণ দেহাত্মবুদ্ধিপ্রভ ছিলেন এবং রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মদভরে তিনি জড় ভরতকে অশালীন বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করেছিলেন। জড় ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং ভগবানের প্রিয় নিকেতন। রাজা যদিও নিজেকে একজন বড় বড় পণ্ডিত বলে মনে করতেন, কিন্তু তিনি পরম ভাগবতের স্থিতি অবগত ছিলেন না এবং তাঁর চরিত্রও তাঁর জানা ছিল না। জড় ভরত সর্বদা ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে বহন করতেন বলে তিনি ছিলেন ভগবানের বাসস্থান স্বরূপ। তিনি ছিলেন সমস্ত জীবের সুহৃদ এবং তিনি কোন প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি পোষণ করতেন না।"

তাই মহান ব্রাহ্মণ জড় ভরত ঈষৎ হেসে বললেন—"হে বীর রাজা, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কেবল তিরস্কার বাক্য নয়, কারণ দেহটি হচ্ছে বাহক। ভারবহনকারী দেহটি আমার নয়, কারণ আমি হচ্ছি চিন্ময় আত্মা। আপনার উক্তিতে কোন বিরোধ নেই, কারণ আমি দেহ থেকে ভিন্ন। আমি শিবিকার বাহক নই, এই দেহটি হচ্ছে বাহক। নিশ্চিতভাবে, যে কথা আপনি বলেছেন, আমি এই শিবিকা বহনে পরিশ্রম করিনি, কারণ আমি এই দেহটি থেকে পৃথক। আপনি বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্ট নই। এই বাক্যটি তার পক্ষেই উপযুক্ত, যে ব্যক্তি দেহ এবং আত্মার পার্থক্য জানে না। দেহ স্থূল অথবা কৃশ হতে পারে, কিন্তু কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আত্মা সম্বন্ধে সেই কথা বলবে না। আত্মা স্থূলও নয় অথবা কৃশও নয়, তাই আপনি যখন বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্ট নই, তা সত্য। অধিকন্তু এই বহনের উদ্দেশ্য এবং সেই গন্তব্যস্থলের পথ যদি আমার হত, তাহলে আমার পক্ষে বহু অসুবিধা হত, কিন্তু যেহেতু সেগুলি আমার সম্পর্কে বলা হয়নি, বলা হয়েছে আমার দেহের সম্পর্কে, তাই তাতে মোটেই কোন রকম অসুবিধা হয়নি। স্থূলতা, কৃশতা, দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ভয়, কলহ, জড় সুখভোগের বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, শোক এবং দেহাত্মবুদ্ধি—এই সবই আত্মার জড় আবরণের বিকার। দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন ব্যক্তিরাই এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু আমি সর্বতোভাবে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত। তাই আমি স্থূল অথবা কৃশ নই অথবা আপনি যে কথাগুলি বলেছেন, আমি তার কোনটিই নই।"

"হে রাজন, আপনি অনর্থক আমাকে জীবন্মৃত বলে অভিযোগ করেছেন। সেই সম্পর্কে আমি কেবল এই বলতে পারি যে, এই জড় জগতে সবকিছুরই আদি এবং অন্ত রয়েছে। আর আপনি যে মনে করছেন আপনি রাজা ও প্রভু এবং তাই আমাকে আদেশ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটিও ঠিক নয়। কারণ এই সমস্ত পদগুলি অনিত্য। আজ আপনি রাজা এবং আমি আপনার ভৃত্য, কিন্তু কাল তার পরিবর্তন হতে পারে এবং আপনি ভৃত্য এবং আমি প্রভুতে পরিণত হতে পারি। এই সমস্ত অনিত্য পরিস্থিতিগুলি দৈবের দ্বারা সৃষ্টি হয়। হে

অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও এইভাবে কথা বলেন না। যে সম্বন্ধ, প্রভু-ভৃত্য, রাজা-প্রজা ইত্যাদির প্রসঙ্গে যে কথা তা কেবল জড়-জাগতিক বিষয়ের কথা। যারা বেদবিহিত জড় কর্মকাণ্ডে আগ্রহী, তারা কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্ত থেকে সন্তুষ্ট থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট ভোগ্যবস্তুর মিথ্যাত্ব বা নিরর্থকতা যেমন আপনা থেকেই অনুভূত হয়, তেমনই এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গলোকে এই জীবনের বা পরবর্তী জীবনের যে সুখ, তা অবশেষে তুচ্ছ বলে উপলব্ধি করা যায়। কেউ যখন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখন বেদ তত্ত্বজ্ঞানের এক অপূর্ব উৎস হওয়া সত্ত্বেও, যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়। জীবের মন যতক্ষণ জড় প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা (সত্ত্ব, রজ এবং তম) কলুষিত থাকে, ততক্ষণপর্যন্ত মন ঠিক একটি মত্ত হস্তীর মতো স্বতন্ত্র হয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাপ এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্র বিস্তার করে। তার ফলে জীব তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। মন যতক্ষণ পাপ এবং পুণ্যকর্মের বাসনায় মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তা স্বাভাবিকভাবেই কাম, ক্রোধ আদির দ্বারা বিকারগ্রস্ত হয়। এইভাবে, তা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ মন সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ উপাদানের মধ্যে মন হচ্ছে প্রধান। তাই মনেরই জন্য দেব, মনুষ্য, পশু, তির্যক আদি বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভ হয়। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট স্তরে মনের স্থিতি অনুসারে জীবের জড় দেহ লাভ হয়। মায়া রচিত মন জীবকে আচ্ছন্ন করে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায়। তাকে বলা হয় সংসার-চক্র। এই মনের কারণে জীব জড় জগতের দুঃখ এবং সুখ ভোগ করে। জীবকে এইভাবে মোহাচ্ছন্ন করে মন পাপ এবং পুণ্যকর্মের ফলসমূহ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মন জীবকে এই সংসারে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করায় এবং তার ফলে জীব মানুষ, দেবতা, স্থূল, কৃশ ইত্যাদি অবস্থা অনুভব করে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেহের আকৃতি, বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হচ্ছে মন। মন বিষয়-ভোগে আসক্ত হওয়ার ফলে, জীব সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। কিন্তু মন যখন জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তা তার মুক্তির কারণ হয়। দীপের পলতে যখন ঠিকমতো জ্বলে না তখন তা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু তা যখন ঘৃতপূর্ণ হয়ে যথাযথভাবে জ্বলতে থাকে, তখন তা থেকে উজ্জ্বল শুভ্র দীপ্তি প্রকাশিত হয়। তেমনই, মন যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তা দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয় এবং মন যখন বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনার দীপ্তি প্রকাশ পায়। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অহঙ্কার—এগুলি মনের একাদশ বৃত্তি। হে বীর। শব্দ, স্পর্শ আদি পঞ্চতন্মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, মলত্যাগ আদি পঞ্চ ব্যাপার কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং দেহ, গৃহ, সমাজ ইত্যাদিতে আত্মবুদ্ধি অভিমানের বিষয়। পণ্ডিতেরা এগুলিকে মনের কর্মক্ষেত্র বলে থাকেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এগুলি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রজনন, শিল্প, গতি, মলত্যাগ এবং বাগালাপ—এগুলি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। এ ছাড়া, 'এটি আমার দেহ, এটি আমার সমাজ, এটি আমার পরিবার, এটি আমার দেশ' ইত্যাদি যে ধারণা, মনের এই একাদশতম বৃত্তিটিকে বলা হয় অহঙ্কার। কোন কোন দার্শনিকের মতে এটি দ্বাদশতম বৃত্তি এবং তার কার্যক্ষেত্র হচ্ছে এই শরীর। দ্রব্য, স্বভাব, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং কাল—এইগুলি নিমিত্ত কারণ। এই সমস্ত নিমিত্ত কারণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে, এই একাদশ প্রকার চিত্ত বিকার প্রথমে শত প্রকার, তারপর সহস্র প্রকার এবং তারপর কোটি প্রকার হয়ে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিকার আপনা থেকেই পরস্পর সম্বন্ধের ফলে হয় না। পক্ষান্তরে তা হয় ভগবানের নির্দেশনায়। 'কৃষ্ণভক্তি-রহিত জীবের মনে মায়ার দ্বারা রচিত বহু বাসনা এবং বৃত্তি রয়েছে। সেগুলি অনাদিকাল থেকে বর্তমান। কখনও কখনও সেগুলি জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশিত হয় এবং কখনও স্বপ্নাবস্থায়, কিন্তু সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় সেগুলি তিরোহিত হয়। যে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত তিনি এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন।"

"দুই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ রয়েছে—জীবাত্মা, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কথা এখানে

বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির সর্বব্যাপক কারণ। তিনি পূর্ণ এবং অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল নন। তাঁকে শ্রবণের মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করা যায়। তিনি স্বতঃপ্রকাশ এবং তাঁর জন্ম, মৃত্যু, জরা অথবা ব্যাধি নেই। তিনি ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা। তিনি নারায়ণ অর্থাৎ সমস্ত জীবের আশ্রয়। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান এবং তিনি সর্বভূতের আবাস বাসুদেব। তিনি তাঁর নিজ শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বর্তমান। বায়ু যেভাবে প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গম আদি সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই তিনি বিশ্বচরাচরে প্রবিষ্ট হয়ে তার উপর আধিপত্য করেন।"

"হে রাজা রহূগণ, দেহধারী বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সুখভোগের কলুষ থেকে মুক্ত না হয় এবং তার ছয়টি শত্রুকে জয় করে আত্মজ্ঞান জাগরিত করার মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এই জড় জগতে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়। আত্মার উপাধি মন হচ্ছে সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ। বদ্ধ জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই তথ্য না জানে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জড় দেহজনিত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে করতে এই জগতে ভ্রমণ করতে হয়। মন যেহেতু রোগ, শোক, মোহ, আসক্তি, লোভ, শত্রুতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত, তাই সে এই জড় জগতের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মমত্ব উৎপাদন করে। এই অসংযত মন জীবের পরম শত্রু। তাকে উপেক্ষা করলে অথবা সুযোগ দিলে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। যদিও তা বাস্তব নয়, তবুও তা অত্যন্ত বলবান। তা জীবের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রাখে। হে রাজন্, দয়া করে শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবারূপ অস্ত্রের দ্বারা এই মনকে জয় করার চেষ্টা করুন। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই কর্তব্য সম্পাদন করুন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ রহূগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ

মহারাজ রহূগণ বললেন—"হে অবধূত, আপনি ভগবান থেকে অভিন্ন। আপনার স্বরূপের প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রবিরোধ দূর হয়েছে। আপনি ব্রাহ্মণবন্ধু বেশে আপনার নিত্য আনন্দময় স্বরূপ গোপন করে রেখেছেন। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমার দেহ দুর্গন্ধিত বস্তুতে পূর্ণ এবং অহঙ্কাররূপ সর্প আমার বিবেককে দংশন করেছে। জড় অভিমানের প্রভাবে আমি রোগাক্রান্ত। আপনার অমৃতময় উপদেশ এই প্রকার ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ এবং তা সূর্যের তাপে পীড়িত ব্যক্তির কাছে সুশীতল জলের মতো। যে বিষয়ে আমার সংশয় রয়েছে, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু এখন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আপনি দিয়েছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে আপনি সরলভাবে তার পুনরাবৃত্তি করুন, যাতে আমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমার মন তা সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে। হে যোগেশ্বর, আপনি বলেছেন যে, দেহের সঞ্চালনের ফলে যে শ্রান্তি হয় তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রান্তি নেই। তার অস্তিত্ব কেবল ব্যবহারমূলক। এই প্রকার প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা পরম তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। আপনার এই বাক্যে আমার মন কিছুটা বিচলিত হয়েছে।"

ব্রাহ্মণ জড় ভরত বললেন—"জড় বস্তুর সমাহারের

ফলে নানা প্রকার পার্থিব বিকার প্রদর্শিত হয় এবং স্কন্ধের উদ্ভব হয়। কোন কারণে তারা দুপুরে বিচরণ করে এবং শিবিকাবাহক ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। আর যা চলাফেরা করে না, তাই পাথর ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়। সেই সমস্ত স্থূল পার্থিব বিকৃতির স্তরক্রমে উপরিভাগে ক্রমশ গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু, ঊরু, কোমর, বক্ষঃস্থল, স্কন্ধদেশ ও স্কন্ধ—এই সমস্ত রয়েছে। আমার স্কন্ধের উপর কাঠময়ী শিবিকা এবং শিবিকার মধ্যে রয়েছেন তথাকথিত সৌবীরের রাজা। সেই রাজার শরীরও আর এক প্রকার পার্থিব বিকার, সেই বিকারময় দেহেই আপনি অবস্থিত এবং ভ্রান্তভাবে নিজেকে সৌবীর দেশের রাজা বলে মনে করে গর্বান্ধ হয়েছেন। কিন্তু, বিনা বেতনে এই সমস্ত নিরীহ ব্যক্তিরা যে আপনার শিবিকা বহন করছে, আপনার অন্যায় আচরণের ফলে তাদের নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কেননা আপনি তাদের বলপূর্বক আপনার শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্দয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি মনে করছেন যে, আপনি আপনার প্রজাদের রক্ষক। তা অত্যন্ত হাস্যকর। আপনি অত্যন্ত মূর্খ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সভায় শোভা পাওয়ার যোগ্য নন। এই পৃথিবীতে আমরা সকলে বিভিন্ন রূপসমন্বিত জীব। আমাদের মধ্যে কেউ স্থাবর এবং কেউ জঙ্গম। আমাদের সকলেরই উৎপত্তি হয়, কিছুকালের জন্য স্থিতি হয় এবং তারপর বিনাশ হয়। তখন এই শরীর পুনরায় মাটিতে মিশে যায়। আমরা কেবল মাটির রূপান্তর। বিভিন্ন শরীর এবং কার্যকলাপের সমস্তই কেবল মাটিরই রূপান্তর এবং নামে মাত্র ভিন্ন, কারণ সবকিছুরই মাটি থেকে উৎপত্তি হয় এবং বিনাশের পর পুনরায় মাটিতেই মিশে যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমরা কেবল ধূলি এবং পুনরায় ধূলিতেই মিশে যাব। এই কথা সকলেই বিচার করে দেখতে পারেন। কেউ বলতে পারে যে, এই ভূলোকেই কেবল বৈচিত্র্য রয়েছে। কিন্তু, ব্রহ্মাণ্ড সাময়িকভাবে সত্য বলে প্রতীত হলেও চরমে তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে পরমাণু থেকে, কিন্তু সেই পরমাণুও অনিত্য। যদিও কোন কোন দার্শনিক এই ধারণা পোষণ করে, তবুও পরমাণু কখনই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নয়। পরমাণুর সমবায়ের ফলে যে এই জড় জগতের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে তা সত্য নয়। যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই, তাই কৃশ, স্থূল, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কার্য, কারণ, চেতন, অচেতন যে সমস্ত বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, সে সবই কাল্পনিক। সেগুলি একই মাটির দ্বারা রচিত বিভিন্ন রূপ এবং নামে মাত্রই সেগুলি ভিন্ন। দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল এবং কর্মের দ্বারা বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়। আপনার জানা উচিত যে, সেগুলি কেবল জড় প্রকৃতির দ্বারা রচিত যান্ত্রিক অভিব্যক্তি। তাহলে পরম সত্য কি? তার উত্তর হচ্ছে যে, অদ্বয় জ্ঞানই হচ্ছে পরম সত্য। তা জড় প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত। তা আমাদের মুক্তি প্রদান করে। তা অদ্বয়, সর্বব্যাপ্ত এবং কল্পনার অতীত। সেই জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্ম। তারপর দ্বিতীয় উপলব্ধি হচ্ছে পরমাত্মা, যাঁকে যোগীরা নির্মল অন্তঃকরণে দর্শন করার চেষ্টা করেন। চরমে, সেই পরম জ্ঞানের পূর্ণ উপলব্ধি হয় পরম পুরুষ ভগবানরূপে। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা সেই পরম পুরুষকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা আদির পরম কারণ বাসুদেবরূপে বর্ণনা করেন।"

"হে মহারাজ রহূগণ, মহাভাগবতের চরণরেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনই পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা, গার্হস্থ্য-জীবনের বিধিবিধান কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করার দ্বারা, বানপ্রস্থ-আশ্রমে গৃহত্যাগ করার দ্বারা, সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের দ্বারা অথবা শীতের সময় জলমগ্ন হয়ে অথবা গ্রীষ্মে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে কিংবা প্রখর সূর্যকিরণে অবস্থান করে তপস্যা করার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য পন্থা থাকলেও, মহাভাগবতের কৃপার প্রভাবেই কেবল পরম সত্য প্রকাশিত হয়। যে শুদ্ধ ভক্তদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা কারা? শুদ্ধ ভক্তদের সভায় রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি জড় বিষয়ের আলোচনার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ ভক্তদের সভায় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলার বিষয়েই আলোচনা হয়। সর্বতোভাবে তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁর আরাধনা করেন। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত বিষয়ে নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে, সাযুজ্য মুক্তির প্রয়াসী

মুমুক্ষুরাও তাঁদের মোক্ষবাসনা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হন। পূর্বে এক জন্মে আমি ছিলাম মহারাজ ভরত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বৈদিক জ্ঞানের পরোক্ষ অনুভবের দ্বারা আমি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে নিবৃত্তিলাভ করেছিলাম। আমি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি একটি হরিণ শাবকের প্রতি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি আমার পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করেছিলাম। সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি গভীর স্নেহের ফলে আমাকে পরবর্তী জীবনে একটি হরিণ-শরীর ধারণ করতে হয়।"

"হে বীর রাজা, পূর্বে যে আমি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবা করেছিলাম, তার ফলে হরিণ-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও আমি আমার পূর্ব জীবনের সব কথা স্মরণ করতে পেরেছিলাম। যেহেতু আমার পূর্ব জীবনের অধঃপতনের কথা আমার মনে আছে, তাই আমি সাধারণ মানুষদের সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকি। তাদের বিষয়াসক্ত অসৎ-সঙ্গের ভয়ে ভীত হয়ে, সকলের অগোচরে একাকী বিচরণ করি। উন্নত ভক্তের সঙ্গ প্রভাবের ফলে যে কোন ব্যক্তি পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা জড় জগতের মোহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে শ্রবণ-কীর্তনের ফলে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। তার ফলে জীবের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত হয় এবং এই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের ফলে, তিনি এই জীবনেই তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজা রহূগণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ

ব্রহ্মজ্ঞানী জড় ভরত বললেন—"হে মহারাজ রহূগণ, জীব এই দুস্তর সংসার মার্গে ভ্রমণ করে এবং বার বার জন্ম ও মৃত্যু বরণ করে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং তিন প্রকার কর্মের ফলই কেবল দর্শন করে। সেই ফলগুলি হচ্ছে শুভ, অশুভ এবং মিশ্র। এইভাবে সে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে একটি বণিকের মতো দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে এবং লাভের আশায় বস্তু সংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এই জড় জগতে সে প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে না।"

"হে মহারাজ রহূগণ, এই সংসার-অরণ্যে ছয়টি অত্যন্ত প্রবল দস্যু রয়েছে। বদ্ধ জীব যখন জাগতিক লাভের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, তখন এই ছয়টি দস্যু তাকে বিপথে পরিচালিত করে। এইভাবে বণিকরূপী বদ্ধ জীবকে বিভ্রান্ত করে সেই দস্যুরা তার অর্থ অপহরণ করে। বাঘ, শৃগাল এবং অন্যান্য হিংস্র পশু যেমন রক্ষকের আশ্রয় থেকে একটি মেষকে হরণ করে, ঠিক তেমনই পত্নী এবং সন্তান সেই বণিকের হৃদয়ে প্রবেশ করে নানাভাবে তাকে লুণ্ঠন করে। এই বনে অসংখ্য গুল্ম, তৃণ ও লতার দ্বারা আচ্ছন্ন কুঞ্জ রয়েছে। সেই সমস্ত গহ্বরে বদ্ধ জীব সর্বদা দংশক সদৃশ দুর্জনদের উপদ্রবে পীড়িত হয়। কখনও কখনও সে সেই অরণ্যে এক অলীক প্রাসাদ দর্শন করে এবং কখনও কখনও সে আকাশে উল্কার মতো পিশাচদের দর্শন করে বিভ্রান্ত হয়।"

"হে রাজন্, এই সংসার-অরণ্যের পথে গৃহ, ধন আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত সেই বণিক এই সংসার-অরণ্যে সাফল্য লাভের আশায় ইতস্তত ধাবমান হয়। কখনও তার চক্ষু ঘূর্ণিবায়ুর ধূলিতে আচ্ছাদিত হয় অর্থাৎ, তার পত্নীর রূপে মোহিত হয়ে, বিশেষ করে তার রজস্বলা অবস্থায়, সে কামান্ধ হয়। এইভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, সে যে কোথায় যাচ্ছে এবং কি করছে তা সে দেখতে পায় না। অদৃশ্য ঝিঁঝিঁর শব্দ শুনতে শুনতে বদ্ধ জীব অদৃশ্য ঝিঁঝির কঠোর শব্দ শুনতে পায় এবং তার ফলে তার কর্ণদ্বয় উৎপীড়িত হয়। কখনও কখনও পেঁচার কর্কশ শব্দে তার হৃদয় ব্যথিত হয়, যা হচ্ছে তার শত্রুদের কঠোর দুরুক্তি। ক্ষুধার্ত হয়ে সে কখনও কখনও এমন বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে যাতে কোন ফল অথবা ফুল হয় না এবং তার ফলে সে কষ্টভোগ করে। তৃষ্ণার্ত হয়ে সে জলের আশায় মরীচিকার পিছনে ধাবিত হয়। বদ্ধ জীব কখনও কখনও জলহীন নদীর জলে ঝাঁপ দেওয়ার ফলে দুঃখ পায়, অথবা অন্নাভাবে নির্ধন ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে গিয়ে অন্ন ভিক্ষা করে। কখনও কখনও সে সংসার-দাবানলে দগ্ধ হয় এবং কখনও কখনও যক্ষসদৃশ সরকার কর গ্রহণের নামে যখন তার প্রাণতুল্য ধনসম্পদ অপহরণ করে, তখন সে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়। কখনও কখনও উচ্চতর বা অধিক বলবান ব্যক্তি জীবের সমস্ত ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়। তখন সে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে তার সেই হারানো ধন-সম্পদের জন্য শোক করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও সে এক বিশাল প্রাসাদ-নগরীর কল্পনা করে এবং তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে সেখানে সুখে বাস করার বাসনা করে। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুখী বলে মনে করে, কিন্তু সেই তথাকথিত সুখ কেবল ক্ষণিকের জন্যই। কখনও কখনও সেই বণিক পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাদুকার অভাবে তার পা কাঁটা ও কাঁকরে বিদ্ধ হয়। তখন সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি কখনও কখনও ক্ষুধায় পীড়িত হয় এবং তার সেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার ফলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সে ক্রুদ্ধ হয়। ভবাটবীতে বদ্ধ জীবাত্মাকে কখনও কখনও অজগর সর্প গিলে ফেলে। তখন সে মৃত ব্যক্তির মতো অচেতন এবং অজ্ঞান অবস্থায় বনের মধ্যে পড়ে থাকে। কখনও অন্যান্য বিষধর সর্পেরা তাকে দংশন করে। বিবেকরহিত হওয়ার ফলে সে নারকীয় জীবনের অন্ধকূপে পতিত হয়, যেখানে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশা তার থাকে না। কখনও কখনও অতি নগণ্য রতিসুখ উপভোগের জন্য সে অসতী রমণীর অন্বেষণ করে। তার সেই প্রচেষ্টায় সে সেই রমণীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অপমানিত এবং নির্যাতিত হয়। তার সেই প্রচেষ্টা ঠিক মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মতো। কখনও কখনও বহু অর্থ ব্যয় করে সে রতিসুখের জন্য পত্নীলাভ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার ইন্দ্রিয়সুখের বস্তু সেই রমণীটিকে অন্য কোন লম্পট বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। কখনও কখনও জীব হাড়কাঁপানো শীত, প্রচণ্ড গরম, প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎপাতের প্রতিবিধান করার কার্যে ব্যস্ত থাকে। যখন সে তা করতে অক্ষম হয়, তখন সে প্রচণ্ড কষ্টভোগ করে। কখনও কখনও ব্যবসা বাণিজ্যে সে অন্যের দ্বারা বঞ্চিত হয়। এইভাবে পরস্পরকে বঞ্চনা করার চেষ্টার ফলে তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। সংসার অরণ্যের পথে মানুষ কখনও ধনহীন হয়ে যায় এবং তার ফলে তার উপযুক্ত ঘর, বিছানা বা আসন থাকে না এবং সে যথাযথভাবে পারিবারিক সুখ উপভোগ করতে পারে না। তাই সে অন্যদের কাছ থেকে অর্থ ভিক্ষা করতে যায়, কিন্তু ভিক্ষার ফলে যখন তার বাসনা পূর্ণ হয় না, তখন সে ঋণ করতে চায় অথবা পরের সম্পদ অপহরণ করতে চায়। এইভাবে সে সমাজে অপমানিত হয়। আর্থিক লেনদেনের ফলে সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং চরমে শত্রুতায় পরিণত হয়। কখনও কখনও পতি-পত্নী জাগতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং তাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কখনও কখনও অর্থাভাবের ফলে অথবা রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে তারা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে মরণাপন্ন হয়।"

"হে রাজন্, সংসার-অরণ্যের মার্গে মানুষ প্রথমে তার পিতা-মাতাকে হারায়। তাদের মৃত্যুর পর সে তার নবজাত সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে সে জড়-জাগতিক উন্নতির পথে বিচরণ করে এবং অবশেষে বিপন্ন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সে বুঝতে পারে না কিভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক বীর ছিল এবং রয়েছে যারা সমান শক্তিশালী শত্রুদের পরাভূত করেছে, কিন্তু তবুও অজ্ঞানতাবশত যেন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে তাদের নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, তার উপর অধিকার বিস্তার করার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। মনীষী অথবা বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা যে পরম পদ প্রাপ্ত হন, অন্যায় উপার্জিত সেই পদ তারা অবলম্বন করতে পারে না। কখনও কখনও জীব সংসাররূপী অরণ্যে লতার আশ্রয় অবলম্বন করে এবং সেই লতাশ্রিত বিহঙ্গকুলের কলধ্বনি শ্রবণ করার বাসনা করে। সেই অরণ্যে সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে, সে বক, সারস এবং শকুনির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে। এই সংসার-অরণ্যে তথাকথিত যোগী, স্বামী এবং অবতারদের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে জীব প্রকৃত ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার গুরুদেব বা ব্রাহ্মণগণের নির্দেশ পালন করতে পারে না, এবং তাই সে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে পুনরায় বানরের মতো ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ বানরদের সান্নিধ্যে ফিরে যায়। ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মদ এবং মৈথুনের আনন্দ উপভোগ করে সে সুখী হতে চায়। এইভাবে সে তার জীবনকে অপচয় করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের মুখ দর্শন করে, সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীব যখন একটি বানরের মতো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফালাফি করে বৃক্ষসদৃশ গৃহে কেবল মৈথুন-সুখের জন্য জীবনযাপন করে, তখন সে একটি গাধার মতো তার স্ত্রীর পদাঘাতে আহত হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে অক্ষম হয়ে, সে অসহায়ের মতো পড়ে থাকে। কখনও কখনও সে দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার তুলনা করা হয়েছে পর্বত-কন্দরে পতিত হওয়ার সঙ্গে। সেই পর্বত-গহ্বরে অবস্থিত হস্তীসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে, সে লতাশাখা অবলম্বন করে অবস্থান করে।"

"হে শত্রুদমন মহারাজ রহূগণ, জীবেরা যদি কোনক্রমে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়, তবুও সে পুনরায় মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য তার গৃহে ফিরে যায়, কারণ সেটিই হচ্ছে আসক্তির রীতি। এইভাবে ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে, জীব সংসার-অরণ্যে বিচরণ করতে থাকে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না। হে মহারাজ রহূগণ, আপনিও জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মায়ায় নিমগ্ন হয়েছেন। তাই আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি আপনার রাজপদ এবং রাজদণ্ড পরিত্যাগ করুন যাতে আপনি সমস্ত জীবের সুহৃৎ হতে পারেন। বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে আপনি ভগবদ্ভক্তির দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ তরবারি গ্রহণ করুন এবং তার দ্বারা মায়াপাশ ছিন্ন করে ভবসাগরের পরপারে গমন করুন।"

মহারাজ রহূগণ বললেন—"এই মনুষ্যজন্ম সমস্ত জন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বর্গলোকে দেবজন্মও এই পৃথিবীতে মনুষ্য-জন্মের মতো উৎকৃষ্ট নয়। অতএব দেবত্ব লাভের কি প্রয়োজন? স্বর্গলোকে প্রচুর সুখভোগের সুযোগ থাকার ফলে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ সম্ভব হয় না। আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব যে অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ব্রহ্মারও দুর্লভ শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। মুহূর্ত মাত্র আপনার সঙ্গ করার ফলে, আমি এখন সমস্ত কুতর্ক, অহঙ্কার এবং অবিবেক থেকে মুক্ত হয়েছি, যা জড় জগতের বন্ধনের মূল কারণ। আমি এখন এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছি। আমি সেই মহাপুরুষদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁরা এই ধরাতলে শিশু, বালক, অবধূত অথবা মহান ব্রাহ্মণরূপে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা বিভিন্ন বেশে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখেন, তবুও আমি তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁদের কৃপায়, অপরাধী রাজন্যবর্গের মঙ্গল হোক।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে উত্তরা-তনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহারাজ রহূগণ জড় ভরতকে দিয়ে তাঁর শিবিকা বহন করিয়ে অপমান করেছিলেন বলে, জড় ভরতের মনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষের ভাব উদিত হয়েছিল, কিন্তু জড় ভরত তা উপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর হৃদয়

পুনরায় সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিল। মহারাজ রহূগণ যদিও তাঁকে অপমান করেছিলেন, তবুও তিনি যেহেতু ছিলেন একজন পরমহংস, তাই তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। বৈষ্ণব হওয়ার ফলে, স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র হৃদয় ছিলেন এবং তাই কৃপাপূর্বক তিনি তাঁকে আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তারপর মহারাজ রহূগণ যখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করেন, তখন তিনি সেই অপমানের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি পূর্বের মতো সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেছিলেন। মহাভাগবত জড় ভরতের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, সৌবীরপতি মহারাজ রহূগণ সর্বতোভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। হে রাজন্, যিনি ভগবানের দাসের অনুদাসের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি সত্যিই ধন্য কারণ তিনি অনায়াসে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—"হে প্রভু, হে মহাভাগবত, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি অরণ্যে বণিকের সঙ্গে তুলনা করে বদ্ধ জীবের অবস্থা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এই উপদেশ থেকে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সেই অরণ্যে দস্যু-তস্করদের মতো এবং তার পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিরা ঠিক শৃগাল-কুকুরাদি হিংস্র পশুর মতো। কিন্তু, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়, কারণ এই রূপকের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, দয়া করে তার প্রকৃত অর্থ আপনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করুন।"

চতুর্দশ অধ্যায়

সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোস্বামীকে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন—"হে রাজন্, বণিক সর্বদা ধন উপার্জনে আগ্রহী। কখনও কখনও সে কাঠ, মাটি আদি অল্পমূল্য বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, যাতে নগরে উচ্চ মূল্যে সেগুলি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তেমনই, বদ্ধ জীব জড়-জাগতিক লাভের জন্য লোলুপ হয়ে এই জড় জগতে প্রবেশ করে। বেরোবার পথ না জেনে সে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে। জড় জগতে প্রবিষ্ট হয়ে শুদ্ধ জীব বিষ্ণু-মায়ায় মোহিত হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবে জীব দৈবী মায়ার বশীভূত হয়। স্বতন্ত্র হয়ে এবং অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে, সে ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে পারে না। দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, সে মায়ার বশীভূত হয়ে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব কখনও স্বর্গে, কখনও মর্ত্যে এবং কখনও নরকে নিম্ন যোনিতে বিচরণ করে। এইভাবে সে বিভিন্ন শরীরে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তার কর্ম কখনও শুভ, কখনও অশুভ এবং কখনও মিশ্র। বদ্ধ জীব তার মনোধর্মের ফলে এই সমস্ত দৈহিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সে তার মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে এবং তার ফলে সে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার করার ফলে,

জীব এই জড় জগতে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে সে এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার পেতে চায়, কিন্তু কখনও কখনও বহু কষ্টে দুঃখ-দুর্দশার উপশম হলেও সে সাধারণত ব্যর্থ হয়। এইভাবে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, সে ভ্রমরের মতো ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে পারে না। সংসার-অরণ্যে অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক দস্যুর মতো। বদ্ধ জীব কৃষ্ণভক্তির বিকাশের জন্য ধন উপার্জন করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মাধ্যমে তার অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি তার সেই ধন অপহরণ করে নেয়। ইন্দ্রিয়গুলি দস্যুসদৃশ, কারণ দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ, শ্রবণ, বাসনা এবং সংকল্পের দ্বারা অনর্থক তাকে দিয়ে তার অর্থ ব্যয় করায়। এইভাবে বদ্ধ জীব তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার সমস্ত ধন ব্যয় হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ধন ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য উপার্জন করা হয়েছিল, কিন্তু দস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি সেগুলি অপহরণ করে নিয়ে যায়।"

"হে রাজন্, এই জড় জগতে স্ত্রী-পুত্র আদি কেবল নামে মাত্রই আত্মীয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বাঘ এবং শৃগালের মতো আচরণ করে। মেষপালক যথাসাধ্য তার মেষ সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু বাঘ এবং শৃগালেরা বলপূর্বক তাদের অপহরণ করে নেয়। তেমনই কৃপণ মানুষ যদিও অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তার ধন আগলে রাখতে চায়, তবুও তার পরিবারের লোকজন তার সমস্ত ধন-সম্পদ বলপূর্বক অপহরণ করে নেয়। কৃষক প্রতি বছর তার ক্ষেত কর্ষণ করে, তৃণ-গুল্ম উৎপাটনের দ্বারা ক্ষেত পরিষ্কার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সমস্ত তৃণ-গুল্মের বীজ দগ্ধ না হওয়ার ফলে, যখন শস্যের চারা বপন করা হয়, তখন তৃণ-গুল্মাদি আবার গজিয়ে ওঠে। লাঙল দিয়ে সেগুলি উপড়ে ফেললেও আবার সেগুলি জঙ্গলে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তেমনই গৃহস্থ-আশ্রম সকাম কর্মের ক্ষেত্র। পারিবারিক জীবন ভোগ করার বাসনা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বার বার তা উদয় হতে থাকে। পাত্র থেকে কর্পূর সরিয়ে নিলেও যেমন সেই পাত্রে কর্পূরের গন্ধ থেকে যায়, তেমনই যতক্ষণ পর্যন্ত বাসনার বীজ নষ্ট না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সকাম কর্মের নাশ হয় না। কখনও কখনও বদ্ধ জীব গৃহস্থ-আশ্রমে তার ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ে দংশ, মশা, পতঙ্গ, মূষিকসদৃশ মানুষদের দ্বারা পীড়িত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এই সংসার মার্গেই ভ্রমণ করতে থাকে। অজ্ঞানের ফলে সে অসার্থ হয়ে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেহেতু তার মন এই সমস্ত কর্মকলাপে মগ্ন থাকে, তাই এই জড় জগৎ আকাশ-কুসুমের মতো অলীক হলেও তার কাছে তা নিত্য বলে প্রতিভাত হয়। কখনও কখনও এই গন্ধর্বপুরে বদ্ধ জীব পান, ভোজন ও মৈথুন করে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে সে মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার মতো তাদের পিছনে ধাবিত হয়। জীব কখনও কখনও স্বর্ণ নামক পীত বর্ণের বিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পিছনে ধাবিত হয়। এই স্বর্ণ জড় ঐশ্বর্য ও হিংসার উৎস এবং তার বলে জীব অবৈধ মৈথুন, দ্যূতক্রীড়া, মাংসাহার এবং আসব পানে সমর্থ হয়। যাদের মন রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা স্বর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ঠিক যেমন অরণ্যে শীতার্ত ব্যক্তি আলেয়ার আলোকে অগ্নি বলে মনে করে তার প্রতি ধাবিত হয়। কখনও কখনও বদ্ধ জীব বাসস্থান, জল, ধন প্রভৃতি জীবনধারণের বস্তুসমূহে অভিনিবিষ্ট হয়ে এই সংসার-অরণ্যে ইতস্তত দৌড়িয়ে বেড়ায়। কখনও কখনও বদ্ধ জীব যেন ঘূর্ণিবায়ুর ধূলির প্রভাবে অন্ধ হয়ে প্রমদার সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হয় এবং এইভাবে রমণীর অঙ্কে আরোহিত হয়, তখন তার বিবেক রজোগুণের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। এইভাবে সে কামবাসনার দ্বারা অন্ধ হয়ে বিধিমার্গের মর্যাদা লঙ্ঘন করে। সে জানে না যে তার এই অবৈধ আচরণ বিভিন্ন দেবতারা দর্শন করছেন এবং রাতের অন্ধকারে অবৈধ মৈথুন করলেও ভবিষ্যতে সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। বদ্ধ জীব কখনও কখনও বুঝতে পারে যে, জড় সুখভোগের প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং এই জড় জগৎ দুঃখময়। কিন্তু, প্রবল দেহাত্মবুদ্ধির ফলে তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায় এবং সে পুনরায় ঠিক একটি পশুর মতো সেই মরীচিকার প্রতি ধাবিত হয়। শত্রু এবং রাজকর্মচারীরা যখন প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা তাকে ভর্ৎসনা করে, তখন বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তার কাছে তা কর্ণশূল এবং হৃদয়-

কেবল উৎপাদন করে। এই তর্কসমূহ শৌচ এবং বিষ্ঠার শব্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যকর্মের ফলে এই জীবনে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, কিন্তু সেই পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে, সে জীবন্মৃত ধনী ব্যক্তিদের আশ্রয় গ্রহণ করে, যারা তাকে এই জীবনে অথবা পরলোকে উভয় পরিস্থিতিতেই কোন রকম সাহায্য করতে পারে না। এই প্রকার ব্যক্তিদের তুলনা করা হয়েছে অপবিত্র বৃক্ষ-লতা এবং বিষাক্ত কূপের সঙ্গে। কখনও কখনও সংসার-অরণ্যে দুঃখ-কষ্ট নিবৃত্তি সাধনের জন্য বদ্ধ জীব নাস্তিকদের সস্তা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তাদের সঙ্গ প্রভাবে তার বুদ্ধি নষ্ট হয়। তা ঠিক অগভীর নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। তার ফলে তার মাথা ফেটে যায়। তার তাপের উপশম হয় না এবং এইভাবে উভয়দিক দিয়েই সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। বিভ্রান্ত বদ্ধ জীব বেদবিরুদ্ধ বাণীর প্রচারকারী তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীদের শরণাগত হয়। তার ফলে তাদের কাছ থেকে বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে তার কোন লাভ হয় না। এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন অন্যদের শোষণ করেও নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, তখন সে তার পিতা অথবা পুত্রকে শোষণ করার চেষ্টা করে এবং তাদের অতি তুচ্ছ সম্পদও অপহরণ করে নেয়। সে যদি তার পিতা, পুত্র অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে না পারে, তাহলে সে তাদের নানাভাবে কষ্ট দেয়।"

"এই জগতে গৃহস্থ-জীবন ঠিক দাবানলের মতো। সেখানে সুখের লেশ মাত্র নেই এবং ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই কেবল লাভ হয়। গৃহস্থ-জীবনে চিরন্তন সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। গৃহস্থ-আশ্রমে জড়িয়ে পড়ার ফলে, জীব শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। কখনও কখনও সে "আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা", 'পূর্বজন্মে আমি কোন পুণ্যকর্ম করিনি' এই বলে নিজেকে ধিক্কার দেয়। রাজকর্মচারীরা ঠিক নরখাদক রাক্ষসদের মতো। কখনও কখনও এই সমস্ত রাজকর্মচারীরা প্রতিকূল হয়ে মানুষের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে। তার প্রাণতুল্য প্রিয়তম ধন হারিয়ে জীব সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বস্তুত, মনে হয় যেন তার মৃত্যু হয়েছে। কখনও কখনও বদ্ধ জীব কল্পনা করে যে, তার পিতা এবং পিতামহ পুনরায় তার পুত্র বা পৌত্ররূপে ফিরে এসেছেন। এইভাবে সে স্বপ্নসুখরূপ মনঃকল্পিত সুখ অনুভব করে। গৃহস্থ আশ্রমে বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি যজ্ঞ এবং সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার নির্দেশ রয়েছে। এগুলি গৃহস্থদের কর্তব্য। এই সমস্ত অনুষ্ঠান অত্যন্ত বিস্তৃত এবং ক্লেশদায়ক। সেগুলির তুলনা করা হয়েছে উচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আসক্ত ব্যক্তিদের তা অতিক্রম করতে হয়। যে ব্যক্তি এই সমস্ত অনুষ্ঠান করতে চায়, তাকে পাহাড়ে আরোহণ করার সময় কাঁটা এবং কাঁকরের বেদনা সহ্য করতে হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব অনন্ত যাতনা ভোগ করে। কখনও সে দৈহিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হয়ে ধৈর্যচ্যুত হয় এবং তার প্রিয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। এইভাবে নির্দয় হওয়ার ফলে, সে আরও দুঃখকষ্ট ভোগ করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে রাজন্, নিদ্রা ঠিক একটি অজগর সর্পের মতো। বদ্ধ সংসাররূপ অরণ্যে ভ্রমণ করে, নিদ্রারূপ অজগর সর্প তাদের গিলে খায়। সেই অজগর সর্প দংশনে তারা সর্বদা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তারা নির্জন অরণ্যে পরিত্যক্ত শবের মতো পড়ে থাকে। এইভাবে বদ্ধ জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবনে কি হচ্ছে। সংসার-অরণ্যে বদ্ধ জীব কখনও কখনও সর্প এবং অন্যান্য প্রাণীসদৃশ ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা দংশিত হয়। শত্রুদের ছলনার প্রভাবে বদ্ধ জীবের গর্বরূপ দন্ত ভগ্ন হয়। তখন সে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ার ফলে, ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। তার ফলে সে আরও অসুখী হয় এবং ধীরে ধীরে সে তার বুদ্ধি এবং বিবেক হারিয়ে ফেলে। তখন সে অন্ধের মতো অজ্ঞানের অন্ধকূপে পতিত হয়। বদ্ধ জীব কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অতি নগণ্য সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরস্ত্রীগমন করে অথবা অন্যের ধন অপহরণ করে। তার ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয় অথবা সেই স্ত্রীর পতি অথবা আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে। এইভাবে অতি অল্প জড় সুখের জন্য ধর্ষণ, পরস্ত্রী হরণ, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ফলে কারারুদ্ধ হয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। পণ্ডিত এবং পরমার্থবাদীরা তাই সকাম কর্মের প্রবৃত্তি মার্গের নিন্দা করেছেন, কারণ তা ইহলোকে এবং

পরলোকে দুঃখ-দুর্দশার আদি উৎস এবং জন্মভূমি। বদ্ধ জীব যদি অপরের দ্রব্য অপহরণ করে কোনও প্রকারে দণ্ডভোগ থেকে রেহাই পায়, তাহলেও দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি তাকে প্রতারণা করে তার ধন ছিনিয়ে নেয়। তারপর দেবদত্ত থেকেও আবার সেই ধন বিষ্ণুমিত্র নামক ব্যক্তি অপহরণ করে নেয়। এইভাবে ধন কখনও একস্থানে থাকে না। তা হাত থেকে হস্তান্তরিত হয়। চরমে কেউই ধন-সম্পদ ভোগ করতে পারে না এবং তা সর্ব অবস্থাতে ভগবানেরই সম্পত্তি থাকে। জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখের প্রতিকার না করতে পেরে, জীব দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হয়। এই ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে আধিদৈবিক (যেমন প্রচণ্ড শীত, প্রবল ঝড় ইত্যাদি), অন্য জীবদের দ্বারা প্রদত্ত আধিভৌতিক ক্লেশ এবং দেহ ও মনজাত আধ্যাত্মিক ক্লেশ। ধন বিনিময়ের ব্যাপারে যদি কেউ এক কড়ি অথবা তার থেকেও কম বঞ্চনা করে, তাহলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।"

"এই সংসারে পূর্বোক্ত কষ্টগুলি তো আছেই, আর তা ছাড়া সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বহু কষ্টও রয়েছে। এগুলি একত্রে বদ্ধ জীবকে দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই প্রদান করে না। কখনও বদ্ধ জীব মূর্তিমতী মায়ারূপিণী পত্নী অথবা যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাদের আলিঙ্গন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার ফলে তার বিবেক এবং জীবনের চরম লক্ষ্যরূপ বিজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পরিত্যাগ করে, সেই স্ত্রীর বিলাস-ভবন নির্মাণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সেই বিলাস-ভবনে আসক্ত হয়ে তার স্ত্রী-পুত্রের সম্ভাষণ, অবলোকন এবং কার্যকলাপের দ্বারা মোহিত হয়। এইভাবে সে কৃষ্ণভক্তি বর্জিত হয়ে অপার অন্ধকার নরকে পতিত হয়।"

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্রের নাম হরিচক্র। সেই চক্র হচ্ছে কালচক্র। তা পরমাণু থেকে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই কাল নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত জীবের আয়ু হরণ করছে। তার ফলে শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে জীব মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই কালচক্রকে প্রতিহত করা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবানের অস্ত্র হওয়ার ফলে এই কাল অত্যন্ত কঠোর। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে, তার আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় কারোর পূজা করতে চায়। তবুও সে অপ্রতিহত কাল যার আয়ুধ, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয় না। বদ্ধ জীব তার পরিবর্তে অপ্রামাণিক শাস্ত্রবর্ণিত মনুষ্যসৃষ্ট দেবতা বা ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মনুষ্যসৃষ্ট এই সমস্ত অবতারেরা শ্যেন, শকুনি, বক এবং কাকের মতো। বৈদিক শাস্ত্রে এদের কোন উল্লেখ নেই। এই সমস্ত শকুনি, বক, কাক এবং বকেরা নিজেরা আক্রমণ-সদৃশ আসন্ন মৃত্যু থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না। যারা এই সমস্ত অপ্রামাণিক মনুষ্যসৃষ্ট দেবতাদের শরণ গ্রহণ করে, তারা মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায় না।"

"ভণ্ড স্বামী, যোগী এবং অবতারেরা, যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না তাদের বলা হয় পাষণ্ডী। তারা স্বয়ং অধঃপতিত এবং প্রতারিত, কারণ তারা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের প্রকৃত পন্থা সম্বন্ধে অবগত নয় এবং যারা তাদের কাছে যায়, তারাও নিঃসন্দেহে প্রতারিত হয়। এইভাবে প্রতারিত হয়ে কেউ যখন বৈদিক বিধির প্রকৃত অনুগামীর (ব্রাহ্মণ অথবা কৃষ্ণভক্তদের) শরণ গ্রহণ করে, তখন তাঁরা তাদের শিক্ষা দেন কিভাবে শ্রুতি এবং স্মৃতির নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে হয়। কিন্তু সেই পন্থা অনুসরণ করতে অক্ষম হয়ে সেই সমস্ত দুষ্ট ব্যক্তিরা পুনরায় অধঃপতিত হয় এবং মৈথুন পরায়ণ শূদ্রদের শরণ গ্রহণ করে। বানর ইত্যাদি পশুদের মধ্যে মৈথুনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল, তাই যে সমস্ত মানুষ মৈথুনপরায়ণ, তাদের বানরের বংশধর বলা যেতে পারে। এইভাবে বানরের বংশধরেরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে। তারা সাধারণত শূদ্র বলে পরিচিত। জীবনের উদ্দেশ্য না জেনে তারা অবাধে বিচরণ করে। তারা কেবল পরস্পরের মুখদর্শন করে মুগ্ধ হয়, কারণ তার ফলে তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। তারা সর্বদা গ্রাম্যকর্ম বা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে তারা কঠোর পরিশ্রম করে। এইভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, একদিন তাদের

আয়ু শেষ হয়ে যাবে এবং নিয়তির চক্রে তার অধঃপতিত হবে। বানর যেমন এক গাছ থেকে অন্য এক গাছে লাফালাফি করে, ঠিক তেমনই বদ্ধ জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। বানর যেমন অবশেষে শিকারীর ফাঁদে বন্দী হয় এবং তখন আর তার বন্ধন মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, ঠিক তেমনই বদ্ধ জীব ক্ষণস্থায়ী মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত হয়ে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সংসার-জীবন বদ্ধ জীবকে ক্ষণস্থায়ী মৈথুন উৎসবে মগ্ন হওয়ার অবসর প্রদান করে এবং তার ফলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়ে পড়ে।"

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীব যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে না, তখন সে নানা রকম দুষ্কর্ম এবং পাপে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাকে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে হয় এবং মৃত্যুরূপ সর্পের ভয়ে ভীত হয়ে সে অন্ধকার গিরিগহ্বরে পতিত হয়। বদ্ধ জীব প্রবল শীত, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি বা প্রবল দৈহিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। তাকে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখও ভোগ করতে হয়। যখন সে সেগুলির প্রতিকার করতে অক্ষম হয়, তখন তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তার জড় সুখভোগের বাসনা চরিতার্থ না হওয়ার ফলে, সে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। বদ্ধ জীবদের মধ্যে যখন অর্থের বিনিময় হয়, তখন প্রতারণার ফলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। অতি অল্প লাভের জন্য বদ্ধ জীবদের বন্ধুত্ব শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। কখনও কখনও অর্থাভাবের ফলে বদ্ধ জীবের বাসস্থান থাকে না। কখনও কখনও তার খাবার মতো খাদ্যও থাকে না এবং সে আহারাদি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়। এইভাবে সে যখন অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সৎ উপায়ে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়ে, সে অসৎ উপায়ে অন্যের ধন অপহরণ করতে চায়। সে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পায় না, উপরন্তু সে কেবল অন্যের কাছে অপমানিত হয় এবং তার ফলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বদ্ধ জীব তাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা বিবাহ করে। দুর্ভাগ্যবশত তাদের বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির দ্বারা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই সংসার-মার্গ সর্বদাই ক্লেশে পূর্ণ এবং বিবিধ দুঃখ-দুর্দশা বদ্ধ জীবকে সর্বদা পীড়া দেয়। কখনও কখনও তার ক্ষতি হয়, আবার কখনও তার লাভ হয়। উভয় অবস্থাতেই এই মার্গ বিপদে পূর্ণ। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যু অথবা অন্য পরিস্থিতির দ্বারা তার পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পিতাকে পরিত্যাগ করে সে তার সন্তান-সন্ততির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব মোহাচ্ছন্ন হয় এবং ভীত হয়। কখনও সে ভয়ে আর্তনাদ করে। কখনও সে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করে সুখী হয় এবং কখনও সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গান করে। এইভাবে সে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং অনাদিকাল ধরে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে থাকে। এইভাবে সে বিপদসঙ্কুল সংসার-মার্গে বিচরণ করে এবং কখনই সে সুখী হতে পারে না। যাঁরা আত্ম-তত্ত্ববিৎ তাঁরা এই ভয়ঙ্কর সংসার-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে কখনও সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ এই জড় জগতে কেউই সুখী হতে পারে না। তাই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।"

"সমস্ত জীবের সুহৃৎ মহাত্মারা শান্ত চিত্ত। তাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন এবং তাঁরা অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মুক্তির পথ প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্যবশত সংসারাসক্ত মানুষেরা তাঁদের সঙ্গ করতে পারে না। বহু রাজর্ষি ছিলেন যাঁরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পারদর্শী এবং দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। কিন্তু এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত মহান রাজারা দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা জয় করতে পারেননি। তার ফলে তাঁরা অন্য রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। বদ্ধ জীব যখন সকাম কর্মরূপ লতাকে আশ্রয় করে, তখন সে তার পুণ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে নারকীয় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশত সে চিরকাল সেখানে থাকতে পারে না। তার সকাম কর্মের ফল ভোগ শেষ হবার পর, তাকে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। এইভাবে সে নিরন্তর ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী হচ্ছে।"

জড় ভরতের উপদেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করে, শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবানের বাহন গরুড় যে পথ অবলম্বন করেন, জড় ভরত প্রদর্শিত পথ তারই মতো, আর সাধারণ রাজারা ঠিক মাছির মতো। মাছি যেমন গরুড়ের মার্গ অনুসরণ করতে পারে না, তেমনই আজ পর্যন্ত কোনও রাজা এবং দিগ্বিজয়ী নেতা মনের দ্বারাও রাজর্ষি ভরতের এই ভক্তিমার্গ অনুসরণে সমর্থ হয়নি। মহারাজ ভরত তাঁর যৌবনেই উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবার বাসনায় সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রী, আদরের সন্তান, সুহৃৎ এবং বিশাল সাম্রাজ্য, সবই ত্যাগ করেছিলেন। যদিও এগুলি ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও মহারাজ ভরত এমনই একজন মহাপুরুষ ছিলেন যে, তিনি মলবৎ সেগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন।"

"হে রাজন্, ভরত মহারাজের কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। অন্যের পক্ষে যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন তা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য, সুন্দরী পত্নী এবং পরিবার পরিত্যাগ করেছিলেন। দেবতাদেরও প্রার্থনীয় তাঁর অতুল ঐশ্বর্য তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মতো মহাপুরুষই মহান ভক্ত হওয়ার যোগ্য। তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশ, জ্ঞান, বল এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর জন্য সমস্ত বাঞ্ছনীয় বস্তু ত্যাগ করা যায়। যাঁদের মন ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁদের কাছে মুক্তিও তুচ্ছ বলে মনে হয়। মৃগশরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ ভরত পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হননি, তাই মৃগশরীর ত্যাগ করার সময় তিনি উচ্চস্বরে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন—'ভগবান সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ। তিনি কর্মসমূহের ফলদাতা। তিনি ধর্মের রক্ষক, সাক্ষাৎ অষ্টাঙ্গ-যোগমূর্তি, সমস্ত জ্ঞানের উৎস, সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবের অন্তর্যামী। তিনি পরম সুন্দর। তাঁর নিত্য প্রেমময়ী সেবায় আমি যেন নিরন্তর যুক্ত থাকতে পারি। এই আশা নিয়ে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, আমি এই দেহ ত্যাগ করছি।' এই প্রার্থনা উচ্চারণ করে মহারাজ ভরত দেহত্যাগ করেছিলেন। শ্রবণ ও কীর্তনে আগ্রহী ভক্তেরা নিয়মিতভাবে ভরত মহারাজের বিশুদ্ধ চরিত্র আলোচনা করেন এবং তাঁর কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন। কেউ যদি নিষ্ঠাভরে মঙ্গলময় মহারাজ ভরতের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তাহলে তাঁর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, ধন বৃদ্ধি হয়, যশ লাভ হয়, অনায়াসে স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় অথবা মোক্ষ লাভ হয়। মহারাজ ভরতের চরিত্র কেবল শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়। এইভাবে সমস্ত ঐহিক এবং পারমার্থিক বাসনা চরিতার্থ করা যায়। অন্যের কাছে সেগুলি প্রার্থনা করার আর কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ মহারাজ ভরতের জীবন-চরিত কেবল অধ্যয়ন করার ফলে সমস্ত ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যায়।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের মহিমা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ ভরতের পুত্র সুমতি ঋষভদেবের মার্গ অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু কতকগুলি পাষণ্ডী তাঁকে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব বলে কল্পনা করেছিল। এই সমস্ত দুর্জন যারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক, তারা বৈদিক নির্দেশকে কল্পিত বলে মনে করে এবং তাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদের দ্বারা তাদের কার্যকলাপের সমর্থন করে। এই সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তিরা সুমতিকে বুদ্ধদেব বলে স্বীকার করে প্রচার করেছিল যে, সকলেরই কর্তব্য সুমতির পন্থা অনুসরণ করা। এইভাবে তারা মনোধর্মের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। বৃদ্ধসেনা নামক পত্নীর গর্ভে সুমতির দেবতাজিৎ নামক একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। তারপর, দেবতাজিতের পত্নী আসুরীর গর্ভে দেবদ্যুম্ন নামক এক পুত্র হয়। দেবদ্যুম্নের পত্নী ধেনুমতীর গর্ভে পরমেষ্ঠী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরমেষ্ঠীর সুবর্চলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতীহ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ প্রতীহ স্বয়ং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তার ফলে তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক মহান ভক্তে পরিণত হয়ে সাক্ষাৎভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেছিলেন। সুবর্চলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রতীহের প্রতিহর্তা, প্রস্তোতা এবং উদ্গাতা নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর এই তিন পুত্র বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। স্তুতী নামক পত্নীর গর্ভে প্রতিহর্তার অজ এবং ভূমা নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঋষিকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে মহারাজ ভূমার উদ্গীথ নামক পুত্রের জন্ম হয়। দেবকুল্যা নামক পত্নীর গর্ভে উদ্গীথের প্রস্তাব নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং নিযুৎসা নামক পত্নীর গর্ভে প্রস্তাবের বিভু নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রতী নামক পত্নীর গর্ভে বিভুর পৃথুষেণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। আকূতী নামক পত্নীর গর্ভে পৃথুষেণের নক্ত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। নক্তের পত্নী ছিলেন দ্রুতি এবং তাঁর গর্ভে মহানায়ক গয় জন্মগ্রহণ করেন। গয় ছিলেন অত্যন্ত বিখ্যাত ও পুণ্যবান রাজা এবং তাই তিনি রাজর্ষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিষ্ণু এবং তাঁর অংশ-প্রকাশেরা যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্য করেন, তাঁরা সর্বদাই বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত। ভগবান বিষ্ণুর অবতার হওয়ার ফলে, মহারাজ গয়ও বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত ছিলেন। সেই জন্য মহারাজ গয় পূর্ণরূপে দিব্য জ্ঞান সমন্বিত ছিলেন। তাই তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত। মহারাজ গয় তাঁর প্রজাদের পূর্ণরূপে সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, যাতে সমাজের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পত্তি অপহরণ করতে না পারে। সমস্ত প্রজাদের যাতে কোন রকম খাদ্যাভাব না হয়, সেই জন্য তিনি সচেতন ছিলেন (তাকে বলা হয় পোষণ)। প্রজাদের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি কখনও কখনও তাদের উপহার বিতরণ করতেন (একে বলা হয় প্রীণন)। তিনি কখনও কখনও প্রজাদের সভায় আহ্বান করে মধুর বাক্যের দ্বারা তাদের উৎসাহিত করতেন (একে বলা হয় উপলালন)। কিভাবে সর্বোচ্চ স্তরের নাগরিক হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে তিনি তাদের সদুপদেশ দিতেন (তাকে বলা হয় অনুশাসন)। এই রকমই ছিল মহারাজ গয়ের রাজোচিত চরিত্র। এগুলি ছাড়া রাজা গয় গৃহস্থরূপে গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত নিয়ম কঠোরভাবে সংস্কারে পালন করতেন। তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন এবং তিনি ছিলেন ভগবানের একনিষ্ঠ শুদ্ধ ভক্ত। তাঁকে মহাপুরুষ বলা হত, কারণ তিনি রাজারূপে তাঁর প্রজাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন এবং একজন গৃহস্থরূপে তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতেন যাতে চরমে তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হতে পারেন। ভক্তরূপে তিনি সর্বদা অন্য ভক্তদের সম্মান প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকতেন এবং ভক্তপ্রবর ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। একে বলা হয় ভক্তিযোগের পন্থা। তাঁর এই সমস্ত দিব্য কার্যাবলীর প্রভাবে মহারাজ গয় সর্বদা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মভূত এবং তাই সর্বদা তিনি আনন্দময় ছিলেন। তিনি কখনও জড়-জাগতিক শোক অনুভব করেননি। যদিও তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিলেন, তবুও তাঁর মধ্যে কোন রকম গর্ব ছিল না এবং তিনি রাজ্য শাসনের প্রতি আসক্ত ছিলেন না।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা মহারাজ গয়ের এই সকল মহিমা কীর্তন করেন। মহারাজ গয় সর্বপ্রকার বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে পারদর্শী। তিনি ধর্মরক্ষক এবং সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সমন্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সজ্জনদের নায়ক এবং ভক্তদের সেবক এবং তিনি সর্বতোভাবে গুণান্বিত ভগবানের অংশ অবতার ছিলেন। তাই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে কে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে? দক্ষকন্যা শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি সাধ্বী কন্যারা, যাঁদের আশীর্বাদ অব্যর্থ, তাঁরা পবিত্র জল দিয়ে মহারাজ গয়ের অভিষেক করেছিলেন। পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করে সেখানে এসেছিলেন এবং মহারাজ গয়ের সমস্ত সদ্গুণ দর্শন করে যেন তিনি তাঁর বৎসকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর স্তন থেকে তখন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়েছিল। অর্থাৎ, মহারাজ গয় পৃথিবী থেকে সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করে তাঁর প্রজাদের বাসনা চরিতার্থ করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন বাসনা ছিল না। যদিও মহারাজ গয়ের নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা ছিল না, তবুও বৈদিক শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হত। অন্য যে সমস্ত রাজারা মহারাজ গয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা সকলে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ধর্মযুদ্ধে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা তাঁকে বহুবিধ উপহার প্রদান করতেন। তেমনই, তাঁর রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁর উদার দানের ফলে পরম সন্তুষ্ট ছিলেন। তার ফলে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ পরলোকে উপভোগের জন্য মহারাজ গয়কে দান করেছিলেন। মহারাজ গয়ের যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান হত এবং ইন্দ্র সেই যজ্ঞে এসে প্রচুর পরিমাণে সোমপান করে মত্ত হতেন। যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুও সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হয়ে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ সহকারে সমর্পিত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করতেন। ভগবান যখন কারও কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হন, তখন আপনা থেকেই সমস্ত দেবতা, মানুষ, পশু, পাখী, মশা, তৃণ, গুল্ম আদি এবং ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমস্ত জগতের জীবদের সন্তোষ উৎপাদিত হয়। সকলের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবেই পরম সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনিও মহারাজ গয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে এসে বলেছিলেন, 'আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।' গয়ন্তীর গর্ভে মহারাজ গয়ের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যাঁদের নাম চিত্ররথ, সুগতি এবং অবরোধন। চিত্ররথ তাঁর পত্নী ঊর্ণার গর্ভে সম্রাট্ নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। তাঁর পত্নী উৎকলার গর্ভে সম্রাটের মরীচি নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মরীচি তাঁর পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে বিন্দু নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বিন্দুর পত্নী সরঘার গর্ভে মধু নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মধু তাঁর পত্নী সুমনার গর্ভে বীরব্রত নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বীরব্রতের পত্নী ভোজার গর্ভে মন্থু এবং প্রমন্থু নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মন্থুর পত্নী সত্যার গর্ভে ভৌবন নামক এক পুত্র হয় এবং ভৌবন তাঁর পত্নী দূষণার গর্ভে ত্বষ্টা নামক এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। ত্বষ্টা তাঁর পত্নী বিরোচনার গর্ভে বিরজ নামক এক পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হন। বিরজের পত্নী ছিলেন বিষূচী এবং তাঁর গর্ভে বিরজের শতজিৎ প্রমুখ এক শত পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ বিরজ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে—'ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেমন তাঁর দিব্য শক্তির দ্বারা দেবতাদের অলঙ্কৃত করেন, ঠিক তেমনই মহারাজ বিরজ তাঁর মহৎ গুণাবলী এবং বিপুল যশোরাশির দ্বারা প্রিয়ব্রতের বংশকে ভূষিত করেছিলেন।' "

ষোড়শ অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের বর্ণনা

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আপনি পূর্বেই বলেছেন যে যতদূর পর্যন্ত সূর্যদেব তাপ ও আলোক প্রদান করে এবং চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের দেখা যায়, ততদূর পর্যন্ত ভূমণ্ডলের বিস্তার। হে ভগবন্‌, মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথচক্রে যে সাতটি পরিখার সৃষ্টি হয়েছিল, তার দ্বারা সপ্ত সমুদ্র রচিত হয়েছে। এই সাতটি সমুদ্রের ফলে ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছে। আপনি সাধারণভাবে সেগুলির মাপ, নাম এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এখন আমি বিস্তারিতভাবে সেই সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে আপনি আমার সেই বাসনা পূর্ণ করুন। মন যখন ভগবানের গুণময় স্থূল স্বরূপে অর্থাৎ বিরাট রূপে নিবিষ্ট হয়, তখন তা বিশুদ্ধ সত্ত্বে স্থিতি প্রাপ্ত হয়। সেই চিন্ময় স্থিতিতে ভগবান বাসুদেবকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যিনি তাঁর সূক্ষ্ম স্বরূপে স্বয়ং প্রকাশ এবং গুণাতীত। হে গুরুদেব, দয়া করে আপনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন কিভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত সেই রূপ দর্শন করা যায়।"

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্‌, ভগবানের মায়াশক্তির বিস্তারের অন্ত নেই। এই জড় জগৎ প্রকৃতির গুণের (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ) বিকার, তাই ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হলেও তা পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এই জড় জগতে কেউই পূর্ণ নয় এবং অপূর্ণ ব্যক্তি সতত চিন্তা করার পরেও এই ব্রহ্মাণ্ডের যথাযথ বর্ণনা করতে পারে না। হে রাজন্‌, তা সত্ত্বেও আমি কেবল ভূলোক আদি প্রধান প্রধান স্থানগুলির নাম, রূপ, পরিমাণ এবং লক্ষণ-সমূহের উল্লেখ করে সেগুলির বর্ণনা করার চেষ্টা করব।"

"ভূমণ্ডল একটি পদ্ম ফুলের মতো এবং সপ্ত দ্বীপ সেই ফুলের কোষ। সেই কোষের মধ্যবর্তী জম্বুদ্বীপের বিস্তার দশ লক্ষ যোজন (আশি লক্ষ মাইল)। জম্বুদ্বীপ পদ্মপাতার মতো গোলাকার। এই জম্বুদ্বীপে নয়টি বর্ষ রয়েছে। এক-একটি বর্ষের দৈর্ঘ্য ৯,০০০ যোজন (৭২,০০০ মাইল)। আটটি সীমারেখা নির্দেশক পর্বত দ্বারা ঐ নয়টি বর্ষ সুন্দরভাবে বিভক্ত হয়েছে। এই বর্ষগুলির মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষটি সেই পদ্মকোষের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে রয়েছে সুবর্ণময় সুমেরু পর্বত। এই সুমেরু পর্বত ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত। এই পর্বতের উচ্চতা জম্বুদ্বীপের বিস্তারের সমান, অর্থাৎ ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল)। তার ১৬,০০০ যোজন (১,২৮,০০০ মাইল) পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছে এবং তাই পৃথিবীর উপরে এই পর্বতের উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন (৬,৭২,০০০ মাইল)। এই পর্বতের শিখরের বিস্তার ৩২,০০০ যোজন এবং পাদদেশ ১৬,০০০ যোজন। ইলাবৃতবর্ষের ক্রমশ উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান—এই তিনটি পর্বত ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষকে বিভক্ত করেছে। এই পর্বতগুলি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) প্রশস্ত। পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকেই তারা লবণ সমুদ্রের তট পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব পূর্ব পর্বতগুলি থেকে পর পর পর্বতগুলির দৈর্ঘ্য এক-দশমাংশ কম, কিন্তু উচ্চতায় তারা সকলেই সমান। তেমনই, ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত নিষধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামক তিনটি পর্বত রয়েছে। তাদের প্রতিটি ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল) উন্নত। সেই পর্বত তিনটি যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা নিরূপণ করছে। ঠিক সেইভাবে ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিমে এবং পূর্বে মাল্যবান ও গন্ধমাদন নামক যথাক্রমে দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) উঁচু এবং তা উত্তরে নীল পর্বত এবং দক্ষিণে নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমা নির্দেশ করে। সুমেরু পর্বতের চারদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব এবং কুমুদ এই চারটি পর্বত মেখলার মতো বিন্যস্ত রয়েছে। এই পর্বতগুলির উচ্চতা এবং বিস্তার ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)। সেই চারটি পর্বতের শিখরে

ধ্বজার মতো একটি আম গাছ, একটি জাম গাছ, একটি কদম্ব গাছ এবং একটি বটবৃক্ষ রয়েছে। এই বৃক্ষগুলির বিস্তার ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) এবং উচ্চতা ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল)। তাদের শাখাগুলিও ১,১০০ যোজন বিস্তৃত।"

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই চারটি পর্বতের মধ্যে চারটি বিশাল হ্রদ রয়েছে। প্রথমটির জলের স্বাদ ঠিক দুধের মতো, দ্বিতীয়টির স্বাদ ঠিক মধুর মতো এবং তৃতীয়টির স্বাদ ঠিক ইক্ষুরসের মতো। চতুর্থ হ্রদটি বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি উপদেবতারা এই চারটি হ্রদের সুবিধা উপভোগ করেন। তার ফলে তাঁরা অণিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি অনায়াসে লাভ করেছেন। সেখানে নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্বতোভদ্র নামক চারটি দিব্য উদ্যানও রয়েছে। সেই উদ্যানে শ্রেষ্ঠ দেবতারা শ্রীঅঙ্গনাগণ তাঁদের সুন্দরী পত্নীদের নিয়ে আনন্দে বিহার করেন। তখন গন্ধর্ব নামক উপদেবতারা তাঁদের মহিমা কীর্তন করেন। মন্দর পর্বতের পাদদেশে দেবচূত নামক একটি আম্রবৃক্ষ রয়েছে। তার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। পর্বতের শৃঙ্গের মতো স্থূল এবং অমৃতের মতো মধুর ফলগুলি সেই বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে দেবতাদের উপভোগের জন্য পতিত হয়। অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে, সেই সমস্ত ফলগুলি ফেটে যায়; তখন তাদের ভিতর থেকে অতি মধুর সৌরভযুক্ত অরুণবর্ণ রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় এবং অন্য বস্তুর সুগন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অধিকতর সুরভিত হয়ে ওঠে। সেই রস জলের মতো প্রবাহিত হয়ে অরুণোদা নামে এক নদী হয়েছে। সেই নদী পূর্বদিকে ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। শিবপত্নী ভবানীর অনুচরী যক্ষদের পুণ্যবতী পত্নীদের দেহ সেই অরুণোদা নদীর জল পান করার ফলে সুরভিত হয়ে ওঠে এবং বায়ু সেই সৌরভ বহন করার ফলে, দশ যোজন পর্যন্ত চতুর্দিক সুরভিত হয়ে ওঠে। তেমনই, জম্বু বৃক্ষের হস্তী-শরীরের মতো বিশাল রসপূর্ণ এবং অতি ক্ষুদ্র বীজ সমন্বিত ফলগুলি অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে বিদীর্ণ হয়। তাদের রসে জম্বু নদী নামক একটি নদী উৎপন্ন হয়েছে। জম্বু নদী মেরু পর্বতের দশ যোজন উচ্চ শিখরদেশ থেকে অবনীতলে পতিত হয়ে, তার উৎপত্তির স্থান ইলাবৃতের দক্ষিণাংশ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষ-ব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে। জম্বু নদীর উভয় তীরবর্তী মৃত্তিকা সেই রসের দ্বারা আর্দ্র হয়ে এবং বায়ু ও সূর্যকিরণের দ্বারা পরিপক্ব হয়ে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণে পরিণত হয়। স্বর্গের দেবতারা সেই স্বর্ণের দ্বারা বিবিধ প্রকার অলঙ্কার নির্মাণ করেন। তাই স্বর্গের দেবতারা এবং তাঁদের চির যৌবনসম্পন্না পত্নীরা স্বর্ণমুকুট, বলয়, মেখলা, আদি অলঙ্কারের দ্বারা পূর্ণরূপে সজ্জিত থাকেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের জীবন উপভোগ করেন। সুপার্শ্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে একটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ রয়েছে। সেই বৃক্ষের কোটর থেকে পাঁচটি মধুর ধারা নির্গত হয়েছে। সেগুলির প্রতিটির পরিমাণ পাঁচ ব্যাম। এই মধুর ধারা সুপার্শ্ব পর্বতের শিখর থেকে পতিত হয়ে, ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ করে ইলাবৃতবর্ষের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফলে সমগ্র ইলাবৃতবর্ষ মনোরম সৌরভে পূর্ণ হয়েছে। যাঁরা সেই মধু পান করেন, বায়ু তাঁদের মুখনিঃসৃত সৌরভ বহন করে শত যোজন পর্যন্ত স্থানকে সুবাসিত করে। তেমনই, কুমুদ পর্বতে শতবল্শ নামক একটি বিশাল বটবৃক্ষ রয়েছে। তার একশত স্কন্ধ রয়েছে বলে তার এই নাম। সেই সমস্ত স্কন্ধ থেকে কতকগুলি নদ প্রবাহিত হয়েছে। এই সমস্ত নদগুলি কুমুদ পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে পতিত হয়ে ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের উপকারের জন্য ইলাবৃতবর্ষের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদগুলি থেকে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের ইচ্ছামতো দুধ, দই, মধু, ঘি, গুড়, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, আসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হন। তাদের অভিলষিত সমস্ত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করার ফলে তারা সেখানে অত্যন্ত সুখী। এই জড় জগতের যে সমস্ত অধিবাসী সেই নদী থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উপভোগ করেন, তাঁদের দেহে কখনও বলীরেখা দেখা যায় না এবং তাঁদের চুল পাকে না। তাঁরা কখনও ক্লান্তি অনুভব করেন না এবং গাত্রে ঘর্মজনিত দুর্গন্ধ হয় না। তাঁদের কখনও জরা, ব্যাধি অথবা অপমৃত্যু হয় না। তাঁরা কখনও শীত ও গ্রীষ্মের ক্লেশ অনুভব করেন না এবং তাঁদের গায়ের জ্যোতি কখনও নিষ্প্রভ হয় না। তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত

সুখে জীবনযাপন করেন। সুমেরু পর্বতের পাদদেশে, পদ্মকোষের চারপাশে কেশরের মতো আরও কুড়িটি পর্বত রয়েছে। সেগুলির নাম কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিনীবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর এবং নারদ ইত্যাদি। সুমেরু পর্বতের পূর্বদিকে জঠর এবং দেবকূট নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন (১,৪৪,০০০ মাইল) বিস্তৃত। তেমনই, সুমেরু পর্বতের পশ্চিম দিকে পবন এবং পারিযাত্র নামক দুটি পর্বত রয়েছে। সেগুলিও উত্তর এবং দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। সুমেরু পর্বতের দক্ষিণ দিকে কৈলাস এবং করবীর নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং সুমেরু পর্বতের উত্তর দিকে ত্রিশৃঙ্গ এবং মকর নামক দুটি পর্বত রয়েছে এবং সেই দুটি পর্বতও পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। এই সব কয়টি পর্বতেরই বিস্তার এবং উচ্চতা ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল)। অগ্নির মতো উজ্জ্বল স্বর্ণময় সুমেরু পর্বত এই আটটি পর্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত। মেরু পর্বতের শিখরে মধ্যস্থলে ভগবান ব্রহ্মার পুরী বিরাজমান। তার চতুর্দিক এক হাজার অযুত যোজন (আট কোটি মাইল) বিস্তৃত। সেই পুরী স্বর্ণনির্মিত এবং তাই পণ্ডিত ও ঋষিরা সেই পুরীটিকে শাতকৌম্ভী পুরী বলেন। সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দিকে ইন্দ্র আদি আট লোকপালদের আটটি পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরী ঠিক ব্রহ্মপুরীর মতো কিন্তু তাদের আয়তন ব্রহ্মপুরীর এক-চতুর্থাংশ।"

সপ্তদশ অধ্যায়

গঙ্গার অবতরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান শ্রীবিষ্ণু বামনদেবের রূপে বলি মহারাজের যজ্ঞে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর বামপদ বিস্তার করে পদাঙ্গুষ্ঠের নখের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ করেছিলেন। সেই ছিদ্র দিয়ে কারণ-সমুদ্রের বিশুদ্ধ জল গঙ্গানদীরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করে তাঁর পায়ের কুঙ্কুমের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে, গঙ্গার জল এক অতি সুন্দর অরুণ আভা প্রাপ্ত হয়েছে। গঙ্গার দিব্য জলের স্পর্শে জীব তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গঙ্গার জল চিরপবিত্র থাকে। গঙ্গা যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করার পূর্বে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাই তিনি বিষ্ণুপদী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে তিনি জাহ্নবী, ভাগীরথী ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। এক সহস্র যুগ পরিমিত সুদীর্ঘ কালের পর, গঙ্গা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ধ্রুবলোকে অবতীর্ণ হন। তাই পণ্ডিতেরা সেই ধ্রুবলোককে বিষ্ণুপদ বলেন (ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত)।"

"মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ভগবানের সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পবিত্র গঙ্গার জল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম বিধৌত করেছে জেনে, আজও তিনি পরম ভক্তি সহকারে সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। অন্তরের অন্তস্থলে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করার ফলে, গভীর উৎকণ্ঠায় তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নয়ন থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ে এবং তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ ও পুলক প্রকাশ পায়। মরীচি, বসিষ্ঠ, অত্রি আদি সপ্তর্ষি ধ্রুবলোকের নিচে বাস করেন। গঙ্গার মহিমা উত্তমরূপে অবগত হয়ে, তাঁরা আজও গঙ্গার জল তাঁদের জটাতে ধারণ করেন। তাঁরা স্থির করেছেন যে, এই গঙ্গার জলই হচ্ছে পরম সম্পদ, সমস্ত তপস্যার সিদ্ধি এবং চিন্ময় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ভগবানে অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম, এমনকি মোক্ষকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেন। জ্ঞানীরা যেমন ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াকেই পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন, এই সপ্তর্ষিরা তেমন ভক্তজীবনকেই জীবনের পরম সিদ্ধি বলে মনে করেন। ধ্রুবলোকের সন্নিকটে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পবিত্র করে গঙ্গাজল কোটি কোটি দিব্য বিমানে আকাশ মার্গ দিয়ে নিয়ে অবতরণ করে। তারপর তা চন্দ্রলোক প্লাবিত করে সুমেরু পর্বতের শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মসদনে পতিত হয়। সুমেরু পর্বতের শিখরে গঙ্গা চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারাগুলির নাম—সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু এবং ভদ্রা। অবশেষে এই ধারাগুলি সমুদ্রে পতিত হয়েছে। সীতা নামক গঙ্গার ধারা সুমেরু শিখরের ব্রহ্মপুরী থেকে বহির্গত হয়ে নিকটস্থ কেশরাচল পর্বতগুলির শিখরে পতিত হয়। সেই পর্বতগুলি সুমেরু পর্বতের চারপাশে কেশরের মতো। কেশরাচল পর্বত থেকে গঙ্গা গন্ধমাদন পর্বত শিখরে পতিত হয় এবং তারপর ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়। চক্ষু নামক গঙ্গার ধারা মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে অপ্রতিহত বেগে পতিত হয়ে, অপ্রতিহত বেগে কেতুমালবর্ষকে প্লাবিত করে পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবেশ করে। ভদ্রা নামক গঙ্গার ধারা সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেই ধারা কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে উচ্ছলিত হয়ে নীল পর্বতের শিখরে, সেখান থেকে শ্বেত পর্বতের শিখরে এবং তারপর শৃঙ্গবান্ পর্বতের শিখরে পতিত হয়। তারপর কুরুপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, উত্তর দিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করে। তেমনই, অলকনন্দা নামক গঙ্গার ধারা ব্রহ্মপুরীর দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে, বিভিন্ন প্রদেশের পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করে প্রচণ্ড বেগে হেমকূট এবং হিমকূট পর্বত-শিখরে পতিত হয়। এই পর্বত শিখরগুলি প্লাবিত করে গঙ্গা ভারতবর্ষে পতিত হয়ে সেই স্থানকে প্লাবিত করে। তারপর গঙ্গা দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে। যারা এই নদীতে স্নান করতে আসে, তারা ভাগ্যবান। তাদের পক্ষে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ করা দুর্লভ হয় না। অন্য বহু বড় এবং ছোট নদ-নদী সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীগুলি ঠিক পর্বতের কন্যার মতো এবং শত শত ধারায় তারা বিভিন্ন বর্ষে প্রবাহিত হচ্ছে।"

"নয়টি বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র বলা হয়। পণ্ডিত এবং মহাত্মাগণ বলেন যে, অন্য আটটি বর্ষ অতি পুণ্যবান ব্যক্তিদের পুণ্যফলের উপভোগের স্থান। স্বর্গলোক থেকে ফিরে আসার পর, তাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের অবশিষ্ট ফল এই আটটি বর্ষে ভোগ করেন। এই আটটি বর্ষে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের আয়ু মানুষের গণনায় দশ হাজার বছর। তাঁরা দেবতুল্য। তাঁরা দশ হাজার হাতির বল ধারণ করেন। তাঁদের শরীর বজ্রের মতো দৃঢ়। তাঁদের যৌবন সর্বদাই জীবন অত্যন্ত সুখদায়ক এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরম আনন্দে দীর্ঘকালী মৈথুনসুখ উপভোগ করেন। দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের পর, যখন তাঁদের জীবনের মাত্র এক বছর কাল অবশিষ্ট থাকে, তখন তাঁদের স্ত্রীরা একবার মাত্র গর্ভধারণ করে। এইভাবে এই সমস্ত স্বর্গের অধিবাসীদের সুখের মান যেন ত্রেতাযুগের মানুষদের মতো। সেই সমস্ত বর্ষে, সর্ব ঋতুর ফুল, ফল এবং কিশলয় শোভিত বহু উদ্যান রয়েছে এবং সেখানে বহু সুন্দর আশ্রমও রয়েছে। সেখানে বর্ষের সীমা নির্দেশক পর্বতগুলির মধ্যদেশে যে বিশাল সরোবরগুলি রয়েছে সেগুলি সদ্যবিকশিত পদ্মে পূর্ণ। সেই পদ্মের সৌরভে রাজহংস, কারণ্ডব, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি পাখিরা আনন্দিত হয়ে কলরব করতে থাকে এবং তার সঙ্গে ভ্রমরের গুঞ্জন মিশ্রিত হয়ে চতুর্দিক মুখরিত করে তোলে। সেই সমস্ত বর্ষের অধিবাসীরা হচ্ছে দেবতাদের মধ্যে বিশিষ্ট নায়ক। ভৃত্যদের দ্বারা সর্বদা সেবিত হয়ে, তাঁরা সেই সরোবর-তীরস্থ উদ্যানে জীবন উপভোগ করেন। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে দেবপত্নীদের পত্নীরা মধুর হাসি এবং কামপূর্ণ নয়নে তাঁদের পতিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের পত্নীদের জন্য তাঁদের ভৃত্যেরা সব সময় চন্দন ও ফুলমালা প্রদান করে। এইভাবে সেই আটটি স্বর্গীয় বর্ষের অধিবাসীরা তাদের

হয়েছিলেন। মহাপুরুষদের সমস্ত সদ্‌গুণের আধার প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁর চরিত্র এবং কার্যকলাপ তাঁর বংশের সমস্ত দৈত্যদের উদ্ধার করেছিল। ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সমস্ত পার্ষদ এবং হরিবর্ষবাসীদের নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র জপের দ্বারা ভগবান নৃসিংহদেবের আরাধনা করেন। সমস্ত তেজের উৎস ভগবান নৃসিংহদেবকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান আপনার নখ এবং আপনার দন্ত বজ্রের মতো, দয়া করে আপনি আমাদের সমস্ত আসুরিক কর্মবাসনার বিনাশ করুন। দয়া করে আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে, আমাদের সমস্ত অজ্ঞান দূর করুন যাতে আপনার কৃপায় আমরা জীবন-সংগ্রামে নির্ভীক হতে পারি। সারা জগতের মঙ্গল হোক; খল ব্যক্তিরা অনুকূল হোক। সমস্ত জীবেরা ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে, পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করে শান্ত হোক। তাই আমরা যেন অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।"

"হে ভগবান, আমরা প্রার্থনা করি যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত সংসাররূপ কারাগারের প্রতি যেন কখনও আসক্তি অনুভব না করি। যদি আসক্তি থাকে, তাহলে তা যেন ভগবৎ-প্রিয় ভক্তদের প্রতিই উদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি আত্ম-তত্ত্ববিৎ এবং যিনি তাঁর মনকে সংযত করেছেন, তিনি কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের উপযোগী বস্তু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।—এই প্রকার ব্যক্তি অচিরেই কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু অন্যেরা, যারা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন। যাঁদের কাছে ভগবান মুকুন্দই হচ্ছেন সব, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের কথা শোনা যায় এবং বোঝা যায়। মুকুন্দের কার্যকলাপ এমনই বীর্যবতী যে, তা কেবল শ্রবণ করার ফলেই তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গ লাভ হয়। যে ব্যক্তি নিরন্তর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভগবানের বীর্যবতী কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করেন, তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে অন্তরের সমস্ত মল দূর করেন। গঙ্গায় স্নানের ফলে যদিও দেহের মল এবং রোগ দূর হয়, কিন্তু সেটি সম্ভব হয় দীর্ঘকাল ধরে বারবার তা সেবন করার ফলে। তাই জীবনকে সার্থক করার জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করবেন না? যিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবিহীন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পারদর্শী হতে পারে অথবা সৎভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অবশ্যই মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সম্ভাবনা কোথায়? জলচর প্রাণী যেমন বিশাল জলাশয়ে থাকতে চায়, তেমনই জীব স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের মহান অস্তিত্বে থাকার বাসনা করে। তাই জড়-জাগতিক বিচারে অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তিও যদি পরমাত্মা ভগবানকে পরিত্যাগ করে গৃহের প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে তার মহত্ব দুর্দশাগ্রস্ত নীচ জাতিতেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র বয়স অনুসারে যে মহত্ব নিরূপিত হয়, ঠিক সেই রকম। যারা বিষয়ী জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা সমস্ত আধ্যাত্মিক গুণ হারিয়ে ফেলে। অতএব হে অসুরগণ, গৃহস্থ জীবনের তথাকথিত সুখ পরিত্যাগ করে নির্ভীকভাবে দুঃখত্রাণকারী শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ কর। গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তিই রাগ, বিষয়তৃষ্ণা, বিষাদ, ক্রোধ, দুঃখ, ভয়, মান, প্রভৃতির মূল কারণ, যার ফল হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্র।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কেতুমালবর্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেবল তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কামদেব রূপে বিরাজমান। তাঁর সেই ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মীদেবী, প্রজাপতি সংবৎসর এবং সংবৎসরের পুত্র ও কন্যাগণ। প্রজাপতির কন্যারা হচ্ছেন রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী এবং তাঁর পুত্রেরা দিনের অধিষ্ঠাতা। প্রজাপতির সন্তানদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার। তারা মানুষের আয়ুষ্কালের (এক শত বছরের) প্রতিটি দিন এবং রাত্রির নিয়ন্তা। বৎসরান্তে প্রজাপতির কন্যারা ভগবানের অত্যন্ত জ্যোতির্ময় চক্র দর্শন করে উদ্বিগ্ন হওয়ার ফলে তাদের সকলের গর্ভপাত হয়। কেতুমালবর্ষে ভগবান

কামদেব (প্রদ্যুম্ন) অত্যন্ত সুললিত গতিবিলাস এবং সুন্দর মৃদুমন্দ হাস্যময় অবলোকন লীলা প্রকাশপূর্বক ঈষদুন্নত ভ্রূযুগল দ্বারা তাঁর বদন-কমলের সৌন্দর্য বর্ধন করে লক্ষ্মীদেবীর আনন্দ বিধান করেন। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের দিব্য ইন্দ্রিয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। লক্ষ্মীদেবী সংবৎসর রাত্রির দিবাভাগে তাঁদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতির পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রজাপতি-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগবানের পরম কৃপাময় রূপ কামদেবের আরাধনা করেন। ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে লক্ষ্মীদেবী নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেন। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা এবং সবকিছুর উৎস ভগবান হৃষীকেশকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দেহ, মন এবং বুদ্ধির সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন পরম অধিপতি। তাদের সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা। পঞ্চতন্মাত্র এবং মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয় তাঁরই আংশিক প্রকাশ। তিনি জীবদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন, যা তাঁর শক্তি হওয়ার ফলে তাঁর থেকে অভিন্ন। তিনি সকলের দৈহিক এবং মানসিক শক্তির কারণ, যা তাঁর থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পতি এবং তিনিই তাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেন। সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর আরাধনা করা। তাই আমরা তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদা আমাদের প্রতি অনুকূল হোন।"

"হে ভগবান, আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। তাই যে সমস্ত রমণীরা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পতি কামনা করে নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালন করে, তারা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন। তারা জানে না যে, সেই প্রকার পতি তাদের অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করতে পারে না। এমনকি তারা তাদের নিজেদের ধন অথবা আয়ুও রক্ষা করতে পারে না, কারণ তারা নিজেরাই কাল, কর্ম এবং গুণের অধীন। কিন্তু এই কাল, কর্ম এবং গুণ আপনার অধীন। যিনি কখনও ভীত হন না, পক্ষান্তরে যিনি সমস্ত ভয়ার্ত ব্যক্তিদের পূর্ণরূপে আশ্রয় প্রদান করতে পারেন, তিনিই কেবল পতি অথবা রক্ষক হতে পারেন। তাই, হে ভগবান, আপনিই হচ্ছেন একমাত্র পতি এবং অন্য কেউ সেই পদ দাবি করতে পারে না। আপনি যদি একমাত্র পতি না হন, তা হলে আপনি অন্যদের ভয়ে ভীত হতেন। তাই যাঁরা বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত, তাঁরা কেবল আপনাকেই সকলের পতি বলে স্বীকার করেন এবং তাঁরা মনে করেন যে, আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ পতি বা রক্ষক আর কেউ হতে পারে না।"

"হে ভগবান, যে রমণী বিশুদ্ধ প্রেমে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন, আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। তবে যে রমণী অন্য কোন অভিপ্রায় নিয়ে আপনার আরাধনা করেন, আপনি অচিরেই তার কামনা পূর্ণ করেন, কিন্তু চরমে তিনি ভগ্নহৃদয় হয়ে অনুশোচনা করেন। তাই কোন জড় উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা উচিত নয়। হে পরম অজিত ভগবান! ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য সুর ও অসুরেরা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন হন, তখন তাঁরা আমার বর লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত না হলে, আমি কাউকেই কৃপা করি না, তা তিনি যত মহৎই হোন না কেন; যেহেতু আমি আপনাকে সর্বদা আমার হৃদয়ে ধারণ করি, তাই ভক্ত ব্যতীত অন্য কাউকে আমি কৃপা করতে পারি না। হে অচ্যুত, আপনার করকমল সমস্ত আশীর্বাদের উৎস। তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তেরা সেই করকমলের বন্দনা করেন এবং আপনি কৃপাপূর্বক তা তাদের মস্তকে স্থাপন করেন। কৃপাপূর্বক আপনি আমার মস্তকেও সেই করকমল স্থাপন করুন। যদিও আপনি শ্রীবৎস চিহ্নরূপে আমাকে আপনার বক্ষস্থলে ধারণ করেন তবু তা আমার মনে হয় আপনি কেবল আমাকে বাহ্য আদর প্রদর্শন করেন। আপনার প্রকৃত কৃপা আপনি আপনার অন্তরঙ্গ ভক্তদের দান করেন, আমাকে নয়। আপনি পরমেশ্বর, আপনার উদ্দেশ্য কেউই বুঝতে পারে না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রম্যকবর্ষে, দেবতাদের অধিপতি হচ্ছেন বৈবস্বত মনু, সেখানে ভগবান পূর্বে (চাক্ষুষ মন্বন্তরের অন্তে) মৎস্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈবস্বত মনু এখনও শুদ্ধ ভক্তি সহকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি জপ করে মৎস্য অবতারের

হে রঘুপতিশ্রেষ্ঠ, আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। যাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড় গুণের দ্বারা কলুষিত নয়, সেই ভগবানকে শুদ্ধ চেতনার দ্বারাই দর্শন করা যায়। বেদান্তে তাঁকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর চিন্ময় শক্তির প্রভাবে তিনি জড় কলুষের অতীত এবং যেহেতু তিনি জড় দৃষ্টির বিষয় নন, তাই তিনি 'প্রত্যক্' বলে। তিনি প্রাকৃত চেষ্টা শূন্য এবং তিনি প্রাকৃত নাম ও রূপ বিবর্জিত। কেবল শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণচেতনায় ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করা যায়। সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে নিরন্তর মগ্ন হয়ে, আমরা তাঁর চরণ-কমলে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। রাক্ষসরাজ রাবণ মানুষ ব্যতীত অন্য কারোর বধ্য ছিল না এবং সেই জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্য কেবল রাবণকে বধ করাই ছিল না, স্ত্রীসঙ্গ যে সব দুঃখের কারণ তা মর্ত্য জীবদের শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অবতরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নিষ্পাপ, আত্মারাম এবং তিনি স্ব-স্বরূপে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর শোচনীয় কিছু নেই। অতএব তাঁর সীতাদেবীর বিরহজনিত দুঃখ কি করে হতে পারে? যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান বাসুদেব, তাই তিনি এই ত্রিভুবনের কোন কিছুর প্রতি আসক্ত নন। সমস্ত আত্ম-তত্ত্ববিৎ মহাত্মাদের তিনি প্রিয়তম পরমাত্মা এবং অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাই তাঁর পক্ষে পত্নীর বিরহে দুঃখিত হওয়া এবং তাঁর পত্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। এই দুয়ের কোন একটিও ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

উচ্চকুলে জন্ম, সৌন্দর্য, বাকচাতুর্য, বুদ্ধি বা জাতি, ইত্যাদির দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা যায় না। তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করার জন্য এই সমস্ত গুণগুলির আবশ্যকতা হয় না। আমরা বনবাসী বানর, আমরা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিনি, আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য নেই এবং আমরা সভ্য মানুষের মতো কথা বলতে পারি না, তবুও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের তাঁর সখারূপে অঙ্গীকার করেছেন। অতএব দেব, অসুর, মানুষ অথবা পশু-পাখি প্রভৃতি যে কেউ হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করা, যিনি নররূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর ভজনের জন্য বড় তপস্যার প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি তাঁর ভক্তের অল্প সেবাতেই সন্তুষ্ট হন এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে ভক্ত সার্থক হন। শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত অযোধ্যাবাসীদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"ভগবানের মহিমা অচিন্ত্য। ভক্তদের কৃপাপূর্বক ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও নিরহঙ্কার শিক্ষা দান করার জন্য তিনি ভারতবর্ষে বদরিকাশ্রম নামক স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চিন্ময় ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং কল্পান্ত পর্যন্ত তপস্যায় রত। এটিই আত্ম-উপলব্ধির পন্থা। নারদ পঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে ভগবান নারদ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা জীবনের পরম লক্ষ্য মুক্তি লাভ করা যায়। তিনি ভগবানের মহিমাও বর্ণনা করেছেন। দেবর্ষি নারদ এই চিন্ময় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সাবর্ণি মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানকারী ভারতবর্ষবাসীদের ভগবদ্ভক্তি লাভের পন্থা প্রদর্শন করতে পারেন। এইভাবে নারদমুনি ভারতবর্ষবাসীদের সঙ্গে সর্বদা নরনারায়ণের সেবায় যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র কীর্তন করেন। সমস্ত ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান নর-নারায়ণকে নমস্কার। তিনি জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চনের ধন, পরমহংসদের গুরু এবং আত্মারামগণের অধিপতি। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি বারবার প্রণতি নিবেদন করি। দেবর্ষি নারদ নিম্নলিখিত মন্ত্রটি কীর্তন করে নর-নারায়ণের আরাধনা করেন—"ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কর্তা, তবুও তিনি সর্বতোভাবে কর্তৃত্বাভিমানশূন্য। যদিও মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, তিনি আমাদের মতো একটি জড় শরীর ধারণ করেছেন, কিন্তু তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং শ্রান্তি আদি দৈহিক ক্লেশের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও তিনি সবকিছুর সাক্ষী, তবুও সেই সমস্ত বিষয়ের দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয় কলুষিত হয় না। সেই অনাসক্ত, জগতের সাক্ষী, পরমাত্মা শ্রীভগবানকে আমি বারবার প্রণাম করি। যে ভগবান যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) যে যোগের পন্থা বর্ণনা করেছিলেন, এটি তারই পুনরাবৃত্তি। মৃত্যুর সময় যোগীরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের চিত্ত স্থাপন করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। সেটিই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের বর্তমান শরীর এবং ভবিষ্যৎ শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই তারা সর্বদা তাদের পত্নী, সন্তান এবং ধন-সম্পদের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে এবং মল-মূত্রে পূর্ণ শরীরটি ত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনকারী ব্যক্তিও যদি তাদের মতো মৃত্যুভয়ে ভীত হন, তা হলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কি লাভ? তা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র। অতএব, হে অধোক্ষজ ভগবান, দয়া করে আপনি আমাদের ভক্তিযোগ সম্পাদন করার শক্তি দিন, যাতে আমরা আমাদের অস্থির মনকে সংযত করে আপনার চিন্তায় তা স্থির করতে পারি। আমরা আপনার মায়ার দ্বারা প্রভাবিত, তাই আমরা মল-মূত্রপূর্ণ এই দেহের প্রতি এবং এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু সেই সবের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত এই আসক্তি ত্যাগ করার আর কোন উপায় নেই। অতএব দয়া করে আপনি আমাদের এই বর দান করুন।"

"ভারতবর্ষে ইলাবৃতবর্ষের মতো বহু পর্বত এবং নদী রয়েছে। মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্লক, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষগিরি, পারিযাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি আদি শত-সহস্র পর্বত রয়েছে এবং তাদের সানুদেশ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য নদ-নদী রয়েছে। তাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও শোণ—এই দুটি নদ এবং চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণী, পয়স্বিনী, শর্করাবর্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্যা, ভীমরথী, গোদাবরী নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, চর্মণ্বতী, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযূ, রোধস্বতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী, বিশ্বা—এই সমস্ত মহানদীই প্রধান। ভারতবাসীরা এই সমস্ত নদী স্মরণ করার ফলে পবিত্র। কখনও কখনও তাঁরা এই সমস্ত নদীর নাম মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেন এবং কখনও কখনও তাঁরা সেই নদীর জল স্পর্শ করে তাতে স্নান করেন। এইভাবে ভারতবাসীরা পবিত্র হন। এই বর্ষে যারা জন্মগ্রহণ করে তারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে তাদের কর্ম অনুসারে দৈবী, মানুষী ও নারকী প্রভৃতি নানা প্রকার গতি লাভ করে। কারণ ভারতবর্ষে মানুষ ঠিক তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করে। কেউ যদি সদ্‌গুরুর দ্বারা তার স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হবে, যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হয়, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। বহু বহু জন্মের পর পুণ্যকর্মের ফল যখন পরিপক্ক হয়, তখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। নানা প্রকার সকাম কর্মের ফলে অবিদ্যার যে বন্ধন, তখন সে তা ছেদন করতে সক্ষম হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সর্বভূতের আত্মা, আসক্তি রহিত, মন ও বাক্যের অগোচর এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভগবান বাসুদেবে ভক্তি লাভ হয়। বাসুদেবের প্রতি এই প্রেমময়ী সেবা বা ভক্তিযোগই হচ্ছে মুক্তির প্রকৃষ্ট পথ। যেহেতু মনুষ্যজন্ম আত্ম-উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাই স্বর্গের দেবতারা বলেন—আহা, এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন যে মানুষেরা, তাঁরা নিশ্চয়ই বহু পুণ্যজনক তপস্যা করেছেন, অথবা ভগবান নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন। তা না হলে, কিভাবে তাঁরা এমনভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন? আমরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভের জন্য ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করতে চাই, আর এই মানুষেরা ইতিমধ্যেই সেই সৌভাগ্য লাভ করেছেন।"

দেবতারা বললেন—"দুষ্কর যজ্ঞ, কঠোর তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে আমরা স্বর্গ লাভ করেছি, কিন্তু তাতে কি ফল লাভ হল? এখানে আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে প্রমত্তভাবে লিপ্ত হওয়ার ফলে, ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম কদাচিৎ স্মরণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, অত্যধিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলে, আমরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। ব্রহ্মলোকে কোটি কোটি বৎসর দীর্ঘ আয়ু লাভ করার থেকে ভারতবর্ষে অল্প আয়ু লাভ করাও শ্রেয়তর, কারণ ব্রহ্মলোকে উন্নীত হলেও জন্ম-মৃত্যু সমন্বিত সংসার-চক্রে ফিরে আসতে হয়। অথচ নিম্নতর লোক ভারতবর্ষে আয়ু অল্প হলেও এখানে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে, পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি সাধন করা যায়। এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর অতীত

বৈকুণ্ঠলোকে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করা যায়। যে স্থানে ভগবানের কথারূপ অমৃতের ধারা প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে সেইরূপ পবিত্র নদীর তটে আশ্রিত ভক্ত-ভাগবতদের অধিষ্ঠান নেই, যে স্থানে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নৃত্য-গীত ইত্যাদি মহোৎসব সহকারে সংকীর্তন যজ্ঞ হয় না, (যেহেতু এই যুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নির্দেশ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে) সেই স্থান ব্রহ্মলোক হলেও প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও সেই স্থান আকাঙ্ক্ষা করবেন না।"

"ভারতবর্ষ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ প্রদান করে, যার ফলে মানুষ জ্ঞান এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি কেউ সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য ভারতবর্ষে নির্মল ইন্দ্রিয় সমন্বিত মনুষ্যজন্ম লাভ করা সত্ত্বেও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তা হলে তার অবস্থা ঠিক অরণ্যের পশু-পক্ষীর মতো, অসাবধানতাবশত যারা পুনরায় ব্যাধ কর্তৃক বন্দী হয়। ভারতবর্ষে বহু দেবতা-উপাসক রয়েছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি সমস্ত দেবতারা পৃথক্‌ভাবে উপাসিত হলেও তাঁরা ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত দায়িত্বশীল সমস্ত কর্মচারী। সেই সমস্ত উপাসকেরা দেবতাগণকে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গরূপে জেনে তাঁদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করেন। তাই ভগবান সেই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন এবং উপাসকদের কামনা পূর্ণ করে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত করেন। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাঁরা বিভিন্ন শরীরের অংশগুলির পূজা করলেও, তাঁদের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। যে ভক্ত জড় বাসনা নিয়ে ভগবানের কাছে যান, ভগবান তাঁর সেই সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু যে বাসনা থেকে পুনঃ পুনঃ বাসনার উদয় হয়, সেই বাসনা তিনি পূর্ণ করেন না। কিন্তু ভক্ত তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অভিলাষ না করলেও ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তকে শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন এবং সেই আশ্রয় তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে। এটিই ভগবানের বিশেষ কৃপা। আমরা নিঃসন্দেহে যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন এবং অন্যান্য সৎকর্মের অনুষ্ঠান-জনিত পুণ্যের ফলে এখন স্বর্গলোকে বাস করছি। কিন্তু, একদিন এখানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই আমরা প্রার্থনা করি যে, যদি আমাদের পুণ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তার ফলে যেন আমরা ভারতবর্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার উপযোগী মানবজন্ম লাভ করতে পারি। ভগবান কৃপাপূর্বক স্বয়ং সেই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়ে, সেই বর্ষবাসীদের কল্যাণ বিস্তার করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্‌, কোন কোন পণ্ডিতের মতে জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপ রয়েছে। মহারাজ সগরের পুত্রেরা যখন তাঁদের হারিয়ে যাওয়া অশ্বের অন্বেষণে পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করেন, তখন ঐ আটটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সেই দ্বীপগুলির নাম স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্তন, রমণক, মন্দরহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা। হে ভারতোত্তম মহারাজ পরীক্ষিৎ, জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ সম্বন্ধে আমি যেভাবে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা তোমার কাছে আমি বর্ণনা করলাম।"

বিংশতি অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এরপর আমি প্লক্ষ আদি ছয়টি দ্বীপের পরিমাণ, লক্ষণ এবং আকার বর্ণনা করব।"

"সুমেরু পর্বত জম্বুদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল) এবং লবণ সমুদ্রের বিস্তারও সেই পরিমাণ। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা যেমন কখনও কখনও উপবনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনই জম্বুদ্বীপকে বেষ্টনকারী লবণ সমুদ্র প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার লবণ সমুদ্রের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ২,০০,০০০ যোজন (১৬,০০,০০০ মাইল)। প্লক্ষদ্বীপে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল একটি প্লক্ষ বৃক্ষ রয়েছে এবং তা জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের মতো উচ্চ। সেই বৃক্ষের মূলে সাতটি শিখা সমন্বিত আগুন রয়েছে। এই প্লক্ষ বৃক্ষের নাম অনুসারে এই দ্বীপের প্লক্ষদ্বীপ নামকরণ হয়েছে। প্লক্ষ দ্বীপের অধিপতি হচ্ছেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব। তিনি এই দ্বীপকে তাঁর সাতটি পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করেন এবং এক-একটি বর্ষ এক-একটি পুত্রকে দান করেন। তারপর তিনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার জন্য সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শিব, যবস, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়—এই সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়েছে। সেই সাতটি বর্ষে সাতটি পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। পর্বতগুলির নাম মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্‌, সুপর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল এবং সাতটি নদীর নাম অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা। সেই নদীর জল স্পর্শ ও স্নান করার ফলে তৎক্ষণাৎ জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং হংস, পতঙ্গ, ঊর্ধ্বায়ন ও সত্যাঙ্গ নামক চারটি বর্ণের মানুষ যাঁরা প্লক্ষদ্বীপে বাস করেন, তাঁরা এইভাবে তাঁদের কলুষ থেকে মুক্ত হন। সেখানকার অধিবাসীদের আয়ু এক হাজার বছর। তাঁরা দেবতাদের মতো সুন্দর এবং তাঁদের সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়াও দেবতাদের মতো। তাঁরা বেদোক্ত কর্মমার্গ অবলম্বনপূর্বক, সূর্যরূপী ভগবানের আরাধনা করে সূর্যলোকরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হন। (এই মন্ত্রের দ্বারা প্লক্ষ দ্বীপবাসীরা ভগবানের উপাসনা করেন—) আমরা সূর্যদেবের শরণ গ্রহণ করি, যিনি পুরাণ পুরুষ, সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য ভগবান। তিনি বেদ, তিনি ধর্ম এবং তিনি সমস্ত শুভ ও অশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা।"

"হে রাজন্‌, প্লক্ষ আদি পাঁচটি দ্বীপের অধিবাসীদের আয়ু, ইন্দ্রিয়ের বল, দৈহিক ও মানসিক শক্তি, বুদ্ধি এবং বিক্রম সকলেরই সমান। প্লক্ষদ্বীপ নিজের সমান বিস্তৃত ইক্ষুরস-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তেমনই প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ (৪,০০,০০০ যোজন বা ৩২,০০,০০০ মাইল) শাল্মলীদ্বীপ সমান বিস্তার সমন্বিত সুরাসাগর দ্বারা পরিবৃত। শাল্মলীদ্বীপে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটি প্লক্ষ বৃক্ষটির মতোই ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) বিস্তৃত এবং ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল) উন্নত। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই বিশাল বৃক্ষটিতে পক্ষীরাজ গরুড় বাস করেন। সেখানে তিনি বেদমন্ত্রের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র যজ্ঞবাহু শাল্মলী-দ্বীপের অধিপতি। তিনি সেই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে ভাগ করে তাঁর সাত পুত্রকে প্রদান করেছেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সেই বর্ষগুলির নাম—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্ষ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অবিজ্ঞাত। সেই বর্ষে স্বরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, মুকুন্দ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রশ্রুতি নামক সাতটি পর্বত রয়েছে। সেখানে অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা এবং রাকা নামক সাতটি নদীও রয়েছে। সেগুলি এখনও বর্তমান। শ্রুতিধর, বীর্যধর, বসুন্ধর এবং ইষন্ধর নামে বিখ্যাত এই বর্ষবাসী পুরুষেরা বেদের নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে ভগবানের প্রকাশ সোম নামক চন্দ্রদেবকে উপাসনা করেন। (শাল্মলী-দ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত স্তবের দ্বারা চন্দ্রদেবের আরাধনা করেন—) পিতৃদের এবং দেবতাদের অন্ন প্রদান করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রদেব তাঁর কিরণের দ্বারা শুক্ল ও কৃষ্ণ নামক দুটি পক্ষে মাসকে বিভক্ত করেছেন। চন্দ্রদেব কালের বিভাগ কর্তা এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের রাজা। তাই আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অধিপতি এবং পথপ্রদর্শক রূপে থাকেন। আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"সুরা-সমুদ্রের বহির্ভাগে কুশদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে যা ৮,০০,০০০ যোজন (৬৪,০০,০০০ মাইল) বিস্তৃত, অর্থাৎ সুরা-সমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তৃত। শাল্মলী দ্বীপ যেমন সুরা-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কুশদ্বীপ তেমন ঘৃত-সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এই সমুদ্রের বিস্তারও কুশদ্বীপেরই সমান। কুশদ্বীপে একটি কুশস্তম্ব

আছে এবং তার থেকেই এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই কুশস্তম্ভ ভগবানের ইচ্ছায় দেবতাদের দ্বারা নির্মিত এবং তা দ্বিতীয় অগ্নির স্বরূপ। তার কোমল এবং স্নিগ্ধ শিখার দ্বারা সর্বদিক উদ্ভাসিত। হে রাজন্, মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র হিরণ্যরেতা এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভাগ করে তাঁর সাত পুত্রদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করেন এবং তারপর স্বয়ং তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। হিরণ্যরেতার সাতটি পুত্রের নাম—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, স্তুত্যব্রত, বিবিক্ত এবং বামদেব। সেই সাতটি বর্ষে চক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্ধ্বরোমা এবং দ্রবিণ নামক সাতটি সীমা নির্ধারক পর্বত রয়েছে। সেখানে রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা এবং মন্ত্রমালা নামক সাতটি নদীও রয়েছে। কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত এবং কুলক নামে বিখ্যাত কুশদ্বীপবাসীরা সেই সমস্ত নদীর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করতে অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁরা এইভাবে অগ্নিদেব রূপে ভগবানের উপাসনা করেন।

(কুশদ্বীপবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিদেবের উপাসনা করেন—) হে অগ্নিদেব, আপনি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির অঙ্গ এবং আপনি যজ্ঞের সমস্ত হবি তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে যান। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, এই যজ্ঞের সমস্ত আহুতি যা আমরা দেবতাদের মাধ্যমে যজ্ঞের পরম ভোক্তা ভগবানকে নিবেদন করছি, দয়া করে তা আপনি ভগবানের কাছে বহন করে নিয়ে যান।"

"ঘৃত-সাগরের বাইরে ক্রৌঞ্চ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যার বিস্তার ১৬,০০,০০০ যোজন (১,২৮,০০,০০০ মাইল), অর্থাৎ ঘৃত-সমুদ্রের বিস্তারের দ্বিগুণ। কুশদ্বীপ যেমন ঘৃত-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ক্রৌঞ্চদ্বীপ তার সমান বিস্তার সমন্বিত ক্ষীর-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক একটি বিশাল পর্বত রয়েছে, যা থেকে এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। যদিও ক্রৌঞ্চ পর্বতের তটপ্রদেশের কুঞ্জগুলি কার্তিকের অস্ত্রের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবুও সেই পর্বত চতুর্দিকস্থ ক্ষীর-সমুদ্রের জলে অভিসিঞ্চিত হয়ে এবং বরুণদেব কর্তৃক সুরক্ষিত হয়ে ভয়শূন্য হয়েছে। এই দ্বীপের অধিপতি ঘৃতপৃষ্ঠ নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, যিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবান। এই ঘৃতপৃষ্ঠ তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষ বিভাগ করে প্রত্যেক পুত্রকে এক-একটি বর্ষের আধিপত্যে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সমস্ত আত্মার আত্মা, সমস্ত কল্যাণকর গুণ সমন্বিত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মহারাজ ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্রদের নাম ছিল আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ এবং বনস্পতি। সেই দ্বীপে সাতটি বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী সাতটি পর্বত রয়েছে এবং সাতটি নদীও রয়েছে। সেই পর্বতগুলির নাম শুক্ল, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্হিণ, নন্দ, নন্দন এবং সর্বতোভদ্র। সেই নদীগুলির নাম অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্লা। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ এবং দেবক—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত। তাঁরা সেই পবিত্র নদীর জল সেবা করে থাকেন। তাঁরা জলে অঞ্জলিপূর্ণ করে ভগবানের জলময় মূর্তি বরুণের উপাসনা করেন। (ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেন—) হে নদীর জল, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই আপনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক পবিত্র করেন। আপনার স্বরূপের দ্বারা আপনি পাপ নাশ করেন এবং তাই আমরা আপনাকে স্পর্শ করছি। দয়া করে আপনি আমাদের পবিত্র করতে থাকুন।"

"ক্ষীর-সমুদ্রের পরে ৩২,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (২,৫৬,০০,০০০ মাইল) শাকদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপ যেমন ক্ষীর-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, শাকদ্বীপও তেমনই সেই দ্বীপের সমান বিস্তার সমন্বিত দধি-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। শাকদ্বীপে একটি বিশাল শাকবৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটির সৌরভে সমগ্র দিক সুরভিত থাকে। এই দ্বীপের অধিপতিও প্রিয়ব্রতের এক পুত্র মেধাতিথি। তিনিও তাঁর দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের নাম অনুসারে তাদের নামকরণ করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রদের তিনি সেই সমস্ত বর্ষের অধিপতি করেছিলেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম—পুরোজব,

মনোজব, পবমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ এবং বিশ্বধার। দ্বীপটিকে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের সেখানকার অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পর মেধাতিথি অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান অনন্তের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন করে তপোবনে প্রবেশ করেছিলেন। এই বর্ষগুলিতেও সাতটি সীমা নির্ধারণকারী পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। সেই পর্বতগুলি হচ্ছে ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেসর, সহস্রস্রোত, দেবপাল এবং মহানস। নদীগুলি হচ্ছে অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রস্রুতি এবং নিজধৃতি। এই বর্ষবাসীরাও ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত এবং অনুব্রত নামক চারটি বর্ণে বিভক্ত, যা ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণ-বিভাগের অনুরূপ। তাঁরা প্রাণায়াম ও অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করেন এবং রজ ও তমোগুণের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পরম সমাধি যোগে বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন। (শাকদ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন—) হে পরম পুরুষ, দেহের অভ্যন্তরে পরমাত্মা রূপে বিরাজ করে আপনি প্রাণ আদি বায়ুর ক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং এইভাবে আপনি সমস্ত জীবদের পালন করেন। হে ভগবান, হে সর্বান্তর্যামী, হে জগদীশ্বর, আপনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।"

"সেই দধি-সমুদ্রের বাইরে পুষ্করদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যা ৬৪,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (৫,১২,০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ দধি-সমুদ্রের দ্বিগুণ বিস্তার সমন্বিত। তা সেই দ্বীপেরই সমান বিস্তার সমন্বিত অত্যন্ত স্বাদু জলের সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই পুষ্করদ্বীপে অযুত অযুত (১০,০০,০০,০০০) বিশুদ্ধ স্বর্ণপত্র সমন্বিত একটি বিশাল পদ্ম রয়েছে, যা অগ্নির অর্চিশিখার মতো উজ্জ্বল। সেই পদ্ম ফুলটিকে ব্রহ্মার উপবেশনের স্থান বলে মনে করা হয় এবং পরম শক্তিমান জীব হওয়ার ফলে, ব্রহ্মাকে কখনও কখনও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। সেই দ্বীপের মধ্যে মানসোত্তর নামক একটি পর্বত রয়েছে, যা সেই দ্বীপের অন্তর্ভাগ এবং বহির্ভাগের সীমা নির্ধারণ করে। সেই পর্বতের বিস্তার এবং উচ্চতা ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)। সেই পর্বতের চারদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদের চারটি পুরী রয়েছে। সেই পর্বতের উপর সংবৎসর নামক চক্রে সূর্যদেব তাঁর রথে পরিভ্রমণ করে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন। সূর্যের উত্তর দিকের পথকে বলা হয় উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণ দিকের পথকে বলা হয় দক্ষিণায়ন। তার একদিক দেবতাদের দিন এবং অন্য দিক দেবতাদের রাত্রি। বীতিহোত্র নামক মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র হচ্ছেন এই দ্বীপের অধিপতি। তাঁর দুই পুত্র রমণক এবং ধাতকি। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে সেই দ্বীপের দুটি দিকের দুটি বর্ষের অধিপতি নিযুক্ত করে, স্বয়ং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মেধাতিথির মতো ভগবানের উপাসনায় রত হয়েছিলেন। তাঁদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সেই বর্ষবাসীরা ব্রহ্মারূপী ভগবানের আরাধনা করেন। তাঁরা নিম্নলিখিত স্তোত্রে ভগবানের স্তব করেন। ব্রহ্মা কর্মময় নামে পরিচিত, কারণ বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের মন্ত্র তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি অবিচলভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং তাই একদিক দিয়ে তিনি ভগবান থেকে অভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্বৈতবাদীরা যেভাবে তাঁর উপাসনা করে, সেভাবে তাঁর উপাসনা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে দ্বৈত ভাব নিয়ে তাঁর উপাসনা করা উচিত সর্বদা পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে তাঁর সেবা করা উচিত। তাই সাক্ষাৎ বৈদিক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যে ভগবান ব্রহ্মা, তাঁকে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"তারপর, স্বাদু জলের সমুদ্রের পরে এবং তাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে লোকালোক পর্বত, যা সূর্যের আলোকে পূর্ণ দেশ এবং আলোকবিহীন দেশগুলিকে বিভক্ত করেছে। সুমেরু পর্বত থেকে মানসোত্তর পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃতি সমন্বিত একটি ভূমি স্বাদু জলের সমুদ্রের পরে রয়েছে। সেখানে বহু প্রাণীও বাস করে। তারপর লোকালোক পর্বত ও দধি-সমুদ্রের অন্তরালে এক কাঞ্চনময়ী ভূমি রয়েছে। সেই ভূমি দর্পণের মতো আলোক প্রতিফলিত করে এবং কোন বস্তু সেখানে পতিত হলে তাকে আর দেখা যায় না। তাই সমস্ত প্রাণী সেই স্থান বর্জন করেছে। প্রাণী অধ্যুষিত এবং প্রাণী বর্জিত স্থান

দুটির মাঝখানে এক বিশাল পর্বত রয়েছে যা এই দুটি স্থানকে পৃথক করেছে, তাই তা লোকালোক নামে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের পরম ইচ্ছার প্রভাবে লোকালোক পর্বত ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিন লোকের সীমা নির্ধারক পর্বতরূপে সংস্থাপিত হয়েছে। সূর্যলোক থেকে ধ্রুবলোক পর্যন্ত সমস্ত জ্যোতিষ্ক এই পর্বতের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ত্রিলোক জুড়ে তাদের কিরণ বিতরণ করে। এই পর্বত অত্যন্ত উচ্চ, এমনকি ধ্রুবলোক থেকেও উচ্চ, তাই সমস্ত জ্যোতিষ্কের কিরণ তার বাইরে যেতে পারে না। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব—এই চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত পণ্ডিতেরা বিভিন্ন লোকের লক্ষণ, পরিমাণ এবং অবস্থিতি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বিচার পূর্বক স্থির করেছেন যে, সুমেরু পর্বত থেকে লোকালোক পর্বতের দূরত্ব ১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০,০০,০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-গোলকের এক-চতুর্থাংশে। লোকালোক পর্বতের উপরে চারটি গজপতি জগদ্গুরু ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। তাদের নাম ঋষভ, পুষ্করচূড়, বামন এবং অপরাজিত। তারা ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত লোক ধারণ করেন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত দিব্য ঐশ্বর্যের ঈশ্বর এবং পরব্যোমের অধিপতি। তিনি পরমপুরুষ ভগবান এবং সকলের পরমাত্মা। ইন্দ্রাদি লোকপালেরা তাঁরই নির্দেশে জড় জগতের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য এবং সেই গজপতিদের ও দেবতাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান সেই পর্বতের উপরে তাঁর এক বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ প্রকাশ করেছেন। বিষ্বক্সেন আদি পার্ষদ পরিবৃত হয়ে তিনি ধর্ম, জ্ঞান আদি পূর্ণ ঐশ্বর্য এবং অণিমা, লঘিমা, মহিমা আদি যোগসিদ্ধি প্রকাশ করেন। তাঁর চার হাতে বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দররূপে বিরাজমান। নারায়ণ, বিষ্ণু আদি ভগবানের বিভিন্ন রূপ বিবিধ অস্ত্রের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। ভগবান তাঁর চিৎশক্তি যোগমায়ার দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত গ্রহলোক পালন করার জন্য সেই সমস্ত রূপ প্রকাশ করেন।"

"হে রাজন্, লোকালোক পর্বতের বাইরে অলোকবর্ষ রয়েছে, তার বিস্তার পর্বতের অভ্যন্তর ভাগের বিস্তারের সমান, অর্থাৎ ১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০ কোটি মাইল)। অলোকবর্ষের পর মুক্তিকামী ব্যক্তিদের গন্তব্যস্থল। সেই স্থান জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, সুতরাং বিশুদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-পুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য অর্জুনকে নিয়ে এই স্থানের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ভূর্লোক এবং ভুবর্লোকের মধ্যবর্তী স্থান অন্তরীক্ষ এবং তাই তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল। সূর্য ও ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির দূরত্ব পঁচিশ কোটি যোজন (২০০ কোটি মাইল)। সূর্যদেব বৈরাজ নামেও পরিচিত, অর্থাৎ তিনি সমস্ত জীবের সমষ্টি-শরীর। যেহেতু তিনি সৃষ্টির সময় ব্রহ্মাণ্ডরূপ অচেতন অণ্ডে প্রবিষ্ট হন, তাই তিনি মার্তণ্ড নামেও পরিচিত। তাঁর আরেক নাম হিরণ্যগর্ভ, কারণ তিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) থেকে তাঁর স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন।"

"হে রাজন্, সূর্যদেব এবং সূর্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিক বিভাগ করেছে। সূর্যের উপস্থিতির ফলে আমরা আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্যান্য নিম্নতর লোক সম্বন্ধে বুঝতে পারি। সূর্যের কারণেই আমরা বুঝতে পারি কোন্ স্থান জড় সুখভোগের জন্য, কোন্ স্থান মুক্তির জন্য, কোন্ স্থান নরক এবং কোন্ স্থান পাতাল। দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, লতা এবং বৃক্ষ সকলেই সূর্যলোক থেকে সূর্যদেব কর্তৃক প্রদত্ত তাপ এবং আলোকের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের উপস্থিতির ফলেই সমস্ত জীব দেখতে পায় এবং তাই তাঁকে বলা হয় দৃগ্-ঈশ্বর বা দৃষ্টির ঈশ্বর।"

একবিংশতি অধ্যায়

সূর্যের গতির বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, এইভাবে আমি প্রমাণ এবং লক্ষণ প্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ (৫০ কোটি যোজন বা ৪০০ কোটি মাইল ব্যাস) বর্ণনা করলাম। গম আদি বিভক্ত শস্যের অর্ধাংশ থেকে অপরার্ধের পরিমাণ জানা হলে যেমন উপরস্থ অর্ধের পরিমাণ জানা যায়, তেমনই ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতেরা বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগের পরিমাণ জানা হলে ঊর্ধ্বভাগের পরিমাণ সহজেই জানা যায়। ভূগোলক এবং স্বর্গ-গোলকের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে অন্তরীক্ষ। তা ভূগোলকের ঊর্ধ্বে এবং স্বর্গ-গোলকের অধোভাগে অবস্থিত। সেই অন্তরীক্ষের মধ্যে থেকে চন্দ্র প্রভৃতি তাপ প্রদানকারী গ্রহদের রাজা ঐশ্বর্যশালী সূর্যদেব তাঁর তেজের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে উত্তপ্ত করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্থিতি পালন করেন। তিনি সমস্ত জীবকে দর্শন করতে সাহায্য করার জন্য আলোকও প্রদান করেন। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সূর্য উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং বিষুবরেখার মধ্যে ভ্রমণ করার সময় সূর্যের গতি যথাক্রমে মন্দ, দ্রুত এবং সমান হয়। তাঁর এই ত্রিবিধ গতি অনুসারে আরোহণ, অবরোহণ ও সমস্থানে মকর আদি রাশিতে ভ্রমণের ফলে, দিন ও রাত্রির হ্রস্বতা, দীর্ঘতা এবং সমানতা হয়। সূর্য যখন মেষ ও তুলা রাশিতে থাকেন, তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়। যখন বৃষ আদি পাঁচ রাশিতে বিচরণ করেন, তখন দিবাভাগ বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে রাত্রির মান হ্রাস পায় (কর্কট রাশি পর্যন্ত)। তারপর দিনের মান প্রতি মাসে আধ ঘণ্টা করে কমতে কমতে অবশেষে তুলা রাশিতে দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়। সূর্য যখন বৃশ্চিকাদি পাঁচ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবাভাগ হ্রাস পায় এবং রাত্রি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (মকর রাশি পর্যন্ত)। তারপর ধীরে ধীরে মেষ রাশিতে পুনরায় দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়। সূর্যের দক্ষিণায়ন পর্যন্ত দিবাভাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উত্তরায়ণ পর্যন্ত রাত্রি বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

"হে রাজন্, আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি এবং পণ্ডিতেরা নির্ণয় করেছেন যে, সূর্য মানসোত্তর পর্বতের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন ভ্রমণ করেন। মানসোত্তর পর্বতে সুমেরুর পূর্বদিকে দেবধানী নামে ইন্দ্রের, দক্ষিণে সংযমনী নামে যমের, পশ্চিমে নিম্লোচনী নামে বরুণের এবং উত্তরে বিভাবরী নামে চন্দ্রের পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরীতে কাল বিশেষে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সূর্যাস্ত ও মধ্যরাত্রি হয়ে থাকে এবং তার ফলে সমস্ত জীব তাদের কর্মে প্রবৃত্ত হয় অথবা নিবৃত্ত হয়। সুমেরু পর্বতবাসীরা সব সময় মধ্যাহ্নের উত্তাপ অনুভব করেন, কারণ সূর্য সর্বদা তাঁদের মাথার উপরে থেকে তাপ দান করেন। সূর্য যদিও নক্ষত্র অভিমুখী স্বাভাবিক গতি অনুসারে সুমেরুকে বামদিকে রেখে বামাবর্তে গমন করেন, তবুও দক্ষিণাবর্ত বায়ুর প্রভাবে সুমেরুকে দক্ষিণে রেখেও কখনও কখনও ভ্রমণ করেন। যে স্থানে মানুষ সূর্যের উদয় হতে দেখছে, তার ঠিক বিপরীত স্থানে অবস্থিত দেশের মানুষেরা সেই সময়ে সূর্যাস্ত দর্শন করবে এবং যেখানে মধ্যাহ্ন তার সমসূত্রপাত স্থানে সেখানকার মানুষদের কাছে তা তখন মধ্যরাত্রি। অতএব যে স্থানে অবস্থিত হয়ে মানুষ সূর্য অস্ত দর্শন করে, তারা তার সমসূত্রপাতে স্থানে গিয়ে সূর্যকে সেই অবস্থায় দেখতে পাবে না। সূর্য যখন ইন্দ্রের পুরী দেবধানী থেকে যমপুরী সংযমনীতে গমন করেন, তখন তিনি ১৫ ঘটিকায় (৬ ঘণ্টায়) ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার যোজন (১৯ কোটি ২ লক্ষ মাইল) পথ অতিক্রম করেন। যমরাজের পুরী থেকে সূর্য বরুণের পুরী নিম্লোচনীতে যান, সেখান থেকে চন্দ্রের পুরী বিভাবরীতে যান এবং সেখান থেকে পুনরায় ইন্দ্রের পুরীতে ফিরে আসেন। ঠিক এইভাবে চন্দ্র অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রগণসহ জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হন এবং অস্তে গমন করেন। এইভাবে সূর্যদেবের রথ যা ত্রয়ীময়, অর্থাৎ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আদি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা উপাসিত হয়, তা

এক মুহূর্তে ৩৪ লক্ষ ৮ শত যোজন (২ কোটি ৭২ লক্ষ ৬ হাজার ৪০০ মাইল) বেগে সেই চারটি পুরীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। সূর্যদেবের রথে সংবৎসর নামক একটি চক্র রয়েছে। বারোটি মাস তার বারোটি অর, ছয় ঋতু তার নেমি এবং তিনটি চাতুর্মাস্য তার তিনটি নাভি। তার অক্ষের এক প্রান্ত সুমেরুর শিখরে এবং অপর প্রান্ত মানসোত্তর পর্বতে অবস্থিত। রথচক্র এই অক্ষে গ্রথিত হয়ে তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের চক্রের মতো মানসোত্তর পর্বতের উপরে অহরহ পরিভ্রমণ করছে। তৈল নিষ্কাশন যন্ত্রের অক্ষের মতো প্রথম অক্ষটি দ্বিতীয় অক্ষের সঙ্গে যুক্ত, যার দৈর্ঘ্য প্রথম অক্ষটির এক-চতুর্থাংশ (৩১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ যোজন বা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল)। এই দ্বিতীয় অক্ষের উপরিভাগ একটি বায়ুর রজ্জুর দ্বারা ধ্রুবলোকের সঙ্গে সংযুক্ত। হে রাজন্, সূর্যদেবের রথ ৩৬ লক্ষ যোজন দীর্ঘ (২ কোটি ৮৮ লক্ষ মাইল) এবং তার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ (৯ লক্ষ যোজন বা ৭২ লক্ষ মাইল) বিস্তৃত। রথের অশ্বগুলির নামকরণ হয়েছে গায়ত্রী আদি বৈদিক ছন্দের নাম অনুসারে। অরুণদেব সেই অশ্বদের ৯ লক্ষ যোজন দীর্ঘ রথের যোয়ালের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেই রথ নিরন্তর সূর্যদেবকে বহন করে। অরুণদেব যদিও সূর্যদেবের সামনে অবস্থিত হয়ে রথের অশ্ব পরিচালনরূপ সারথির কার্যে নিযুক্ত, তবুও তিনি পিছনে সূর্যদেবের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি সূর্যদেবের সম্মুখে স্তুতিবাক্যে তাঁর স্তব করছেন। তেমনই অন্য চোদ্দজন— ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতা যুগল করে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে, প্রতি মাসে পৃথক পৃথক নাম ধারণ করে বিভিন্ন কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যদেবরূপী ভগবানের আরাধনা করেন। হে রাজন্, ভূমণ্ডলে সূর্যদেব তাঁর কক্ষপথে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) পথ প্রতিক্ষণে দুই হাজার যোজন এবং দুই ক্রোশ (১৬ হাজার ৪ মাইল) বেগে অতিক্রম করেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

গ্রহগণের কক্ষপথ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে প্রভু, পরম শক্তিমান সূর্যদেব ধ্রুবলোক এবং সুমেরু পর্বতকে তাঁর দক্ষিণে রেখে ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করেন। অথচ সেই সময় আবার তিনি সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে তাঁর বামদিকে রেখে রাশিগণের অভিমুখে অগ্রসর হন। সূর্য যুগপৎ সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে বামে এবং দক্ষিণে রেখে অগ্রসর হচ্ছেন, তা কিভাবে মেনে নেওয়া যায়?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন— "কুম্ভকারের ঘূর্ণায়মান চক্রে ছোট ছোট পিপীলিকাদের যেমন চক্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে চক্রের গতি থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়, তেমনই, নক্ষত্র এবং রাশিগণ সুমেরু এবং ধ্রুবলোককে দক্ষিণে রেখে কালচক্রে ভ্রমণ করে এবং ক্ষুদ্র পিপীলিকা সদৃশ সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলিও তার সঙ্গে ভ্রমণ করে। কিন্তু সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাশিতে এবং নক্ষত্রে দেখা যায়। তা ইঙ্গিত করে যে, তাদের গতি রাশি এবং কালচক্রের গতি থেকে ভিন্ন। জগতের আদি কারণ ভগবান নারায়ণ। বেদজ্ঞ মহাত্মারা বেদস্তুতির দ্বারা তাঁর উপাসনা করলে, তিনি সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য এবং কর্ম শুদ্ধির জন্য এই জগতে সূর্যরূপে অবতরণ করেছেন। তিনি নিজেকে বারোটি ভাগে বিভক্ত করে বসন্ত আদি

ছয় ঋতু সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে তিনি শীত, উষ্ণ আদি ঋতুর গুণসমূহ সৃষ্টি করেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে মানুষ সাধারণত সূর্যদেবরূপী ভগবান নারায়ণের উপাসনা করেন। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি নানাবিধ কর্মের দ্বারা এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা পরমাত্মারূপে তাঁরা ভগবানের উপাসনা করেন। এইভাবে তাঁরা অনায়াসে জীবনের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন। সূর্যদেব, যিনি হচ্ছেন নারায়ণ বা বিষ্ণু, তিনি সমগ্র জগতের আত্মাস্বরূপ। তিনি স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষের মধ্যস্থলে কালচক্রস্থ রাশিতে অবস্থিত হয়ে, রাশির নাম অনুযায়ী বারোটি বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন। সেই বারোটি মাসের সমষ্টিকে বলা হয় সংবৎসর। চন্দ্রের গণনা অনুসারে শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস হয়। তা পিতৃলোকের এক দিন এবং রাত্রি। সৌর গণনা অনুসারে সোয়া দুই নক্ষত্রে এক মাস। সূর্যদেবের দুই মাস গমনে এক ঋতু হয় এবং তাই ঋতুর পরিবর্তনকে সংবৎসরের দেহের অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে সূর্যদেব যে সময়ে নভোমণ্ডলের অর্ধাংশে ভ্রমণ করেন, সেই সময়কে বলা হয় অয়ন। সূর্যদেব তাঁর মন্দ, তীব্র ও সমান গতির দ্বারা যে কাল পর্যন্ত স্বর্গমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল—এই তিন মণ্ডলকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করেন অর্থাৎ প্রদক্ষিণ করেন, সেই পরিমিত সময়কে পণ্ডিতেরা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর—এই পাঁচটি নামে অভিহিত করেন।"

"সূর্য কিরণের ১,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে রয়েছেন চন্দ্র, যিনি সূর্যের থেকেও দ্রুততর গতিতে ভ্রমণ করেন। চন্দ্র দুই পক্ষে সূর্যের সংবৎসরের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন, সোয়া দুই দিনে সূর্যের এক মাসের পথ অতিক্রম করেন এবং এক দিনে সূর্যের এক পক্ষের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন। শুক্লপক্ষে প্রতিদিন চন্দ্রের কলা বর্ধিত হয় এবং তখন দেবতাদের দিন এবং পিতৃদের রাত্রি হয়। চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষে দেবতাদের রাত্রি হয় এবং পিতাদের দিন হয়। এইভাবে চন্দ্র ত্রিশ মুহূর্তে (সারাদিনে) এক-এক নক্ষত্র অতিক্রম করেন। চন্দ্র শস্যবৃদ্ধিকারী অমৃতময় শীতল কিরণের উৎস এবং তাই চন্দ্রদেবকে সমস্ত জীবের প্রাণ বলে মনে করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবেদের মধ্যে প্রধান বলে তাকে বলা হয় জীব। চন্দ্র সমস্ত শক্তিতে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের অনুগ্রহের প্রতীক। চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাতা বলে মনোময়। তিনি সমস্ত ঔষধি এবং বৃক্ষ-লতাকে শক্তি প্রদান করেন বলে অন্নময় এবং তিনি সমস্ত জীবের জীবনস্বরূপ বলে তিনি অমৃতময়। চন্দ্র সমস্ত দেবতা, পিতৃ, মানুষ, ভূত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, লতা আদি সমস্ত জীবের প্রাণরক্ষা বিধান করেন। চন্দ্রের উপস্থিতিতে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়, তাই চন্দ্রকে বলা হয় সর্বময়।"

"চন্দ্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন উপরে অনেকগুলি নক্ষত্র রয়েছে। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তারা কালচক্রে যোজিত। তাঁরা সুমেরুর দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করে এবং তাদের গতি সূর্যের গতি থেকে ভিন্ন। অভিজিৎ আদি এই রকম আটাশটি গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র রয়েছে। সেই নক্ষত্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে শুক্রগ্রহ বর্তমান। সূর্যের দ্রুত, মন্দ এবং সমান গতি অনুসারে ঐ গ্রহ কখনও সূর্যের সঙ্গে সমানভাবে, কখনও পশ্চাতে, কখনও বা অগ্রে গমন করেন। যে গ্রহ বৃষ্টির প্রতিবন্ধক, শুক্র সেই গ্রহের প্রভাব নাশ করেন। তাই তাঁর উপস্থিতির ফলে বৃষ্টি হয় এবং তাই তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে সর্বদা হিতকারী বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন।"

"বুধকে শুক্রেরই মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ বুধও কখনও কখনও সূর্যের পিছনে, কখনও সামনে এবং কখনও একসঙ্গে ভ্রমণ করেন। শুক্র গ্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ ভূতল থেকে ৭২,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে চন্দ্রতনয় বুধ বিরাজ করেন। ইনি প্রায় সর্বদাই ব্রহ্মাণ্ড-বাসীদের মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু যখন সূর্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, তখন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলশূন্য মেঘ, অর্থাৎ অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি-জনিত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন।"

"বুধের ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ ভূতল থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহের গতি যদি বক্র না হয়, তা হলে ইনি তিন-তিন পক্ষে এক-একটি করে বারোটি রাশি অতিক্রম করেন। এই গ্রহ প্রায় সর্বদাই দুঃখজনক অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।"

"মঙ্গল গ্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ পৃথিবীর ১,০০,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি অবস্থিত, তিনি এক পরিবৎসরে এক-একটি রাশি অতিক্রম করেন। তাঁর গতি যদি বক্র না হয়, তা হলে তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মণকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী হন।"

"বৃহস্পতির ১৬,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১,২০,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে শনিগ্রহ অবস্থিত, তিনি এক একটি রাশিতে ত্রিশ মাস ধরে অবস্থান করে ত্রিশ অনুবৎসরে বারোটি রাশি পরিভ্রমণ করেন। এই গ্রহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জন্য অত্যন্ত অশুভ।"

"শনির থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ২,০৮,০০,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে সপ্তর্ষিগণ বিরাজ করছেন। তাঁরা সর্বদা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের মঙ্গল কামনা করতে করতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করছেন।"

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

শিশুমার-চক্র

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, সপ্তর্ষিমণ্ডলের ১৩,০০,০০০ যোজন ঊর্ধ্বে যে স্থান রয়েছে, পণ্ডিতেরা তাকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ বলেন। সেখানে উত্তানপাদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব কল্পান্ত পর্যন্ত যাঁরা জীবিত থাকেন, সেই সমস্ত জীবদের জীবনরূপে এখনও অবস্থান করছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্ম সকলে সেখানে সমবেতভাবে বহু সম্মান সহকারে তাঁকে দক্ষিণে রেখে প্রদক্ষিণ করেন। ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপের মহিমা আমি পূর্বেই (চতুর্থ স্কন্ধে) বর্ণনা করেছি। ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ধ্রুবলোক সমস্ত গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবলম্বন স্তম্ভরূপে নিরন্তর দীপ্তিমানভাবে বিরাজ করছেন। অনিদ্রাহ, অব্যক্ত, পরম শক্তিমান কাল এই সমস্ত জ্যোতিষ্কদের নিরন্তর ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করাচ্ছেন। ধান মাড়াই করার সময় বলদেরা যেমন মেঢ়ীস্তম্ভে, একটিকে স্তম্ভের নিকটে, একটিকে মধ্যে এবং তৃতীয়টিকে দূরবর্তী স্থানে সংযোজিত করা হয় এবং সেই পশুগুলি তাদের নিজ নিজ স্থান অতিক্রম না করে স্তম্ভের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে, তেমনই, শত সহস্র গ্রহ-নক্ষত্র ঊর্ধ্ব ও অধঃস্তন বিভাগ অনুসারে তাঁদের নিজ নিজ কক্ষপথে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা তাঁদের কর্মফল অনুসারে ভগবানের দ্বারা প্রকৃতিরূপ যন্ত্রে সংযোজিত হয়ে, ধ্রুবকে অবলম্বনপূর্বক বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে কল্পান্ত কাল পর্যন্ত ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিক্রমা করেন, ঠিক যেমন আকাশে শত শত টন জল সমন্বিত মেঘ ভেসে বেড়ায় অথবা বিশাল শ্যেন পাখি তাদের কর্ম অবলম্বন করে নভোমণ্ডলে বিচরণ করে অথচ কখনও পতিত হয় না।"

"গ্রহ এবং নক্ষত্র সমন্বিত এই বিশাল যন্ত্রটি শিশুমার (শুশুক) নামক জলজন্তুর আকৃতির সদৃশ। তাঁকে কখনও কখনও অবতার রূপে মনে করা হয়। মহান যোগীরা বাসুদেবের এই রূপের উপর ধ্যান করেন, কারণ তাঁর এই রূপটি দেখা যায়। সেই শিশুমারের মস্তক অধোমুখে এবং দেহ কুণ্ডলীকৃত। তাঁর পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম এবং পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা। কটিদেশে বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা আদি সপ্তর্ষি। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর ডান পাশে অভিজিৎ থেকে পুনর্বসু পর্যন্ত চোদ্দটি নক্ষত্র এবং বাম পাশে পুষ্যা থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে। কুণ্ডলীকৃত দেহবিশিষ্ট শিশুমারের উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যক নক্ষত্র থাকার ফলে তাঁর ভারসাম্য বজায় থাকে। শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীথী

এবং তাঁর উদরে আকাশগঙ্গা বর্তমান। পুনর্বসু এবং পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম শ্রোণীদেশে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বাম পদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম নাসিকায়, শ্রবণা ও পূর্বাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম চক্ষে, ধনিষ্ঠা ও মূলা দক্ষিণ ও বাম কর্ণে, মঘা থেকে অনুরাধা পর্যন্ত দক্ষিণায়নের আটটি নক্ষত্র বাম পার্শ্বের অস্থিসমূহে এবং মৃগশীর্ষা থেকে পূর্বভাদ্র পর্যন্ত উত্তরায়ণের আটটি নক্ষত্র ডান পার্শ্বের অস্থিতে এবং শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা তাঁর দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে সন্নিবেশিত রয়েছে। শিশুমারের উপরের চোয়ালে অগস্ত্য, নীচের চোয়ালে যমরাজ, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, স্কন্ধের পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্বাঙ্গে কেতু এবং রোমকূপে তারাগণ সন্নিবেশিত রয়েছে।"

"হে রাজন্, এইভাবে যে শিশুমারের আকৃতি বর্ণিত হল, তাই ভগবানের সর্ব দেবতাময় রূপ। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে মৌন হয়ে সেই রূপ নিরীক্ষণ করে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাঁর উপাসনা করা উচিত—'হে ভগবান, আপনি কালরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। আপনি বিভিন্ন কক্ষপথে ভ্রমণশীল নক্ষত্রদের আশ্রয়, হে সর্ব দেবাধিপতি, হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং আপনার ধ্যান করি।' শিশুমাররূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরীর সমস্ত দেবতা, নক্ষত্র এবং গ্রহদের আশ্রয়। যিনি প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায়, দিনে তিনবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। কেউ যদি তাঁর এই রূপকে কেবল প্রণতি নিবেদন করেন এবং প্রতিদিন তিনবার তাঁর রূপের ধ্যান করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।"

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পাতাললোকের বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, পৌরাণিকেরা বলেন যে, সূর্যের ১০,০০০ যোজন নীচে রাহু গ্রহ নক্ষত্রের মতো বিচরণ করছে। সেই গ্রহের অধিপতি সিংহিকানন্দন অসুরাধম। দেবত্ব ও গ্রহত্ব লাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের কৃপায় তা লাভ করেছে। তার কথা আমি পরে বর্ণনা করব।"

"তাপের উৎস সূর্যমণ্ডল ১০,০০০ যোজন ও চন্দ্রমণ্ডল ২০,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং রাহুমণ্ডলের বিস্তার ৩০,০০০ যোজন। পূর্বে অমৃত বিতরণের সময়, রাহু সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল। রাহু সূর্য এবং চন্দ্র উভয়েরই প্রতি বৈরীভাবাপন্ন এবং তাই সে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তাঁদের আচ্ছাদিত করতে চেষ্টা করে। চন্দ্র ও সূর্যের কাছে রাহুর আক্রমণের কথা অবগত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণু চন্দ্র ও সূর্যকে রক্ষা করার জন্য তাঁর শক্তিযুক্ত পরম প্রিয় সুদর্শন নামক অস্ত্র প্রয়োগ করেন। ভক্তবৃন্দের সাহায্য করার জন্য উগ্র তাপ এবং জ্যোতি সমন্বিত সুদর্শন রাহুর কাছে অসহ্য হয়েছিল এবং তার ফলে সে ভয়ে পলায়ন করেছিল। রাহু যখন সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করে, লোকে তাকে গ্রহণ বলে। রাহু গ্রহের ১০ হাজার যোজন নীচে সিদ্ধলোক, চারণলোক এবং বিদ্যাধরলোক। বিদ্যাধরলোক, চারণলোক এবং সিদ্ধলোকের নীচে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত আদির বিহারস্থান অন্তরীক্ষ। যতদূর পর্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মেঘ বিচরণ করে, ততদূর পর্যন্ত

আন্তরীক্ষ বিস্তৃত। যক্ষ, রক্ষ আদির বাসস্থানের ১০০ যোজন নীচে (৮০০ মাইল) এই পৃথিবী। যতদূর পর্যন্ত হংস, শ্যেন, গৃধ্র আদি বড় বড় পাখিরা উড়তে পারে, ততদূর পর্যন্ত পৃথিবীর সীমা।"

"হে রাজন্, পৃথিবীর অধোভাগে ব্রহ্মাণ্ডের সীমা পর্যন্ত প্রতি দশ হাজার যোজন অন্তরে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল নামক অন্য আরও সাতটি গ্রহলোক রয়েছে। আমি ইতিপূর্বে পৃথিবীর অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করেছি। এই সাতটি গ্রহলোকের আয়তনও ভূমণ্ডলের সমান। বিলস্বর্গ নামক এই সপ্ত পাতালে যে সমস্ত ভবন, উদ্যান, ক্রীড়াস্থল ও বিহারভূমি রয়েছে সেগুলি স্বর্গের থেকেও অধিক সমৃদ্ধ। কারণ অসুরদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, ঐশ্বর্য এবং প্রভাবের মান অনেক উচ্চ। এই লোকের অধিবাসী দৈত্য, দানব এবং নাগেরা গৃহসুখ উপভোগে মগ্ন। তাদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব সকলেই মায়িক জড় সুখভোগে মগ্ন। দেবতাদের সুখভোগ কখনও কখনও প্রতিহত হয়, কিন্তু এই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা অপ্রতিহত সুখ ভোগ করে। এইভাবে তারা মায়িক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।"

"হে মহারাজ, যাকে বলা হয় বিলস্বর্গ, সেই কৃত্রিম স্বর্গে ময় নামক এক মহা দানব রয়েছে, যে অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী এবং স্থপতি। সে অপূর্ব সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত সমস্ত নগরী নির্মাণ করেছে। সেখানে বহু বিচিত্র ভবন, প্রাচীর, দ্বার, সভাগৃহ, মন্দির, চত্বর, এমনকি প্রবাসীদের বাসস্থান নির্মাণ করেছে। সেই গ্রহলোকের নেতাদের প্রাসাদগুলি তৈরি হয়েছে সব চাইতে মূল্যবান মণিরত্ন দিয়ে এবং সেগুলি সর্বদা নাগ, অসুর এবং কপোত, শুক, শারি ইত্যাদি পক্ষীতে সমাকীর্ণ। সেই কৃত্রিম স্বর্গপুরী অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে অতি মনোহর শোভা ধারণ করে বিরাজ করছে। সেই কৃত্রিম স্বর্গের উদ্যানগুলি যেন অমরলোকের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে শোভা পাচ্ছে। সেই উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ লতায় দ্বারা আলিঙ্গিত এবং তাদের শাখাসমূহ ফল, ফুলের গুচ্ছ এবং সুন্দর নব পল্লবের ভারে অবনত হয়ে এমন শোভা ধারণ করেছে যে, তা দর্শন করা মাত্রই দর্শকের মন-প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর সেখানে যে জলাশয় রয়েছে তা স্বচ্ছ নির্মল জলে পূর্ণ; সেই জলে নানা প্রকার মাছ উল্লম্ফন করার ফলে তা ক্ষুব্ধ হচ্ছে। সেই জলাশয়গুলি কুমুদ, কুবলয়, কহ্লার, নীল ও লাল পদ্ম দ্বারা সুশোভিত। সেখানে চক্রবাক আদি যে সমস্ত বিহঙ্গ-মিথুন বাস করছে, তারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আকুল চিত্ত হয়ে নানা প্রকার কূজনে সমস্ত কাননকে মুখরিত করছে। সেই মনোহর ধ্বনি মন এবং ইন্দ্রিয়ের অপূর্ব আনন্দ বিধান করে। যেহেতু সেখানে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না, তাই সেখানে দিন ও রাত্রির কালবিভাগ নেই, সুতরাং কালজনিত কোন ভয়ও সেখানে নেই। সেখানে বহু মহাসর্প বাস করে, তাদের মস্তকের মণির প্রভায় চতুর্দিকের অন্ধকার দূর হয়। যেহেতু সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা দিব্য ঔষধির রস পান করে এবং ঐ রসে স্নান করে, তাই তারা সব রকম মানসিক উৎকণ্ঠা এবং শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্ত। তাদের চুল পাকে না, শরীরে বলীরেখা দেখা দেয় না এবং তাদের দেহে বার্ধক্যজনিত জরা দেখা দেয় না। তাদের শরীরের কান্তি কখনও মলিন হয় না, তাদের ঘামজনিত দুর্গন্ধ হয় না এবং তারা বার্ধক্যজনিত শ্রান্তি ও অনুৎসাহ অনুভব করে না। তারা অত্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে জীবনযাপন করে এবং কালরূপী ভগবানের সুদর্শন চক্র ব্যতীত অন্য কোনভাবে তারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না। সুদর্শন চক্র যখন এই প্রদেশে প্রবেশ করেন, তখন ভয়ে গর্ভবতী অসুর-রমণীদের গর্ভপাত হয়।"

"হে রাজন, আমি এখন আপনাকে একে একে অতল আদি লোকের বর্ণনা করব। অতলে ময়দানবের পুত্র বল নামক অসুর বাস করে। এই বলই ছিয়ানব্বই প্রকার মায়া সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত যোগী এবং স্বামীরা আজও সেই মায়াশক্তির বলে মানুষকে প্রতারণা করে। সেই দানবের হাই তোলার ফলে তার মুখ থেকে স্বৈরিণী, কামিনী এবং পুংশ্চলী—এই তিন প্রকার রমণীর সৃষ্টি হয়েছে। স্বৈরিণীরা স্ববর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে, কামিনীরা অন্য বর্ণের পুরুষদের বিবাহ করে এবং পুংশ্চলীরা একের পর এক পতি পরিবর্তন করে। কোন পুরুষ যদি অতলে প্রবেশ করে, সেই সমস্ত নারী তাকে হাটক রস পান করায়। এই মাদক পানের ফলে তাদের যৌন ক্রিয়ার প্রবল সামর্থ্য হয় এবং সেই রমণীরা তাদের সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হয়। সেই রমণীরা তাদের আকর্ষণীয় অবলোকন, নির্জন ভাষণ, অনুরাগপূর্ণ হাস্য এবং আলিঙ্গনের দ্বারা তাদের বিমোহিত করে তাদের ইচ্ছা অনুসারে রমণ করায়। তাদের বর্ধিত রতি সামর্থ্যের ফলে তারা নিজেদের অযুত হস্তীর থেকেও বলবান বলে মনে করে মদমত্ত হয়। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তারা তাদের আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে অচেতন থেকে নিজেদের ভগবান বলে মনে করে।"

"অতল লোকের নীচে বিতল, যেখানে হাটকেশ্বর শিব তাঁর অনুচর ভূতগণ সহ মিলিত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য ভবানীসহ মিথুনীভূত হয়ে বাস করছেন। হর-গৌরীর বীর্য থেকে হাটকী নামক নদী বিতল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অগ্নি বায়ুবলে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়ে, সেই নদীতে প্রবাহিত জলরূপ বীর্য পান করে থুৎকার করেন। তার ফলে হাটক নামক স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। সেই গ্রহলোকের অসুর এবং অসুরীরা সেই হাটক-স্বর্ণনির্মিত ভূষণ পরিধান করে মহাসুখে সেখানে বাস করে।"

"বিতললোকের নীচে সুতল অবস্থিত। সেখানে বিরোচনের পুত্র মহাযশা মহাপুণ্যবান বলি মহারাজ বাস করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কল্যাণ সাধনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু অদিতির গর্ভ থেকে ক্ষুদ্র বামনরূপে আবির্ভূত হয়ে, ছলনাপূর্বক বলির কাছ থেকে ত্রিপদ ভূমি ভিক্ষা করে ত্রিলোক অপহরণ করেছিলেন। বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং ইন্দ্রেরও দুর্লভ সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। সুতললোকে বলি মহারাজ এখনও ভগবানের আরাধনায় যুক্ত রয়েছেন।"

"হে রাজন, বলি মহারাজ যে ভগবানকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন বলে বিলস্বর্গে মহা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা কখনও মনে করা উচিত নয়। যিনি সমস্ত জীবের জীবন স্বরূপ, যিনি পরম সুহৃৎরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যাঁর নির্দেশনায় জীব এই জগতে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বলি মহারাজ তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন। কোন জড়-জাগতিক লাভের জন্য তিনি তা করেননি, শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্যই তিনি তা করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুক্তির দ্বার আপনা থেকেই খুলে যায়। অতএব কখনও মনে করা উচিত নয় যে, বলি মহারাজ তাঁর দানের বিনিময়ে এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। কেউ যখন শুদ্ধ প্রেমে ভগবানের ভক্ত হন, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে তিনি জড়-জাগতিক উচ্চ পদ লাভ করতে পারেন। কিন্তু কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, ভক্তের জড় ঐশ্বর্য তাঁর ভগবদ্ভক্তির ফল। ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত ফল হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি জাগরিত করা, যা সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে। কেউ যদি ক্ষুধা, পতন, স্খলন আদির সময়ে ব্যাকুল হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার মাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি দুর্বার কর্মবন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হন। সেই মুক্তি লাভের জন্যই মুক্তিকামীরা কর্মফলস্বরূপ সংসারবন্ধন ছেদন করার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ আদি নানা প্রকার ক্লেশ স্বীকার করে। সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান নারদ মুনির মতো ভক্তদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেন। অর্থাৎ, ভগবানের প্রতি যাঁরা শুদ্ধ প্রেমপরায়ণ, ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদের শুদ্ধ প্রেম দান করেন। সনকাদি আত্মজ্ঞানীদের তিনি পরমাত্মাস্বরূপ উপলব্ধিজনিত চিন্ময় আনন্দ দান করেন। ভগবান বলি মহারাজকে জড় সুখ এবং ঐশ্বর্য প্রদান করে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেননি, কারণ ভোগৈশ্বর্যের ফলে জীব ভগবানের প্রেমময়ী সেবার কথা ভুলে যায়। জড় ঐশ্বর্যের ফলে মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আর একাগ্র করা যায় না। ভগবান যখন দেখলেন যে, বলি মহারাজের সবকিছু নিয়ে নেওয়ার আর কোন উপায় নেই, তখন তিনি ভিক্ষা করার ছলে তাঁর শরীর মাত্র অবশিষ্ট রেখে তাঁর কাছ থেকে ত্রিলোকের আধিপত্য অপহরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ভগবান সন্তুষ্ট হননি। তিনি বলি মহারাজকে বরুণপাশে বদ্ধ করে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে তাঁকে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করা হলেও বলি মহারাজ এমনই মহান ভক্ত ছিলেন যে, তিনি এইভাবে বলেছিলেন। আহা, কি দুঃখের বিষয়! এই দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত বিদ্বান ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এবং বৃহস্পতিকে তাঁর মন্ত্রিরূপে বরণ করে তাঁর থেকে

অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করে সমস্ত জড় কলুষ দূর করেন এবং অনাদি কাল ধরে সকাম কর্মের মাধ্যমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করেন। ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি সর্বদা তাঁর পিতার সভায় তুম্বুরু নামক বাদ্যযন্ত্র (অথবা গন্ধর্ব) সহ স্বরচিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালন কার্যের কারণ-স্বরূপ সক্রিয় করেন। সেই পরম আত্মা অনন্ত এবং অনাদি। তিনি এক হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করেছেন। তাঁর তত্ত্ব মানুষ কিভাবে অবগত হতে পারে? সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎ ভগবানের মধ্যে বিরাজমান। তাঁর ভক্তদের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবশত তিনি তাঁর বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন, যা সর্বতোভাবে চিন্ময়। পরমেশ্বর ভগবান পরম উদার এবং তিনি সমস্ত যোগ-ঐশ্বর্য সমন্বিত। তাঁর ভক্তদের মন হরণ করার জন্য এবং তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ দান করার জন্য তিনি বিভিন্ন অবতাররূপে প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন লীলা-বিলাস করেন। সদ্গুরুর শ্রীমুখ থেকে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করে কেউ যদি অকস্মাৎ তা কীর্তন করেন, অথবা আর্ত কিংবা পতিত ব্যক্তিও যদি পরিহাসচ্ছলে সেই নাম একবার উচ্চারণ করেন, তা হলে সেই ব্যক্তি নিজে যে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন্ই, উপরন্তু তাঁর সান্নিধ্য মাত্র অন্যের পাপরাশিও বিনাশ করতে সমর্থ হন। অতএব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কেন ভগবান শেষের নাম কীর্তন করবেন না? তাঁকে ছাড়া তিনি আর কার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন?"

"ভগবান যেহেতু অনন্ত, তাই কেউই তাঁর শক্তি অনুমান করতে পারে না। বিশাল গিরি-পর্বত, নদী, সমুদ্র, গাছপালা এবং জীবজন্তু সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একটি অণুর মতো তাঁর সহস্র ফণার একটিতে ন্যস্ত রয়েছে। সহস্র জিহ্বা লাভ করেও তাঁর প্রভাব কে-ই বা বর্ণনা করতে পারেন? মহা শক্তিশালী ভগবান অনন্তদেবের গুণ এবং মহিমার অন্ত নেই। বস্তুতপক্ষে তাঁর শক্তি অন্তহীন। সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব কিছুর আশ্রয়। রসাতলের মূলদেশে অবস্থান করে তিনি অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রয়েছেন।"

"হে রাজন্, আমি যেভাবে আমার শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করলাম। কর্মীদের কর্ম অনুসারে এই সমস্ত গতি নির্দিষ্ট হয়। সকাম ব্যক্তিরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্, জীবেরা সাধারণত তাদের বাসনা ও কর্মফল অনুসারে কিভাবে আচরণ করে এবং উচ্চ ও নিম্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা বর্ণনা করলাম। এই সম্পর্কে আপনি আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এবং মহাজনদের শ্রীমুখে আমি যা শ্রবণ করেছি, সেই অনুসারে আমি তা বর্ণনা করলাম। এখন আমি আর কি বলব বলুন?"

ষড়বিংশতি অধ্যায়

নরকের বর্ণনা

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষে, জীবকে কেন এই জড় জগতে বিভিন্ন অবস্থা পরিস্থিতি ভোগ করতে হয়? দয়া করে সেই কথা আপনি বর্ণনা করুন।"

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, এই জড় জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন প্রকার কর্ম রয়েছে। যেহেতু সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাই কর্মের ফলও তিন প্রকার। যারা সত্ত্বগুণে কর্ম করে তারা ধার্মিক এবং সুখী হয়, যারা রজোগুণে কর্ম করে তারা সুখ এবং দুঃখ দুই-ই ভোগ করে, আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা সর্বদাই দুঃখী এবং তারা পশুর মতো জীবন যাপন করে। বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে জীবের গতির তারতম্য হয়। পুণ্যকর্মের ফলে যেমন স্বর্গভোগ হয়, তেমনই পাপকর্মের ফলে নরক ভোগ হয়। তমোগুণের প্রভাবে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং তাদের অজ্ঞানের মাত্রা অনুসারে তাদের নারকীয় জীবনের বিভিন্ন স্তর প্রাপ্তি হয়। কেউ যদি প্রমাদবশত তামসিক আচরণ করে, তা হলে তাকে অল্প কষ্ট ভোগ করতে হয়। কেউ যদি জ্ঞানবশত পাপকর্ম করে তা হলে তাকে আরও বেশি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর যারা নাস্তিকতাবশত পাপকর্ম করে, তাদের সব চাইতে বেশি নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। অনাদি কাল ধরে অবিদ্যাজনিত কামনার পরিণামস্বরূপ জীব যে সহস্র সহস্র নরক-গতি প্রাপ্ত হয়, আমি তা এখন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে প্রভু, এই নরকসমূহ কি ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের মধ্যে, নাকি এই পৃথিবীরই কোন স্থানে অবস্থিত?"

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমস্ত নরক ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে ভূমণ্ডলের অধঃভাগে এবং গর্ভোদক সমুদ্রের উপরিভাগে নরকের অবস্থান। পিতৃলোকও সেই প্রদেশে অর্থাৎ গর্ভোদক সমুদ্র এবং নিম্নলোকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অগ্নিষ্বাত্ত আদি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান করেন এবং তাঁদের গোত্রভূত ব্যক্তিদের মঙ্গল কামনা করেন। সূর্যদেবের অত্যন্ত শক্তিশালী পুত্র যমরাজ পিতৃদের রাজা। তিনি অনুচরসহ পিতৃলোকে বাস করেন এবং ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে, মৃত্যুর পর তাঁর দূতদের দ্বারা তাঁর অধিকারের মধ্যে আনীত প্রাণীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথভাবে বিচার করে নরকে দণ্ডদান করেন। কেউ কেউ বলেন যে, ২১টি নরক রয়েছে এবং অন্য কেউ বলেন ২৮টি। হে রাজন্, আমি তাদের নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে বর্ণনা করব। সেগুলি হচ্ছে—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, সূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্মি, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্যাবর্তন এবং সূচীমুখ। এইগুলি জীবের দণ্ডভোগের স্থান।"

"হে রাজন্, যে ব্যক্তি অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যমদূতেরা তাকে কালপাশে বেঁধে বলপূর্বক তামিস্র নরকে নিক্ষেপ করে। এই তামিস্র নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেখানে যমদূতেরা পাপীকে তীব্রভাবে প্রহার, তাড়ন এবং তর্জন করে। সেখানে তাকে অনশনে রাখা হয় এবং জল পান করতে দেওয়া হয় না। এইভাবে ক্রুদ্ধ যমদূতদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সে মূর্ছিত হয়। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করে তার স্ত্রী-পুত্র উপভোগ করে, সে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। বৃক্ষকে ভূপাতিত করার পূর্বে যেমন তার মূল ছেদন করা হয়, তেমনই সেই পাপীকে ঐ নরকে নিক্ষেপ করার পূর্বে যমদূতেরা নানা প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করে। এই যন্ত্রণা এতই প্রচণ্ড যে, তার ফলে তার বুদ্ধি এবং দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্যই সেই নরককে পণ্ডিতেরা অন্ধতামিস্র বলেন। যে ব্যক্তি তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তার নিজের দেহ এবং দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য দিনের পর দিন অপর প্রাণীর হিংসা করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার দেহ এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে, প্রাণী হিংসাজনিত পাপের ফলে রৌরব নরকে নিপতিত হয়। এই জীবনে যে হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি অন্য প্রাণীদের কষ্ট দেয়, মৃত্যুর পর যখন সে তার কৃত কর্মের ফলে যম-যাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমস্ত প্রাণীসমূহ, যাদের হিংসা করা হয়েছে, তারা 'রুরু' হয়ে তাকে পীড়া দেয়। এই জন্য পণ্ডিতেরা সেই নরককে রৌরব নরক বলেন। রুরু প্রাণীকে এই পৃথিবীতে দেখা যায় না, তারা সর্পের থেকেও হিংস্র। যারা অন্যদের কষ্ট দিয়ে নিজেদের দেহ ধারণ করে, তাদের মহারৌরব নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়। সেই নরকে ক্রব্যাদ নামক রুরু পশুরা তাদের যন্ত্রণা দিয়ে

ধারণে আহার করে। যে সমস্ত নিষ্ঠুর মানুষ তাদের দেহ ধারণের জন্য এবং জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য নিরীহ পশু-পাখীকে হত্যা করে রন্ধন করে, সেই প্রকার ব্যক্তিরা নর-মাংসভোজী রাক্ষসদেরও ঘৃণিত। মৃত্যুর পর যমদূতেরা কুম্ভীপাক নরকে ফুটন্ত তেলে তাদের পাক করে। ব্রহ্মঘাতীকে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যার পরিধি ৮০,০০০ মাইল এবং যা তাম্রনির্মিত। নীচ থেকে অগ্নি এবং উপর থেকে প্রখর সূর্যের তাপে সেই তাম্রময় ভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। সেখানে ব্রহ্মঘাতীকে অন্তরে এবং বাইরে দগ্ধ করা হয়। অন্তরে সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দগ্ধ হয় এবং বাইরে সে প্রখর সূর্যকিরণ ও তপ্ত তাম্রে দগ্ধ হতে থাকে। তাই সে কখনও শয়ন করে, কখনও উপবেশন করে, কখনও উঠে দাঁড়ায় এবং কখনও ইতস্তত ছুটাছুটি করে। এইভাবে একটি পশুর শরীরে যত লোম রয়েছে, তত হাজার বছর ধরে তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আপৎকাল উপস্থিত না হলেও যে ব্যক্তি তাঁর বেদমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাষণ্ড ধর্ম অবলম্বন করে, যমদূতেরা তাকে অসিপত্রবন নামক নরকে নিক্ষেপ করে বেত্রাঘাত করতে থাকে। প্রহারের যন্ত্রণায় সে যখন সেই নরকে ইতস্তত ধাবিত হয়, তখন উভয় পার্শ্বে অসিতুল্য তালপত্রের দ্বারা তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়। তখন সে 'হায়, আমি এখন কি করব। আমি এখন কিভাবে রক্ষা পাব!' এই বলে আর্তনাদ করতে করতে পদে পদে মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। স্বধর্ম ত্যাগ করে পাষণ্ড মত অবলম্বনের ফল এইভাবে ভোগ করতে হয়। ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা ধর্মশীল ব্রাহ্মণকে শারীরিক দণ্ড প্রদান করে, সেই পাপীকে যমদূতেরা শূকরমুখ নরকে নিয়ে যায়। সেখানে অত্যন্ত বলশালী যমদূতেরা তাকে ইক্ষুদণ্ডের মতো নিষ্পেষণ করে। তখন সে আর্তস্বরে রোদন করতে থাকে এবং নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হলে যেমন মোহগ্রস্ত হয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইভাবে মূর্ছিত হয়। নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডদান করার এই ফল। ভগবানের ব্যবস্থাপনায় ছারপোকা, মশা ইত্যাদি নিম্নস্তরের প্রাণীরা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের রক্ত পান করে। এই প্রকার নগণ্য প্রাণীদের কোন চেতনা নেই যে, তাদের দংশনের ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের চেতনা উন্নত এবং তাই তারা জানে মৃত্যু কত বেদনাদায়ক। বিবেক সমন্বিত মানুষ যদি বিবেকহীন ক্ষুদ্র প্রাণীদের হত্যা করে অথবা যন্ত্রণা দেয়, তবে নিশ্চয়ই পাপ হয়। সেই প্রকার মানুষকে ভগবান অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষেপ করে দণ্ডদান করেন এবং সে যে-সমস্ত পশু, পাখী, সরীসৃপ, মশক, উকুন, কীট, মাছি ইত্যাদি প্রাণীদের যন্ত্রণা দিয়েছিল, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা তাকে সবদিক থেকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে তার নিদ্রা-সুখ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে কোথাও বিশ্রাম করতে না পেরে অন্ধকারে নিরন্তর ছুটাছুটি করতে থাকে। এইভাবে অন্ধকূপে সে একটি নিম্নস্তরের প্রাণীর মতো যন্ত্রণা ভোগ করে। যে ব্যক্তি কোন ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হলে অতিথি, বালক বা বৃদ্ধদের তার যথাযথ অংশ না দিয়ে নিজেই ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, সে কাকতুল্য বলে বর্ণিত হয়। তার মৃত্যুর পর তাকে কৃমিভোজন নামক একটি নিকৃষ্ট নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন এবং তা কৃমিতে পূর্ণ। সেখানে সেই কৃমিকুণ্ডে একটি কৃমি হয়ে সে কৃমি ভক্ষণ করে এবং সেখানকার কৃমিরা তাকে ভক্ষণ করে। তার মৃত্যুর পূর্বে সে যদি তার পাপকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে সেই পাপীকে সেই কুণ্ডের বিস্তার যত যোজন তত বছর সেখানে থাকতে হয়।"

"হে রাজন্, যে ব্যক্তি সঙ্কট উপস্থিত না হলেও ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-রত্ন ইত্যাদি ধন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অথবা বল প্রয়োগের দ্বারা অপহরণ করে, তাকে সন্দংশ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে লৌহময় অগ্নিপিণ্ড এবং সাঁড়াশির দ্বারা তার ত্বক ছিন্নভিন্ন করা হয়। এইভাবে তার সারা শরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে, পরলোকে যমদূতেরা তাদের তপ্তসূর্মি নামক নরকে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে প্রহার করে এবং তারপর পুরুষকে তপ্ত লৌহময় স্ত্রীমূর্তি ও স্ত্রীকে সেই প্রকার পুরুষ-মূর্তির দ্বারা আলিঙ্গন করায়। এটিই অবৈধ যৌন সঙ্গের দণ্ড। যে ব্যক্তি পশুদেরও

অভিগমন করে, তার মৃত্যুর পর তাকে বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকে একটি শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, যার কাঁটা বজ্রের মতো। যমদূতেরা সেই পাপীকে তার উপর চড়িয়ে টানতে থাকে এবং তার ফলে সেই কাঁটার দ্বারা তার সারা দেহ বিদীর্ণ হয়। যে সমস্ত রাজন্য বা রাজপুরুষ ক্ষত্রিয় আদি ধর্মশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ধর্মনীতির অবহেলা করে এবং তার ফলে অধঃপতিত হয়, তারা মৃত্যুর পর বৈতরণী নামক নরকের নদীতে পতিত হয়। নরক বেষ্টনকারী পরিখাস্বরূপ এই নদীটি ভয়ঙ্কর জলচর প্রাণীতে পূর্ণ। পাপী ব্যক্তি যখন এই বৈতরণী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেখানকার হিংস্র জলচরেরা তাকে ভক্ষণ করতে শুরু করে। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর পাপকর্মের ফলে তার প্রাণ বহির্গত হয় না। সে তার পাপকর্মের কথা স্মরণ করতে করতে বিষ্ঠা, মূত্র, পূঁজ, রক্ত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস এবং চর্বিপূর্ণ সেই নদীতে যন্ত্রণাভোগ করতে থাকে। শূদ্র-রমণীদের নির্লজ্জ পতিরা ঠিক একটি পশুর মতো জীবন যাপন করে এবং তাই তাদের জীবন সদাচার, শৌচ এবং নিয়মবিহীন। মৃত্যুর পর তাদের পূয়োদ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, যা পূঁজ, মূত্র, শ্লেষ্মা, লালা ইত্যাদি ঘৃণিত বস্তুতে পূর্ণ একটি সমুদ্র। সেখানে তারা এই সমস্ত অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। উচ্চ বর্ণের মানুষ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) যদি কুকুর, গর্দভ ইত্যাদি পশু পালনে আসক্ত হয় এবং অনর্থক মৃগয়ায় গিয়ে পশু হত্যা করে, তা হলে মৃত্যুর পর তাকে প্রাণরোধ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে তাদের লক্ষ্য বানিয়ে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে ধন এবং প্রতিষ্ঠার গর্বে গর্বিত হয়ে, যশ প্রকাশ করার জন্য যজ্ঞে পশু বলি দেয়, তাকে মৃত্যুর পর বিশসন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে বধ করে। যে মূর্খ দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য) তার সবর্ণা পত্নীকে বশে রাখার জন্য নিজের শুক্র পান করায়, পরলোকে যমদূতেরা তাকে লালাভক্ষ নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং সেখানে শুক্রনদীর মধ্যে তাকে শুক্র পান করায়। ইহলোকে যে সমস্ত ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা বিষ প্রদান করে, অথবা যে সমস্ত রাজা বা রাজপুরুষ আয়কর আদায়ের নামে অথবা অন্যান্য উপায়ে বণিক সম্প্রদায়কে লুণ্ঠন করে, মৃত্যুর পর সেই সমস্ত অসুরদের সারমেয়াদন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে ৭২০টি বজ্রের মতো দন্ত সমন্বিত কুকুর রয়েছে। যমদূতের নির্দেশে সেই কুকুরগুলি অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই সমস্ত পাপীদের ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য প্রদান করার সময়, ক্রয় বিক্রয় করার সময় এবং দান করার সময় কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতেরা তাকে শত যোজন উন্নত পর্বত শিখর থেকে মাথা নীচের দিকে করে অবীচিমৎ নামক নরকে নিক্ষেপ করে। সেই নরকের কোন অবলম্বন স্থান নেই এবং প্রস্তর নির্মিত পৃষ্ঠস্থল জলের মতো প্রতীত হয়। কিন্তু সেখানে কোন জল নেই, তাই তাকে বলে অবীচিমৎ (জলহীন)। সেই পাপীদের বার বার পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করা হলেও এবং তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে বিদীর্ণ হলেও, তাদের মৃত্যু হয় না এবং তারা নিরন্তর সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। যে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী সুরাপান করে, কিংবা যে ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য ব্রতপরায়ণ হয়ে প্রমাদবশত সোমরস পান করে, যমদূতেরা তাদের অয়ঃপান নরকে নিয়ে যায়। অয়ঃপান নরকে যমদূতেরা তাদের পা দিয়ে পাপীদের বক্ষস্থল চেপে ধরে তাদের মুখে অত্যন্ত উত্তপ্ত তরল লোহা ঢেলে দেয়। যে নীচ কুলোদ্ভূত এবং অধম হওয়া সত্ত্বেও 'আমি বড়' বলে মিথ্যা অহঙ্কারপূর্বক জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ অথবা আশ্রমে তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করে না, সে জীবিত অবস্থাতেই মৃত এবং মৃত্যুর পর তাকে ক্ষারকর্দম নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে সে যমদূতদের দ্বারা প্রবলভাবে নির্যাতিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। এই পৃথিবীতে অনেক পুরুষ এবং স্ত্রী রয়েছে, যারা ভৈরব অথবা ভদ্রকালীর কাছে নরবলি দিয়ে তাদের মাংস খায়। যারা এই ধরনের যজ্ঞ করে, তাদের মৃত্যুর পর যমালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারা যাদের বলি দিয়েছিল তারা রাক্ষস হয়ে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেখানে তাদের খণ্ড খণ্ড করে কাটে। ইহলোকে নরমাংসভোজী ব্যক্তি যেভাবে নরবলি দিয়ে তার রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে, নিহত ব্যক্তিরাও তেমন পরলোকে

পরিত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে অজামিল সেই বেশ্যাকে নানা উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। সেই বেশ্যার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করেন। অজামিলের বুদ্ধি বেশ্যার কামপূর্ণ দৃষ্টির বাণে বিদ্ধ হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর অতি সুন্দরী নবযৌবনা, সৎ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূতা পত্নীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও, বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে তিনি তাঁর সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে এক দুর্বৃত্তে পরিণত হয়েছিলেন এবং সেই বেশ্যার পুত্র-কন্যা সমন্বিত পরিবার প্রতিপালন করতে ধন উপার্জন করার জন্য চৌর্য এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতেন। এই ব্রাহ্মণ এইভাবে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে, যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়ে এবং বেশ্যার তৈরি ভোজন আহার করে দীর্ঘকাল যাপন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর জীবন অত্যন্ত পাপময় হয়েছিল এবং তিনি অপবিত্র ও অন্যায় কর্মে আসক্ত হয়েছিলেন। এই অজামিল কোন প্রায়শ্চিত্ত করেননি। অতএব আমরা তাঁকে তাঁর পাপ কর্মের দণ্ডভোগের জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে তাঁর পাপকর্ম অনুসারে দণ্ডভোগ করে তিনি শুদ্ধ হবেন।"

❀ ❀ ❀

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণুদূত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্‌, নীতিশাস্ত্রকুশল বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের মুখে সেই কথা শুনে তার উত্তরে বললেন, 'আহা, কী কষ্ট! যেখানে ধর্মের পালন হওয়া উচিত সেই সভায় অধর্ম প্রবেশ করছে। যাঁরা ধর্মের পালক, তাঁরা অনর্থক একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে দণ্ড দিচ্ছেন। রাজা অথবা সরকারি কর্মচারীদের পুত্রবৎ স্নেহে প্রজাদের পালন করা উচিত এবং রক্ষা করা উচিত। তাঁদের কর্তব্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজাদের সদুপদেশ দেওয়া এবং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া। যমরাজ তা করেন কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ধর্মাধীশ এবং যাঁরা তাঁর পন্থা অনুসরণ করেন, তাঁরাও তাই করেন। কিন্তু, তাঁরা যদি ভ্রষ্ট হয়ে যান এবং একজন নিরীহ, নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করে পক্ষপাত প্রদর্শন করেন, তা হলে প্রতিপালন এবং সুরক্ষার জন্য লোকেরা কোথায় যাবে? জনসাধারণ সমাজের নেতাদের আদর্শ অনুসরণ করে এবং তাদের আচরণের অনুকরণ করে। নেতারা যা স্বীকার করে, প্রজারা তাকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষের ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান নেই। সাধারণ মানুষের অবস্থা ঠিক একটি অবোধ পশুর মতো, যে তার পালনকর্তা প্রভুর উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তার কোলে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যায়। নেতা যদি সত্যি সত্যি সদয়-হৃদয় হন এবং জীবের বিশ্বাসযোগ্য হন, তা হলে কিভাবে তিনি পূর্ণ বিশ্বাস এবং মৈত্রী সহকারে যে তাঁর সর্বতোভাবে শরণাগত হয়েছে, তাকে দণ্ড দিতে পারেন অথবা হত্যা করতে পারেন? অজামিল তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবল এই জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্তই করেননি, বিবশ হয়ে ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে তাঁর কোটি কোটি জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। যদিও তিনি শুদ্ধ নাম উচ্চারণ করেননি, তবুও কেবল নামাভাসের ফলেই তিনি এখন শুদ্ধ হয়ে মুক্তি লাভের যোগ্য হয়েছেন।' "

"পূর্বেও এই অজামিল ভোজনাদি সময়ে 'বৎস নারায়ণ, এখানে এসো' এইভাবে তাঁর পুত্রকে ডেকেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও না-রা-য়-ণ এই চারটি বর্ণ উচ্চারণ করার ফলে, তিনি তাঁর কোটি কোটি বছরের কর্মার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। স্বর্ণ অথবা অন্যান্য মূল্যবান বস্তু অপহরণকারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী-হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, পিতৃ-হত্যাকারী, রাজ-হত্যাকারী এবং অন্য যে সমস্ত মহাপাতকী রয়েছে, শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য নাম উচ্চারণের ফলেই এই প্রকার পাপীরা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভগবান তখন মনে করেন, 'যেহেতু এই ব্যক্তি আমার নাম উচ্চারণ করেছে, তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে তাকে রক্ষা করা।' ভগবান শ্রীহরির দিব্য নাম একবার উচ্চারণ করে মানুষ যেভাবে নির্মল হয়, বৈদিক ব্রত অথবা প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে সেইভাবে নির্মল হওয়া যায় না। যদিও প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তার ফলে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে, ভগবানের যশ, গুণ, বৈশিষ্ট্য, লীলা, পরিকর আদির স্মরণ হয়। ধর্মশাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয় না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের পরে মানুষের মন আবার জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দিকে ধাবিত হয়। অতএব, যারা সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাদের পক্ষে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা অর্থাৎ ভগবানের নাম, যশ এবং লীলার মহিমা কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই কীর্তন হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সর্বতোভাবে বিধৌত করে। মৃত্যুর সময় এই অজামিল অসহায় হয়ে অতি উচ্চস্বরে ভগবানের নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছেন। কেবল সেই নামোচ্চারণই সমস্ত পাপময় জীবনের কর্মফল থেকে ইতিমধ্যেই তাঁকে মুক্ত করেছে। অতএব, হে যমদূতগণ, তাঁকে নরকে দণ্ডভোগ করার জন্য তোমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না। অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করে হোক, পরিহাসছলে হোক, সংগীত বিনোদনের জন্য হোক অথবা অবহেলার সঙ্গেই হোক, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তৎক্ষণাৎ অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞবিদ মহাত্মারা সেই কথা স্বীকার করেছেন। উচ্চ গৃহ থেকে পতিত হয়ে, পথে যেতে যেতে পা পিছলে পড়ে হাড় ভেঙে যাওয়ার ফলে, সর্প দংশনের ফলে, প্রবল জ্বরে পীড়িত হয়ে অথবা অস্ত্রের দ্বারা আহত হয়ে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি যদি অবশেও দিব্য হরিনাম উচ্চারণ করে, তা হলে সে পাপী হলেও তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। মহর্ষিরা বিশেষ বিচার করে গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেছেন। কিন্তু হরিনাম কীর্তনের ফলে লঘু-গুরু নির্বিশেষে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। যদিও তপস্যা, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, তবুও সেই সমস্ত পুণ্যকর্ম হৃদয়ের কর্মবাসনা সমূলে উৎপাটিত করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ কর্ম-বাসনারূপ সমস্ত কলুষ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। অগ্নি যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত করে, তেমনই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে উত্তমশ্লোক ভগবানের নাম কীর্তন করলে, সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। কেউ যদি কোন ওষুধের শক্তি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সেই ওষুধ সেবন করে অথবা তাকে জোর করে সেবন করানো হয়, তা হলে সে ওষুধের প্রভাব না জানলেও তা ক্রিয়া করবে, কারণ সেই ওষুধের শক্তি রোগীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। তেমনই, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রভাব না জানলেও কেউ যদি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তা উচ্চারণ করে, তবে তার ফল সে প্রাপ্ত হবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্‌, বিষ্ণুদূতেরা এইভাবে অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি-তর্কের দ্বারা ভাগবত-ধর্মের সিদ্ধান্ত বিচার করে ব্রাহ্মণ অজামিলকে যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং আসন্ন মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন।"

"হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে বিষ্ণুদূতদের প্রত্যুত্তর শুনে, যমদূতেরা যমরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল। যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ অজামিল ভয়মুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি তখন মস্তকে বিষ্ণুদূতদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর সশ্রদ্ধ

জীবনের একমাত্র কর্তব্য শ্রীবিষ্ণুর ব্রত অনুষ্ঠান করে না, তাদেরও আমার কাছে নিয়ে এসো।"

(তারপর যমরাজ নিজেকে এবং তাঁর ভৃত্যদের অপরাধী বলে মনে করে, ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন।) "হে ভগবান, অজামিলের মতো একজন বৈষ্ণবকে গ্রেপ্তার করে আমার ভৃত্যেরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছে। হে নারায়ণ, হে পুরাণ পুরুষ, দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। অজ্ঞানতাবশত আমরা অজামিলকে আপনার ভৃত্য বলে চিনতে পারিনি এবং তার ফলে আমরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছি। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে আমরা আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হে ভগবান, যেহেতু আপনি পরম দয়ালু এবং সমস্ত সদ্গুণ সমন্বিত, তাই দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুনন্দন, ভগবানের নাম-সংকীর্তন গুরুতর পাপ-সমূহকেও সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। তাই সেই নাম-সংকীর্তনই সমগ্র জগতের মঙ্গলস্বরূপ। তা অবগত হওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে অন্যেরাও নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থা অবলম্বন করে। নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম এবং তাঁর কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তন করার মতো অল্পায়াসেই শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়, যা হৃদয়ের সমস্ত কলুষ বিধৌত করে। তা যেভাবে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে, ব্রত আদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান তা পারে না। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের মধুপানরত ভক্তেরা প্রকৃতির তিন গুণের অধীনে সম্পাদিত দুঃখ-দুর্দশা প্রদানকারী জড়-জাগতিক কার্যকলাপে কখনও আসক্ত হন না। তাঁরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে রত হন না। কিন্তু, যারা বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় অবহেলা করার ফলে, কাম-বাসনার দ্বারা মোহিত হয়ে কখনও কখনও প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের হৃদয় পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হওয়ার ফলে, তারা পুনরায় সেই পাপকর্মে লিপ্ত হয়। যমদূতেরা তাদের প্রভুর মুখে ভগবানের এবং তাঁর নাম, যশ ও গুণাবলীর মহিমা শ্রবণ করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। তখন থেকে তারা ভগবদ্ভক্তদের দর্শন করা মাত্রই তাঁদের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করতেও ভয় করে। কুম্ভ-উদ্ভূত মহর্ষি অগস্ত্য যখন মলয় পর্বতে অবস্থান করে ভগবানের আরাধনায় রত ছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই অত্যন্ত গোপনীয় ইতিহাস বলেছিলেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য প্রার্থনা

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—"হে ভগবন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতা, অসুর, নর, নাগ, পশু ও পক্ষীদের সৃষ্টির বৃত্তান্ত আপনি (তৃতীয় স্কন্ধে) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি তা সবিস্তারে জানতে ইচ্ছা করি। পরমেশ্বর ভগবান যে শক্তির দ্বারা পরবর্তী সৃষ্টি সম্পাদন করেছিলেন, সেই সম্বন্ধেও আমি জানতে চাই।"

সূত গোস্বামী বললেন—(নৈমিষারণ্যে সমবেত) "হে মহর্ষিগণ, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে, মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রশংসা করে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"প্রাচীনবর্হির দশজন পুত্র তপস্যা সমাপন করে যখন সমুদ্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, সারা

পৃথিবী বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। সমুদ্রের মধ্যে দীর্ঘকাল তপস্যা করার ফলে, বৃক্ষসমূহের প্রতি প্রচেতাদের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়েছিল এবং তাঁরা সেই বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করার বাসনায় তাঁদের মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই অগ্নি ও বায়ুর দ্বারা বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ হতে দেখে, বনস্পতিদের রাজা চন্দ্রদেব প্রচেতাদের ক্রোধ শান্ত করার জন্য বললেন। হে মহা ভাগ্যবানগণ, এই দীন বৃক্ষরাজিকে দগ্ধ করা আপনাদের উচিত নয়। আপনাদের কর্তব্য প্রজাদের সমৃদ্ধি সাধন করা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবদের পতি, এমন কি তিনি ব্রহ্মা আদি প্রজাপতিদেরও পতি। সেই সর্বব্যাপক এবং অব্যয় প্রভু সমস্ত জীবদের ভক্ষ্যরূপে এই সমস্ত বনস্পতি এবং ওষধি সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ফল ও ফুল পতঙ্গ এবং পক্ষীদের খাদ্য; ঘাস আদি পদহীন জীবেরা গো-মহিষ আদি চতুষ্পদ প্রাণীদের খাদ্য; যে সমস্ত প্রাণী তাদের সামনের পা দুটিকে হাতের মতো ব্যবহার করতে পারে না, তারা খাদ্যযুক্ত ঘাস আদি পশুর খাদ্য; এবং হরিণ, ছাগল আদি চতুষ্পদ প্রাণী ও শস্য ইত্যাদি মানুষদের খাদ্য।"

"হে নির্মল আত্মাগণ, আপনাদের পিতা প্রাচীনবর্হি এবং পরমেশ্বর ভগবান আপনাদের প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব কিভাবে আপনারা এই সমস্ত বৃক্ষ এবং ওষধি ভস্মীভূত করছেন, যা প্রজাদের জীবন ধারণের উপযোগী? আপনাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রমুখ মহাত্মারা যে সৎ মার্গ অনুসরণ করেছেন, মনুষ্য, পশু এবং বৃক্ষাদি প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার সেই মার্গ আপনারাও অনুসরণ করুন। ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনাদের পক্ষে সংগত নয়। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আপনাদের ক্রোধ সংবরণ করুন। পিতা-মাতা যেমন শিশুদের বন্ধু এবং রক্ষক, পলক যেমন চক্ষুর রক্ষক, পতি যেমন স্ত্রীর পালক এবং রক্ষক, গৃহস্থ যেমন ভিক্ষুকদের পালক এবং জ্ঞানী যেমন অজ্ঞানীর বন্ধু, তেমনই রাজা প্রজাদের রক্ষক এবং প্রাণদাতা। বৃক্ষও রাজার প্রজা। তাই তাদের রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবান মানুষ-পশু-পক্ষী-বৃক্ষ আদি স্থাবর অথবা জঙ্গম, সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তাই আপনারা প্রতিটি প্রাণীকেই সেই ভগবানের অধিষ্ঠান ভূমি বা মন্দির বলে দর্শন করুন। এই প্রকার দর্শনের দ্বারা আপনারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করবেন। ক্রোধবশে এই সমস্ত জীবদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের হত্যা করা আপনাদের উচিত নয়। যে ব্যক্তি আত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধানের দ্বারা তাঁর অন্তরে ক্রোধ যা আকাশ থেকে পতনের মতো হঠাৎ জেগে ওঠে, তা সংযত করেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই দীন বৃক্ষগুলিকে দহন করার কোন প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত বৃক্ষ অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের মঙ্গল হোক। আপনাদেরও মঙ্গল হোক। এখন আপনারা বৃক্ষদের দ্বারা পালিত 'মারিষা' নাম্নী অতি সুন্দরী এবং গুণবতী এই কন্যাটিকে আপনাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে প্রচেতাদের শান্ত করে, চন্দ্রাধিপতি সোমদেব প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার অতি সুন্দরী কন্যাটিকে তাঁদের প্রদান করেছিলেন। প্রচেতারা প্রত্যেকে সেই অতি সুন্দরী গুরুনিতম্বিনী কন্যাটিকে ধর্ম অনুসারে বিবাহ করেছিলেন। সেই কন্যার গর্ভে প্রচেতারা দক্ষ নামক একটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, যিনি প্রজাসমূহের দ্বারা ত্রিলোক পূর্ণ করেছিলেন।"

"দুহিতৃবৎসল প্রজাপতি দক্ষ যেভাবে বীর্য ও মনের দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমার কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর মনের দ্বারা প্রথমে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, পক্ষী, পশু, জলচর প্রভৃতি প্রজাবর্গ সৃষ্টি করেন। কিন্তু প্রজাপতি দক্ষ যখন দেখলেন যে, তাঁর সৃষ্ট প্রজাসমূহের যথাযথভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে না, তখন তিনি বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী কোন একটি পর্বতে গিয়ে দুষ্কর তপস্যা করেছিলেন। সেই পর্বতের নিকটে অঘমর্ষণ নামক একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান ছিল। সেখানে প্রজাপতি দক্ষ ত্রিসন্ধ্যা স্নান-আচমনাদি করে তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। হে রাজন, প্রজাপতি দক্ষ যে হংসগুহ্য নামক স্তোত্রের দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন এবং সেই স্তুতির ফলে ভগবান শ্রীহরি

যেভাবে দক্ষের প্রতি তুষ্ট হয়েছিলেন, তা আমি আপনার কাছে কীর্তন করব।"

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান মায়া ও মায়ার দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত জড় পদার্থের অতীত। তিনি অব্যভিচারী জ্ঞান ও পরম ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত এবং তিনি জীব ও মায়াশক্তির নিয়ন্তা। বদ্ধ জীবেরা, যারা এই জড় জগৎকে সব কিছু বলে মনে করে, তারা তাঁকে দর্শন করতে পারে না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ আদি প্রমাণের অতীত। তাই তিনি স্বতঃপ্রমাণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তিনি কোন কারণ থেকে উৎপন্ন হননি। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। (রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ এবং শব্দ) ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়গুলি যেমন জানতে পারে না যে, ইন্দ্রিয়গুলি কিভাবে তাদের অনুভব করে, তেমনি বদ্ধ জীব পরমাত্মার সঙ্গে দেহে নিবাস করলেও বুঝতে পারে না, সমস্ত জড় সৃষ্টির ঈশ্বর কিভাবে সেই পরম পুরুষ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনা করেন। সেই পরম নিয়ন্তা পরম পুরুষকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যেহেতু দেহ, প্রাণ, অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) হচ্ছে জড় তত্ত্ব, তাই তারা তাদের নিজ প্রকৃতি জানতে পারে না এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও তাদের নিয়ন্তাদের প্রকৃতিও জানতে পারে না। কিন্তু জীব চিন্ময় হওয়ার ফলে, তার দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়, মহাভূত ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে জানতে পারে এবং তাদের মূল স্বরূপ তিন গুণকেও জানতে পারে। জীব যদিও সম্পূর্ণরূপে সেগুলি সম্বন্ধে অবগত, তবুও সে সর্বজ্ঞ অসীম পরম পুরুষকে জানতে পারে না। আমি তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কারও চেতনা যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় অস্তিত্বের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় যাঁর চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না এবং সুষুপ্তিতে যাঁর চিত্তের লয় হয় না, তিনি সমাধি স্তর প্রাপ্ত হন। জড় দর্শন এবং মনের স্মৃতি, যা নাম ও রূপ প্রকাশ করে, তা তখন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ সমাধিতে কেবল ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে প্রকাশিত হন। শুদ্ধ চিন্ময় অন্তঃকরণে যাঁকে দর্শন করা যায়, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বৈদিক কর্মকাণ্ডে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দক্ষ বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা যেমন পঞ্চদশ সামিধেনী মন্ত্রের দ্বারা কাঠের অভ্যন্তরে সুপ্তভাবে অবস্থিত অগ্নিকে প্রকাশ করে বৈদিক মন্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন, তেমনই যাঁরা প্রকৃতপক্ষে উন্নত চেতনা সমন্বিত, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত, তাঁরা হৃদয় অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন। বদ্ধ জড়া প্রকৃতির তিন গুণ এবং নয়টি উপাদানের দ্বারা (প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র) এবং পঞ্চ মহাভূত ও দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি এই সপ্তবিংশতি উপাদানের দ্বারা গঠিত। মহান যোগীরা পরমাত্মারূপে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজমান ভগবানের ধ্যান করেন। সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। কেউ যখন জড়া প্রকৃতির অন্তহীন বৈচিত্র্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখনই তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন তখনি তিনি প্রকৃতপক্ষে এই মুক্তি লাভ করতে পারেন এবং তাঁর সেবাবৃত্তির প্রভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। সেই ভগবানকে জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিবিধ চিন্ময় নামের দ্বারা সম্বোধন করা যায়। সেই পরমেশ্বর ভগবান কখন আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন? জড় শব্দের দ্বারা যা কিছু ব্যক্ত হয়, বুদ্ধির দ্বারা যা কিছু নিরূপিত হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যা কিছু গ্রাহ্য হয় অথবা মনের দ্বারা যা সংকল্পিত হয়, তা সবই জড়া প্রকৃতির গুণের কার্য বলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টির অতীত, কারণ তিনি সমস্ত জড় গুণ এবং সৃষ্টির উৎস। সর্বকারণের পরম কারণরূপে তিনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এবং প্রলয়ের পরেও থাকবেন। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুরই পরম আশ্রয় এবং উৎস। সব কিছুই তাঁর দ্বারা সম্পাদিত, সব কিছুই তাঁর এবং সব কিছুই তাঁকে নিবেদন করা হয়। তিনি হচ্ছেন পরম লক্ষ্য, তিনি নিজেই কর্ম অথবা অন্যদের দিয়েই করান, তিনিই হচ্ছেন পরম কর্তা। উচ্চাবচ বহু কারণ রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তিনিই সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি পরমব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ, যিনি সমস্ত কার্য-কারণের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং তাঁর

কোন কারণ নেই। আমি তাই তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত চিন্ময় গুণ সমন্বিত। সমস্ত দার্শনিকদের হৃদয় অভ্যন্তর থেকে যিনি বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করেন, তাঁরই প্রভাবে তারা তাদের নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায় এবং তার ফলে কখনও তাদের মধ্যে বিবাদ হয় আবার কখনও ঐক্য হয়। এইভাবে তিনি এই জড় জগতে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যার ফলে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দুটি পক্ষ রয়েছে—আস্তিক এবং নাস্তিক। আস্তিকেরা, যারা পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে, তারা যোগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কারণের অনুসন্ধান করে। কিন্তু সাংখ্যবাদীরা, যারা কেবল জড় উপাদানের বিশ্লেষণ করে, তারা নির্বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ভগবান, পরমাত্মা এমন কি ব্রহ্মকেও পরম কারণরূপে স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, তারা জড়া প্রকৃতির অনাবশ্যক বহিরঙ্গা ক্রিয়াকলাপে মগ্ন থাকে। কিন্তু, চরমে উভয় পক্ষই এক পরম সত্যকে স্বীকার করে, কারণ বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করলেও তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই পরম কারণ। তারা উভয়েই সেই পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সেই পরমব্রহ্মকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। অচিন্ত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান জড় নাম, রূপ এবং কার্যকলাপ রহিত। তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবারত ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপাময়। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে তাঁর বিবিধ লীলার মাধ্যমে তাঁর চিন্ময় নাম এবং রূপ প্রকাশ করেন। সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হন। বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ গ্রহণ করে সেই গন্ধবিশিষ্ট হয় অথবা ধূলি মিশ্রিত হয়ে সেই বর্ণবিশিষ্ট হয়, তেমনই ভগবানও জীবের বাসনা অনুসারে নিম্ন স্তরের উপাসনা মার্গে, তাঁর আদি রূপে প্রকাশিত না হয়ে দেবতারূপে প্রকাশিত হন। সেই সমস্ত অন্য রূপের কি প্রয়োজন? আদি পুরুষ ভগবান কৃপাপূর্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, দক্ষের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং অঘমর্ষণ নামক পবিত্র স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর বাহন গরুড়ের স্কন্ধে বিন্যস্ত এবং তাঁর অষ্ট মহাভুজ আজানুলম্বিত। সেই আট হাতে তাঁর শঙ্খ, চক্র, অসি, চর্ম, বাণ, ধনুক, পাশ এবং গদা—এই আটটি অস্ত্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর পরনে ছিল পীত বসন এবং অঙ্গকান্তি ঘনশ্যাম। তাঁর নয়ন ও বদন অত্যন্ত প্রসন্ন এবং তাঁর কণ্ঠে আপদ-বিলম্বিত বনমালা। তাঁর বক্ষ কৌস্তুভ মণি এবং শ্রীবৎস চিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁর মস্তকে মহা উজ্জ্বল কিরীটশোভা এবং তাঁর কর্ণযুগল মকর-কুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সমস্ত অলঙ্কার অলৌকিক সৌন্দর্য সমন্বিত ছিল। তাঁর কটিদেশে ছিল স্বর্ণমেখলা, মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় এবং চরণযুগলে নূপুর। এইভাবে অলঙ্কারে বিভূষিত অখিল জগতের প্রভু শ্রীহরি ত্রিলোক বিমোহনকারী পুরুষোত্তমরূপে নারদ ও নন্দ আদি পার্ষদসমূহ, ইন্দ্র আদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে থেকে স্তব পাঠ এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন। ভগবানের সেই পরম আশ্চর্য জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করে প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে একটু ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর অত্যন্ত প্রহৃষ্ট হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করেছিলেন। ঝর্ণার জলপ্রবাহে নদী যেমন পূর্ণ হয়, তেমনই অত্যন্ত আনন্দে দক্ষের ইন্দ্রিয়গুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার ফলে দক্ষ কিছুই বলতে পারলেন না। তিনি কেবল ভূমিতে দণ্ডবৎ পড়ে রইলেন। প্রজাপতি দক্ষ কিছু না বলতে পারলেও, সর্বভূতের অন্তর্যামী ভগবান তাঁর ভক্তকে প্রজাবৃদ্ধির বাসনায় তাঁর সম্মুখে সেইভাবে প্রণত দেখে, তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে মহাভাগ্যবান প্রাচেতস, যেহেতু তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাই আমার প্রতি তুমি পরম ভক্তি লাভ করেছ। প্রকৃতপক্ষে, তোমার পরম ভক্তিযুক্ত তপস্যার প্রভাবে তোমার বাসনা এখন পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। তুমি পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ।"

"হে প্রজাপতি দক্ষ, তুমি বিশ্ব সংসারের মঙ্গল এবং বৃদ্ধি সাধনের জন্য কঠোর তপস্যা করেছ। ব্রহ্মাও তাই

যে, এই জগতের সকলেই সুখী হোক। তুমি যেহেতু সারা জগতের মঙ্গল সাধন করে আমার বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছ, তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। ব্রহ্মা, শিব, মনু, সমস্ত দেবতা এবং তোমরা প্রজাপতিরা সকলেই সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য কার্য কর। তোমরা সকলে আমারই বিভূতি অর্থাৎ গুণাবতার বিশেষ।"

"হে ব্রাহ্মণ, ধ্যানরূপ তপস্যা আমার হৃদয়, মন্ত্ররূপে বৈদিক জ্ঞান আমার দেহ, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং ভক্তিভাব আমার আকৃতি, সুনিষ্পন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান অঙ্গ, পুণ্যকর্ম অথবা সুকৃতি আমার মন এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগে আমার আদেশ পালনকারী দেবতারা আমার প্রাণ। এই জড় সৃষ্টির পূর্বে, আমার বিশেষ চিন্ময় শক্তিসহ আমিই কেবল ছিলাম। চেতনা তখন অপ্রকাশিত ছিল, ঠিক যেমন নিদ্রিত অবস্থায় কারও চেতনা অপ্রকাশিত থাকে। আমি অনন্ত গুণের উৎস এবং তাই আমি অনন্ত অথবা সর্বব্যাপ্ত নামে পরিচিত। আমার মায়াশক্তি থেকে আমারই মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই তোমার উৎসস্বরূপ অযোনিজ ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছেন। আমারই শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা (স্বয়ম্ভূ) যখন সৃষ্টিকার্যে উদ্যত হয়ে নিজেকে অসমর্থ বলে মনে করেছিলেন, তখন আমি তাঁকে উপদেশ প্রদান করেছিলাম। সেই উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার প্রভাবেই বিভু ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তোমাদের নয়জন বিশ্বস্রষ্টাকে সৃষ্টি করেন।"

"হে বৎস দক্ষ, প্রজাপতি পঞ্চজনের অসিক্নী নামক একটি কন্যা রয়েছে। তাকে আমি তোমায় প্রদান করছি, তুমি তাকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ কর। তুমি স্ত্রী-পুরুষের রতিরূপ ধর্ম অবলম্বন করে, প্রজাবৃদ্ধির জন্য এই কন্যার গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। তুমি যে শত-সহস্র সন্তান উৎপাদন করবে, তারা আমার মায়ার দ্বারা মোহিত হবে তোমার মতো মৈথুনভাব অবলম্বন করবে। কিন্তু তোমার এবং তাদের উপর আমার কৃপার প্রভাবে, তারা আমার পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করে ভক্তি সহকারে তা আমাকে উপহার দেবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি প্রজাপতি দক্ষের সমক্ষে এইভাবে বলে, স্বপ্নে উপলব্ধ বস্তুর মতো সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

নারদ মুনির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুমায়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাঞ্চজনীর (অসিক্নীর) গর্ভে দশ হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁরা হর্যশ্ব নামে পরিচিত।"

"হে রাজন্, প্রজাপতি দক্ষের সেই সমস্ত পুত্রদের স্বভাব ছিল অত্যন্ত নম্র এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতার অত্যন্ত বাধ্য। তাঁদের পিতা যখন তাঁদেরকে সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন। পশ্চিমে যেখানে সিন্ধুনদী সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানে নারায়ণসর নামক একটি তীর্থস্থান রয়েছে। বহু মুনি ঋষি এবং সিদ্ধগণ সেই স্থানে বাস করেন। হর্যশ্বরা সেই পবিত্র তীর্থের জল স্পর্শ করে ও তাতে স্নান করে বিশেষভাবে পবিত্র হয়েছিলেন এবং তাঁদের পারমহংস-

ধর্মে মতি হয়েছিল। কিন্তু, যেহেতু তাঁদের পিতা তাঁদের প্রজাবৃদ্ধির আদেশ দিয়েছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ প্রজাবৃদ্ধির জন্য তপস্যারত হর্যশ্বদের দেখতে পেয়ে তাঁদের কাছে এসেছিলেন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হে হর্যশ্বগণ, তোমরা পৃথিবীর অন্ত দর্শন করনি। সেখানে একটি রাজ্য রয়েছে, যেখানে কেবল একজন মানুষ বিরাজ করেন। সেখানে একটি গর্ত রয়েছে, যেখানে প্রবেশ করলে কেউ বেরিয়ে আসে না। সেখানে একটি স্ত্রী রয়েছে যে অত্যন্ত অসতী এবং সে বিভিন্ন মনোহর বসনের দ্বারা নিজেকে সাজায়, আর সেখানে এক পুরুষ আছে যে তার পতি। সেই রাজ্যে একটি নদী আছে যা উভয় দিকে প্রবাহিত। সেখানে একটি আশ্চর্য গৃহ রয়েছে, যা পঁচিশটি উপাদানের দ্বারা নির্মিত, একটি হংস রয়েছে, যে বিবিধ শব্দ করে এবং একটি বস্তু আছে যা ক্ষুর ও বজ্রের দ্বারা নির্মিত এবং স্বয়ং ভ্রমণশীল। তোমরা সেই সব দর্শন করনি; সুতরাং তোমরা উন্নত-জ্ঞানহীন অনভিজ্ঞ বালক। অতএব তোমরা প্রজা সৃষ্টি করবে কি করে? হায়, তোমাদের পিতা সর্বজ্ঞ, কিন্তু তোমরা তাঁর প্রকৃত আদেশ জান না। সুতরাং তোমাদের পিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, তোমরা কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করবে?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নারদ মুনির সেই হেঁয়ালিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করে, হর্যশ্বেরা তাঁদের স্বাভাবিক বিচারশক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধির দ্বারা নিজেরাই তা বিচার করতে লাগলেন।"

"(হর্যশ্বরা নারদ মুনির বাণীর অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—) 'ভূ' ('পৃথিবী') শব্দের অর্থ ক্ষেত্র। কর্মের ফলস্বরূপ উৎপন্ন যে জড় শরীর, তা সমস্ত জীবের কর্মক্ষেত্র এবং তা তাকে ভ্রান্ত উপাধি প্রদান করে। জীব অনাদিকাল থেকে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা তার ভববন্ধনের মূলস্বরূপ। কেউ যদি মূর্খতাবশত এই অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয় এবং এই বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা না করে, তা হলে তার অনিত্য কর্মের অনুষ্ঠানে কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি বলেছেন যে, একটি রাজ্য রয়েছে যেখানে একজন মাত্র পুরুষ রয়েছেন। হর্যশ্বেরা তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।) একমাত্র ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান যিনি সর্বত্র সব কিছু পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন নন, কারণ তিনি সর্বদা এই জড় সৃষ্টির অতীত। মানব-সমাজ যদি তাদের উন্নত জ্ঞান এবং কার্যকলাপের দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে না জেনে, কেবল তাদের অনিত্য সুখভোগের জন্য দিন-রাত কুকুর-বেড়ালের মতো পরিশ্রম করে, তা হলে তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপে কি লাভ?"

"(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি বিল বা ছিদ্র রয়েছে যেখানে প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। হর্যশ্বরা সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পাতালে প্রবেশ করলে যেমন সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসা যায় না, তেমনি বৈকুণ্ঠ ধামে (প্রত্যক্-ধাম) প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর এই জড় জগতে কেউ ফিরে আসে না। এমন কোন স্থান যদি থাকে, যেখানে গেলে আর এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, তা হলে সেই স্থানটি দর্শন না করে বা জানবার চেষ্টা না করে, কেবল বাঁদরের মতো এই জড় জগতে লাফালাফি করলে কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি এক বেশ্যা রমণীর বর্ণনা করেছেন। হর্যশ্বেরা সেই রমণীকে চিনতে পেরেছেন।) রজোগুণ সমন্বিত জীবের অস্থির বুদ্ধি একটি বেশ্যার মতো জীবের মোহ উৎপাদনের জন্য তার বেশ পরিবর্তন করে। তা বুঝতে না পেরে মানুষ যদি অনিত্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, তাতে তার কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি এক বেশ্যাপতি পুরুষের কথাও বলেছেন। হর্যশ্বেরা সেই বর্ণনাটি এইভাবে বুঝেছিলেন—) কেউ যদি বেশ্যার পতি হয়, তা হলে সে তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। তেমনই, কলুষিত বুদ্ধিমত্তা সমন্বিত ব্যক্তি তার জড়-জাগতিক জীবনকে বর্ধিত করে। জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিরাশ হয়ে সে তার বুদ্ধির গতি অনুসরণ করে, যার ফলে সে বিভিন্ন সুখ এবং দুঃখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কেউ যদি সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে, তার ফলে কি লাভ হয়?"

"(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি নদী আছে যা উভয় দিকে প্রবাহিত। হর্যশ্বেরা সেই বর্ণনার তাৎপর্য

উপলব্ধি করেছিলেন।) সৃষ্টি এবং প্রলয়কারিণী মায়াই সেই নদী। তাই সেই নদীটি উভয় দিকে প্রবাহিত। কেউ যদি অজ্ঞানবশত সেই নদীতে পতিত হয়, তা হলে সে তার স্রোতে নিমজ্জিত হয় এবং যেহেতু তটের নিকটে সেই নদীর বেগ অত্যন্ত প্রবল, তা সে সেখান থেকে উঠে আসতে পারে না। মায়ারূপ সেই নদীতে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি পঁচিশটি উপাদানের দ্বারা নির্মিত একটি গৃহের কথা বলেছিলেন। হর্যশ্বেরা সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পরমেশ্বর ভগবান পঁচিশটি তত্ত্বের আশ্রয় এবং পরম পুরুষরূপে তিনি কার্য ও কারণের পরিচালক এবং প্রকাশক। কেউ যদি সেই পরম পুরুষকে না জেনে অনিত্য সকাম কর্মে যুক্ত হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি একটি হংসের কথা বলেছেন। এইভাবে সেই হংসটির তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।) বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সমস্ত জড় এবং চিন্ময় শক্তির উৎস ভগবানকে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি শক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হংস হচ্ছেন তিনি যিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, যিনি সব কিছুর সার গ্রহণ করেন এবং বন্ধনের কারণ ও মুক্তির উপায় বিশ্লেষণ করেন। শাস্ত্রের বাণী বিবিধ শব্দ-তত্ত্ব সমন্বিত। কোন মূর্খ যদি এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ত্যাগ করে অনিত্য কর্মকলাপে যুক্ত হয়, তা হলে তার পরিণাম কি হবে?"

"(নারদ মুনি ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত একটি বস্তুর উল্লেখ করেছিলেন। হর্যশ্বেরা সেই রূপকটির অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) কালের গতি অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ, যেন তা ক্ষুর এবং বজ্রের দ্বারা নির্মিত। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অপ্রতিহতভাবে কাল সারা জগতের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত করে। কেউ যদি এই কালচক্রকে জানার চেষ্টা না করে অনিত্য সকাম কর্মের অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?"

"(নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মূর্খতাবশত মানুষ কিভাবে তার পিতার আদেশ অমান্য করতে পারে। এই প্রশ্নের অর্থ হর্যশ্বেরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) শাস্ত্রনির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। বৈদিক সংস্কৃতিতে উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্রের উপদেশ শিক্ষা লাভের ফলে এই দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। অতএব, শাস্ত্র হচ্ছেন প্রকৃত পিতা। সমস্ত শাস্ত্রে জড়-জাগতিক জীবনের সমাপ্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি তার পিতার বা শাস্ত্রের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, তা হলে সে মূর্খ। জড় দেহের পিতার যে আদেশ পুত্রকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করে, তা প্রকৃত পিতার উপদেশ নয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্‌, নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করে, প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উপদেশ পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন এবং একমত হয়েছিলেন। সেই মহর্ষিকে তাঁদের গুরুদেবরূপে বরণ করে তাঁরা তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং যে পথে গেলে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না, তাঁরা সেই পথে গমন করেছিলেন। সপ্ত স্বর—সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা এবং নি সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মূলত সেগুলি এসেছে সামবেদ থেকে। দেবর্ষি নারদ ভগবানের লীলা বর্ণনা করে গান করেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই অপ্রাকৃত চিন্ময় মহামন্ত্রের কীর্তনের প্রভাবে মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্র হয়। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়। হর্যশ্বদের উদ্ধার করার পর, নারদ মুনি ভগবান শ্রীহৃষীকেশের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত একাগ্র করে সমস্ত গ্রহলোকে ভ্রমণ করতে লাগলেন।"

"প্রজাপতি দক্ষের পুত্র হর্যশ্বেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত সুশীল এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন পুত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, নারদ মুনির উপদেশে তাঁরা তাঁদের পিতার আদেশের প্রতি বিমুখ হন। দক্ষ যখন সেই সংবাদ পান, যা নারদ মুনিই তাঁর কাছে বহন করে এনেছিলেন, তখন তিনি শোক করতে শুরু করেন। এই প্রকার সুসন্তানদের পিতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সকলকে হারিয়ে ছিলেন। অবশ্য এটি শোচনীয় বিষয়ই ছিল।"

"প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁর পুত্রদের হারিয়ে শোক করছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে উপদেশ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তারপর দক্ষ তাঁর পত্নী পাঞ্চজনীর গর্ভে

পুনরায় এক হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর এই পুত্রেরা সবলাশ্ব নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের পিতার আদেশ অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য সবলাশ্বেরাও নারায়ণ সরোবরে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা নারদ মুনির উপদেশ পালন করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তপস্যা করার দৃঢ়ব্রত গ্রহণ করে সবলাশ্বেরা সেই তীর্থে অবস্থান করেছিলেন। দক্ষের দ্বিতীয় সন্তানের দলটি নারায়ণ সরোবরে তাঁদের অগ্রজদের মতোই তপস্যা করেছিলেন। তাঁরা পবিত্র তীর্থের জলে স্নান করে হৃদয়ের সমস্ত জড় বাসনারূপ কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা ওঁকার সমন্বিত মন্ত্র জপ করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের পুত্রেরা কয়েক মাস কেবল জল পান এবং বায়ু ভক্ষণ করেছিলেন। এইভাবে কঠোর তপস্যা করে তাঁরা এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন "ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে / বিশুদ্ধসত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি (আমরা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সর্বদা তাঁর চিন্ময় ধামে বিরাজ করেন। যেহেতু তিনি পরম পুরুষ (পরমহংস), তাই আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।)"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, নারদ মুনি প্রজাসৃষ্টি কামনায় তপস্যারত দক্ষ-পুত্রদের কাছে এসে, পূর্বে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের যেভাবে গূঢ় অর্থ সমন্বিত উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশ তাঁদেরও দিলেন। হে দক্ষপুত্রগণ, তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ কর। তোমরা সকলেই তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হর্যশ্বদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ, অতএব তাদের মার্গ অনুসরণ করাই তোমাদের কর্তব্য। যে ভ্রাতা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তিনি তাঁর অগ্রজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। অতি উন্নত সেই সমস্ত পুণ্যবান ভ্রাতারা মরুৎ ইত্যাদি ভ্রাতৃবৎসল দেবতাদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করার সুযোগ পান।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে আর্য, যাঁর দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই নারদ মুনি প্রজাপতি দক্ষের পুত্রদের এই উপদেশ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। দক্ষের পুত্ররা তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা না করে তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়েছিলেন। সবলাশ্বরা ভক্তিযুক্তরূপে অন্তর্মুখ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার দ্বারা লাভ করা সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম পথ অবলম্বন করেছিলেন। রাত্রি পশ্চিম দিকে চলে গেলে যে রাত্রি, তার মতো তাঁরা আজও ফিরে আসেননি। এই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ বহু অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করেছিলেন এবং তিনি শ্রবণ করেছিলেন যে, সবলাশ্ব নামক তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিও নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। দক্ষ যখন শুনলেন যে, সবলাশ্বরাও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছেন, তখন তিনি নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শোকে মূর্ছিতপ্রায় হয়েছিলেন। নারদ মুনির সঙ্গে যখন দক্ষের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ক্রোধে দক্ষের অধর কম্পিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'হায়, নারদ মুনি, আপনি কেবল সাধুর বেশই ধারণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধু নন। আমি গৃহস্থ আশ্রমে থাকলেও আমিই সাধু। আমার পুত্রদের বৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করে আপনি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ করেছেন।'"

"আমার পুত্রেরা ত্রিবিধ ঋণ থেকে মুক্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধেও বিবেচনা করেনি। হে নারদ মুনি, হে মূর্তিমান পাপ, আপনি তাদের ইহলোক এবং পরলোকে মঙ্গল প্রাপ্তির বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, কারণ তারা এখনও ঋষি, দেবতা এবং পিতৃদের কাছে ঋণী।"

"এইভাবে আপনি জীবদের প্রতি হিংসা করছেন এবং তা সত্ত্বেও নিজেকে একজন ভাগবত পার্ষদ বলে দাবি করে আপনি ভগবানের যশ নাশ করছেন। আপনি অনভিজ্ঞ বালকদের চিত্তে অনর্থক বৈরাগ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাই আপনি নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর। আপনি কিভাবে ভগবৎ-পার্ষদদের মধ্যে বিচরণ করতে পারেন? আপনি ছাড়া ভগবানের অন্য সমস্ত ভক্তেরা বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু এবং তাদের মঙ্গল সাধনে আগ্রহ উৎসুক। যদিও আপনি ভগবদ্ভক্তের বেশ পরিধান করেন, তবুও আপনার প্রতি যাঁরা শত্রুভাবাপন্ন নয়, তাদের সঙ্গেও আপনি শত্রুতা সৃষ্টি করেন। আপনি বন্ধুত্ব ভঙ্গকারী এবং বন্ধুদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী।

ভক্ত হওয়ার ভান করে এই সমস্ত জঘন্য কার্য করতে আপনার লজ্জা হয় না?"

"আপনি যদি মনে করেন যে, কেবল বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা আপনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন, তা হলে আমি বলব যে, পূর্ণ জ্ঞানের উদয় না হলে কেবল আপনার মতো বেশ পরিবর্তনের দ্বারা কখনও বৈরাগ্য উৎপন্ন হতে পারে না। জড় সুখভোগই যে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ, তা বিষয়ভোগ না করে জানা যায় না। নিজে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ না করলে ভোগবাসনা ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং বিষয়ভোগ করতে করতে যখন বোঝা যায় এই জড় জগৎ কত দুঃখময়, তখন অন্যদের সাহায্য ব্যতীতই জড় সুখভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। যাদের মন অন্যদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, তাদের বৈরাগ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তিদের মতো হতে পারে না। আমি যদিও স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহস্থ আশ্রমে বাস করি, তবুও আমি সংযতভাবে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পাপহীন জীবনের আনন্দ উপভোগ করি। আমি দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ আদি সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছি। যেহেতু এই সমস্ত যজ্ঞগুলিকে বলা হয় ব্রত, তাই আমি গৃহব্রত নামে পরিচিত। দুর্ভাগ্যবশত, আপনি অকারণে আমার পুত্রদের সন্ন্যাসমার্গে পরিচালিত করে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আপনি আমাকে অশেষ দুঃখ দিয়েছেন। তা কেবল একবার মাত্র সহ্য করা যায়। আপনি একবার আমার পুত্রদের আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং এখন আপনি আবার সেই অশুভ কার্য করেছেন। তাই আপনি গুরু এবং অন্যদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানেন না। তাই আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে, আপনাকে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে হবে এবং আপনি কোথাও স্থান পাবেন না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, নারদ মুনি যেহেতু একজন সর্বসম্মত সাধু, তাই প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তদ্ বাঢ়ম্—'হ্যাঁ, আপনি ভাল কথাই বলেছেন। আমি এই অভিশাপ গ্রহণ করছি।' নারদ মুনিও দক্ষকে প্রতিশাপ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে তাঁর অভিশাপ সহ্য করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন সহিষ্ণু এবং উদার সাধু।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষকন্যাদের বংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, তারপর ব্রহ্মার অনুরোধে প্রাচেতস নামে পরিচিত প্রজাপতি দক্ষ, তাঁর পত্নী অসিক্নীর গর্ভে ষাটটি কন্যাসন্তান উৎপাদন করেছিলেন। সেই কন্যারা সকলেই তাঁদের পিতার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ ছিলেন। তিনি দশটি কন্যা ধর্মরাজকে, তেরটি কশ্যপকে (প্রথমে বারোটি এবং অবশেষে একটি), সাতাশটি চন্দ্রদেবকে এবং অঙ্গিরা, কৃশাশ্ব ও ভূতকে দুটি দুটি করে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। অন্য চারটি কন্যা তিনি কশ্যপকে সম্প্রদান করেছিলেন। (এইভাবে কশ্যপ সর্বসমেত সতেরটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।) এখন আপনি আমার কাছে এই সমস্ত কন্যা এবং তাঁদের বংশধরদের নাম শ্রবণ করুন, যাঁরা ত্রিভুবন পূর্ণ করেছেন।"

"ধর্মরাজকে যে দশটি কন্যা সম্প্রদান করা হয়েছিল, তাঁদের নাম ভানু, লম্বা, ককুভ্, যামি, বিশ্বা, সাধ্যা, মরুত্বতী, বসু, মুহূর্তা এবং সঙ্কল্পা। এখন তাঁদের পুত্রদের নাম শ্রবণ করুন। হে রাজন্, ভানুর গর্ভে দেবঋষভ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে ইন্দ্রসেন নামক

একটি পুত্রের জন্ম হয়। লম্বার গর্ভে বিদ্যোত নামক একটি পুত্রের জন্ম হয়, বিদ্যোত থেকে মেঘসমূহ জন্মগ্রহণ করেছেন। ককুভের গর্ভে সঙ্কট নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সঙ্কট থেকে কীকট নামক পুত্রের জন্ম হয়। কীকট থেকে দুর্গ নামক দেবতাদের জন্ম হয়। যামির থেকে স্বর্গ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং স্বর্গ থেকে নন্দির জন্ম হয়। বিশ্বার পুত্রেরা হচ্ছেন বিশ্বদেবগণ, তাঁদের কোন সন্তান নেই। সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণের জন্ম হয় এবং সাধ্যগণ থেকে অর্থসিদ্ধি জন্মগ্রহণ করেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান্ এবং জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। জয়ন্ত ভগবান বাসুদেবের অংশ, তিনি উপেন্দ্র নামে পরিচিত। মুহূর্তার গর্ভে মৌহূর্তিক নামক দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবতারা জীবদের স্ব-স্ব কালোচিত কর্মফল প্রদান করেন। সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্প থেকে কামের জন্ম হয়। বসুর পুত্র অষ্টবসু। তাঁদের নাম আমার কাছে শ্রবণ করুন—দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু। এঁরাই অষ্টবসু নামে বিখ্যাত। দ্রোণ নামক বসুর পত্নী অভিমতির গর্ভে হর্ষ, শোক, ভয় আদি নামক পুত্রদের জন্ম হয়। প্রাণের পত্নী ঊর্জস্বতীর গর্ভে সহ, আয়ু ও পুরোজব নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুবের পত্নী ধরণির গর্ভ থেকে বিবিধ পুরসমূহ উৎপন্ন হয়। অর্কের পত্নী বাসনার গর্ভে তর্ষ আদি বহু পুত্রের জন্ম হয়। অগ্নি নামক বসুর ভার্যা ধারা দ্রবিণক আদি বহু পুত্র প্রসব করেন। অগ্নির অন্য এক পত্নী কৃত্তিকার গর্ভে স্কন্দ বা কার্তিকেয়র জন্ম হয়। স্কন্দ থেকে বিশাখ আদি পুত্রের জন্ম হয়। দোষ নামক বসুর ভার্যা শর্বরীর গর্ভে ভগবান শ্রীহরির অংশসম্ভূত শিশুমার নামক পুত্রের জন্ম হয়। বাস্তু নামক বসুর পত্নী আঙ্গিরসীর গর্ভে শিল্পাচার্য বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন আকৃতীর পতি। তাঁদের থেকে চাক্ষুষ মনুর জন্ম হয়। বিশ্বদেব এবং সাধ্যগণ এই মনুর পুত্র। বিভাবসুর পত্নী ঊষা ব্যুষ্ট, রোচিষ এবং আতপ নামক তিনটি পুত্র প্রসব করেন। আতপ থেকে পঞ্চযাম বা দিবসের উৎপত্তি হয়, যিনি জীবদের সব কর্মে অনুপ্রাণিত করেন। ভূতের পত্নী সরূপার গর্ভে যে কোটি সংখ্যক রুদ্রের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে এগার জন প্রধান। সেই একাদশ রুদ্রের নাম রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাম, উগ্র, বৃষাকপি, অজৈকপাৎ, অহির্বধ্ন, বহুরূপ এবং মহান্। ভূতের অপর পত্নীর গর্ভে একাদশ রুদ্রের সহচর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রেত, বিনায়ক প্রভৃতির জন্ম হয়। প্রজাপতি অঙ্গিরার স্বধা এবং সতী নামক দুই পত্নী। স্বধা নাম্নী পত্নী সমস্ত পিতৃদের তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সতী অথর্বাঙ্গিরস বেদকে তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কৃশাশ্বের অর্চি এবং ধিষণা নামক দুই পত্নী। অর্চি নামক পত্নীর গর্ভে তিনি ধূম্রকেশ এবং ধিষণার গর্ভে বেদশিরা, দেবল, বয়ুন এবং মনু নামক চার পুত্র উৎপাদন করেন। তার্ক্ষ্য অর্থাৎ কশ্যপের চার পত্নী—বিনতা (সুপর্ণা), কদ্রু, পতঙ্গী এবং যামিনী। পতঙ্গী নানা প্রকার পক্ষীদের প্রসব করেন এবং যামিনী শলভগণকে প্রসব করেন। বিনতা (সুপর্ণা) ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং সূর্যের রথের সারথি অনূরু বা অরুণ—এই দুটি পুত্র প্রসব করেছেন। কদ্রুর গর্ভে বিভিন্ন প্রকার নাগদের জন্ম হয়।"

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃত্তিকা আদি নক্ষত্রগণ চন্দ্রদেবের পত্নী ছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে 'যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হও' বলে অভিশাপ প্রদান করেন। তাই তাঁর কোন পত্নীর গর্ভেই সন্তান উৎপন্ন হয়নি। তারপর চন্দ্রদেব বিবিধ বিনয় বাক্যের দ্বারা প্রজাপতি দক্ষকে প্রসন্ন করে কলাসমূহকে লাভ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সন্তান লাভ করতে পারেননি। এই কলাসমূহ কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয় হয় এবং শুক্লপক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এখন কশ্যপের পত্নীদের নাম শ্রবণ করুন, যাঁদের গর্ভে এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণকারী সমস্ত প্রাণীদের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের নাম শ্রবণ করলে পরম মঙ্গল লাভ হয়। তাঁরা হচ্ছেন—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা এবং তিমি। তিমির গর্ভে সমস্ত জলচর প্রাণীর জন্ম হয় এবং সরমার গর্ভে সিংহ, ব্যাঘ্র আদি সমস্ত হিংস্র জন্তুদের জন্ম হয়।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সুরভির গর্ভ থেকে মহিষ, গাভী এবং দুই খুরবিশিষ্ট অন্যান্য জন্তুরা জন্মগ্রহণ করে। তাম্রার গর্ভ থেকে শ্যেন, শকুনি প্রভৃতি শিকারী পক্ষীদের জন্ম হয় এবং মুনির গর্ভ থেকে অপ্সরাদের জন্ম হয়। ক্রোধবশার গর্ভ থেকে দন্দশূক নামক

দ্বারা তাঁদের প্রভাবে আচ্ছাদিত করুন। সর্বদিকে, উপরে, নিচে, অন্তরে, বাইরে এবং সর্বত্রই নৃসিংহদেব আমাদের রক্ষা করুন।"

বিশ্বরূপ বললেন—"হে ইন্দ্র, নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত এই দিব্য কবচের বর্ণনা আমি আপনার কাছে করলাম। এই কবচ ধারণ করার ফলে, আপনি নিশ্চিতভাবে অসুর নেতাদের জয় করতে পারবেন। কেউ যদি এই কবচ ধারণ করে তাঁর চক্ষুর দ্বারা কাউকে দর্শন করেন অথবা তাঁর পায়ের দ্বারা কাউকে স্পর্শ করেন, তা হলে সেও তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবে। যেই ব্যক্তি এই নারায়ণ-কবচ নামক বিদ্যা ধারণ করেন, তাঁর কোন কালেও রাজা, দস্যু, অসুর অথবা ব্যাধি প্রভৃতি কোন বিপদ থেকে ভয় থাকবে না।"

"হে দেবরাজ, পুরাকালে কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ এই কবচ ধারণ করে মরুদেশে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ যে স্থানে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন, গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ এক সময় বহু সুন্দরী রমণী পরিবৃত হয়ে, বিমানে করে সেই স্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। চিত্ররথ হঠাৎ অধোমস্তক হয়ে তাঁর বিমান সহ আকাশ থেকে নিপতিত হয়েছিলেন। তারপর বালখিল্য ঋষির নির্দেশ অনুসারে তিনি সেই ব্রাহ্মণের অস্থিগুলি পূর্ববাহিনী সরস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করে তাতে স্নান করেছিলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর ধাম গন্ধর্বলোকে গমন করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে ব্যক্তি ভয় উপস্থিত হলে এই কবচ ধারণ করেন অথবা শ্রদ্ধা সহকারে সেই সম্পর্কে শ্রবণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত জীবের পূজ্য হন। শতক্রতু ইন্দ্র বিশ্বরূপের কাছ থেকে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন এবং অসুরদের পরাজিত করে তিনি ত্রিভুবনের সমস্ত সম্পদ ভোগ করেছিলেন।"

নবম অধ্যায়

বৃত্রাসুরের আবির্ভাব

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি পরম্পরা সূত্রে শুনেছি যে, সেই দেব-পুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। একটির দ্বারা তিনি সোমরস পান করতেন, অন্যটির দ্বারা তিনি সুরা পান করতেন এবং অপরটির দ্বারা তিনি অন্ন আহার করতেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিশ্বরূপ তাঁর পিতার দিক থেকে দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং তাই তিনি প্রকাশ্যভাবে বিনয়ের সঙ্গে, "ইন্দ্রায় ইদং স্বাহা" ("এটি দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য") এবং "ইদম্ অগ্নয়ে" ("এটি অগ্নিদেবের জন্য"), ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করেছিলেন। যদিও তিনি দেবতাদের নামে যজ্ঞে ঘি আহুতি দিচ্ছিলেন, তবুও দেবতাদের অজ্ঞাতসারে তিনি অসুরদেরও যজ্ঞভাগ নিবেদন করছিলেন, কারণ তাঁর মাতৃ সম্বন্ধে তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। কিন্তু এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিশ্বরূপ গোপনে দেবতাদের প্রতারণা করে অসুরদের যজ্ঞভাগ নিবেদন করছিলেন। তখন তিনি অসুরদের কাছে পরাজিত হওয়ার ভয়ে এবং বিশ্বরূপের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর তিনটি মস্তক ছেদন করেছিলেন। তখন যে মস্তকটি দিয়ে তিনি সোমরস পান করতেন, সেটি কপিঞ্জল পক্ষীতে (চাতক) রূপান্তরিত হয়েছিল। যে মস্তকটি দিয়ে সুরা পান করতেন, সেটি কলবিঙ্ক পক্ষী (চটক), এবং যে মস্তকটি দিয়ে অন্ন ভোজন করতেন, সেটি তিত্তিরি পক্ষী হয়েছিল।

ইন্দ্র যদিও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ খণ্ডন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে অনুতাপ সহকারে সেই পাপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক বছর যন্ত্রণা ভোগ করার পর, নিজের বিশুদ্ধিকরণের জন্য সেই পাপের ফল পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। ভূমির খাদ (গর্ত) আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে যাবে, ইন্দ্রের কাছে এই বর পেয়ে ভূমি ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপের ফলস্বরূপ আমরা ভূপৃষ্ঠে মরুভূমি দেখতে পাই। বৃক্ষেরা ইন্দ্রের কাছে বর লাভ করেছিল যে, তাদের কাটা হলেও তাদের ডালপালা আবার বর্ধিত হবে, সেই বর লাভ করে বৃক্ষেরা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপের ফল বৃক্ষের নির্যাসরূপে দৃষ্ট হয়। (সেই জন্যই বৃক্ষের নির্যাস পান করা নিষিদ্ধ)। নারীগণ ইন্দ্রের কাছে বর লাভ করেছিল যে, তারা সর্বকালে মৈথুন সম্ভোগ করতে পারবে, এমন কি গর্ভ অবস্থায়ও সম্ভোগ যদি গর্ভের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয়, তা হলে সম্ভোগ করতে পারবে। সেই বর লাভ করার ফলে, তারা ইন্দ্রের পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। তাই প্রতি মাসে ঋতুকালে রজোরূপে সেই পাপ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রের কাছ থেকে জল বর লাভ করেছিল যে, অন্য দ্রব্যের সঙ্গে জল মিশ্রণের ফলে, সেই বস্তুরই আধিক্য ঘটবে। সেই বর লাভ করে জল ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপ জলে বুদ্বুদ এবং ফেনারূপে দেখা যায়। যখন জল আহরণ করা হয়, তখন বুদ্বুদ ও ফেনা বাদ দিয়েই জল আহরণ করতে হয়।"

"বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। 'হে ইন্দ্রশত্রু, তোমার শত্রুকে অচিরে বধ করার জন্য তুমি বর্ধিত হও।' এই বলে যজ্ঞে তিনি আহুতি নিবেদন করেছিলেন। তারপর অন্বাহার্য নামক যজ্ঞের দক্ষিণ দিকস্থ অগ্নি থেকে প্রলয়কালীন কৃতান্তের মতো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন এক অসুর উৎপন্ন হয়েছিল। চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত বাণের মতো দ্রুত গতিতে সেই অসুরের শরীর দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। তার শরীর দগ্ধ পর্বতের মতো প্রকাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তার অঙ্গের দীপ্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘসমূহের মতো ছিল। তার শিখা শ্মশ্রু উজ্জ্বল তাম্রের মতো পিঙ্গল বর্ণ এবং নেত্রদ্বয় মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মতো অত্যন্ত উগ্র ছিল। সে ছিল দুর্জয় এবং মনে হচ্ছিল যেন সে তার জ্বলন্ত ত্রিশূলের উপর ত্রিলোক ধারণ করেছে। সে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে যখন নৃত্য করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবী ভূমিকম্পের ফলে কম্পিত হচ্ছে। সে যখন বার বার জৃম্ভণ করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সে তার পর্বত গহ্বরের মতো গভীর মুখের দ্বারা সমস্ত আকাশ গ্রাস করার চেষ্টা করছে। তাকে মনে হচ্ছিল যেন সে তার জিহ্বার দ্বারা আকাশের নক্ষত্রগুলিকে লেহন করছে এবং তার দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা ত্রিভুবনকে গ্রাস করছে। সেই ভয়ঙ্কর অসুরকে দর্শন করে মানুষেরা ভীত হয়ে দশ দিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিল। ত্বষ্টার পুত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন সেই অসুর তার তপস্যার প্রভাবে সমগ্র লোক আবৃত করেছিল। তাই তার নাম হয়েছিল বৃত্র অর্থাৎ যে সব কিছু আবৃত করে। ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা সসৈন্যে তার প্রতি ধাবিত হয়ে, তাঁদের দিব্য অস্ত্রের দ্বারা তাকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর তাঁদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস করেছিল। অসুরের এই প্রকার প্রভাব দর্শন করে দেবতারা অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। দেবতারা তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁরা সকলে একত্রে মিলিত হয়ে অন্তর্যামী ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর পূজা করতে শুরু করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও মাটি—এই পঞ্চ মহাভূত থেকে ত্রিলোক সৃষ্টি হয়েছে, যা ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাল আমাদের বিনাশ করবে এই ভয়ে ভীত হয়ে আমরা কাল কর্তৃক নির্দেশিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই কালকে উপহার প্রদান করি। কিন্তু সেই কালও ভগবানের ভয়ে ভীত। অতএব এখন আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করি, যিনি আমাদের পূর্ণরূপে রক্ষা করতে সক্ষম। ভগবান সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার এবং তিনি কোন কিছুর প্রভাবে আশ্চর্যান্বিত হন না। তাঁর চিন্ময় পূর্ণতার ফলে তিনি সর্বদা আনন্দময় এবং সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট। তাঁর কোন জড় উপাধি নেই এবং তাই তিনি স্থির এবং

অনাসক্ত। সেই পরমেশ্বর ভগবান সকলের পরম আশ্রয়। যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারা নিজের রক্ষা কামনা করে, সে অবশ্যই অত্যন্ত মূর্খ, সে কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার বাসনা করে। পূর্বে মহারাজ সত্যব্রত নামক মনু পৃথিবীরূপা ক্ষুদ্র নৌকাটি মৎস্য অবতারের শৃঙ্গে বেঁধে প্রলয়ের সময়ে মহা সঙ্কট থেকে ত্রাণ পেয়েছিলেন, যাঁর পুত্রের ভয়ঙ্কর ভয় থেকে সেই মৎস্যমূর্তি ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। সৃষ্টির আদিতে ভয়ঙ্কর প্রলয়-সলিলে প্রচণ্ড বায়ু ভয়ঙ্কর তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। সেই মহা তরঙ্গ থেকে যে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়েছিল, তার ফলে ব্রহ্মা তাঁর কমলাসন থেকে প্রলয়-সলিলে পতনোন্মুখ হয়েছিলেন। তখন তাঁকে যিনি রক্ষা করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদেরও এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রক্ষা করুন। যে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কৃপায় আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিস্তার করি, তিনি সর্বদা আমাদের সম্মুখে পরমাত্মারূপে বিরাজমান, কিন্তু আমরা তাঁর রূপ দর্শন করতে পারি না। আমরা তাঁকে দর্শন করতে অক্ষম, কারণ আমরা নিজেদের এক-একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে মনে করি। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে বহু দিব্য শরীরে নিজেকে বিস্তার করেন, যেমন দেবতাদের মধ্যে বামনদেব রূপে, ঋষিদের মধ্যে পরশুরাম রূপে, পশুদের মধ্যে নৃসিংহদেব, বরাহ আদি রূপে, জলচরদের মধ্যে মৎস্য, কূর্মরূপে এবং মানুষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র রূপে তিনি আবির্ভূত হন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি সর্বদা অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত দেবতাদের রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত জীবের পরম আরাধ্য, পরম কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষরূপে তিনি সমস্ত সৃষ্টির মূল। এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিরাটরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করেন। আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা তাঁর শরণাগত হই, কারণ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, সেই পরম ঈশ্বর, পরম আত্মা আমাদের রক্ষা করবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, দেবতারা এইভাবে স্তব করলে, শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরি প্রথমে তাঁদের হৃদয়ে এবং তারপর তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে রাজন্, শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌস্তুভ মণি ব্যতীত অন্যান্য অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে ভগবানেরই সমতুল্য ষোড়শ সেবক পার্ষদ তাঁর চতুর্দিকে সেবারত। শরৎকালীন বিকশিত পদ্মফুলের মতো নেত্রসমন্বিত ভগবানকে দর্শন করে, দেবতারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরা পুনরায় প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।"

দেবতারা বললেন—"হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি যজ্ঞের ফল প্রদানকারী এবং আপনি যজ্ঞের ফল বিনাশকারী কালস্বরূপ। আপনি অসুরদের বিনাশের জন্য চক্র নিক্ষেপকারী এবং আপনি বহু নামধারী। হে ভগবান, আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার করি। হে পরম নিয়ন্তা, আপনি ত্রিবিধ গতির (স্বর্গলোকে উন্নতি, মনুষ্যজন্ম এবং নরক-যন্ত্রণা) নিয়ন্তা, তবু আপনার পরম ধাম হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক। যেহেতু আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করার পর আমরা এসেছি, তাই আপনার কার্যকলাপ অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি ব্যতীত অন্য আর কিছুই নিবেদন করার নেই। হে ভগবান! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে আদিপুরুষ! হে মহাপুরুষ! হে মহানুভব! হে পরম মঙ্গল! হে পরম কল্যাণ! হে পরম করুণাময়! হে নির্বিকার! হে জগদাধার! হে লোকনাথ! হে সর্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা যাঁরা কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন, ভক্তিযোগে পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে তাঁরা আপনাকে উপলব্ধি করতে পারেন। যেহেতু তাঁদের মন আপনাতে একাগ্রীভূত, তাই তাঁরা তাঁদের শুদ্ধ অন্তঃকরণে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যখন তাঁদের হৃদয়ের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং আপনি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন, তখন তাঁরা আপনার চিন্ময় স্বরূপের দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। তাঁরা ছাড়া আর কেউই আপনাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনার কোন অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না এবং যদিও আপনার কোন জড় শরীর নেই, তবু আপনার আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু আপনি সমস্ত

জড় সৃষ্টির কারণ, আপনি বিকারগ্রস্ত না হয়ে সমস্ত জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করেন এবং তারা এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্য সম্পাদন করে। যদিও মনে হয় যে আপনি জড় কার্যকলাপে যুক্ত, তবু আপনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। তাই আপনার এই সমস্ত দিব্য কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের দুটি প্রশ্ন। সাধারণ বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন এবং তার ফলে তাকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। আপনিও কি একজন সাধারণ মানুষের মতো জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন একটি শরীরে অবস্থান করেন? আপনি কি কাল, কর্ম আদির অধীনে থেকে শুভ এবং অশুভ ফল ভোগ করেন? নতুবা আপনি কি আত্মারাম, জড় বাসনামুক্ত এবং নিত্য-চিৎশক্তিযুক্ত নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে কেবল নিরীক্ষণ করেন? আমরা আপনার প্রকৃত স্থিতি বুঝতে পারি না।"

"হে ভগবান, আপনাতে সমস্ত বিরোধের সমন্বয় হয়। যেহেতু আপনি পরম পুরুষ, অনন্ত দিব্য গুণের আধার, পরম ঈশ্বর, তাই আপনার অনন্ত মহিমা বদ্ধ জীবদের কল্পনার অতীত। আধুনিক [illegible] প্রকৃত সত্য যে কি তা না জেনে, কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা তা নিয়ে তর্ক করে। তাদের তর্ক সর্বদাই ভ্রান্ত এবং তাদের বিচার অমীমাংসিত, কারণ আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার প্রকৃত পন্থা তারা জানে না। যেহেতু তাদের মন অপসিদ্ধান্তপূর্ণ তথাকথিত শাস্ত্রের দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তাই তারা পরম সত্য আপনাকে জানতে অক্ষম। অবিকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কলুষিত বাসনাবশত তাদের মতবাদগুলি তাদের জড় ধারণার অতীত অধোক্ষজ আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না। আপনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং তাই আপনার কাছে কর্তব্য-অকর্তব্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বিরোধ নেই। আপনার শক্তি এমনই মহান যে, আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনি যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন এবং ধ্বংস করতে পারেন। এই শক্তির প্রভাবে আপনার পক্ষে অসম্ভব কি হতে পারে? আপনার স্বরূপে যেহেতু কোন দ্বৈত ভাব নেই, তাই আপনি আপনার শক্তির প্রভাবে সব কিছুই করতে পারেন। একটি রজ্জু মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির কাছে সর্পের মতো প্রতিভাত হয়ে ভয় উৎপাদন করে, কিন্তু যথার্থ বুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তি জানেন যে, তা কেবল একটি রজ্জু। তেমনই, আপনি, সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে তাদের বুদ্ধি অনুসারে ভয় এবং অভয় উৎপাদন করেন, কিন্তু আপনার মধ্যে কোন দ্বৈতভাব নেই। বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি নানাভাবে প্রতীত হন, সেই পরমাত্মাই প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর মূলতত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব জড় জগতের কারণ, কিন্তু সেই মহত্তত্ত্বের কারণও হচ্ছেন তিনি। তাই তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। তিনি বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। তিনি অন্তর্যামীরূপে উপলব্ধিত হন। তাঁর অভাবে সব কিছুই মৃত। সেই পরমাত্মা, পরম ঈশ্বর, আপনি ভিন্ন আর কেউই নন। অতএব, হে মধুসূদন, যাঁরা আপনার মহিমা সমুদ্রের এক বিন্দু অমৃত আস্বাদন করেছেন, তাঁদের মনে নিরন্তর আনন্দের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রকার মহান ভক্ত জাগতিক দৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়জাত বিষয় সুখের আস্বাদ বিস্মৃত হন। সমস্ত বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত এই মহাভাগবতেরা সমস্ত জীবের প্রকৃত সুহৃদ। তাঁদের মন সর্বতোভাবে আপনাতে নিবেদন করে এবং চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করে তাঁরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে নিপুণ। হে ভগবান, আপনি এই ভক্তদের পরম আত্মা এবং পরম সুহৃদ, তাঁরা কখনও এই জড় জগতে ফিরে আসেন না। তাঁরা কিভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করতে পারেন?"

"হে ভগবান, হে ত্রিভুবন-স্বরূপ, ত্রিভুবনের জনক। হে বামন রূপধারী ত্রিবিক্রম! হে নৃসিংহদেবরূপী শ্রীহরি! হে ত্রিলোক মনোহর! মানুষ, দৈত্য, দানব, সকলেই আপনার শক্তির প্রকাশ। হে পরম শক্তিমান, অসুরেরা যখন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন তাদের দণ্ড দান করার জন্য আপনি বিভিন্নরূপে সর্বদা অবতরণ করেন। আপনি বামনদেব, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি কখনও কখনও বরাহ আদি পশুরূপে আবির্ভূত হন, কখনও নৃসিংহদেব এবং হয়গ্রীব—এই মিশ্ররূপে আবির্ভূত হন এবং কখনও মৎস্য, কূর্ম আদি জলচররূপে আবির্ভূত হন। এইভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আপনি সর্বদা অসুর এবং দানবদের দণ্ড দান করেন। আমরা তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি পুনরায় আবির্ভূত হন এবং যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে বৃত্রাসুরকে সংহার করুন।"

"হে পরম রক্ষক, হে পিতামহ, হে পরম পবিত্র ভগবান। আমরা সকলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত আত্মা। আপনার চরণারবিন্দ-যুগলের ধ্যানে আমাদের চিত্ত প্রেমরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা শৃঙ্খলিত। আপনি কৃপাপূর্বক অবতাররূপে নিজেকে প্রকাশিত করুন। আমাদের আপনার নিত্য দাস এবং ভক্ত বলে গ্রহণ করে, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদেরকে অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আপনার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা, শীতল করুণাময় হাসির দ্বারা এবং আপনার সুন্দর মুখ থেকে নিঃসৃত অমৃত মধুর বাণীর দ্বারা আমাদের বৃত্রাসুরজনিত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা প্রশমিত করুন।"

"হে ভগবান, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সমগ্র অগ্নির কার্য করতে পারে না, তেমনই আপনার অংশস্বরূপ আমরা আপনাকে আমাদের জীবনের আবশ্যকতাগুলি জানাতে অক্ষম। আপনি পূর্ণ ব্রহ্ম। তাই আপনাকে আমরা কি জানাতে পারি? আপনি সব কিছুই জানেন, কারণ আপনি সর্বকারণের পরম কারণ, সমগ্র জগতের পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। আপনি সর্বদা আপনার চিৎশক্তিতে এবং জড়শক্তিতে লীলা-বিলাস করেন, কারণ আপনিই এই সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। আপনি সমস্ত জীবের এবং জড় জগতের অন্তরে বিরাজ করেন এবং বাইরেও বিরাজ করেন। আপনি অন্তরে পরব্রহ্মরূপে এবং বাইরে জড় সৃষ্টির উপাদানরূপে বিরাজ করেন। তাই যদিও আপনি বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন শরীরে প্রকট হন, তবু আপনি সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। মহত্তত্ত্বকে আপনিই মূলতত্ত্ব। আপনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু আপনি যেহেতু আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত, তাই কেউই আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপে আপনিই সব কিছুর সাক্ষী। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই। হে ভগবান, আপনি সর্বজ্ঞ, তাই আপনি ভালভাবেই জানেন, কেন আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, যে পাদপদ্মের ছায়া সমস্ত জড়-জাগতিক ক্লেশের উপশম করে। যেহেতু আপনি পরম গুরু এবং আপনি সব কিছুই জানেন, তাই আমরা আপনার উপদেশের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। দয়া করে আপনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা নিবৃত্তি সাধন করে আমাদের শান্তি প্রদান করুন। আপনার শ্রীপাদপদ্মই শরণাগত ভক্তের একমাত্র আশ্রয় এবং এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের একমাত্র উপায়। অতএব, হে পরমেশ্বর, হে শ্রীকৃষ্ণ, তৎক্ষণাৎ এই ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরকে আপনি সংহার করুন, যে আমাদের অস্ত্র, আয়ুধ এবং তেজরাশি গ্রাস করেছে।"

"হে ভগবান, হে পরম পবিত্র, আপনি সকলের হৃদয়ের অন্তস্থলে বিরাজ করে বদ্ধ জীবদের সমস্ত বাসনা এবং কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করেন। হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনার যশ অত্যন্ত উজ্জ্বল। আপনার আদি নেই, কারণ আপনি সব কিছুর আদি। শুদ্ধ ভক্তরা সেই কথা জানেন, কারণ যাঁরা শুদ্ধ এবং সত্যনিষ্ঠ, তাঁরা অনায়াসে আপনাকে লাভ করতে পারেন। বদ্ধ জীবেরা যখন কোটি কোটি বছর ধরে এই জড় জগতে ভ্রমণ করার পর মুক্ত হয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা জীবনের পরম সাফল্য লাভ করেন। তাই, হে ভগবান, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবতারা যখন ভগবানকে এইভাবে ঐকান্তিক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তা শ্রবণ করেছিলেন। প্রসন্ন হয়ে তিনি তখন দেবতাদের বলেছিলেন—হে প্রিয় দেবতাগণ, তোমরা যে আমার উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ স্তুতি নিবেদন করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এই জ্ঞানের প্রভাবেই মুক্তি লাভ হয় এবং আমার প্রতি ঐশ্বর্যময় স্মৃতির উদয় হয়। তখন সে জড় জগতের অতীত আমার দিব্য পদ উপলব্ধি করতে পারে। এই প্রকার ভক্ত পূর্ণ জ্ঞানে আমার স্তব করার ফলে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এটিই আমার ভক্তির উৎস।"

"হে বিবুধ শ্রেষ্ঠগণ, এই কথা যদিও সত্য যে, আমি প্রসন্ন হলে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না, তবু আমার অনন্য ভক্ত যার মন সর্বতোভাবে আমাতে একনিষ্ঠ হয়েছে, সে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ ব্যতীত অন্য কিছুই আমার কাছে প্রার্থনা করে না। যারা জড় সম্পদকেই সব কিছু বলে মনে করে অথবা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তাদের বলা হয়

কৃপণ। আমার শরণ গ্রহণের প্রয়োজন যে কি তা তারা জানে না। সেই প্রকার মূর্খদের যা বাঞ্ছিত, তা যদি কেউ তাদের দান করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেও তাদেরই মতো মূর্খ। অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত শুদ্ধ ভক্ত কখনও মূর্খ ব্যক্তিকে জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে যুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেন না, আর তাকে সেই কর্মে সাহায্য করা তো দূরের কথা। রোগী চাইলেও অভিজ্ঞ বৈদ্য তাকে অপথ্য খেতে দেন না, এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত ব্যক্তিদের সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেন না।"

"হে মঘবন্ (ইন্দ্র), তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির কাছে যাও। বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যার দ্বারা তাঁর শরীর অত্যন্ত দৃঢ় হয়েছে। অবিলম্বে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঐ দেহ প্রার্থনা কর। সেই মহান ঋষি, যিনি দধ্যঙ্ নামেও পরিচিত, স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে সেই ব্রহ্মজ্ঞান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দান করেছিলেন। কথিত আছে যে, দধ্যঙ অশ্বশির ধারণ করে তাঁদের সেই মন্ত্র দান করেছিলেন। তাই সেই মন্ত্রকে বলা হয় অশ্বশির। দধীচির কাছ থেকে সেই মন্ত্র লাভ করে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় জীবন্মুক্ত হয়েছেন। দধ্যঙ নারায়ণ-কবচ নামক দুর্ভেদ্য বর্ম ত্বষ্টাকে দিয়েছিলেন, ত্বষ্টা তাঁর পুত্র বিশ্বরূপকে তা দান করেন এবং বিশ্বরূপের কাছ থেকে তোমরা তা প্রাপ্ত হয়েছ। এই নারায়ণ-কবচের বলে দধীচির শরীর অত্যন্ত দৃঢ় হয়েছে। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সেই দেহটি প্রার্থনা কর। অশ্বিনীকুমারদ্বয় যখন তোমাদের জন্য তাঁর শরীর প্রার্থনা করবেন, তখন তোমাদের প্রতি স্নেহবশত তিনি অবশ্যই তা দান করবেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করো না। কারণ দধ্যঙ অতিশয় ধর্মজ্ঞ। দধ্যঙ তাঁর শরীর দান করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করবে। সেই বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে সংহার করা সম্ভব হবে, কারণ আমার শক্তির দ্বারা বজ্রের তেজ বর্ধিত হবে। আমার শক্তির প্রভাবে বৃত্রাসুর নিহত হলে, তোমরা তোমাদের তেজ, অস্ত্র, আয়ুধ এবং সম্পদ ফিরে পাবে। এইভাবে তোমাদের সকলের মঙ্গল হবে। বৃত্রাসুর ত্রিভুবন ধ্বংস করতে পারলেও তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সেই জন্য ভয় করো না। সেও আমার ভক্ত, তাই তোমাদের প্রতি সে কখনও হিংসা করবে না।"

দশম অধ্যায়

দেবতা এবং বৃত্রাসুরের মধ্যে যুদ্ধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইন্দ্রকে এইভাবে আদেশ দিয়ে, সমস্ত জগতের পরম কারণ ভগবান শ্রীহরি দেবতাদের সম্মুখেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবতারা অথর্বার পুত্র দধীচি মুনির কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার চিত্ত এবং যখন দেবতারা তাঁর কাছে তাঁর শরীর ভিক্ষা করলেন, তখন তিনি আংশিকভাবে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দেবতাদের কাছে ধর্ম উপদেশ শ্রবণ করার জন্য ঈষৎ হেসে পরিহাস ছলে তিনি বলেছিলেন, 'হে দেবগণ, দেহধারী জীবদের মৃত্যুর সময় চেতনা অপহরণকারী যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তা কি আপনারা জানেন না? এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই তার জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। চিরকাল বেঁচে থাকার বাসনায় প্রতিটি জীব সর্বতোভাবে, এমন কি তার সর্বস্ব উৎসর্গ করেও তার দেহ রক্ষা করার চেষ্টা করে। সুতরাং বিষ্ণুও যদি তা প্রার্থনা করেন, তা হলেও কে সেই দেহ দান করতে সম্মত হবে?' "

দেবতারা বললেন— হে মহান ব্রাহ্মণ, আপনার মতো

পুণ্যবান ব্যক্তিদের কার্যকলাপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং তাঁরা সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ। অন্যের মঙ্গলের জন্য এই প্রকার পুণ্যবান মহাত্মা কি না দান করতে পারেন? তাঁরা সব কিছু এমন কি তাঁদের দেহ পর্যন্ত দান করতে পারেন। অত্যন্ত স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই পরের ক্লেশ বুঝতে না পেরে অন্যের কাছে ভিক্ষা করে। কিন্তু প্রার্থনাকারী যদি দাতার ক্লেশ বুঝতে পারে, তা হলে সে তার কাছে কোন কিছু ভিক্ষা করবে না। তেমনই প্রার্থনাকারীর ক্লেশ বুঝতে না পারার ফলেই দান করতে সমর্থ ব্যক্তি তাকে প্রত্যাখান করেন, কারণ তা না হলে তিনি প্রার্থনাকারীকে কোন কিছু দান করতে অস্বীকার করতে পারতেন না।"

মহর্ষি দধীচি বললেন—"আপনাদের কাছে ধর্মের তত্ত্ব শ্রবণ করার জন্যই আমি আমার দেহ আপনাদের দান করতে অস্বীকার করেছিলাম। এখন, যদিও অতি প্রিয় হলেও যে দেহ একদিন না একদিন আমাকে ত্যাগ করতেই হবে, তা আপনাদের উপকারের জন্য প্রদান করছি। হে দেবতাগণ, যে পুরুষ জীবদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এই অনিত্য দেহের দ্বারা ধর্ম এবং যশ অর্জনের চেষ্টা করে না, সেই ব্যক্তি স্থাবর প্রাণীদের চেয়েও শোচনীয়। কেউ যদি অন্য জীবের দুঃখ দর্শন করে দুঃখিত হন এবং তাদের সুখ দর্শন করে সুখী হন, তাঁর এই পুণ্যপ্রদ মহাত্মাগণ অক্ষয় ধর্ম বলে উপাসনা করেন। এই ক্ষণস্থায়ী দেহ যা কুকুর শিয়ালের ভক্ষ্য এবং যার দ্বারা নিজের আত্মার কিছুমাত্র উপকার হয় না, সেই দেহের ধন-সম্পদ এবং তার আত্মীয়স্বজন দিয়ে যদি পরের উপকার করা না যায়, তা হলে সেই সকল কেবল দুঃখ-দুর্দশা ভোগেরই কারণ হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অথর্বনন্দন দধীচি মুনি এইভাবে দেবতাদের সেবায় তাঁর দেহ উৎসর্গ করতে মনস্থ করলেন। তারপর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর আত্মাকে স্থাপন করে তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করেছিলেন। দধীচি মুনি তাঁর ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু, মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত জড় বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর আত্মা যে তাঁর দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তা তিনি অনুভব করতে পারেননি। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্মার নির্মিত বজ্র ধারণ করেছিলেন। দধীচি মুনির শক্তির দ্বারা শক্তিমান ও ভগবানের তেজে তেজীয়ান হয়ে এবং সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ইন্দ্র যখন ঐরাবতে আরোহণ করেছিলেন, তখন মুনিরা তাঁর স্তব করছিলেন। এইভাবে তিনি যেন ত্রিলোকের হর্ষ উৎপাদন করে বৃত্রাসুরকে বধ করতে যাচ্ছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রুদ্র যেমন অন্তকের প্রতি (যমরাজের প্রতি) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, তেমনি ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অসুর সেনাপতি পরিবৃত বৃত্রাসুরের দিকে বেগে ধাবিত হয়েছিলেন। তারপর সত্যযুগের অবসানে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নর্মদা নদীর তীরে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল।"

"হে রাজন্, বৃত্রাসুরের নেতৃত্বে সমস্ত অসুরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, বহ্নিগণ, মরুৎগণ, ঋভুগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ পরিবৃত বজ্রধর ইন্দ্রকে দেখে তাঁর তেজ সহ্য করতে পারল না। স্বর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত নমুচি, শম্বর, অনর্বা, দ্বিমূর্ধা, ঋষভ, অসুর, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্বা, প্রহেতি, হেতি, উৎকল এবং অন্যান্য স্বর্ণময় পরিচ্ছদে বিভূষিত হাজার হাজার দৈত্য, দানব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সুমালি, মালি প্রমুখ দুর্দান্ত অসুরেরা সিংহের মতো গর্জন করতে করতে গদা, পরিঘ, বাণ, প্রাস, মুদ্গর, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা দেবতাদের নিপীড়িত করতে লাগল। শূল, কুঠার, খড়্গ, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা অসুরেরা বিভিন্ন দেবতাদের আক্রমণ করেছিল এবং দেবতাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। আকাশে ঘন মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত জ্যোতিষ্কসকল যেমন দেখা যায় না, তেমনই চতুর্দিকে একের পর এক নিক্ষিপ্ত শরের জালে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে দেবতাদের দেখা যাচ্ছিল না। দেবসৈন্যদের সংহার করার উদ্দেশ্যে অসুরদের সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দেবতাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, কারণ দেবতারা ক্ষিপ্রহস্তে আকাশমার্গেই সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সহস্র খণ্ডে ছেদন করেছিলেন। অসুরদের অস্ত্র

এবং মন্ত্রশক্তি অবশেষ হওয়ায়, তারা পর্বতশৃঙ্গ, বৃক্ষ এবং পাথর দেবসৈন্যদের উপর বর্ষণ করতে লাগল, কিন্তু দেবতারা এতই শক্তিশালী এবং দক্ষ ছিলেন যে, তাঁরা সেগুলি আকাশমার্গেই পূর্বের মতো খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। বৃত্রাসুরের অসুর-সৈন্যেরা যখন দেখল যে, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার এবং বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ ও পাথর বর্ষণের ফলেও ইন্দ্রের সৈন্যরা অক্ষত রয়েছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। ক্ষুদ্র ব্যক্তি যেমন মহৎ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধোদ্দীপক কোন রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করলে তা মহৎ ব্যক্তিকে বিচলিত করে না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দেবতাদের বিরুদ্ধে অসুরদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হয়েছিল। অভক্তবিমুখ অসুরেরা যখন দেখল যে, তাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাদের যুদ্ধ করার গর্ব খর্ব হয়েছিল। যুদ্ধের আরম্ভেই তাদের সেনাপতিকে পরিত্যাগ করে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে মনস্থ করেছিল, কারণ তাদের শত্রুরা তাদের সমস্ত বল অপহরণ করে নিয়েছিল। নিজ সেনাবাহিনী ভগ্ন হতে দেখে, এমন কি অত্যন্ত বীর বলে প্রসিদ্ধ সেই সমস্ত সৈন্যরাও ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছে দেখে, উদার চিত্ত মহাবীর বৃত্রাসুর হেসে এই কথাগুলি বলেছিলেন। স্থান, কাল এবং পরিস্থিতি অনুসারে শূরশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর মহাবীরদের প্রশংসা করে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি অসুরবীরদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'হে বিপ্রচিত্তি! হে নমুচি! হে পুলোমা! হে ময়, অনর্বা এবং শম্বর! তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর এবং পলায়ন করো না।'"

বৃত্রাসুর বললেন—"যে সমস্ত জীব এই জগতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর প্রতিকারের কোন উপায় এই জড় জগতে কেউ খুঁজে পায়নি। এমন কি বিধাতাও তার প্রতিকারের উপায় বিধান করেননি। সেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু থেকে যদি ইহকালে যশ এবং পরকালে স্বর্গলোকের সম্ভাবনা থাকে, তা হলে কোন্ ব্যক্তি সেই মহিমান্বিত মৃত্যুকে বরণ করবে না? দুই প্রকার মহিমান্বিত মৃত্যু রয়েছে এবং সেই দুটি অত্যন্ত দুর্লভ। একটি যোগ অনুষ্ঠান করে বিশেষ করে ভক্তিযোগ, যার ফলে মন এবং প্রাণবায়ু সংযত করে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করা। অন্যটি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করে মৃত্যুবরণ করা।"

একাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের দিব্য গুণাবলী

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, অসুর সেনাপতি বৃত্র এইভাবে তার সেনানায়কদের ধর্ম উপদেশ প্রদান করলেও সেই সমস্ত কাপুরুষ অসুর সেনানায়কেরা এতই ভয়ভীত হয়েছিল যে, তারা তার কথা গ্রহণ করতে পারল না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবতারা সেই অনুকূল সুযোগ লাভ করে অসুর-সৈন্যদের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তাদের আক্রমণ করেছিলেন এবং তার ফলে অসুর-সৈন্যরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের তখন কোন নেতা ছিল না। তাঁর সৈন্যদের এই প্রকার করুণ অবস্থা দর্শন করে, অসুরশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রকার বিসদৃশ পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে, তিনি বলপূর্বক দেবতাদের নিবারিত করে, ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের তিরস্কারপূর্বক বলেছিলেন, "হে দেবগণ, এই পলায়নপর অসুরেরা তাদের মাতৃজঠর থেকে বিষ্ঠার মতো বৃথাই জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এদের জন্ম নিরর্থক। এই প্রকার শত্রুকে পিছন থেকে

বধ করে তোমাদের লাভ কি? নিজেকে যারা বীর বলে অভিমান করে, তাদের প্রাণভয়ে ভীত শত্রুকে কখনও হত্যা করা উচিত নয়। এই প্রকার হত্যা প্রশংসনীয় নয় এবং তার ফলে স্বর্গও লাভ হয় না। হে তুচ্ছ দেবতাগণ, যদি তোমাদের যুদ্ধে যথার্থই শ্রদ্ধা থাকে ও হৃদয়ে ধৈর্য থাকে এবং বিষয়ভোগে অভিলাষ না থাকে, তবে ক্ষণিকের জন্য আমার সম্মুখে দাঁড়াও।"

"মহা বলশালী বৃত্রাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিশাল এবং ভয়ঙ্কর শরীর প্রদর্শনপূর্বক দেবতাদের ভীত করে এমনভাবে গর্জন করেছিলেন যে, তার ফলে সমস্ত প্রাণীবর্গ মূর্ছিত হয়েছিল। দেবতারা বৃত্রাসুরের সেই ভীষণ সিংহনাদ সদৃশ গর্জন শ্রবণে বজ্রাহত ব্যক্তির মতো মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। দেবতারা যখন ভয়ে তাঁদের চক্ষু নিমীলিত করেছিলেন, তখন বৃত্রাসুর তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে তাঁর নিজ বলে পৃথিবী কম্পিত করেছিলেন। মদমত্ত হস্তী যেমন নলবনকে পদদলিত করে, ঠিক সেইভাবে বৃত্রাসুর দেবতাদের পদদলিত করেছিলেন। বৃত্রাসুরের সর্বকম্পন দর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর প্রতি এক মহাগদা নিক্ষেপ করেছিলেন। অপরের পক্ষে দুঃসহ হলেও বৃত্রাসুর তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই গদাটিকে অবলীলাক্রমে বাম হস্তে গ্রহণ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অত্যন্ত বিক্রমশালী ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুর তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড গর্জন করে ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবতের মস্তকে সেই গদার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের জন্য উভয়পক্ষের সৈন্যরাই তাঁর প্রশংসা করেছিল। বৃত্রাসুরের গদার আঘাতে ঐরাবতের মুখ বিদীর্ণ হয়েছিল, তার ফলে ঐরাবত অত্যন্ত পীড়িত হয়ে রক্ত বমন করতে করতে এবং বজ্রাহত পর্বতের মতো ঘুরতে ঘুরতে পিঠে ইন্দ্রকে নিয়ে সপ্ত ধনুঃ (চোদ্দ গজ) দূরে পতিত হয়। মহাত্মা বৃত্রাসুর ধর্মনীতি অনুসরণ করে, বাহন ঐরাবতকে আহত এবং অবসন্ন দেখে দুঃখিত চিত্ত ইন্দ্রের প্রতি পুনরায় গদা নিক্ষেপ করেন নি। সেই অবসরে ইন্দ্র তাঁর অমৃতস্রাবী হস্তের স্পর্শে ঐরাবতের ক্ষত ব্যথা অপনোদন করে, সেই স্থানে নীরবে অবস্থান করেছিলেন।"

"হে রাজন্, বৃত্রাসুর তাঁর ভ্রাতৃহত্যা শত্রু ইন্দ্রকে যুদ্ধ করার বাসনায় বজ্র ধারণ করে সম্মুখে অবস্থিত দেখে বৃত্রাসুরের মনে পড়েছিল, ইন্দ্র নিষ্ঠুরভাবে তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। ইন্দ্রের সেই পাপকর্মের কথা স্মরণ করে, তিনি শোকে ও মোহে বিভ্রান্ত হয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—যে ব্যক্তি ব্রহ্মবধ, গুরুবধ এবং আমার ভ্রাতাকে বধ করেছে, সৌভাগ্যক্রমে সেই তুমি আজ শত্রুভাবে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ। হে পাপিষ্ঠ, আমি যখন আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় বিদীর্ণ করব, তখন আমি আমার ভ্রাতৃঋণ থেকে মুক্ত হব। কেবল স্বর্গকামনায় তুমি আত্মজ্ঞানী, নিষ্পাপ, তোমার যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতরূপে নিযুক্ত যোগ্য ব্রাহ্মণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করেছ। তিনি ছিলেন তোমার গুরু, কিন্তু তোমার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পণ করা সত্ত্বেও তুমি নির্দয়ভাবে তোমার খড়্গের দ্বারা একটি পশুর মতো তাঁর শিরশ্ছেদ করেছ। হে ইন্দ্র, তুমি লজ্জা, দয়া, কীর্তি এবং ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ। নিজ কর্মবশে এই সমস্ত সদ্‌গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে, তুমি রাক্ষসদেরও নিন্দনীয় হয়েছ। এখন আমি আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করব, তার ফলে তোমাকে অতি কষ্টে মরতে হবে এবং তোমার মৃত্যুর পর অগ্নিও তোমাকে স্পর্শ করবে না; কেবল শকুনেরা তোমার দেহ ভক্ষণ করবে। যদি অন্যান্য দেবতারা আমার প্রভাব না জেনে, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি তোমার অনুগামী হয়ে আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তাদের অস্ত্র উদ্যত করে, তা হলে আমি আমার এই তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের দ্বারা তাদের মস্তক ছেদন করব এবং তাদের সেই মুণ্ডগুলি দিয়ে ভূত-প্রেত আদি সহ ভৈরব আদি ভূতনাথদের যজ্ঞ করব।"

"হে বীর ইন্দ্র! অথবা এই সংগ্রামে তুমিই যদি বজ্রের দ্বারা আমার শিরশ্ছেদ কর এবং আমার সৈন্যদের বিনাশ কর, তা হলে আমি আমার এই দেহ অন্য সমস্ত জীবদের (যেমন শৃগাল এবং শকুনিদের) উপহার দিয়ে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নারদ মুনির মতো মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা প্রাপ্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করব। হে দেবরাজ! আমি তোমার শত্রুরূপে সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কি জন্য আমার প্রতি তোমার বজ্র নিক্ষেপ করছ না? যদিও আমার প্রতি

নিক্ষিপ্ত তোমার গদা কৃপণের কাছে অর্থ প্রার্থনা করার মতো নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু এই বজ্র সেভাবে বিফল হবে না। এই বিষয়ে তুমি কোন সন্দেহ করো না। হে দেবরাজ ইন্দ্র! তুমি আমাকে বধ করার জন্য যে বজ্র ধারণ করেছ, তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর তেজে এবং দধীচি মুনির তপস্যার প্রভাবে তেজোযুক্ত হয়েছে। তুমিও যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে আমাকে হত্যা করার জন্য এসেছ, সুতরাং তোমার বজ্রের আঘাতে যে আমার মৃত্যু হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তোমার পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তাই তোমার বিজয়, সমৃদ্ধি এবং সমস্ত সদ্‌গুণ অবশ্যম্ভাবী। তোমার বজ্রের প্রভাবে আমি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হব এবং এই দেহ ও জড় বাসনা সমন্বিত এই জগৎ ত্যাগ করব। ভগবান সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্ত স্থির করে, আমি মহান মুনি আদি মহাজন ব্যক্তিদের গতি লাভ করব, যে কথা ভগবান সঙ্কর্ষণ স্বয়ং বলেছেন। যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত এবং সর্বদা ঐকান্তিকভাবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন, তাঁদের ভগবান তাঁর নিজ জন বা সেবকরূপে স্বীকার করেন। স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালে যে সম্পদ রয়েছে, তা তিনি তাদের দান করেন না। কারণ এই ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যের ফলে শত্রুতা, উদ্বেগ, মনস্তাপ, গর্ব এবং কলহের সৃষ্টি হয়। তখন সেই সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য এবং সংরক্ষণের জন্য তাকে অধিক প্রয়াস করতে হয় এবং সেই সম্পদ হারালে তখন অত্যন্ত গভীর দুঃখ হয়।"

"হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু ভগবান তাঁর ভক্তদের ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রয়াস করতে নিষেধ করেন। তা থেকে বোঝা যায় ভগবান কত কৃপালু। এই প্রকার কৃপা (কেবল অনন্য) ভক্তদেরই লভ্য, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও এই প্রকার কৃপা লাভ করতে পারে না। হে ভগবান, যাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করেছেন, আমি কি আবার আপনার সেই দাসদের দাস হতে পারব? হে প্রাণপতি, আমি যেন পুনরায় তাঁদের দাস হতে পারি যাতে আমার মন সর্বদা আপনার দিব্য গুণাবলী স্মরণ করে, আমার বাণী যেন সর্বদা আপনার মহিমা কীর্তন করে এবং আমার দেহ যেন সর্বদা আপনার সেবাকার্য সম্পাদন করতে পারে। হে সর্ব সৌভাগ্যের উৎস, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করে ধ্রুবলোক, স্বর্গলোক, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, অষ্ট যোগসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষও লাভ করতে চাই না। হে অরবিন্দাক্ষ, অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক যেমন মাতার আগমনের প্রতীক্ষা করে, রজ্জুবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে কখন স্তন্য পান করবে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, বিরহ প্রেয়সী পত্নী যেভাবে প্রবাসী পতির দর্শনের অভিলাষ করে, আমার মনও সর্বদা সেইভাবে আপনার সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করছে। হে নাথ, আমি আমার কর্মের ফলে সংসারচক্রে ভ্রমণ করছি। তাই আমি যেন আপনার পুণ্যকীর্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্য লাভ করতে পারি। আপনার মায়ার প্রভাবে আমার চিত্ত যে দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহ প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাতে যেন আর আসক্তি না থাকে। আমার মন, প্রাণ, সব কিছুই যেন আপনাতেই আসক্ত হয়।"

দ্বাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের মহিমান্বিত মৃত্যু

শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেহত্যাগ করতে ইচ্ছা করে বৃত্রাসুর জয় লাভের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর ত্রিশূল গ্রহণ করে প্রলয়ান্ত যখন জলমধ্যে দুর্বোধ্য তখন কৈটভ দৈত্য বিষ্ণুর প্রতি যেভাবে ধাবিত হয়েছিল, সেইভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে প্রভূত দানশীল মহারাজ পরীক্ষিৎ, বৃত্রাসুর নিহত হলে, ইন্দ্র ব্যতীত লোকপালগণ সহ ত্রিভুবনের সকলেই তখন সন্তাপ রহিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তারপর, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, দৈত্য, দেবানুগগণ এবং ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রের অনুগামী দেবতারা সকলে তাঁদের স্বস্থানে প্রস্থান করেছিলেন। যাওয়ার সময় কিন্তু তাঁরা কেউই ইন্দ্রকে কোন সম্ভাষণ করেননি।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষে, ইন্দ্রের দুঃখের কি কারণ ছিল? আমি তা জানতে ইচ্ছা করি। তিনি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তা হলে ইন্দ্র কেন অসুখী ছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—"বৃত্রাসুরের বিক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে বধ করার জন্য সমস্ত ঋষি এবং দেবতাগণ যখন ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তখন ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত হয়ে তাতে অস্বীকার করেছিলেন।"

দেবরাজ ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—"বিশ্বরূপকে বধ করার ফলে আমার যে পাপ হয়েছিল তা স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ এবং জল অনুগ্রহপূর্বক বিভক্ত করে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন আর একজন ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করলে, সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবরাজ ইন্দ্রের সেই বাক্য শ্রবণ করে মহান ঋষিগণ বলেছিলেন, 'হে দেবরাজ, তোমার মঙ্গল হবে। তুমি সেই জন্য কোন ভয় করো না। আমরা তোমাকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাব, তার ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে তুমি মুক্ত হবে।' "

ঋষিরা বললেন—"হে ইন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ পরমাত্মা ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে, তুমি সমস্ত জগৎ বধজনিত পাপ থেকেও মুক্ত হতে পারবে, অতএব বৃত্রবধের আর কি কথা। ভগবান শ্রীনারায়ণের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে ব্রাহ্মণ, গাভী, পিতা, মাতা অথবা গুরুহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। শূদ্রাধম শ্বপচ এবং চণ্ডাল আদি পাপীরাও পর্যন্ত এইভাবে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। আর তুমি ভক্তিমান এবং আমরা তোমাকে মহান অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সাহায্য করব। তুমি যদি এইভাবে ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান কর, তা হলে তুমি ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত প্রাণীহত্যা করলেও পাপে লিপ্ত হবে না, অতএব বৃত্রাসুরের মতো দুষ্ট অসুরহত্যাজনিত পাপের আর কি কথা।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ঋষিদের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর নিহত হলে, সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করেছিল। দেবতাদের পরামর্শে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন এবং সেই পাপের ফলে তাঁকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। অন্যান্য দেবতারা যদিও তার ফলে সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র সুখী হতে পারেননি। ঐশ্বর্য, ধৈর্য আদি অন্যান্য সদ্গুণ তাঁকে সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেনি। ইন্দ্র দেখলেন, চণ্ডালীর মতো মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে আসছে। তার দেহ জরাগ্রস্ত এবং তার ফলে তার অঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এবং তাই তার দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত। তার শ্বাসবায়ু মৎস্যের মতো অসহ্য দুর্গন্ধ ত্যাগ করছে এবং তাতে পথ পর্যন্ত দূষিত হয়ে গিয়েছে। সে ইন্দ্রকে "দাঁড়াও, দাঁড়াও" বলে পশ্চাদ্ধাবন করছে। হে রাজন্, ইন্দ্র প্রথমে আকাশে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি দেখলেন যে মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁকে অনুসরণ করছে। তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই সেই পিশাচী তাঁকে অনুসরণ করেছিল। অবশেষে তিনি দ্রুতবেগে উত্তর-পূর্ব কোণে মানস সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন। ইন্দ্র সেই মানস সরোবরে অন্যের অলক্ষিতভাবে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে করতে পদ্মনাল তন্তুতে

এক হাজার বছর বাস করেছিলেন। অগ্নিদেব সর্বদা যজ্ঞের ভাগ তাঁর জন্য আনয়ন করতেন, কিন্তু জলে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে, এই দীর্ঘকাল দেবরাজ ইন্দ্র প্রায় অনাহারেই ছিলেন। যে পর্যন্ত ইন্দ্র জলে পদ্মনাল তন্তুতে বাস করেছিলেন, সেই সময় পর্যন্ত নহুষ তাঁর বিদ্যা, তপস্যা এবং যোগবলে স্বর্গলোক শাসন করার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার ফলে, স্বর্গরাজ্য শাসন করেছিলেন। কিন্তু নহুষ সম্পদ ও ঐশ্বর্যমদে অন্ধ হয়ে ইন্দ্রপত্নী শচীকে ভোগ করার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তার ফলে নহুষ ব্রাহ্মণের অভিশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দেবতা শ্রীরুদ্রের প্রভাবে ইন্দ্রের পাপ ক্ষীণ হয়েছিল। ইন্দ্র যেহেতু মানস-সরোবরের পদ্মবনবাসী বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর পাপ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। চরমে ইন্দ্র নিষ্ঠা সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার ফলে, তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণে পুনরায় স্বর্গলোকে ফিরে গিয়ে দেবরাজের পদে অধিষ্ঠিত হন।"

"হে রাজন্, দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে গেলে, ব্রহ্মর্ষিরা তাঁর কাছে এসে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁকে যথাযথভাবে দীক্ষিত করেছিলেন। ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ ইন্দ্রকে তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেছিল, কারণ তিনি সেই যজ্ঞে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা করেছিলেন। হে রাজন্, তিনি যদিও মহাপাপ করেছিলেন, তবুও সূর্যের তেজে কুজ্ঝটিকা যেমন বিনষ্ট হয়ে যায় ঠিক সেইভাবে তাঁর পাপ বিনষ্ট হয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্র মরীচি আদি ঋষিদের দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছিলেন। তাঁরা পরমেশ্বর পুরাণ পুরুষ ভগবানের আরাধনা করে যথাবিধি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্র পাপমুক্ত হয়ে তাঁর মহান পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সকলের পূজ্য হয়েছিলেন। এই আখ্যানটি অত্যন্ত মহৎ, এতে তীর্থপাদ নারায়ণের মাহাত্ম্য, ভক্তির উৎকর্ষ প্রতিপাদন, ভক্তদের কথা, দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি এবং অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর জয় লাভের বর্ণনা হয়েছে। এই কাহিনীটি সর্বদা শ্রবণ করার দ্বারা মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। সুতরাং, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সর্বদা এই আখ্যানটি পাঠ করার উপদেশ দেওয়া হয়। কেউ যদি তা করেন, তা হলে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে দক্ষতা অর্জন করবেন, তাঁর ধন বৃদ্ধি হবে এবং তাঁর যশ বিস্তৃত হবে। তার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে তিনি তাঁর সমস্ত শত্রুদের পরাভূত করবেন এবং তাঁর আয়ু বৃদ্ধি হবে। যেহেতু এই আখ্যানটি সর্বতোভাবে মঙ্গলময়, তাই বিদ্বান পণ্ডিতেরা প্রতি পর্ব উৎসবে তা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন।"

চতুর্দশ অধ্যায়

মহারাজ চিত্রকেতুর শোক

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, সাধারণত অসুরেরা রজ এবং তম স্বভাবসম্পন্ন পাপাত্মা। কিন্তু বৃত্রাসুর কিভাবে ভগবান নারায়ণে এই প্রকার দৃঢ় ভক্তি লাভ করেছিলেন? শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত দেবতারা এবং যোগবলসম্পন্ন ঋষিরাও কদাচিৎ মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করেন না। (অতএব বৃত্রাসুর কিভাবে এই প্রকার মহান ভক্ত হলেন?) এই জড় জগতে পরমাণুসমূহ যেমন অসংখ্য, জীবও তেমন অসংখ্য। সেই সমস্ত জীবদের মধ্যে অল্পসংখ্যক মাত্র মানুষ এবং তাদের

মধ্যে কেউ কেউ কেবল ধর্ম অনুষ্ঠান করেন। হে দ্বিজোত্তম শুকদেব গোস্বামী, সেই ধর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করেন। হাজার হাজার মুক্তিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন জড় জগতের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ইত্যাদির আসক্তি পরিত্যাগ করে মুক্ত হন এবং এই প্রকার হাজার হাজার মুক্তদের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারেন। হে মহর্ষে, এই প্রকার কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। তা হলে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়েও সেই বৃত্রাসুর পাপাত্মা অসুর, যে সর্বদা অন্যদের দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠার কারণ ছিল, সে কিভাবে এই প্রকার মহান কৃষ্ণভক্ত হয়েছিল? হে প্রভু শুকদেব গোস্বামী, বৃত্র পাপাত্মা অসুর হলেও যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এই প্রকার অসুর কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত হয়েছিলেন? এই বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে এবং আপনার কাছে তার কারণ শ্রবণ করতে অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"প্রজ্ঞাবান মহারাজ পরীক্ষিতের যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করে, মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী গভীর স্নেহ সহকারে তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, ব্যাসদেব, নারদ এবং দেবল ঋষির শ্রীমুখ থেকে যে ইতিহাস আমি শ্রবণ করেছি, সেই কথাই আমি তোমাকে বলব। মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামক একজন রাজা ছিলেন, যিনি সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবী কামধুক্ ছিলেন অর্থাৎ জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করতেন। এই চিত্রকেতুর এক কোটি পত্নী ছিল, তিনি সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হলেও তাদের থেকে তিনি একটি সন্তানও লাভ করতে পারেননি। দৈববশে তারা সকলেই বন্ধ্যা ছিল। এক কোটি বন্ধ্যা পত্নীর পতি চিত্রকেতু রূপবান, উদার এবং তরুণ ছিলেন। তাঁর অতি উচ্চকুলে জন্ম হয়েছিল। তিনি পূর্ণ বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন পুত্র না থাকায় তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তাঁর অতি সুন্দরী চন্দ্রমুখী মহিষীগণ, সম্পদ, ভূমি—এই সব কিছুই সেই সার্বভৌম নরপতির প্রীতিজনক হয়নি। এক সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে মহারাজ চিত্রকেতুর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। চিত্রকেতু তৎক্ষণাৎ তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে তাঁর পূজা করেছিলেন। তাঁকে আহার্য এবং পানীয় প্রদান করে তিনি সেই মহান অতিথির সৎকার করেছিলেন। ঋষি যখন সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন মহারাজ তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে সেই ঋষির পায়ের কাছে ভূমিতে উপবেশন করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতু যখন বিনয়াবনতভাবে মহর্ষির শ্রীপাদপদ্মের পাশে মাটিতে বসেছিলেন, তখন ঋষি অঙ্গিরা তাঁকে তাঁর বিনয় এবং আতিথেয়তার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তাঁকে বলেছিলেন—'হে রাজন্, আমি আশা করি আপনার দেহ, মন এবং রাজকীয় পার্ষদ ও সামগ্রী সবই কুশলে রয়েছে। প্রকৃতির সাতটি তত্ত্ব (মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র) যখন যথাযথভাবে থাকে, তখন জড় তত্ত্বের মধ্যে জীব সুখী থাকে। এই সাতটি তত্ত্ব ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তেমনই রাজাও সর্বদা সাতটি তত্ত্বের দ্বারা রক্ষিত—তাঁর উপদেষ্টা (স্বামী বা গুরু), তাঁর মন্ত্রীবর্গ, রাজ্য, দুর্গ, কোষ, দণ্ড এবং মিত্র। হে নরদেব, রাজা যখন সাক্ষাৎভাবে এই সপ্ত প্রকৃতির অনুবর্তী হন, তখন তিনি সুখী হন। তেমনই তাঁরাও যখন তাঁদের ধন-সম্পদ এবং কর্মক্ষমতা রাজাকে নিবেদন করে রাজার আদেশ পালন করেন, তখন তাঁরাও সুখী হন। হে রাজন্, তোমার পত্নী, প্রজা, অমাত্য, ভৃত্য, তেল মসলা আদি সরবরাহকারী বণিকগণ, মন্ত্রিবৃন্দ, পুরবাসীগণ, রাজ্যপালগণ, পুত্রগণ সকলে তোমার বশবর্তী আছে তো? যদি রাজার মন সম্পূর্ণরূপে সংযত থাকে, তা হলে তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং রাজকর্মচারীগণ সকলেই তাঁর অধীন থাকেন। তাঁর রাজ্যপালগণ তাঁকে যথাসময়ে অবাধে কর প্রদান করেন, অতএব নিম্নতর ভৃত্যদের আর কি কথা? হে মহারাজ চিত্রকেতু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মন

প্রসন্ন নয়। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। তা কি তোমার নিজের থেকেই হয়েছে না অন্য কারও কারণে হয়েছে? তোমার বিবর্ণ মুখমণ্ডলই তোমার গভীর দুশ্চিন্তা প্রতিফলিত করছে।'

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহর্ষি অঙ্গিরা যদিও সব কিছুই জানতেন, তবু তিনি রাজাকে এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন পুত্রার্থী রাজা চিত্রকেতু মহর্ষি অঙ্গিরাকে বলেছিলেন—"হে মহাত্মন্, তপস্যা, জ্ঞান এবং সমাধির বলে আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই আপনার মতো একজন সিদ্ধ যোগী আমাদের মতো একজন বদ্ধ জীবের অন্তরের এবং বাইরের সব কথা জানেন। হে মহাত্মন, আপনি যদিও সব কিছু জানেন, তবুও আপনি আমার দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। তাই আপনার আদেশ অনুসারে আমি তার কারণ নিবেদন করছি। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তিকে যেমন মালা অথবা চন্দন আদি সুগন্ধ বিষয় সুখ দিতে পারে না, তেমনই মহর্ষি দেবতাদেরও অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ আমাকে সুখ দিতে পারে না, কারণ আমি অপুত্রক। হে মহর্ষি, যাতে আমি পুত্র লাভ করে আমার পূর্বপুরুষগণ সহ অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধার পেতে পারি, সেই উপায় বিধান করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ চিত্রকেতুর অনুরোধে ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরা ঋষি তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মহা শক্তিশালী ব্যক্তি, তাই তিনি ত্বষ্টার উদ্দেশে পায়স নিবেদন করে এক যজ্ঞ করেছিলেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজা পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতুর এক কোটি রানীর মধ্যে যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠা, কৃতদ্যুতি নামক সেই প্রথম বিবাহিতা মহিষীকে মহর্ষি অঙ্গিরা যজ্ঞশেষ প্রদান করেছিলেন। তারপর, মহর্ষি অঙ্গিরা রাজাকে বলেছিলেন, "হে মহারাজন্, এখন তুমি একটি পুত্র লাভ করবে যে তোমার হর্ষ এবং শোক উভয়েরই কারণ হবে।" এই কথা বলে, চিত্রকেতুর উত্তরের অপেক্ষা না করে সেই ঋষি প্রস্থান করেছিলেন। কৃত্তিকাদেবী যেমন অগ্নির কাছ থেকে মহাদেবের বীর্য গ্রহণ করে স্কন্দ (কার্তিকেয়) নামক পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, কৃতদ্যুতিও তেমনই অঙ্গিরার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রসাদ ভক্ষণপূর্বক চিত্রকেতুর বীর্য ধারণ করে গর্ভবতী হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শূরসেন দেশের অধিপতি রাজা চিত্রকেতুর বীর্য ধারণ করে, রাজমহিষী কৃতদ্যুতির যে গর্ভ হয়েছিল, তা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। তারপর, যথাসময়ে রাজার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই সংবাদ শ্রবণ করে শূরসেন দেশবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। মহারাজ চিত্রকেতু এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং স্নান করে শুচি হয়ে অলঙ্কার ধারণপূর্বক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা কুমারের আশীর্বাদ বাণী পাঠ এবং জাতকর্ম সম্পন্ন করিয়েছিলেন। রাজা সেই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, রজত, বসন, অলঙ্কার, গ্রাম, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি এবং ছয় অর্বুদ (ষাট কোটি) গাভী দান করেছিলেন। মেঘ যেভাবে অকাতরে জল বর্ষণ করে, মহামতি রাজাও সেইভাবে পুত্রের যশ, ধন ও আয়ু বৃদ্ধির জন্য সকলকে তাঁদের অভিলষিত বস্তু দান করেছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তির যেমন কষ্টলব্ধ ধনের প্রতি দিন দিন স্নেহ বর্ধিত হয়, তেমনই, মহারাজ চিত্রকেতু বহু কষ্টে সেই পুত্র লাভ করায় তার প্রতি তাঁর স্নেহ দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। পিতার মতো মাতা কৃতদ্যুতিরও পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল। কৃতদ্যুতির সন্তান দর্শন করে তাঁর সপত্নীদেরও পুত্র কামনায় পরিতাপ উপস্থিত হয়েছিল। পুত্রের লালন পালন করতে করতে পুত্রবতী ভার্যা কৃতদ্যুতির প্রতি চিত্রকেতুর প্রীতি যেমন বর্ধিত হয়েছিল, তেমনই তাঁর অন্যান্য পত্নী যাঁদের পুত্র ছিল না, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রীতি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। অন্য মহিষীরা পুত্রহীনা হওয়ার ফলে অত্যন্ত অসুখী হয়েছিলেন। রাজা তাঁদের প্রতি উপেক্ষা করায় ফলে, তাঁরা ঈর্ষায় নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে অনুতাপ করেছিলেন। পুত্রহীনা স্ত্রীকে তার গৃহে তার পতি অনাদর করে এবং সপত্নীরা তাকে দাসীর মতো অপমান করে। সেই প্রকার স্ত্রী তার পাপের জন্য সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। দাসীরাও নিরন্তর স্বামীর পরিচর্যা করে স্বামীর কাছ থেকে সম্মান পায় এবং তাই তাদের কোন সন্তাপ থাকে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা দাসীরও দাসীর মতো। অতএব, আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—"এইভাবে পতির দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে এবং কৃতদ্যুতির পুত্রসম্পদ দর্শন করে, কৃতদ্যুতির সপত্নীরা সর্বক্ষণ ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগলেন, যা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ তাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত কঠোর হৃদয় হয়ে এবং তাদের প্রতি রাজার অনাদর সহ্য করতে না পেরে, তারা অবশেষে কুমারকে বিষ প্রদান করেছিল। তাঁর সপত্নীরা যে তাঁর পুত্রকে বিষ প্রদান করেছে মহারাণী কৃতদ্যুতি সেই কথা জানতে পারেননি। তাঁর পুত্রকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন বলে মনে করে, তিনি গৃহে বিচরণ করছিলেন। তাঁর পুত্রের যে মৃত্যু হয়েছে, সেই কথা তিনি বুঝতে পারেননি। পুত্র বহুক্ষণ ধরে নিদ্রিত আছে বলে মনে করে, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহারাণী কৃতদ্যুতি ধাত্রীকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'হে ভদ্রে, আমার পুত্রকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' ধাত্রী শায়িত বালকের কাছে গিয়ে দেখল যে, তার চক্ষু ঊর্ধ্বগত হয়ে আছে। তাতে দেহে জীবনের লক্ষণ নেই এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তখন সে বুঝতে পারে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তা দেখে, 'হায়, আমার সর্বনাশ হয়েছে' এই বলে আর্তনাদ করে সে ভূমিতে নিপতিত হয়েছিল। ধাত্রী অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তার করযুগলের দ্বারা বক্ষে আঘাত করতে করতে উচ্চস্বরে চিৎকার করছিল। তার সেই চিৎকার শুনে রাণী তৎক্ষণাৎ তাঁর পুত্রের কাছে এসে সহসা তাকে মৃত দেখতে পেলেন। গভীর শোকে তখন রাণীর কেশ এবং বসন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করে পুরবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সেখানে এসেছিল এবং তাঁদের মতো দুঃখিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। বিষ প্রদানকারী রাণীরাও তাদের অপরাধ ভালভাবে জেনে কপটভাবে ক্রন্দন করেছিল। রাজা চিত্রকেতু যখন শুনলেন যে, অজ্ঞাত কারণে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, তখন তিনি শোকে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহের ফলে, তাঁর শোক অনলের মতো বর্ধিত হয়েছিল। তাকে দেখতে গিয়ে তিনি বার বার ভূমিতে স্খলিত এবং পতিত হতে লাগলেন। মন্ত্রী আদি রাজকর্মচারী এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তিনি বিকীর্ণ কেশ এবং বিক্ষিপ্ত বসনে মৃত বালকের পদযুগলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রাজা যখন তাঁর চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করছিলেন এবং তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তিনি কিছুই বলতে সমর্থ হলেন না। পতিকে নিদারুণ শোকসন্তপ্ত এবং বংশের একমাত্র পুত্রকে মৃত দেখে, রাণী নানাভাবে বিলাপ করেছিলেন। তা শুনে অন্তঃপুরবাসী, অমাত্যবর্গ এবং ব্রাহ্মণদের হৃদয়ে বেদনা বর্ধিত হয়েছিল। রাণীর উন্মুক্ত কেশপাশ থেকে ফুলের মালাগুলি পড়ে গিয়েছিল। তাঁর অশ্রু চোখের কাজল বিগলিত করে তাঁর কুঙ্কুম-রঞ্জিত স্তনযুগলকে সিক্ত করেছিল। পুত্রশোকে তাঁর উচ্চ ক্রন্দন কুররী পাখির মধুর স্বরের মতো শোনাচ্ছিল।"

"হে বিধাতা, তুমি সৃষ্টির বিষয়ে নিশ্চয় অত্যন্ত অনভিজ্ঞ, কারণ তুমি পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রের মৃত্যুরূপ নিজ সৃষ্টির নিয়মের বিপরীত কার্য করেছ। তুমি যদি এইভাবে বিপরীত আচরণই করতে চাও, তা হলে তুমি নিশ্চয় জীবের প্রতি কৃপালু নও, তুমি তাদের শত্রু। হে ভগবান, তুমি বলতে পার যে, পুত্র জীবিত থাকতেই পিতার মৃত্যু হবে এবং পিতা জীবিত থাকতেই পুত্রের জন্ম হবে, এই রকম কোন নিয়ম নেই, কারণ সকলেরই কর্ম অনুসারে জন্ম-মৃত্যু হয়। কিন্তু কর্ম যদি এতই প্রবল হয় যে, জন্ম এবং মৃত্যু তার উপর নির্ভর করে, তা হলে নিয়ন্তা বা ভগবানের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি বল যে, নিয়ন্তার প্রয়োজন রয়েছে কারণ জড়া প্রকৃতির নিজে থেকে সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা নেই, তার উত্তরে তা হলে বলা যায় যে, তুমি যে স্নেহের বন্ধন সৃষ্টি করেছ তা তুমি কর্মের দ্বারা ছিন্ন কর এবং তা হলে স্নেহের ফলে এই প্রকার দুঃখ দর্শন করে কেউই আর সন্তানদের প্রতি স্নেহ করবে না, পক্ষান্তরে তারা তাদের সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করবে। যে স্নেহের বশে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়, যেহেতু তুমি সেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছ, তাই তুমি অনভিজ্ঞ এবং নির্বোধ।"

"হে বৎস, আমি অসহায় এবং অত্যন্ত কাতর। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। তোমার শোকসন্তপ্ত

পিতাকে দেখ। আমরা অসহায়, কারণ পুত্র না থাকলে আমাদের ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সেই অন্ধকার নরক থেকে উদ্ধারের তুমিই একমাত্র ভরসা। তাই তুমি নির্দয় যমের সঙ্গে আর অধিক দূরে যেও না। হে প্রিয় পুত্র, তুমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। এখন ওঠ। তোমার খেলার সাথীরা তোমাকে ডাকতে এসেছে। তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। উঠে স্তন পান কর এবং আমাদের শোক দূর কর। হে প্রিয় পুত্র, আমি অবশ্যই অত্যন্ত দুর্ভাগা, কারণ আমি আর তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে মধুর হাসি দর্শন করতে পারব না। হা হতো কি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। হে প্রিয় পুত্র, আমি আর তোমার আধো আধো মধুর বাক্য শুনতে পাব না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মৃত পুত্রের জন্য বিলাপকারিণী পত্নীর সঙ্গে রাজা চিত্রকেতু অতি উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এইভাবে রাজা ও রাণী ক্রন্দন করতে থাকলে, তাঁদের অনুগত নরনারী সকলেই ক্রন্দন করেছিল। এই অকস্মাৎ দুর্ঘটনায় সমস্ত নগরবাসী শোকে অচৈতন্যপ্রায় হয়েছিল। মহর্ষি অঙ্গিরা যখন জানতে পারলেন যে, রাজা শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছেন, তখন তিনি নারদ মুনি সহ সেখানে গিয়েছিলেন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শোকসন্তপ্ত রাজা চিত্রকেতু তাঁর পুত্রের মৃতদেহের পাশে আর একটি মৃতদেহের মতো পড়ে ছিলেন। তখন মহর্ষি নারদ এবং অঙ্গিরা তাঁকে আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বন্ধে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। হে রাজেন্দ্র, যে মৃত বালকের জন্য তুমি এইভাবে শোক করছ, সে তোমার কে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি বলতে পার এখন তুমি তার পিতা এবং সে তোমার পুত্র, কিন্তু তুমি কি মনে কর তোমাদের এই সম্পর্ক পূর্বে ছিল? এখনও কি রয়েছে? ভবিষ্যতে কি তা থাকবে? হে রাজন, স্রোতের বেগে বালুকারাশি কখনও একত্রিত হয় এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনই কালের প্রভাবে জড় দেহধারী জীবদের কখনও মিলন হয় এবং কখনও বিচ্ছেদ হয়। জমিতে বীজ বপন করলে কখনও তা অঙ্কুরিত হয়, কখনও হয় না। কখনও জমি উর্বর না হওয়ার ফলে বীজ বপন নিরর্থক হয়। তেমনই কখনও সম্ভাব্য পিতা ভগবানের মায়ার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সন্তান লাভ করে এবং কখনও করে না। তাই এই কৃত্রিম পিতৃত্বের সম্পর্কের জন্য শোক করা উচিত নয়, যা চরমে ভগবানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। হে রাজন, তুমি এবং আমরা—তোমার উপদেষ্টাগণ, তোমার পত্নী এবং মন্ত্রীগণ এবং চরাচর সমস্ত জগৎ এই যে এক বর্তমান কালে রয়েছি, তা এক অনিত্য পরিস্থিতি। আমাদের জন্মের পূর্বে তা ছিল না এবং মৃত্যুর পরেও তা থাকবে না। তাই বর্তমানে আমাদের যে স্থিতি, তা মিথ্যা না হলেও অনিত্য। সমস্ত জীবের ঈশ্বর ভগবান অবশ্যই এই অনিত্য জড় জগতের সৃষ্টির ব্যাপারে নিরপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সমুদ্রের তটে বালক যেমন খেলার ছলে কিছু তৈরি করে, ভগবানও তেমন সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কার্য সম্পাদন করেন। পিতাকে সন্তান উৎপাদনের কার্যে প্রবৃত্ত করে তিনি সৃষ্টি করেন, রাজাদের দ্বারা তিনি পালন করেন এবং সর্প আদি মৃত্যুদূতের মাধ্যমে সংহার করেন। সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের এই প্রতিনিধিদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, কিন্তু

মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা বলে মনে করে। হে রাজন্, একটি বীজ থেকে যেমন আর একটি বীজ উৎপন্ন হয়, তেমনই একটি দেহ (পিতার দেহ) থেকে অন্য একটি দেহের (মাতার দেহের) মাধ্যমে আর একটি দেহের (পুত্রের দেহের) জন্ম হয়। জড় দেহের উপাদানগুলি যেমন নিত্য, তেমনই এই সমস্ত উপাদানের মাধ্যমে প্রকট হয় যে জীব সেও নিত্য। যারা উন্নত জ্ঞান সম্পন্ন নয় তারাই জাতি এবং ব্যক্তি, এই ভেদের সমষ্টি ও ব্যষ্টির বিভেদ সৃষ্টি করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে নারদ মুনি এবং অঙ্গিরা ঋষির উপদেশে জ্ঞান লাভ করে রাজা চিত্রকেতু আশান্বিত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর হাতের দ্বারা তাঁর মলিন মুখ পরিমার্জন করে বলেছিলেন—হে মহাপুরুষদ্বয়। অবধূত বেশে আত্মগোপন করে এখানে সমাগত আপনারা দুজন কে? আমি দেখছি যে আপনারা মহাজ্ঞানী এবং মহৎ থেকেও অতিশয় মহৎ। বৈষ্ণবের পদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে ব্রাহ্মণেরা তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক। কখনও কখনও তাঁরা উন্মত্তের মতো বেশ গ্রহণ করে, আমাদের মতো বিষয়াসক্ত মূর্খদের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য এই পৃথিবীতে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করেন। হে মহাত্মাগণ, আমি শুনেছি অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবদের জ্ঞান উপদেশ করার জন্য যে সমস্ত সিদ্ধ মহাত্মাগণ পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সনৎকুমার, নারদ, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, অসিত, অপান্তরতমা (ব্যাসদেব), মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বশিষ্ঠ, ভগবান পরশুরাম, কপিল, শুকদেব, দুর্বাসা যাজ্ঞবল্ক্য, জাতুকর্ণ, অরুণি, রোমশ, চ্যবন, দত্তাত্রেয়, আসুরি, পতঞ্জলি, বেদশিরা, ঋষি ধৌম্য, মুনি পঞ্চশিখ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, শ্রুতদেব এবং ঋতধ্বজ। আপনারা নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে কেউ হবেন। আপনারা দুজন মহাপুরুষ, তাই আপনারা আমাকে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করতে সমর্থ। আমি শূকর, কুকুর আদি গ্রাম্য পশুর মতো মূঢ়বুদ্ধি এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমগ্ন। দয়া করে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে আমাকে উদ্ধার করুন।"

অঙ্গিরা বললেন—"হে রাজন্, তুমি যখন পুত্র কামনা করেছিলে, তখন যে তোমাকে পুত্র প্রদান করেছিল, আমিই সেই অঙ্গিরা ঋষি। আর ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ। হে রাজন্, তুমি ভগবানের পরম ভক্ত। তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে এইভাবে জড়-জাগতিক বিষয়ের ক্ষতিতে শোকাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। তাই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে তুমি যে শোক সাগরে নিমজ্জিত হয়েছ, তা থেকে উদ্ধার করার জন্য আমরা দুজন এসেছি। যাঁরা ভগবদ্ভক্ত তাঁদের জড়-জাগতিক লাভে অথবা ক্ষতিতে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। আমি যখন পূর্বে তোমার গৃহে এসেছিলাম, তখনই আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞান দান করতাম, কিন্তু আমি যখন দেখলাম তোমার মন অন্য বিষয়ে আসক্ত রয়েছে, তখন আমি তোমাকে কেবলমাত্র একটি পুত্র প্রদান করেছিলাম, যে তোমার হর্ষ ও বিষাদের কারণ হয়েছে। হে রাজন্, এখন তুমি নিজেই পুত্রবানদের দুঃখ অনুভব করছ। হে শূরসেন-পতি, স্ত্রী, গৃহ, ধন, রাজৈশ্বর্য, বিবিধ সম্পদ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়—এ সবই অনিত্য। রাজ্য, সামরিক শক্তি, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য, আত্মীয়-স্বজন—এরা সকলেই ভয়, মোহ, শোক এবং দুঃখের কারণ। এরা গন্ধর্ব-নগরের মতো, অর্থাৎ অরণ্যের মধ্যে কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট এক বিশাল প্রাসাদের মতো। সেগুলি স্বপ্ন, মায়া এবং কল্পনার মতো ক্ষণস্থায়ী। স্ত্রী, সন্তান, সম্পত্তি—এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুগুলি স্বপ্নের মতো এবং মনঃকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা দেখি, তার কোন বাস্তব সত্তা নেই। কিছুক্ষণের জন্য তা দৃষ্ট হয় এবং তারপর তার আর অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আমরা এই প্রকার কল্পনা সৃষ্টি করি এবং সেই অনুসারে পুনরায় কর্ম করি। দেহাভিমানী জীব পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন সমন্বিত দেহে মগ্ন থাকে। মনের মাধ্যমে জীব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে তাই দেহ সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস। অতএব, হে রাজা চিত্রকেতু, সাবধানতা সহকারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর। অর্থাৎ তুমি কি দেহ, মন না আত্মা, সেই কথা বোঝার চেষ্টা কর। বিচার করে দেখ তুমি কোথা হতে এসেছ এবং এই দেহ ত্যাগ করার পর তুমি কোথায় যাবে এবং কেন তুমি জড় শোকের বশীভূত হয়েছ। এইভাবে তুমি তোমার প্রকৃত স্থিতি জানার চেষ্টা কর, তা হলে তুমি

তোমার অনর্থক আসক্তি পরিত্যাগ করতে পারবে। তখন এই জড় জগৎ এবং কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত নয় যে সমস্ত বস্তু তাদের নিত্য বলে মনে করার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসও তুমি পরিত্যাগ করতে পারবে। এইভাবে তুমি শান্তি লাভ করতে পারবে।"

মহর্ষি নারদ বললেন—"হে রাজন্, তুমি সংযত হয়ে আমার কাছ থেকে এই পরম মঙ্গলপ্রদ মন্ত্র গ্রহণ কর, যা গ্রহণ করলে সাত রাত্রির মধ্যে ভগবান সঙ্কর্ষণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারবে। হে রাজন্, পুরাকালে ভগবান শিব এবং অন্যান্য দেবতারা সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ দ্বৈতভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে অতুলনীয় এবং অপরিমেয় মহিমা লাভ করেছিলেন। তুমিও শীঘ্রই সেই পরম পদ লাভ করবে।"

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রকে শোকাকুল আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে বলেছিলেন—হে জীবাত্মা, তোমার মঙ্গল হোক। তোমার শোকে অত্যন্ত পরিতপ্ত তোমার মাতা-পিতা, সুহৃদ ও আত্মীয়স্বজনদের দর্শন কর। যেহেতু তোমার অকালমৃত্যু হয়েছে, তাই তোমার আয়ু এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অতএব তুমি পুনরায় তোমার দেহে প্রবেশ করে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ কর। তোমার পিতৃদত্ত রাজসিংহাসন এবং সমস্ত ঐশ্বর্য গ্রহণ কর।"

নারদ মুনির যোগবলে জীবাত্মা কিছুক্ষণের জন্য তাঁর মৃত শরীরে পুনঃপ্রবেশ করে, নারদ মুনির অনুরোধের উত্তরে বলেছিলেন—"আমি আমার কর্মের ফলে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছি। কখনও দেবযোনিতে, কখনও নিম্নস্তরের পশুযোনিতে, কখনও বৃক্ষলতারূপে এবং কখনও মনুষ্য-যোনিতে ভ্রমণ করছি। অতএব, কোন জন্মে এঁরা আমার মাতা-পিতা ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে কেউই আমার মাতা-পিতা নন। আমি কিভাবে এই দুই ব্যক্তিকে আমার পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করতে পারি? সমস্ত জীবদের নিয়ে নদীর মতো প্রবহমান এই জড় জগতে সকলেই কালের প্রভাবে পরস্পরের বন্ধু, আত্মীয়, শত্রু, নিরপেক্ষ, মিত্র, উদাসীন, বিদ্বেষী আদি বহু সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এই সমস্ত সম্পর্ক সত্ত্বেও কেউই প্রকৃতপক্ষে কারও সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়। স্বর্ণ আদি ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু যেমন একজনের কাছ থেকে আর এক জনের কাছে হস্তান্তরিত হয়, তেমনই জীব তার কর্মফলের প্রভাবে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার পিতার দ্বারা বিভিন্ন যোনিতে সঞ্চারিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিভ্রমণ করছে। অল্প কিছু সংখ্যক জীব মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বহু জীব পশু যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যদিও উভয়েই জীব, তবুও তাদের সম্পর্ক অনিত্য। একটি পশু কিছুকালের জন্য কোন মানুষের অধিকারে থাকতে পারে এবং তারপর সেই পশুটি অন্য কোন মানুষের অধিকারে হস্তান্তরিত হতে পারে। যখন পশুটি চলে যায়, তখন আর পূর্বের মালিকের তার উপর স্বত্ব থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পশুটি তার অধিকারে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি তার মমত্ব থাকে, কিন্তু পশুটি বিক্রি করে দেওয়ার পরে, সেই মমত্ব শেষ হয়ে যায়। এক জীব যদিও দেহের ভিত্তিতে অন্য জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়, তবু সেই সম্পর্ক নশ্বর, কিন্তু জীব নিত্য।

প্রকৃতপক্ষে দেহেরই জন্ম হয় অথবা মৃত্যু হয়, জীবের হয় না। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জীবের জন্ম হয়েছে অথবা মৃত্যু হয়েছে। তথাকথিত পিতা-মাতার সঙ্গে জীবের প্রকৃত কোন সম্পর্ক নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ কোন বিশেষ পিতা এবং মাতার পুত্র বলে নিজেকে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্তই সেই পিতা-মাতা প্রদত্ত শরীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে। এইভাবে সে ভ্রান্তভাবে নিজেকে তাদের পুত্র বলে মনে করে তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তাই এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ভ্রান্তভাবে হর্ষ এবং বিষাদে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। জীব নিত্য এবং অবিনশ্বর, কারণ তার আদি নেই এবং অন্ত নেই। তার কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না। সে সর্বপ্রকার দেহের মূল কারণ, তবু সে দেহের অন্তর্ভুক্ত নয়। জীব এতই মহিমান্বিত যে, সে গুণগতভাবে ভগবানের সমান। কিন্তু যেহেতু সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই সে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা মোহিত হতে পারে এবং তার ফলে সে তার বাসনা অনুসারে নিজের জন্য বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করে। এই আত্মার কেউই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়। সে আপন এবং পরের পার্থক্য দর্শন করে না। সে এক, অর্থাৎ সে শত্রু অথবা মিত্র, শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা অনিষ্টকারীর দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সে কেবল অন্যদের গুণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী। পরম ঈশ্বর (আত্মা) কার্য ও কারণের স্রষ্টা, কর্মফল-জনিত সুখ এবং দুঃখ গ্রহণ করেন না। জড় দেহ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং যেহেতু তাঁর জড় শরীর নেই, তাই তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ। জীব তাঁর বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, তাঁর গুণগুলি অত্যন্ত অল্পমাত্রায় জীবের মধ্যেও রয়েছে। তাই শোকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্ররূপী জীব এইভাবে বলে চলে গেলে, চিত্রকেতু এবং মৃত বালকের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের স্নেহরূপ শৃঙ্খল ছেদন করে শোক পরিত্যাগ করেছিলেন। আত্মীয়স্বজনেরা মৃত বালকের দেহটির দাহ সংস্কার সম্পন্ন করে শোক, মোহ, ভয় এবং দুঃখ প্রাপ্তির কারণস্বরূপ স্নেহ পরিত্যাগ করেছিলেন। এই প্রকার স্নেহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাঁরা অনায়াসে তা করেছিলেন। মহারাণী কৃতদ্যুতির সপত্নীরা যারা শিশুটিকে বিষ প্রদান করেছিল, তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল এবং সেই পাপের ফলে হতশ্রী হয়েছিল। হে রাজন্, অঙ্গিরার উপদেশ স্মরণ করে তারা পুত্র কামনা পরিত্যাগ করেছিল। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে তারা যমুনার জলে স্নান করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গিরা এবং নারদ মুনির উপদেশে রাজা চিত্রকেতু পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। হস্তী যেমন সরোবরের পঙ্ক থেকে নির্গত হয়, রাজা চিত্রকেতুও তেমন গৃহরূপ অন্ধকূপ থেকে নির্গত হয়েছিলেন। তারপর রাজা যমুনার জলে বিধিপূর্বক স্নান করে দেবতা এবং পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে ব্রহ্মার দুই পুত্র অঙ্গিরা এবং নারদের বন্দনা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন। তারপর, ভগবান নারদ শরণাগত জিতেন্দ্রিয় ভক্ত চিত্রকেতুর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁকে এই দিব্য জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন।"

"(নারদ মুনি চিত্রকেতুকে এই মন্ত্রটি প্রদান করেছিলেন।) হে ওঙ্কারস্বরূপ ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে বাসুদেব, আমি আপনার ধ্যান করি, হে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ, আমি আপনাদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে চিৎশক্তির উৎস, হে পরম আনন্দময়, হে আত্মারাম, হে শান্ত, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম সত্য, হে এক এবং অদ্বিতীয়, আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে উপলব্ধ হন এবং তাই আপনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি আপনার স্বরূপভূত আনন্দের অনুভূতির দ্বারা সর্বদা মায়ার তরঙ্গের অতীত। তাই, হে প্রভু, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হৃষীকেশ, আপনি অনন্ত মূর্তি ও মহান এবং তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বদ্ধ জীবের বাণী এবং মন ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারে না,

কারণ জড় নাম এবং রূপ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম ধারণার অতীত। নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর আর একটি রূপ। তিনি আমাদের রক্ষা করুন। মৃন্ময় পাত্র যেমন মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে মৃত্তিকাতেই অবস্থান করে এবং ভেঙ্গে গেলে পুনরায় মৃত্তিকাতেই লীন হয়, তেমনই এই জগৎ পরব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, পরব্রহ্মে অবস্থান করছে এবং সেই পরব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যাবে। অতএব, ভগবান যেহেতু সেই ব্রহ্মেরও কারণ, আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ব্রহ্ম ভগবান থেকে উদ্ভূত এবং আকাশের মতো ব্যাপ্ত। যদিও জড় পদার্থের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, তবু তা সব কিছুর অন্তরে এবং বাইরে বিরাজ করে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না বা জানতে পারে না। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। লৌহ যেমন অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত হয়ে অন্য বস্তুকে দহন করার সামর্থ্য লাভ করে, তেমনই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, জড় হলেও ভগবানের চৈতন্য অংশের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নির দ্বারা তপ্ত না হলে লৌহ যেমন দহন করতে পারে না, দেহের ইন্দ্রিয়গুলিও তেমন পরব্রহ্মের দ্বারা অনুগৃহীত না হলে কর্ম করতে পারে না।"

"হে গুণাতীত ভগবান, আপনি চিৎ-জগতের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন। আপনার পাদপদ্ম-যুগল সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের কমলকলি-সদৃশ হস্তের দ্বারা সেবিত। আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। পুরুষসূক্ত স্তবে আপনাকে পরমপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনি পরম পূর্ণ এবং সমস্ত যোগ-বিভূতির অধিপতি। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"চিত্রকেতু সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন বলে, নারদ মুনি তাঁকে শিষ্যরূপে বরণ করে, তাঁর গুরুরূপে এই বিদ্যা উপদেশ দিয়ে মহর্ষি অঙ্গিরার সঙ্গে ব্রহ্মার লোকে গমন করেছিলেন। চিত্রকেতু কেবল জলপান করে, অতি সাবধানতা সহকারে নারদ মুনির দেওয়া সেই মন্ত্র এক সপ্তাহ ধরে জপ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চিত্রকেতু তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেই মন্ত্র কেবলমাত্র সাত দিন জপ করার ফলে, সেই মন্ত্রজপের গৌণ ফলস্বরূপ বিদ্যাধর-লোকের আধিপত্য লাভ করেছিলেন। তারপর, কয়েক দিনের মধ্যে সেই মন্ত্র সাধনের ফলে, চিত্রকেতুর মন দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে প্রদীপ্ত হয়েছিল এবং তিনি দেবদেব অনন্তদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। ভগবান অনন্ত দেবের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে উপনীত হয়ে চিত্রকেতু দেখেছিলেন যে, তাঁর অঙ্গকান্তি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র, তিনি নীলাম্বর পরিহিত এবং অতি উজ্জ্বল মুকুট, কেয়ূর, কটিসূত্র এবং কঙ্কণে সুশোভিত। তাঁর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত এবং তাঁর নয়ন অরুণবর্ণ। তিনি সনৎকুমার আদি মুক্ত পুরুষ দ্বারা পরিবৃত। ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই মহারাজ চিত্রকেতুর সমস্ত পাপ বিধৌত হয়েছিল এবং তাঁর অন্তঃকরণ নির্মল হওয়ার ফলে তিনি তাঁর স্বরূপগত কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি মৌনভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে করতে হর্ষে রোমাঞ্চিত হয়ে, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আদি পুরুষ সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করেছিলেন। চিত্রকেতু তাঁর প্রেমাশ্রু ধারায় ভগবানের পাদপদ্ম-তলের আসন বার বার অভিষিক্ত করতে লাগলেন। প্রেমে গদ্গদ-কণ্ঠে ভগবানের উপযুক্ত প্রার্থনার বর্ণ উচ্চারণ করতে অসমর্থ হওয়ায়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্তব করতে পারলেন না। তারপর, তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবৃত্তি নিরোধপূর্বক পুনরায় বাক্‌শক্তি লাভ করে সেই চিত্রকেতু ব্রহ্মসংহিতা, নারদপঞ্চরাত্র আদি ভক্তিশাস্ত্রের (সাত্বত সংহিতার) মূর্তরূপ জগদ্‌গুরু ভগবানের স্তব করে বলেছিলেন, 'হে অজিত ভগবান, যদিও আপনি অন্যের দ্বারা অজিত, তবু আপনার যে ভক্ত তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছেন, তাঁর দ্বারা আপনি বিজিত হন। তাঁরা আপনাকে তাঁদের অধীনে রাখতে পারেন, কারণ যে ভক্তেরা আপনার কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করেন না, তাঁদের প্রতি আপনি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ। প্রকৃতপক্ষে সেই নিষ্কাম ভক্তদের আপনি আত্মদান করেন, সেই জন্য অপরিমিত আপনার সেই ভক্তদের সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন। হে ভগবান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি আপনারই বৈভব।

সম্ভব। এই প্রকার অনুকূল অবস্থা লাভ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, সে স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে সকাম কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে যে মহাক্লেশ প্রাপ্তি হয় সেই কথা মনে রেখে এবং লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম থেকে যে বিপরীত ফল লাভ হয়, সেই কথা স্মরণ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাম কর্মের বাসনা পরিত্যাগ করবেন, কারণ এই প্রকার প্রচেষ্টার ফলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, অর্থাৎ ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি জড় জগতের সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। সেই কথা স্মরণ করে জ্ঞানীজন জড় বাসনা পরিত্যাগ করবেন। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সুখ লাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নানা প্রকার কর্ম করে, কিন্তু তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপ সকাম বলে তা থেকে কখনও সুখ প্রাপ্তি হয় না এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে, সেগুলি মহা দুঃখেরই কারণ হয়।'"

"মানুষের বোঝা উচিত যে, তারা তাদের জড়-জাগতিক অভিজ্ঞতার গর্বে গর্বিত হয়ে কর্ম করে, তাদের জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অবস্থায় তাদের যে ধারণা তার বিপরীত ফল লাভ হয়। অধিকন্তু তাদের জানা উচিত যে, জড়বাদীর পক্ষে আত্মাকে জানা অত্যন্ত কঠিন এবং তা এই সমস্ত অবস্থার অতীত। বিবেক বলে বর্তমান জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সমস্ত ফলের আশা পরিত্যাগ করা উচিত। এইভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করে এবং উপলব্ধি করে আমার ভক্ত হওয়া উচিত। যাঁরা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে চান, তাঁদের কর্তব্য পূর্ণ এবং অংশরূপে গুণগতভাবে এক পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের তত্ত্ব ভালভাবে নিরীক্ষণ করা। সেটিই জীবনের পরম পুরুষার্থ, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন পুরুষার্থ নেই। হে রাজন্‌, তুমি যদি জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই উপদেশ গ্রহণ কর, তা হলে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পরম সিদ্ধি লাভ করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান জগদ্‌গুরু বিশ্বাত্মা সঙ্কর্ষণ এইভাবে চিত্রকেতুকে সিদ্ধি লাভের আশ্বাস প্রদান করে, তাঁর সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।"

সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যেদিকে ভগবান অনন্তদেব অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সেই দিকে প্রণতি নিবেদন করে রাজা চিত্রকেতু বিদ্যাধর-পতিরূপে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। মুনি, সিদ্ধ ও চারণদের দ্বারা সংস্তুত হয়ে মহাযোগী চিত্রকেতু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাতে তাঁর বল ও ইন্দ্রিয় অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বিবিধ যোগশক্তির সিদ্ধিস্থল সুমেরু পর্বতের উপত্যকায় বাস করেছিলেন। সেখানে বিদ্যাধর-রমণীদের দ্বারা হরিনাম কীর্তন করিয়ে তিনি আনন্দ অনুভব করেছিলেন। এক সময় রাজা চিত্রকেতু যখন বিষ্ণু প্রদত্ত দীপ্তিমান বিমানে অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি সিদ্ধ এবং চারণগণ পরিবেষ্টিত মহাদেবকে দর্শন করেছিলেন। মহাদেব মহর্ষিদের সভায় পার্বতীকে অঙ্কে ধারণ করে তাঁর বাহুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করে ছিলেন। তা দেখে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হাস্য করে যাতে পার্বতীর শ্রুতিগোচর হয়, এইভাবে বলেছিলেন—'মহাদেব

সাক্ষাৎ লোকগুরু, দেহধারী জীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ধর্মের বক্তা। কিন্তু কী আশ্চর্য, তিনি মহর্ষিদের সভায় তাঁর ভার্যা পার্বতীকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন! জটাধারী মহা-তপস্বী শিব ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সভার সভাপতি, অথচ তিনি একজন নির্লজ্জ সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে সভার মধ্যে অবস্থান করছেন! সাধারণ মানুষেরাও নির্জন স্থানে তাদের পত্নীকে আলিঙ্গন করে তাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করে। কিন্তু মহাদেব মহা-তপস্বী হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষিদের সভায় তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন করছেন, এটি বড় আশ্চর্যের বিষয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্‌, চিত্রকেতুর উক্তি শ্রবণ করে, অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহাদেব ঈষৎ হেসে নীরব রইলেন এবং তাঁর অনুচর সভাসদেরাও কিছু না বলে তাঁর অনুসরণ করলেন। শিব এবং পার্বতীর প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ চিত্রকেতু কঠোর বাক্যে তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর উক্তি মোটেই প্রতিমধুর ছিল না এবং তাই পার্বতী দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই জিতাত্মা-অভিমানী চিত্রকেতুকে বলেছিলেন, 'আহা, এই দুষ্ট লোক ব্যক্তি এখন আমাদের মতো নির্লজ্জ ব্যক্তিদের দণ্ডদাতার পদ প্রাপ্ত হয়েছে নাকি? এ কি শাসনকর্তা রূপে দণ্ডধারী হয়েছে? এ কি সব কিছুর একমাত্র প্রভু? আহা, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ভৃগু, নারদ, সনৎকুমার প্রমুখ চতুঃসন, এঁদের কারোরই ধর্মজ্ঞান নেই। মনু এবং কপিলও ধর্মতত্ত্ব ভুলে গেছেন। আমার মনে হয় সেই জন্যই তাঁরা দেবাদিদেব মহাদেবকে এই প্রকার অশোভন আচরণ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেননি। এই ক্ষত্রিয়াধম চিত্রকেতু ধৃষ্টতাপূর্বক ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও অতিক্রম করে, তাঁরা যাঁর চরণকমল-যুগল ধ্যান করেন, সেই জগদ্‌গুরু পরম ধর্মমূর্তি শিবকে শাসন করেছে, অতএব তাকে অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত। এই ব্যক্তি তার সাফল্যের গর্বে গর্বিত হয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করছে। সে সাধুদের দ্বারা পূজিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের অযোগ্য, কারণ সে দুর্বিনীত এবং অহংকারে মত্ত। হে উদ্ধত পুত্র, এখন তুমি পাপপূর্ণ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ কর, যাতে ভবিষ্যতে আর এই সংসারে সাধুদের প্রতি এই প্রকার অপরাধ না কর।'"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে পার্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে মহারাজ চিত্রকেতু তাঁর বিমান থেকে অবতরণ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে পার্বতীকে প্রণাম করেছিলেন এবং তার ফলে পার্বতী দেবী পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।"

চিত্রকেতু বললেন—"হে মাতঃ, আপনি যে আমাকে অভিশাপ প্রদান করলেন, তা আমি আমার অঞ্জলির দ্বারা গ্রহণ করছি। এই অভিশাপে আমি বিচলিত নই, কারণ মানুষকে তার পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে দেবতারা সুখ বা দুঃখ প্রদান করেন। অবিদ্যার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন জীব সংসারারণ্যে ভ্রমণ করে, তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে সর্বত্র সর্বদা সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। (অতএব, হে মাতঃ, এই শাপ প্রদান সম্বন্ধে আমার বা আপনার কোন দোষ নেই।) এই সংসারে আত্ম বা শত্রু-মিত্র প্রভৃতি অন্য কেউই সুখ-দুঃখের কর্তা নয়। কিন্তু বদ্ধ জীব তারা নিজেকে এবং অন্যকে এই সুখ-দুঃখের কর্তা বলে মনে করে। এই সংসার মায়াময় গুণপ্রবাহ-স্বরূপ। সুতরাং শাপই বা কি আর অনুগ্রহই বা কি? স্বর্গই বা কি আর নরকই বা কি? প্রকৃত সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি? কারণ তরঙ্গের মতো সেগুলি নিত্য প্রবহমান। তাদের কোন বাস্তবিক সত্তা নেই। পরমেশ্বর ভগবান এক। জড়া প্রকৃতির পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি তাঁর মায়ার দ্বারা প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। মায়ার দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে তারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কখনও কখনও জ্ঞানের প্রভাবে জীব মুক্ত হয়। সত্ত্বগুণে তারা সুখভোগ করে এবং রজোগুণে দুঃখভোগ করে। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। তাই কেউই তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয়, জ্ঞাতি বা বন্ধু এবং শত্রু বা আত্মীয় নয়। জড়া প্রকৃতির প্রতি আসক্তি রহিত হওয়ার ফলে তাঁর তথাকথিত সুখের প্রতি অনুরাগ অথবা দুঃখের প্রতি দ্বেষ নেই। সুখ এবং দুঃখ উভয়ই আপেক্ষিক। ভগবান যেহেতু সর্বদা আনন্দময়, তাই তাঁর দুঃখের কোন প্রশ্নই উঠে না। ভগবান যদিও আমাদের কর্মফল অনুসারে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের প্রতি অনাসক্ত এবং যদিও কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়, তবু তিনি তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা পাপ-পুণ্য প্রভৃতি কর্ম সৃষ্টি করে সুখ এবং দুঃখ, মঙ্গল

নিজের আরাধনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠ পার্ষদদের অন্যতম হয়েছিলেন। এখনও শিব তাদের রাজধানী রক্ষা করেন এবং সর্বদা তাদের পাশে থাকেন। উনপঞ্চাশজন মরুতেরাও দিতির পুত্র। তাঁরা অপুত্রক ছিলেন। দিতির পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র তাঁদের দেবত্ব দান করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হে শুকদেব, সেই উনপঞ্চাশজন মরুৎ তাঁদের জন্মের ফলে নিশ্চয়ই আসুরিক-ভাবাপন্ন ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কেন তাঁদের অসুরভাব পরিত্যাগ করিয়ে দেবত্ব প্রদান করেছিলেন? তাঁরা কি কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন? হে ব্রাহ্মণ, আমি এবং আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত সমস্ত ঋষিরা এই বিষয়ে জানবার জন্য উৎসুক। অতএব হে মহাত্মন, দয়া করে আমাদের তার কারণ নিরূপণ করুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে মহর্ষি শৌনক, মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বচন শ্রবণপূর্বক সর্বজ্ঞ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সানন্দে তাঁর প্রশংসা করে উত্তর দিয়েছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্যই ভগবান শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামক দুই ভ্রাতাকে হত্যা করেছিলেন। তাদের মৃত্যুতে তাদের মাতা দিতি শোকগ্রস্ত ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ ইন্দ্র তাঁর দুই ভাই হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে বিষ্ণুর দ্বারা বধ করিয়েছে। অতএব ইন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠিন হৃদয় এবং পাপিষ্ঠ। কবে আমি তাকে হত্যা করে সুখে নিদ্রা যাব? রাজা বা অধীশ্বর নামে খ্যাত ব্যক্তিদের দেহ মৃত্যুর পর কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে। সেই দেহ রক্ষার জন্য কেউ যদি হিংসা-পরায়ণ হয়ে অন্যদের হত্যা করে, সে কি জীবনের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত? অবশ্যই নয়, কারণ জীব-হিংসার ফলে তাকে নিশ্চিতভাবে নরকে যেতে হবে।"

দিতি চিন্তা করেছিলেন—"ইন্দ্র মনে করে যে তার শরীর নিত্য এবং তার ফলে সে উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে। তাই আমি এমন এক পুত্র কামনা করি যে ইন্দ্রের মদমত্ততা চূর্ণ করবে। সেই জন্য আমাকে কোন উপায় স্থির করতে হবে। এই ভেবে (ইন্দ্রহন্তা পুত্র কামনা করে), দিতি নিরন্তর তাঁর মনোহর আচরণের দ্বারা কশ্যপের প্রসন্নতা বিধান করতে লাগলেন। হে রাজন্, দিতি সর্বদা কশ্যপের সমস্ত বাসনা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পূর্ণ করতে লাগলেন। তাঁর সেবা, প্রেম, বিনয়, আত্মসংযম, মৃদুহাস্য এবং মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর পতির মন আকৃষ্ট করে তাঁকে তাঁর বশীভূত করেছিলেন। কশ্যপ যদিও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান, তবু তিনি কপটাচার-নিপুণা স্ত্রীর ব্যবহারে মোহিত হয়ে তাঁর বশীভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। দিতির প্রতি তাঁর এই উক্তি কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, সমস্ত জীবেরা অনাসক্ত। তাই প্রজাবৃদ্ধির জন্য তিনি পুরুষের দেহের অর্ধাংশ দিয়ে স্ত্রী সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্ত্রীদের জন্যই পুরুষের চিত্ত অপহৃত হয়। হে প্রিয়, অত্যন্ত শক্তিশালী ঋষি কশ্যপ তাঁর পত্নী দিতির মধুর আচরণে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন—হে সুন্দরী, হে অনিন্দিতে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, অতএব তুমি যে কোন বর প্রার্থনা করতে পার। পতি যদি প্রসন্ন হন, তা হলে স্ত্রীর ইহকালে অথবা পরকালে কোন্ কামনা দুর্লভ হতে পারে? নারীদের পতিই পরম দেবতা। লক্ষ্মীপতি ভগবান বাসুদেব যেমন সকলের অন্তরে পরমাত্মারূপে অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপের দ্বারা বিভিন্ন দেবমূর্তিতে কর্মীদের পূজার পাত্র হন, তেমনই, সেই ভগবানই পতিরূপে স্ত্রীদের পূজার বিষয় হন। হে সুমধ্যমে, বিবেকবতী পত্নীর কর্তব্য পতিব্রতা হয়ে পতির আদেশ পালন করা। পতিকে বাসুদেবের প্রতিনিধিরূপে জেনে, পরম ভক্তি সহকারে পতির পূজা করাই স্ত্রীর কর্তব্য। হে ভদ্রে, যেহেতু তুমি আমাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করেছ, তাই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করে তোমাকে পুরস্কৃত করব, যা অসতী পত্নীদের পক্ষে দুর্লভ।"

দিতি উত্তর দিলেন—"হে মহাত্মা পতিদেব, আমি আমার পুত্রদের হারিয়েছি। আপনি যদি আমাকে বর দিতে চান, তা হলে এক অমর পুত্র প্রার্থনা করি, যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারবে। কারণ বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্র আমার দুই পুত্র হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছে। দিতির অনুরোধ শুনে কশ্যপ মুনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে অনুতাপ করেছিলেন, 'হায়, আজ আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ মহা অধর্ম উপস্থিত হয়েছে।' "

কশ্যপ মুনি ভাবলেন—"হায়, আমি এখন জড় সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছি। তাই আমার মন স্ত্রীরূপিণী ভগবানের মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং আমি নিশ্চয় নরকে পতিত হব। আমার এই পত্নী তার স্বভাব অনুসারেই উপায় উদ্ভাবন করেছে এবং তাই তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি পুরুষ। তাই আমাকেই ধিক্! যেহেতু আমি অজিতেন্দ্রিয়, তাই আমার প্রকৃত হিত সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। স্ত্রীলোকের মুখ শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুন্দর, তাদের বাণী অত্যন্ত মধুর এবং তা কর্ণকে আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় ক্ষুরধারার মতো তীক্ষ্ণ, অতএব তাদের আচরণ কে বুঝতে পারে? স্ত্রীলোকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুরুষদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করে যে, পুরুষেরা যেন তাদের সব চাইতে প্রিয়, কিন্তু কেউই তাদের প্রিয় নয়। মনে হয় যেন স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, কিন্তু তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তারা তাদের পতি, পুত্র অথবা ভ্রাতাকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে অথবা অন্যদের দিয়ে হত্যা করাতে পারে। আমি তাকে বরদান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং তা উল্লঙ্ঘন করা যাবে না, কিন্তু ইন্দ্রের বিনাশও উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমি যে উপায় স্থির করেছি, তাই উপযুক্ত।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে চিন্তা করে কশ্যপ মুনি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেকে নিন্দা করে দিতিকে বলেছিলেন—হে ভদ্রে, তুমি যদি এক বৎসর ধরে আমার উপদিষ্ট এই ব্রত পালন কর, তা হলে তুমি অবশ্যই এক পুত্র লাভ করবে যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু, এই বৈষ্ণবব্রত পালনে যদি তোমার কোন ত্রুটি হয়, তা হলে তুমি ইন্দ্রের পক্ষপাতী এক পুত্র লাভ করবে।"

দিতি বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমি অবশ্যই আপনার উপদেশ অনুসারে সেই ব্রত পালন করব। এখন আপনি আমাকে বলুন আমার কি করা কর্তব্য, কি করা অনুচিত এবং কি করলে ব্রত ভঙ্গ হবে না। দয়া করে আমাকে স্পষ্টভাবে সেই সমস্ত বলুন।"

কশ্যপ মুনি বললেন—"হে প্রিয়ে, এই ব্রত পালন করার সময় হিংসাচরণ করো না, কাউকে অভিশাপ দিয়ো না, মিথ্যা কথা বলো না, নখ এবং কেশ কেটো না এবং খুলি ও অস্থি আদি অশুদ্ধ বস্তু স্পর্শ করো না।"

"হে ভদ্রে, কখনও জলের মধ্যে প্রবেশ করে স্নান করো না, কখনও ক্রুদ্ধ হয়ো না, দুর্জনের সঙ্গে সম্ভাষণ করো না, অধৌত বস্ত্র পরিধান করো না, পূর্বধৃত মালা কখনও পুনরায় ধারণ করো না। কখনও উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করবে না, ভদ্রকালী প্রকৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন অথবা মাংস বা মাংসযুক্ত অপবিত্র অন্ন, কিংবা শূদ্রের দ্বারা আনীত অন্ন অথবা রজস্বলা স্ত্রীর দৃষ্ট অন্ন ভোজন করবে না এবং অঞ্জলির দ্বারা জলপান করবে না। আহারের পর মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে, সন্ধ্যাবেলা কেশ মুক্ত করে, অলঙ্কার রহিত হয়ে, বাক্‌সংযম না হয়ে এবং সর্বাঙ্গ আবৃত না করে কখনও বাইরে যাওয়া উচিত নয়। পা না ধুয়ে অথবা ভিজা পায়ে, উত্তর দিকে বা পশ্চিম দিকে মাথা রেখে অথবা অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিংবা নগ্ন অবস্থায়, অথবা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় কখনও শয়ন করবে না। ধৌত বস্ত্র পরিধান করে, সর্বদা পবিত্র এবং হরিদ্রা-চন্দন আদি মঙ্গল দ্রব্যযুক্ত হয়ে, প্রাতরাশের পূর্বে গো, বিপ্র, লক্ষ্মী ও ভগবানের পূজা করবে। পতি-পুত্রবতী স্ত্রীদের মালা, চন্দন, উপহার ও অলঙ্কার দ্বারা পূজা করবে, আর পতিকে মধ্যস্থরূপে অর্চনা করে তাঁর স্তব করবে এবং পতিকে গর্ভে অবস্থিত মনে করে ধ্যান করবে।"

"তুমি যদি এক বছর ধরে পুংসবন নামক এই ব্রত নির্বিঘ্নে শ্রদ্ধা সহকারে পালন করতে পার, তবে তোমার ইন্দ্রঘাতী একটি পুত্র উৎপন্ন হবে। কিন্তু এই ব্রত পালনে যদি কোন বিঘ্ন হয়, তা হলে সেই পুত্র ইন্দ্রের বন্ধু হবে। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কশ্যপের পত্নী দিতি পুংসবন নামক সংস্কার অনুষ্ঠান করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হাঁ, আপনার উপদেশ অনুসারে আমি তাই করব।" তারপর তিনি প্রফুল্লচিত্তে কশ্যপ থেকে গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে ব্রত পালন করতে শুরু করেছিলেন। হে কুরুবংশতিলক রাজন্, দিতির অভিপ্রায় ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আত্মরক্ষাই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নিয়ম, এই নীতি

অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, দীপ আদি উপহার নিবেদন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"উপরোক্ত উপচার সহকারে ভগবানের পূজা করার পর, 'ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিভূতিপতয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে বারোটি আহুতি প্রদান করবেন। যদি কেউ সমস্ত সম্পদ কামনা করেন, তা হলে তিনি প্রতিদিন ভক্তি সহকারে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করবেন। উপরোক্ত মন্ত্র পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করা উচিত। লক্ষ্মী এবং নারায়ণ একত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী সংযোগ। তাঁরা সমস্ত বর প্রদান করেন এবং সমস্ত সৌভাগ্যের উৎস। তাই সকলের কর্তব্য লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা। ভক্তিনত চিত্তে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে দশবার সেই মন্ত্র জপ করতে হবে এবং তারপর নিম্নলিখিত স্তোত্রটি পাঠ করা উচিত।"

"হে নারায়ণ, হে লক্ষ্মী আপনারা উভয়েই বিশ্বের অধিপতি এবং এই জগতের মুখ্য কারণ। লক্ষ্মীদেবীকে জানা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তিনি এতই শক্তিশালিনী যে, তাঁর শক্তি অতিক্রম করা দুষ্কর। তিনি এই জড় জগতে বহিরঙ্গা শক্তিরূপে প্রতিনিধিত্ব করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। হে ভগবান, আপনি প্রকৃতির অধীশ্বর এবং তাই আপনিই সাক্ষাৎ পরম পুরুষ। আপনি যজ্ঞমূর্তি। চিন্ময় কার্যকলাপের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মীদেবী আপনার উপাসনার আদি রূপ, কিন্তু আপনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। এই লক্ষ্মীদেবী সমস্ত চিন্ময় গুণের উৎস, আর আপনি গুণের প্রকাশক এবং ভোক্তা। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সবকিছুর পরম ভোক্তা। আপনিই সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁদের শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মনরূপা। তিনি নাম ও রূপযুক্তা এবং আপনি সেই নাম এবং রূপের আশ্রয় এবং তাঁদের প্রকাশের কারণ। আপনারা উভয়ে ত্রিলোকের বরদাতা এবং পরমেশ্বর, অতএব হে উত্তমশ্লোক ভগবান, আপনার কৃপায় আমার মহান অভিলাষসমূহ পূর্ণ হোক।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে শ্রীনিবাস ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রার্থনা নিবেদন করে, পূজার উপকরণ সরিয়ে আচমন দান করে, পুনরায় তাঁদের পূজা করবেন। তারপর ভক্তিবিনম্র চিত্তে পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের স্তব করবেন এবং যজ্ঞাবশিষ্টের ঘ্রাণ গ্রহণ করে পুনরায় লক্ষ্মী সহ ভগবানের পূজা করবেন। ভগবানের প্রতিনিধিরূপে পতিকে প্রসাদ নিবেদনপূর্বক পত্নী তাঁকে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে পূজা করবেন। পতিও তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পারিবারিক কর্মে যুক্ত হবেন। পতি ও পত্নীর মধ্যে একজন এই ভক্তিপরায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করলেই যথেষ্ট। অবশ্য তাঁদের পরস্পরের প্রীতির সম্পর্কের ফলে, তাঁরা উভয়েই তার ফল ভোগ করতে পারবেন। তাই পত্নী যদি এই ব্রত অনুষ্ঠানে অসমর্থা হন, তা হলে পতি নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং পতিপরায়ণা পত্নী তা হলে তার ফলভাগী হবেন। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ এই বিষ্ণুব্রত পালন করা উচিত এবং কখনও অন্য কোন কার্যবশত এই ব্রত থেকে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। প্রসাদ, ফুলের মালা, চন্দন এবং অলঙ্কার আদির দ্বারা প্রতিদিন ব্রাহ্মণ এবং পতি-পুত্রবতী স্ত্রীদের পূজা করবেন। পত্নীর কর্তব্য অত্যন্ত ভক্তি সহকারে বিধিপূর্বক প্রত্যহ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করা। তারপর, বিষ্ণুকে যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক তাঁকে নিবেদিত বস্তুর অগ্রভাগ অন্যদের মধ্যে বিতরণ করে স্বয়ং ভক্ষণ করবেন। তার ফলে পতি এবং পত্নী শুদ্ধ হবেন এবং তাঁদের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হবে। সাধ্বী স্ত্রী এইভাবে এক বছর এই পূজাবিধি অনুষ্ঠান করবেন। এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর, তিনি কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করবেন। পরের দিন সকালে স্নান এবং আচমন করে পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করার পর, গৃহ্যসূত্রে উক্ত পার্বণের পাকবিধান অনুসারে ঘৃতের সঙ্গে পক্ক পায়স দ্বারা পতি অগ্নিতে বারোটি আহুতি দেবেন। তারপর ব্রাহ্মণদের প্রসন্নতা বিধান করবেন। ব্রাহ্মণেরা যখন প্রীত হয়ে আশীর্বাদ প্রদান করবেন, তখন তা মস্তক দ্বারা গ্রহণপূর্বক ভক্তি সহকারে অবনত মস্তকে তাঁদের প্রণাম করে, তাঁদের অনুমতি অনুসারে স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন। ভোজন করার পূর্বে পতি প্রথমে আচার্যকে সুখাসনে উপবেশন করিয়ে, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব সহ বাক্‌সংযত হয়ে শ্রীগুরুদেবকে প্রসাদ নিবেদন করবেন। তারপর ঘৃতপক্ক পায়েসের অবশেষ পত্নী ভোজন করবেন। এই যজ্ঞাবশেষ সৎপুত্র প্রদানকারী এবং সৌভাগ্যজনক। এই ব্রত যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে

পালন করা হয়, তা হলে মানুষ এই জীবনেই ভগবানের কাছ থেকে বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করতে পারে। এই ব্রত পালনকারিণী স্ত্রী নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য, পুত্র, দীর্ঘজীবী পতি, যশ, গৃহ ইত্যাদি লাভ করবে। অবিবাহিতা কন্যা যদি এই ব্রত পালন করে, তা হলে সে সমস্ত সদ্গুণযুক্ত পতি লাভ করতে পারে। অবীরা রমণী অর্থাৎ পতি-পুত্রহীনা রমণী যদি এই ব্রত পালন করেন, তা হলে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে পারেন। মৃতবৎসা রমণী আয়ুষ্মান পুত্র লাভ করতে পারেন এবং বহু ধন ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। দুর্ভাগা রমণী সৌভাগ্যবতী হতে পারেন এবং কুরূপা রমণী অত্যন্ত সুন্দরী হতে পারেন। এই ব্রত পালনের ফলে রোগী রোগমুক্ত হয়ে কর্মক্ষম দেহ লাভ করতে পারে। কেউ যদি পিতৃ এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার সময়, বিশেষ করে শ্রাদ্ধের সময় এই আখ্যায়িকা পাঠ করেন, তা হলে দেবতা এবং পিতৃগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দিতি কিভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবান পুত্র মরুৎদের লাভ করেছিলেন এবং সুখী হয়েছিলেন, তা আমি পূর্ণরূপে আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। যতখানি বিস্তারিতভাবে সম্ভব আমি তা আপনার কাছে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।"

ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত

সপ্তম স্কন্ধ

(ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান)

ঋষি, পিতৃ এবং জনসাধারণের পরম আশ্রয়। যখন ব্রাহ্মণদের বধ করা হবে, তখন বর্ণাশ্রমের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করার জন্য কেউ থাকবে না এবং তার ফলে দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা প্রসন্ন না হওয়ার ফলে, আপনা থেকেই মরে যাবে। যেখানে যেখানে গাভী, ব্রাহ্মণ, বেদ ও বেদবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠান দেখবে, সেই স্থানে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও এবং উপজীব্য বৃক্ষসমূহ কেটে ফেল।" তখন সংহারপ্রিয় দানবেরা হিরণ্যকশিপুর আদেশ শ্রদ্ধা সহকারে শিরোধার্য করে এবং তাকে প্রণাম করে, তার আদেশ অনুসারে জীবহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। দৈত্যেরা নগর, গ্রাম, গোচারণ ক্ষেত্র, উদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, প্রাকৃতিক অরণ্য, ঋষিদের আশ্রম, মূল্যবান ধাতুর খনি, কৃষকাবাস, উপত্যকাস্থ গ্রাম এবং গোপপল্লী দগ্ধ করেছিল। তারা রাজধানী-সমূহও দগ্ধ করেছিল। কোন কোন দানব খনিত্র দ্বারা সেতু, প্রাচীর, পুরদ্বারসমূহ ভেঙ্গে ফেলেছিল। কেউ কেউ কুঠার হাতে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি উপজীব্য বৃক্ষসমূহ কেটে ফেলেছিল। কোন কোন দৈত্য জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে প্রজাদের বাসস্থান দগ্ধ করেছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের দ্বারা বার বার অস্বাভাবিকভাবে উপদ্রুত হওয়ায়, মানুষেরা বৈদিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছিল। তার ফলে যজ্ঞভাগ না পেয়ে দেবতারাও অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁরা তখন স্বর্গলোক পরিত্যাগ করে দৈত্যদের অলক্ষিতভাবে, তাদের উপদ্রবের ক্ষয়ক্ষতি দর্শন করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে, হিরণ্যকশিপু তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান করে ভ্রাতুষ্পুত্রদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।"

"হে রাজন্, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু সে ছিল একজন মস্ত বড় রাজনীতিজ্ঞ, তাই সে জানত কিভাবে স্থান এবং কাল অনুসারে আচরণ করতে হয়। মধুর বাক্যে সে শকুনি, শম্বর, ধৃষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু এবং উৎকচ নামক তার ভ্রাতুষ্পুত্রদের এবং তাদের মাতা, তার ভ্রাতৃবধূ রুষাভানু এবং তার নিজ মাতা দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, হে মাতঃ, হে ভ্রাতৃবধূ, হে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, মহান বীরের মৃত্যুতে তোমরা শোক করো না, কারণ শত্রুর সম্মুখে বীরের মৃত্যু অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং বাঞ্ছনীয়। হে মাতঃ, জোজনশালায়* বা পানশালায় যেমন পথিকেরা একত্রে মিলিত হয় এবং জলপান করার পর তারা তাদের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে, তেমনই জীবেরা কোন পরিবারে একত্রে মিলিত হয় এবং তারপর তাদের কর্মফল অনুসারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার নিজের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে। জীবাত্মার মৃত্যু নেই, কারণ সে নিত্য এবং অব্যয়। জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, সে জড় জগৎ অথবা চিৎ-জগতের যে কোন স্থানে যেতে পারে। সে পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সর্বতোভাবে জড় দেহ থেকে ভিন্ন, কিন্তু তার ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে, তাকে জড়া প্রকৃতির সৃষ্ট সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয় এবং তার ফলে তাকে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই আত্মার দেহত্যাগে শোক করা উচিত নয়। জল চঞ্চল হলে যেমন তীরস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষগুলিও চঞ্চল বলে মনে হয়, তেমনই মানসিক বিকারের ফলে যখন চক্ষু ঘূর্ণিত হয়, তখন ভূমিও ঘুরছে বলে মনে হয়। হে মাতঃ, তেমনই মন যখন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হয়, তখন জীব যদিও সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের বিভিন্ন অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তবুও মনে করে যে, সে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে। জীব মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তার দেহ এবং মনকে আত্মা বলে মনে করে, কোন ব্যক্তিকে তার আত্মীয় এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে পর বলে মনে করে। এই ভ্রান্তির ফলে সে দুঃখভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে তার এই মনোভাবই এই জড় জগতে তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের কারণ। এইভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে বদ্ধ জীবকে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন চেতনায় কর্ম করতে হয় এবং তার ফলে নতুন দেহের সৃষ্টি হয়। এই নিরন্তর জড়-জাগতিক জীবনকে বলা হয় সংসার। এই সংসারের ফলেই জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ ও চিন্তার উদয় হয়। এইভাবে কখনও আমাদের বিবেকের উদয় হয় এবং কখনও আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হই। এই বিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এতে যমরাজ এবং মৃত ব্যক্তির বান্ধবদের আলোচনা বর্ণনা করা হয়েছে। দয়া করে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।"

"উশীনর নামক রাজ্যে সুযজ্ঞ নামক এক বিখ্যাত

রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদের হাতে নিহত হলে, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর মৃতদেহের চারদিকে বেষ্টন করে শোক করছিলেন। তাঁর স্বর্ণময় কবচ বিশীর্ণ হয়েছিল এবং আভরণ ও মালা স্থানচ্যুত হয়েছিল, তাঁর কেশপাশ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং চক্ষুদ্বয় নিষ্প্রভ হয়েছিল, এইভাবে শত্রুর বাণের দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে নিহত সেই রাজার রুধিরাপ্লুত কলেবর যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত ছিল। মৃত্যুর সময় রাজা তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর অধর দংশন করেছিলেন এবং তাঁর দাঁত সেইভাবেই ছিল। তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল এখন কালো হয়ে গেছে এবং তা যুদ্ধক্ষেত্রের ধুলায় ধূসরিত। তাঁর অস্ত্র এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মহারাজ উশীনরের মহিষীরা তাঁদের স্বামীর মৃতদেহ দর্শন করে ক্রন্দন করতে করতে বলছিলেন, 'হে নাথ, তুমি নিহত হয়েছ, আমরাও হত হয়েছি!' বার বার এইভাবে আক্ষেপ করে তাঁরা তাঁদের বক্ষে আঘাত করতে করতে তাঁর পায়ে পতিত হয়েছিলেন। মহিষীরা যখন উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন তাঁদের অশ্রুধারা তাঁদের কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত হয়ে তাঁদের পতির পাদপদ্মে পতিত হয়েছিল। তাঁদের কেশপাশ বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং অলঙ্কার খসে পড়েছিল। এইভাবে তাঁরা সকলের অন্তরে শোক উৎপাদন করে তাঁদের পতির মৃত্যুতে বিলাপ করেছিলেন। হে প্রভু, নিষ্ঠুর বিধাতা আপনাকে আমাদের চক্ষুর অগোচরে নিয়ে গেছে। পূর্বে আপনি উশীনরবাসীদের বৃত্তি প্রদান করে পালন করতেন এবং তার ফলে তারা সুখী ছিল, কিন্তু এখন আপনার এই অবস্থা তাদের শোকের কারণ হয়েছে। হে রাজন্, হে বীর, আপনি আমাদের অত্যন্ত কৃতজ্ঞ পতি এবং পরম সুহৃৎ ছিলেন। আপনাকে ছাড়া আমরা কিভাবে প্রাণ ধারণ করব? হে বীর, আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমাদেরও সেই স্থানে অনুগমন করতে আদেশ করুন। আমরা সেখানে গিয়ে আপনার চরণের সেবা করব। আমাদেরও আপনি আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। যদিও শবদেহ দাহ করার জন্য সময় উপযুক্ত ছিল, কিন্তু মহিষীরা তা নিয়ে যেতে না দিয়ে, তাঁদের মৃত পতিকে কোলে করে বিলাপ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিম দিকে অস্তাচলে গমন করলেন। রানীরা যখন রাজার মৃত শরীরের জন্য বিলাপ করে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলেন, তখন যমলোক থেকেও যমরাজ তা শুনতে পেয়েছিলেন। একটি বালকের রূপ ধারণ করে, যমরাজ স্বয়ং মৃত রাজার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এসে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।"

যমরাজ বললেন—"আহা, কি আশ্চর্য! এরা যদিও আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, এরা ভালভাবেই জানে যে, শত-সহস্র জীবদের জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে। তাই তাদের বোঝা উচিত যে তাদেরও মৃত্যু হবে, কিন্তু তবুও তারা মোহাচ্ছন্ন। বদ্ধ জীবেরা এক অজ্ঞাত স্থান থেকে আসে এবং মৃত্যুর পর সেই অপরিচিত স্থানে পুনরায় ফিরে যায়। প্রকৃতির এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও এরা কেন বৃথা শোক করছে? এই রানীরা বর্ষীয়সী যে আমাদের মতো জ্ঞানও নেই তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। আমরা অবশ্যই অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ আমরা আমাদের পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অসহায় শিশু হলেও বন্য পশু হিংস্র পশুরা আমাদের খেয়ে ফেলেনি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, যিনি আমাদের মাতৃগর্ভে রক্ষা করেছিলেন, তিনিই সর্বত্র আমাদের রক্ষা করবেন।"

বালকটি সেই রমণীদের সম্বোধন করে বললেন—"হে অবলাগণ! অব্যয় পরমেশ্বরের ইচ্ছার দ্বারাই এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার হয়। এটিই বেদের বাণী। চরাচরাত্মক এই বিশ্ব ঠিক তাঁর খেলনার মতো। তিনি পরমেশ্বর, তাই সৃষ্টি ও সংহার উভয় কার্যেই তিনি পূর্ণরূপে সমর্থ। কখনও কখনও মানুষের ধন রাস্তায় যেখানে সকলে দেখতে পায় সেইখানে হারিয়ে গেলেও, ভাগ্যের ফলে রক্ষিত হয় এবং অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। এইভাবে সে তার হারিয়ে যাওয়া ধন ফিরে পায়। পক্ষান্তরে, ভগবান যদি রক্ষা না করেন, তা হলে ঘরে অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে রক্ষিত ধনও হারিয়ে যায়। ভগবান যদি রক্ষা করেন, তা হলে বনের মধ্যে অসহায় ব্যক্তিও জীবিত থাকে, আবার গৃহে আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অত্যন্ত সুরক্ষিত ব্যক্তিরও মৃত্যু হয় এবং কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। প্রতিটি বদ্ধ জীবই তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম সমাপ্ত হলে তার শরীরও বিনষ্ট হয়।

কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁর ইন্দ্রিয় এবং প্রাণকে সংযত করে, স্থির বুদ্ধি এবং দৃঢ়সংকল্প সহকারে তাঁর সমস্ত কামবাসনা দমন করেছিলেন।"

"হে রাজন্, প্রহ্লাদ মহারাজের মহৎ গুণাবলী আজও জ্ঞানবান মহাত্মা এবং বৈষ্ণবেরা কীর্তন করে থাকেন। সমস্ত সদ্গুণ যেমন ভগবানের মধ্যে সর্বদাই বিরাজমান, তেমনই তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের মধ্যেও সেইগুলি নিত্য বিরাজমান। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে সভায় সাধু এবং ভগবদ্ভক্তদের সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সেখানে অসুরদের শত্রু দেবতারাও মহান ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। আপনাদের মতো মহৎ ব্যক্তিদের তো কথাই নেই। প্রহ্লাদ মহারাজের অসংখ্য গুণাবলী কে নির্ণয় করতে পারে? বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং অনন্য ভক্তি ছিল। তাঁর পূর্বকৃত ভক্তির প্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আসক্তি ছিল। যদিও তাঁর সদ্গুণগুলির গণনা করা সম্ভব নয়, তবুও তার ফলে সিদ্ধ হয় যে, তিনি ছিলেন একজন মহাত্মা। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর শৈশব থেকেই শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বতোভাবে সেগুলি পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁর মন সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকত, তাই তিনি বুঝতে পারতেন না কিভাবে এই জগৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এইভাবে ভগবানের দ্বারা সর্বদা আলিঙ্গিত হয়ে, তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন না কিভাবে উপবেশন, পর্যটন, ভোজন, শয়ন, পান, কথোপকথন আদি দৈহিক প্রয়োজনগুলি আপনা থেকেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল চিত্তে কখনও তিনি ক্রন্দন করতেন, কখনও হাসতেন, কখনও আনন্দ প্রকাশ করতেন এবং কখনও উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন। কখনও ভগবানকে দর্শন করে, প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্ণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে উচ্চস্বরে তাঁকে ডাকতেন। কখনও আনন্দে লজ্জারহিত হয়ে নৃত্য করতেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তন্ময়তা লাভ করতেন এবং ভাবে বিভোর হয়ে ভগবানের লীলার অনুকরণ করতেন। কখনও কখনও ভগবানের করকমলের স্পর্শ অনুভব করে, তিনি আনন্দময় হয়ে মৌন হয়ে থাকতেন, তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হত এবং অনবদ্য প্রেমে তাঁর অর্ধনিমীলিত নেত্র থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ত। অকিঞ্চন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ণ আনন্দময় রূপ দর্শন করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দরিদ্র ব্যক্তিরাও পবিত্র হত। অর্থাৎ, প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের দিব্য আনন্দ প্রদান করতেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু সেই মহাভাগবত, মহাভাগ্যবান প্রহ্লাদকে নির্যাতন করেছিল, যদিও তিনি ছিলেন তার নিজের পুত্র।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—"হে দেবর্ষে, হে সুব্রত, প্রহ্লাদ যদিও ছিল তার পুত্র, তবুও হিরণ্যকশিপু কিভাবে সেই নির্মল হৃদয় মহাত্মাকে দুঃখ দিয়েছিল? এই বিষয়ে আমি আপনার কাছে জানতে ইচ্ছা করি। পিতামাতা সর্বদাই তাঁদের সন্তানদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হন। সন্তান অবাধ্য হলে পিতামাতা তাদের তিরস্কার করেন। সেই তিরস্কার শত্রুতার বশে নয়, পক্ষান্তরে সন্তানদের শিক্ষার জন্য এবং তার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু কিভাবে তার এই প্রকার মহান পুত্রকে উৎপীড়ন করেছিল? সেই কথাই আমি জানতে উৎসুক, এই প্রকার আজ্ঞানুবর্তী, সদাচারী এবং পিতৃভক্ত পুত্রের প্রতি হিংসা আচরণ করা পিতার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? হে ব্রাহ্মণ, হে প্রভু, স্বভাবত স্নেহশীল পিতা তার মহান পুত্রকে দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে, সেই কথা আমি কখনও শুনিনি। দয়া করে আপনি আমার এই সন্দেহ দূর করুন।"

পঞ্চম অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর মহান পুত্র প্রহ্লাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—"হিরণ্যকশিপু আদি অসুরেরা শুক্রাচার্যকে আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য পৌরোহিত্যে বরণ করেছিল। শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটে বাস করত। প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বেই ভগবদ্ভক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা যখন শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে শুক্রাচার্যের দুই পুত্রের কাছে প্রেরণ করলেন, তখন তারা প্রহ্লাদকে তাদের পাঠশালায় অন্য অসুর-বালকদের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। শিক্ষকেরা রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে শিক্ষাদান করেছিল, প্রহ্লাদ অবশ্যই তা শ্রবণ করেছিলেন এবং পাঠ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতিতে কাউকে বন্ধু এবং কাউকে শত্রু বলে বিবেচনা করা হয় এবং তা তিনি ভাল বলে মনে করেননি। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এক সময় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে কোলে করে অত্যন্ত স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করেছিল—হে বৎস, তোমার শিক্ষকদের কাছে তুমি যে সমস্ত বিষয় পাঠ করেছ, তার মধ্যে কোন্ বিষয়টি তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, তা আমাকে বল।"

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—"হে অসুরশ্রেষ্ঠ দৈত্যরাজ, আমার গুরুদেবের কাছে আমি জেনেছি যে, যারা তাদের অনিত্য দেহকে কেন্দ্র করে গৃহস্থের জীবন যাপন করে, তারা অন্ধকূপ অবকূপে অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে কেবল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। মানুষের কর্তব্য সেই পরিস্থিতি পরিত্যাগ করে বনে গমন করা, বিশেষ করে বৃন্দাবনে এবং সেখানে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা।"

নারদ মুনি বললেন—"প্রহ্লাদ মহারাজ যখন ভগবদ্ভক্তিরূপ আত্ম-উপলব্ধির পন্থা সম্বন্ধে বললেন, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মুখে শত্রুপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাক্য শ্রবণ করে হেসে বলেছিলেন, 'বালকদের বুদ্ধি এইভাবেই শত্রুর বাণীর দ্বারা বিপর্যস্ত হয়।' হিরণ্যকশিপু তার অনুচরদের আদেশ দিয়েছিল—হে দৈত্যগণ, তোমরা এই বালককে গুরুকুলে এমনভাবে রক্ষা কর, যাতে ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা আর তার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে না পারে। হিরণ্যকশিপুর ভৃত্যেরা যখন প্রহ্লাদকে গুরুকুলে নিয়ে এসেছিল, তখন দৈত্যদের পুরোহিত ষণ্ড এবং অমর্ক তাঁকে প্রশংসাসূচক প্রেমময় কোমল বাক্যে জিজ্ঞাসা করেছিল। হে বৎস প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি সত্য কথা বল, মিথ্যা বল না। এই সমস্ত বালকেরা তোমার মতো নয়, কারণ তারা তোমার মতো বিপরীত বাণী বলছে না। এই শিক্ষা তুমি কিভাবে পেয়েছ? তোমার বুদ্ধি এইভাবে বিপর্যস্ত হল কি করে? হে কুলশ্রেষ্ঠ, তোমার এই বুদ্ধির বিপর্যয় তোমার নিজের দ্বারা হয়েছে, না শত্রুদের দ্বারা? আমরা তোমার গুরু এবং সেই কথা জানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। আমাদের কাছে তুমি সত্যি কথা বল।"

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—"যাঁর মায়া মানুষের বুদ্ধিকে বিমোহিত করে 'আমার বন্ধু' এবং 'আমার শত্রু' এই ভেদভাব সৃষ্টি করায়, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যদিও আমি এই বিষয়ে পূর্বে প্রামাণিক সূত্রে শ্রবণ করেছি, কিন্তু এখন আমি তা বাস্তবিক উপলব্ধি করছি। ভগবান যখন কোন জীবের প্রতি তাঁর ভক্তির ফলে প্রসন্ন হন তখন তিনি পণ্ডিত হন এবং শত্রু, মিত্র ও নিজের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। তখন তিনি বুদ্ধিমত্তা সহকারে মনে করেন, 'আমরা সকলেই ভগবানের নিত্যদাস এবং তাই আমরা পরস্পরের থেকে ভিন্ন নই।' যারা সর্বদা 'শত্রু' এবং 'মিত্র' এর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে, তারা তাদের অন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের কি কথা, এমন কি ব্রহ্মার মতো বৈদিক শাস্ত্রবেত্তা মহান ব্যক্তিও কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে গিয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এই প্রকার

গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বিধাতাকে বলেছিলেন—"হে দেবদেব, হে জগৎপতে, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তার মস্তক থেকে উদ্গত অগ্নির তাপে আমরা এতই সন্তপ্ত হয়েছি যে, আমরা আর স্বর্গলোকে থাকতে পারছি না। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি। হে মহাপুরুষ, হে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে আপনার সমস্ত অনুগত ব্যক্তিদের বিনাশের পূর্বেই এই সর্বনাশ-কারকারী উপদ্রব নিবারণ করুন।' হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যায় রত হয়েছে। যদিও তার পরিকল্পনা আপনার অজানা নয়, তবুও আমরা তার অভিপ্রায় বর্ণনা করছি, দয়া করে আপনি তা শ্রবণ করুন।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম পুরুষ ব্রহ্মা তপস্যা, যোগশক্তি এবং সমাধির দ্বারা তাঁর অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তার ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর তিনি সর্বাধিক পূজ্য দেবতা হয়েছেন। যেহেতু আমি নিত্য এবং কালও নিত্য, তাই আমিও বহু জন্ম তপস্যা, যোগ এবং সমাধির প্রভাবে ব্রহ্মার মতো পদ অধিকার করব। আমার কঠোর তপস্যার প্রভাবে আমি পুণ্য এবং পাপের ফল উল্টে দেব। আমি জগতের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত প্রথা পাল্টে দেব। কল্পান্তে ধ্রুবলোকও বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তাতে আমার কি প্রয়োজন? আমি ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হওয়াই শ্রেয় বলে মনে করি।"

"হে প্রভু, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি যে, আপনার পদ লাভের উদ্দেশ্যে হিরণ্যকশিপু এখন কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, দয়া করে আপনি অচিরেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। হে ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনার পদ সকলের জন্যই পরম মঙ্গলজনক, বিশেষ করে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের জন্য। তার ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং গোরক্ষা অধিক থেকে অধিকতর মহিমান্বিত হবে এবং এইভাবে সর্বপ্রকার সুখ, ঐশ্বর্য এবং সৌভাগ্য আপনা থেকেই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, হিরণ্যকশিপু যদি আপনার পদ অধিকার করে, তা হলে সব কিছু বিনষ্ট হবে।"

"হে রাজন্, পরম শক্তিমান ব্রহ্মা এইভাবে দেবতাদের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়ে ভৃগু, দক্ষ আদি মহর্ষিগণ সহ তৎক্ষণাৎ হিরণ্যকশিপু যেখানে তপস্যা করছিল সেখানে গিয়েছিলেন। হংসবাহন ব্রহ্মা প্রথমে হিরণ্যকশিপুকে দেখতে পাননি, কারণ হিরণ্যকশিপুর দেহ একটি উইয়ের ঢিপি, তৃণ, বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। হিরণ্যকশিপু দীর্ঘকাল সেখানে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছিল বলে, অসংখ্য পিপীলিকা তার ত্বক, মেদ, মাংস এবং রক্ত খেয়ে ফেলেছিল। তারপর ব্রহ্মা এবং দেবতারা তাকে তার তপস্যার দ্বারা সমস্ত জগৎকে তাপ প্রদানকারী মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের মতো দেখতে পেয়েছিলেন। ব্রহ্মা বিস্মিত চিত্তে হাসতে হাসতে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে কশ্যপ মুনির পুত্র, তুমি ওঠ, ওঠ। তোমার মঙ্গল হোক। তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ এবং তাই আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি। তুমি তোমার বাসনা অনুসারে বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। আমি তোমার সহনশক্তি দর্শন করে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। কীট এবং পিপীলিকারা যদিও তোমার সারা শরীর খেয়ে ফেলেছে, তবুও তুমি তোমার অস্থিতে তোমার প্রাণবায়ু ধারণ করে আছ। এটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তোমার পূর্বতন ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরাও এই প্রকার কঠোর তপস্যা করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না। এই ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে, এক শত দিব্য বর্ষ ধরে জল পান না করে প্রাণ ধারণ করতে পারে? হে দিতিনন্দন, দৃঢ়সংকল্প সহকারে তুমি যে কঠোর তপস্যা করেছ তা মহান ঋষিদের পক্ষেও অসম্ভব। তোমার এই তপস্যার দ্বারা তুমি আমাকে নিশ্চিতভাবে জয় করেছ। হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই কারণে আমি তোমাকে তোমার বাসনা অনুসারে সমস্ত বর দিতে প্রস্তুত। আমি অমর দেবতা, মানুষের মতো যাঁদের মৃত্যু হয় না। তাই তুমি মরণশীল হলেও আমার দর্শন তোমার বিফল হবে না।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"হিরণ্যকশিপুকে এই কথা বলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলু থেকে অব্যর্থ দিব্য জল নিয়ে পিপীলিকা কর্তৃক ভক্ষিত হিরণ্যকশিপুর দেহের উপর সিঞ্চন করেছিলেন। তার ফলে হিরণ্যকশিপুর শরীর পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জলে সিক্ত হওয়া মাত্র হিরণ্যকশিপু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্ব অবয়ব সমন্বিত হয়ে উত্থিত হয়েছিল। তার দেহ শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁর কান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিল এবং বল্মীক থেকে বেরিয়ে অগ্নি উত্থিত হয়, ঠিক সেইভাবে সে বল্মীকের মধ্য থেকে পূর্ণযৌবন-সম্পন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। হংসবাহন ব্রহ্মাকে আকাশ-মার্গে তার সম্মুখে উপস্থিত দেখে, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে মস্তক স্থাপন করে ব্রহ্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। তারপর ব্রহ্মাকে এমন সম্মুখে উপস্থিত দেখে, দৈত্যপতি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ব্রহ্মার প্রসন্নতা বিধানের জন্য সে তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে, কম্পিত কলেবরে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত বিনীতভাবে গদ্গদ বাক্যে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিল।"

"আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঈশ্বরকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর জীবনের প্রতি দিনের অন্তে এই ব্রহ্মাণ্ড কালের প্রভাবে ঘন অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায় এবং তার পরের দিন পুনরায় সেই স্বয়ং প্রকাশ প্রভু তাঁর নিজের জ্যোতির দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে সমগ্র জগৎ প্রকাশ করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। সেই ব্রহ্মাই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের আশ্রয়। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি জ্ঞানবান এবং যিনি এই বিরাট জগৎ সৃষ্টির কার্যে তাঁর মন ও বুদ্ধির উপযোগ করতে পারেন। তাঁরই কার্যকলাপের ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তাই তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জগতের কারণ। হে প্রভু, আপনি এই জড় জগতে জীবনের উৎস, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের প্রভু ও নিয়ন্তা এবং আপনি তাদের চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেন। আপনি মন, কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পালক। অতএব আপনি সমস্ত জড় উপাদান ও তাদের গুণাবলীর পরম নিয়ন্তা এবং আপনি সমস্ত বাসনার নিয়ন্তা। হে প্রভু, মূর্তিমান বেদরূপে এবং সমস্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের কার্যকলাপের জ্ঞানের দ্বারা আপনি অগ্নিষ্টোম আদি সাত প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান বিস্তার করেন। বস্তুতপক্ষে আপনি তিন বেদে বর্ণিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের অনুপ্রাণিত করেন। পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত জীবের অন্তর্যামী, আপনি অনাদি, অনন্ত এবং সর্বজ্ঞ। আপনি স্থান এবং কালের সীমার অতীত। হে প্রভু, আপনি নিত্য জাগ্রত হয়ে সর্বদ্রষ্টা নিত্য কালরূপে লব, পল, মুহূর্ত আদি বিভিন্ন অংশের দ্বারা আপনি সমস্ত জীবের আয়ু হরণ করেন। তথাপি আপনি অপরিবর্তনীয়, পরমাত্মারূপে আপনি দ্রষ্টা, সাক্ষী, পরম নিয়ন্তা, জন্মরহিত, সর্বব্যাপ্ত এবং সমস্ত জীবের কারণ এবং নিয়ন্তা। আপনার থেকে পৃথক কিছুই নেই, তা সে উৎকৃষ্ট হোক অথবা নিকৃষ্ট হোক, স্থাবর হোক বা জঙ্গম হোক। উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্র এবং বেদের অনুগামী শাস্ত্রের জ্ঞানই হচ্ছে আপনার বাহ্য শরীরের রূপ। আপনি হিরণ্যগর্ভ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধার, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরম নিয়ন্তারূপে আপনি ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির অতীত। হে প্রভু, আপনি অবিকৃতভাবে আপনার ধামে অবস্থিত হয়ে, এই জগতে আপনার বিরাটরূপ বিস্তার করেন, তার ফলে মনে হয় যেন আপনি জড় জগতের রস আস্বাদন করছেন। আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পুরাণ পুরুষ ভগবান। আমি সেই পরম পুরুষকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত এবং অব্যক্তরূপে এই অখিল জগতে পরিব্যাপ্ত। তিনি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তি নামক বিভিন্ন শক্তি সমন্বিত। জীবেরা ভগবানের তটস্থা শক্তি। হে প্রভু, হে শ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তা হলে যেন আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী থেকে আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বর দিন যেন গৃহের অভ্যন্তরে অথবা বাইরে, দিনের বেলা অথবা রাত্রে, ভূমিতে অথবা আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বর দিন যাতে আপনার সৃষ্ট জীব ছাড়াও অন্য কারোর দ্বারা, কোন অস্ত্রের দ্বারা, কোন মানুষের দ্বারা অথবা পশুর দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বরদান করুন যাতে প্রাণী, অপ্রাণী কারও থেকে আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বরদান করুন যাতে দেবতা, দৈত্য, অধঃলোকবাসী মহাসর্প থেকে আমার মৃত্যু না হয়। যেহেতু কেউই আপনাকে যুদ্ধে হত্যা করতে পারে না, তাই আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আপনি আমাকে বর দিন যাতে আমারও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। আপনি আমাকে সমস্ত জীবদের ও লোকপালদের একাধিপত্য প্রদান করুন এবং সেই পদের সমস্ত মহিমা প্রদান করুন। অধিকন্তু, আমাকে তপস্যা এবং যোগ অভ্যাসের ফলে লব্ধ সমস্ত যোগসিদ্ধি প্রদান করুন, যা কখনও বিনষ্ট হয় না।"

পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যে তখন তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আপনাদের তথাকথিত শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করার বুদ্ধি প্রদান করেছেন। হে ব্রাহ্মণগণ (অধ্যাপকগণ), লোহা যেমন চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আপনা থেকেই চুম্বকের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনই আমার চেতনা ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চক্রপাণির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই আমার আর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ককে এই কথা বলে মহাত্মা প্রহ্লাদ মহারাজ নীরব হলেন। সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা তখন তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। যেহেতু তারা ছিলেন হিরণ্যকশিপুর সেবক, তাই তারা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে তিরস্কার করে তারা বলেছিল—ওরে, বেত নিয়ে আয়। এই প্রহ্লাদ আমাদের অপযশের কারণ। তার দুর্বুদ্ধির ফলে সে দৈত্যকুলের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। এখন রাজনীতির চারটি নীতির চতুর্থটির দ্বারা একে শায়েস্তা করতে হবে। এই দুষ্ট প্রহ্লাদ দৈত্যবংশরূপ চন্দনবনে কণ্টক বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। চন্দন বৃক্ষ ছেদন করার জন্য কুঠারের প্রয়োজন হয় এবং কণ্টক বৃক্ষের কাঠ কুঠারের হাতলটি গড়ার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। দৈত্যবংশরূপ চন্দনবৃক্ষ ছেদনকারী কুঠার হচ্ছেন বিষ্ণু, আর এই প্রহ্লাদ হচ্ছে সেই কুঠারের হাতলটি মাত্র।"

"প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক তর্জন, তিরস্কার ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ প্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগল। এইভাবে তারা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল। কিছুকাল পর প্রহ্লাদের শিক্ষক ষণ্ড এবং অমর্ক মনে করেছিল যে, প্রহ্লাদ মহারাজ সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ডনীতি সম্বন্ধে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন। তখন তারা একদিন প্রহ্লাদের মায়ের দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে এবং অলঙ্কার আদির দ্বারা সুন্দরভাবে সাজিয়ে তাঁর পিতার কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে তার চরণে পতিত হয়ে প্রণাম করতে দেখে স্নেহভরে আশীর্বাদ করেছিল এবং তাঁকে তার দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করেছিল। পিতা স্বভাবতই পুত্রকে আলিঙ্গন করে আনন্দ অনুভব করে। হিরণ্যকশিপুও তার মধ্যে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিল।"

নারদ মুনি বললেন—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে তার কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করেছিল। তার স্নেহাশ্রু তার পুত্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলকে সিক্ত করেছিল। সে তার পুত্রকে এই প্রকার বলেছিল।"

হিরণ্যকশিপু বললেন—"হে প্রিয় প্রহ্লাদ, হে বৎস, হে আয়ুষ্মন, তুমি এতকাল তোমার গুরুর কাছে যা কিছু শিখেছ, তার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ বলে তুমি মনে কর তা আমাকে বল।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর এবং লীলাসমূহ শ্রবণ এবং কীর্তন, তাদের স্মরণ, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা, ষোড়শোপচারে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চনা, ভগবানের বন্দনা, তাঁর দাস হওয়া, ভগবানকে প্রিয়তম বন্ধু বলে মনে করা এবং ভগবানের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করা (অর্থাৎ, কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করা)—এগুলি শুদ্ধ ভক্তির নয়টি পন্থা। যিনি এই নবধা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তাঁর জীবন অর্পণ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, কারণ তিনি পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন।"

"পুত্র প্রহ্লাদের মুখে ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তার অধরোষ্ঠ কম্পিত হয়েছিল এবং সে তার গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ডকে এই কথাগুলি বলেছিল। হে ব্রাহ্মণের অযোগ্য অযোগ্য এবং ঘৃণ্য পুত্র, তুমি আমাকে অগ্রাহ্য করে আমার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছ। তুমি এই অবোধ বালককে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দিয়েছ! এ তুমি কি করেছ? কালক্রমে যেমন পাপীদের রোগ প্রকাশ পায়, তেমনই এই সংসারে অনেক ছদ্মবেশী প্রতারক বন্ধু হয়, কিন্তু কালক্রমে তাদের কপট আচরণের মাধ্যমে তাদের শত্রুতা প্রকাশ পায়।"

হিরণ্যকশিপুর গুরু শুক্রাচার্যের পুত্র বললেন—"হে ইন্দ্রশত্রু, হে রাজন, আপনার পুত্র প্রহ্লাদ যা বলছে তা আমরা তাকে শিক্ষা দিইনি এবং অন্য কেউও দেয়নি। তার এই ভক্তিভাব স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছে। অতএব, আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন এবং অনর্থক ব্রাহ্মণদের প্রতি দোষারোপ করবেন না। এইভাবে ব্রাহ্মণকে অপমান করা ভাল নয়।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"শিক্ষকের এই উত্তর শুনে হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে বলেছিল, "ওরে অভদ্র, ওরে কুলনাশক, তুই যদি এই শিক্ষা তোর গুরুর কাছ থেকে না পেয়ে থাকিস, তা হলে কোথা থেকে তা তুই পেয়েছিস?"

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—"অসংযত ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে বার বার চর্বিত বস্তু চর্বণ করে। তাদের মতি কখনও অন্যের উপদেশে, নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কখনই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হতে পারে না। যারা জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনার দ্বারা আবদ্ধ এবং যারা তাদেরই মতো বিষয়াসক্ত অন্ধ ব্যক্তিকে তাদের নেতা বা গুরুরূপে বরণ করেছে, তারা বুঝতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় যুক্ত হওয়া। অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধেরা যেমন প্রকৃত পথের সন্ধান না পেয়ে অন্ধকূপে পতিত হয়, তেমনই জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকাম কর্মরূপ অত্যন্ত দৃঢ় রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সংসার-চক্রে বার বার আবর্তিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করতে থাকে। জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিতে অবগাহন না করা পর্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও ভগবান উরুক্রমের (যিনি তাঁর অসাধারণ কার্যকলাপের জন্য খ্যাতি) শ্রীপাদপদ্মে আসক্ত হতে পারে না। মহাত্মার কৃপাভাজন হওয়ার ফলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে এইভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।"

"এইভাবে বলে প্রহ্লাদ মহারাজ যখন নীরব হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হয়ে তার কোল থেকে তাঁকে ভূতলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ক্রুদ্ধ এবং ক্রোধে আরক্ত লোচন হয়ে হিরণ্যকশিপু তার ভৃত্যদের বলল—হে অসুরগণ, এই বালককে এখান থেকে নিয়ে যাও। এ বধের যোগ্য, সুতরাং এক্ষুনি একে বধ কর। এই প্রহ্লাদই আমার ভ্রাতৃঘাতী, কারণ সে তার সুহৃদ এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে ভৃত্যের মতো আমার শত্রু বিষ্ণুর পাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয়েছে। পাঁচ বছর বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও সে তার পিতামাতার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং সে নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী। সে যে বিষ্ণুর প্রতিও সাধু ব্যবহার করবে, তাতেই বা বিশ্বাস কি? ঔষধ যদি হিতকারী হয় তা হলে বনে জাত হলেও যেমন তাকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা হয়, তেমনই যদি পরও হিতকারী হয়, তা হলে তাকে পুত্রের মতো পালন করা যায়। পক্ষান্তরে, দেহের কোন অঙ্গ যদি রোগের ফলে বিষাক্ত হয়ে যায়, তা হলে অবশিষ্ট শরীরকে রক্ষা করার জন্য তা কেটে ফেলা হয়। তেমনই, নিজের পুত্রও যদি প্রতিকূল হয়, তা হলে সে দেহজাত হলেও তাকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। অসংযত ইন্দ্রিয় যেমন পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের প্রয়াসী যোগীদের শত্রু, সুহৃদের বেশধারী এই প্রহ্লাদও আমার শত্রু, কারণ আমি একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই এই শত্রুকে ভোজন, আসন অথবা শয়নে, যে কোন উপায়েই মেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর দন্ত ও শ্মশ্রু-বিশিষ্ট এবং তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু ও কেশ সমন্বিত ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা যারা ছিল হিরণ্যকশিপুর অনুচর, তারা 'একে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল!' বলে ভয়ঙ্করভাবে শব্দ করতে করতে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে রত প্রহ্লাদ মহারাজকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করতে লাগল। পুণ্যহীন ব্যক্তি সৎকর্ম করলেও যেমন তা নিষ্ফল হয়, তেমনই রাক্ষসদের অস্ত্রাদি প্রহ্লাদ মহারাজের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, কারণ তিনি নির্বিকার, অনির্দেশ্য, অনন্তাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে রত ঐকান্তিক ভক্ত।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ মহারাজকে বধ করতে দৈত্যদের সমস্ত প্রয়াস যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁকে বধ করার অন্যান্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করতে শুরু করেছিল। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে বিশাল হস্তীর পায়ের নিচে ফেলে, বিশালকায় ভয়ঙ্কর সর্পদের মধ্যে নিক্ষেপ করে, ধ্বংসাত্মক যন্ত্র প্রয়োগ করে, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে, অন্ধকূপে নিরোধ করে, বিষ প্রদান করে, উপবাস করিয়ে, প্রচণ্ড হিম, বায়ু, অগ্নি এবং জলের দ্বারা অথবা বিশাল পাথরের নিচে তাঁকে পেষণ করেও বধ করতে

সে তার গৃহে নানা রকম ভোগের উপকরণ থাকে, সুখপালিত পশু এবং ভৃত্য থাকে। সেই সুখ কে পরিত্যাগ করতে পারে? গৃহাসক্ত ব্যক্তির অবস্থা ঠিক রেশমকীটের মতো, যে কোষ সে তৈরি করে, সেই কোষে বন্দী হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। কেবল জিহ্বা এবং উপস্থ—এই দুটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষ এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিভাবে সে তা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে? যে ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্ত সে বুঝতে পারে না যে, তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণে সে তার জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করছে। সে এও বুঝতে পারে না যে, পরম সত্যকে উপলব্ধি করার অত্যন্ত অনুকূল এই মনুষ্যজীবন সে অনর্থক নষ্ট করছে। কিন্তু, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং সাবধানতার সঙ্গে দেখে যে, একটি পয়সাও যেন অনর্থক নষ্ট না হয়। এইভাবে জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিরন্তর ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করা সত্ত্বেও তার জড় অস্তিত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করে না। যদি কোন ব্যক্তি তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণের কর্তব্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে সে তার ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করতে পারে না এবং তার মন সর্বদাই ধন সংগ্রহের চিন্তায় মগ্ন থাকে। যদিও সে জানে যে পরের ধন অপহরণ করার ফলে সে আইনের দ্বারা দণ্ডিত হবে এবং মৃত্যুর পর যমরাজের আইনে দণ্ডভোগ করবে, তবুও সে ধন সংগ্রহ করার জন্য অন্যদের প্রতারণা করতে থাকে।"

"হে বন্ধু, দানব-নন্দনগণ! এই জড় জগতে আপাতদৃষ্টিতে বিদ্বান ব্যক্তিরাও মনে করে, 'এটি আমার এবং ওটি অন্যের।' তার ফলে তারা সর্বদাই অশিক্ষিত কুকুর-বিড়ালের মতো তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য জীবনের আবশ্যকতাগুলি প্রদান করার ব্যাপারে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা অজ্ঞানের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।"

"হে আমার বন্ধু দৈত্যনন্দনগণ, কোন দেশে অথবা কোন কালে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি নিজেকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে সেই সমস্ত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিরা জড় প্রকৃতির নিয়মে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এবং তাদের একমাত্র লক্ষ্য স্ত্রীসঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে তারা সুন্দরী রমণীর হাতে ক্রীড়ামৃগতুল্য। এই প্রকার জীবনের শিকার হয়ে তারা পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং এইভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। যারা এই প্রকার জীবনের প্রতি আসক্ত, তাদের বলা হয় অসুর। অতএব, যদিও তোমরা দৈত্যনন্দন, সেই প্রকার ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাক এবং আদিদেব ভগবান শ্রীনারায়ণের শরণ গ্রহণ কর। কারণ নারায়ণের ভক্তদের চরম লক্ষ্য জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।"

"হে অসুর-নন্দনগণ, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণই সমস্ত জীবের মূল পরমাত্মা এবং পরম পিতা। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে অথবা তাঁর আরাধনা করতে বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারোরই কোন রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সর্বদাই বাস্তব এবং তাই অনায়াসে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। পরম ঈশ্বর ভগবান যিনি অচ্যুত এবং অব্যয়, তিনি বৃক্ষলতা আদি স্থাবর জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান। তিনি নানা প্রকার জড় সৃষ্টিতে, জড় উপাদানে, মহত্তত্ত্বে, প্রকৃতির গুণে (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ), অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং অহংকারেও বিরাজমান। তিনি যদিও এক, তবুও তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি চিন্ময় পরমাত্মা এবং সর্বকারণের পরম কারণ, যিনি সমস্ত জীবের অন্তরে সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন। তাঁকে ব্যাপ্য এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বলে ইঙ্গিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বর্ণনাতীত। তিনি অবিকারী এবং অবিভাজ্য। তাঁকে কেবল পরম সচ্চিদানন্দরূপে অনুভব করা যায়। নাস্তিকদের কাছে মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত থাকার ফলে, তারা মনে করে যে তাঁর অস্তিত্ব নেই। অতএব দৈত্যকুলোদ্ভূত আমার বালক বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এমনভাবে আচরণ কর যাতে অধোক্ষজ ভগবান তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। তোমাদের আসুরিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে শত্রুতা এবং ভেদজ্ঞান রহিত হয়ে কর্ম কর। ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান প্রদান করে সমস্ত জীবের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শন কর এবং এইভাবে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হও।"

"সর্বকারণের পরম কারণ, সব কিছুর আদি উৎস

ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছেন যে সমস্ত ভক্তেরা, তাঁদের পক্ষে কিছুই অপ্রাপ্য নয়। ভগবান অন্তহীন চিন্ময় গুণের উৎস। তাই, গুণাতীত ভক্তদের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তির প্রচেষ্টা করার কি প্রয়োজন—যা প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়? আমরা ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করি এবং তাই আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আদির যাচনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটিকে বেদে ত্রিবর্গ বা মোক্ষ লাভের তিনটি উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি বর্গের মধ্যেই আত্ম-উপলব্ধির বিদ্যা, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠানের পন্থা, তর্কশাস্ত্র, দণ্ডনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন বৃত্তি নিহিত রয়েছে। এগুলি বেদ অধ্যয়নের বাহ্য বিষয় এবং তাই আমি এগুলিকে জড়-জাগতিক বলে মনে করি। কিন্তু, পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদনের পন্থাকে আমি দিব্য বলে মনে করি। সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃদ ভগবান প্রথমে এই দিব্য জ্ঞান দেবর্ষি নারদকে উপদেশ দিয়েছিলেন। নারদ মুনির মতো মহাত্মার কৃপা ব্যতীত এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যিনি শ্রীনারদ মুনির পরম্পরার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি এই গুহ্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"এই জ্ঞান আমি দেবর্ষি নারদ মুনির কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, যিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত। এই জ্ঞান, যাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম, তা সর্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত। তা ন্যায় এবং দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত।"

দৈত্যনন্দনেরা বলল—"হে প্রহ্লাদ, তুমি অথবা আমরা শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক ব্যতীত অন্য কোন গুরুকে জানি না। আমরা শিশু এবং তারা আমাদের নিয়ন্তা। বিশেষ করে তোমার পক্ষে, যে সর্বদা প্রাসাদে থাকে, তত মহাত্মার সঙ্গ করা অত্যন্ত কঠিন। হে সৌম্য, দয়া করে আমাদের বল কিভাবে তুমি নারদ মুনির উপদেশ শ্রবণ করেছিলে? দয়া করে আমাদের এই সংশয় দূর কর।"

সপ্তম অধ্যায়

প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে কি শিখেছিল

নারদ মুনি বললেন—"প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সহপাঠী অসুর-বালকদের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি আমার কথিত উপদেশসমূহ স্মরণ করে তাদের বলেছিলেন—আমাদের পিতা হিরণ্যকশিপু যখন তপস্যা করার জন্য মন্দর পর্বতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র আদি দেবতারা দানবদের দমন করার জন্য এক ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। 'আহা! পিপীলিকা যেমন সর্পকে ভক্ষণ করে, তেমনই সর্বদা সকলের সন্তাপ প্রদানকারী হিরণ্যকশিপুও তার পাপকর্মের ফলে বিনষ্ট হয়েছে।' এই বলে ইন্দ্র আদি দেবতারা দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। অসুর যূথপতিরা যখন যুদ্ধে একে একে দেবতাদের হাতে নিহত হতে লাগল, তখন অন্য অসুরেরা নানাদিকে পলায়ন করতে শুরু করল। তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তারা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা তাদের গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, পশু এবং গৃহের উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারেনি। বিজয়ী দেবতারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ লুণ্ঠন করেছিলেন এবং সেখানকার সব কিছু বিনষ্ট করেছিলেন।

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতা দৈত্য-রাজমহিষীকে বন্দী করেছিলেন। শকুনের কবলগ্রস্ত কুররী পক্ষীর মতো ক্রন্দন-পরায়ণা আমার মাকে যখন তাঁরা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় আমার মাকে দর্শন করেছিলেন।"

নারদ মুনি বললেন—"হে দেবরাজ ইন্দ্র, এই নিষ্পাপ রমণীকে এই রকম নিষ্ঠুরভাবে নিয়ে যাওয়া তোমার উচিত নয়। হে মহাভাগ্যবান, এই সতী অন্যের স্ত্রী, একে তুমি এখনই মুক্ত কর, মুক্ত কর।"

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—"এই দানবপত্নীর গর্ভে সেই মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপুর বীজ রয়েছে। তাই যতদিন না প্রসব হয়, ততদিন আমি একে আমার তত্ত্বাবধানে রাখব, তারপর পুত্রের জন্ম হলে একে মুক্ত করব।"

নারদ মুনি উত্তর দিলেন—"এই রমণীর গর্ভস্থ শিশুটি নির্দোষ এবং নিষ্পাপ। প্রকৃতপক্ষে সে একজন মহাভাগবত, ভগবানের এক মহা প্রভাবসম্পন্ন অনুচর। তাই তুমি একে বধ করতে পারবে না।"

"দেবর্ষি নারদ এইভাবে বললে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বাক্য অনুসারে তৎক্ষণাৎ আমার মাতাকে মুক্ত করেছিলেন। আমি ভগবানের ভক্ত বলে সমস্ত দেবতারা তখন আমার মাকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁরা স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"দেবর্ষি নারদ আমার মাতাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, 'হে বৎসে, তোমার পতি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি আমার আশ্রমে থাক।' দেবর্ষি নারদের উপদেশ অঙ্গীকার করে আমার মাতা সর্বতোভাবে ভয়মুক্ত হয়ে, আমার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁর কঠোর তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত, তাঁর আশ্রমে ছিলেন। গর্ভবতী সতী আমার মাতা তাঁর গর্ভের মঙ্গল কামনা করে তাঁর পতির আগমনের পর প্রসব করার বাসনা করেছিলেন। এইভাবে তিনি পরম ভক্তি সহকারে নারদ মুনির সেবা করে তাঁর আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন। নারদ মুনি গর্ভস্থ আমি এবং পরিচর্যারত আমার মাতা উভয়কেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি স্বভাবতই অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, তাই তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত হয়ে তিনি ধর্মতত্ত্ব এবং দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেই উপদেশ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত ছিল। দীর্ঘকাল গত হওয়ায় এবং স্ত্রীজাতি হওয়ার ফলে আমার মা সেই সমস্ত উপদেশ বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে আমি তা ভুলিনি।"

"হে বন্ধুগণ, তোমরা যদি আমার কথায় শ্রদ্ধাবান হও, তা হলে কেবল সেই শ্রদ্ধার ফলে তোমরাও ছোট বালক হওয়া সত্ত্বেও, আমার মতো এই দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। তেমনই, স্ত্রীলোকেরাও এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে জানতে পারবে আত্মা কি এবং জড় পদার্থ কি। বৃক্ষের ফল এবং ফুলের যেমন কালক্রমে ছয় প্রকার বিকার (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং মৃত্যু) হয়, তেমনই জীবাত্মার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত জড় দেহেরও এই প্রকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। 'আত্মা' শব্দে ভগবান অথবা জীবকে বোঝায়। তাঁরা উভয়েই চিন্ময়, জন্ম-মৃত্যু রহিত, অব্যয়, জড় কলুষ থেকে মুক্ত, স্বতন্ত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, সব কিছুর আশ্রয়, বিকারশূন্য, আত্মদর্শী, সর্বকারণ, সর্বব্যাপ্ত, জড় দেহের উপর নির্ভরশীল নয় এবং তাই সর্বদা অনাবৃত। যে ব্যক্তি আত্মার এই বারোটি গুণ সম্বন্ধে অবগত, তিনিই যথার্থ বিদ্বান এবং তাঁর কর্তব্য 'এই জড় শরীরটি আমি এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু আমার' মোহজনিত এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করা। দক্ষ ভূতত্ত্ববিদ্‌, যেমন বুঝতে পারেন কোথায় সোনা রয়েছে এবং বিভিন্ন পন্থার দ্বারা স্বর্ণমিশ্রিত প্রস্তর থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পারেন, তেমনই অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবিদ বুঝতে পারেন কিভাবে জড় দেহের মধ্যে চিন্ময় আত্মা রয়েছে এবং এইভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। কিন্তু, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বুঝতে পারে না কোথায় সোনা রয়েছে, তেমনই যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করেনি সে কখনই বুঝতে পারে না কিভাবে দেহের ভিতর আত্মা রয়েছে। ভগবানের আটটি ভিন্ন জড় শক্তি, তিনটি গুণ এবং ষোড়শ বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মাটি, জল আদি পঞ্চ মহাভূত)—এই সবের মধ্যে এক আত্মা সাক্ষীরূপে বিরাজমান। তাই সমস্ত মহান আচার্যেরা

উল্লেখ করেছেন যে, আত্মা এই সমস্ত জড় উপাদানের দ্বারা আবদ্ধ। প্রতিটি জীবের দুই প্রকার শরীর রয়েছে—পঞ্চ-ভূতাত্মক স্থূল শরীর এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকারের দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম শরীর। এই শরীরের মধ্যে রয়েছে চিন্ময় আত্মা। মানুষের কর্তব্য "এটি নয়, এটি নয়," এইভাবে বিচার করে আত্মার অনুসন্ধান করা এবং এইভাবে চিন্ময় আত্মা ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। ধীর এবং দক্ষ ব্যক্তিদের কর্তব্য, বিশ্লেষণের দ্বারা পবিত্র মনের সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশশীল সমস্ত বস্তুর সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক এবং পার্থক্য নিরূপণ করা। বুদ্ধির তিনটি বৃত্তি—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। যিনি এই তিনটি বৃত্তিকেই অনুভব করেন, তিনিই প্রাণি নিয়ন্তা, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান। সৌরভের দ্বারা যেমন বায়ুর উপস্থিতি অনুভব করা যায়, তেমনই ভগবানের পরিচালনায় বুদ্ধির এই তিন বিভাগের দ্বারা আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই তিনটি বিভাগ কিন্তু আত্মা নয়, সেগুলি তিন গুণ সমন্বিত এবং ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন। কলুষিত বুদ্ধির ফলে মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয় এবং তার ফলে সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বপ্নে যেমন মানুষ অলীক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তেমনই অজ্ঞানজনিত সংসার অবাস্তব এবং নশ্বর। অতএব, হে বন্ধু দৈত্যবালকগণ, তোমাদের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা, যার ফলে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন সকাম কর্মের বীজ দগ্ধ হবে এবং জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধির প্রবাহ নিবৃত্ত হবে। অর্থাৎ, কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তাঁর অজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যায়।"

"ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যে সমস্ত উপায় রয়েছে, তার মধ্যে স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পন্থাটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানতে হবে। সেই পন্থাটি হচ্ছে ভগবৎ প্রেম বিকশিত করার কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান। মানুষের কর্তব্য সদ্গুরু গ্রহণ করে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করা। নিজের যা কিছু রয়েছে তা সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা উচিত এবং সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করা, শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা, ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করা, সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা এবং শাস্ত্র ও গুরুর নির্দেশ অনুসারে গভীর নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা উচিত। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করা উচিত। এইভাবে প্রতিটি জীবকে তার স্থিতি অনুসারে সম্মান করা উচিত। এই সমস্ত কার্যকলাপের ফলে মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য—এই ষড়্‌রিপুকে জয় করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি নিশ্চিতরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তর প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন এবং তার ফলে তিনি মুক্ত পুরুষ। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ, বা শুদ্ধ ভক্ত যখন লীলাবিলাস পরায়ণ ভগবানের বিভিন্ন অবতারের দিব্য গুণাবলী এবং অসাধারণ বীর্যবতী কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তখন আনন্দবশত তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। কখনও কখনও তিনি মুক্ত কণ্ঠে গান করেন, নৃত্য করেন এবং কখনও কখনও তিনি ক্রন্দন করেন। এইভাবে তিনি তাঁর দিব্য আনন্দ প্রকাশ করেন। ভক্ত যখন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির মতো হয়ে যান, তখন তিনি হাসেন, উচ্চস্বরে ভগবানের গুণাবলী কীর্তন করেন, কখনও তিনি ধ্যান করেন, প্রতিটি জীবকে ভগবানের সেবক বলে মনে করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, সামাজিক শিষ্টাচার গ্রাহ্য না করে পাগলের মতো উচ্চস্বরে "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ! হে ভগবন্‌, হে জগৎপতে!" এইভাবে বলতে থাকেন। নিরন্তর ভগবানের লীলা স্মরণ করার ফলে, ভক্তের মন এবং শরীর তখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির ফলে তাঁর অজ্ঞান, জড় চেতনা এবং সর্বপ্রকার জড় বাসনা ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই স্তরে মানুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করতে পারে। জীবনের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। কিন্তু জীব যখন ভগবানের সংস্পর্শে আসে, তখন এই চক্রের গতি সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তিতে নিজের মগ্ন থাকার ফলে যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয়, তার

ফলে জীব এই সংসার থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যায়। সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই কথা জানেন। অতএব, হে বন্ধুগণ, হে দৈত্যনন্দনগণ, তোমরা তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের ধ্যান করে তাঁর আরাধনা কর।"

"হে বন্ধুগণ! হে অসুর বালকগণ! পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদাই সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু এবং তাঁর উপাসনায় কোন অসুবিধা নেই। তা হলে লোকেরা কেন তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয় না? কেন তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কৃত্রিম আয়োজনের চেষ্টায় অনর্থক আসক্ত হয়? মানুষের ধন, সুন্দরী স্ত্রী এবং বান্ধবী, পুত্র-কন্যা, গৃহ, ভূমি, হাতী, ঘোড়া, অন্য আদি গৃহপালিত পশু, ধনাগার, অর্থ এবং কাম, এমন কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার পরমায়ু সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য। যেহেতু মনুষ্য-জীবন অনিত্য, অতএব যে ব্যক্তি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি নিত্য, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য সুখ প্রদান করতে পারে? বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, স্বর্গলোকের জীবন যদিও এই পৃথিবীর জীবন থেকে শত-সহস্রগুণ অধিক সুখকর, তবুও স্বর্গলোক শুদ্ধ (নির্মল) অথবা জড় অস্তিত্বের ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। স্বর্গলোকও অনিত্য এবং তাই সেই লোক প্রাপ্ত হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ভগবানের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি কেউ কখনও দেখেনি বা শোনেনি। তাই, তোমাদের কর্তব্য তোমাদের প্রকৃত লাভের জন্য এবং আত্ম উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরম ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করা। জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে, নিরন্তর আর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম করে। কিন্তু বার বার বেদবিহিত সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে সে ইহলোকে অথবা পরলোকে নিরাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ না করে তার বিপরীত ফল লাভ করে। এই জড় জগতে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সুখ লাভের এবং দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে কর্ম করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ তখনই সুখী হয়, যখন সে সুখের জন্য কোন রকম চেষ্টা করে না। মানুষ যখনই সুখের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে, তখনই তার দুঃখভোগ শুরু হয়। জীব তার দেহসুখ কামনা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে বহু পরিকল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহটি অন্যের সম্পত্তি। প্রকৃতপক্ষে, নশ্বর দেহটি জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করে এবং তারপর তাকে ছেড়ে চলে যায়। যেহেতু দেহটি চরমে বিষ্ঠা অথবা মাটিতে পরিণত হবে, তখন দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, গৃহ, ধন, সন্তান, আত্মীয়, ভৃত্য, বন্ধু, রাজ্য, কোষাগার, পশু, মন্ত্রী ইত্যাদির কি প্রয়োজন? সেই সবই অনিত্য। সেই সম্বন্ধে অধিক কি বলার আছে? যতক্ষণ দেহের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই এই সমস্ত বস্তু অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয়, কিন্তু দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া মাত্রই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সমস্ত বস্তুগুলির আর অস্তিত্ব থাকে না। তাই, প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু অবিদ্যার ফলে সেগুলি অনর্থ হলেও অর্থের মতো প্রতীত হয়। নিত্য আনন্দ-রসের সমুদ্রের তুলনায় সেগুলি অতীব তুচ্ছ। নিত্য আত্মার এই প্রকার তুচ্ছ সম্পর্কের কি প্রয়োজন?"

"হে অসুরনন্দন বন্ধুগণ, জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। তার ফলে গর্ভে প্রবেশ থেকে শুরু করে তার বিশেষ শরীরের সমস্ত অবস্থাতেই তাকে নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই, পূর্ণরূপে বিবেচনা করে তোমরাই বল, যে সকাম কর্ম চরমে কেবল দুঃখ-দুর্দশাই প্রদান করে, তা অনুষ্ঠান করে কি লাভ? দেহধারী জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল এই জীবনে সমাপ্ত হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এক শরীর প্রাপ্ত হয় এবং সেই শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে সে আর একটি শরীর তৈরি করে। এইভাবে সে তার অজ্ঞানের ফলে, জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। পারমার্থিক উন্নতির চারটি বর্গ— ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের উপর আশ্রিত। তাই হে বন্ধুগণ, ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। কোন রকম কামনা না করে, ভগবানের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে, ভক্তি সহকারে সেই পরম

আত্মা ভগবানের আরাধনা কর। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ এবং অন্তর্যামী। সমস্ত জীবই চিন্ময় আত্মা এবং জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরাই শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান পরম প্রিয় এবং পরম নিয়ন্তা। দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধর্ব অথবা এই জগতের যে কেউই যদি মুক্তিদাতা মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, তা হলে তিনি ঠিক আমাদেরই মতো (প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহাজনদের মতো) পরম মঙ্গলময় স্থিতি লাভ করেন।"

"হে অসুরনন্দনগণ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। এই সমস্ত গুণগুলি ভগবানকে আনন্দ দান করে না। এমন কি দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত ইত্যাদির দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল অবিচল, ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। ঐকান্তিক ভক্তি ব্যতীত অন্য সব কিছুই কেবল লোক দেখানো অভিনয় মাত্র। হে অসুরনন্দন বন্ধুগণ, যেভাবে তোমরা নিজেদের ভালবাস এবং নিজেদের দেখাশোনা কর, ঠিক সেইভাবে, সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে যিনি সর্বত্র বিরাজমান, সেই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর সেবা কর। হে দৈত্যনন্দন বন্ধুগণ! যক্ষ, রাক্ষস, নির্বোধ স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, পক্ষী, পশু এবং পাপী জীবেরাও কেবলমাত্র ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। এই জগতে সর্বকারণের পরম কারণ গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করা এবং সর্বত্র তাঁকে দর্শন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এটিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, যা সমস্ত শাস্ত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।"

অষ্টম অধ্যায়

ভগবান নৃসিংহদেবের দৈত্যরাজ বধ

নারদ মুনি বললেন, "সমস্ত দৈত্যনন্দনেরা প্রহ্লাদ মহারাজের দিব্য উপদেশ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করেছিল এবং তারা তাদের শিক্ষক ষণ্ড ও অমর্কের জাগতিক উপদেশ গ্রহণ করেনি। শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক যখন দেখল যে, প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গ প্রভাবে অসুর-বালকেরা কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে উঠছে, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে, দৈত্যরাজের কাছে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি যথাযথভাবে বর্ণনা করেছিল। সেই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করেছিল। তখন সে স্থির করেছিল তার পুত্র প্রহ্লাদকে সে বধ করবে। হিরণ্যকশিপু স্বভাবতই ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অবমাননায় অপমানিত বোধ করে, সে সাপের মতো নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। তার পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন শান্ত, বিনীত এবং নম্র, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত ছিল এবং তিনি করজোড়ে হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের কোমল বয়স এবং মহান আচরণের জন্য তিনি তিরস্কারের উপযুক্ত ছিলেন না, তবুও হিরণ্যকশিপু ক্রূরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত কঠোর বাক্যে তাঁকে তিরস্কার করেছিল।"

হিরণ্যকশিপু বলল—"হে দুর্বিনীত, হে মন্দবুদ্ধি, হে কুলভেদকারক, হে অধম, তুই আমার শাসন লঙ্ঘন করেছিস, তাই তুই এক জেদী মূর্খ। আজ আমি তোকে যমালয়ে প্রেরণ করব। ওরে মূঢ় প্রহ্লাদ, তুই জানিস যে আমি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালগণ সহ ত্রিভুবন কম্পিত হয়। কিন্তু তুই কার বলে বলীয়ান হয়ে আমার শাসন অতিক্রম করছিস?"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"হে রাজন, আমার যে

বৈকুণ্ঠলোকের বিষ্ণুপার্ষদেরা ভগবানের প্রতি তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—"আমাদের পরম আশ্রয় প্রদানকারী হে ভগবান, আজ আমরা সমস্ত জগতের মঙ্গল প্রদানকারী আপনার এই অদ্ভুত নৃসিংহরূপ দর্শন করলাম। হে ভগবান, আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই হিরণ্যকশিপু আমাদেরই সেবক জয়, যে ব্রাহ্মণের অভিশাপের ফলে অসুর-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি যে, তাকে বধ করে আপনি তার প্রতি আপনার বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছেন।"

নবম অধ্যায়

প্রহ্লাদের প্রার্থনায় নৃসিংহদেবের ক্রোধোপশম

দেবর্ষি নারদ বললেন—"ভগবান তখন অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট ছিলেন বলে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রমুখ দেবতারা তাঁর সামনে যেতে সাহস করেননি। সমস্ত দেবতারা লক্ষ্মীদেবীকে ভগবানের সামনে যেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনিও ভগবানের এই অদৃষ্ট এবং ভয়ঙ্করপূর্ণ অদ্ভুত রূপ দর্শন করে ভয়ভীত হওয়ার ফলে তাঁর সামনে যেতে পারেননি। তখন ব্রহ্মা তাঁর নিকটে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজকে অনুরোধ করেছিলেন—হে বৎস, ভগবান নৃসিংহদেব তোমার আসুরিক পিতার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে শান্ত কর।"

নারদ মুনি বললেন—"হে রাজন্, মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ একটি ছোট্ট বালক হওয়া সত্ত্বেও, ব্রহ্মার বাণী শিরোধার্য করে ধীরে ধীরে ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে গিয়ে ভূতলে পতিত হয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত দেখে ভগবান নৃসিংহদেব কৃপার্দ্র হয়ে তাঁকে উত্তোলন করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের অভয় প্রদানকারী করকমল তাঁর মস্তকে স্থাপন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মস্তকে ভগবান নৃসিংহদেবের করকমলের স্পর্শের ফলে, প্রহ্লাদ মহারাজ সমস্ত জড় কলুষ এবং বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন, কেন না তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে বিনীত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি তখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শরীরে চিন্ময় আনন্দের সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ হয়েছিল, তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল এবং তিনি তখন পরম আনন্দে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ একাগ্র চিত্তে সমাহিত হয়ে, ভগবান নৃসিংহদেবের প্রতি তাঁর মন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রেম-গদ্গদ স্বরে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।"

প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—"অসুর কুলোদ্ভূত আমার পক্ষে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করা কি করে সম্ভব? সত্ত্বগুণান্বিত এবং অত্যন্ত যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ এবং ঋষিগণ অপূর্ব সুন্দর বাক্য প্রবাহের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে সক্ষম হননি, সুতরাং আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে? আমার তো কোনই যোগ্যতা নেই।"

"আমি মনে করি যে ধন-সম্পদ, সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং যোগশক্তি, এই সমস্ত গুণের দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত না হলেও গজেন্দ্র কেবল ভক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। (সনৎসুজাত গ্রন্থে বর্ণিত) বারোটি ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত অথচ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-বিমুখ অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাঁর মন, বাক্য, কর্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত, সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার ভক্ত সেই রকম ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্ত তাঁর কুল পবিত্র করতে পারে, কিন্তু সেই অতি গর্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না। ভগবান সর্বদাই সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্ত। তাই কেউ যখন তাঁকে কিছু নিবেদন করেন, তখন সেই ভক্তের মঙ্গলের জন্যই ভগবান তা কৃপাপূর্বক গ্রহণ করেন। ভগবানের কারও সেবার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, নিজের মুখের সৌন্দর্যই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় (অর্থাৎ ভগবানের আরাধনার ফলে নিজেরই মঙ্গল হয়)। অতএব, অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করলেও আমার বুদ্ধি এবং পূর্ণ প্রয়াস অনুসারে আমি সর্ব পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের মহিমা বর্ণনা করব। ভগবানের মহিমা শ্রবণ বা পাঠ করলে অবিদ্যাবশত এই জড় জগতে প্রবিষ্ট মানুষও পবিত্র হয়।"

"হে ভগবান, ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত আপনার নিষ্ঠাপরায়ণ সেবক। তাই তাঁরা আমাদের মতো নন (প্রহ্লাদ এবং তাঁর আসুরিক পিতা হিরণ্যকশিপু)। এই ভয়ঙ্কর রূপে আপনার আবির্ভাব আপনার নিজের আনন্দ বিধানের জন্য আপনারই লীলাবিলাস। আপনার এই প্রকার অবতার জগতের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য। হে ভগবান নৃসিংহদেব, তাই, আপনি এখন আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন, কারণ আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু এখন নিহত হয়েছে। সাধু ব্যক্তিও যেমন সর্প অথবা বৃশ্চিক হত্যা করে আনন্দিত হন, সমস্ত জগৎ এই অসুরের মৃত্যুতে পরম সন্তোষ লাভ করেছে। এখন তারা তাদের সুখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে এবং ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা সর্বদা আপনার এই মঙ্গলময় অবতারকে স্মরণ করবে। হে অজিত ভগবান, আপনার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুখ, জিহ্বা, সূর্যের মতো উজ্জ্বল নেত্র অথবা ভ্রূকুটিভঙ্গির ভয়ে আমি ভীত নই। আমি আপনার তীক্ষ্ণ দন্ত, আপনার মালা, রক্তাক্ত কেশর অথবা উন্নত কর্ণের ভয়ে ভীত নই। এমন কি আপনার যে গর্জনের ফলে দিগ্গজেরা পলায়ন করে অথবা যে নখাগ্রের দ্বারা শত্রুরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তার ভয়েও আমি ভীত নই। হে পরম শক্তিমান, পতিত-বৎসল, দুর্জয় প্রভু, আমার কর্মের ফলে আমি অসুরদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি এবং তাই এই দুঃসহ সংসার-চক্রে অত্যন্ত ভীত হয়েছি। কবে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভব-বন্ধন থেকে মুক্তির আশ্রয় আপনার পাদমূলে আমাকে আহ্বান করবেন? হে মহান্, হে পরমেশ্বর ভগবান, প্রিয় এবং অপ্রিয় পরিস্থিতির সংযোগের ফলে এবং প্রিয় সংযোগ ও বিয়োগের ফলে জীবকে স্বর্গ অথবা নরকের অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়ে শোকাগ্নিতে দগ্ধ হতে হয়। যদিও এই দুঃখময় জীবনের নিবৃত্তি সাধনের বহু উপায় রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত উপায়গুলি সেই দুঃখময় পরিস্থিতি থেকেও অধিক দুঃখজনক। তাই আমি মনে করি যে, তার একমাত্র নিদান হচ্ছে আপনার সেবায় যুক্ত হওয়া। দয়া করে আপনি আমাকে সেই সেবার উপদেশ প্রদান করুন। হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুক্ত পুরুষদের (হংস) সঙ্গে আপনার নিত্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হলে আমি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত হব এবং তার ফলে আমার অত্যন্ত প্রিয় প্রভু আপনার মহিমা কীর্তন করতে সক্ষম হব। আমি ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পরম্পরায় আপনার মহিমা কীর্তন করব। এইভাবে আমি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হব। হে নৃসিংহদেব, হে বিভো, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আপনার দ্বারা উপেক্ষিত দেহধারী জীবেরা তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য কিছুই করতে পারে না। তারা তাদের দুঃখ নিবারণের যে উপায়ই গ্রহণ করে তা সাময়িকভাবে লাভজনক হলেও, ক্ষণস্থায়ী। যেমন, পিতা এবং মাতা তাদের শিশুকে রক্ষা করতে পারে না, চিকিৎসক এবং ঔষধ রোগীর কষ্ট দূর করতে পারে না এবং তরণী সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে না। হে প্রভু, এই জড় জগতে সকলেই সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই এই গুণের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। তাই এই জড় জগতে সকলেই আপনার প্রকৃতির বশীভূত। যে কারণে তারা কর্ম করে, যে স্থানে তারা কর্ম করে, যে সময়ে তারা কর্ম করে, যে পদার্থ নিয়ে তারা কর্ম করে, তাদের জীবনের যে উদ্দেশ্যকে তারা চরম বলে বিবেচনা করেছে

এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—এ সবই আপনারই শক্তির প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, তাই সেই সবই আপনারই প্রকাশ। হে ভগবান, হে পরম শাশ্বত, আপনার দৃষ্টি অংশ বিস্তার করে কালের দ্বারা ক্ষোভিত আপনার বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে আপনি জীবের সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে মন বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের নির্দেশ এবং ষোলটি উপাদানের দ্বারা অন্তহীন বাসনার বন্ধনে জীবকে বেঁধে রাখে। আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ বিনা এই বন্ধন থেকে কে মুক্ত হতে পারে? হে প্রভু, হে বিভো, আপনি ষোলটি উপাদানের দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আপনি তাদের জড় গুণের অতীত। অর্থাৎ, এই জড় গুণগুলি সর্বতোভাবে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং আপনি কখনও তাদের দ্বারা পরাভূত হন না। তাই, কাল আপনার প্রতিনিধিত্ব করে। হে প্রভু, হে পরমেশ্বর, হে অজেয়, আমি কালচক্রে নিষ্পেষিত এবং তাই আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হয়েছি, এখন দয়া করে আপনি আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে গ্রহণ করুন।"

"হে ভগবান, মানুষ সাধারণত দীর্ঘ আয়ু, ঐশ্বর্য এবং সুখভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু আমার পিতার কার্যকলাপের দ্বারা আমি তা দেখেছি। আমার পিতা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যঙ্গভরে অট্টহাস্য করত, তখন তার ভ্রূকুটি দর্শন করে দেবতারা বিনষ্ট হত। কিন্তু আমার সেই পিতা, যিনি এত শক্তিশালী ছিলেন, তিনি এখন নিমেষের মধ্যে আপনার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছেন। হে ভগবান, এখন আমি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের জড় ঐশ্বর্য, যোগশক্তি, দীর্ঘ আয়ু এবং অন্যান্য জড় সুখের পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। মহাকাল রূপে আপনি এই সবই ধ্বংস করেন। তাই, আমি সেগুলি চাই না। হে ভগবান, আমি কেবল আপনার কাছে অনুরোধ করি, দয়া করে আমাকে শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য প্রদান করুন এবং ঐকান্তিক সেবকরূপে তাঁকে সেবা করতে দিন। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ভবিষ্যৎ সুখের কামনা করে, যা ঠিক মরুভূমির মরীচিকার মতো। মরুভূমিতে জল কোথায়? ঠিক তেমনই এই জড় জগতে সুখ কোথায়? এই শরীরটির কি মূল্য? এটি কেবল নানা প্রকার রোগের উৎসস্থল। তথাকথিত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদেরা সেই কথা ভালভাবেই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অনিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষা করে। সুখ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যেহেতু তারা তাদের ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম, তাই তারা জড় জগতের তথাকথিত সুখের পিছনে ধাবিত হয় এবং কখনই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, স্বভাবতই তম ও রজোগুণময় অসুরকুলে জাত আমি বা কোথায়? আর ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীকেও যা কখনও প্রদান করা হয়নি, আপনার সেই অহৈতুকী কৃপাই বা কোথায়? আপনি কখনও তাঁদের মস্তকে আপনার করকমল অর্পণ করেননি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আপনি তা করেছেন। হে ভগবান, আপনি সাধারণ জীবের মতো শত্রু ও মিত্রের এবং অনুকূল ও প্রতিকূলের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করেন না, কারণ আপনার মধ্যে উচ্চ এবং নিচ ধারণা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কল্পবৃক্ষ যেমন মহৎ এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে পার্থক্য দর্শন না করে জীবের বাসনা অনুসারে ফল প্রদান করে, তেমনই আপনি ভক্তের সেবার মাত্রা অনুসারে তাঁকে আপনার আশীর্বাদ প্রদান করেন। হে ভগবান, একের পর এক জড় বাসনার সঙ্গ প্রভাবে আমি সাধারণ মানুষদের অনুসরণ করে সর্পপূর্ণ অন্ধকূপে পতিত হয়েছি। আপনার সেবক নারদ মুনি কৃপা করে আমাকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং দিব্য স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য তাঁর সেবা করা। তাঁর সেবা আমি কি করে পরিত্যাগ করতে পারি? হে ভগবান, হে চিন্ময় গুণের অন্তহীন উৎস, আপনি আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করে তাঁর খড়্গ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলেছিলেন, "আমি এখন তোর দেহ থেকে তোর মস্তক ছিন্ন করব। আমি ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর যদি থাকে তা হলে সে তোকে রক্ষা করুক।" তাই আমি মনে করি যে, আপনার ভক্তের বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন এবং আমার পিতাকে বধ করেছেন। এই ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।"

"হে ভগবান, আপনি নিজেকে সমস্ত জগৎরূপে

প্রকাশিত করেন, কারণ সৃষ্টির পূর্বে আপনি ছিলেন, সৃষ্টির পরে আপনি থাকেন এবং আদি ও অন্তের মধ্যবর্তী অবস্থায় আপনি পালন করেন। এ সবই প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব অন্তরে এবং বাইরে যা কিছু বিরাজ করে, তা সবই আপনি। হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, সমগ্র জড় সৃষ্টির কারণ আপনি এবং এই জড় সৃষ্টি আপনারই শক্তির পরিণাম। যদিও সমস্ত জড় জগৎ আপনার থেকেই প্রকাশিত তবুও আপনি তা থেকে ভিন্ন। 'আমার এবং তোমার' ধারণা তা অবশ্যই মিথ্যা মায়া, কারণ প্রতিটি বস্তুই আপনার থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে আপনার থেকে ভিন্ন নয়। বস্তুতপক্ষে জড় জগৎ আপনার থেকে অভিন্ন এবং তার বিনাশও আপনারই দ্বারা সাধিত হয়। আপনার সঙ্গে আপনার সৃষ্টির সম্পর্ক বীজ এবং বৃক্ষ, অথবা সূক্ষ্ম কারণ এবং স্থূল প্রকাশের মতো। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি প্রলয়ের পর আপনার সৃজনী শক্তিকে আপনার মধ্যে রাখেন এবং তখন মনে হয় যেন আপনি অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধারণ মানুষের মতো নিদ্রা যান না, কারণ আপনি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত। তুরীয় অবস্থায় আপনি চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আপনি এইভাবে জড়া প্রকৃতিকে স্পর্শ না করে আপনার চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থান করেন। আপনাকে নিদ্রিত বলে মনে হলেও, এই নিদ্রা অবিদ্যাজনিত নিদ্রা থেকে ভিন্ন। এই বিশাল জড় জগৎ আপনারই শরীর। আপনার কাল শক্তির দ্বারা প্রকৃতি ক্ষোভিত হয় এবং তার ফলে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। আপনি তখন অনন্তশেষের শয্যা থেকে জেগে ওঠেন এবং আপনার নাভি থেকে একটি চিন্ময় বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ থেকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী পদ্ম উদ্ভূত হয়, ঠিক যেমন একটি সূক্ষ্ম বীজ থেকে এক বিশাল বটবৃক্ষের প্রকাশ হয়। সেই মহাপদ্ম থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মা সেই পদ্ম ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাননি। তাই, আপনাকে বাইরে অবস্থিত বলে মনে করে ব্রহ্মা সেই জলে নিমগ্ন হয়ে শতবর্ষব্যাপী সেই পদ্মের উৎসের অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে খুঁজে পাননি, কারণ বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন আর সেই বীজ দেখা যায় না। সেই অবস্থায় ব্রহ্মা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে, সেই পদ্মকে আশ্রয় করে বহু শত বছরের কঠোর তপস্যা করার ফলে পবিত্র হয়ে, সর্বকারণের পরম কারণস্বরূপ ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। পৃথিবীতে যেমন গন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই তাঁর নিজের শরীরে এবং ইন্দ্রিয়ে তিনি ভগবানকে ব্যাপ্ত দেখেছিলেন। ব্রহ্মা তখন সহস্র সহস্র বদন, চরণ, মস্তক, হস্ত, উরু, নাসিকা, কর্ণ ও নয়ন সমন্বিত আপনাকে দেখেছিলেন। আপনি সুন্দর অলঙ্কার এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন। পাতাললোক থেকে বিস্তৃত পদ সমন্বিত, চিন্ময় লক্ষণযুক্ত আপনার বিষ্ণুরূপ দর্শন করে ব্রহ্মা দিব্য আনন্দ লাভ করেছিলেন।"

"হে ভগবান, আপনি হয়গ্রীবরূপে আবির্ভূত হয়ে রজ এবং তমোগুণের প্রতীক মধু এবং কৈটভ নামক অসুরদের সংহার করে ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেই কারণে সমস্ত ঋষিরা আপনার রূপকে জড়াতীত শুদ্ধ সত্ত্বময় বলে বর্ণনা করেন। হে ভগবান, এইভাবে আপনি নর, পশু, ঋষি, দেবতা, মৎস্য অথবা কূর্মরূপে অবতরণ করে সমস্ত জগৎ পালন করেন এবং অসুরদের সংহার করেন। হে ভগবান, আপনি যুগ অনুসারে ধর্মকে রক্ষা করেন। কিন্তু কলিযুগে আপনি আপনার ভগবত্তা প্রকাশ করেন না, তাই আপনাকে ত্রিযুগ বলা হয়। হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার পাপপূর্ণ কামাতুর মন হর্ষ, শোক, ভয় এবং ধন লাভের বাসনায় পূর্ণ। তার ফলে তা অত্যন্ত কলুষিত এবং আপনার কথায় প্রীতি লাভ করে না। সুতরাং দীন এবং পতিত আমি কিভাবে আপনার তত্ত্ব আলোচনা করতে সক্ষম হব? হে অচ্যুত, আমার অবস্থা বহু সপত্নীর স্বামীর মতো, যারা তাকে তাদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। জিহ্বা সুস্বাদু আহারের প্রতি, উপস্থ সুন্দরী রমণীর প্রতি, ত্বক কোমল বস্তুর প্রতি, উদর ভোজনের প্রতি এবং কর্ণ গ্রাম্য সঙ্গীতের প্রতি, নাক ঘ্রাণের প্রতি, চঞ্চল দৃষ্টি ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক সুন্দর দৃশ্যের প্রতি এবং কর্মেন্দ্রিয় বিভিন্ন কর্মের প্রতি আমাকে আকর্ষণ করছে। এইভাবে বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়ে আমি বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছি। হে ভগবান, আপনি সর্বদাই মৃত্যুনদীর অপর পারে চিন্ময়ভাবে অবস্থিত, কিন্তু আমরা আমাদের পাপকর্মের ফলে সেই

নদীর এই পাড়ে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই নদীতে পতিত হয়ে বার বার জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছি এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য খাদ্যসমূহ আহার করছি। দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—কেবল আমার প্রতিই নয়, অন্য যারা কষ্টভোগ করছে তাদের প্রতিও—এবং আপনার অহৈতুকী কৃপা ও অনুকম্পার প্রভাবে আমাদের উদ্ধার করুন এবং পালন করুন।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, হে সমস্ত জগতের আদি গুরু, আপনি যারা জগতের সমস্ত কার্যের পরিচালক, অতএব আপনার পক্ষে অনন্যভাবে সেবায় যুক্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করা এমন কি পরিশ্রম? আপনি সমস্ত আর্তদের বন্ধু এবং মহতের কর্তব্য হচ্ছে মূর্খদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা। তাই আমি মনে করি যে, আপনার সেবায় যুক্ত আমাদের মতো ব্যক্তিদের প্রতি আপনি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করবেন। হে সর্বোত্তম, আপনার গুণাবলী এবং কার্যকলাপের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকার ফলে আমি সংসার ভয়ে ভীত নই। আমার একমাত্র চিন্তা কেবল সেই সমস্ত মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য, যারা জড় সুখ ভোগের জন্য এবং তাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিপালনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা করে। হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুনিরা কেবল তাঁদের নিজেদের মুক্তির জন্য আগ্রহী। তাঁরা বড় বড় নগর এবং শহর পরিত্যাগপূর্বক মৌন ব্রত অবলম্বন করে ধ্যান করার জন্য হিমালয়ে অথবা অরণ্যে গমন করেন। তাঁরা অন্যদের উদ্ধারের জন্য আগ্রহী নন। কিন্তু আমি, এই সমস্ত মূর্খদের ফেলে রেখে নিজের মুক্তি কামনা করি না। আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেউই কখনও সুখী হতে পারে না। তাই আমি তাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চাই। চুলকানির উপশমের জন্য দুই হাতের ঘর্ষণের সঙ্গে মৈথুনের তুলনা করা হয়। গৃহমেধী বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত তথাকথিত গৃহস্থেরা মনে করে যে, এই চুলকানিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে সমস্ত দুঃখের উৎস। কৃপণ অথবা মূর্খেরা, যারা ব্রাহ্মণের ঠিক বিপরীত, তারা বহু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলেও তারা কখনও তৃপ্ত হয় না। কিন্তু যাঁরা ধীর, তাঁরা এই চুলকানি সহ্য করেন এবং তার ফলে তাঁদের মূঢ়দের মতো দুঃখভোগ করতে হয় না।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, মুক্তির মার্গে দশটি উপায়—মৌন, ব্রত, বৈদিক জ্ঞান আহরণ, তপস্যা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ, শাস্ত্র-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, নির্জন স্থানে বাস, মন্ত্র জপ এবং সমাধি। মুক্তির এই সমস্ত উপায়গুলি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের পেশাদারি অভ্যাস এবং জীবিকা। যেহেতু এই ধরনের মানুষেরা অত্যন্ত দাম্ভিক, তাই এই উপায়গুলি সফল নাও হতে পারে। প্রামাণিক বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা দেখা যায় যে, জড় জগতে কার্য এবং কারণের রূপ ভগবানেরই রূপ, কারণ জড় জগৎ তাঁরই শক্তি। কার্য এবং কারণ উভয়ই ভগবানের শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই, হে ভগবান, জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন কার্য এবং কারণের বিচার করে দেখতে পান কিভাবে কাঠের মধ্যে অগ্নি থাকে, তেমনই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, আপনিই কার্য এবং কারণ। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি বায়ু, পৃথিবী, আগুন, আকাশ, জল, তন্মাত্র, প্রাণবায়ু, পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, চেতনা এবং অহংকার। প্রকৃতপক্ষে, সূক্ষ্ম এবং স্থূল, সব কিছুই আপনি। মন এবং বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তুই আপনার থেকে ভিন্ন নয়। জড়া প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ), এই তিন গুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ, পঞ্চ স্থূল তত্ত্ব, মন, দেবতা, মানুষ, কেউই আপনাকে জানতে পারে না, কারণ তারা সকলেই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সেই কথা বিবেচনা করে, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন। এই প্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তিরা বেদ অধ্যয়ন থেকে বিরত হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। অতএব, হে পূজ্যতম ভগবান, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ স্তব, কর্মফল অর্পণ, পূজা, কর্ম-সমর্পণ, চরণকমল স্মরণ এবং লীলা শ্রবণ—এই ষড়বিধ সেবা ব্যতীত কে পরমহংসগণের প্রাপ্য আপনার প্রতি ভক্তি লাভ করতে পারে?"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"এইভাবে ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের অপ্রাকৃত প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করেছিলেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত প্রহ্লাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে

বলেছিলেন—"হে ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। হে অসুরশ্রেষ্ঠ, তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি সমস্ত মানুষের বাসনা পূর্ণ করি, সুতরাং তুমি ইচ্ছামতো তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে প্রহ্লাদ, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমাকে প্রসন্ন না করে কেউই আমাকে জানতে পারে না বা উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু যে আমাকে দর্শন করেছে অথবা আমাকে প্রসন্ন করেছে, তাকে আর তার নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য শোক করতে হয় না। হে প্রহ্লাদ, তুমি মহা-ভাগ্যবান। যাঁরা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং উন্নত, তাঁরা সর্বতোভাবে আমার প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করেন কারণ আমিই সকলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারি।"

নারদ মুনি বললেন—"প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন অসুরকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অসুরেরা সর্বদা জড় সুখের বাসনা করে। কিন্তু ভগবান যদিও এই জগতের সমস্ত সুখ ভোগ করার বর প্রদান করে তাঁকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছুই গ্রহণ করতে চাননি।"

দশম অধ্যায়

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"প্রহ্লাদ মহারাজ নিতান্ত বালক হওয়া সত্ত্বেও, ভগবান নৃসিংহদেবের প্রদত্ত সেই সমস্ত বরগুলিকে ভক্তিযোগের প্রতিবন্ধক বলে মনে করে, ঈষৎ হাস্য সহকারে বলেছিলেন—হে ভগবান, অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে আমি স্বাভাবিকভাবেই জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত। তাই, দয়া করে আমাকে এই সমস্ত বরের দ্বারা প্রলুব্ধ করবেন না। আমি জাগতিক অবস্থার ভয়ে অত্যন্ত ভীত এবং তাই আমি এই জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চাই। সেই জন্যই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। হে পরমারাধ্য ভগবান, যেহেতু সকলের হৃদয়ে ভববন্ধনের মূল কারণস্বরূপ কাম-বাসনার বীজ রয়েছে, তাই আপনি আমাকে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শন করার জন্য এই জড় জগতে প্রেরণ করেছেন। অন্যথা, হে ভগবান, হে সমস্ত জগতের গুরু, আপনি আপনার ভক্তের প্রতি এতই করুণাময় যে, তাঁর পক্ষে অহিতকর কোন কিছু তাঁকে আপনি করতে দেন না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আপনার সেবার বিনিময়ে কোন জাগতিক লাভ কামনা করে, সে আপনার শুদ্ধ ভক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সে একটি বণিক যে তার সেবার বিনিময়ে লাভ চায়। যে ভৃত্য তার সেবার বিনিময়ে প্রভুর কাছ থেকে কোন প্রকার জাগতিক লাভের বাসনা করে, সে যোগ্য সেবক বা শুদ্ধ ভক্ত নয়। তেমনই, যে প্রভু তার প্রভুত্বের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য তার ভৃত্যকে জড়-জাগতিক লাভ প্রদান করেন, তিনিও শুদ্ধ প্রভু নন। হে প্রভু, আমি আপনার নিষ্কাম সেবক এবং আপনি আমার নিত্য প্রভু। আমাদের প্রভু এবং ভৃত্য হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি প্রকৃতই আমার প্রভু এবং আমি স্বভাবতই আপনার সেবক। আমাদের আর অন্য কোন সম্পর্ক নেই। হে ভগবান, হে সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বর প্রদান করতে চান, তা হলে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমার হৃদয়ে কোন জড় বাসনার উদয় না হয়। হে ভগবান, জন্ম থেকেই কাম-বাসনার ফলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, ঐশ্বর্য, বল, স্মৃতি এবং সত্য, সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। হে ভগবান, মানুষ যখন

বিতরণ, প্রতিটি আত্মাকে (বিশেষ করে মনুষ্যরূপে) ভগবানের অংশরূপে দর্শন, (সাধুদের আশ্রয়) পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ এবং উপদেশ শ্রবণ, এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের মহিমা কীর্তন, সর্বদা এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের কথা স্মরণ, ভগবানের সেবা করার চেষ্টা, ভগবানের পূজা, ভগবানকে প্রণতি নিবেদন, ভগবানের দাস হওয়া, ভগবানের সখা হওয়া এবং সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ত্রিশটি গুণ অর্জন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কেবল এই গুণগুলি অর্জন করার ফলেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। যাঁরা অবিচ্ছিন্নরূপে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত গর্ভাধান এবং অন্যান্য সংস্কারের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন এবং ব্রহ্মা যাঁদের অনুমোদন করেছেন, তাঁরা দ্বিজ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, যাঁরা তাঁদের কুল-পরম্পরা এবং আচরণের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য ভগবানের পূজা করা, বেদ অধ্যয়ন করা এবং দান করা। এই পদ্ধতিতে তাঁদের চতুরাশ্রমের (ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) নিয়ম পালন করা কর্তব্য।"

"ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন আদি ছয়টি কর্ম। ক্ষত্রিয় দান গ্রহণ ব্যতীত অন্য পাঁচটি কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারেন। রাজা অথবা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের উপর কর ধার্য করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা প্রজাদের উপর ন্যূনতম কর, শুল্ক, দণ্ড ধার্য করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। বৈশ্যদের কর্তব্য সর্বদা ব্রাহ্মণদের আদেশ পালন করা এবং কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করা। শূদ্রদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে উচ্চ বর্ণের সেবা করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। প্রয়োজন হলে ব্রাহ্মণও বৈশ্যের বৃত্তি—কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য গ্রহণ করতে পারেন। অযাচিতভাবে যা পাওয়া যায় তার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। তিনি প্রতিদিন ক্ষেত্রে ধান ভিক্ষা করতে পারেন, ক্ষেত্রস্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত ধান সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা দোকানে পরিত্যক্ত শস্যকণা সংগ্রহ করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তিও ব্রাহ্মণ অবলম্বন করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তির মধ্যে পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী বৃত্তি শ্রেষ্ঠ। বিপদ উপস্থিত না হলে, নিম্নস্তরের মানুষ শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করবে না। আপৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সকলেই অন্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। আপৎকালে ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত এবং সত্যানৃত নামক বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও শ্ব-বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। উঞ্ছশীল বৃত্তি, অর্থাৎ শস্যক্ষেত্র থেকে পতিত শস্য সংগ্রহ করাকে বলা হয় ঋত। অযাচিত বৃত্তিকে বলা হয় অমৃত, শস্য ভিক্ষা করাকে বলা হয় মৃত, কৃষিকার্যকে বলা হয় প্রমৃত এবং বাণিজ্যকে বলা হয় সত্যানৃত। নিচ ব্যক্তির সেবাকে বলা হয় শ্ব-বৃত্তি বা কুকুরের বৃত্তি। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কখনও এই নিন্দিত এবং ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব-বেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্ব-দেবময়। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, সত্যভাষণ এবং ভগবানের কাছে সর্বতোভাবে নিজেকে সমর্পণ—এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যুদ্ধে পরাক্রম, অন্যের দ্বারা পরাভূত না হওয়া, ধৈর্য, তেজ, দান, দৈহিক আবশ্যকতার দ্বারা বিচলিত না হওয়া, ক্ষমাশীলতা, ব্রাহ্মণ-পরায়ণতা, প্রসন্নতা এবং সত্যভাষণ—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। দেবতা, গুরু এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রি-বর্গের অনুষ্ঠান, শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের বাণীতে শ্রদ্ধা এবং সর্বদা অর্থ উপার্জনের জন্য উদ্যম এবং নিপুণতা—এইগুলি বৈশ্যের লক্ষণ। সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের) প্রণতি নিবেদন করা, শৌচ, নিষ্কপটতা, প্রভুর সেবা, মন্ত্রবিহীন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা, চুরি না করা, সর্বদা সত্যভাষণ এবং গাভী ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা—এইগুলি শূদ্রের লক্ষণ।"

"পতির সেবা করা, সর্বদা পতির প্রতি অনুকূল থাকা, পতির আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিও সমানভাবে অনুকূল থাকা এবং পতির ব্রত পালন করা—এই চারটি পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ। সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য পতির প্রসন্নতার জন্য সুন্দর বসন এবং স্বর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিতা হওয়া এবং সর্বদা পরিষ্কার ও আকর্ষণীয় বস্ত্র পরিধান করে, সম্মার্জন এবং অনুলেপনের দ্বারা গৃহকে সর্বদা পরিষ্কার ও পবিত্র রাখা। তাঁর কর্তব্য গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা এবং ধূপ ও ফুলের দ্বারা গৃহকে সর্বদা সুরভিত রাখা এবং সর্বদা পতির বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। বিনীত এবং সত্যনিষ্ঠ হয়ে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে এবং মধুর বাক্য, কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য প্রেম দ্বারা তাঁর পতির সেবা করা। পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য লোভী না হওয়া এবং সমস্ত পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকা। গৃহকার্যে তিনি অত্যন্ত নিপুণা এবং ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগতা। তিনি প্রিয়ভাষিণী এবং সত্যবাক্, পবিত্র ও নির্মল। এইভাবে সাধ্বী স্ত্রী সর্বদা সতর্ক এবং স্নেহযুক্ত হয়ে সেই পতির সেবা করবেন, যিনি পতিত নন। যে নারী লক্ষ্মীদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পতির সেবা করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর পতি সহ বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গিয়ে মহাসুখে সেখানে বাস করেন।"

"সঙ্কর বর্ণের মধ্যে যারা চোর নয়, তাদের বলা হয় অন্তেবসায়ী বা চণ্ডাল (শ্বপচ) এবং তাদেরও কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি রয়েছে। হে রাজন্, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যুগে যুগে, সত্ত্ব প্রকৃতির গুণ অনুসারে মানুষের আচরণকেই ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গলজনক বলে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কেউ তাঁর স্বভাবজাত বৃত্তি অনুসারে আচরণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর স্বভাবজাত কর্ম পরিত্যাগ করে নিষ্কাম স্তর প্রাপ্ত হন। হে রাজন, কৃষিক্ষেত্রে বার বার বীজ বপন করা হলে ক্ষেত্র নির্বীর্য হয়ে পড়ে এবং তখন বীজ বপন করা হলেও সেই বীজ নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক যেমন বিন্দু বিন্দু ঘৃতের দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত না হলেও প্রচুর ঘি নিক্ষেপের ফলে অগ্নি নির্বাপিত হয়, তেমনই কাম-বাসনায় অত্যন্ত লিপ্ত হওয়ার ফলে সেই সমস্ত বাসনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। যদি কেউ উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেন, তা হলে তাঁকে ভিন্ন বর্ণের বলে মনে হলেও এই লক্ষণ অনুসারে তাঁর বর্ণ নির্দিষ্ট হবে।"

দ্বাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম

নারদ মুনি বললেন—"বিদ্যার্থীর কর্তব্য পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করার অভ্যাস করা। তার কর্তব্য বিনীতভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে সৌহার্দ্য পরায়ণ হওয়া এবং দাসবৎ আচরণ করা। এইভাবে মহান ব্রত সহকারে, কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের হিতসাধনের জন্য ব্রহ্মচারীর গুরুকুলে বাস করা উচিত। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে, উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত চিত্তে মৌন হয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে গুরু, অগ্নি, সূর্য এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। শ্রীগুরুদেব আহ্বান করলে, তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত বৈদিক মন্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত এবং প্রতিদিন অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও শেষে শ্রীগুরুদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা শিষ্যের কর্তব্য। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে কুশাসন ধারণ করে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেখলা, মৃগচর্মের বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং উপবীত ধারণ করা। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষা সংগ্রহ করা এবং ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তু শ্রীগুরুদেবকে দান করা। গুরুদেব যদি আদেশ দেন, তা হলেই কেবল অন্ন আহার করা উচিত, শ্রীগুরুদেব যদি তাকে আদেশ না দেন, তা হলে কখনও বা অন্ন উপবাস করা উচিত। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সুশীল এবং নম্র হওয়া, পরিমিত আহার করা, অনলস এবং দক্ষ হওয়া, শ্রীগুরুদেব ও শাস্ত্রের নির্দেশে পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া, জিতেন্দ্রিয় হওয়া এবং স্ত্রী ও স্ত্রৈণদের সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করা।

ব্রহ্মচারী অথবা বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেননি, তাঁদের কর্তব্য অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্বক স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথোপকথন অথবা স্ত্রীলোকদের বিষয়ে কথোপকথন পরিত্যাগ করা, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, তা সন্ন্যাসীর মনকেও বিচলিত করে। গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে যুবক ব্রহ্মচারী তাঁর দ্বারা আপনার কেশ প্রসাধন, গাত্র মর্দন, স্নান এবং তৈল মর্দন আদি কার্য করাবে না। যুবতী স্ত্রী অগ্নির মতো এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভের মতো। তাই নিজের কন্যার সঙ্গেও নির্জনে অবস্থান করা উচিত নয়। তেমনই, অনিবার্য স্থানে অন্য সময়ে যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে আত্ম স্বরূপ উপলব্ধি না করে—ততক্ষণ পর্যন্ত তার দেহাত্মবুদ্ধির যে ভ্রান্ত ধারণা, যা তার স্থূল শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র, তা থেকে মুক্ত না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী এবং পুরুষরূপে যে দ্বৈতভাব প্রতিভাত হয়, তা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। এইভাবে তার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হওয়ার ফলে অধঃপতনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সমস্ত বিধি-বিধানগুলি গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই পালনীয়। তবে, গৃহস্থের পক্ষে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুকূল সময়ে গুরুদেব মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেন। উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনকারী ব্রহ্মচারী অথবা গৃহস্থদের অঞ্জন, তৈললেপন, গাত্রমর্দন, স্ত্রী-দর্শন, স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কন, আমিষ আহার, মদ্যপান, পুষ্পমাল্যের দ্বারা দেহসজ্জা, গন্ধ অনুলেপন অথবা অলঙ্কার ধারণ ত্যাগ করা উচিত। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের কর্তব্য পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে গুরুকুলে বাস করে বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ সহ বৈদিক শাস্ত্রসমূহ যথাশক্তি এবং সামর্থ্য অনুসারে অধ্যয়ন করা। যদি সম্ভব হয়, তা হলে শিষ্যের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে দক্ষিণা দিয়ে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে, নিজের বাসনা অনুসারে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা। মানুষের কর্তব্য অগ্নি, গুরুদেব, আত্মা এবং সমস্ত জীবে সর্ব অবস্থাতেই অধোক্ষজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যুগপৎ প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্টরূপে দর্শন করা। তিনি সব কিছুর পূর্ণ নিয়ন্তারূপে অন্তরে এবং বাইরে অবস্থিত। এইভাবে অনুশীলন করার ফলে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করে পরম ব্রহ্মকে অবগত হতে পারেন।"

"হে রাজন্, আমি এখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর নিয়মাবলী বর্ণনা করব। নিষ্ঠা সহকারে বানপ্রস্থ-আশ্রমের এই বিধি-বিধানগুলি পালন করার ফলে, মানুষ মুনিদের উচ্চতর গ্রহলোক মহর্লোক প্রাপ্ত হন। বানপ্রস্থ আশ্রমীর কৃষি কার্যের দ্বারা উৎপন্ন শস্য আহার করা উচিত নয়। অসময়ে পক্ব শস্যও আহার করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অগ্নিপক্ব শস্য গ্রহণ করা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে, সূর্যকিরণের দ্বারা পক্ব ফলই কেবল তাঁর আহার্য। বনচারীর কর্তব্য বনজে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে যে ফল এবং অন্ন, তা দিয়ে তৈরি পুরোডাশ (পিঠে) যজ্ঞে নিবেদন করা। নতুন খাদ্য প্রাপ্ত হলে, তাঁর কর্তব্য সংগৃহীত পুরাতন খাদ্য পরিত্যাগ করা। বানপ্রস্থাবলম্বীর কর্তব্য, কেবল পবিত্র অগ্নি রক্ষার জন্য পর্ণ কুটির অথবা পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি স্বয়ং হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা এবং সূর্যকিরণ সহ্য করবেন। বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর কর্তব্য জটাধারী হয়ে কেশ, লোম, নখ বর্ধিত হতে দেওয়া। তাঁর শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত নয়। তাঁর উচিত, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম, দণ্ড, বল্কল এবং অগ্নিবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করা। বানপ্রস্থ-আশ্রমের কর্তব্য অরণ্যে ভ্রমণশীল হয়ে বারো বছর, আট বছর, চার বছর, দুবছর, অথবা অন্ততপক্ষে এক বছর বনে থাকা। তাঁর এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তিনি অত্যধিক তপস্যার ফলে বিচলিত অথবা ক্লিষ্ট না হন। যখন তিনি ব্যাধি অথবা বার্ধক্যবশত আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধনের জন্য নিজের কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠানে অথবা জ্ঞানার্জনে অক্ষম হবেন, তখন কোন আহার গ্রহণ না করে তাঁর অনশন করা উচিত। তাঁর কর্তব্য আত্মাতে অগ্নি যথাযথভাবে স্থাপন করে, দেহাত্মবুদ্ধির কারণ দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্বক জড় দেহকে ধীরে ধীরে পঞ্চ-মহাভূতে (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে) লীন করে দেওয়া।"

"সংযত এবং পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির কর্তব্য, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তাদের মূল উৎসে বিলীন করে দেওয়া। দেহের ছিদ্রগুলি আকাশ থেকে, নিঃশ্বাস বায়ু

থেকে, দেহের তাপ অগ্নি থেকে, রক্ত, শ্লেষ্মা ও মূত্র জল থেকে এবং ত্বক, লোম, অস্থি আদি কঠিন বস্তুগুলি মাটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এইভাবে দেহের বিভিন্ন অবয়ব বিভিন্ন উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তাই মৃত্যুর পূর্বে সেই উপাদানগুলিতে বিলীন করে দেওয়া উচিত। তারপর, বাক্যের সঙ্গে বাক্ ইন্দ্রিয়কে (জিহ্বা) অগ্নিতে সমর্পণ করা উচিত। শিল্প সহ হস্তদ্বয় ইন্দ্রদেবকে অর্পণ করা উচিত। গতি সহ পদদ্বয় বিষ্ণুকে নিবেদন করা উচিত। রতি সহ উপস্থ প্রজাপতিকে নিবেদন করা উচিত। বিসর্গ সহ পায়ুকে মৃত্যুকে অর্পণ করা উচিত। শব্দসহ শ্রবণেন্দ্রিয়কে দিক সমূহের অধিপতি দেবতাদের নিবেদন করা উচিত। স্পর্শ সহ ত্বক ইন্দ্রিয় বায়ুকে অর্পণ করা উচিত। দৃষ্টিশক্তি সহ রূপ সূর্যকে অর্পণ করা উচিত। রসন সহ জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সহ ঘ্রাণকে ভূমিতে অর্পণ করা উচিত। কাম বাসনা সহ মনকে চন্দ্রদেবে লীন করা উচিত। বোধ বিষয় সহ বুদ্ধি ব্রহ্মাকে অর্পণ করা উচিত। দেহাত্মবুদ্ধি এবং সেই সম্পর্কিত বস্তুতে মমতা উৎপাদনকারী অহংকার সহ কর্মসমূহকে রুদ্রদেবে অন্তরে লীন করে দেওয়া উচিত। চেতনা সহ চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে লীন করে দেওয়া উচিত এবং বিকৃত প্রাণ জীব সহ গুণাতীত পরম অধীশ দেবতাদের সঙ্গে পুরুষে লীন করে দেওয়া উচিত। পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে সমস্ত জড় শক্তি সকল আকাশে, আকাশকে অহংকারে, অহংকারকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রধানে এবং অবশেষে প্রধানকে পরমাত্মায় লীন করে দেওয়া উচিত। এইভাবে যখন সমস্ত জড় উপাধি তাদের জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন পূর্ণ চিন্ময় জীব পরম পুরুষের সঙ্গে গুণগতভাবে এক হওয়ার ফলে তার জড় অস্তিত্ব থেকে বিরত হবে, ঠিক যেমন কাঠ দগ্ধ হয়ে গেলে আর তখন অগ্নিশিখা থাকে না। জড় দেহ যখন বিভিন্ন জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন কেবল চিন্ময় আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। এই চিন্ময় জীব হচ্ছে ব্রহ্ম এবং সে পরব্রহ্মের সঙ্গে গুণগতভাবে এক।"

❀ ❀ ❀

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সিদ্ধ পুরুষের আচরণ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলনে সমর্থ ব্যক্তির কর্তব্য, সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক কেবল তাঁর দেহটি মাত্র অবশিষ্ট রেখে, প্রতি গ্রামে কেবল এক রাত্রি অবস্থান করে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা। এইভাবে, সন্ন্যাসীর কর্তব্য দেহের প্রয়োজনের জন্য কারও উপর নির্ভর না করে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করা। সন্ন্যাসীর কেবল দেহ আচ্ছাদনের জন্যও বসন পরিধানের চেষ্টা করা উচিত নয়। তিনি যদি কোন কিছু পরিধান করেনও, তা হলে কেবলমাত্র কৌপীনই পরিধান করা উচিত এবং প্রয়োজন না হলে দণ্ডও গ্রহণ করা উচিত নয়। কেবল দণ্ড এবং কমণ্ডলু ছাড়া সন্ন্যাসীর অন্য কিছু বহন করা উচিত নয়। সন্ন্যাসী আত্মারাম, ভিক্ষা তাঁর উপজীবিকা, তিনি কোন স্থান অথবা ব্যক্তির উপর নির্ভর করেন না, তিনি সমস্ত জীবের সুহৃদ, শান্ত এবং নারায়ণের অনন্য ভক্ত। সন্ন্যাসীর কর্তব্য, এইভাবে এক স্থান থেকে অন্য এক স্থানে বিচরণ করা। সন্ন্যাসীর কর্তব্য পরম ব্রহ্মকে প্রত্যেক বস্তুতে কার্যরূপে দর্শন করার চেষ্টা করা এবং ব্রহ্মাণ্ড সহ সমস্ত বস্তুকে পরব্রহ্মে আশ্রিতরূপে দর্শন করা। অচেতন, চেতন এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায়, সন্ন্যাসীর কর্তব্য আত্মাতে অবস্থিত হয়ে, আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, বন্ধন এবং মুক্তিকে মায়াময়

সাফল্য অর্জন করে। এই সমস্ত বস্তুর পরিবর্তনের সময় কেউ যদি গঙ্গা, যমুনা আদি পবিত্র নদীতে স্নান করে, জপ করে, হোম করে, ব্রত করে, ভগবান, ব্রাহ্মণ, পিতৃ, দেবতা এবং অন্য সমস্ত জীবদের পূজা করে এবং দান করে, তা হলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! পত্নীর, পুত্রের এবং নিজের সংস্কার কালে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধে, সকাম কর্মের উন্নতি সাধনের জন্য উপযোক্ত মাঙ্গলিক কার্যসমূহ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।"

নারদ মুনি বললেন—"আমি এখন যেখানে ধর্ম অনুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করা যায়, সেই স্থানের বর্ণনা করব। যে স্থানে বৈষ্ণব পাওয়া যায়, সেই স্থান সমস্ত মঙ্গলজনক কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম। সমস্ত চরাচর বিশ্বের আধার ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান পুণ্যতম। অধিকন্তু, যেখানে ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, বিদ্যা এবং দয়ার দ্বারা বৈদিক নিয়ম পালন করেন, সেই স্থানও পুণ্যতম। যে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহ বিধিবৎ পূজিত হয়, সেই স্থান অবশ্যই পবিত্র এবং যে স্থানে পুরাণ-প্রসিদ্ধ গঙ্গা আদি পবিত্র নদী প্রবাহিত হয়, সেই স্থানও প্রসিদ্ধ। সেখানে যা কিছু আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদন হয়, তা অবশ্যই অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়। পুষ্কর আদি পবিত্র সরোবর এবং যে সমস্ত স্থানে মহাত্মারা বাস করেন, যেমন কুরুক্ষেত্র, গয়া, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গু নদী, সেতুবন্ধ, প্রভাস, দ্বারকা, বারাণসী, মথুরা, পম্পা, বিন্দুসরোবর, বদরিকাশ্রম (নারায়ণ আশ্রম), নন্দা নদী এবং যে সমস্ত স্থানে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, যেমন চিত্রকূট, মহেন্দ্র এবং মলয় আদি পর্বত—এই সমস্ত স্থান অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যতীর্থ বলে মনে করা হয়। তেমনই, ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত স্থানে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্র রয়েছে এবং যেখানে রাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ পূজিত হন, পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অভিলাষী ব্যক্তির সেই সমস্ত স্থানে গমন করে ভগবানের আরাধনা করা উচিত। এই সমস্ত স্থানে অনুষ্ঠিত কর্ম হাজার হাজার গুণ অধিক ফল উৎপাদন করে।"

"হে পৃথিবীনাথ! দক্ষ বিদ্বানগণ বিবেচনা করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর এবং জঙ্গম, সব কিছুর আশ্রয় এবং উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁকে সব কিছু দান করা কর্তব্য। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আপনার রাজসূয় যজ্ঞে বহু দেবতা, বহু মুনি-ঋষি, এমন কি ব্রহ্মার চারপুত্র এবং আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠল যে অগ্রপূজা লাভ করবে, তখন সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মনোনীত করেছিলেন। জীবরাশিতে পূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড একটি বৃক্ষের মতো, যার মূল হচ্ছেন ভগবান অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)। তাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলেই সমস্ত জীবের তুষ্টি হয়। ভগবান মানুষ, পশু, পক্ষী, ঋষি, দেবতা ইত্যাদি বহু প্রকার শরীররূপী বাসস্থান সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্ত অসংখ্য শরীরে ভগবান পরমাত্মারূপে বাস করেন, তার ফলে তিনি পুরুষাবতার নামে প্রসিদ্ধ। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রতিটি শরীরে পরমাত্মা জীবকে তার উপলব্ধির ক্ষমতা অনুসারে বুদ্ধি প্রদান করেন। অতএব শরীরে পরমাত্মাই হচ্ছেন প্রধান। জীবের জ্ঞান, তপস্যা, ইত্যাদির তুলনামূলক বিকাশ অনুসারে জীবাত্মার কাছে পরমাত্মা প্রকাশিত হন।"

"হে রাজন, ত্রেতাযুগের শুরুতে ঋষিরা যখন মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ দর্শন করলেন, তখন তাঁরা মন্দিরে নানা উপচারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনার প্রচলন করেছিলেন। তখনও কখনও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত পূজার সমস্ত উপকরণ নিবেদন করে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের ভক্তের প্রতি বিদ্বেষী, তাই ভগবান তার দ্বারা পূজিত হলেও তার প্রতি প্রসন্ন হন না। হে রাজন, সমস্ত মানুষদের মধ্যে যোগ্য ব্রাহ্মণকেই এই জগতে সর্বোত্তম বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং সন্তোষের দ্বারা ভগবানের শরীরস্বরূপ হয়ে থাকেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণেরা, বিশেষ করে যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচারে রত, তাঁরা ভগবান ভগবানেরও পূজ্য। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রচারের দ্বারা, তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির দ্বারা ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন এবং তাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

সভ্য মানুষদের প্রতি উপদেশ

নারদ মুনি বললেন—"হে রাজন, কোন কোন ব্রাহ্মণেরা সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কোন ব্রাহ্মণেরা তপস্যার প্রতি আসক্ত এবং অন্য অনেকে বেদ অধ্যয়নে আসক্ত, কিন্তু কয়েকজন, সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা জ্ঞানের অনুশীলন করেন এবং বিভিন্ন যোগের, বিশেষ করে ভক্তিযোগের অনুশীলন করেন। পিতৃপুরুষদের মুক্তিকামী ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করবেন। এই প্রকার উন্নত ব্রাহ্মণের অভাবে কর্মনিষ্ঠ (কর্মকাণ্ড পরায়ণ) ব্রাহ্মণকে দান করা যেতে পারে। দেবগণকে কেবল দুজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত এবং পিতৃগণকে তিনজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। অথবা, উভয় পক্ষেই কেবল একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করালেই যথেষ্ট। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হলেও এই অনুষ্ঠানে ব্যয়বহুল আয়োজন করা উচিত নয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সময় যদি অনেক ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের ভোজন করানোর ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে দেশ-কালোচিত শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র এবং অর্চনা যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। শুভ কাল এবং স্থান প্রাপ্ত হলে, শ্রদ্ধা সহকারে ঘি দিয়ে তৈরি অন্ন ভগবানকে নিবেদন করে, তারপর সেই প্রসাদ বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা উচিত, তার ফলে অক্ষয় সমৃদ্ধি লাভ হয়। দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সাধারণ মানুষ, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সকলকেই ভগবানের ভক্তরূপে দর্শন করে, প্রসাদ নিবেদন করা উচিত। ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কখনও মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ নিবেদন করবেন না এবং তিনি যদি ক্ষত্রিয়ও হন, তা হলেও স্বয়ং আমিষ আহার করবেন না। যখন ঘি দিয়ে তৈরি উপযুক্ত খাদ্য সাধুদের নিবেদন করা হয়, তখন পিতৃপুরুষ এবং ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। যজ্ঞের নামে পশুহিংসা করা হলে তাঁরা কখনও প্রসন্ন হন না। যাঁরা শ্রেষ্ঠ ধর্মের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের অন্য সমস্ত জীবদের প্রতি কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা হিংসা না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নেই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশের ফলে, যাঁরা যজ্ঞ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত, যাঁরা যথার্থই ধর্মতত্ত্ববিদ এবং যাঁরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাঁরা আত্মোপলব্ধ জ্ঞান বা পরম তত্ত্বজ্ঞানের অগ্নিতে আত্মাকে সংযত করেন। তাঁরা কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান ত্যাগ করতে পারেন। জীবসমূহ যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে দর্শন করে হত্যার আশঙ্কায় অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে মনে করে, 'এই নির্দয় যজ্ঞকর্তা যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ। সে অন্যদের বধ করে অত্যন্ত তুষ্ট হয়। এখন সে নিশ্চয়ই আমাদের হত্যা করবে।' অতএব, যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি নিরীহ পশুদের প্রতি হিংসাপরায়ণ না হয়ে, ভগবানের কৃপায় অনায়াসে যে খাদ্য লাভ হয়, তা দিয়েই প্রতিদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য নির্বাহ করবেন।"

"অধর্মের পাঁচটি শাখা—বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, উপধর্ম এবং ছলধর্ম। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য এগুলি ত্যাগ করা কর্তব্য। যে ধর্ম স্ব-ধর্মের প্রতিবন্ধক, তাকে বলা হয় বিধর্ম। অন্যের বিহিত ধর্মকে বলা হয় পরধর্ম। বেদের বিরুদ্ধাচরণকারী দাম্ভিক ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট ধর্মকে বলা হয় উপধর্ম এবং বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা অন্যথা ব্যাখ্যাকে বলা হয় ছলধর্ম। মানুষের আশ্রমের যে ধর্ম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তার কর্তব্য কর্মকে অবহেলা করে, তাকে বলা হয় আভাস। মানুষ যদি তার আশ্রম অথবা বর্ণ অনুসারে তার ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তা হলে তার সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তা যথেষ্ট হবে না কেন?"

"মানুষ দরিদ্র হলেও, জীবন ধারণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা উচিত নয় অথবা বিখ্যাত ধর্মবিৎ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। অজগর যেমন এক স্থানে অবস্থান করে, জীবন ধারণের চেষ্টা না করেও আহার প্রাপ্ত হয়, তেমনই নিষ্কাম ব্যক্তিও বিনা প্রচেষ্টায় তাঁর জীবিকা প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি আত্মতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট

এবং যিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বান্তর্যামী ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তিনি জীবিকা অর্জনের কোন রকম প্রচেষ্টা না করা সত্ত্বেও দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। কাম এবং লোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে ব্যক্তি ধন সংগ্রহের বাসনায় ইতস্তত ধাবিত হয়, সে কি কখনও সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারে? পাদুকা পরিহিত ব্যক্তির যেমন পাথরকুচি এবং কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও কোন ক্ষতি হয় না, তেমনই সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির কোন ক্লেশ হয় না; পক্ষান্তরে তিনি সর্বদাই সুখ অনুভব করেন। হে রাজন্, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি কেবল একটু জল পান করেই সুখে থাকতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়, বিশেষ করে জিহ্বা এবং উপস্থের দ্বারা, তাকে অবশ্যই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য গৃহপালিত কুকুরের পদ গ্রহণ করতে হয়। যে ভক্ত বা ব্রাহ্মণ আত্মতৃপ্ত নন, তাঁর আধ্যাত্মিক বল, বিদ্যা, তপস্যা এবং যশ ইন্দ্রিয় লোলুপতার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তাঁর জ্ঞানও ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে যায়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি যখন আহার করে, তখন তার দেহের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন অবশ্যই তৃপ্ত হয়। তেমনই, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ তিরস্কার এবং তার ফলের দ্বারা শান্ত হয়। কিন্তু লোভী সমস্ত দিক জয় করে অথবা সারা পৃথিবী ভোগ করেও তুষ্ট হতে পারে না।"

"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পণ্ডিত, সংশয়চ্ছেত্তা, বিদ্বান এবং বিদ্বৎ সভার সভাপতিত্ব করার যোগ্য ব্যক্তিও তাঁদের নিজেদের পদে সন্তুষ্ট না হওয়ার ফলে নারকীয় জীবনে অধঃপতিত হয়েছেন। সঙ্কল্পপূর্বক পরিকল্পনা করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। তেমনই, হিংসা বর্জনের দ্বারা ক্রোধ, ধন সঞ্চয়ের অনর্থতা দর্শনের দ্বারা লোভ এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভয় বর্জন করা উচিত। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা শোক এবং মোহ, মহান ভক্তদের সেবার দ্বারা দম্ভ, মৌন অবলম্বনের দ্বারা যোগের অন্তরায় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা পরিত্যাগের দ্বারা হিংসা জয় করা যায়। সদাচার এবং অহিংসার দ্বারা অন্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ জয় করা উচিত। ধ্যান ও সমাধির দ্বারা দৈব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ এবং হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা দেহ ও মন জনিত দুঃখ জয় করা উচিত। তেমনই, সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা, বিশেষ করে আহারের মাধ্যমে নিদ্রা জয় করা উচিত। সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা রজ এবং তমোগুণকে জয় করা কর্তব্য এবং তারপর উদাসীনতার দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করে, শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা করার দ্বারা তা অনায়াসে সম্ভব হয়। এইভাবে প্রকৃতির গুণের প্রভাব জয় করা যায়।"

"শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি দিব্য জ্ঞানরূপ দীপের আলো প্রদান করেন। তাই, যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে দুর্বুদ্ধি পোষণ করে, তার সর্বনাশ হয়—তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং জ্ঞান হস্তীস্নানের মতো ব্যর্থ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রধান এবং পুরুষের ঈশ্বর। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ব্যাসদেব আদি যোগেশ্বরদেরও অন্বেষণীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, তপস্যা এবং যোগ সাধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করা, কিন্তু মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করার পরেও সে যদি ভগবানের ধ্যান-ধারণা করতে না পারে, তা হলে তার এই সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। পেশাগত কার্যকলাপ অথবা ব্যবসা যেমন পারমার্থিক উন্নতি সাধনে সাহায্য না করে কেবল জড় বন্ধনের কারণ হয়, তেমনই বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে ভগবদ্বিমুখ অভক্তের কোন লাভ হয় না। যে ব্যক্তি তাঁর মনকে জয় করতে ইচ্ছুক, তাঁর অবশ্য কর্তব্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ ত্যাগ করে, দূষিত সঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে নির্জন স্থানে বাস করা এবং কেবল দেহ ধারণের জন্য মিতাহারী হয়ে, যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু ভিক্ষা করা।"

"হে রাজন্, যোগ অভ্যাস করার জন্য পবিত্র তীর্থস্থানে সমতল ক্ষেত্রে আসন স্থাপন করা উচিত এবং ঋজুভাবে সুখে সেই আসনে উপবেশন-পূর্বক, চিত্ত স্থির করে বৈদিক প্রণব মন্ত্র জপ করা কর্তব্য। নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করে অভিজ্ঞ যোগী পূরক, কুম্ভক এবং রেচক দ্বারা প্রাণ এবং অপান বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করে মনের সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করবেন। মন যখনই কামের দ্বারা পরাভূত হয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি

ধাবিত হয়, যোগী তৎক্ষণাৎ তাকে আহরণ করে হৃদয়ের মধ্যে নিরুদ্ধ করবেন। এইভাবে নিরন্তর অভ্যাস করার ফলে যোগীর চিত্ত অল্পকালের মধ্যেই ধূমবিহীন অগ্নির মতো স্থির এবং অবিচল হয়। চেতনা যখন আর কাম-বাসনার দ্বারা কলুষিত হয় না, তখন তা সমস্ত কার্যকলাপে প্রশান্ত হয়, কারণ তখন নিত্য আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। একবার সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হলে, আর জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসতে হয় না। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ভিত্তিস্বরূপ ধর্ম, অর্থ এবং কাম, এই ত্রিবর্গের ক্ষেত্র গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর এই প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসে, তাকে বলা হয় বান্তাশী, বা যে তার নিজের বমি ভক্ষণ করে। সে অবশ্যই নির্লজ্জ। যে সমস্ত সন্ন্যাসী দেহকে মরণশীল মনে করে এবং শেষে সেটি বিষ্ঠা, কৃমি অথবা ভস্মে পরিণত হবে বলে মনে করে, কিন্তু পুনরায় দেহের গুরুত্ব দিয়ে তাকে আত্মা বলে তার মহিমা কীর্তন করে, তারা সব চাইতে মূর্খ। গৃহস্থের শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া ত্যাগ, গুরুর তত্ত্বাবধানে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন না করা, বানপ্রস্থাশ্রমীর গ্রামে বাস করে তথাকথিত সমাজ-সেবার কাজে যুক্ত হওয়া এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে, সে আশ্রমের কলঙ্ক এবং আশ্রম ধর্মের বিড়ম্বনাকারী। এই সমস্ত প্রতারকেরা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত এবং তাদের যে কোন পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত অথবা তাদের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক সম্ভব হলে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে তারা তাদের মূল পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।"

"মনুষ্য-শরীরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবানকে জানা। তাঁরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। চিত্ত জ্ঞানের প্রভাবে নির্মল হলে তাঁদের উভয়কেই জানা যায়। অতএব মূর্খ এবং লোভী ব্যক্তি কি কারণে এবং কার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তার দেহ ধারণ করছে? অধ্যাত্মবাদী জ্ঞানীরা ভগবানের সৃষ্ট শরীরটিকে একটি রথের সঙ্গে তুলনা করেন। ইন্দ্রিয়গুলি তার অশ্ব, ইন্দ্রিয়াধিপতি মন তার লাগাম, ইন্দ্রিয়ের বিষয় গন্তব্যস্থল, বুদ্ধি হচ্ছে সারথি, এবং সারা শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত চেতনা এই বন্ধনের কারণ। দেহাভ্যন্তরস্থ দশটি বায়ু সেই রথের চাকার অক্ষ, সেই রথের উর্ধ্বভাগ ও নিম্নভাগ ধর্ম এবং অধর্ম, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত জীব সেই রথের রথী, বৈদিক মন্ত্র প্রণব হচ্ছে ধনুক, শুদ্ধ জীব বাণ এবং ভগবান হচ্ছেন লক্ষ্য।"

"বদ্ধ অবস্থায় মানুষের জীবন কখনও রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত হয় এবং তার প্রকাশ হয় রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য, অসহিষ্ণুতা, প্রমাদ, ক্ষুধা ও নিদ্রার মাধ্যমে। এগুলি জীবের শত্রু। কখনও কখনও মানুষের মন সত্ত্বগুণের দ্বারাও কলুষিত হয়। মানুষকে যতক্ষণ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত জড় শরীর গ্রহণ করতে হয়, যা সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, ততক্ষণ শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুদেবের পূর্বতন আচার্যদের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। তাঁদের কৃপায় মানুষ তার জ্ঞানরূপ তরবারিকে শাণিত করতে পারে এবং ভগবানের কৃপারূপ শক্তির দ্বারা উপরোক্ত শত্রুদের পরাভূত করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্ভক্ত নিজ আনন্দে তুষ্ট হয়ে, দেহত্যাগ করে তাঁর চিন্ময় স্বরূপে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন। পক্ষান্তরে, যোগী যদি অচ্যুত এবং বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তা হলে তার অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি এবং সারথিরূপী বুদ্ধি, উভয়েই মন্দ অভ্যাসের দ্বারা কলুষিত হওয়ার প্রবণতার ফলে, অসাবধান দেহরূপ রথটিকে প্রবৃত্তি মার্গে নিয়ে যাবে। এইভাবে যখন সে আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনরূপ বিষয়-দস্যুর দ্বারা পুনরায় আকৃষ্ট হয়, তখন সেই দস্যুরা অশ্ব এবং সারথি সহ তাকে সংসাররূপ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে এবং সে তখন পুনরায় অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়।"

"বেদবিহিত কর্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নিম্নস্তরের জীবন থেকে উচ্চস্তরের জীবনে উন্নতি সাধন হয়, আর নিবৃত্তির দ্বারা জড় বাসনার নিবারণ হয়। প্রবৃত্তি কর্মের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন ভোগ করতে হয়, কিন্তু নিবৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে নিত্য আনন্দময় জীবন উপভোগ করা যায়।

কিছু জানতে পেরেছিলেন। তাঁর উপদেশ শ্রবণ করার পর তিনি অন্তরে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন এবং ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূজিত হয়ে, নারদ মুনি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, সেই কথা শুনে যুধিষ্ঠির মহারাজ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকে দেবতা, অসুর, মনুষ্য আদি চর এবং অচর বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। এরা সকলে মহারাজ দক্ষের কন্যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমি তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের বিভিন্ন বংশ সম্বন্ধে বর্ণনা করলাম।"

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত

অষ্টম স্কন্ধ

(সৃষ্টির সংবরণ)

ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক মনুগণ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে শুকদেব, আপনার কৃপায় আমি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ-বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে শ্রবণ করলাম। কিন্তু অন্য মনুদের সম্বন্ধেও আমি শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। দয়া করে আপনি তাঁদের কথা বর্ণনা করুন। হে ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব গোস্বামী, পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা বিভিন্ন মন্বন্তরে ভগবানের কার্যকলাপ এবং আবির্ভাবের বর্ণনা করেন। সেই সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ করতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। দয়া করে তা বর্ণনা করুন। হে মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা ভগবান অতীত মন্বন্তরে যে সমস্ত কার্য করেছেন, বর্তমানে যা করছেন এবং আগামী মন্বন্তরে যা করবেন, তা দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই কল্পে ছয়জন মনু ইতিমধ্যেই অতীত হয়েছেন। আমি আপনার কাছে স্বায়ম্ভুব মনু এবং দেবতাদের উৎপত্তির কথা বর্ণনা করেছি। ব্রহ্মার এই কল্পে স্বায়ম্ভুবই প্রথম মনু। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই কন্যা আকূতি এবং দেবহূতির গর্ভে ভগবান যথাক্রমে যজ্ঞমূর্তি এবং কপিল নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ধর্ম এবং জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি পূর্বে (তৃতীয় স্কন্ধে) দেবহূতি-পুত্র কপিলের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছি। এখন আমি আপনার কাছে আকূতির পুত্র যজ্ঞপতির কার্যকলাপ বর্ণনা করব। শতরূপার পতি স্বায়ম্ভুব মনু স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তাই তিনি রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে, তপস্যা করার জন্য তাঁর পত্নী সহ বনে প্রবেশ করেছিলেন। হে ভারত, স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী সহ বনে গমন করে সুনন্দা নদীর তীরে এক পায়ে ভূমি স্পর্শ করে একশ বছর ঘোর তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করার সময় তিনি বলেছিলেন, 'পরমেশ্বর ভগবান চৈতন্যযুক্ত এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এমন নয় যে তিনি এই জড় জগতের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। সব কিছু নিদ্রিত হলেও ভগবান সাক্ষীরূপে জাগ্রত থাকেন। জীব তাঁকে জানে না, কিন্তু তিনি সব কিছু জানেন। এই জগতে যেখানে স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী রয়েছে, সেখানেই ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তাই তিনি যেটুকু বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন, কেবল সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত, কখনও অন্যের ধন আত্মসাৎ করা উচিত নয়। ভগবান যদিও নিরন্তর সমগ্র বিশ্বের কার্যকলাপ দর্শন করেন, তবুও তাঁকে কেউ দর্শন করতে পারে না। কিন্তু তা বলে এই মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু কেউই তাঁকে দেখতে পায় না, তাই তিনিও কিছুই দেখছেন না, কারণ তাঁর দর্শন শক্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। তাই সকলেরই কর্তব্য জীবাত্মার সঙ্গে সখারূপে যিনি নিরন্তর বিরাজ করেন, সেই পরমাত্মার আরাধনা করা। ভগবানের আদি নেই, মধ্য নেই এবং অন্ত নেই। তিনি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির নন। তাঁর অন্তর এবং বাহির নেই। এই জড় জগতে আদি এবং অন্ত, আমার এবং তাদের ইত্যাদি যে ভেদভাব দেখা যায়, তা ভগবানের মধ্যে নেই। এই জগৎ যা তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তা তাঁরই আর একটি রূপ। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম সত্য এবং তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম। সমগ্র জড় জগৎ পরমতত্ত্ব ভগবানের শরীর, যাঁর অসংখ্য নাম এবং অনন্ত শক্তি রয়েছে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, অজ এবং নির্বিকার। তিনি সব কিছুর আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই। যেহেতু তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাই মনে হয় যেন তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, পালক এবং সংহারক। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তিতে নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। অতএব কর্মফল থেকে মানুষকে মুক্ত করে উদ্ধার করার জন্য মহান ঋষিরা প্রথমে মানুষদের সকাম কর্মে নিযুক্ত করেন। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান না করলে, মুক্তির বা নৈষ্কর্ম্যের স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানপূর্ণ সর্বৈশ্বর্য সমন্বিত ভগবান সৃষ্টি, পালন এবং সংহারকার্য সম্পাদন করেন। এইভাবে কর্ম করা সত্ত্বেও তিনি কখনও আসক্ত হন না। তাঁর যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও কখনও বদ্ধ হন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করলেও, কখনও

তিনি তাঁর কার্যের ফল ভোগ করার বাসনা করেন না। তিনি পূর্ণ জ্ঞানবান, তাই তিনি বাসনা থেকে মুক্ত, স্বরাট এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মানব-সমাজের পরম শিক্ষকরূপে তিনি তাঁর নিজের মার্গ শিক্ষা দেন এবং এইভাবে তিনি প্রকৃত ধর্মের পন্থা প্রবর্তন করেন। আমি সকলকে তাঁর প্রদর্শিত সেই পন্থা অনুসরণ করতে অনুরোধ করি।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"স্বায়ম্ভুব মনু যখন উপনিষদ নামক এই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে সমাধিস্থ হয়েছিলেন, তখন তাঁকে দেখে রাক্ষস এবং অসুরেরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁকে গ্রাস করতে চেয়েছিল এবং তাই তারা অতি দ্রুতবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তিনিই যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাক্ষস এবং অসুরদের স্বায়ম্ভুব মনুকে গ্রাস করতে উদ্যত দেখে, তিনি যাম নামক তাঁর পুত্র এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, সেই সমস্ত রাক্ষস এবং অসুরদের সংহার করেছিলেন। তারপর তিনি ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করে স্বর্গলোক শাসন করেছিলেন। অগ্নির পুত্র স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনু হয়েছিলেন। দ্যুমৎ, সুষেণ এবং রোচিষ্মৎ প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি পুত্র ছিল। সেই স্বারোচিষ মন্বন্তরে যজ্ঞের পুত্র রোচন ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তুষিত আদি মুখ্য দেবতা হয়েছিলেন এবং ঊর্জ, স্তম্ভ আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত। বিখ্যাত ঋষি বেদশিরার পত্নী তুষিতার গর্ভে বিভু নামক অবতারের জন্ম হয়েছিল। বিভু আজীবন ব্রহ্মচারী এবং চিরকুমার ছিলেন। অষ্টাশি হাজার মুনি তাঁর কাছে আত্ম-সংযম, তপস্যা আদি আচরণ শিক্ষা গ্রহণ করেন।"

"হে রাজন্, তৃতীয় মনু উত্তম ছিলেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র। পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি এই মনুর পুত্র ছিলেন। তৃতীয় মন্বন্তরে প্রমদ আদি বশিষ্ঠের পুত্ররা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। সত্য, বেদশ্রুত এবং ভদ্র দেবতা হয়েছিলেন এবং সত্যজিৎ দেবতাদের ইন্দ্ররূপে মনোনীত হয়েছিলেন। ধর্মের পত্নী সূনৃতার গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি সত্যসেন নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি সত্যব্রত নামক দেবতাদের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে আবির্ভূত সখা সত্যজিৎ সহ সত্যসেন মিথ্যাচারী, দুরাচারী এবং দুষ্ট যক্ষ, রাক্ষস এবং ভূত-প্রেতদের সংহার করেছিলেন। তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু হয়েছিলেন। তামসের পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু আদি দশটি পুত্র ছিল। তামস মন্বন্তরে সত্যক, হরি এবং বীরগণ দেবতা হয়েছিলেন। ইন্দ্র হয়েছিলেন ত্রিশিখ এবং জ্যোতির্ধাম আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। হে রাজন্, তামস মন্বন্তরে বিধৃতির বৈধৃতি নামক পুত্রগণ দেবতা হয়েছিলেন। কালের প্রভাবে বৈদিক জ্ঞান নষ্ট হতে থাকলে, সেই সমস্ত দেবতারা তাঁদের যোগের প্রভাবে বেদ রক্ষা করেছিলেন। এই মন্বন্তরেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু হরিমেধার পত্নী হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হরি নামে খ্যাত হন। তিনি কুমিরের মুখ থেকে গজেন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে বাদরায়ণি, কুমিরের দ্বারা গজেন্দ্র আক্রান্ত হলে, শ্রীহরি কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই কথা আমরা বিস্তারিতভাবে শুনতে ইচ্ছা করি। যে শাস্ত্রে উত্তমশ্লোক ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়, তা নিশ্চিতভাবে মহান, ধন্য, মঙ্গলময় এবং শুভ।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে ব্রাহ্মণগণ, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষারত মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে বলতে অনুরোধ করলেন, তখন মহারাজের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, শুকদেব গোস্বামী রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে মুনিগণের সভায় মহা আনন্দে বলেছিলেন।"

卐 卐 卐

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্রের সঙ্কট

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, ত্রিকূট নামে এক অতি বিশাল পর্বত রয়েছে। তার উচ্চতা দশ হাজার যোজন (আশি হাজার মাইল)। ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত এই পর্বতটি অত্যন্ত সুন্দর। সেই পর্বত দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে সমান (আশি হাজার মাইল)। লৌহময়, রৌপ্যময় এবং স্বর্ণময় তার তিনটি শিখর সর্বদিক এবং আকাশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। সেই পর্বতের অন্যান্য শৃঙ্গও রয়েছে, যেগুলি মণিরত্ন ও ধাতুতে পূর্ণ এবং বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে সুশোভিত। সেই পর্বতের ঝর্ণার জলের ধ্বনি অত্যন্ত মনোহর শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সমস্ত দিকের শোভা বর্ধন করে সেই পর্বত বিরাজমান। সেই পর্বতের পাদদেশ সর্বদা দুগ্ধ-তরঙ্গের দ্বারা ধৌত হয়, এবং সেই দুধ আটদিকে (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং তাদের মধ্যবর্তী আরও চারটি দিক) মরকত মণি সৃষ্টি করে। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহাসর্প, কিন্নর এবং অপ্সরাগণ সেই পর্বতে খেলা করতে যান। তার ফলে সেই পর্বতের গুহাগুলি সেই সমস্ত উচ্চলোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূর্ণ থাকে। পর্বত কন্দরে স্বর্গলোকবাসীদের সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করে সিংহেরা অন্য কোন সিংহ সেইভাবে গর্জন করছে মনে করে, তাদের নিজেদের শক্তিতে গর্বিত হয়ে অসহ্য ক্রোধে গর্জন করে। ত্রিকূট পর্বতের প্রান্তদেশ নানাবিধ বন্য পশুসমূহে অলঙ্কৃত এবং দেবতাদের উদ্যানের বৃক্ষে পক্ষীরা সুমধুর স্বরে কূজন করে। ত্রিকূট পর্বতে বহু সরোবর এবং নদী রয়েছে, তাদের তট মণিরত্ন বালুকারাশির দ্বারা আচ্ছাদিত। তার জল স্ফটিকের মতো নির্মল এবং স্বর্গ-কন্যারা যখন সেখানে স্নান করেন, তখন তাঁদের দেহের সৌরভে সেখানকার জল এবং বায়ু সুরভিত হয়। ত্রিকূট পর্বতের উপত্যকায় ঋতুমৎ নামক এক উদ্যান রয়েছে। সেই উদ্যানটি মহান ভগবদ্ভক্ত বরুণদেবের এবং সেটি দেবকন্যাদের ক্রীড়াস্থান। সেটি সমস্ত ঋতুতে নানা প্রকার ফুল এবং ফলে পূর্ণ থাকে। তাদের মধ্যে রয়েছে—মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক, চূত, পিয়াল, পনস, আম, আম্রাতক, ক্রমুক, নারিকেল, খর্জুর, জামির, মধুক, তাল, তমাল, অসন, অর্জুন, অরিষ্ট, উদুম্বর, প্লক্ষ, বট, কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ, কোবিদার, সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু, বদরী, অক্ষ, অভয়, আমলকী প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ। সেই উদ্যানে স্বর্ণকমলে পূর্ণ এক বিশাল সরোবর রয়েছে। তা কুমুদ, কহ্লার, উৎপল এবং শতপত্রে পূর্ণ, যা সেই পর্বতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সেখানে বিল্ব, কপিত্থ, জম্বীর এবং ভল্লাতক বৃক্ষ রয়েছে। মধুপানে মত্ত ভ্রমরেরা পাখির অত্যন্ত সুমধুর কূজনের সঙ্গে গুঞ্জন করছিল। সেই সরোবরটি হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস, জলকুক্কুট, দাত্যূহ, কোয়ষ্টি এবং অন্যান্য কূজনশীল পক্ষীতে পূর্ণ থাকে। মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতির সঞ্চারে পতিত পদ্মপরাগ বিসৃত হওয়ার ফলে, সেই জল এক অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করে। সেই সরোবরটি কদম্ব, বেতস, নল, নীপ, বঞ্জুলক, কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কুটজ, ইঙ্গুদ, কুব্জক, স্বর্ণযূথী, নাগ, পুন্নাগ, জাতী, মল্লিকা, শতপত্র, মাধবী এবং মাধবীলতায় পরিবৃত। সেই সরোবরের তীর সর্বঋতুতে ফুল এবং ফল উৎপাদনকারী বৃক্ষের দ্বারাও অলঙ্কৃত। এইভাবে সেই পর্বতটি অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়ে বিরাজমান। সেই ত্রিকূট পর্বতের অরণ্যবাসী এক গজযূথপতি হস্তিনীগণ সহ বহু বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ভগ্ন করে, তাদের তীক্ষ্ণ কণ্টক গ্রাহ্য না করে, সরোবর অভিমুখে বিচরণ করছিল। সেই গজেন্দ্রের গন্ধ মাত্রই সিংহ, অন্য গজেন্দ্র, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু, গণ্ডার, মহাসর্প, শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ শরভ এবং চমরী মৃগসমূহ ভয়ে পলায়ন করেছিল। সেই গজেন্দ্রের কৃপায় শৃগাল, নেকড়ে, মহিষ, বরাহ, ভল্লুক, গোপুচ্ছ, শজারু, বানর, শশক, হরিণ আদি ক্ষুদ্র পশুরা তার ভয়ে ভীত না হয়ে, অরণ্যের অন্যত্র বিচরণ করছিল। যূথের অন্য হস্তী ও হস্তিনীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে এবং শাবকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে, সেই গজপতি তার দেহের ভারে ত্রিকূট পর্বত কম্পিত করেছিল। মদাক্ত কপোলের

সেই মদস্রাবী গজেন্দ্রের দৃষ্টি মদবিহ্বল হয়েছিল। মধুপায়ী ভ্রমরকুলের দ্বারা সে সেবিত হয়েছিল এবং পদ্মরাগ সুবাসিত সরোবরের সুমধুর বায়ু সে দূর থেকে আঘ্রাণ করেছিল। এইভাবে সে তার তৃষ্ণার্ত পার্ষদ পরিবৃত হয়ে, শীঘ্র সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। গজেন্দ্র সরোবরে প্রবেশপূর্বক খুব ভালভাবে স্নান করে তার ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়েছিল। তারপর সে তার শুঁড়ের দ্বারা সেই সরোবরের শীতল, নির্মল, অমৃততুল্য জল, যা পদ্ম এবং উৎপলের রেণু মিশ্রিত ছিল, তা পূর্ণরূপে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পান করেছিল। আধ্যাত্মিক জ্ঞান রহিত মানুষ যেমন তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তেমনই সেই গজেন্দ্র ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে তার পত্নীদের ও শাবকদের স্নান করিয়েছিল এবং জল পান করিয়েছিল। সে তার শুঁড়ের দ্বারা সেই সরোবরের জল আকর্ষণ করে তাদের গায়ে তা সিঞ্চন করেছিল। সেই প্রচেষ্টায় তার যে কঠোর পরিশ্রম হয়েছিল, সেই জন্য সে কিছুই মনে করেনি। হে রাজন্, দৈবক্রমে এক অত্যন্ত বলবান কুমির সেই গজেন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে জলে তার চরণ আক্রমণ করেছিল। সেই গজেন্দ্র অবশ্যই অত্যন্ত বলবান ছিল এবং দৈবগ্রস্ত এই প্রকার বিপদে পতিত হয়ে সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। তখন গজেন্দ্রের সেই ভীষণ পরিস্থিতি দর্শন করে, তার পত্নীরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। অন্য হস্তীরা গজেন্দ্রকে বিপদ থেকে ধরে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই কুমির ছিল অমিতশক্তিশালী, তাই তারা তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।"

"হে রাজন্, সেই গজেন্দ্র ও কুমির এইভাবে জলের মধ্যে এবং জলের বাইরে পরস্পরকে আকর্ষণ করে এক হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল। তাদের সেই যুদ্ধ দেখে দেবতারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তারপর জলে আকৃষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করার ফলে, গজেন্দ্রের মানসিক, দৈহিক এবং ইন্দ্রিয়ের বল ক্ষয় হয়েছিল। কিন্তু জলনিবাসী কুমিরের সেই সময় সমস্ত বল বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেহধারী সেই গজেন্দ্র যখন দেখল যে, দৈবক্রমে কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরিস্থিতির বশে সে সম্পূর্ণ অসহায় এবং নিজেকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অক্ষম, তখন সে মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। তার ফলে দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। আমার আত্মীয় এবং অন্যান্য বন্ধু হস্তীরা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারল না। সুতরাং আমার পত্নীদের আর কি কথা! তাদের পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। বিধাতার ইচ্ছাক্রমে আমি এই কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি, তাই আমি এখন ভগবানের শরণ গ্রহণ করব, যিনি সর্বদা সকলকে আশ্রয় প্রদান করেন এমন কি মহাপুরুষদেরও। ভগবান দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তাঁর শক্তি এবং প্রভাব অসীম। তাই, অত্যন্ত বলবান এবং ভয়ানক কালসর্প যদিও সকলকে গ্রাস করার জন্য প্রচণ্ড বেগে অবিরামভাবে তাদের পিছনে ধাবিত হচ্ছে, তবুও সেই কালসর্পের ভয়ে ভীত হয়ে কেউ যদি ভগবানের শরণাগত হন, তা হলে ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন, কারণ ভগবানের ভয়ে মৃত্যুও পলায়ন করে। তাই আমি সকলের আশ্রয় সেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই।"

তৃতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্রের স্তব

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর, গজেন্দ্র তার মনকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ে স্থির করে, তার পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্নরূপে যে মন্ত্র শিখেছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যা তার স্মরণ হয়েছিল, তা জপ করেছিল।"

গজেন্দ্র বলল—"আমি পরম পুরুষ বাসুদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়)। তাঁরই কারণে আত্মার উপস্থিতির ফলে এই জড় শরীর কার্য করে এবং তাই তিনি সকলের মূল কারণ। তিনি ব্রহ্মা, শিব আদি মহাপুরুষদেরও পূজনীয় এবং তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। আমি তাঁর ধ্যান করি। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম অধিষ্ঠান যাঁকে আশ্রয় করে সব কিছু বিরাজ করে, তিনি সেই উপাদান যা থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন পুরুষ যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতের একমাত্র কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কার্য এবং কারণ থেকে ভিন্ন। আমি সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়া বিস্তার করে কখনও এই জগৎকে প্রকাশ করেন এবং কখনও অপ্রকট করেন। তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম কারণ এবং পরম কার্য, তিনি দ্রষ্টা এবং সাক্ষী উভয়ই। তাই তিনি সব কিছুরই অতীত। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। কালক্রমে যখন সমস্ত গ্রহলোক এবং লোকপালগণ সহ এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য এবং কারণের বিনাশ হয়, তখন এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজ করে। কিন্তু সেই অন্ধকারের ঊর্ধ্বে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি।"

"আকর্ষণীয় বেশভূষায় আচ্ছাদিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার গতিবিধি সহকারে রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপরায়ণ শিল্পীকে যেমন দর্শকেরা চিনতে পারে না, তেমনই, পরম অভিনেতার কার্যকলাপ এবং আকৃতি মহান দেবতা এবং ঋষিরাও বুঝতে পারেন না, সুতরাং নির্বোধ পশুদের আর কি কথা, দেবতা, ঋষি এবং বুদ্ধিহীন জীবেরা কেউই ভগবানের আকৃতি বুঝতে পারে না এবং তাঁর প্রকৃত স্থিতি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে পারে না। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। সমদর্শী, সকলের সুহৃদ, সর্বত্যাগী মহর্ষিগণ, যাঁর সর্ব-মঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার বাসনায় বনে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস ব্রত অনুশীলন করেন, সেই ভগবান আমার গতি হোন। ভগবানের জড় জন্ম, কর্ম, নাম, রূপ, গুণ অথবা দোষ নেই। যে উদ্দেশ্যে এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়, সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণরূপ আদি নররূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর শক্তি অসীম এবং জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তাঁর বিবিধ রূপে তিনি অতি আশ্চর্য কার্য করেন। তাই তিনি পরম ব্রহ্ম, আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যিনি সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান, যিনি জীবকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন এবং মন, বাণী অথবা চেতনার অনুশীলনের দ্বারা যাঁর কাছে পৌঁছানো যায় না, সেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি। চিন্ময় গুণে ভক্তিপরায়ণ শুদ্ধ ভক্তেরাই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি নির্মল সুখ প্রদাতা এবং চিন্ময় লোকের প্রভু। তাই আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবকে, নৃসিংহদেব আদি ভগবানের উগ্র রূপকে, বরাহদেব আদি ভগবানের পশুরূপকে, নির্বিশেষবাদের প্রচারক ভগবান দত্তাত্রেয়কে, ভগবান বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য সমস্ত অবতারকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যিনি নির্গুণ হওয়া সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণকে আশ্রয় করেন, সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকেও আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

"হে ভগবান আপনি পরমাত্মা, সর্বাধ্যক্ষ, সমস্ত ঘটনার সাক্ষী, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি প্রকৃতি এবং প্রধানের উৎস পরম পুরুষ। আপনি সমস্ত জড় শরীরের অধ্যক্ষ। তাই আপনি পরম পূর্ণ। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্রষ্টা। আপনার কৃপা ব্যতীত সন্দেহরূপ সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই। জড় জগৎ আপনার ছায়ার মতো। বস্তুতপক্ষে, আপনার অস্তিত্বের আভাস প্রদান করে বলেই এই জড় জগৎকে সত্য বলে মনে হয়। হে প্রভু, আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, কিন্তু আপনার কোন কারণ নেই। তাই আপনি সব কিছুর অদ্ভুত কারণ। আপনি হচ্ছেন পঞ্চরাত্র ও বেদান্ত-সূত্র আদি শাস্ত্রে নিহিত বৈদিক জ্ঞানের আশ্রয় এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র আপনার সাক্ষাৎ স্বরূপ এবং আপনি পরম্পরার পরম উৎস। যেহেতু আপনিই কেবল মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তাই সমস্ত অধ্যাত্মবাদীদের আপনিই একমাত্র আশ্রয়। আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভু, অগ্নি যেমন অরণি কাষ্ঠে আচ্ছাদিত থাকে, তেমনই আপনি এবং আপনার জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। আপনার মন কিন্তু জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপে অভিনিবিষ্ট হয় না। যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁরা বৈদিক বিধি-নিষেধের অধীন নন। যেহেতু এই প্রকার উন্নত আত্মারা জড়াতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই আপনি স্বয়ং তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশিত হন। অতএব আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। যেহেতু আমার মতো একটি পশু আজ মুক্ত আপনার শরণাগত হয়েছে, তাই অবশ্যই আপনি আমাকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করবেন। বস্তুতপক্ষে, অত্যন্ত করুণাময় হওয়ার ফলে, আপনি নিরন্তর আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত দেহধারী জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। আপনি প্রত্যক্ষ দিব্য জ্ঞানরূপে বিখ্যাত এবং আপনি অসীম। সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, যাঁরা সর্বতোভাবে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁদের অন্তরের অন্তস্তলে আপনার ধ্যান করেন। আমার মতো যারা মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনা, গৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধন, বিত্ত, পরিচারক আদিতে আসক্ত, তাদের পক্ষে আপনি দুষ্প্রাপ্য। আপনি জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত পরমেশ্বর ভগবান। আপনি সমস্ত জ্ঞানের উৎস পরম ঈশ্বর। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। যে ভগবানকে আরাধনা করলে চতুর্বর্গকামী ব্যক্তিরা তাদের বাসনা অনুসারে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করতে পারেন, তা হলে অন্যান্য আশীর্বাদের আর কি কথা? প্রকৃতপক্ষে ভগবান সেই প্রকার উচ্চাভিলাষী উপাসকদের চিন্ময় দেহও প্রদান করেন। সেই অপার করুণাময় ভগবান আমাকে এই বর্তমান সঙ্কট এবং সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান করুন। ঐকান্তিক ভক্তেরা, যাঁদের ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে তাঁর আরাধনা করেন এবং সর্বদা তাঁর অতি অদ্ভুত ও মঙ্গলময় কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তন করেন। এইভাবে তাঁরা সর্বদা আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন থাকেন। এই প্রকার ভক্তেরা কখনও ভগবানের কাছে কোন বর প্রার্থনা করেন না। কিন্তু আমি এখন এক মহা সঙ্কটে পতিত হয়েছি, তাই আমি সেই নিত্য, অব্যক্ত, ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষদেরও ঈশ্বর এবং কেবল ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য, সেই ভগবানের প্রার্থনা করি। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাই তিনি আমাদের ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত বাহ্য অনুভূতির অতীত। তিনি অসীম, তিনি আদি কারণ এবং তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ভগবান যাঁর স্বল্প অংশে ব্রহ্মা জীবতত্ত্বরূপে ব্রহ্মা আদি দেবগণ এবং বৈদিক জ্ঞানের বিস্তার (সাম, ঋক্, যজুঃ এবং অথর্ব) এবং বিভিন্ন নাম ও গুণ সমন্বিত চরাচর সমস্ত লোক সৃষ্টি করেন। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি থেকে নির্গত হয়ে অথবা উজ্জ্বল কিরণ যেমন সূর্য থেকে প্রকাশিত হয়ে পুনরায় তাতেই প্রবেশ করে, তেমনই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় দেহ এবং প্রকৃতির গুণের সতত রূপান্তর—এই সবই ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়ে পুনরায় তাঁরই মধ্যেই লীন হয়ে যায়। তিনি দেবতা নন বা দানব নন, তিনি মনুষ্য, পক্ষী অথবা পশু নন। তিনি স্ত্রী নন, পুরুষ নন অথবা ক্লীব নন, তিনি জন্তুও নন। তিনি জড় গুণ, সকাম কর্ম,

করে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠে দুঃস্বপ্ন আদি অশুভের নিবৃত্তি সাধনের জন্য যত্নসহকারে এই গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা কীর্তন করা উচিত। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সকলের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে প্রসন্ন হয়ে, সকলের সমক্ষে গজেন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—যারা রাত্রির শেষে, খুব সকালে শয্যাত্যাগ করে সংযত ও একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার এবং তোমার রূপ, এই সরোবর, এই পর্বত, গুহা, কানন, বেত্র, কীচক এবং বেণুগুল্ম, দেবতরু বৃক্ষ, ত্রিকূট পর্বতের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহনির্মিত শৃঙ্গ যেগুলি আমার, ব্রহ্মার এবং শিবের আবাসস্থল, আমার প্রিয় ধাম ক্ষীর সমুদ্র, চিন্ময় কিরণে সর্বদা উদ্ভাসিত শ্বেতদ্বীপ, আমার শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভ মণি, বৈজয়ন্তী মালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, আমার বাহন পক্ষীরাজ গরুড়, আমার শয্যা শেষনাগ, আমার শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, নারদ মুনি, শিব, প্রহ্লাদ এবং মৎস্য, কূর্ম, বরাহ আদি আমার অবতার, আমার সর্ব-মঙ্গলময় অনন্ত লীলা যা শ্রবণকারীকে পবিত্রতা প্রদান করে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ওঙ্কার মন্ত্র, পরম সত্য, মায়া, গো, ব্রাহ্মণ, ভক্তি, সোম ও কশ্যপের ধর্মপত্নী দক্ষকন্যাগণ, গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা ও যমুনা (কালিন্দী) নদী, ঐরাবত, ধ্রুব মহারাজ, সপ্তর্ষি এবং পুণ্যবান মানবগণকে স্মরণ করে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। হে প্রিয় ভক্ত, যারা নিশান্তে শয্যাত্যাগ করে তোমার দ্বারা অর্পিত এই স্তোত্রের মাধ্যমে আমাকে স্তব করে, আমি তাদের জীবনান্তে আমার চিন্ময় ধামে বাসের নিত্য স্থিতি প্রদান করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই উপদেশ প্রদান করে ভগবান হৃষীকেশ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের আনন্দিত করে গরুড়ের উপর আরোহণ করলেন।"

ঔ ঔ ঔ

পঞ্চম অধ্যায়

ভগবানের কাছে দেবতাদের সুরক্ষা প্রার্থনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, আমি আপনার কাছে অতি পবিত্র গজেন্দ্রমোক্ষণ লীলা বর্ণনা করলাম। ভগবানের এই লীলা শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখন আমি রৈবত মনু সম্বন্ধে বর্ণনা করছি, শ্রবণ করুন।"

"তামস মনুর ভ্রাতা রৈবত পঞ্চম মনু হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে অর্জুন, বলি এবং বিন্ধ্য ছিলেন প্রধান। হে রাজন্, রৈবত মন্বন্তরে বিভু ইন্দ্র হয়েছিলেন, ভূতরয় আদি দেবতা হয়েছিলেন এবং হিরণ্যরোমা, বেদশিরা ও ঊর্ধ্ববাহু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। শুভ্র এবং তাঁর পত্নী বিকুণ্ঠার সংযোগে ভগবান বৈকুণ্ঠ তাঁর স্বীয় অংশে দেবতাগণ সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর প্রসন্নতা বিধানের জন্য, তাঁর প্রার্থনা অনুসারে ভগবান বৈকুণ্ঠ আর একটি বৈকুণ্ঠলোক সৃষ্টি করেছিলেন, যা সকলের দ্বারা পূজিত হয়। যদিও ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অতি মহৎ কার্যকলাপ এবং দিব্য গুণাবলী অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবুও কখনও কখনও আমরা তা বুঝতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। যে ব্যক্তি ভগবানের গুণরাশি বর্ণনা করতে সমর্থ হয়, সে ভূমির রেণুগুলিকেও গণনা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী কেউ গণনা করতে পারে না। চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু ছিলেন। তাঁর পুত্র, পুরুষ এবং সুদ্যুম্ন আদি বহু পুত্র ছিল। চাক্ষুষ মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম ছিলেন ইন্দ্র,

আপ্যাদিগণ দেবতা এবং হবিষ্মান, বীরক আদি সপ্তর্ষি ছিলেন। এই ষষ্ঠ মন্বন্তরেও জগৎপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর স্বীয় অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বৈরাজের পত্নী দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত নামে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করে অজিত দেবতাদের জন্য অমৃত উৎপন্ন করেছিলেন। কূর্ম রূপে তিনি বিশাল মন্দর পর্বতকে তাঁর পৃষ্ঠে ধারণ করে ইতস্তত ভ্রমণ করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহান ব্রাহ্মণ শুকদেব গোস্বামী, ভগবান শ্রীবিষ্ণু কেন এবং কিভাবে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করেছিলেন? কি কারণে তিনি জলে কূর্মরূপে মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন? দেবতারা কিভাবে অমৃত প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সমুদ্র মন্থনের ফলে অন্য আর কি কি উৎপন্ন হয়েছিল? দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত অদ্ভুত লীলা আপনি বর্ণনা করুন। আপনার দ্বারা বর্ণিত ভক্তের ঈশ্বর ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ শ্রবণ করে, জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখে জর্জর তপ্ত আমার হৃদয় এখনও তৃপ্ত হয়নি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে নৈমিষারণ্যে সমবেত ব্রাহ্মণগণ, দ্বৈপায়নের পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অসুরেরা যখন যুদ্ধে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের দ্বারা দেবতাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল, তখন বহু দেবতা পতিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তাঁরা আর জীবিত হননি। হে রাজন্, তখন দেবতারা দুর্বাসা মুনির দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার ফলে ত্রিলোক শ্রীহীন হয়েছিল এবং তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হতে পারেনি। তার ফলে অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়েছিল। ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের জীবন এইভাবে বিপন্ন দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কোন সমাধান খুঁজে পাননি। তখন সমস্ত দেবতারা একত্রে সুমেরু পর্বতের শিখরে ব্রহ্মার সভায় গমন করেছিলেন এবং ব্রহ্মাকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেছিলেন। দেবতাদের হতপ্রভ ও বলহীন এবং তার ফলে লোকত্রয়কে মঙ্গল রহিত দর্শন করে এবং অসুরদের পরিস্থিতি দেবতাদের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী দর্শন করে, আদি দেব পরম শক্তিমান ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানে তাঁর মনকে একাগ্র করে উৎফুল্ল বদনে দেবতাদের বলতে লাগলেন, 'আমি, শিব ও তোমরা দেবতারা, অসুরেরা, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ, সমস্ত প্রাণীরা ভগবানের থেকে, রজোগুণে ভগবানের গুণাবতার (ব্রহ্মা) থেকে এবং আমারই অংশ ঋষিগণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাই চল, আমরা সেই ভগবানের কাছে গিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হই। ভগবানের বধ্য, রক্ষণীয়, উপেক্ষণীয় বা আদরণীয় কেউ নেই, তবুও তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য কালক্রমে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন। এখন দেহধারী জীবদের সত্ত্বগুণ আহ্বান করার সময়। সৃষ্টির পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণ ভগবানের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাই এটিই ভগবানের শরণ গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়। যেহেতু তিনি স্বভাবতই দেবতাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু এবং প্রিয়, তাই তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সৌভাগ্য প্রদান করবেন।' "

"হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতাদের এই কথা বলার পর, ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে এই জড় জগতের অতীত ভগবদ্ধামে গিয়েছিলেন। ভগবানের ধাম ক্ষীর সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপে অবস্থিত। সেখানে (শ্বেতদ্বীপে), ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করেছিলেন, যদিও তিনি কখনও তাঁকে দর্শন করেননি। যেহেতু ব্রহ্মা বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের কথা শ্রবণ করেছিলেন, তাই তিনি সমাহিত চিত্তে বৈদিক বাণীর দ্বারা ভগবানের স্তব করেছিলেন।"

"হে অবিকারী, অসীম পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সব কিছুর উৎস। আপনি সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতেও বিরাজমান। আপনার কোন জড় গুণ নেই। বস্তুতপক্ষে, আপনি অচিন্ত্য। মনঃকল্পনা আপনাকে গ্রহণ করতে পারে না এবং বাণী আপনাকে বর্ণনা করতে পারে না। আপনি সব কিছুর পরম ঈশ্বর এবং তাই আপনি সকলের পরম পূজনীয়। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা কিভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, তা তিনি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে জানেন। তিনি সব কিছুর প্রকাশক

এবং অজ্ঞান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পূর্বকৃত কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর কোন জড় শরীর নেই। তিনি পক্ষপাত এবং অবিদ্যা থেকে মুক্ত। তাই আমি সেই নিত্য, সর্বব্যাপ্ত এবং আকাশের মতো মহান ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, যিনি ত্রিযুগে (সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে) ষড়ৈশ্বর্য সহ আবির্ভূত হন।"

"জড় কর্মের চক্রে জড় দেহটি মনরূপ রথের চক্র। দশটি ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং দেহাভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ু সেই চক্রের দশটি অর। প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ ও তম) সেই চক্রের তিনটি নাভি এবং মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রকৃতির এই আটটি উপাদান সেই চক্রের পরিধি। বিদ্যুতের মতো বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা এই চক্র ভগবানরূপী কেন্দ্রের চতুর্দিকে অতি দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হয়। সেই পরমাত্মা এবং পরম সত্যকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত এবং তাই তিনি একবর্ণ—ওঁকার (প্রণব)। যেহেতু তিনি অন্ধকারময় জড়া প্রকৃতির অতীত, তাই তিনি জড় চক্ষুতে অদৃশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাল বা স্থানের দ্বারা তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নন, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। যাঁরা জড়া প্রকৃতির ক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যোগরূপ উপায়ের দ্বারা সেই গরুড়াসীন ভগবানের আরাধনা করেন। আমরা সকলে তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ভগবানের মায়াকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না এবং তা এত প্রবল যে, সকলকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝতে না দিয়ে মোহিত করে। সেই মায়া কিন্তু ভগবানের বশীভূত, যিনি সকলকে শাসন করেন এবং সকলের প্রতি সমদর্শী। সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমাদের দেহ যেহেতু সত্ত্বগুণ দ্বারা নির্মিত, তাই আমরা দেবতারা অন্তরে এবং বাইরে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। মহান ঋষিরাও এইভাবে সত্ত্বগুণে অবস্থিত। সুতরাং, আমরা যদি ভগবানকে না জানতে পারি, তা হলে রজ এবং তমোগুণাশ্রয় ইতর শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আর কি কথা? তারা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারবে? সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। এই পৃথিবীতে চার প্রকার জীব রয়েছে এবং তারা সকলেই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট। জড় সৃষ্টি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত। তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য এবং শক্তিতে পূর্ণ পরম পুরুষ। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সমগ্র জড় জগৎ যে জল থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই জলের কারণে জীবসমূহ জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। সেই জল ভগবানের বীর্যস্বরূপ। সেই মহা বিভূতি-সম্পন্ন ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সোম বা চন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের অন্ন, বল এবং আয়ুর উৎস। তিনি সমস্ত বনস্পতির ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের উৎপত্তির উৎস। পণ্ডিতেরা সেই সোমকে ভগবানের মন বলেন। সমগ্র ঐশ্বর্যের উৎস সেই ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করার জন্য যার জন্ম হয়েছে, সেই অগ্নি ভগবানের মুখস্বরূপ। সম্পদ উৎপাদন করার জন্য সেই অগ্নি সমুদ্রের গভীরে বিরাজ করে এবং উদরে বিরাজ করে অন্ন পাক করে এবং দেহের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার রস উৎপাদন করে। সেই পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সূর্যদেব অর্চিরাদি-বর্ত্ম নামক মুক্তির মার্গের দেবতা। তিনি বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধির প্রধান উৎস। তিনি ব্রহ্মের উপাসনার স্থান। তিনি মুক্তির দ্বার, অমৃতের উৎস এবং মৃত্যুর কারণ। সেই সূর্যদেব যাঁর চক্ষু, সেই পরম ঐশ্বর্য সমন্বিত ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব বায়ু থেকে তাদের তেজ, বল, ওজ এবং প্রাণ প্রাপ্ত হয়। ভৃত্যেরা যেমন সম্রাটের অনুসরণ করে, আমরাও তেমন আমাদের প্রাণ ধারণের জন্য বায়ুর অনুসরণ করি। সেই বায়ু যে ভগবানের প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। পরম শক্তিমান ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, যাঁর কর্ণ থেকে দিকসমূহ, হৃদয় থেকে দেহগত ছিদ্র এবং নাভিমণ্ডল থেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু ও শরীরের আশ্রয় আকাশ উৎপন্ন হয়েছে। যাঁর তেজ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র, প্রসন্নতা থেকে দেবতাগণ, ক্রোধ থেকে শিব, বুদ্ধি থেকে ব্রহ্মা, দেহের ছিদ্র থেকে বেদসমূহ, মেঢ্র থেকে মহর্ষি এবং প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হয়েছেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁর বক্ষ থেকে লক্ষ্মীদেবী, ছায়া থেকে পিতৃগণ, স্তন থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্ম, মস্তক থেকে স্বর্গ

এবং হাস্যমুখ লোক থেকে অপ্সরাগণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরম ঐশ্বর্যময় ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক জ্ঞান, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় এবং দেহের বল, উরু থেকে বৈশ্য এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও ধন এবং চরণ থেকে বৈদিক জ্ঞানের বহির্ভূত শূদ্রগণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহা-শক্তিশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁর অধরোষ্ঠ থেকে লোভ, উপরের ওষ্ঠ থেকে প্রীতি, নাসিকা থেকে দেহের কান্তি, স্পর্শেন্দ্রিয় থেকে পাশবিক কাম, ভ্রূ থেকে যমরাজ এবং অক্ষিপক্ষ্ম থেকে কাল উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। মহা মুনিগণেরও অজ্ঞাত, পঞ্চভূত, কাল, কর্ম, প্রকৃতির গুণ এবং অত্যন্ত দুর্বোধ্য এই জড় জগতের বৈচিত্র্য যাঁর যোগমায়া দ্বারা রচিত বলে পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন, সেই পরম নিয়ন্তা ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পূর্ণরূপে শান্ত, সমস্ত প্রয়াস থেকে মুক্ত এবং সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড় জগতের কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই জড় জগতে তাঁর লীলাবিলাস করার সময় বায়ুর মতো অনাসক্ত থাকেন।"

"হে ভগবান, আমরা আপনার শরণাগত, অতএব আপনাকে দর্শন করতে চাই। কৃপা করে আপনি আপনার আদি রূপ এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখপদ্ম আমাদের চক্ষুকে দর্শন করতে দিন এবং আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করতে দিন। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতারে প্রকট হন এবং অসাধারণ কার্য সম্পাদন করেন যা আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব। কর্মীরা সর্বদাই অধিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ধন সঞ্চয়ে আগ্রহী, কিন্তু সেই জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এত কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তারা ফল কিন্তু তখনও সন্তোষজনক হয় না। বস্তুতপক্ষে, কখনও কখনও তাদের কর্মের ফল কেবল নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। কিন্তু ভগবানের সেবায় নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, যে সমস্ত ভক্তেরা তাঁরা কঠোর পরিশ্রম না করেও যথেষ্ট ফল লাভ করতে পারেন। ভক্ত সর্বদাই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেন। ভগবানে সমর্পিত কর্ম যদি অতি অল্প পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, তবুও তা ব্যর্থ হয় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সকলের পরম পিতা, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় এবং সর্বদা জীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করলে যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ এবং শাখা আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়, তেমনই, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করলে সকলেরই সেবা করা হয়, কারণ ভগবান সকলের আত্মা। হে ভগবান! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সীমার ঊর্ধ্বে নিত্য বর্তমান আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার কার্যকলাপ অচিন্ত্য, আপনি জড় প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা এবং সমস্ত জড় গুণের অতীত হওয়ার ফলে আপনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। আপনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্তা হলেও আপনি সত্ত্বগুণের অনুকূল। আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবতা এবং অসুরদের সন্ধি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবান শ্রীহরি এইভাবে দেবতা এবং ব্রহ্মার দ্বারা তাঁদের স্তবের মাধ্যমে পূজিত হয়ে, তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গজ্যোতি হাজার হাজার সূর্যের উদয়ের মতো উজ্জ্বল। ভগবানের সেই অঙ্গজ্যোতির দ্বারা দেবতাদের দৃষ্টি প্রতিহত হয়েছিল। তাই তাঁরা আকাশ, দিকসমূহ, পৃথিবী, এমন কি নিজেদেরকেও দেখতে সমর্থ হলেন না, অতএব তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত ভগবানকে দর্শন করবেন কি করে? শিব সহ ব্রহ্মা ভগবানের নির্মল সৌন্দর্য দর্শন করেছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি মরকত মণির মতো শ্যামবর্ণ, তাঁর চক্ষু পদ্মগর্ভের মতো অরুণবর্ণ, তাঁর দেহের বসন তপ্তকাঞ্চনের মতো পীতবর্ণ এবং তাঁর সারা শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। তাঁরা তাঁর প্রসন্ন ও মনোহর হাসি, সুন্দর পদ্মমুখশ্রী এবং বহু মূল্যবান মণিখচিত মুকুট দর্শন করেছিলেন। ভগবানের ভ্রূযুগল অত্যন্ত মনোহর এবং তাঁর কপোলদ্বয় কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত। ব্রহ্মা এবং শিব দেখেছিলেন ভগবানের কোমরে কাঞ্চী, হস্তে বলয়, বক্ষে হার এবং চরণে নূপুর। তিনি পুষ্পমালায় ভূষিত, তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে এবং তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করেছেন। তিনি সুদর্শন চক্র, গদা আদি নিজ অস্ত্রে সজ্জিত। শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানকে দর্শনপূর্বক তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তখন ভূমিতে নিপতিত হয়েছিলেন।"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"আপনি যদিও অজ তবুও অবতাররূপে আপনার আবির্ভাব এবং তিরোভাবের কখনও বিরতি হয় না। আপনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত এবং আপনি চিন্ময় আনন্দের সমুদ্র সদৃশ। আপনার অপ্রাকৃত শাশ্বত রূপ সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর। সেই অচিন্ত্য আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিধাতা, শ্রেয়কামী ব্যক্তিরা বৈদিক তন্ত্র অনুসারে সর্বদা আপনার এই মূর্তির পূজা করেন। হে প্রভু, আমরা আপনার মধ্যে সমস্ত ত্রিভুবন দর্শন করতে পারি। হে ভগবান্, আপনি পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আপনার থেকে এই জড় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, আপনাকে আশ্রয় করেই তা বিরাজ করে এবং চরমে তা আপনাতেই লীন হয়ে যায়। আপনিই সব কিছুর আদি, মধ্য এবং অন্ত, ঠিক যেমন মাটি হচ্ছে ঘটের কারণ ও আধার এবং অবশেষে সেই ঘট ভেঙে গেলে তা আবার মাটিতেই মিশে যায়। হে ভগবান, আপনি আপনাতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং আপনি অন্য কারও সহায়তা গ্রহণ করেন না। আপনার নিজের শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রবেশ করেছেন। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁরা পূর্ণরূপে শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত এবং যাঁরা ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা সমস্ত জড় কলুষ থেকে নির্মল হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের শুদ্ধ অন্তঃকরণে দর্শন করতে পারেন যে, যদিও আপনি জড় গুণের প্রভাবের ভিতর অবস্থান করেন, তবুও আপনি জড়া প্রকৃতির স্পর্শরহিত। যেভাবে কাষ্ঠ থেকে অগ্নি, গাভী থেকে দুধ, ভূমি থেকে অন্ন ও জল এবং উদ্যোগ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, তেমনই ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা এই জড় জগতেও আপনার অনুগ্রহ লাভ করা যায় অথবা বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুণ্যাত্মা ঋষিগণ সেই কথা বলে গেছেন। দাবাগ্নি পীড়িত হস্তীগণ যেমন গঙ্গার জল প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত সুখী হয়, তেমনই, হে পদ্মনাভ ভগবান, যেহেতু এখন আপনি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই আমরা দিব্য আনন্দ অনুভব করছি। আমরা দীর্ঘকাল ধরে আপনার দর্শনের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু এখন আপনাকে দর্শন করে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে হে ভগবান, আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের লোকপাল সমস্ত দেবতারা আপনার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছি। যে

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এখানে এসেছি, তা আপনি দয়া করে চরিতার্থ করুন। আপনি অন্তরে এবং বাইরে সব কিছুর সাক্ষী। আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই এবং তাই আপনাকে পুনরায় বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমি (ব্রহ্মা), শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ ও দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো আপনার থেকে প্রকাশিত। যেহেতু আমরা আপনার অংশ, তাই আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা কি বুঝতে পারি? হে ভগবান, দয়া করে ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের উপযুক্ত মুক্তির উপায় আপনি আমাদের প্রদান করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ব্রহ্মা আদি দেবতারা যখন এইভাবে ভগবানের স্তব করলেন, তখন ভগবান তাঁদের অভিপ্রায় জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি মেঘগম্ভীর বাক্যে বদ্ধাঞ্জলি এবং সংযত-ইন্দ্রিয় দেবতাদের বললেন। যদিও দেবতাদের শিক্ষা ভগবান একাই দেবতাদের কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও, সমুদ্রমন্থন লীলা উপভোগ করার ইচ্ছা করে তিনি তাঁদের বলেছিলেন, 'হে ব্রহ্মা, হে শিব, হে দেবতাগণ, গভীর মনোযোগ সহকারে আমার কথা শ্রবণ কর, কারণ আমি যা বলছি তার ফলে তোমাদের শ্রেয় লাভ হবে। যতক্ষণ তোমাদের সমৃদ্ধি না হয়, ততক্ষণ তোমরা কালের দ্বারা অনুগৃহীত দৈত্য এবং দানবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর। হে দেবতাগণ, নিজের হিতসাধন করা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই জন্য শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করতে হয়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সর্প-মূষিক ন্যায় অনুসারে কার্য করতে হয়। এখনই তোমরা অমৃত উৎপাদনের চেষ্টা কর, যা পান করলে মৃত্যুগ্রস্ত জীবও অমর হয়। হে দেবতাগণ, ক্ষীরসমুদ্রে সর্বপ্রকার তৃণ, গুল্ম, লতা ও ওষধী নিক্ষেপ করে মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করে, আমার সাহায্যে তোমরা একাগ্রচিত্তে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন কর। তার ফলে দৈত্যরা ক্লেশভাগী হবে, কিন্তু তোমরা দেবতারা ফলভাগী হয়ে সমুদ্রোত্থিত অমৃত লাভ করবে। হে দেবগণ, ধৈর্য এবং শান্তির দ্বারা সব কিছুই সিদ্ধ হয়, কিন্তু ক্রোধের দ্বারা হয় না। অতএব, অসুরেরা যা চাইবে, তোমরা তাই অনুমোদন করো। সমুদ্র থেকে কালকূট নামক বিষ উৎপন্ন হবে, কিন্তু তোমরা সেই বিষকে ভয় করো না এবং সমুদ্র মন্থনের ফলে যখন বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হবে, তখন সেগুলি লাভ করার জন্য লালায়িত হয়ো না এবং ক্রুদ্ধ হয়ো না।'"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতাদের এই ভাবে উপদেশ দিয়ে, স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম ভগবান তাঁদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হলেন। তারপর ব্রহ্মা এবং শিব ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা তখন বলি মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন। দৈত্যদের অত্যন্ত মহান রাজা বলি, কখন সন্ধি স্থাপন করতে হয় এবং কখন যুদ্ধ করতে হয়, সেই কথা খুব ভালভাবে জানতেন। তাই যদিও তাঁর সেনা নায়কেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে দেবতাদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মহারাজ বলি দেবতাদের যুদ্ধে অনুগত দেখে, তাঁর সেনানায়কদের নিষেধ করেছিলেন। দেবতারা বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজের সমীপে উপবেশন করেছিলেন। বলি মহারাজ তাঁর অসুর সেনাপতিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন এবং ত্রিলোক বিজয় করার ফলে পরম ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। বুদ্ধ সকলের রাজা বলি মহারাজের সমক্ষে বিনয় সহ, মহামতি দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত প্রস্তাব অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সেই প্রস্তাব বলি মহারাজ এবং তাঁর পার্ষদ শম্বর, অরিষ্টনেমি আদি ত্রিপুরবাসী সমস্ত অসুরদের রুচিকর হওয়ায়, তারা তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।"

"হে শত্রুদমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন দেবতা এবং অসুরেরা পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করেছিলেন। তারপর মহা উৎসাহে তাঁরা ইন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে অমৃত উৎপাদনের আয়োজন করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী অর্গলবাহু দেবতা এবং দানবেরা আনুপূর্বিক মন্দর পর্বত উৎপাটিত করে গর্জন করতে করতে ক্ষীরসমুদ্রে নিয়ে চলল। বহু দূর থেকে সেই বিশাল পর্বত বহন করার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্র, মহারাজ বলি প্রভৃতি দেবতা এবং অসুরেরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই পর্বত বহন করতে অক্ষম এবং অবশ হয়ে তাঁরা তা পথিমধ্যে পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই কনক পর্বত স্বর্ণময় হওয়ার ফলে

শাস্ত্রবিধি অনুসারে লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক করেছিলেন, গন্ধর্বগণ মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন এবং নর্তকী ও দেবনিয়োজিত সঙ্গীত ও নৃত্য করেছিলেন। মেঘসমূহ মূর্তিমন্ত হয়ে মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, আনক, শঙ্খ, বেণু, বীণা প্রভৃতি বাজিয়েছিল এবং সেই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি তুমুলভাবে নিনাদিত হয়েছিল। তারপর, দিগ্‌হস্তীসমূহ গঙ্গাজলে পূর্ণ কলসের দ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে স্নান করিয়েছিল এবং ব্রাহ্মণেরা তখন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। তখন তাঁর হাতে পদ্মফুল ছিল এবং তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিতা ছিলেন। সতী লক্ষ্মী তাঁর পতি ভগবান ব্যতীত অন্য কাউকে জানেন না। রত্নাকর উত্তরীয় ও পরিধেয় পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র প্রদান করেছিলেন। জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণ মধুপানে উন্মত্ত মধুকরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বৈজয়ন্তী মালা উপহার প্রদান করেছিলেন। প্রজাপতিদের অন্যতম বিশ্বকর্মা বিচিত্র অলঙ্কারসমূহ দান করেছিলেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী কণ্ঠহার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কর্ণকুণ্ডল উপহার দিয়েছিলেন। তারপর লক্ষ্মীদেবী শুভ অনুষ্ঠানের দ্বারা যথাযথভাবে পূজিত হয়ে, গুঞ্জনরত ভ্রমর বেষ্টিত পদ্মমালা হস্তের দ্বারা গ্রহণ করে গতিশীলা হয়েছিলেন। তাঁর সলজ্জ হাস্য এবং কুণ্ডলের দ্বারা শোভিত কপোলের সৌন্দর্য প্রভাবে তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর সুষম ও সুবিন্যস্ত স্তনযুগল চন্দন এবং কুঙ্কুমে লিপ্ত এবং তাঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি মনোহর নূপুর ধ্বনি সহকারে যখন ইতস্তত পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন একটি স্বর্ণলতিকার মতো শোভা পাচ্ছিলেন। গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং দেবতাদের মধ্যে অনুসন্ধান করে, লক্ষ্মীদেবী স্বভাবতই সর্বগুণ সমন্বিত কাউকে খুঁজে পেলেন না। তাঁরা কেউই দোষ রহিত ছিল না এবং তাই তিনি তাঁদের কারোরই আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলেন না। লক্ষ্মীদেবী সেই সভার সকলকে পরীক্ষা করে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—এদের মধ্যে কেউ কঠোর তপস্যা করেছেন, কিন্তু ক্রোধ জয় করতে পারেননি। কারও জ্ঞান আছে, কিন্তু সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা জয় করতে পারেননি। কেউ অত্যন্ত মহান, কিন্তু কাম জয় করতে পারেননি। এমন কি মহান ব্যক্তিও অন্য কারও উপর নির্ভর করেন। তা হলে তিনি পরম ঈশ্বর হবেন কি করে? কারও পূর্ণরূপে ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তিনি সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু নন। কারও মধ্যে, তা তিনি মানুষই হোন অথবা দেবতাই হোন, ত্যাগ থাকতে পারে, কিন্তু তা মুক্তির কারণ নয়। কেউ মহা শক্তিশালী হতে পারেন, কিন্তু তিনি কালের প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ নন। কেউ জড় জগতের আসক্তি ত্যাগ করেছেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। তাই কেউই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেননি। কারও দীর্ঘ আয়ু থাকতে পারে, কিন্তু মঙ্গল বা সৎ আচরণ নেই। কারও মঙ্গল এবং সৎ আচরণ উভয়ই থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর আয়ু স্থির নয়। যদিও শিব আদি দেবতাদের নিত্য জীবন রয়েছে, কিন্তু শ্মশানে বাস করা আদি অশুভ অভ্যাস রয়েছে। আর কেউ যদি সর্বতোভাবে সদ্‌গুণ সম্পন্ন হনও, তবুও তাঁরা ভগবানের ভক্ত নন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে পূর্ণরূপে বিবেচনা করার পর, লক্ষ্মীদেবী মুকুন্দকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন, যদিও তিনি (মুকুন্দ) সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তাঁকে (লক্ষ্মীদেবীকে) লাভ করার অভিলাষী ছিলেন না। তিনি সমস্ত দিব্য গুণ ও যোগশক্তি সমন্বিত এবং তাই তিনি পরম বাঞ্ছনীয়। লক্ষ্মীদেবী ভগবানের সমীপবর্তী হয়ে তাঁর স্কন্ধদেশে মধুমত্ত ভ্রমর নিনাদিত নব বিকশিত পদ্মফুলের মালা স্থাপন করেছিলেন। তারপর তাঁর বক্ষে স্থান লাভ করার প্রত্যাশায় সলজ্জ হাস্য-বিকশিত নয়নে তাঁর পাশে অবস্থান করতে লাগলেন। ভগবান ত্রিজগতের পিতা এবং তাঁর বক্ষঃস্থল সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী ত্রিজগতের জননী লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান। লক্ষ্মীদেবী তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের প্রভাবে, প্রজা ও লোকপাল দেবতাগণ সহ ত্রিজগতের ঐশ্বর্য বর্ধিত করতে পারেন।

গন্ধর্ব এবং চারণেরা তখন শঙ্খ, তূর্য ও মৃদঙ্গ আদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করেছিলেন এবং তাঁদের পত্নীগণ সহ উচ্চৈঃ নৃত্য-গীত করতে শুরু করেছিলেন। ব্রহ্মা, শিব, অঙ্গিরা প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার নির্দেশকেরা পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন এবং ভগবানের মহিমাব্যঞ্জক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। প্রজাপতি এবং প্রজাগণ সহ সমস্ত দেবতারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সৎ আচরণ এবং দিব্য গুণাবলী সম্পন্ন হয়ে পরমানন্দ লাভ করেছিলেন।"

"হে রাজন্‌, লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার ফলে দৈত্য ও দানবেরা দুর্বল, মোহাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং তার ফলে তারা নির্লজ্জ হয়েছিল। তারপর সুরার অধিষ্ঠাত্রী কমলনয়না বারুণীদেবী উত্থিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে বলি মহারাজ প্রমুখ দানবেরা সেই কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।"

"হে রাজন্‌, তারপর, কশ্যপের পুত্র দেবতা এবং দানবেরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করতে থাকলে, এক পরম অদ্ভুত পুরুষ উত্থিত হয়েছিলেন। তাঁর শরীর সুদৃঢ়, তাঁর বাহুযুগল দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ, তাঁর কণ্ঠ শঙ্খের মতো ত্রিরেখাঙ্কিত, তাঁর নয়ন আরক্তবর্ণ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ ছিল। তিনি তরুণ বয়স্ক, মাল্যধারী এবং তাঁর দেহ সর্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত। তিনি পীত বসন এবং সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী। তাঁর কেশাগ্রভাগ স্নিগ্ধ ও সুকুঞ্চিত এবং তাঁর বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত। তাঁর দেহ সর্ব সুলক্ষণ সমন্বিত এবং সিংহের মতো বিক্রমশালী। সেই পুরুষ বলয় শোভিত হাতে অমৃতপূর্ণ কলস ধারণ করেছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অংশের অংশসম্ভূত অবতার। তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং যজ্ঞভাগ লাভের অধিকারী দেবতাদের অন্যতম।"

"ধন্বন্তরিকে অমৃতকলস বহন করতে দেখে, অসুরেরা সেই কলস এবং তার ভিতর যা কিছু ছিল তা সব লাভ করার ইচ্ছায় বলপূর্বক সেই অমৃতভাণ্ড হরণ করেছিল। অসুরেরা এইভাবে অমৃতকলস হরণ করে নিলে, দেবতারা বিষণ্ণ চিত্তে ভগবান শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করেছিলেন। ভক্তের বাসনা পূর্ণকারী ভগবান দেবতাদের এইভাবে বিষণ্ণ দেখে তাঁদের বলেছিলেন, 'তোমরা দুঃখিত হয়ো না। আমি আমার মায়ার দ্বারা অসুরদের বিমোহিত করে তাদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করব। এইভাবে আমি তোমাদের অমৃত লাভ করার বাসনা পূর্ণ করব।' হে রাজন্‌, তখন অসুরদের মধ্যে কে প্রথম অমৃত পান করবে তা নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা সকলেই বলেছিল, 'আমি প্রথমে পান করব। আমি প্রথমে পান করব। তুমি প্রথমে পান করতে পারবে না। তুমি পান করতে পারবে না।' কোন কোন অসুর বলেছিল, 'দেবতারাও ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে অংশগ্রহণ করেছিল। এখন সনাতন ধর্ম অনুসারে, যেহেতু সার্বজনীন যজ্ঞে সকলেরই সমানভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, তাই দেবতাদেরও অমৃতের ভাগ পাওয়া উচিত।' হে রাজন্‌, এইভাবে দুর্বল অসুরেরা বলবান অসুরদের অমৃত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণু, তিনি যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারেন, তিনি এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন। নারীরূপে ভগবানের এই মোহিনীমূর্তি অসুরদের পরম মনোরম। তাঁর অঙ্গকান্তি নব-বিকশিত নীল কমলের মতো এবং তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ পরম সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাঁর কর্ণযুগল সমান আভরণে বিভূষিত, তাঁর গণ্ডদেশ অত্যন্ত মনোহর, তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল উন্নত নাসিকাযুক্ত এবং যৌবনের দ্যুতিতে পূর্ণ। তাঁর উন্নত স্তনযুগলের প্রভাবে তাঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ বলে প্রতীত হচ্ছিল। তাঁর অঙ্গসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা তাঁর চতুর্দিকে গুঞ্জন করছিল এবং তার ফলে তাঁর নয়নযুগল চঞ্চল হয়েছিল। তাঁর সুন্দর কেশপাশ প্রফুল্ল মল্লিকার মালায় ভূষিত। তাঁর কমনীয় গ্রীবা কণ্ঠ আভরণে ভূষিত, তাঁর বাহুযুগল অঙ্গদের দ্বারা বিভূষিত, তাঁর দেহ নির্মল বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাঁর নিতম্ব এক সৌন্দর্যের সমুদ্রে দুটি দ্বীপের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল। তাঁর চরণ নূপুরের দ্বারা বিভূষিত। মধুর হাস্য সহকারে ভ্রূযুগল কিঞ্চিত করে তিনি যখন অসুরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তখন সমস্ত অসুরদের হৃদয় কামবাণে বিদ্ধ হয়েছিল এবং তারা সকলেই তাঁকে কামনা করেছিল।"

নবম অধ্যায়

মোহিনীমূর্তিরূপে ভগবানের অবতার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর অসুরেরা পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিল। তারা পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য পরিত্যাগ করে অমৃতভাণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং নিক্ষেপ করেছিল। তখন তারা দেখল যে, এক পরমা সুন্দরী যুবতী তাদের দিকে আসছে। সেই পরমা সুন্দরী যুবতীকে দর্শন করে অসুরেরা বলেছিল, "আহা! এর সৌন্দর্য কি অপূর্ব, এর অঙ্গকান্তি কি অদ্ভুত, এর যৌবন কি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত!" এই কথা বলতে বলতে তারা তাঁকে উপভোগ করার বাসনায় কামার্ত হয়ে, তাঁর প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিল এবং তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিল। হে সুন্দরী! হে পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এসেছ? কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি কার? হে অপূর্বসুন্দর উরুশালিনী, তোমাকে দর্শন করা মাত্র আমাদের মন বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। মানুষদের কি কথা, দেবতা, দানব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, চারণ এবং লোকপাল প্রজাপতিরাও তোমাকে স্পর্শ করেনি। এমন নয় যে আমরা তোমার পরিচয় জানি না। হে সুন্দর ভ্রূশালিনী, বিধাতা নিশ্চয়ই কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের প্রীতি উৎপাদনের জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছেন। তাই নয় কি? হে সুমধ্যমে, হে সুন্দরী, আমরা একটি বস্তু অর্থাৎ অমৃতভাণ্ড নিয়ে পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছি। আমরা এক কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পরস্পর বিবাদ করে শত্রু হয়ে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাদের এই বিবাদের সমাধান কর। দেবতা এবং দানব আমরা সকলেই প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান এবং তার ফলে আমরা ভ্রাতারূপে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু এখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে নিজেদের পৌরুষ প্রদর্শন করছি। তাই আমরা তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাদের মধ্যে এই অমৃত সমানভাবে বিতরণ করে তুমি আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা করে দাও।"

"এইভাবে দৈত্যদের দ্বারা অনুরোধিত হয়ে মায়া দ্বারা মোহিনীমূর্তি ধারণকারী ভগবান হাস্য সহকারে মনোহর কটাক্ষে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলতে লাগলেন।"

মোহিনীমূর্তিরূপী ভগবান অসুরদের বললেন—"হে কশ্যপ-তনয়গণ, আমি একটি বেশ্যা। আপনারা আমাকে এইভাবে বিশ্বাস করছেন কেন? বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও রমণীকে বিশ্বাস করেন না। হে অসুরগণ, বানর, শৃগাল এবং কুকুরদের যৌন সম্পর্কের যেমন কোন স্থিরতা নেই এবং তারা প্রতিদিন নতুন নতুন সঙ্গিনীর অন্বেষণ করে, স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীলোকেরাও তেমন। এই প্রকার স্ত্রীর সঙ্গে সখ্য কখনও স্থায়ী হয় না। সেটিই পণ্ডিতদের মত।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মোহিনীমূর্তির এই প্রকার পরিহাস বাক্য শ্রবণ করে সমস্ত অসুরেরা আশ্বস্ত হয়েছিল এবং গম্ভীরভাবে হেসে তারা সেই অমৃতভাণ্ড তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিল। তারপর ভগবান সেই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করে, ঈষৎ হেসে মধুর বচনে বললেন—'হে অসুরগণ, আমি অমৃত বিতরণের ব্যাপারে ভাল-মন্দ যা করি না কেন, যদি তোমরা তা স্বীকার কর, তা হলে আমি এই অমৃত তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি।' অসুর-নায়কেরা বিচক্ষণ ছিল না। তাই মোহিনীমূর্তির সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করে, 'হ্যাঁ, তুমি যা বলছ তাই ঠিক', এই বলে তারা তাঁর বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়েছিল। দেবতা এবং অসুরেরা উপবাস করে স্নান করেছিল এবং তারপর ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে গাভী, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের সদস্যদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের যথাযোগ্য উপহার প্রদান করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে দেবতা এবং অসুরেরা শুভ কর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন। তারপর তাঁদের নিজেদের নিজেদের রুচি অনুসারে তাঁরা নতুন বস্ত্র পরিধানপূর্বক অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত হয়ে পূর্বাভিমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন।"

"হে রাজন্, ফুলের মালা, দীপ আদির দ্বারা সুসজ্জিত এবং ধূপের সৌরভে আমোদিত সভাগৃহে দেবতা এবং দানবেরা পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন করেছিলেন। তখন অত্যন্ত সুন্দর বসনে আবৃত, তার নিতম্বের ভারে মন্থর গতি, মদবিহ্বল নয়ন, কুম্ভসদৃশ স্তন এবং হস্তির শুঁড়ের মতো সুগোল উরু সমন্বিত মোহিনী অঙ্গনারূপে ভগবান সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর অত্যন্ত সুন্দর নাক, কপোল এবং স্বর্ণকুণ্ডলে শোভিত কর্ণ তাঁর মুখমণ্ডলকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করেছিল। তাঁর চলার সময় তাঁর স্তন থেকে শাড়ির প্রান্তভাগ ঈষৎ খসে পড়েছিল। দেবতা এবং দানবেরা তাঁকে দর্শন করে তাঁর ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অসুরেরা স্বভাবতই সর্পের মতো ক্রূর। তাদের অমৃত দান করা সর্পকে দুগ্ধদান করার মতোই অন্যায় বলে বিবেচনা করে অচ্যুত ভগবান অসুরদের অমৃতের ভাগ প্রদান করলেন না। মোহিনীমূর্তিরূপী জগৎপতি ভগবান দেবতা এবং দানবদের স্থিতি অনুসারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিয়েছিলেন। ভগবান অমৃতকলস হাতে নিয়ে প্রথম অসুরদের কাছে গিয়েছিলেন এবং মধুর বাক্যের দ্বারা তাদের প্রসন্নতা বিধান করে অমৃত থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তারপর তিনি দূরে উপবিষ্ট দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত করেছিলেন।"

"হে রাজন্, অসুরেরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সেই রমণী ন্যায় অন্যায় যা-ই করুন না কেন, তারা তা অনুমোদন করবে। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য, তাদের সাম্যভাব প্রদর্শন করার জন্য এবং একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করা অনুচিত বলে, তারা নীরব ছিল। অসুরেরা মোহিনীমূর্তির প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল এবং তাঁর প্রতি তাদের এক প্রকার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল। তাই তাদের ভয় ছিল যাতে সেই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে না যায়। সৌজন্য তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে কিছু বলেনি। চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে যে রাহু, সে দেবতাদের বেশ ধারণ করে নিজের পরিচয় গোপন রেখে দেবতাদের পংক্তিতে প্রবেশ করেছিল এবং সকলের অলক্ষ্যে এমন কি ভগবানেরও অলক্ষ্যে অমৃত পান করেছিল। কিন্তু চন্দ্র এবং সূর্য রাহুর প্রতি তাঁদের স্থায়ী শত্রুতাবশত তা বুঝতে পেরেছিলেন। তার ফলে রাহুর এই প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীহরি তাঁর ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক ছেদন করেছিলেন। রাহুর মস্তক যখন তার দেহ থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তখন সে অমৃত গলাধঃকরণ করতে না পারায় তার দেহ অমৃতের স্পর্শ লাভ করতে পারেনি এবং তার ফলে তা অমৃতত্ব লাভ করেনি। রাহুর মস্তক অমৃতের স্পর্শ লাভ করার ফলে অমর হয়েছিল। তাই ব্রহ্মা রাহুর মস্তককে একটি গ্রহরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আর যেহেতু চন্দ্র এবং সূর্যের চিরশত্রু, তাই সে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র এবং সূর্যের প্রতি ধাবিত হয়।"

"দেবতাদের অমৃত পান সমাপ্ত হলে, ত্রিভুবনের পরম সুহৃৎ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবান অসুরদের সমক্ষেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও দেবতা এবং অসুরদের উভয়ের ক্ষেত্রেই স্থান, কাল, কারণ, উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ এবং মনোভাব একই ছিল, তবুও দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন হয়েছিল। দেবতারা সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে, তাঁরা অনায়াসে অমৃতপান ফল লাভ করেছিলেন, কিন্তু অসুরেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করায়, তাদের ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেনি। মানব-সমাজে ধন, মন এবং কর্মের দ্বারা ধন এবং প্রাণ রক্ষা করার জন্য নানা রকম কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই সবই অনুষ্ঠিত হয় নিজের অথবা দেহ সম্পর্কিত বিস্তৃত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আশায়। এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবদ্ভক্তি থেকে ভিন্ন হওয়ার ফলে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সেই কার্যকলাপই যখন ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন তার লাভজনক ফল সকলেই ভোগ করে, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত শাখাতেই জল দেওয়া হয়।"

দশম অধ্যায়

দেবতা ও দানবদের যুদ্ধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, দৈত্য এবং দানবেরা সকলেই পূর্ণ উদ্যমে সমুদ্রমন্থন কার্যে যত্নবান হয়েছিল, কিন্তু তারা ভগবান শ্রীবাসুদেবের ভক্ত না হওয়ার ফলে অমৃত পান করতে পারেনি। হে রাজন্, ভগবান সমুদ্র মন্থনের দ্বারা অমৃত উৎপাদন করে, তাঁর প্রিয় ভক্ত দেবতাদের তা পান করিয়ে, সকলের সমক্ষে তাঁর বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"দেবতাদের এই প্রকার পরম ঐশ্বর্য লাভ করতে দেখে, অসুরেরা অসহিষ্ণু হয়ে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে দেবতাদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তারপর, অমৃত পানে অনুপ্রাণিত এবং নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বদা শরণাগত দেবতারা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অসুরদের প্রতি-আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। হে রাজন্, তখন ক্ষীরসমুদ্রের তীরে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ এতই ভয়ানক যে, তা শ্রবণ করলেও রোমাঞ্চ হয়। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তারা তরবারি, বাণ এবং বিভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করতে শুরু করেছিলেন। শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, ভেরী, ডমরু এবং হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিকদের তুমুল ধ্বনিতে সেই রণক্ষেত্র পূর্ণ হয়েছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রথীরা বিপক্ষের রথীদের সঙ্গে, পদাতিকেরা বিপক্ষের পদাতিকদের সঙ্গে, অশ্বারোহী সৈনিকেরা বিপক্ষের অশ্বারোহী সৈনিকদের সঙ্গে এবং গজারূঢ় সৈনিকেরা শত্রুপক্ষের গজারূঢ় সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল। সৈন্যেরা কেউ উটের উপর, কেউ হাতির উপর, কেউ গর্দভের উপর, কেউ শ্বেতমুখ এবং রক্তমুখ বানরের উপর, কেউ বাঘের উপর এবং কেউ সিংহের উপর আরোহণ করে যুদ্ধ করছিলেন। হে রাজন্, অন্য সমস্ত সৈনিকেরা কেউ শকুনি, কেউ ঈগল, কেউ বক, কেউ শ্যেন কেউ ভাস, কেউ তিমিঙ্গিল, কেউ শরভ, কেউ মহিষ, কেউ গণ্ডার, কেউ গাভী, কেউ বৃষ, কেউ গবয় এবং কেউ অরুণের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্যেরা শৃগাল, মূষিক, গিরগিটি, শশক, মনুষ্য, ছাগ, কৃষ্ণসার মৃগ, হংস এবং শূকরের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এইভাবে জলচর, স্থলচর ও খেচর এবং বিকৃত আকার প্রাণীর উপর আরোহণ করে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। হে রাজন্, হে পাণ্ডুনন্দন, দেবতা এবং দানব উভয় পক্ষের যোদ্ধারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত চন্দ্রাতপ, বিচিত্র ধ্বজা এবং অত্যন্ত মূল্যবান মণিরত্ন খচিত দণ্ডযুক্ত ছত্রে বিভূষিত ছিলেন। তাঁরা ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত পাখা এবং অন্যান্য প্রকার চামরের দ্বারাও সজ্জিত হয়েছিলেন। সেই সমস্ত যোদ্ধাদের উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় স্বভাবতই তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল এবং তাঁদের বর্ম, অলঙ্কার ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্র উজ্জ্বল সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল। এইভাবে দুই পক্ষের সৈনিকদের যেন জলজন্তুসমূহে সমাকীর্ণ দুটি সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল। সেই যুদ্ধে প্রসিদ্ধ সেনাপতি বিরোচনের পুত্র বলি বৈহায়স নামক এক অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিমানে উপবেশন করেছিলেন। হে রাজন্, সেই অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত বিমানটি ময়দানব নির্মাণ করেছিল এবং তা সর্বপ্রকার যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্র সমন্বিত ছিল। সেই বিমানটি ছিল অচিন্ত্য এবং অবর্ণনীয়। তা কখনও দৃশ্য এবং অদৃশ্য ছিল। সেই বিমানে এক সুন্দর ছত্রের নিচে অসুর সেনাপতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বলি মহারাজকে শ্রেষ্ঠ চামরের দ্বারা ব্যজন করা হচ্ছিল এবং তখন তাঁকে ঠিক সর্বদিক আলোকিত করে সন্ধ্যাবেলায় উদীয়মান চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল। বলি মহারাজের চতুর্দিকে সমস্ত অসুর সেনাপতিরা তাদের নিজ নিজ বাহনে উপবিষ্ট হয়ে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে ছিল নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিত্তি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, চক্রদৃক্, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, অরিষ্ট, অরিষ্টনেমি, ত্রিপুরাধিপ, ময়, পুলোমার পুত্রগণ এবং কালেয় ও নিবাতকবচ আদি অসুরেরা। এই সমস্ত অসুরেরা অমৃতের অংশলাভে বঞ্চিত হয়ে কেবল সমুদ্রমন্থনের ক্লেশভাগী হয়েছিল। এখন, তারা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাদের সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তারা সিংহনাদ করতে করতে তুমুল রবে শঙ্খ বাজাতে লাগল। বলভিৎ বা ইন্দ্র তাঁর হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীদের দর্শন করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রস্রবণসমূহ যেখানে সর্বদা ক্ষরিত হয়, সেই উদয়গিরিতে আরূঢ় সূর্যদেবের মতো ইন্দ্র তখন মদধারাস্রাবী ঐরাবতীতে আরোহণ করে শোভা পাচ্ছিলেন। সর্বতো বিভিন্ন দেবতারা ধ্বজা ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং বিভিন্ন বাহনে উপবিষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বায়ু, অগ্নি, বরুণ আদি সমস্ত দেবতা এবং পার্ষদ সহ সমস্ত লোকপালগণ। দেবতা এবং দানবেরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে মর্মভেদী বাক্যের দ্বারা পরস্পরকে তিরস্কার করেছিলেন এবং তারপর পরস্পরের সমীপবর্তী হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন।"

"হে রাজন্, মহারাজ বলি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কার্তিকেয় তারকাসুরের সঙ্গে, বরুণ হেতির সঙ্গে এবং মিত্র প্রহেতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যমরাজ কালনাভের সঙ্গে, বিশ্বকর্মা ময়দানবের সঙ্গে, ত্বষ্টা শম্বরের সঙ্গে এবং সূর্যদেব বিরোচনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অপরাজিতদেব নমুচির সঙ্গে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৃষপর্বার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সূর্যদেব বাণ আদি বলি মহারাজের একশ পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং চন্দ্রদেব রাহুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। পবনদেব পুলোমার সঙ্গে এবং মহাবলবতী শুদ্ধকালীদেবী শুম্ভ ও নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাদেব জম্ভের সঙ্গে এবং বিভাবসু মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা বাতাপি সহ ইল্বল প্রভৃতি পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দুর্মর্ষ কামদেবের সঙ্গে, উৎকল অসুর মাতৃকা দেবীদের সঙ্গে, বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের সঙ্গে এবং শনি নরকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। মরুতেরা নিবাতকবচের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, বসুগণ কালকেয় নামক অসুরদের সঙ্গে, বিশ্বদেব দেবতাগণ পৌলোম অসুরদের সঙ্গে এবং রুদ্রগণ ক্রোধবশ অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই সমস্ত দেবতা এবং অসুরেরা যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়ে, অত্যন্ত বলপূর্বক পরস্পরকে আক্রমণ করেছিলেন। জয় লাভের আশায় তাঁরা সকলে পরস্পরকে তীক্ষ্ণ বাণ, খড়্গ এবং তোমরের দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন। তাঁরা ভুশুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, প্রাস, পরশ্বধ, নিস্ত্রিংশ, ভল্ল, পরিঘ, মুদ্গর এবং ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের মস্তক ছিন্ন করতে লাগলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী, পদাতিক এবং অন্যান্য বাহন সহ তাঁদের আরোহীদের বাহু, ঊরু, গলা, পা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাঁদের পতাকা, ধনুক, বর্ম এবং অলঙ্কার খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছিল। দেবতা এবং অসুরদের পদাঘাতে এবং রথের চাকার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রচণ্ড ধূলি আকাশে উত্থিত হয়ে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সর্বদিক আচ্ছাদিত করেছিল। কিন্তু তার পরেই রক্তের ধারায় সিক্ত হয়ে সেই ধূলিজাল নিবৃত্ত হয়েছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্র তখন যোদ্ধাদের ছিন্ন মস্তকের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁদের মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন হলেও তাঁদের নয়ন ক্রোধযুক্ত ছিল এবং ক্রোধে তাঁরা তাঁদের অধর দংশন করেছিলেন। তাঁদের বিচ্ছিন্ন মস্তক থেকে কিরীট এবং কুণ্ডল সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। তেমনই, অলঙ্কারে ভূষিত এবং অস্ত্রযুক্ত বহু হস্ত এবং হাতির শুঁড়ের মতো পা এবং ঊরু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বহু কবন্ধের (মস্তকরহিত দেহের) উৎপত্তি হয়েছিল, যারা তাদের নিপতিত মস্তকের চক্ষুর দ্বারা দেখতে পাচ্ছিল এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে তারা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের আক্রমণ করেছিল। বলি মহারাজ তখন দশটি বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে, তিনটি বাণের দ্বারা ঐরাবতকে, চারটি বাণের দ্বারা ঐরাবতের পাদরক্ষক চারজন অশ্বারোহীকে এবং একটি বাণের দ্বারা হস্তীচালককে আক্রমণ করেছিলেন। অনুদিমাত্র সুনিপুণ দেবরাজ ইন্দ্র হাসতে হাসতে ভল্ল নামক অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেই বাণগুলি প্রতিহত করেছিলেন। ইন্দ্রের অতি সুনিপুণ সামরিক কার্য দর্শন করে, বলি মহারাজ তাঁর ক্রোধ সংবরণ করতে পারেননি। তাই তিনি তখন শক্তি নামক উল্কার মতো এক প্রজ্বলন্ত অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বলির হাতে থাকতে থাকতেই ইন্দ্র

সেই অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তারপর, বলি মহারাজ একের পর এক শূল, প্রাস, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেগুলি খণ্ড খণ্ড করেছিলেন।"

"হে রাজন্, বলি মহারাজ তখন অন্তর্হিত হয়ে আসুরী মায়া সৃষ্টি করেছিলেন। সেই মায়ার প্রভাবে তখন দেবসৈনিকদের মাথার উপর এক বিশাল পর্বত আবির্ভূত হয়েছিল। সেই পর্বত থেকে দাবানলে দগ্ধ বিশাল বৃক্ষসমূহ, পরশুর ন্যায় তীক্ষ্ণ অগ্রবিশিষ্ট পাথরের খণ্ডসমূহ দেবসৈনিকদের উপর পতিত হয়ে তাঁদের মস্তক চূর্ণ করতে লাগল। বৃশ্চিক, বিশাল সর্প এবং অন্যান্য বহু বিষাক্ত জন্তু, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ এবং বিশাল হস্তীসমূহ দেবসেনাদের উপর পতিত হয়ে সব কিছু চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগল। শত শত বিবস্ত্রা রাক্ষসী এবং রাক্ষসেরা শূলহস্তে সেখানে আবির্ভূত হয়ে চিৎকার করতে লাগল, "ছেদন কর! বিদ্ধ কর!" তখন আকাশে প্রবল বায়ু তাড়িত হয়ে ভয়ঙ্কর মেঘ আবির্ভূত হয়েছিল। বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে সেই মেঘ থেকে অঙ্গার বর্ষিত হতে লাগল। বলি মহারাজের সৃষ্ট এক মহা সংহারক অগ্নি দেবতাদের সৈন্যদের দগ্ধ করতে লাগল। অতি প্রচণ্ড বায়ু সহ সেই অগ্নি সংবর্তক নামক প্রলয়কালীন অগ্নির মতো ভয়ঙ্কর ছিল। তারপর সর্বদিকে প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উত্থিত সমুদ্রের তরঙ্গ এবং আবর্ত দৃষ্ট হয়েছিল। যুদ্ধে যখন মহা মায়াবী দানবেরা এইভাবে অদৃশ্য থেকে বিবিধ মায়া সৃষ্টি করতে লাগল, তখন দেবসৈনিকেরা বিষণ্ণ হয়েছিলেন।"

"হে রাজন্, দেবতারা যখন অসুরদের সেই মায়ার প্রতিকারের কোন উপায় দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ভগবানের ধ্যান করেছিলেন এবং বিশ্বস্রষ্টা ভগবান সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গরুড়ের স্কন্ধে পাদপদ্মযুগল বিন্যস্ত করে পীতবসন, নব বিকশিত পদ্মপলাশলোচন ভগবান তাঁর আট হাতে আটটি অস্ত্র ধারণ করে শ্রী, কৌস্তুভ, মহামূল্যবান কিরীট ও মনোহর কুণ্ডলে শোভিত হয়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন। জাগ্রত হলে যেমন দুঃস্বপ্ন দূর হয়ে যায়, তেমনই যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান প্রবেশ করা মাত্রই তাঁর অপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে অসুরদের কূটকর্মজনিত মায়া বিলীন হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, ভগবানকে স্মরণ করার ফলেই সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।"

"হে রাজন্, সিংহবাহন কালনেমি গরুড়বাহন ভগবানকে যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শনপূর্বক তার শূল ঘূর্ণন করে গরুড়ের মস্তকের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিল। ত্রিলোকেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সেই শূল অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে, সেই অস্ত্র দ্বারাই কালনেমিকে তার বাহন সিংহ সহ সংহার করেছিলেন। তারপর ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা মালী এবং সুমালী নামক দুই অতি বলবান অসুরদের মস্তক ছিন্ন করে সংহার করেছিলেন। তারপর মাল্যবান নামক অন্য একটি অসুর ভগবানকে আক্রমণ করেছিল। তার অতি তীক্ষ্ণ গদা নিয়ে সিংহের মতো গর্জন করতে করতে সেই অসুরটি পক্ষিরাজ গরুড়কে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু আদি পুরুষ ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা সেই শত্রুটির মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।"

একাদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যকুল সংহার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পরম কৃপায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবতারা যে সমস্ত অসুরেরা পূর্বে তাঁদের পরাজিত করেছিল, তাদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করেছিলেন। পরম শক্তিমান ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলি

মহারাজকে হত্যা করার জন্য তাঁর হাতে বজ্র গ্রহণ করেছিলেন, তখন অসুরেরা 'হায়, হায়!' বলে বিলাপ করতে শুরু করেছিল। মনস্বী এবং উৎসবসজ্জায় সুসজ্জিত বলি মহারাজ যখন মহান যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন বজ্রপাণি ইন্দ্র বলি মহারাজকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'ওরে মূঢ়, নটী ব্যক্তি যেমন শিশুর চোখ বেঁধে তার ধন অপহরণ করে নেয়, তেমনই তুই মায়ার দ্বারা আমাদের পরাজয় করার চেষ্টা করেছিস, যদিও তুই জানিস যে আমরা ঐ সমস্ত মায়ার অধীশ্বর। যে সমস্ত মূর্খেরা যোগশক্তি অথবা জড় উপায়ের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, অথবা স্বর্গলোক অতিক্রম করে চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হতে চায় অথবা মুক্তিলাভ করতে চায়, আমি তাদের পাতাল থেকেও অধঃলোকে নিক্ষেপ করি। আজ, সেই শক্তিমান পুরুষ আমি শতপর্ব সমন্বিত বজ্রের দ্বারা তোর দেহ থেকে তোর মস্তক ছিন্ন করব। যদিও তুই বহু মায়া সৃষ্টি করতে পারিস, তবুও তুই অল্পবুদ্ধি। এখন তোর আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধব সহ এই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার চেষ্টা কর।'"

বলি মহারাজ উত্তর দিলেন—"এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাদের কর্ম অনুসারে তারা কীর্তি, জয়, পরাজয় এবং মৃত্যু ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হবে। কালের গতি দর্শন করে বিবেকী ব্যক্তিরা বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য হর্ষিত হন না অথবা শোক করেন না। তাই, তুমি যেহেতু তোমার জয়ের কারণে হর্ষিত হচ্ছ, তাই তোমাকে খুব একটা বিজ্ঞ বলে মনে হয় না। তোমরা দেবতারা মনে কর যে তোমরাই জয় এবং পরাজয়ের কারণ। তোমাদের এই মূর্খতায় সাধুরা তোমাদের জন্য শোক করেন। তাই তোমার বাক্য মর্মপীড়াদায়ক হলেও আমি তা গ্রাহ্য করি না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকে তিরস্কার করে বীরমর্দন বলি মহারাজ নারাচ নামক বাণ তাঁর কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে ইন্দ্রকে আঘাত করেছিলেন। তারপর তিনি পুনরায় কঠোর বাক্যে ইন্দ্রকে তিরস্কার করেছিলেন। যেহেতু বলি মহারাজের সেই তিরস্কার যথার্থ ছিল সত্য, তাই দেবরাজ ইন্দ্র দুঃখিত না হয়ে, অঙ্কুশ-আহত হস্তীর মতো তাঁর সেই তিরস্কার সহ্য করেছিলেন। শত্রুদমনকারী ইন্দ্র যখন বলি মহারাজকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অব্যর্থ বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন বলি মহারাজ ছিন্নপক্ষ পর্বতের মতো তাঁর বিমান সহ ভূতলে পতিত হয়েছিলেন। জম্ভাসুর যখন দেখল, তার সখা বলি ভূপতিত হয়েছে, তখন সে তার বন্ধুর প্রতি সৌহার্দ্য আচরণ করার জন্য তার শত্রু ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। মহাবলবান সিংহবাহন জম্ভাসুর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন করে তার গদার দ্বারা ইন্দ্রের কণ্ঠমূলে প্রবল আঘাত করেছিল। সে ইন্দ্রের হস্তীকেও প্রহার করেছিল। জম্ভাসুরের গদার আঘাতে ইন্দ্রের হস্তী অত্যন্ত ব্যথিত এবং ব্যাকুলিত হয়ে জানুর দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করে মূর্ছা প্রাপ্ত হয়েছিল। তারপর ইন্দ্রের সারথি মাতলি সহস্র অশ্ব যোজিত ইন্দ্রের রথ নিয়ে এসেছিল। ইন্দ্র তখন তাঁর হস্তী পরিত্যাগ করে রথে আরোহণ করেছিলেন। মাতলির সেবার প্রশংসা করে অসুরশ্রেষ্ঠ জম্ভাসুর হেসেছিল। তবুও সে তার জ্বলন্ত শূলের দ্বারা মাতলিকে আঘাত করেছিল। সেই বেদনা দুঃসহ হলেও মাতলি ধৈর্য অবলম্বন করে সেই আঘাত সহ্য করেছিল, কিন্তু ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রাঘাতে জম্ভাসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।"

"নারদ মুনি যখন জম্ভাসুরের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের জম্ভাসুরের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন নমুচি, বল এবং পাক নামক তিনজন অসুর শীঘ্রই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল। মর্মভেদী নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রের মর্মস্থল বিদ্ধ করে এই অসুরেরা বর্ষার মেঘ যেভাবে পর্বতকে আচ্ছাদিত করে, ঠিক সেইভাবে বাণ বর্ষণ করে ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করেছিল। বল অসুর ক্ষিপ্র হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সামলে নিয়ে, ইন্দ্রের এক হাজার অশ্বকে একই সময়ে ততগুলি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে আহত করেছিল। পাক নামক আর এক অসুর দুইশত বাণ যুগপৎ ধনুকে যোজন এবং মোচন করে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ রথ এবং মাতলি উভয়কে পৃথকভাবে আবৃত করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই কীর্তিটি সত্যিই অত্যন্ত অদ্ভুত হয়েছিল। তারপর নমুচি নামক আর একটি অসুর জলপূর্ণ মেঘের মতো গর্জনকারী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী পনেরটি স্বর্ণপক্ষযুক্ত বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করেছিল। অন্য অসুরেরা নিরন্তর বাণ বর্ষণের দ্বারা ইন্দ্রকে তাঁর রথ এবং সারথি সহ বর্ষাকালের

সূর্যের মতো আক্রমণ করেছিল। দেবতারা তাঁদের শত্রুদের দ্বারা প্রবলভাবে পর্যুদস্ত হয়ে এবং ইন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁরা অকস্মাৎ আশ্রয়বিহীন ভগ্নপোত বণিকদের মতো বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর ইন্দ্র নিজেকে শত্রুজালের পঞ্জর থেকে মুক্ত করে তাঁর রথ, অশ্ব, ধ্বজা এবং সারথি সহ নির্গত হয়ে, রাত্রিশেষে সূর্যের মতো দীপ্ত তেজে আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত দিক কিরণিত করে শোভা পেতে লাগলেন। বজ্রধর ইন্দ্র তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের দ্বারা অত্যন্ত নিপীড়িত দর্শন করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুদের হত্যা করার জন্য বজ্র উত্তোলন করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা বল এবং পাকের মস্তক তাদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগামীদের সমক্ষে ছেদন করেছিলেন। তার ফলে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। হে রাজন্‌, বল এবং পাকের মৃত্যু দর্শন করে আর এক অসুর নমুচি অত্যন্ত শোকাবিষ্ট ও বিক্ষোভযুক্ত হয়েছিল। তার ফলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে ইন্দ্রকে বধ করার বহু চেষ্টা করতে লাগল। ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহের মতো গর্জন করতে করতে নমুচি অসুর ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শূল গ্রহণপূর্বক চিৎকার করে বলেছিল, 'তুই এখন নিহত হলি!' এইভাবে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি তার অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল।"

"হে রাজন্‌, দেবরাজ ইন্দ্র যখন সেই অত্যন্ত শক্তিশালী শূলটিকে জ্বলন্ত উল্কার মতো পতিত হতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর বাণের দ্বারা সেটি খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর বজ্রের দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করার জন্য তার গ্রীবাদেশে আঘাত করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যদিও মহাবেগে সেই বজ্র নমুচির প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, তবুও তার ত্বক পর্যন্ত তা ভেদ করতে পারেনি। যে বজ্র বৃত্রাসুরের দেহও ভেদ করেছিল, তা যে নমুচির গলার ত্বক পর্যন্ত ভেদ করতে পারল না, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। ইন্দ্র তাঁর বজ্রকে শত্রুর দ্বারা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলেন তা কোনও দৈব শক্তির প্রভাবে ঘটেছিল কি না।"

ইন্দ্র ভাবলেন—"পূর্বে, অনেক পর্বত যখন তাদের পাখার সাহায্যে আকাশে উড়ত এবং ভূতলে পতিত হয়ে প্রজাদের বিনাশ সাধন করত, তখন আমি এই বজ্রের দ্বারা তাদের পক্ষচ্ছেদন করেছিলাম। বৃত্রাসুর ছিলেন ত্বষ্টার তপস্যার সারস্বরূপ, তবুও এই বজ্র তাঁকে সংহার করেছিল। বস্তুতপক্ষে, কেবল তিনিই নন, অন্য বহু বীর যাঁদের ত্বক পর্যন্ত অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা আহত হত না, তাঁরা সকলেই এই বজ্রের দ্বারা নিহত হয়েছেন। কিন্তু এখন, সেই বজ্র এক তুচ্ছ অসুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিহত হল। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রের মতো হলেও তা এখন একটি সাধারণ দণ্ডের মতো অকিঞ্চিৎকর হয়েছে। তাই আমি আর এই বজ্র গ্রহণ করব না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইন্দ্র যখন এইভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে শোক করছিলেন, তখন একটি দৈববাণী হয়েছিল, "এই অসুর নমুচি কোন শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তুর দ্বারা নিহত হবে না।"

সেই কণ্ঠস্বর বলল, "হে ইন্দ্র, যেহেতু আমি এই অসুরকে বর দিয়েছি যে শুষ্ক অথবা আর্দ্র কোন অস্ত্রের দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, তাই তাকে হত্যা করার জন্য তোমাকে অন্য কোন উপায় চিন্তা করতে হবে।"

"সেই দৈববাণী শুনে, কিভাবে সেই অসুরকে বধ করা যায় সেই কথা ইন্দ্র সমাহিত চিত্তে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তিনি দেখলেন যে ফেনা হচ্ছে তার উপায়, কারণ তা শুষ্কও নয় এবং আর্দ্রও নয়। এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্র শুষ্কও নয় এবং আর্দ্রও নয় এই প্রকার ফেনার অস্ত্রের দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করেছিলেন। তখন সমস্ত ঋষিরা সেই মহাপুরুষ ইন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হয়ে পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন এবং মালার দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করেছিলেন। বিশ্বাবসু এবং পরাবসু নামক দুই গন্ধর্ব-প্রধান পরম আনন্দে গান করতে লাগলেন, দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল এবং অপ্সরাগণ মহা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। সিংহ যেভাবে মৃগসমূহকে বিনাশ করে, সেইভাবে বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা প্রতিপক্ষ অসুরদের বধ করতে লাগলেন। হে রাজন্‌, ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে দানবকুল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে চলেছে, তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে পাঠিয়েছিলেন। নারদ দেবতাদের দানব বিনাশ থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।"

দেবর্ষি নারদ বললেন—"তোমরা দেবতারা নারায়ণের বাহু দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাঁর কৃপায় তোমরা অমৃত লাভ করেছ। লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় তোমরা সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যশালী হয়েছ। অতএব এই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীনারদ মুনির বাণী মেনে নিয়ে দেবতারা তাঁদের ক্রোধ সংবরণ করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। তারপর তাঁদের অনুগামীদের দ্বারা বন্দিত হয়ে তাঁরা স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুরেরা অবশিষ্ট ছিল, তারা নারদ মুনির আদেশে মরণাপন্ন বলি মহারাজকে অস্তগিরি নামক পর্বতে নিয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত দানব সৈন্যদের মস্তক, দেহ এবং অঙ্গ একেবারে বিনষ্ট হয়নি, সেই পর্বতে শুক্রাচার্য তাদের সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা পুনর্জীবিত করেছিলেন। বলি মহারাজ জগতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি যখন শুক্রাচার্যের কৃপায় তাঁর ইন্দ্রিয় এবং স্মৃতি ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি হয়েছিল। তাই যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিষাদগ্রস্ত হননি।"

দ্বাদশ অধ্যায়

মোহিনীমূর্তির শিব বিমোহন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান শ্রীহরি স্ত্রীরূপ ধারণ করে অসুরদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছেন, সেই কথা শুনে বৃষধ্বজ মহাদেব উমা সহ ভূতগণ পরিবৃত হয়ে ভগবান শ্রীমধুসূদন যেখানে অবস্থান করেন, সেখানে তাঁর মোহিনীরূপ দর্শন করার জন্য গমন করেছিলেন। উমা সহ মহাদেবকে ভগবান সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। মহাদেব সুখে উপবেশনপূর্বক ভগবানের পূজা করে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'হে দেবদেব, হে জগদ্ব্যাপী, হে জগদীশ, হে জগন্ময়, আপনি সমস্ত বস্তুর মূল নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। আপনি জড় নন। বস্তুতপক্ষে, আপনি সমস্ত চেতনের আত্মা বা পরমাত্মা। অতএব, আপনি পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা। হে ভগবান, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অহঙ্কার এবং এই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত সবই আপনার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আপনি পরম সত্য, পরমাত্মা এবং পরমব্রহ্ম, তাই জন্ম, মৃত্যু এবং স্থিতি প্রভৃতির পরিবর্তন আপনার মধ্যে নেই। জীবনের চরম লক্ষ্য লাভের অভিলাষী এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জড় বাসনা রহিত শুদ্ধ ভক্তরা মহাত্মাগণ নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন।'"

"হে প্রভু, আপনি পরমব্রহ্ম, সর্বতোভাবে পূর্ণ। সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় হওয়ার ফলে আপনি নিত্য, জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত এবং পূর্ণ আনন্দময়। প্রকৃতপক্ষে আপনার শোকের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, তাই আপনাকে ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবুও আমরা কার্য-কারণ সম্পর্কে আপনার থেকে ভিন্ন, কারণ এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কার্য এবং কারণ ভিন্ন। আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের আদি কারণ এবং আপনি সমস্ত জীবকে বর প্রদান করেন। সকলেই তাদের কর্মের ফলের জন্য আপনার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আপনি সর্বদাই স্বতন্ত্র। হে ভগবান, আপনি কার্য এবং কারণস্বরূপ। তাই, আপনি দুইরূপে প্রতীত হলেও

আপনি এক। স্বর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার এবং স্বর্ণখনির মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য নেই, তেমনই কার্য এবং কারণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; তারা উভয়েই এক। অজ্ঞানতাবশতই মানুষ ভেদ কল্পনা করে থাকে। আপনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং যেহেতু সমস্ত জগৎ আপনারই সৃষ্টি এবং আপনাকে ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তাই তা আপনার চিন্ময় গুণের পরিণাম। অতএব ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যার ধারণা ভ্রান্ত। বৈদান্তিক নামে পরিচিত নির্বিশেষবাদীরা আপনাকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে মনে করে। মীমাংসক নামক অন্য দার্শনিকেরা আপনাকে ধর্ম বলে মনে করে। সাংখ্য দার্শনিকেরা আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত এবং সমস্ত দেবতাদেরও নিয়ন্তা পরম পুরুষ বলে মনে করেন। ভক্তিমার্গ অনুসরণকারী পাঞ্চরাত্রিকেরা আপনাকে নবশক্তি সমন্বিত বলে মনে করেন এবং পতঞ্জলি মুনির অনুগামী পাতঞ্জল দার্শনিকেরা আপনাকে পরম স্বতন্ত্র, অসমোর্ধ্ব ভগবান বলে মনে করেন। হে ভগবান, আমি মহাদেব, ব্রহ্মা, মরীচি আদি ঋষিগণ সত্ত্বগুণে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আপনার মায়ার দ্বারা বিমোহিত এবং এই জগৎ যে কি তা বুঝতে পারি না। সুতরাং অসুর, মানুষ আদি অন্য সমস্ত জীবেরা, যারা জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণে (রজ ও তমোগুণে) রয়েছে, তাদের কথা আর কি বলার আছে? তারা কিভাবে আপনাকে জানতে পারবে? হে ভগবান, আপনি সাক্ষাৎ পরম জ্ঞান। আপনি এই জগৎ সম্বন্ধে এবং তার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে সব কিছু জানেন। জীবের যে সমস্ত প্রচেষ্টা এই জড় জগতে তার বন্ধন অথবা মুক্তির কারণ, তা সবই আপনি জানেন। বায়ু যেমন বিশাল আকাশে প্রবেশ করে আবার সেই সঙ্গে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত শরীরেও প্রবেশ করে, আপনিও তেমন সর্বত্রই বিরাজমান এবং তাই আপনি সব কিছু জানেন।"

"হে ভগবান, আপনার চিন্ময় গুণের প্রভাবে আপনি যে সমস্ত অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েছেন তা সবই আমি দর্শন করেছি, কিন্তু সম্প্রতি আপনি যে এক অপরূপ সুন্দরী রমণীরূপ গ্রহণ করেছিলেন, তা আমি দর্শন করতে ইচ্ছা করি। হে ভগবান! যে রূপের দ্বারা আপনি দৈত্যদের সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছিলেন, আমরা সেই রূপ দর্শন করার বাসনায় এখানে এসেছি। সেই রূপ দর্শন করার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শূলপাণি মহাদেব এইভাবে প্রার্থনা করলে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হেসে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মহাদেবকে বললেন, 'অসুরেরা যখন অমৃতভাণ্ড অপহরণ করেছিল, তখন আমি এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণপূর্বক তাদের মোহিত করে দেবতাদের কার্যসিদ্ধি করেছিলাম। হে সুরশ্রেষ্ঠ, যেহেতু আপনি ইচ্ছা করেছেন, তাই আমি আপনাকে কামার্ত ব্যক্তিদের অত্যন্ত আদরণীয় আমার সেই রূপ দেখাব।' "

"এই কথা বলতে বলতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন এবং মহাদেব উমা সহ চতুর্দিকে তাঁর চক্ষু সঞ্চালন করে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। তারপর, নানাবিধ ফুল এবং অরুণবর্ণ পত্রযুক্ত বৃক্ষশোভিত নিকটবর্তী একটি উপবনে মহাদেব এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখলেন। তাঁর নিতম্বদেশ উজ্জ্বল বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং মেখলা শোভিত। সেই কন্দুকের অবক্ষেপণ এবং উৎক্ষেপণ করে সেই রমণীটি যখন খেলছিলেন, তখন তাঁর স্তনযুগল কম্পিত হচ্ছিল এবং তাঁর সেই স্তনের ভারে এবং ভারী পুষ্পমালার ভারে মনে হচ্ছিল তাঁর দেহের মধ্যভাগ যেন প্রতি পদক্ষেপে ভগ্ন হয়ে যাবে, এইভাবে তিনি তাঁর প্রবালতুল্য কোমল চরণ ইতস্তত সঞ্চালন করছিলেন। সেই রমণীর মুখমণ্ডল আয়ত, সুন্দর, চঞ্চল চক্ষুর দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং তাঁর সেই নয়নযুগল কন্দুকের উৎক্ষেপণ এবং অবক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিত হচ্ছিল। দুটি অতি উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল তাঁর উজ্জ্বল গণ্ডদেশকে নীলাভ প্রতিবিম্বের দ্বারা সুশোভিত করেছিল এবং তাঁর এলোমেলো কেশরাশি তাঁর মুখমণ্ডলকে আরও দর্শনীয় করে তুলেছিল। সেই কন্দুক নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁর পরনের শাড়ি শ্লথ হয়েছিল এবং তাঁর কেশ স্খলিত হয়েছিল। তিনি তাঁর সুন্দর বাম হস্তের দ্বারা তাঁর কেশ বন্ধনের চেষ্টা করছিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে কন্দুকে আঘাত করে সেই কন্দুকটি নিয়ে খেলা করছিলেন। এইভাবে ভগবান তাঁর আত্মমায়ার দ্বারা সারা জগৎ বিমোহিত করেছিলেন।"

"মহাদেব যখন সুন্দরী রমণীটিকে কন্দুক নিয়ে খেলা করতে দেখছিলেন, তখন সেই রমণীও তাঁর প্রতি কখনও কখনও দৃষ্টিপাত করছিলেন এবং লজ্জায় ঈষৎ হেসেছিলেন। সেই সুন্দরী রমণীকে নিরীক্ষণ করে এবং সেই রমণীকে প্রতিনিরীক্ষণ করতে দেখে মহাদেব তাঁর পরমা সুন্দরী পত্নী উমা এবং নিকটস্থ তাঁর পার্ষদদের বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁর হাত থেকে কন্দুকটি যখন দূরে পতিত হল, তখন সেই রমণী তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। তখন মহাদেবের সমক্ষেই বায়ু হঠাৎ কাঞ্চি সহ তাঁর কটিদেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মহাদেব দেখলেন, সেই রমণীর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর এবং সেই সুন্দরী রমণীও তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাই সেই রমণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বলে মনে করে, মহাদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন। সেই রমণীর সঙ্গে রমণ করার বাসনায় শিব তাঁর জ্ঞান হারিয়ে তাঁকে পাওয়ার জন্য এমনই উন্মত্ত হয়েছিলেন যে, ভবানীর সমক্ষেই তিনি নির্লজ্জভাবে সেই সুন্দরীর কাছে গিয়েছিলেন। সেই সুন্দরী রমণী ইতিমধ্যেই বিবস্ত্রা হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি যখন দেখলেন শিব তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হাসতে হাসতে বৃক্ষের অন্তরালে লুকিয়েছিলেন; তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেননি। মহাদেবের ইন্দ্রিয় তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। কামার্ত হস্তী যেভাবে হস্তিনীর প্রতি ধাবিত হয়, মহাদেবও ঠিক সেইভাবে সেই সুন্দরীর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাঁর পশ্চাতে ধাবিত হয়ে, মহাদেব সেই সুন্দরীর চুলের বেণী ধরে তাঁকে কাছে টেনে এনেছিলেন এবং অনিচ্ছুক হলেও তাঁকে তাঁর বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করেছিলেন।"

"হে রাজন্, হস্তীর দ্বারা আলিঙ্গিতা হস্তিনীর মতো সেই ভগবানের যোগমায়া নির্মিত স্থূল নিতম্বিনী সুন্দরী মহাদেবের দ্বারা আলিঙ্গিতা হয়ে, আলুলায়িত কেশে মহাদেবের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে দ্রুতবেগে পলায়ন করলেন। কামবাণ দ্বারা বাণবিদ্ধ হয়ে শিব যেন অদ্ভুতকর্মা মোহিনীরূপী বিষ্ণুর পথ অনুসরণ করতে লাগলেন। মত্ত হস্তী যেমন ঋতুমতী হস্তিনীর অনুগমন করে, অমোঘবীর্য মহাদেবও তেমন সেই সুন্দরীর অনুসরণ করতে লাগলেন এবং তখন তাঁর বীর্য স্খলিত হয়েছিল। হে রাজন্, পৃথিবীর যে যে স্থানে মহাত্মা শিবের বীর্য পতিত হয়েছিল, সেই সেই স্থান স্বর্ণ এবং রৌপ্য খনিতে পরিণত হয়েছিল। মোহিনীকে অনুসরণ করতে করতে শিব নদী, সরোবর, পর্বত, বন ও উপবনে এবং যেখানে ঋষিগণ অবস্থান করতেন, সেই সমস্ত স্থানে গিয়েছিলেন।"

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেবের বীর্য সম্পূর্ণরূপে স্খলিত হলে, তিনি দেখেছিলেন কিভাবে তিনি ভগবানের মায়ার বশীভূত হয়েছেন। তখন তিনি সেই মোহ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শিব নিজের এবং অনন্ত শক্তিমান ভগবানের স্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহিনীশক্তি যে তাঁকে এইভাবে মোহিত করেছিল, সেই জন্য তিনি একটুও আশ্চর্য হননি। শিবকে বিচলিত এবং লজ্জিত না হতে দেখে ভগবান মধুসূদন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর স্বরূপ ধারণ করে বলতে লাগলেন, 'হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনি যদিও আমার স্ত্রীরূপী মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছেন, তবুও আপনি আপনার স্থিতিতেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন। অতএব, সর্বতোভাবে আপনার কল্যাণ হোক। হে শম্ভু, এই জড় জগতে আপনি ছাড়া আমার মায়াকে কে অতিক্রম করতে পারে? জীবেরা সাধারণত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এবং তার প্রভাবের দ্বারা পরাভূত। বস্তুতপক্ষে, তাদের পক্ষে মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। এই বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়া, যে সৃষ্টিকার্যে আমার সহায়তা করে এবং যে প্রকৃতির তিনগুণে প্রকাশিত, সে আর আপনাকে মোহিত করতে পারবে না।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিত হয়ে মহাদেব তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে মহাদেব তাঁর পার্ষদ সহ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হে ভারত, তারপর শিব সমস্ত মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত বিষ্ণুর শক্তিরূপা তাঁর পত্নী ভবানীকে সম্বোধন করে আনন্দ সহকারে বলতে লাগলেন, 'হে দেবী, তুমি জন্মরহিত পরমেশ্বর ও পরম পুরুষ ভগবানের মায়া দর্শন করলে। যদিও আমি তাঁর

অংশাবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তবুও আমি তাঁর মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছি। অতএব যারা সম্পূর্ণরূপে মায়ার আশ্রিত, তাদের আর কি কথা। এক হাজার বছর যোগ অনুষ্ঠান করার পর আমি যখন নিবৃত্ত হয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি কার ধ্যান করছিলাম ইনিই সেই পুরাণ পুরুষ, যাঁর মধ্যে কাল প্রবেশ করতে পারে না এবং যাঁকে বেদ জানতে পারে না।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের সময় যিনি তাঁর পৃষ্ঠে বিশাল মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন, শার্ঙ্গধন্বা সেই ভগবানের পরাক্রমের কথা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম। ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের এই বর্ণনা যিনি নিরন্তর শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তাঁর প্রচেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। বস্তুতপক্ষে, ভগবানের মহিমা কীর্তনই এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করে। যিনি যুবতীর রূপ ধারণপূর্বক অসুরদের মোহিত করে, ক্ষীরসমুদ্রের মন্থনের ফলে উৎপন্ন অমৃত দেবতাদের পান করিয়েছিলেন, ভক্ত বাসনাপূর্ণকারী সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাবী মনুদের বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বর্তমান মনু হচ্ছেন সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব। এই শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু। আমি এখন তাঁর পুত্রদের কথা বর্ণনা করছি, শ্রবণ করুন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মনুর দশ পুত্র যথাক্রমে ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ এবং সপ্তম পুত্র দিষ্ট নামে প্রসিদ্ধ। তারপর তরূষ ও পৃষধ্র এবং দশম পুত্র বসুমান। হে রাজন, এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঋভুগণ দেবতা। পুরন্দর তাঁদের ইন্দ্র। কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ—এঁরা সপ্তর্ষি বলে বর্ণিত। ভগবান এই মন্বন্তরে কশ্যপ এবং অদিতির পুত্ররূপে আদিত্যদের মধ্যে কনিষ্ঠতম বামনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি সংক্ষেপে আপনার কাছে সপ্ত মন্বন্তরের বিবরণ বললাম। এখন আমি বিষ্ণুর অবতার সহ ভবিষ্যৎ মনুদের কথা বলব।"

"হে রাজন, আমি পূর্বে (ষষ্ঠ স্কন্ধে) সংজ্ঞা এবং ছায়া নামক বিশ্বকর্মার দুই কন্যার কথা বলেছি। তাঁরা ছিলেন বিবস্বানের প্রথম দুই পত্নী। কেউ কেউ বলেন, সূর্যের তৃতীয় পত্নীর নাম বড়বা। এই তিন পত্নীর মধ্যে সংজ্ঞার তিনটি সন্তান—যম, যমী এবং শ্রাদ্ধদেব। এখন আমি ছায়ার সন্তানদের কথা বর্ণনা করব। ছায়ার সাবর্ণি নামে এক পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা হয়। তপতী পরে সংবরণ নামক রাজার পত্নী হন। ছায়ার তৃতীয় সন্তান শনৈশ্চর (শনি)। বড়বার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।"

"হে রাজন, অষ্টম মন্বন্তর আগত হলে মনু হবে সাবর্ণি। নির্মোক, বিরজস্ক প্রভৃতি সেই সাবর্ণি মনুর পুত্র হবেন। অষ্টম মন্বন্তরে সুতপা, বিরজা, অমৃতপ্রভ প্রভৃতি দেবতা হবেন। বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ দেবতাদের রাজা ইন্দ্র হবেন। বলি মহারাজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমি দান করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি ত্রিভুবন হারিয়েছিলেন। কিন্তু বলি মহারাজ তাঁকে সব কিছু দান করায় ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন বলে, পরে বলি মহারাজ জীবনের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হবেন। ভগবান গভীর প্রীতি সহকারে বলিকে বন্ধন করে, স্বর্গলোকের থেকেও অধিক ঐশ্বর্য সমন্বিত সুতললোকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। বলি মহারাজ এখন সেখানে ইন্দ্রের থেকেও অধিক সুখে অবস্থান করছেন। হে রাজন, অষ্টম মন্বন্তরে গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমাদের পিতা নারায়ণের অবতার ব্যাসদেব, এই সাতজন মহাত্মা সপ্তর্ষি হবেন। এখন তাঁরা সকলেই তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করছেন। অষ্টম মন্বন্তরে পরম শক্তিমান ভগবান সার্বভৌম দেবগুহ্যের পুত্ররূপে সরস্বতীর গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তিনি পুরন্দরের (দেবরাজ ইন্দ্রের) কাছ থেকে স্বর্গ হরণ করে বলিকে প্রদান করবেন।"

"হে রাজন, নবম মন্বন্তরে বরুণের পুত্র দক্ষসাবর্ণি মনু হবেন। ভূতকেতু, দীপ্তকেতু প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবে। এই নবম মন্বন্তরে পার, মরীচিগর্ভ প্রভৃতি দেবতা হবেন। অদ্ভুত হবেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। ভগবানের অংশাবতার ঋষভদেব আয়ুষ্মানের পুত্ররূপে অম্বুধারার গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তিনি অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করাবেন।"

"উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু হবেন। ভূরিষেণ প্রভৃতি তাঁর পুত্র এবং হবিষ্মান প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ সপ্তর্ষি হবেন। হবিষ্মান, সুকৃত, সত্য, জয়, মূর্তি প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। সুবাসন, বিরুদ্ধ প্রভৃতি দেবতা এবং শম্ভু তাঁদের রাজা ইন্দ্র হবেন। বিশ্বসৃষ্টির গৃহে বিষূচীর গর্ভে ভগবানের অংশাবতার বিষ্বক্সেন নামে অবতীর্ণ হবেন। তিনি শম্ভুর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করবেন।"

"একাদশ মন্বন্তরে মনু হবেন আত্মতত্ত্বজ্ঞ ধর্মসাবর্ণি। সত্যধর্ম আদি তাঁর দশটি সন্তান হবে। এই মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কামগম, নির্বাণরুচি প্রভৃতি দেবতা হবেন। দেবরাজ ইন্দ্র হবেন বৈধৃত এবং অরুণ আদি সপ্তর্ষি হবেন। আর্যকের পুত্র ধর্মসেতু নামে ভগবানের অংশাবতার আর্যকের পত্নী বৈধৃতার গর্ভে আবির্ভূত হয়ে এই মন্বন্তরে ত্রিভুবন পালন করবেন।"

"হে রাজন, দ্বাদশ মনু হবেন রুদ্রসাবর্ণি। দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবেন। এই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম হবে ঋতধামা এবং হরিত আদি দেবতা হবেন। তপোমূর্তি, তপস্বী, আগ্নীধ্রক প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। ভগবানের অংশাবতার স্বধামা সুনৃতা নামক মাতা এবং সত্যসহা নামক পিতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি সেই মন্বন্তর পালন করবেন।"

"আত্মতত্ত্বজ্ঞ দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু হবেন। চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি তাঁর পুত্র হবেন। ত্রয়োদশ মন্বন্তরে সুকর্ম, সুত্রামা প্রভৃতি দেবতা হবেন। দিবস্পতি হবেন স্বর্গের রাজা এবং নির্মোক, তত্ত্বদর্শ আদি সপ্তর্ষি হবেন। দেবহোত্রের পুত্ররূপে যোগেশ্বর নামে ভগবানের অংশাবতার বৃহতীর গর্ভে আবির্ভূত হবেন। তিনি দিবস্পতির কল্যাণের কার্য সম্পাদন করবেন।"

"চতুর্দশ মনুর নাম হবে ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, বুধ প্রভৃতি তাঁর সন্তান হবেন। পবিত্র, চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা হবেন। শুচি হবেন দেবরাজ ইন্দ্র। অগ্নি, বাহু, শুচি, শুদ্ধ, মাগধ আদি মহাতপস্বীগণ সপ্তর্ষি হবেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, চতুর্দশ মন্বন্তরে ভগবান সত্রায়ণের পুত্ররূপে বিতানার গর্ভে আবির্ভূত হবেন। বৃহদ্ভানু নামে বিখ্যাত হয়ে এই অবতার আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করবেন। হে রাজন, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কালচক্রে আবির্ভূত চতুর্দশ মনুর বর্ণনা আমি আপনার কাছে করলাম। এই চতুর্দশ মনুর শাসনকাল এক সহস্র চতুর্যুগ। একে বলা হয় কল্প বা ব্রহ্মার একদিন।"

চতুর্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ভগবান্, হে শুকদেব গোস্বামী, প্রতি মন্বন্তরে মনু আদি যাঁরা যাঁরা যে যে কর্মে যেভাবে নিযুক্ত হন, তা আমাকে বলুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, সমস্ত মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্রগণ এবং সমস্ত দেবতারাই পরম পুরুষ ভগবানের যজ্ঞ প্রভৃতি অবতারদের দ্বারা নিয়োজিত হন। হে রাজন্, আমি পূর্বেই যজ্ঞ আদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের বর্ণনা করেছি। মনু এবং অন্যেরা এই অবতারদের দ্বারা মনোনীত হয়ে, তাঁদের নির্দেশনায় ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। প্রতি চতুর্যুগের অন্তে মহান ঋষিগণ কালক্রমে সনাতন ধর্ম লুপ্তপ্রায় হতে দেখে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। হে রাজন্, তারপর মনুগণ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে পূর্ণরূপে নিযুক্ত হয়ে চতুষ্পাদ ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। যজ্ঞের ফল ভোগ করার জন্য প্রজাপালকগণ অর্থাৎ মনুর পুত্র এবং পৌত্রেরা মন্বন্তরের অবসান পর্যন্ত ভগবানের নির্দেশ পালন করেন। দেবতারাও সেই সমস্ত যজ্ঞের অংশ প্রাপ্ত হন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে এবং তার ফলে অসীম ঐশ্বর্য ভোগ করে সমস্ত লোকে যথেষ্ট বারি বর্ষণ করেন এবং ত্রিভুবনের সমস্ত জীবদের পালন করেন। প্রতিটি যুগে ভগবান শ্রীহরি সনকাদি সিদ্ধদের রূপ ধারণ করে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, যাজ্ঞবল্ক্য আদি ঋষিরূপ ধারণ করে কর্মের শিক্ষা দেন এবং দত্তাত্রেয় আদি মহাযোগীর রূপ ধারণ করে যোগ শিক্ষা দেন। প্রজাপতি মরীচিরূপে ভগবান প্রজাসৃষ্টি করেন, রাজারূপে তিনি দস্যু-তস্করদের বধ করেন এবং কালরূপে তিনি সব কিছু সংহার করেন। জড় জগতের সমস্ত গুণ ভগবানেরই গুণ বলে বুঝতে হবে। মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে জনসাধারণ বিভিন্ন প্রকার গবেষণা এবং দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা তত্ত্বকে-তত্ত্ব নিরূপণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভগবানকে দেখতে পায় না। এক কল্পে যা ব্রহ্মার একদিনে যে পরিবর্তন হয়, সেগুলিকে বলা হয় বিকল্প। হে রাজন্, সেগুলি আমি আপনার কাছে পূর্বেই বর্ণনা করেছি। ত্রিকালজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে ব্রহ্মার একদিনে চোদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

বলি মহারাজের স্বর্গলোক জয়

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"ভগবান সব কিছুর অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও কেন এক দরিদ্র ব্যক্তির মতো বলি মহারাজের কাছে তিনপদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন এবং সেই প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন? সেই আপাতবিরোধী আচরণের রহস্য জানতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, বলি মহারাজ যখন যুদ্ধে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য এবং প্রাণ হারিয়েছিলেন, তখন ভৃগুমুনির বংশধর শুক্রাচার্য তাঁকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। সেই জন্য মহাত্মা বলি মহারাজ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব বরণ করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে, তাঁর সব কিছু তাঁকে নিবেদন করে তাঁকে সেবা করতে শুরু করেছিলেন। ভৃগু মুনির বংশধর ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রলোক

জয়ের অভিলাষী বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই, তাঁরা বলি মহারাজকে মহা অভিষেকের দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত করে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নিতে যখন ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়েছিল, তখন সেই অগ্নি থেকে স্বর্ণময় ও রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি রথ, ইন্দ্রের অশ্বের মতো পীতবর্ণ কতকগুলি অশ্ব এবং সিংহ চিহ্নিত একটি ধ্বজা উত্থিত হয়েছিল। স্বর্ণখচিত একটি ধনুক, দুটি অক্ষয় তূণীর এবং দিব্য কবচও আবির্ভূত হয়েছিল। বলি মহারাজের পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিকে এমন একটি পুষ্পের মালা দিয়েছিলেন, যা কখনও ম্লান হয় না। শুক্রাচার্য তাঁকে একটি শঙ্খ দান করেছিলেন। বলি মহারাজ এইভাবে ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে সেই বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন এবং তাঁদের কৃপায় যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজকে সম্মানপূর্বক প্রণাম করেছিলেন। তারপর বলি মহারাজ শুক্রাচার্য প্রদত্ত দিব্য রথে আরোহণপূর্বক, সুন্দর মালায় ভূষিত হয়ে, কবচের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করে ধনুক, খড়্গ, তূণ ধারণ করেছিলেন। স্বর্ণবলয় এবং মকর মণির কুণ্ডলে শোভিত হয়ে তিনি যখন রথে উপবেশন করেছিলেন, তখন তিনি অগ্নির মতো শোভা পাচ্ছিলেন। তিনি যখন বল, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে তাঁরই সমান তাঁর সৈন্য এবং সৈন্য যূথপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিল যেন তারা আকাশকে গ্রাস করছিল এবং দৃষ্টির দ্বারা দিকসমূহ দগ্ধ করছিল। এইভাবে অসুর সৈন্যদের সমবেত করে বলি মহারাজ পৃথিবী কম্পিত করতে করতে সমৃদ্ধিশালী ইন্দ্রপুরীতে প্রস্থান করেছিলেন। সেই ইন্দ্রপুরী পত্র, পুষ্প ও ফলের ভারে অবনত দেববৃক্ষসমূহে পূর্ণ নন্দনকাননের মতো অতীব মনোরম উপবন এবং উদ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রমণীয়। সেই সমস্ত উদ্যানগুলি কূজন-পরায়ণ বিহঙ্গ-মিথুন এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরে পূর্ণ। সেই পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয়। হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডবসমূহে সমাকীর্ণ পদ্মসরোবর সমন্বিত সেই সমস্ত উদ্যানে দেবতাদের দ্বারা রক্ষিতা সুন্দরী রমণীরা খেলা করেন। সেই পুরী পরিখারূপ আকাশগঙ্গার দ্বারা এবং অগ্নিবর্ণ উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই প্রাচীরের উপর যুদ্ধস্থানসমূহ নির্মিত ছিল। সেখানকার দরজাগুলি স্বর্ণপাত্রের দ্বারা নির্মিত এবং পুরদ্বারগুলি অপূর্ব সুন্দর স্ফটিকের দ্বারা নির্মিত। সেগুলি বিভিন্ন রাজপথের দ্বারা যুক্ত। সেই সমস্ত পুরীটি নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা। সেই সভা অঙ্গন, বিস্তৃত পথ, সভাগৃহ এবং কোটি কোটি বিমানে পূর্ণ ছিল। সেখানকার চতুষ্পথগুলি ছিল মুক্তাময় এবং সেখানে হীরক ও প্রবাল নির্মিত উপবেশনের স্থান ছিল। নিত্য রূপ এবং যৌবন-সম্পন্না, নির্মল বসনা, রূপবতী রমণীগণ অগ্নিশিখার মতো দীপ্তিশালিনী হয়ে সেই নগরীতে বিরাজ করতেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্যামাগুণ সমন্বিতা। সেখানে বায়ু দেবাঙ্গনাদের কেশ থেকে বিগলিত ফুলের সৌরভ বহন করে পথে প্রবাহিত হয়। সেখানে অপ্সরাগণ স্বর্ণময় গবাক্ষ থেকে নির্গত অগুরুর শুভ্র সুগন্ধ ধূমে আচ্ছাদিত পথে পরিভ্রমণ করেন। সেই পুরী মুক্তা শোভিত চন্দ্রাতপের দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং সেখানকার প্রাসাদের গম্বুজগুলি মণি ও স্বর্ণময় পতাকায় শোভিত ছিল। সেই পুরী সর্বদা ময়ূর, কপোত এবং মধুকরদের গুঞ্জনে নিনাদিত এবং সেখানে বিমানচারিণী সুন্দরী রমণীরা নিরন্তর যে মঙ্গলময় সংগীত গাইতেন তা ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। সেই পুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আনকদুন্দুভি, বেণু, বীণা আদি সমস্ত বাদ্যযন্ত্র একত্রে বাদিত হওয়ার শব্দে পূর্ণ ছিল। গন্ধর্বদের সংগীতে সেখানে নিরন্তর নৃত্য হত। ইন্দ্রপুরীর সৌন্দর্য সাক্ষাৎ প্রভাদেবীকে পরাভূত করেছিল। যারা পাপী, খল, জীবহিংসক, শঠ, দাম্ভিক, কামুক এবং লোভী তারা সেই পুরীতে প্রবেশ করতে পারে না। এই সমস্ত দোষরহিত ব্যক্তিরাই সেখানে বাস করে। অসংখ্য সৈনিকদের সেনাপতি বলি মহারাজ তাঁর সৈনিকদের দ্বারা সেই ইন্দ্রপুরীর বাইরে চতুর্দিকে অবরোধ করে আক্রমণ করেছিলেন এবং ইন্দ্রপত্নীদের ভয় উৎপাদন করে শুক্রাচার্য প্রদত্ত শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। বলি মহারাজের বিপুল উদ্যম দর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ সহ তাঁর গুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।"

"হে প্রভু, আমাদের পূর্বশত্রু বলি মহারাজ এখন নতুন উদ্যম এবং এমন আশ্চর্যজনক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে যে,

কিংবিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তা হলে তার দ্বারা অমাবস্যার দিন অঙ্গলেপন করে নদীর জলে স্নান করবে এবং স্নান করার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে। হে মাতা বসুন্ধরা, আপনি বাসস্থান লাভের অভিলাষ করেছিলেন বলে বরাহরূপী ভগবান আপনাকে রসাতল থেকে উত্তোলন করেছিলেন। দয়া করে আপনি আমার সমস্ত পাপ বিনাশ করুন। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তারপর, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্য সম্পাদন করে, একাগ্র চিত্তে ভগবানের অর্চাবিগ্রহ, বেদি, সূর্য, জল, অগ্নি এবং গুরুদেবকে পূজা করবে। হে ভগবান, মহত্তম, সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান, সকলের আশ্রয়, হে সব কিছুর সাক্ষী, হে বাসুদেব, সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে জড় চক্ষুর অগোচর। আপনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞাতা এবং আপনি সাংখ্যযোগ পদ্ধতির প্রবর্তক। আমি সেই ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর দুইটি মস্তক (প্রায়ণীয় এবং উদায়নীয়), তিনটি পা (সবনত্রয়), চারটি শৃঙ্গ (চতুর্বেদ) এবং সপ্তহস্ত (গায়ত্রী আদি সপ্তছন্দ)। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আত্মা ত্রয়ীবিদ্যা (কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ড) এবং যজ্ঞরূপে যিনি এই সমস্ত অনুষ্ঠান বিস্তার করেন। শিব অথবা রুদ্ররূপে যিনি সমস্ত শক্তি ও সমস্ত জ্ঞানের আধার এবং সর্বভূতের অধিপতি, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হিরণ্যগর্ভ, প্রাণের উৎস, সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে অবস্থিত আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। সমস্ত যোগৈশ্বর্যের উৎস যাঁর শরীর, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আদিদেব, সকলের হৃদয়ে সাক্ষীস্বরূপ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে অবতরণ করেছেন। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। পীতবাস, মরকত মণির মতো শ্যামবর্ণ দেহধারী, লক্ষ্মীদেবীর বিলাস এবং কেশীহন্তা আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে বরেণ্য! হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি জীবের সমস্ত কামনা পূর্ণ করতে পারেন এবং তাই যাঁরা ধীর, তাঁরা তাঁদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার সেবা করেন। সমস্ত দেবতা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় রত। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সৌরভের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।"

কশ্যপ মুনি বললেন—"এই মন্ত্রগুলি জপের দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে আবাহন করে, (পাদ্য, অর্ঘ্য, আদি) পূজার উপকরণের দ্বারা সেই ভগবান কেশব, হৃষীকেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করবে। প্রথমে দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করে ফুলের মালা, ধূপ ইত্যাদির দ্বারা অর্চনপূর্বক ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দুধ দিয়ে স্নান করাবে। তারপর বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পাদ্য এবং ধূপদান আদির দ্বারা পুনরায় তাঁর পূজা করবে। সম্ভব হলে পায়স, ঘৃত ও গুড়ের সঙ্গে শালি অন্ন নিবেদন করে, মূল মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে। সেই প্রসাদ ভক্ত বৈষ্ণবকে প্রদান করবে অথবা সেই প্রসাদের কিছু অংশ বৈষ্ণবকে প্রদান করে তারপর স্বয়ং গ্রহণ করবে। তারপর শ্রীবিগ্রহকে আচমন করিয়ে তাম্বুল প্রদান করবে এবং তারপর পুনরায় পূজা করবে। তারপর, একশ আট বার মন্ত্র জপ করে প্রভুর মহিমা স্তব করবে এবং তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে আনন্দের সঙ্গে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করবে। শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত ফুল এবং জল মস্তকে ধারণ করে, তারপর তা পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করবে। তারপর অন্তত দুজন ব্রাহ্মণকে পায়স ভোজন করাবে। সেই ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর পর যথাযথভাবে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করবে, তারপর তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনসহ প্রসাদ গ্রহণ করবে। সেই রাত্রে ব্রহ্মচর্য পালন করবে এবং তার পরের দিন পুনরায় স্নান করে পবিত্র হয়ে শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহকে একাগ্রতা সহকারে দুধ দিয়ে স্নান করাবে এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করবে। গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে এবং কেবলমাত্র দুধ পান করে এই ব্রত পালন করবে এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবে। প্রতিদিন

ভগবানের পূজা, নৈমিত্তিক কর্ম, হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে, এইভাবে বারো দিন পর্যন্ত এই পয়োব্রত পালন করবে। প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে শুক্লা ত্রয়োদশী পর্যন্ত পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য পালন করে, ভূমিতে শয়নপূর্বক ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে এই ব্রত পালন করবে। এই সময় জড় বিষয় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অনর্থক আলোচনা করবে না এবং সমস্ত জীবের প্রতি হিংসা রহিত হয়ে ভগবান বাসুদেবের শুদ্ধ ভক্ত হবে। তারপর, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সহায়তায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ত্রয়োদশীর দিন পঞ্চামৃতের দ্বারা (দুধ, দই, ঘি, চিনি এবং মধু) শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করাবে। বিত্তশাঠ্য বর্জন করে, মহা আড়ম্বরে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করবে। ঘি, দুধ এবং শস্য দিয়ে চরু প্রস্তুত করে, সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করবে এবং বিবিধ স্বাদযুক্ত নৈবেদ্য ভগবানকে নিবেদন করবে। এইভাবে ভগবানের আরাধনা করবে। বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন আচার্যকে এবং (হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা নামক) তাঁর সহকারী পুরোহিতদের বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গাভী দান করে সন্তুষ্ট করবে। এটিই বিষ্ণুর আরাধনা বলে জানবে।"

"হে পরম পুণ্যবতী, তত্ত্বজ্ঞ আচার্যের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করবে এবং আচার্য ও পুরোহিতদের সন্তুষ্টিবিধান করবে। প্রসাদ বিতরণের দ্বারা সেখানে সমাগত ব্রাহ্মণ এবং অন্য সমস্ত প্রাণীদের সন্তুষ্টিবিধান করবে। শ্রীগুরুদেব এবং সহকারী পুরোহিতদের (ঋত্বিকদের) বস্ত্র, অলঙ্কার, গাভী এবং অর্থ দক্ষিণা প্রদান করার দ্বারা সন্তুষ্টিবিধান করবে এবং প্রসাদ বিতরণের দ্বারা সেখানে সমবেত চণ্ডালদের পর্যন্ত সন্তুষ্টিবিধান করবে। দরিদ্র, অন্ধ, কৃপণ প্রভৃতি সকলকে প্রসাদ বিতরণ করবে। সকলকে বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করালে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করে যজমান বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সহ স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন। প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য বা স্তুতিপাঠ, স্বস্তিবাচন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের দ্বারা ভগবানের অর্চনা করবে। পয়োব্রত নামে প্রসিদ্ধ এই ব্রতের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা যায়। আমার পিতামহ ব্রহ্মার কাছে আমি এই তথ্য প্রাপ্ত হয়েছিলাম, এখন আমি তা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।"

"হে পরম সৌভাগ্যবতী, তুমি তোমার মনকে শুদ্ধ চেতনায় স্থির করে, এই পয়োব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা অব্যয় পরম ভগবান কেশবের ভজনা কর। এই পয়োব্রতকে সর্বযজ্ঞ বলা হয়। অর্থাৎ এই ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে আপনা থেকেই অন্য সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে যায়। এটি সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হে ভদ্রে, এটি সমস্ত তপস্যার সার, এটিই দান এবং এটিই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের উপায়। যার দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান তুষ্ট হন, তা-ই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, শ্রেষ্ঠ তপস্যা, শ্রেষ্ঠ দান, শ্রেষ্ঠ ব্রত ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। অতএব, হে কল্যাণী, তুমি এই নিয়ম সহকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ব্রত আচরণ কর। তার ফলে ভগবান শীঘ্রই তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন।"

সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবানের অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, এইভাবে যাঁর পতি কশ্যপের থেকে উপদিষ্ট হয়ে, অদিতি আলস্য পরিত্যাগ করে প্রসন্ন চিত্তে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে অদিতি ভগবানের চিন্তা করে, বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনরূপ রশ্মির দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বদের সংযত

হয়েছিলেন, সূর্য তখন মধ্য গগনে ছিল। পণ্ডিতেরা তা জানেন। এই বাণী বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ। তখন শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতির ঐকতান ধ্বনিত হয়েছিল। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র এবং অন্যান্য বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দ উত্থিত হয়েছিল। তখন অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গান গেয়েছিলেন এবং মুনি, দেবতা, মনু, পিতৃ ও অগ্নিদেবগণ ভগবানের শুভকার্য বিধানের জন্য স্তব করেছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিম্পুরুষ, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, সুপর্ণ, শ্রেষ্ঠ ভুজঙ্গ এবং দেবতাদের অনুচরগণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করে নৃত্য করতে করতে অদিতির আশ্রম পুষ্পবর্ষণে সমাকীর্ণ করেছিল। অদিতি যখন দেখলেন যে, ভগবান তাঁর যোগমায়ার দ্বারা চিন্ময় শরীর ধারণ করে তাঁর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ তাঁকে দেখে বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে জয়ধ্বনি করেছিলেন। ভগবান অলঙ্কার এবং অস্ত্রসহ তাঁর আদি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর এই নিত্য রূপ জড় জগতে প্রকাশিত নয়, তবুও তিনি এই রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর, তাঁর পিতা-মাতার সমক্ষেই একজন নটের মতো তিনি বামন ব্রাহ্মণকুমার হয়েছিলেন। মহর্ষিরা সেই বামন ব্রাহ্মণকুমারকে দর্শন করে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা প্রজাপতি কশ্যপ মুনিকে অগ্রবর্তী করে তাঁর জাতকর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। সেই বামনদেবের উপনয়নের সময় স্বয়ং সূর্যদেব গায়ত্রী মন্ত্র উপদেশ করেছিলেন, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র দান করেছিলেন এবং কশ্যপ মুনি মেখলা প্রদান করেছিলেন। পৃথিবী তাঁকে কৃষ্ণাজিন দান করেছিলেন, বনস্পতি চন্দ্রদেব তাঁকে ব্রহ্মদণ্ড (ব্রহ্মচারীর দণ্ড) দান করেছিলেন, তাঁর মা অদিতি তাঁকে কৌপীন বসন দান করেছিলেন এবং স্বর্গ তাঁকে ছত্র দান করেছিলেন।"

"হে রাজন্, ব্রহ্মা সেই অব্যয় পরম পুরুষকে কমণ্ডলু দান করেছিলেন, সপ্তর্ষিগণ কুশ দান করেছিলেন এবং সরস্বতী দেবী রুদ্রাক্ষের মালা দান করেছিলেন। এইভাবে বামনদেবের উপনয়ন হলে, যক্ষরাজ কুবের তাঁকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করেছিলেন এবং সাক্ষাৎ ভগবতী জগন্মাতা ভবানী দেবী তাঁকে প্রথম ভিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এইভাবে সকলের দ্বারা সমাদৃত হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী ভগবান বামনদেব তাঁর ব্রহ্মজ্যোতি প্রদর্শন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সৌন্দর্য ব্রহ্মর্ষিগণ সমন্বিত সেই সভার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেছিল। ভগবান শ্রীবামনদেব যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে অর্চনা করেছিলেন এবং তাতে সমিধের দ্বারা হোম নিবেদন করে যজ্ঞ করেছিলেন।"

"ভগবান যখন শুনলেন, ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানে বলি মহারাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, তখন বলি মহারাজের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ ভগবান তাঁর গুরুভারে প্রতি পদবিক্ষেপে পৃথিবীকে অবনত করতে করতে সেখানে গমন করেছিলেন। নর্মদা নদীর উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা নিকটে উদিত সূর্যের মতো বামনদেবকে দর্শন করেছিলেন। হে রাজন্, তখন বামনদেবের তেজের প্রভাবে হতপ্রভ ঋত্বিকগণ, যজমান বলি এবং সভাসদেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, যজ্ঞ দর্শন করার বাসনায় স্বয়ং সূর্যদেব, সনৎকুমার অথবা অগ্নিদেব সমাগত হয়েছেন কি না। ভৃগুবংশীয় পুরোহিতেরা এবং তাঁদের শিষ্যেরা যখন এইভাবে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করছিলেন, তখন ভগবান বামনদেব দণ্ড, ছত্র এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু হাতে নিয়ে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করেছিলেন। মৌঞ্জী মেখলা, যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় ধারণ করে এবং জটাধারী ব্রাহ্মণ বালকরূপে ভগবান বামনদেব সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর তেজের প্রভাবে সমস্ত পুরোহিত এবং তাঁদের শিষ্যগণ হতপ্রভ হয়েছিলেন। তাঁরা তখন তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়ে, প্রণতি নিবেদন করে যথাযথভাবে অভিনন্দন করেছিলেন। যাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ তাঁর দেহের সৌন্দর্যের অনুরূপ, সেই ভগবান বামনদেবকে দর্শন করে বলি মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে আসন প্রদান করেছিলেন। তারপর বলি মহারাজ মুক্ত পুরুষদের দৃষ্টিতে যিনি পরম সুন্দর সেই ভগবানকে স্বাগত জানিয়ে অভিনন্দিত করে, তাঁর পাদপদ্ম প্রক্ষালনপূর্বক তাঁর অর্চনা করেছিলেন। দেবাদিদেব চন্দ্রমৌলি মহাদেব পরম ভক্তি

সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম উদ্ভূত গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। ধর্মজ্ঞ বলি মহারাজও মহাদেবের পন্থা অনুসরণ করে ভগবানের পাদপ্রক্ষালনের জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।"

বলি মহারাজ তখন বামনদেবকে বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে আমার আন্তরিক স্বাগত জানাই এবং সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কৃপা করে আপনি আমাদের বলুন, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি। আমাদের মনে হয়, আপনি ব্রহ্মর্ষিদের সাক্ষাৎ মূর্তিমান তপস্যারূপ। হে ভগবান, যেহেতু আপনি কৃপা করে আমাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন, তাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরিতৃপ্ত হয়েছেন, আমাদের বংশ পবিত্র হয়েছে এবং এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। হে ব্রাহ্মণকুমার! আজ যজ্ঞাগ্নি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজ্বলিত হয়েছে এবং আমি আপনার পাদধৌত জলের দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। হে প্রভু, আপনার ক্ষুদ্র চরণ-কমলের স্পর্শের ফলে সমস্ত পৃথিবী পবিত্র হয়েছে। হে ব্রাহ্মণকুমার! মনে হয়, আপনি যেন কোন কিছুর প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছেন। অতএব, আপনি যা কিছু চান তাই আমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। হে পূজনীয়, আপনি আমার কাছ থেকে গাভী, স্বর্ণ, সুসজ্জিত গৃহ, সুস্বাদু আহার্য এবং পানীয়, ব্রাহ্মণকন্যা, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, রথ অথবা যা কিছু আপনি চান, তাই গ্রহণ করুন।"

ঊনবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের কাছে বামনদেবের দানভিক্ষা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বলি মহারাজের এই প্রকার মনোমুগ্ধকর বাক্য শ্রবণ করে ভগবান বামনদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ বলি মহারাজ ধর্মের ভিত্তিতে সেই কথাগুলি বলেছিলেন। তাই ভগবান তখন তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।"

ভগবান বললেন—"হে রাজন্, আপনি যথার্থই মহান, কারণ বৈদিক বিষয়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা আপনার উপদেষ্টা এবং পারলৌকিক ধর্মে আপনার শান্ত প্রকৃতির পিতামহ কুলবৃদ্ধ প্রহ্লাদ মহারাজ আপনার উপদেষ্টা। আপনার বাক্য অতি সত্য এবং তা ধর্মনীতির অনুকূল। আপনার এই আচরণ আপনার বংশের উপযুক্ত এবং তা আপনার যশ বৃদ্ধি করবে। আমি অবগত আছি যে, এখনও পর্যন্ত আপনার বংশে কোন সংকীর্ণমনা অথবা কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেনি, যিনি যাচক ব্রাহ্মণদের প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দান করেননি। হে বলি মহারাজ! আপনার বংশে কখনও এমন কোন সংকীর্ণমনা রাজার জন্ম হয়নি যিনি তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণদের প্রার্থিত বস্তু দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনার বংশ বিশেষভাবে যশস্বী হয়েছে, প্রহ্লাদ মহারাজের উপস্থিতির ফলে, যিনি আকাশে চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছেন। আপনার বংশে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়েছে, যিনি কারও সহায়তা ব্যতীতই একাকী কেবল তাঁর গদা নিয়ে সমস্ত দিক জয় করার জন্য সারা পৃথিবী পর্যটন করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাননি। পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার সময় বরাহরূপধারী বিষ্ণু তাঁর সমক্ষে আগত হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হয়েছিল এবং বিষ্ণু অতি কষ্টে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে তাঁর অসাধারণ বীরত্ব স্মরণ করতে করতে নিজেকে যথার্থই বিজয়ী বলে মনে করেছিলেন। অতঃপর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু ক্রোধভরে তাঁর ভ্রাতৃঘাতী

বিষ্ণুকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুকে শূল হাতে যমরাজের মতো আসতে দেখে, মায়াবীদের প্রধান এবং কালোচিত কর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ বিষ্ণু এইভাবে চিন্তা করেছিলেন। "আমি যেখানে যেখানে যাব, এই হিরণ্যকশিপুও জীবদের মৃত্যুর ন্যায় সেইখানেই আমার অনুসরণ করবে। অতএব আমি তার হৃদয়ে প্রবেশ করব, কারণ সে বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলে আমাকে দেখতে পাবে না।"

ভগবান বামনদেব বললেন—"হে দৈত্যরাজ! ভগবান বিষ্ণু এইভাবে নির্ণয় করে উদ্বেগে তাঁর প্রতি ধাবমান শত্রু হিরণ্যকশিপুর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। উদ্বিগ্নচিত্ত ভগবান বিষ্ণু অচিন্ত্য এক সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, হিরণ্যকশিপুর শ্বাস বায়ুর মাধ্যমে তাঁর নাসারন্ধ্র দিয়ে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নিবাসস্থান শূন্য দেখে সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে খুঁজে না পেয়ে হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে গর্জন করতে করতে পৃথিবী, স্বর্গ, দশদিক, আকাশ, পর্বত-গহ্বর এবং সমুদ্রের মধ্যে তাঁর অন্বেষণ করতে লাগলেন। কিন্তু মহাবীর হিরণ্যকশিপু কোথাও বিষ্ণুকে দেখতে পেলেন না। বিষ্ণুকে না দেখতে পেয়ে হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন, "আমি সমগ্র জগৎ অন্বেষণ করেও কোথাও আমার ভ্রাতৃঘাতী বিষ্ণুকে দেখতে পেলাম না। অতএব সে নিশ্চয়ই সেখানে গমন করেছে যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে)।" ভগবান বিষ্ণুর প্রতি হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিল। দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত অন্য ব্যক্তিদের ক্রোধ কেবল অহংকার এবং অজ্ঞানের ফলেই হয়ে থাকে। প্রহ্লাদের পুত্র, আপনার পিতা বিরোচন ছিলেন অত্যন্ত ব্রাহ্মণবৎসল। যদিও তিনি জানতেন যে, দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসেছেন, তবুও তাঁদের অনুরোধে তিনি তাঁর আয়ু তাঁদের দান করেছিলেন। গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা, আপনার পূর্বপুরুষেরা এবং মহাবীরেরা, যাঁরা তাঁদের অতি উদার কার্যকলাপের জন্য নির্মল কীর্তি অর্জন করেছেন, আপনিও তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। হে দৈত্যরাজ! এমন বংশে যাঁর জন্ম হয়েছে এবং যিনি উদারভাবে দান করতে সমর্থ, তাঁর কাছে আমি কেবল আমার নিজের পদমিত ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করি। হে রাজন্, হে জগৎপতি, আপনি যদিও অত্যন্ত উদার এবং আমি যত ইচ্ছা ভূমি আপনার কাছে প্রার্থনা করতে পারি, তবুও আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই চাই না। বিদ্বান ব্রাহ্মণ যদি কেবল তাঁর প্রয়োজন অনুসারেই অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর পাপ হয় না।"

বলি মহারাজ বললেন—"হে ব্রাহ্মণকুমার, তোমার উপদেশ বিজ্ঞ এবং বৃদ্ধদের মতো। কিন্তু তুমি বালক এবং তোমার বুদ্ধি অপরিণত। তাই তুমি তোমার স্বার্থ সম্বন্ধে বস্তুতই অজ্ঞান। আমি ত্রিভুবনের একমাত্র অধীশ্বর এবং তাই আমি তোমাকে একটি সমগ্র দ্বীপ দান করতে পারি। আমার কাছে কিছু চাইতে এসে এবং মধুর বাক্যের দ্বারা আমাকে তুষ্ট করে তুমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছ, সেই জন্য তুমি নিতান্তই বুদ্ধিহীন। হে বালক, আমার কাছে যে ভিক্ষা করতে আসে, তাকে আর অন্য কোথাও ভিক্ষা করতে হয় না। তাই, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তা হলে তুমি তোমার জীবিকা নির্বাহের যোগ্য প্রচুর ভূমি গ্রহণ কর।"

ভগবান বললেন—"হে রাজন্, ত্রিভুবনের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের যত বস্তু রয়েছে, সেই সমস্ত বস্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে না। আমি যদি ত্রিপাদ ভূমি লাভ করে সন্তুষ্ট না হই, তা হলে নয়টি বর্ষ সমন্বিত একটি দ্বীপ লাভ করেও আমি সন্তুষ্ট হব না, তখন আমার সপ্তদ্বীপ লাভের ইচ্ছা হবে। আমরা শুনেছি যে মহারাজ পৃথু, মহারাজ গয় প্রভৃতি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজারা সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেও সন্তুষ্ট হননি অথবা তাঁদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়নি। প্রারব্ধ কর্মের ফলে যা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ অসন্তোষ কখনও সুখ প্রদান করতে পারে না। যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, সে ত্রিভুবন লাভ করেও সুখী হতে পারে না। কামবাসনা এবং অর্থলিপ্সাই অসন্তোষের কারণ এবং এই অসন্তোষই সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কারণ। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে যা লাভ হয় তা নিয়েই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি এই সংসার থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য। যে ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্ট, তাঁর তেজ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তি বিনষ্ট হয়, ঠিক যেমন জল ঢালার ফলে অগ্নির তেজ বিনষ্ট হয়। অতএব, হে রাজন্, দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার কাছে আমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করছি। সেই দানের ফলেই আমি সন্তুষ্ট হব, কারণ প্রয়োজনের অনুরূপ বিত্তই সংসারে সুখ প্রদান করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বলি মহারাজকে ভগবান এই কথা বললে, বলি মহারাজ হেসে বলেছিলেন, "বেশ, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই গ্রহণ কর।" তারপর বামনদেবকে ভূমি দান করার জন্য সঙ্কল্প করতে তিনি জলপাত্র গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য তখন বিষ্ণুর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, ভগবান বামনদেবকে সব কিছু দান করতে উদ্যত তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন—হে বিরোচন-নন্দন, বামনরূপী এই ব্রহ্মচারী অব্যয় স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু। কশ্যপ মুনি এবং অদিতির পুত্ররূপে ইনি দেবতাদের কার্যসাধন করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁকে ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে, তুমি যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছ তা তুমি জান না। এই প্রতিশ্রুতি তোমার পক্ষে হিতকর বলে আমি মনে করি না। তার ফলে দৈত্যদের অত্যন্ত অনিষ্ট হবে। এই কপট ব্রহ্মচারী বেশধারী ব্যক্তিটি হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি, যিনি তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য, শ্রী, তেজ, যশ এবং জ্ঞান সমস্ত হরণ করার জন্য এখানে এসেছেন। তোমার সর্বস্ব অপহরণ করে তিনি তা তোমার শত্রু ইন্দ্রকে দান করবেন। তুমি তাঁকে ত্রিপাদ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। কিন্তু তুমি যখন তাঁকে তা দান করবে, তখন তিনি ত্রিভুবন অধিকার করবেন। হে মূঢ়! তুমি যে কি মহা ভুল করেছ তা তুমি জান না। বিষ্ণুকে সব কিছু দান করলে তুমি জীবিকা নির্বাহ করবে কিভাবে? বামনদেব তাঁর এক পদবিক্ষেপের দ্বারা পৃথিবী, তারপর দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের দ্বারা স্বর্গ এবং তারপর বিরাট শরীরের দ্বারা অন্তরীক্ষ অধিকার করবেন। তখন তাঁর তৃতীয় পদবিক্ষেপের স্থান কোথায় হবে? তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালনে নিশ্চয়ই অসমর্থ হবে এবং আমি মনে করি যে, তোমার এই অক্ষমতার ফলে নিশ্চয়ই তোমার নরকে স্থিতি হবে। যে দানে নিজের জীবিকা পর্যন্ত বিপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা সেই প্রকার দানের প্রশংসা করেন না। দান, যজ্ঞ, তপস্যা এবং ধর্ম অনুষ্ঠান করা কেবল তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাঁরা যথাযথভাবে তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন। (যারা নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।) অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি ধর্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন পালনের জন্য তাঁর বিত্তকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হন। যদি বল যে তুমি ইতিমধ্যেই প্রতিজ্ঞা করেছ, সুতরাং তুমি তা প্রত্যাখ্যান করবে কি করে? হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে বহ্‌বৃচ-শ্রুতির বাণী আমার কাছে শ্রবণ কর। ওঁ শব্দের দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তা সত্য এবং ওঁ শব্দ না থাকলে তা মিথ্যা। বেদে বলা হয়েছে যে, সত্যই এই দেহরূপ বৃক্ষের পুষ্প এবং ফলস্বরূপ। কিন্তু দেহরূপ বৃক্ষই যদি না থাকে, তা হলে তাতে সত্যরূপ পুষ্প এবং ফলের সম্ভাবনা থাকে না। মিথ্যা যদি সেই দেহরূপ বৃক্ষের মূল হয়, তা হলে তার সাহায্য ব্যতীত সত্যরূপ পুষ্প এবং ফল লাভ করা যায় না। বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হলে যেমন তা ভূপতিত হয় এবং শুষ্ক হতে শুরু করে, তেমনই যে ব্যক্তি তার দেহের যত্ন নেয় না, যা মিথ্যা বলে মনে করা হয়, অর্থাৎ মিথ্যাকে যদি উৎপাটিত করা হয়, তা হলে দেহ শুষ্ক হয়ে যায়, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওঁ শব্দের উচ্চারণ মানুষের ধন-সম্পদের বিয়োগের সূচক, অর্থাৎ এই শব্দ উচ্চারণের ফলে মানুষ ধন-সম্পদের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, কারণ তা তার ধন-সম্পত্তিকে দূরে নিয়ে যায়। ধন শূন্য হওয়া অতৃপ্তিকর, কারণ তখন মানুষ তার বাসনা চরিতার্থ করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ওঁ শব্দের ব্যবহারের ফলে মানুষ দারিদ্র্যগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে কেউ যখন দরিদ্র ব্যক্তি বা ভিক্ষুককে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করে দান করে, তখন তার আত্ম উপলব্ধি এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অপূর্ণ থাকে। অতএব 'না' বলাই নিরাপদ। সেটি মিথ্যা হলেও তা সর্বতোভাবে রক্ষা করে, তা অন্যের অনুকম্পা আকর্ষণ করে এবং অন্যের কাছ থেকে নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি সব সময় বলে যে, তার কাছে কিছু নেই, সে নিন্দিত এবং জীবিত

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে, ভগবান বামনদেব এইভাবে বলির অনিষ্ট সাধন করেছিলেন, তবুও বলি মহারাজ তাঁর সংকল্পে অবিচলিত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি বলে মনে করে, এই কথাগুলি বলেছিলেন।"

বলি মহারাজ বললেন—"হে উত্তমশ্লোক, হে দেবপূজ্য, আপনি যদি মনে করেন যে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়েছে, তা হলে আমি তা অবশ্যই সংশোধন করে সত্যে পরিণত করব। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ হতে দিতে পারি না। তাই, দয়া করে আপনি আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ প্রদান করুন। আমি অপযশকে যেভাবে ভয় করি, সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া, নরকভোগ, বরুণপাশ অথবা আপনার প্রদত্ত দণ্ড থেকেও আমি সেই প্রকার ভীত নই। মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধু যদিও কখনও কখনও শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে দণ্ডদান করেন, তবুও তাঁরা তাঁদের আশ্রিতজনকে কখনও এইভাবে দণ্ডদান করেন না। কিন্তু আপনি যেহেতু পরম আরাধ্য ভগবান, তাই আমি আপনার প্রদত্ত এই দণ্ডকে সব চাইতে প্রশংসনীয় বলে মনে করি। যেহেতু আপনি পরোক্ষভাবে আমাদের মতো অসুরদের পরম হিতকারী, তাই আপনি শত্রুর ভূমিকা অবলম্বন করে আমাদের পরম হিত সাধন করেন। যেহেতু আমাদের মতো অসুরেরা সর্বদাই প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই হেতু আপনি আমাদের দণ্ডদান করে প্রকৃত সৎপথ দর্শন করার জ্ঞানচক্ষু দান করেন। বহু অসুরেরা আপনার প্রতি নিরন্তর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে অবশেষে মহান যোগীদের মতো সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি এক কার্যের দ্বারা অনেক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন এবং তার ফলে যদিও আপনি আমাকে নানাভাবে দণ্ডদান করেছেন এবং বরুণপাশে আবদ্ধ করেছেন, তবুও আমি একটুও লজ্জা বা ব্যথা অনুভব করছি না। আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ আপনার সমস্ত ভক্তদের পূজনীয়। যদিও তিনি তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি আপনার শরণাগত হয়ে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। এই জড় দেহের কি প্রয়োজন, যা জীবনান্তে আপনা থেকেই তার মালিককে পরিত্যাগ করে? আত্মীয়-স্বজনের কি প্রয়োজন যারা প্রকৃতপক্ষে ধন অপহরণ করে, যা ভগবানের চিন্ময় সেবায় ব্যবহার করা যেত? পত্নীর কি প্রয়োজন যে কেবল সংসার-বন্ধন বৃদ্ধির কারণ হয় এবং পরিবার-পরিজন, গৃহ, দেশ এবং জাতির কি প্রয়োজন? তাদের প্রতি আসক্তি কেবল মূল্যবান আয়ুর অপচয় মাত্র। অসীম জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ সংসারী ব্যক্তিদের সঙ্গ থেকে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং বন্ধুবান্ধবদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসুর সংহারকারী আপনার শ্রীপাদপদ্মকে একমাত্র আশ্রয় জেনে, আপনার অবিনশ্বর এবং অভয় পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছিলেন। দৈববশত আমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে, বলপূর্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে নীত হয়েছি। অনিত্য ঐশ্বর্যজনিত মোহবশত মরণশীল জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবন নশ্বর। আমি দৈববশত সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভ করেছি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বলি মহারাজ যখন এইভাবে তাঁর সৌভাগ্যের প্রশংসা করছিলেন, তখন ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের মতো সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন বলি মহারাজ পরম সৌভাগ্যবান, অঞ্জনের মতো কৃষ্ণবর্ণ, উন্নত কলেবর, পীতবসনধারী, লম্বিতভুজ, পদ্মলোচন, পরম শোভাসম্পন্ন তাঁর পিতামহকে দর্শন করেছিলেন। বরুণপাশে আবদ্ধ থাকায় বলি মহারাজ পূর্বের মতো তাঁর পিতামহকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারলেন না। পরন্তু তিনি অশ্রুপ্লাবিত নয়নে কেবল মস্তকের দ্বারা প্রণাম করে লজ্জায় অধোমুখ হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ পুনরায় অনুচরবৃন্দের দ্বারা আরাধিত ভগবানকে সেখানে উপবিষ্ট দর্শন করে আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হয়েছিল। ভগবানের কাছে এসে ভূপতিত হয়ে, তাঁর মস্তকের দ্বারা ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—"হে প্রভু, আপনি এই বলিকে মহা সম্পদশালী ইন্দ্র পদ প্রদান করেছিলেন এবং আজ আপনি তা হরণ করলেন। আমার মনে হয় আপনার এই দেওয়া এবং নেওয়া দুটি-ই সমান সুন্দর। কারণ এই অতি উচ্চ ইন্দ্রপদ তাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছিল, অতএব আপনি তার সমস্ত ঐশ্বর্য অপহরণ করে তাকে বিশেষভাবে কৃপা করেছেন। জড় ঐশ্বর্য এমনই মোহজনক যে, তা বিদ্বান এবং আত্মসংযত ব্যক্তিকেও আত্মজ্ঞানের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করে। কিন্তু জগদীশ্বর ভগবান নারায়ণ তাঁর ইচ্ছার দ্বারা সব কিছু দর্শন করতে পারেন। অতএব আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে অদূরে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রুতিগোচরেই ভগবানকে বলতে লাগলেন। বলি মহারাজের সাধ্বী পত্নী তাঁর পতিকে পাশবদ্ধ দর্শন করে ভীত এবং ব্যাকুলিত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভগবান বামনদেবকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত বদনে এই কথাগুলি বলেছিলেন।"

শ্রীমতী বিন্ধ্যাবলি বললেন—"হে প্রভু, আপনি আপনার লীলা-বিলাসের আনন্দ আস্বাদনের জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিরা তাদের ভোগবুদ্ধিবশত এই জগতের উপর প্রভুত্ব আরোপ করে। তারা নিশ্চিতভাবে নির্লজ্জ মনোধর্মী। মিথ্যা প্রভুত্ব দাবি করে তারা মনে করে যে, তারা দান করতে পারে এবং ভোগ করতে পারে। এই অবস্থায়, জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা আপনার প্রীতি সাধনের জন্য তারা কি করতে পারে?"

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগন্ময়, আপনি বলির যথাসর্বস্ব হরণ করেছেন, এখন আপনি একে মুক্ত করুন। তিনি আর দণ্ডযোগ্য নন। বলি মহারাজ ইতিমধ্যেই সব কিছু আপনাকে দান করেছেন। অকাতরে তিনি তাঁর ভূমি, লোক এবং তাঁর পুণ্যকর্মের দ্বারা তিনি যা কিছু অর্জন করেছিলেন সেই সব, এমন কি তাঁর দেহ পর্যন্ত আপনাকে দান করেছেন। আপনার শ্রীপাদপদ্মে জল, দূর্বা অথবা ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করে, নিষ্কপট ব্যক্তি চিৎ-জগতে উত্তম গতি লাভ করেন। এই বলি মহারাজ ত্রিভুবনের সব কিছুই আপনাকে অকাতর চিত্তে দান করেছেন। তা হলে কেন তিনি বন্দী হওয়ার কষ্ট ভোগ করবেন?"

ভগবান বললেন—"হে ব্রহ্মা, জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে মূর্খ ব্যক্তি জড়বুদ্ধি এবং উদ্ধত হয়। তার ফলে সে এই ত্রিভুবনে কাউকে সম্মান করে না, এমন কি আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে। আমি এই প্রকার ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ করে তার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করি। পরতন্ত্র জীব তার কর্মফলে সংসার-চক্রে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে আমার কৃপায় কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। কোন মানুষ যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বা উচ্চকুলে জন্ম, অদ্ভুত কর্ম, যৌবন, দেহের সৌন্দর্য, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য বা ধনের গর্বে গর্বিত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছে। যদিও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম আদি ঐশ্বর্য ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক যেহেতু সেগুলি অভিমান এবং গর্বের মূল কারণ, তবুও এই সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে বিচলিত করে না। বলি মহারাজ দৈত্য এবং দানবদের মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত হয়েছে, কারণ সে তার সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তার ভক্তিতে অবিচলিত ছিল। বলি মহারাজ যদিও তার ধন-সম্পদ হারিয়েছে, তার উচ্চপদ থেকে অধঃপতিত হয়েছে, শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে, বন্ধনের দ্বারা পীড়িত হয়েছে এবং গুরুর দ্বারা তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হয়েছে, তবুও সে তার প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত ছিল এবং সত্যভ্রষ্ট হয়নি। আমি কপটতাপূর্বক ধর্মতত্ত্ব বলেছিলাম, তবুও সে ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, কারণ সে সত্যপ্রতিজ্ঞ।"

"তার মহান সঙ্কল্পশক্তির ফলে আমি তাকে সেই স্থান প্রদান করেছি যা দেবতাদেরও দুর্লভ। সাবর্ণি মন্বন্তরে সে দেবলোকের রাজা ইন্দ্র হবে। সেই ইন্দ্রপদ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বলি মহারাজ বিশ্বকর্মা বিরচিত সুতললোকে বাস করবে। সেই স্থান যেহেতু আমার দ্বারা বিশেষভাবে সংরক্ষিত, তাই সেখানে মানসিক ক্লেশ, দৈহিক ক্লেশ, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাজয় প্রভৃতি উপদ্রব নেই। বলি মহারাজ, এখন তুমি সেখানে গিয়ে শান্তিতে বাস কর। হে বলি মহারাজ (ইন্দ্রসেন), এখন তুমি দেবতাদেরও বাঞ্ছিত সুতললোকে যেতে পার। সেখানে তোমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে তুমি শান্তিতে বসবাস কর। তোমার কল্যাণ হোক। সুতললোকে সাধারণ মানুষদের কি কথা, লোকপালেরাও তোমাকে পরাভূত করতে পারবে না। আর দৈত্যেরা যদি তোমার শাসন লঙ্ঘন করে, তা হলে আমার চক্র তাদের সংহার করবে। হে মহাবীর, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব এবং তোমার পার্ষদগণ ও উপকরণ সহ তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব। অধিকন্তু, সেখানে তুমি আমাকে সর্বদা দর্শন করতে পারবে। সেখানে আমার পরম ঐশ্বর্য দর্শন করার ফলে, দানব এবং দৈত্যদের সঙ্গ প্রভাবে তোমার যে জড় ধারণা এবং উৎকণ্ঠার উদয় হয়েছে, তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে যাবে।"

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

দেবতাদের পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সনাতন পুরুষ ভগবান এইভাবে বললে, সমস্ত সাধুদের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তরূপে স্বীকৃত মহামতি বলি মহারাজের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়েছিল। তিনি ভক্তিভাবপূর্ণ চিত্তে কৃতাঞ্জলি সহকারে গদ্গদবাক্যে বলতে লাগলেন।"

বলি মহারাজ বললেন—"আপনার প্রতি প্রণামেরও কী আশ্চর্য মহিমা। আমি কেবল আপনাকে প্রণাম করার প্রয়াস করেছিলাম, কিন্তু সেই প্রয়াসই শুদ্ধ ভক্তির পরম সিদ্ধি প্রদান করেছে। এই অধঃপতিত দৈত্যের প্রতি আপনি যে অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছেন, তা দেবতা এবং লোকপালেরাও কখনও লাভ করতে পারেননি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই কথা বলে বলি মহারাজ প্রথমে ভগবান শ্রীহরিকে এবং তারপর ব্রহ্মা ও শিবকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে নাগপাশ (বরুণপাশ) থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পূর্ণরূপে প্রসন্নতা সহকারে তাঁর অসুর অনুচরগণ সহ সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন। এইভাবে ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গের অধিকার প্রদান করে এবং দেবমাতা অদিতির কামনা পূর্ণ করে, ভগবান সমস্ত জগৎ শাসন করতে লাগলেন। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ যখন শুনলেন যে, তাঁর পৌত্র বলি মহারাজ তাঁর বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছেন, তখন তিনি ভক্তির আনন্দে উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—হে ভগবান, আপনি সারা জগতের পূজ্য; এমন কি ব্রহ্মা, শিব আদি মহাপুরুষেরাও আপনার শ্রীপাদপদ্মের পূজা করেন। তবুও আপনি আমাদের অর্থাৎ অসুরদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রকার অনুগ্রহ ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীও লাভ করতে পারেননি, অতএব অন্যান্য দেবতা অথবা সাধারণ মানুষদের কথা কি আর বলার আছে। হে পরম আশ্রয়। ব্রহ্মা প্রভৃতি মহাপুরুষেরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবারূপী মধু পান করার ফলেই কেবল সিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু ক্রূর অসুরকুলে উদ্ভূত দুর্বৃত্ত আমরা কিভাবে আপনার কৃপা লাভ করলাম? তা কেবল আপনার অহৈতুকী কৃপার ফলেই সম্ভব হয়েছে। হে প্রভো। আপনার অচিন্ত্য চিৎশক্তির দ্বারা আপনার লীলা অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সম্পাদিত হয়। সেই অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তির ছায়ারূপিণী মায়াশক্তির দ্বারা আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে আপনি সব কিছু জানেন এবং তাই আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আপনার ভক্তদের অনুগ্রহ করেন। সেটি আপনার পক্ষপাতিত্ব নয়, কারণ আপনি কল্পবৃক্ষের মতো সকলের বাসনা পূর্ণ করেন।"

ভগবান বললেন—"হে বৎস প্রহ্লাদ। তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমি সুতললোকে গমন কর, ও সেখানে তোমার পৌত্র এবং আত্মীয়-স্বজনগণ সহ আনন্দ উপভোগ কর।"

ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—"সেখানে তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম হস্তে সর্বদা আমাকে দর্শন করবে। নিরন্তর আমাকে দর্শন করার আনন্দে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, বলি মহারাজ সহ সমস্ত অসুরসেনাপতিদের অধিপতি বিশুদ্ধমতি প্রহ্লাদ মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে এবং সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে সুতললোকে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর নিকটে ঋত্বিকদের (ব্রহ্মা, হোতা, উদ্গাতা এবং অধ্বর্যু) সভায় উপবিষ্ট শুক্রাচার্যকে সম্বোধন করে ভগবান শ্রীহরি বা নারায়ণ এই কথাগুলি বলেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সমস্ত পুরোহিতেরা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মবাদী, অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণকারী। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য, আপনার যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী শিষ্য বলি মহারাজের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যে দোষ-ত্রুটি হয়েছে তা আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। যোগ্য ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে যদি তা বিচার করা হয়, তা হলে সেই ত্রুটি খণ্ডন হয়ে যাবে।"

শুক্রাচার্য বললেন—"হে ভগবান, আপনি সমস্ত যজ্ঞের প্রবর্তক এবং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা। আপনি যজ্ঞপুরুষ, আপনার উদ্দেশ্যেই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। কেউ যদি সর্বতোভাবে আপনার প্রসন্নতা বিধান করে, তা হলে তার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোন রকম ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা কোথায়? মন্ত্র উচ্চারণে এবং বিধিবিধান অনুশীলনে ত্রুটি থাকতে পারে এবং দেশ, কাল, পাত্র এবং উপকরণের বিষয়েও ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু আপনার নাম সংকীর্তনের প্রভাবে সব কিছু ত্রুটিহীন হয়ে যায়। হে বিষ্ণু, তবুও আপনার আদেশ আমি পালন করব, কারণ আপনার আদেশ পালনই সকলের পক্ষে পরম কল্যাণজনক।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মহা শক্তিশালী শুক্রাচার্য সসম্মানে ভগবানের আদেশ গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ ঋত্বিকগণ সহ বলি মহারাজের যজ্ঞের ত্রুটির সমাধান করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। এইভাবে বলি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত ভূমি ভিক্ষা করে, ভগবান বামনদেব তাঁর ভ্রাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে শত্রু কর্তৃক অপহৃত স্বর্গ প্রদান করেছিলেন। সমস্ত দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুগণ, মুনিগণ, দক্ষ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রমুখ নেতাগণ এবং কার্তিকেয় ও মহাদেব সহ ব্রহ্মা আদি সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতি ব্রহ্মা ভগবান বামনদেবকে সকলের পালকরূপে বরণ করেছিলেন। কশ্যপ মুনি এবং তাঁর পত্নী অদিতির আনন্দ বিধানের জন্য এবং লোকপালগণ সহ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য তিনি তা করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। ইন্দ্রকে যদিও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজা বলে মনে করা হয়, তবুও ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা উপেন্দ্র বা বামনদেবকে বেদ, ধর্ম, যশ, ঐশ্বর্য, মঙ্গল, ব্রত, স্বর্গ এবং অপবর্গের পালকরূপে চেয়েছিলেন। তাই তাঁরা উপেন্দ্র বা বামনদেবকে সব কিছুর পরম প্রভু বলে বরণ করেছিলেন। তার ফলে সমস্ত জীবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। তারপর ইন্দ্র ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে স্বর্গলোকের দেবতাদের সঙ্গে ভগবান বামনদেবকে অগ্রবর্তী করে দিব্য বিমানে স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান বামনদেবের বাহুর দ্বারা রক্ষিত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করেছিলেন এবং নির্ভয় ও পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা, মহাদেব, কার্তিকেয়, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, সমস্ত ভূতগণ, সিদ্ধগণ এবং যে সমস্ত বিমানচর সেখানে

উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলে ভগবান বামনদেবের অসাধারণ কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। হে রাজন্‌, ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁরা সকলে অদিতি দেবীরও প্রশংসা করেছিলেন।"

"হে কুরুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমি ভগবান বামনদেবের অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করলাম। তা শ্রবণ করার ফলে শ্রোতার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। মরণশীল মানুষের পক্ষে ভগবান ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন তার পক্ষে সারা পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুর সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। যাদের ইতিমধ্যে জন্ম হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে যাদের জন্ম হবে, তাদের কারও পক্ষেই তা সম্ভব নয়। সেই কথা মহর্ষি বশিষ্ঠ কীর্তন করেছেন। কেউ যদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অদ্ভুত কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই উচ্চতর লোকে উন্নীত হন অথবা ভগবদ্ধামে ফিরে যান। দেবতাদের, পিতৃদের অথবা মানুষদের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্মে (অর্থাৎ পূজা, শ্রাদ্ধ বা বিবাহে) যেখানে যেখানে বামনদেবের কার্যকলাপ কীর্তিত হয়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান পরম মঙ্গলজনক বলে বুঝতে হবে।"

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

ভগবানের মৎস্যাবতার

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"ভগবান শ্রীহরি নিত্যকাল তাঁর চিন্ময় পদে অধিষ্ঠিত, তবুও তিনি বিভিন্ন অবতারে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন। প্রথমে তিনি এক মহামৎস্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হে পরম শক্তিমান শুকদেব গোস্বামী, আমি আপনার কাছে সেই মৎস্যাবতারের বিষয়ে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। সাধারণ জীব যেমন কর্মফলের অধীন হয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনই কি উদ্দেশ্যে ভগবান লোকনিন্দিত মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন? মৎস্যরূপ নিশ্চিতরূপে গর্হিত এবং দুঃসহ বেদনাপূর্ণ। হে ভগবন্‌, এই অবতারের কি উদ্দেশ্য ছিল? দয়া করে আমাদের কাছে সেই কথা বর্ণনা করুন, কারণ ভগবানের লীলাবিলাস শ্রবণ করা সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক।"

সূত গোস্বামী বললেন—"পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সেই পরম শক্তিমান মহাত্মা ভগবানের মৎস্যাবতারের লীলা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্‌! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ভক্ত, বৈদিক শাস্ত্র, ধর্ম এবং জীবনাদর্শের নীতি রক্ষা করার জন্য ভগবান অবতাররূপ ধারণ করেন। বায়ু যেমন বিভিন্ন প্রকার পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই ভগবানও কখনও মানুষরূপে এবং কখনও নিকৃষ্ট স্তরের পশুরূপে আবির্ভূত হলেও সর্বদাই গুণাতীত। যেহেতু তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, তাই তিনি উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পূর্ব কল্পের অবসানে, ব্রহ্মার দিনান্তে তিনি যখন নিদ্রিত হয়েছিলেন, তখন প্রলয় হয়েছিল এবং ত্রিলোক তখন সমুদ্রের জলে নিমগ্ন হয়েছিল। ব্রহ্মার দিনান্তে ব্রহ্মার ঘুম পেলে, তিনি তখন শয়ন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তাঁর মুখ-নিঃসৃত বেদসমূহ হয়গ্রীব নামক এক মহান দানব হরণ করেছিল। সেই দানবশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবের আচরণ অবগত হয়ে, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীহরি সেই দানবকে সংহার করে বেদ উদ্ধার করার জন্য একটি মৎস্যের রূপ ধারণ করেছিলেন।"

"চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যব্রত নামক এক মহান ভগবদ্ভক্ত রাজর্ষি ছিলেন, তিনি কেবলমাত্র জলপানপূর্বক জীবন ধারণ করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই (বর্তমান) কল্পে রাজা সত্যব্রত শ্রাদ্ধদেব নামে সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্ররূপে বিখ্যাত হয়েছেন। ভগবানের কৃপায় তিনি মনুর পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। একদিন তপস্যারত রাজা সত্যব্রত যখন কৃতমালা নদীতে তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জলে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আবির্ভূত হয়েছিল।"

"হে ভরতকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ! দ্রবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জল সহ সেই মৎস্যটিকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন। তখন সেই মৎস্যটি অত্যন্ত দয়াশীল রাজা সত্যব্রতের কাছে কাতর স্বরে বলতে লাগলেন—হে দীনবৎসল রাজন্‌! কেন আপনি আমাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করছেন, যেখানে অন্য জলজন্তুরা আমাকে হত্যা করতে পারে? আমি তাদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত। সেই মৎস্যটি যে স্বয়ং ভগবান সেই কথা না জেনেই, রাজা সত্যব্রত নিজেকে অনুগৃহীত করার জন্য মহা আনন্দে সেই মৎস্যটির রক্ষণে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই দয়ালু রাজা সেই মৎস্যের সকরুণ বাক্য শ্রবণ করে, তাঁকে একটি কলসের জলে রেখে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেই মৎস্যটি এক রাতেই এত বর্ধিত হয়েছিলেন যে, সেই কমণ্ডলুতে তিনি আর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারছিলেন না। তিনি তখন রাজাকে এইভাবে বলেছিলেন। হে রাজন্‌! আমি এই কমণ্ডলুতে কষ্টের সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করি না, অতএব যেখানে আমি স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারব, সেই প্রকার একটি বৃহৎ জলাশয়ের ব্যবস্থা করুন। তখন রাজা সে মৎস্যটিকে কমণ্ডলু থেকে বার করে নিয়ে একটি বিস্তৃত কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই মৎস্যটি তিন হস্ত পরিমাণ বর্ধিত হয়েছিলেন।"

মৎস্যটি তখন বলেছিলেন—"হে রাজন্‌, এই জলাশয়টি আমার সুখে বাস করার উপযুক্ত নয়। দয়া করে আপনি আমাকে আরও বিস্তৃত একটি জলাশয় প্রদান করুন, কারণ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা তখন সেই মৎস্যটিকে কূপ থেকে উত্তোলন করে একটি সরোবরে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু মৎস্যটি তৎক্ষণাৎ সেই জলের সীমা অতিক্রম করে বর্ধিত হয়েছিলেন।"

"হে রাজন্‌! আমি এক বিশাল জলচর, তাই এই জলাশয় আমার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। এখন দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করার কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। আপনি আমাকে কোন অক্ষয় সরোবরে স্থাপন করুন।"

"মৎস্যটি এইভাবে অনুরোধ করলে, রাজা সত্যব্রত তখন তাঁকে সব চাইতে বড় জলাশয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্থানও তাঁর পক্ষে পর্যাপ্ত না হওয়ায়, রাজা তখন এই মহামৎস্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন।"

সমুদ্রে নিক্ষেপকালে সেই মৎস্য রাজা সত্যব্রতকে বলেছিলেন—"হে বীর, এই জলে অত্যন্ত বলবান ভয়ঙ্কর কুমীর প্রভৃতি জলজন্তুরা আমাকে ভক্ষণ করবে, অতএব আমাকে এই স্থানে ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়।"

"মৎস্যরূপী ভগবানের এই প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণ করে বিমোহিত রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনি কে? আপনি কেবল আমাদের মোহিত করছেন।' হে ভগবান, একদিনেই আপনি শত যোজন পরিমিত বিস্তৃত হয়ে নদী এবং সমুদ্রের জল আচ্ছাদিত করেছেন। পূর্বে আমি কখনও এই প্রকার জলচরকে দেখিনি অথবা শ্রবণও করিনি। আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান অব্যয় নারায়ণ শ্রীহরি। সমস্ত জীবের প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি এখন জলচর রূপ ধারণ করেছেন। হে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের ঈশ্বর। হে পুরুষোত্তম। হে বিষ্ণু! আপনি আমাদের মতো ভক্তদের একমাত্র রক্ষক এবং গতি। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনার সমস্ত লীলা এবং অবতারগণ সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হয়। তাই হে ভগবান, কি উদ্দেশ্যে আপনি এই মৎস্যরূপ ধারণ করেছেন, তা আমি জানতে চাই। হে পদ্ম-পলাশ-লোচন প্রভু! দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন দেবতাদের আরাধনা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যেহেতু আপনি সকলের পরম সুহৃদ, পরম প্রিয় এবং পরমাত্মা, তাই আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না। সেই জন্য আপনি এই বিচিত্র মৎস্য রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।"

নবম স্কন্ধ

(মুক্তি)

রাজা সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভু, হে শুকদেব গোস্বামী, আপনি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন মনুর শাসনকাল এবং সেই শাসনকালে অনন্তবীর্য ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করতে পেরেছি। দ্রবিড় দেশের রাজর্ষি সত্যব্রত, যিনি পূর্ব কল্পের অন্তে ভগবানের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু হয়েছিলেন। আমি এই জ্ঞান আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতিরা তাঁর পুত্র ছিলেন তাও আমি আপনার কাছে জানতে পেরেছি। হে মহা সৌভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, হে মহান् ব্রাহ্মণ। দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই সমস্ত রাজাদের বংশ এবং গুণাবলী পৃথকভাবে বর্ণনা করুন, কারণ আমরা সর্বদা সেই কথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত উৎসুক। এই বৈবস্বত মনুর বংশে যে সমস্ত বিখ্যাত রাজাদের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন এবং যাঁরা এখন বর্তমান রয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বিশদ আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ব্রহ্মজ্ঞানীদের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরম ধর্ম-তত্ত্ববেত্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে শুরু করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে শত্রুজয়ী মহারাজ! এখন আমার কাছে বিস্তারিতভাবে মনু বংশের বর্ণনা শ্রবণ করুন। যতখানি বিস্তারিতভাবে সম্ভব আমি তা বর্ণনা করব, কারণ তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপ একশ বছর ধরে বর্ণনা করলেও শেষ হবে না। উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সমস্ত প্রাণীদের পরমাত্মা সেই পরম পুরুষই কেবল কল্পান্তে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছাড়া এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বা অন্য কিছু ছিল না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই পরম পুরুষ ভগবানের নাভি থেকে একটি স্বর্ণময় পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল, সেই পদ্মে চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। ব্রহ্মার মন থেকে মরীচির জন্ম হয়েছিল এবং মরীচির ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপের জন্ম হয়েছিল। কশ্যপ থেকে অদিতির গর্ভে বিবস্বান জন্মগ্রহণ করেন। হে ভারত! বিবস্বান থেকে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জিতেন্দ্রিয় শ্রাদ্ধদেব তাঁর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি নামক দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। প্রথমে মনু অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র লাভের নিমিত্ত মিত্র এবং বরুণ দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তত্ত্বজ্ঞানী এবং অত্যন্ত শক্তিমান মহর্ষি বশিষ্ঠ একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে পয়োব্রত-পরায়ণা মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হোতার কাছে গিয়ে, প্রণতি নিবেদন করে একটি কন্যা লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। "এখন আহুতি নিবেদন কর," প্রধান পুরোহিতের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে হোতা ঘৃত আহুতি দিয়েছিলেন। তিনি তখন মনুপত্নীর প্রার্থনা স্মরণ করে 'বষট্' শব্দসহ মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। মনু পুত্র লাভের জন্য সেই যজ্ঞ করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু পুরোহিত মনুপত্নীর অনুরোধে কন্যা লাভের সংকল্প করেছিলেন, তার ফলে ইলা নামক একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। সেই কন্যা দর্শন করে মনু অসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর গুরু বশিষ্ঠকে বলেছিলেন। হে প্রভু! আপনারা সকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত পারদর্শী। তা হলে আপনাদের ক্রিয়ার ফল বিপরীত হল কেন? এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বৈদিক মন্ত্রের এই প্রকার বিপরীত ফল হওয়া উচিত নয়। আপনারা সকলে সংযতচিত্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ। তপস্যার প্রভাবে আপনাদের সমস্ত জড় কলুষ নষ্ট হয়েছে। দেবতাদের মতো আপনাদের বাক্যও কখনও মিথ্যা হয় না। তা হলে কেন সঙ্কল্পিত কার্যের এই প্রকার বিপরীত ফল হল? মনু সেই কথা শুনে, হোতার কার্যে যে ব্যতিক্রম হয়েছিল পরম শক্তিমান প্রপিতামহ বশিষ্ঠ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখন সূর্যপুত্রকে এই কথাগুলি বলেছিলেন

তোমার হোতার সংকল্পের বিপর্যয়বশত যজ্ঞক্রিয়ার ফলে তা ঘটেছে। সে যাই হোক, আমার বীর্য তেজের দ্বারা আমি তোমাকে একটি সুপুত্র প্রদান করব।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পরম যশস্বী এবং পরম শক্তিমান বশিষ্ঠ এইভাবে স্থির করে, ইলার পুরুষত্ব প্রদানের জন্য পরম পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বশিষ্ঠের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন। তার ফলে ইলা সুদ্যুম্ন নামক এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই বীর সুদ্যুম্ন একদিন কয়েকজন অমাত্য পরিবৃত হয়ে সিন্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করে, মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বনে বিচরণ করছিলেন। তিনি অঙ্গে কবচ ধারণ করে এবং হস্তে অতি সুন্দর ধনুক ও বিচিত্র শর গ্রহণপূর্বক পশুদের পিছনে ধাবিত হতে হতে অরণ্যের উত্তর দিকে উপনীত হয়েছিলেন। উত্তর দিকে মেরু পর্বতের নিম্নদেশে সুকুমার নামক একটি বন আছে, যেখানে ভগবান শিব উমাসহ সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন। সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শত্রু দমনকারী সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করা মাত্রই নিজেকে স্ত্রীরূপে এবং তাঁর ঘোড়াকে ঘোটকী রূপে দর্শন করলেন। তাঁর অনুচরেরা যখন দেখলেন যে অঙ্গের লিঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পরস্পরকে অবলোকন করতে লাগলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে মহা শক্তিমান ব্রাহ্মণ! সেই স্থানটি কেন এই প্রকার গুণসম্পন্ন ছিল? কোন ব্যক্তি তা এইভাবে গুণসম্পন্ন করেছিলেন? দয়া করে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন, কারণ তা জানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—"একদিন ব্রতপরায়ণ ঋষিরা তাঁদের নিজেদের তেজে সমস্ত অন্ধকার দূর করে, সর্বদিক আলোকিত করে মহাদেবকে দর্শন করতে সেই বনে উপস্থিত হয়েছিলেন। অম্বিকা দেবী তখন বিবস্ত্র ছিলেন, তাই তিনি ঋষিদের দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পতির কোল থেকে উঠে শীঘ্রই তাঁর নীবী আবদ্ধ করেছিলেন। শিব-পার্বতীকে রতিক্রিয়ায় রত দেখে, ঋষিরাও সেখান থেকে নিবৃত্ত হয়ে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন করেছিলেন। সেই জন্য মহাদেব তাঁর পত্নীর প্রীতি বিধানের জন্য বলেছিলেন, 'যে পুরুষ এখানে প্রবেশ করবে, সে স্ত্রী হয়ে যাবে।' সেই সময় থেকে কোন পুরুষ আর ঐ বনে প্রবেশ করে না। কিন্তু এখন রাজা সুদ্যুম্ন তাঁর অনুচরগণ সহ স্ত্রীরূপে বনে বনে বিচরণ করতে লাগলেন। সুদ্যুম্ন কামভাব উদ্দীপনকারিণী এক পরমা সুন্দরী রমণীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি অন্য রমণীগণ পরিবৃতা ছিলেন। চন্দ্রের পুত্র বুধ তাঁর আশ্রমের সমীপে এই সুন্দরী রমণীটিকে বিচরণ করতে দেখে, তাঁকে উপভোগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সেই সুন্দরীও সোমরাজের পুত্র বুধকে পতিরূপে কামনা করেছিলেন। তার ফলে বুধ তাঁর গর্ভে পুরূরবা নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শুনেছি যে, মনুর পুত্র রাজা সুদ্যুম্ন এইভাবে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়ে তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করেছিলেন। সুদ্যুম্নের সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করে বশিষ্ঠ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। সুদ্যুম্নের পুরুষত্ব ফিরে পাওয়ার কামনায় বশিষ্ঠ তখন শঙ্করের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেব বশিষ্ঠের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর প্রীতিবিধানের জন্য এবং পার্বতীর কাছে তাঁর বাণীর সত্যতা রক্ষার জন্য সেই মহর্ষিকে বলেছিলেন, "তোমার শিষ্য সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী থাকবে। এইভাবে সে তার ইচ্ছা অনুসারে পৃথিবী শাসন করুক।" এইভাবে সুদ্যুম্ন তাঁর গুরুর কৃপায় মহাদেবের বচন অনুসারে এক মাস অন্তর পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়ে রাজ্য শাসন করছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রজারা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। হে রাজন্, সুদ্যুম্নের উৎকল, গয় ও বিমল নামে তিনটি অতি ধার্মিক পুত্র ছিলেন, যাঁরা দক্ষিণাপথের অধিপতি হয়েছিলেন। তারপর বার্ধক্য উপনীত হলে, পৃথিবীপতি সুদ্যুম্ন তাঁর পুত্র পুরূরবাকে রাজ্য প্রদান করে বনে গমন করেছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনুপুত্রদের বংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর, পুত্র সুদ্যুম্ন যখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার জন্য বনে গমন করেন, তখন বৈবস্বত মনু (শ্রাদ্ধদেব) আরও পুত্রাভিলাষী হয়ে যমুনার তীরে শত বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তারপর, শ্রাদ্ধদেব পুত্র লাভের বাসনায় দেবদেব ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করার ফলে, ঠিক তাঁর নিজের মতো দশটি পুত্র লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু ছিলেন জ্যেষ্ঠ। এই পুত্রদের অন্যতম পৃষধ্র তাঁর গুরুর আদেশে গোরক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি রাত্রিবেলায় খড়্গ হাতে বীরাসনে থেকে গাভীদের রক্ষা করতেন। একদিন রাত্রে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন একটি বাঘ গোষ্ঠে প্রবেশ করে। সেই বাঘটিকে দেখে সমস্ত শয়ান গাভীরা ভয় পেয়ে গোষ্ঠে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগল। সেই অতি বলবান ব্যাঘ্রটি যখন একটি গাভীকে আক্রমণ করেছিল, তখন গাভীটি ভয়াতুর হয়ে আর্তনাদ করতে শুরু করেছিল। সেই আর্তনাদ শুনে পৃষধ্র তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ অনুসরণ করে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন নক্ষত্রসমূহ মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ায় পৃষধ্র গাভীটিকে বাঘ বলে মনে করে তাঁর খড়্গের দ্বারা গাভীটির মস্তক ছেদন করেছিলেন। খড়্গের অগ্রভাগের আঘাতে ব্যাঘ্রটির কর্ণ ছিন্ন হয়েছিল, তার ফলে অত্যন্ত ভীত হয়ে পথে রক্ত নিঃসৃত করতে করতে সেই ব্যাঘ্রটি সেখান থেকে পলায়ন করেছিল। শত্রুদমনকারী পৃষধ্র মনে করেছিলেন যে, ব্যাঘ্রটি নিহত হয়েছে, কিন্তু সকালবেলায় তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর দ্বারা গাভীটি নিহত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। পৃষধ্র যদিও না জেনে সেই অপরাধ করেছিলেন, তবুও তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—'তোমার পরবর্তী জন্মে তুমি ক্ষত্রিয় হতে পারবে না। পক্ষান্তরে, এই গোবধজনিত অপরাধের ফলে তোমাকে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে।' তাঁর গুরু কর্তৃক এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে বীর পৃষধ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অভিশাপ স্বীকার করেছিলেন। তারপর জিতেন্দ্রিয় হয়ে তিনি ঋষিদের অনুমোদিত ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করেছিলেন।"

"এইভাবে, পৃষধ্র সমস্ত সংসর্গ থেকে মুক্ত হয়ে শান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হয়েছিলেন এবং নিস্পৃহভাবে ভগবানের কৃপার প্রভাবে লব্ধ বস্তুর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে করতে তিনি ভক্তিযোগের প্রভাবে সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও সমদর্শী হয়েছিলেন এবং অন্তর্যামী পরম পুরুষ ভগবান বাসুদেবের প্রতি পূর্ণ ঐকান্তিকতা লাভ করেছিলেন। এইভাবে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে এবং সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করে, পৃষধ্র ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছিলেন এবং জড় অন্ধ ও বধিরের মতো জড় কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। এইরূপ আচরণের ফলে পৃষধ্র একজন মহান ঋষি হয়েছিলেন এবং বনে গমন করে তিনি যখন প্রজ্বলিত দাবাগ্নি দর্শন করেছিলেন, তখন তাতে তাঁর দেহ দগ্ধ করে তিনি চিন্ময়লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি কৈশোর বয়সেই জড় সুখভোগের প্রতি নিস্পৃহ হয়েছিলেন এবং তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে তাঁর বন্ধুগণ সহ বনে গমন করেছিলেন এবং স্বপ্রকাশ পরম পুরুষ ভগবানকে তাঁর হৃদয় অভ্যন্তরে চিন্তা করে পরম গতি লাভ করেছিলেন। মনুর আর এক পুত্র করূষ থেকে কারূষ নামক এক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। কারূষ ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন উত্তর দিকের রাজা। তাঁরা ধর্মনিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রক্ষকরূপে বিখ্যাত ছিলেন। ধৃষ্ট নামক মনুপুত্র থেকে ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, যাঁরা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মনুর পুত্র নৃগ থেকে সুমতির জন্ম হয়। সুমতি থেকে ভূতজ্যোতি এবং ভূতজ্যোতি থেকে বসু জন্মগ্রহণ করেন। বসুর পুত্র প্রতীক, প্রতীকের পুত্র ওঘবান। ওঘবানের পুত্রের নামও ওঘবান এবং তাঁর কন্যার নাম ওঘবতী। সুদর্শন সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। নরিষ্যন্ত থেকে চিত্রসেন নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে দক্ষ নামক পুত্রের জন্ম হয়। দক্ষ থেকে মীঢ্বান, মীঢ্বান থেকে পূর্ণ এবং পূর্ণ থেকে ইন্দ্রসেনের জন্ম হয়। ইন্দ্রসেন থেকে বীতিহোত্র, বীতিহোত্র থেকে সত্যশ্রবা, সত্যশ্রবা থেকে উরুশ্রবা এবং উরুশ্রবা থেকে দেবদত্তের জন্ম হয়। দেবদত্ত থেকে অগ্নিবেশ্য জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন স্বয়ং অগ্নিদেব। এই পুত্রটি কানীন ও জাতুকর্ণ্য ঋষিরূপে বিখ্যাত হন।"

"হে রাজন্, অগ্নিবেশ্য থেকে আগ্নিবেশ্যায়ন নামক ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হয়েছে। নরিষ্যন্তের বংশ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, এখন দিষ্টের বংশ বর্ণনা করছি, শ্রবণ কর। দিষ্টের নাভাগ নামে এক পুত্র ছিল। এর পরে যে নাভাগের কথা বর্ণনা করা হবে তার থেকে এই নাভাগ ভিন্ন। এই দিষ্টপুত্র নাভাগ কর্মের দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নাভাগের পুত্র ভলন্দন, ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি এবং তাঁর পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ এবং তাঁর পুত্র বিবিংশতি। বিবিংশতির পুত্র রম্ভ, রম্ভের পুত্র পরম ধার্মিক খনীনেত্র। হে রাজন্, এই খনীনেত্রের পুত্র রাজা করন্ধম। করন্ধম থেকে অবীক্ষিৎ নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত, যিনি রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সংবর্ত মরুত্তকে দিয়ে এক যজ্ঞ করিয়েছিলেন। রাজা মরুত্তের যজ্ঞের মতো আর কোন যজ্ঞ হয়নি। তাঁর যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী ছিল স্বর্ণময়, সুতরাং তা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সেই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান করে মত্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে মরুৎ দেবতাগণ খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন এবং বিশ্বদেবগণ সভাসদ ছিলেন। মরুত্তের পুত্র দম, দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন, রাজ্যবর্ধনের পুত্র সুধৃতি এবং তাঁর পুত্র নর। নরের পুত্র কেবল এবং তাঁর পুত্র বন্ধুমান, বন্ধুমানের পুত্র বেগবান, বেগবানের পুত্র বুধ এবং বুধের পুত্র তৃণবিন্দু। এই তৃণবিন্দু পৃথিবীর অধিপতি হয়েছিলেন। অপ্সরাশ্রেষ্ঠা অলম্বুষা অনুরূপ বর গুণসম্পন্ন তৃণবিন্দুকে পতিরূপে বরণ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে কয়েকটি পুত্র এবং ইলবিলা নামক একটি কন্যার জন্ম হয়। মহাযোগী ঋষি বিশ্রবা তাঁর পিতার কাছ থেকে অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করে, ইলবিলার গর্ভে ধনপতি কুবের নামক পুত্র উৎপাদন করেন। তৃণবিন্দুর বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু নামক তিনটি পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে বিশাল বংশ সৃষ্টি করেন এবং বৈশালী নামক পুরী নির্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তাঁর পুত্র ধূম্রাক্ষ, ধূম্রাক্ষের পুত্র সংযম এবং সংযমের পুত্র দেবজ ও কৃশাশ্ব। কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করে মহাযোগীদের প্রাপ্য অতি উত্তম গতি লাভ করেছিলেন। সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। বিশাল রাজার বংশোদ্ভূত রাজারা তৃণবিন্দুর কীর্তি রক্ষা করেছিলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

সুকন্যা এবং চ্যবন মুনির বিবাহ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! মনুর আর এক পুত্র শর্যাতি ছিলেন পূর্ণরূপে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত রাজা। তিনি অঙ্গিরার বংশধরদের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কর্তব্য কর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন। শর্যাতির সুকন্যা নামক এক অতি সুন্দরী কমলনয়না কন্যা ছিল। সেই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করে, রাজা শর্যাতি

চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সুকন্যা যখন সখীগণ পরিবেষ্টিতা হয়ে বনে গাছ থেকে ফল আহরণ করছিলেন, তখন তিনি একটি বল্মীকের গর্তে জোনাকির মতো দুটি জ্যোতি দেখতে পেলেন। দৈবের প্রেরণাবশতই যেন সেই কন্যা মুগ্ধা হয়ে একটি কাঁটার দ্বারা সেই জ্যোতির্ময় পদার্থ দুটি বিদ্ধ করেছিলেন এবং বিদ্ধ হওয়া মাত্রই সেখান থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল। তৎক্ষণাৎ শর্যাতির সৈন্যদের মল-মূত্র নিরুদ্ধ হয়েছিল। তা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে শর্যাতি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন। কি আশ্চর্য! আমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনির কোন অনিষ্ট করেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন এই আশ্রমকে কলুষিত করেছে। সুকন্যা তখন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'আমি কিছু অন্যায় করেছি, কারণ আমি না জেনে একটি কণ্টকের দ্বারা দুটি জ্যোতি বিদীর্ণ করেছি।' তাঁর কন্যার সেই উক্তি শ্রবণ করে রাজা শর্যাতি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন এবং তিনি নানাভাবে বল্মীকের মধ্যে অবস্থিত চ্যবন মুনিকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। সংযত চিত্ত শর্যাতি চ্যবন মুনির অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, তাঁকে তাঁর কন্যা সমর্পণ করেছিলেন এবং অতি কষ্টে বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে মুনির অনুমতি গ্রহণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অত্যন্ত উগ্র স্বভাব চ্যবন মুনিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ায় সুকন্যা তাঁর হৃদয়গত ভাব অবগত হয়ে, অত্যন্ত সাবধানে সেই অনুসারে কার্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। তারপর, কিছুকাল গত হলে, স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। চ্যবন মুনি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করে, তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে যৌবন প্রদান করতে, কারণ তাঁরা যৌবন দানে সমর্থ ছিলেন।"

চ্যবন মুনি বললেন—"যদিও আপনারা যজ্ঞে সোমরস পানে বঞ্চিত, আমি আপনাদের সোমরসপূর্ণ পাত্র প্রদান করব। দয়া করে আপনারা আমাকে রূপ এবং যৌবন সম্পাদন করে দিন, কারণ তা যুবতী রমণীদের আকৃষ্ট করে। চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে চ্যবন মুনির প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, "এই সিদ্ধ সরোবরে আপনি নিমগ্ন হোন।" (এই সরোবরে যে স্নান করে তার বাসনা পূর্ণ হয়)। এই কথা বলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জরাজীর্ণ শরীর ধমনীশিরা দেহ অতি বৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে নিয়ে হ্রদে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর, সেই হ্রদ থেকে অতি সুন্দর তিনজন পুরুষ উঠে এলেন। তাঁরা পরম সুন্দর পদ্মমালা, কুণ্ডল এবং সুন্দর বসনে ভূষিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন সমান সৌন্দর্য বিশিষ্ট। সেই পতিব্রতা সুন্দরী সুকন্যা কে যে অশ্বিনীকুমার এবং কে তাঁর পতি তা বুঝতে পারলেন না, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন সমান সুন্দর। কে তাঁর পতি তা বুঝতে না পেরে, তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাগত হয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্য-ধর্ম দর্শন করে তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন এবং তাঁর পতিকে দেখিয়ে দিয়ে ও চ্যবন মুনির অনুমতি নিয়ে তাঁরা তাঁদের বিমানে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর, রাজা শর্যাতি, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অভিলাষী হয়ে চ্যবন মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর কন্যার পাশে সূর্যের মতো তেজস্বী এক অতি সুন্দর যুবককে দর্শন করেছিলেন। তাঁর কন্যা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেও, রাজা শর্যাতি তাঁকে আশীর্বাদ না করে অসন্তুষ্ট চিত্তে বলতে লাগলেন। হে অসতী! তুমি কি করতে অভিলাষী হয়েছ? তুমি সর্বজনপূজ্য পরম শ্রদ্ধেয় পতিকে প্রতারণা করেছ, যেহেতু তিনি বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত, তাই তুমি অপ্রিয় পতিকে পরিত্যাগ করে এই যুবকটিকে উপপতিরূপে বরণ করেছ, যে ঠিক একটি পথের ভিক্ষুকের মতো। হে কন্যা, তুমি এক সংকুলে জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার মতি এইভাবে অধোগামী হল কিভাবে? তুমি কিভাবে নির্লজ্জের মতো এক উপপতির ভজনা করছ? তার ফলে তুমি তোমার পিতৃকুল এবং পতিকুল উভয় কুলকেই ঘোর নরকে পতিত করলে। সুকন্যা কিন্তু তাঁর সতীত্বের গর্বে গর্বিত হয়ে হেসে এই প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগকারী পিতাকে বললেন, 'হে পিতঃ! আমার পার্শ্বস্থিত এই ব্যক্তিটি আপনারই জামাতা ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনি।' এই বলে সুকন্যা তাঁর পিতাকে চ্যবনের রূপ এবং যৌবন প্রাপ্তির কারণ বর্ণনা করেছিলেন। তা শুনে শর্যাতি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে কন্যাকে স্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন।' "

"চ্যবন মুনি তাঁর শক্তিবলে রাজা শর্যাতিকে দিয়ে সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যদিও সোমরস পানে অধিকার ছিল না, তবুও মুনি তাঁদের সোমরসের পূর্ণপাত্র প্রদান করেছিলেন। ইন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে চ্যবন মুনিকে হত্যা করার জন্য তাঁর বজ্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চ্যবন মুনি তাঁর শক্তির বলে বজ্রসহ ইন্দ্রের হস্ত নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। যদিও অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসক বলে যজ্ঞে সোমরস পানের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও সেই সময় থেকে দেবতারা তাঁদের সোমরস পান করতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। রাজা শর্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত এবং ভূরিষেণ নামক তিনটি পুত্র ছিল। আনর্ত থেকে রেবতের জন্ম হয়।"

"হে শত্রুদমন মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামক একটি নগরী নির্মাণপূর্বক সেখানে বাস করে আনর্ত প্রভৃতি দেশ শাসন করতেন। তাঁর একশত অতি উত্তম পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুদ্মী। ককুদ্মী তাঁর কন্যা রেবতীকে নিয়ে তাঁর কন্যার পতি কে হবে তা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রকৃতির ত্রিগুণের অতীত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। ককুদ্মী যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা গন্ধর্বদের গীতবাদ্য শ্রবণ করছিলেন এবং তাই ক্ষণকালের জন্যও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় হয়নি। সেই জন্য ককুদ্মী প্রতীক্ষা করেছিলেন এবং গীতবাদ্যের অবসানে তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করেছিলেন। তাঁর কথা শুনে পরম শক্তিমান ব্রহ্মা উচ্চহাস্য সহকারে ককুদ্মীকে বলেছিলেন, "হে রাজন, তুমি মনে মনে যাদের তোমার জামাতারূপে স্থির করেছিলে, তারা সকলেই কালের প্রভাবে গত হয়েছে।" সাতাশ চতুর্যুগ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। যাদের তুমি মনে মনে স্থির করেছিলে তারা এখন গত হয়েছে, এমন কি তাদের পুত্র, পৌত্র এবং গোত্রদের নাম পর্যন্ত তুমি শুনতে পাবে না।"

"হে রাজন, তুমি যাও, দেবদেব বিষ্ণু যাঁর অংশ সেই মহাবলী বলদেব এখন সেখানে বিরাজ করছেন, তোমার এই কন্যারত্নটি সেই পুরুষরত্নকে সমর্পণ কর। শ্রীবলদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষ পবিত্র হয়। তিনি যেহেতু সমস্ত জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই তিনি এখন ভূভার হরণ করার জন্য তাঁর অংশসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

"ব্রহ্মার দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, ককুদ্মী তাঁকে প্রণাম করে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তাঁর পুরী শূন্য, কারণ তাঁর ভ্রাতারা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা যক্ষ আদি উচ্চতর জীবদের ভয়ে পুরী পরিত্যাগ করে চতুর্দিকে অবস্থান করছিলেন। তারপর রাজা তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যাকে পরম শক্তিশালী শ্রীবলদেবকে সমর্পণ করে, নর-নারায়ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তপস্যা করতে বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্বাসা মুনির অপরাধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নভগের পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করেছিলেন। তাই তাঁর ভাইয়েরা মনে করেছিলেন যে, তিনি গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার জন্য আর ফিরে আসবেন না। অতএব তাঁরা তাঁর জন্য তাঁদের পিতার সম্পত্তির কোন অংশ না রেখেই নিজেদের মধ্যে তা বণ্টন করে নিয়েছিলেন।

নাভাগ যখন তাঁর গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের পিতাকে তাঁর সম্পত্তির অংশ বলে নির্দেশ করেছিলেন। নাভাগ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে ভ্রাতাগণ, আমার জন্য আপনারা পিতার সম্পত্তির অংশস্বরূপ কি রেখেছেন?' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা তোমার অংশস্বরূপ আমাদের পিতাকে রেখেছি।' কিন্তু নাভাগ যখন তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পিতৃদেব, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আপনাকে আমার সম্পত্তির অংশরূপে প্রদান করেছেন,' তখন তাঁর পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'হে বৎস! তাদের সেই উক্তি প্রতারণামূলক, তাদের সেই বাক্যে বিশ্বাস করো না। আমি তোমার সম্পত্তির অংশ নই।'"

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—"অঙ্গিরাগোত্রীয় ঋষিরা এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন। কিন্তু যদিও তাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তবুও তাঁরা ষষ্ঠ দিবসে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে মোহগ্রস্ত হয়ে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে ভুল করবেন। তুমি সেই মহাত্মাদের কাছে যাও এবং বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুটি বৈদিক মন্ত্র বর্ণনা করো। সেই মহর্ষিরা যজ্ঞ সমাপ্ত হলে যখন স্বর্গলোকে যাবেন, তখন তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধন তোমাকে প্রদান করবেন। অতএব তুমি সেখানে যাও। নাভাগ তাঁর পিতার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন এবং অঙ্গিরাগোত্রীয় ঋষিরা তাঁকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করে স্বর্গে গমন করেছিলেন। তারপর, নাভাগ যখন সেই ধন গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উত্তর দিক থেকে এসে তাঁকে বলেছিলেন, 'এই যজ্ঞভূমির সমস্ত ধন আমার।' নাভাগ তখন বলেছিলেন, 'এই ধন আমার ঋষিরা আমাকে এগুলি দান করেছেন।' নাভাগ সেই কথা বললে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটি বললেন, 'চলো, আমরা তোমার পিতার কাছে যাই এবং তাঁকে আমাদের এই মতবিরোধের মীমাংসা করতে বলি।' সেই বাক্য অনুসারে নাভাগ তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—"ঋষিরা দক্ষযজ্ঞে সব কিছু রুদ্রের অংশ বলে বিবেচনা করে তাঁকে তা নিবেদন করেছিলেন, তাই যজ্ঞভূমিস্থ সমস্ত বস্তুই শিবের।"

তখন রুদ্রকে প্রণতি নিবেদন করে নাভাগ বলেছিলেন—"হে পরমপূজ্য প্রভু! এই যজ্ঞভূমির সব কিছুই আপনার। আমার পিতা সেই কথাই আমাকে বলেছেন। এখন আমি অবনত মস্তকে আপনার কৃপা প্রার্থনা করছি।"

রুদ্র বললেন—"তোমার পিতা যা বলেছেন তা সত্য এবং তুমিও সত্য কথাই বলছ। অতএব আমি রুদ্র, তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান দান করব। এখন তুমি এই যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধন গ্রহণ কর, কারণ আমি তোমাকে তা দান করছি।" সেই কথা বলে ধর্মানুরাগী শিব সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

"এই আখ্যানটি যিনি মনোযোগ সহকারে সকালে ও সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে বিদ্বান ও মন্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। নাভাগ থেকে মহারাজ অম্বরীষের জন্ম হয়েছিল। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন একজন মহাভাগবত এবং সুকৃতিবান পুরুষ। যদিও তিনি এক মহা তেজস্বী ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তবুও সেই ব্রহ্মশাপ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হে মহাত্মন, মহারাজ অম্বরীষ নিশ্চয়ই ছিলেন অতি উন্নত চরিত্র এবং সুবুদ্ধিমান। আমি তাঁর কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত অভিশাপও তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরম সৌভাগ্যবান মহারাজ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর আধিপত্য এবং অক্ষয় ঐশ্বর্য ও অতুলনীয় সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। যদিও এই প্রকার পদ লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ, তবুও মহারাজ অম্বরীষের তাতে একটুও আসক্তি ছিল না। কারণ তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই প্রকার সমস্ত ঐশ্বর্যই জড়-জাগতিক। স্বপ্নের মতো অলীক এই ঐশ্বর্য চরমে বিনষ্ট হয়ে যাবে। রাজা ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, কোন অভক্ত যখন এই প্রকার ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, তখন সে তমোগুণের গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে অধঃপতিত হয়। মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন ভগবান শ্রীবাসুদেব এবং ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদের এক পরম ভক্ত। তাঁর এই ভক্তির প্রভাবে তিনি সমস্ত জড় জগৎকে একটি মাটির ঢেলার মতো তুচ্ছ জ্ঞান মনে করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে, তাঁর বাণী ভগবানের মহিমা বর্ণনায়, তাঁর হস্তকে মন্দির মার্জনে, তাঁর কর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণে, তাঁর চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং মথুরা-বৃন্দাবন আদি স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দর্শনে, তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্তের অঙ্গস্পর্শনে, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে, তাঁর রসনা কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদনে, তাঁর চরণদ্বয় তীর্থভ্রমণ এবং ভগবানের মন্দিরে গমনে, তাঁর মস্তক ভগবানকে প্রণতি নিবেদনে এবং তাঁর বাসনাকে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা সম্পাদনে, নিযুক্ত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মহারাজ অম্বরীষ তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছু কামনা করেননি। তিনি তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের বিভিন্ন সেবায় যুক্ত করেছিলেন। ভগবানের প্রতি আসক্তি লাভ করে সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়ার এটিই পন্থা।"

"মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর রাজকীয় কার্যকলাপের সমস্ত ফল পরতত্ত্ব, পরম ভোক্তা অধোক্ষজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করে, ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে অনায়াসে পৃথিবী শাসন করতেন। মরুদেশে যেখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে অম্বরীষ মহারাজ অশ্বমেধ আদি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করেছিলেন। এই প্রকার যজ্ঞ মহা ঐশ্বর্য, উপযুক্ত উপকরণ এবং ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দান করার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের যজমান রাজার প্রতিনিধি হয়ে বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রমুখ মহাত্মারা এই সমস্ত যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে সুন্দর বস্ত্রে বিভূষিত সদস্যবর্গ এবং পুরোহিতদের (বিশেষ করে হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা এবং অধ্বর্যুদের) ঠিক দেবতাদের মতো দেখাত। তাঁরা গভীর উৎসুক্য সহকারে নিমেষহীন দৃষ্টিতে যজ্ঞ দর্শন করতেন। অম্বরীষ মহারাজের রাজ্যের নাগরিকেরা ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করতেন। তাই তাঁরা দেবতাদেরও অত্যন্ত প্রিয় স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করতেন না। যাঁরা ভগবানের সেবাজনিত চিন্ময় আনন্দে মগ্ন, তাঁরা সিদ্ধপুরুষদেরও যা পরম প্রাপ্তি সেই সমস্ত বিষয়েও আগ্রহী নন, কারণ হৃদয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে যে দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়, তার কাছে সিদ্ধপুরুষদের সিদ্ধিও নিতান্তই তুচ্ছ। এই পৃথিবীর রাজা অম্বরীষ এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টার কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সর্বদা তাঁর স্বধর্মে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে, তিনি ক্রমশ সর্বপ্রকার জড় বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তানসন্ততি, বন্ধুবান্ধব, শ্রেষ্ঠ হস্তী, সুন্দর রথ, অশ্ব, অক্ষয় রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অক্ষয় ধনভাণ্ডারের প্রতি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি সেগুলি নিতান্তই অনিত্য এবং তুচ্ছ জড় বিষয় বলে মনে করেছিলেন।"

"অম্বরীষ মহারাজের ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁকে তাঁর সুদর্শন চক্র প্রদান করেছিলেন, যা ভক্তদের সংরক্ষক এবং যা শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য অম্বরীষ মহারাজ তাঁরই মতো গুণবতী মহিষী সহ এক বৎসর কাল দ্বাদশী একাদশী এবং জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করেছিলেন। এক বছর ধরে ব্রত ধারণ করার পর, কার্তিক মাসে তিন দিন উপবাস করে এবং তারপর যমুনায় স্নান করে, মহারাজ অম্বরীষ মধুবনে ভগবান শ্রীহরির অর্চনা করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ মহা অভিষেকের বিধি অনুসারে সর্বপ্রকার উপকরণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অভিষেক করেছিলেন এবং তারপর সুন্দর বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধি পুষ্পমালা এবং পূজার অন্যান্য উপকরণের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং জড় বাসনাশূন্য মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের পূজা করেছিলেন। তারপর অম্বরীষ মহারাজ তাঁর গৃহে সমাগত অতিথিদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। তিনি তাঁদের ষাট কোটি গাভী দান করেছিলেন, যাদের শৃঙ্গ স্বর্ণমণ্ডিত ছিল এবং খুরগুলি রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। সেই গাভীগুলি সুন্দর বস্ত্রে সুশোভিত এবং দুগ্ধে পূর্ণ ছিল। তারা ছিল সুন্দর স্বভাব, যৌবন, রূপ এবং বৎস সমন্বিত। সেই সমস্ত গাভী দান করার পর রাজা ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত সুস্বাদু আহার্য ভোজন করিয়েছিলেন এবং যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি

তাঁদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁর উপবাস ভঙ্গ করে একাদশীব্রত সমাপ্ত করার উপক্রম করেছিলেন। ঠিক তখন মহাশক্তিমান দুর্বাসা মুনি সেখানে অতিথিরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বাসা মুনিকে স্বাগত জানিয়ে আসন প্রদান করেছিলেন এবং পূজার উপকরণের দ্বারা পূজা করেছিলেন। তারপর তাঁর পাদ সমীপে উপবিষ্ট হয়ে রাজা সেই মহর্ষিকে ভোজন করতে অনুরোধ করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি সানন্দে অম্বরীষ মহারাজের অনুরোধ অঙ্গীকার করে, মধ্যাহ্নকালীন বিধি অনুষ্ঠান করার জন্য যমুনা নদীতে গমন করেছিলেন। সেখানে যমুনার পবিত্র জলে নিমগ্ন হয়ে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেছিলেন। দ্বাদশীর উপবাস পারণের যখন আর মাত্র অর্ধ মুহূর্ত বাকি ছিল, অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ উপবাস ভঙ্গ করা আবশ্যক হয়েছিল, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রাজা তত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তখন কি করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে বিচার করতে শুরু করেছিলেন।"

রাজা বললেন, "ব্রাহ্মণকে অশ্রদ্ধা করা হলে মহা অপরাধ হয়। অথচ দ্বাদশীতে উপবাস ভঙ্গ না করলে ব্রতপালনে ত্রুটি হয়। অতএব, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা যদি মনে করেন যে, জলপান করে উপবাস ভঙ্গ করলে মঙ্গল হবে এবং অশ্রদ্ধা হবে না, তা হলে আমি তাই করব।" এইভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, কারণ ব্রাহ্মণদের মতে জলপান করা, ভক্ষণ এবং অভক্ষণ উভয়ই।

"হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! রাজর্ষি এইভাবে বিচার করে, তাঁর হৃদয়ে ভগবান অচ্যুতের ধ্যানপূর্বক একটু জলপান করে, তিনি মহাযোগী দুর্বাসা মুনির আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মধ্যাহ্নকালীন কর্তব্য সমাপন করে দুর্বাসা মুনি যমুনার তট থেকে ফিরে এলে, রাজা তাঁকে পূজা করে স্বাগত জানালেন, কিন্তু দুর্বাসা মুনি তাঁর যোগশক্তির বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহারাজ অম্বরীষ তাঁর অনুমতি না নিয়ে জলপান করেছেন। ক্রোধে দুর্বাসা মুনির দেহ কম্পিত হতে লাগল, তাঁর মুখ ভ্রুকুটির দ্বারা কুটিল রূপ ধারণ করল এবং ক্ষুধার্ত হয়ে রুষ্টভাবে তিনি কৃতাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অম্বরীষকে বলতে লাগলেন। আহা! এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিটিকে দেখ, সে বিষ্ণুভক্ত নয়। ধনৈশ্বর্য এবং পদমর্যাদার গর্বে গর্বিত হয়ে সে নিজেকে ভগবান বলে মনে করছে। দেখ কিভাবে সে ধর্মনীতি লঙ্ঘন করেছে। মহারাজ অম্বরীষ, তুমি আমাকে তোমার অতিথিরূপে ভোজন করতে নিমন্ত্রণ করেছ, কিন্তু আমাকে ভোজন না করিয়ে তুমি নিজেই প্রথমে ভোজন করেছ। তোমার এই অন্যায় আচরণের ফল এখনই আমি তোমাকে দেখাব। এইভাবে বলতে বলতে দুর্বাসার মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর মস্তক থেকে জটা ছিন্ন করে, অম্বরীষ মহারাজকে দণ্ডদান করার জন্য তাঁর দ্বারা কালাগ্নিতুল্য এক অসুরকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই জ্বলন্ত কৃত্যা তার হাতে অসি নিয়ে পদবিক্ষেপের দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করতে করতে তাঁর দিকে আসছে দেখেও মহারাজ অম্বরীষ তাঁর স্থান থেকে বিচলিত হলেন না। দাবানল যেভাবে ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, ভক্তকে রক্ষা করার জন্য পূর্ব থেকেই ভগবানের আদেশপ্রাপ্ত সুদর্শন চক্রও সেইভাবে দুর্বাসাসৃষ্ট অসুরটিকে দগ্ধ করেছিল। দুর্বাসা যখন দেখলেন যে, তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই চক্র দ্রুতবেগে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি ভীত হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগলেন। দাবানলের প্রজ্বলিত শিখা যেভাবে সর্পকে অনুসরণ করে, ভগবানের চক্রও সেইভাবে দুর্বাসা মুনিকে অনুসরণ করতে লাগল। দুর্বাসা মুনি দেখেছিলেন যে, সেই চক্র প্রায় তাঁর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে এবং তার ফলে তিনি সুমেরু পর্বতের গুহায় প্রবেশ করার বাসনায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছিলেন। দুর্বাসা মুনি আত্মরক্ষার জন্য সর্বদিকে, আকাশে, পৃথিবীতে, গুহায়, সমুদ্রে, ত্রিভুবনের লোকপালদের লোকে এবং স্বর্গে গমন করেছিলেন। কিন্তু যেখানেই তিনি গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি দেখেছিলেন যে, অসহ্য তেজোময় সুদর্শন চক্র তাঁকে অনুসরণ করছে। ভীত চিত্তে দুর্বাসা আশ্রয়ের অন্বেষণ করতে করতে সর্বত্র গমন করেছিলেন, কিন্তু কোথাও তিনি আশ্রয় পাননি। অবশেষে তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, 'হে বিধাতা! হে ব্রহ্মা! দয়া করে আপনি ভগবানের জ্বলন্ত সুদর্শন চক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' "

ব্রহ্মা বললেন—"দ্বিপরার্ধ কালের অবসানে ভগবানের লীলা যখন সমাপ্ত হয়, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ভ্রূভঙ্গির দ্বারা আমাদের বাসস্থান সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন। আমি, শিব, দক্ষ, ভৃগু প্রমুখ ঋষিকুল, প্রজাপতি, মানব-সমাজের শাসকবর্গ এবং দেবতাদের শাসকবর্গ—আমরা সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত এবং সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য আমরা অবনত মস্তকে তাঁর আদেশ পালন করি। সুদর্শন চক্রের তাপের দ্বারা অত্যন্ত সন্তপ্ত দুর্বাসা এইভাবে ব্রহ্মার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৈলাসবাসী শিবের শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।"

শ্রীশঙ্কর বললেন—"হে বৎস! আমি, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা যাঁরা আমাদের মহত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করি, ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি প্রদর্শন করার কোন ক্ষমতা আমাদের নেই, কারণ জীবগণ সহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়। ত্রিকালজ্ঞ আমি (শিব), সনৎকুমার, নারদ, পরম পূজ্য ব্রহ্মা, কপিল (দেবহূতি পুত্র), অপান্তরতম (ব্যাসদেব), দেবল, ধর্মরাজ, আসুরি, মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ এবং অন্য বহু সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের মায়ার দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে, তাঁর মায়ার প্রভাব যে কি প্রকার তা জানতে পারি না। তাঁর সুদর্শন চক্র আমাদেরও দুর্বিষহ, সুতরাং তুমি সেই বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁর শরণাগত হও। তিনি অবশ্যই তোমার প্রতি সদয় হয়ে তোমার কল্যাণ বিধান করবেন।"

"তারপর, শিবের কাছেও নিরাশ হয়ে দুর্বাসা মুনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেছিলেন, যেখানে ভগবান শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবী সহ অবস্থান করেন। মহাযোগী দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে, নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়েছিলেন। কম্পিত কলেবরে তিনি বলেছিলেন—হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে বিশ্বপালক! আপনি সমস্ত ভক্তদের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু। হে প্রভো! আমি মহা অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার অনন্ত শক্তির কথা না জেনে আমি আপনার অতি প্রিয় ভক্তের প্রতি অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করুন। আপনি সব কিছুই করতে পারেন। নরকে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকেও আপনি কেবল তার হৃদয়ে আপনার পবিত্র নাম জাগরিত করার মাধ্যমে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন।"

ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে বললেন—"আমি সম্পূর্ণভাবে আমার ভক্তের অধীন। প্রকৃতপক্ষে আমার কোনই স্বাতন্ত্র্য নেই। যেহেতু আমার ভক্তরা সর্বতোভাবে জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাই আমি তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করি। আমার ভক্তের কি কথা, যাঁরা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁরাও আমার অত্যন্ত প্রিয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যে সমস্ত মহাত্মাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, তাঁদের ছাড়া আমি আমার চিন্ময় আনন্দ এবং পরম ঐশ্বর্য উপভোগ করতে চাই না। শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পদ এমন কি তাঁদের জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করে—তাঁদের ইহলোকে এবং পরলোকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের বাসনা তাঁদের থাকে না, সেই প্রকার ভক্তদের আমি কিভাবে পরিত্যাগ করব? সতী স্ত্রী যেভাবে সেবার মাধ্যমে সৎপতিকে বশীভূত করে, সর্বতোভাবে আমার প্রতি আসক্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন শুদ্ধ ভক্তেরাও সেইভাবে তাঁদের ভক্তির প্রভাবে আমাকে বশীভূত করেন। আমার ভক্তরা আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকার ফলে সর্বদা পরিতৃপ্ত, তাই তাঁরা চার প্রকার মুক্তি (সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সার্ষ্টি), তাদের উপস্থিত হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না। অতএব স্বর্গলোকে উন্নতি আদি অনিত্য জড় সুখের কি আর কথা? শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকেন এবং আমিও সর্বদা শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে থাকি। ভক্তেরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও জানেন না, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছুই জানি না।"

"হে ব্রাহ্মণ! তোমার আত্মরক্ষার উপায় আমি তোমাকে বলছি, শ্রবণ কর। অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করার ফলে তুমি আত্মহিংসা করেছ। তাই এখুনি তুমি তাঁর কাছে যাও, বিলম্ব করো না। কারণ তথাকথিত শক্তি যখন ভক্তের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন প্রয়োগকারীরই অনিষ্ট হয়। তার উপর প্রয়োগ করা হয় তার কোন ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে, যে প্রয়োগ করে তারই অনিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে তপস্যা এবং বিদ্যা অবশ্যই মঙ্গলজনক, কিন্তু যে ব্যক্তির স্বভাব নম্র নয়,

তার পক্ষে এই তপস্যা এবং বিদ্যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাই তুমি এক্ষুণি মহারাজ নাভাগের পুত্র অম্বরীষ মহারাজের কাছে যাও। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। তুমি যদি মহারাজ অম্বরীষকে প্রসন্ন করতে পার, তা হলে তোমার শান্তি হবে।"

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্বাসা মুনির জীবন রক্ষা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে, সুদর্শন চক্রের দ্বারা সন্তপ্ত দুর্বাসা মুনি তৎক্ষণাৎ অম্বরীষ মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁর চরণযুগল ধারণ করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি তাঁর চরণ স্পর্শ করায় অম্বরীষ মহারাজ অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তিনি যখন দেখলেন দুর্বাসা মুনি তাঁর স্তব করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি কৃপাবশত অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি ভগবানের সেই মহা অস্ত্রের উদ্দেশ্যে স্তব করতে শুরু করেছিলেন।"

মহারাজ অম্বরীষ বললেন—"হে সুদর্শন চক্র! আপনি অগ্নি, আপনি পরম শক্তিমান সূর্য, আপনি সমস্ত জ্যোতিষ্কের পতি চন্দ্র, আপনি জল, ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এবং আপনি ইন্দ্রিয়সমূহ। হে অচ্যুতপ্রিয়! আপনি সহস্র অর সমন্বিত। হে জড় জগতের পতি, সর্ব অস্ত্র বিনাশক, ভগবানের আদি দৃষ্টি, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করুন এবং তাঁর মঙ্গল বিধান করুন। হে সুদর্শন চক্র! আপনি ধর্ম, আপনি সত্য, আপনি অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী, আপনি যজ্ঞ এবং আপনি সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। আপনিই সমগ্র জগতের পালনকর্তা এবং আপনিই ভগবানের হস্তে তাঁর পরম প্রভাব। আপনি ভগবানের মূল দৃষ্টি এবং তাই আপনি সুদর্শন নামে পরিচিত। আপনারই কার্যের দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই আপনি সর্বব্যাপ্ত। হে সুদর্শন, আপনি অত্যন্ত মঙ্গলময় নাভি সমন্বিত এবং তাই আপনি সমস্ত ধর্মের রক্ষক ও বাহক। অধর্ম-পরায়ণ অসুরদের পক্ষে আপনি অশুভ ধূমকেতুর মতো। বস্তুতপক্ষে, আপনি ত্রিভুবনের পালনকর্তা। আপনি চিন্ময় জ্যোতি সমন্বিত, আপনি মনের মতো দ্রুতগামী এবং আপনি অদ্ভুতকর্মা। আমি কেবল 'নমঃ' শব্দটি উচ্চারণ করার দ্বারা আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে বাণীর পতি! আপনার ধর্মময় তেজের দ্বারা এই জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এবং মহাজনদের জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে কেউই আপনার জ্যোতি অতিক্রম করতে পারে না, কারণ প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত, স্থূল এবং সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সব কিছু আপনারই জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত রূপ। হে অজিত! আপনি যখন ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হন, তখন দৈত্য ও দানব সৈনাদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বাহু, উদর, উরু, পদ এবং মস্তক নিরন্তর ছিন্ন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ করেন। হে জগৎত্রাতা! ভগবানের সর্বশক্তিমান অস্ত্ররূপে খল অসুরদের বিনাশ করার জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। আমাদের কুলের মঙ্গলের জন্য দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান করুন। তা হলে নিশ্চিতভাবে আমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। আমাদের বংশ যদি সৎপাত্রে দান করে থাকে, সৎকর্ম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে থাকে, সুষ্ঠুভাবে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তা হলে আমি কামনা করি যে, তার বিনিময়ে এই ব্রাহ্মণ যেন সুদর্শন চক্রের সন্তাপ থেকে মুক্ত হন। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সমস্ত চিন্ময় গুণের আধার এবং যিনি সমস্ত জীবের আত্মা, তিনি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হলে আমরা কামনা করি যে, এই ব্রাহ্মণ দুর্বাসা মুনি যেন সমস্ত সন্তাপ থেকে মুক্ত হন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজা যখন এইভাবে সুদর্শন চক্র এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্তব করেছিলেন, তখন তাঁর প্রার্থনায় সুদর্শন চক্র শান্ত হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ দুর্বাসা মুনিকে দহন করা থেকে বিরত হয়েছিলেন। মহাশক্তিশালী যোগী দুর্বাসা মুনি সুদর্শন চক্রের আগুন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেছিলেন। তখন তিনি মহারাজ অম্বরীষের গুণের প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁকে পরম আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।"

দুর্বাসা মুনি বললেন—"হে রাজন্! আজ আমি ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য দর্শন করলাম, কারণ যদিও আমি অপরাধ করেছি, তবুও আপনি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যাঁরা শুদ্ধ ভক্তদের পতি ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করেছেন, তাঁদের পক্ষে অসাধ্য এবং দুস্ত্যজ কি আছে? যাঁর পবিত্র নাম শ্রবণ করা মাত্রই জীব নির্মল হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদের পক্ষে কি-ই বা অসম্ভব হতে পারে? হে রাজন্, আপনি আমার অপরাধ দর্শন না করে আমার জীবন রক্ষা করেছেন, তাই অত্যন্ত কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহীত হলাম।" দুর্বাসা মুনির প্রত্যাবর্তনের আশায় রাজা কিছুই আহার করেননি। তাই দুর্বাসা মুনি ফিরে এলে, রাজা তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়েছিলেন। রাজা এইভাবে দুর্বাসাকে সাদরে আপ্যায়ন করেছিলেন। দুর্বাসা বিবিধ প্রকার সুস্বাদু আহার্য ভোজন করে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে রাজাকে বলেছিলেন, "দয়া করে আপনিও ভোজন করুন।"

"হে রাজন্, আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। প্রথমে আমি আপনাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু পরে আমি আমার বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আপনি একজন মহাভাগবত। তাই কেবল আপনাকে দর্শনের দ্বারা, আপনার চরণ স্পর্শের দ্বারা এবং আপনার সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা আমি অনুগৃহীত ও প্রীত হয়েছি। দেবাঙ্গনারা আপনার নির্মল কীর্তি অনুক্ষণ কীর্তন করবে এবং এই পৃথিবীর মানুষেরাও আপনার পরম পবিত্র চরিত্র গান করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহাযোগী দুর্বাসা সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়ে রাজার অনুমতি গ্রহণ করে, রাজার মহিমা কীর্তন করতে করতে আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেছিলেন। সেই ব্রহ্মলোকে কোন নাস্তিক এবং শুষ্ক মনোধর্মী দার্শনিক নেই। মহারাজ অম্বরীষের কাছ থেকে দুর্বাসা মুনির চলে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এক বছর অতীত হয়েছিল। রাজাও ততদিন কেবলমাত্র জলপান করে উপবাস করেছিলেন। এক বছর পরে দুর্বাসা মুনি যখন ফিরে এসেছিলেন, তখন মহারাজ অম্বরীষ তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র অন্নাদির দ্বারা ভোজন করিয়েছিলেন এবং তারপর স্বয়ং ভোজন করেছিলেন। রাজা যখন দেখলেন ব্রাহ্মণ দুর্বাসা দগ্ধ হওয়ার মহাবিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তখন ভগবানের কৃপায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিও অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তিনি সেই জন্য কোন কৃতিত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেছিলেন সব কিছু ভগবানই করেছেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে বিবিধ চিন্ময় গুণ সমন্বিত মহারাজ অম্বরীষ পূর্ণরূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর ভক্তির প্রভাবে তিনি এই জড় জগতের ব্রহ্মলোককে পর্যন্ত নরকতুল্য মনে করেছিলেন।"

"তারপর, ভগবদ্ভক্তির অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে যাঁর ভোগবাসনা বিনষ্ট হয়েছিল, সেই অম্বরীষ মহারাজ গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁরই মতো গুণসম্পন্ন তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য বিভাগ করে দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে, তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবে একাগ্র করার জন্য বনে প্রবেশ করেছিলেন। মহারাজ অম্বরীষের এই পবিত্র

কার্যকলাপের কথা যিনি সংকীর্তন করেন অথবা অনুক্ষণ চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হবেন। যাঁরা মহান ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র ভক্তি সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁরা অচিরেই মুক্ত হন অথবা ভগবানের ভক্ত হন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৌভরি মুনির অধঃপতন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অম্বরীষের তিন পুত্র—বিরূপ, কেতুমান ও শম্ভু। বিরূপ থেকে পৃষদশ্ব নামক পুত্রের জন্ম এবং পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তিনি মহর্ষি অঙ্গিরাকে তাঁর জন্য সন্তান উৎপাদন করতে প্রার্থনা করেন। তাঁর সেই প্রার্থনায় অঙ্গিরা রথীতরের পত্নীর গর্ভে কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন। সেই পুত্রেরা সকলেই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ছিলেন। রথীতরের পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁরা রথীতর গোত্র, কিন্তু যেহেতু তাঁরা অঙ্গিরার বীর্য থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তাই তাঁরা অঙ্গিরা গোত্রও। রথীতরের সমস্ত সন্তানদের মধ্যে এঁরাই শ্রেষ্ঠ, কারণ জন্মসূত্রে তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ।"

"মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু যখন হাঁচি (ক্ষুৎ) দিয়েছিলেন, তখন মনুর নাসারন্ধ্র থেকে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়েছিল। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি এবং দণ্ডক ছিলেন মুখ্য। তাঁর একশত পুত্রের মধ্যে পঁচিশজন হিমালয় এবং বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী আর্যাবর্তের পশ্চিম দিকের রাজা হয়েছিলেন। অন্য পঁচিশজন পুত্র আর্যাবর্তের পূর্ব দিকের রাজা হয়েছিলেন এবং তিনজন জ্যেষ্ঠ পুত্র মধ্যবর্তী স্থানের রাজা হয়েছিলেন। অন্যান্য পুত্রেরা অন্য স্থানের রাজা হয়েছিলেন। পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করা হয়, তাকে বলা হয় অষ্টকা-শ্রাদ্ধ। মহারাজ ইক্ষ্বাকু যখন এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র বিকুক্ষিকে শীঘ্র বনে গিয়ে পবিত্র মাংস আনয়ন করতে বলেছিলেন। তারপর ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি বনে গিয়ে শ্রাদ্ধে নিবেদন করার উপযুক্ত বহু পশু বধ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর বিবেক লুপ্ত হয়েছিল এবং তিনি একটি নিহত শশক ভক্ষণ করেছিলেন। বিকুক্ষি অবশিষ্ট মাংস রাজা ইক্ষ্বাকুকে দিয়েছিলেন এবং ইক্ষ্বাকু সেগুলি পবিত্রীকরণের জন্য বশিষ্ঠকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মাংসের এক অংশ বিকুক্ষি ইতিমধ্যে ভক্ষণ করেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন সেই মাংস শ্রাদ্ধের উপযুক্ত নয়। রাজা ইক্ষ্বাকু যখন বশিষ্ঠের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন তাঁর পুত্র বিকুক্ষি কি করেছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে বিধি লঙ্ঘন করার ফলে তিনি তাঁর পুত্রকে দেশ থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকু মহাতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যোগবলে তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতার তিরোভাবের পর বিকুক্ষি রাজ্যে ফিরে এসে, রাজা হয়ে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। বিকুক্ষি পরে শশাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।"

"শশাদের পুত্র পুরঞ্জয় যিনি ইন্দ্রবাহ এবং ককুৎস্থ বা ককুৎস্থ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি যে যে কর্মের দ্বারা এই সমস্ত নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা আমার কাছে শ্রবণ করুন। পূর্বে দেবতা এবং দৈত্যদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেবতারা পুরঞ্জয়কে তাঁদের সহায়করূপে বরণ করেছিলেন। দৈত্যদের পুরী জয় করেছিলেন বলে এই বীরের নাম হয়েছিল পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয় বলেছিলেন যে, ইন্দ্র যদি তাঁর বাহন হন, তা হলে তিনি সমস্ত দৈত্যদের বিনাশ করবেন, কিন্তু গর্বান্বিত ইন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তবে পরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র রাজী হয়েছিলেন এবং এক মহাবৃষরূপ ধারণ করে পুরঞ্জয়ের বাহন হয়েছিলেন। বর্মাবৃত হয়ে যুদ্ধ করতে অভিলাষী পুরঞ্জয় একটি দিব্য ধনু এবং অতি তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করেছিলেন এবং দেবতাদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে তিনি বৃষের (ইন্দ্রের) পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর ককুদে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিল ককুৎস্থ এবং ইন্দ্র তাঁর বাহন হয়েছিল বলে তিনি ইন্দ্রবাহ নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। মহাত্মা পরম পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তিতে আবিষ্ট ইন্দ্রবাহ দেবগণ পরিবৃত হয়ে পশ্চিম দিকে দৈত্যপুরী আক্রমণ করেছিলেন। দৈত্যদের সঙ্গে পুরঞ্জয়ের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। রোমহর্ষণজনক সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে যে সমস্ত দৈত্য তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল, পুরঞ্জয় তাঁর তীরের দ্বারা তাদের যমালয়ে প্রেরণ করেছিলেন। যুগান্তের প্রলয়াগ্নি সদৃশ ইন্দ্রবাহের জ্বলন্ত বাণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য যে সমস্ত দৈত্য অবশিষ্ট ছিল, তারা অচিরেই তাদের নিজ আলয়ে পলায়ন করেছিল।"

"শত্রুদের জয় করে রাজর্ষি পুরঞ্জয় শত্রুদের ধনসম্পদ, স্ত্রী ইত্যাদি সব কিছু বজ্রপাণি ইন্দ্রকে দান করেছিলেন। সেই জন্য তিনি পুরঞ্জয় নামে বিখ্যাত হন। এইভাবে পুরঞ্জয় তাঁর বিভিন্ন কর্মের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছিলেন। পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু এবং পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি। বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র এবং চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র শাবস্ত, যিনি শাবস্তী পুরী নির্মাণ করেছিলেন। শাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব এবং তাঁর পুত্র কুবলয়াশ্ব। এইভাবে সেই বংশ বর্ধিত হয়েছিল। মহর্ষি উতঙ্কের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, অত্যন্ত শক্তিশালী কুবলয়াশ্ব ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করেছিলেন। তিনি তাঁর একুশ হাজার সংখ্যক পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই কার্য সম্পাদন করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই কারণে কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুমার ('ধুন্ধুহন্তা') নামে বিখ্যাত হন। দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব এবং ভদ্রাশ্ব, এই তিনজন ব্যতীত তাঁর সমস্ত পুত্রই ধুন্ধুর মুখাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হন। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ নামে বিখ্যাত। নিকুম্ভের পুত্র বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ এবং সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রক ছিলেন এবং তাই তিনি গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে বনে গমন করেছিলেন। যুবনাশ্ব তাঁর একশত পত্নীসহ বনে গমন করলেও তাঁরা সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন। কিন্তু বনের ঋষিরা রাজার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে, সমাহিত চিত্তে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে শুরু করেছিলেন, যাতে রাজা একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন। একদিন রাত্রে রাজা তৃষ্ণার্ত হয়ে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করে দেখলেন যে, ব্রাহ্মণেরা শয়ন করে রয়েছেন, তখন তিনি তাঁর পত্নীর পানের নিমিত্ত রক্ষিত মন্ত্রপূত জল নিজেই পান করে ফেললেন। ব্রাহ্মণেরা শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে যখন দেখলেন যে, সেই কলসের জল শূন্য, তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'পুত্রোৎপত্তির কারণস্বরূপ এই জল কে পান করেছে?' ব্রাহ্মণেরা যখন জানতে পারলেন যে, দৈব কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা সেই জল পান করেছেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন, 'আহা! দৈব বলই প্রকৃত বল। পরমেশ্বরের শক্তি কেউ খণ্ডন করতে পারে না।' এই বলে তাঁরা ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।"

"তারপর যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে সমস্ত রাজলক্ষণ সমন্বিত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিশুটি যখন স্তন্যদুগ্ধ পান করার জন্য ক্রন্দন করতে লাগল, তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, 'কে এই শিশুটিকে পালন করবে?' তখন যজ্ঞে আরাধিত ইন্দ্র সেই শিশুটিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'হে বৎস! ক্রন্দন করো না। তুমি আমাকে পান কর।' এই বলে ইন্দ্র তাঁর তর্জনী শিশুটিকে প্রদান করেছিলেন। সেই শিশুর পিতা যুবনাশ্ব ব্রাহ্মণদের

আশীর্বাদে মৃত্যুমুখে পতিত হননি। সেই ঘটনার পর তিনি তপস্যার প্রভাবে সেই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা রাবণ এবং অন্যান্য দস্যু-তস্করদের ভয়ের কারণ হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যেহেতু তারা তাঁর ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিল, তাই ইন্দ্র তাঁকে ত্রসদস্যু নাম দিয়েছিলেন। ভগবানের কৃপায় যুবনাশ্বের পুত্র এতই শক্তিশালী হয়েছিলেন যে, তিনি সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে পৃথিবী পালন করেছিলেন। যদিও যজ্ঞ, মন্ত্র, বিধি, যজমান, ঋত্বিক, যজ্ঞফল, যজ্ঞভূমি এবং যজ্ঞের কাল থেকে ভগবান অভিন্ন। সেই অতীন্দ্রিয়, সর্বান্তর্যামী, সর্বদেবময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে আত্মতত্ত্বজ্ঞ মান্ধাতা আরাধনা করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দানপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়, উজ্জ্বলভাবে কিরণ বিতরণ করে এবং যেখানে অস্তমিত হয়, সেই সমস্ত স্থান যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার স্থান বলে কথিত হত। মান্ধাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মহাযোগী মুচুকুন্দ এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই তিন ভ্রাতার পঞ্চাশটি ভগ্নী মহর্ষি সৌভরিকে পতিরূপে বরণ করেন। সৌভরি ঋষি যখন যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তিনি এক মৎস্য-মিথুনের মৈথুনজনিত আনন্দ দর্শন করে মৈথুনাসক্ত হন এবং রাজা মান্ধাতার কাছে গিয়ে তাঁর একটি কন্যা প্রার্থনা করেন। তাঁর এই অনুরোধে রাজা তাঁকে বলেছিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমার যেকোন কন্যা আপনাকে স্বয়ংবরে পতিরূপে বরণ করতে পারে।'"

সৌভরি মুনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—"আমি বার্ধক্যের ফলে জরাগ্রস্ত, আমার কেশ পলিত, আমার দেহের চর্ম শ্লথ হয়েছে এবং আমার মস্তক সর্বদা কম্পিত হয়, তার উপর আমি একজন যোগী। তাই আমি রমণীদের অপ্রিয়। রাজা যেহেতু আমাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আমি এমন রূপ ধারণ করব যে, রাজকন্যাদের কি কথা, দেবাঙ্গনারাও আমাকে কামনা করবে। তারপর সৌভরি মুনি এক অতি সুন্দর যুবকে পরিণত হয়েছিলেন। প্রাসাদের প্রতিহারী তাঁকে রাজকন্যাদের সমৃদ্ধিশালী অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশজন রাজকন্যাই তখন তাঁকে তাদের পতিরূপে বরণ করেছিল। তারপর রাজকন্যারা সৌভরি মুনির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, পরস্পরের প্রতি ভগিনীসুলভ স্নেহের সম্পর্ক ত্যাগ করে কলহ করতে শুরু করেছিল। তারা প্রত্যেকেই দাবি করেছিল, 'এই পুরুষ আমারই উপযুক্ত, তোমার নয়।' এইভাবে তাদের মধ্যে মহাকলহ উপস্থিত হয়েছিল। সৌভরি মুনি যেহেতু মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, তাই তাঁর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি অমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সুন্দর বসনে সজ্জিত দাস-দাসী, নানাবিধ উপবন, নির্মল জল বিশিষ্ট সরোবর এবং উদ্যান সমন্বিত অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী গৃহ প্রস্তুত করেছিলেন। সেই সমস্ত উদ্যান নানাবিধ ফুলের সৌরভে পূর্ণ ছিল এবং পাখিদের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন এবং বন্দিদের সঙ্গীতে তাহা মুখরিত ছিল। সৌভরি মুনির শয়ন, আসন, অলঙ্কার, স্নানের উপকরণ, চন্দন আদি অনুলেপন, ফুলের মালা এবং সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্যে পূর্ণ ছিল। এইভাবে বহুমূল্য দ্রব্যে সুসজ্জিত হয়ে সৌভরি ঋষি তাঁর পত্নীদের সহ সংসার সুখে মগ্ন হয়েছিলেন। সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর অধিপতি রাজা মান্ধাতা সৌভরি মুনির গৃহস্থালির ঐশ্বর্য দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সারা পৃথিবীর সম্রাট হওয়ার গর্ব পরিত্যাগ করেছিলেন। সৌভরি মুনি এইভাবে জড় ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন, কিন্তু অবিরাম ঘৃতবিন্দুর দ্বারা যেভাবে আগুন কখনও শান্ত হয় না, সৌভরিও তেমনই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তারপর একদিন মন্ত্রাচার্য সৌভরি মুনি যখন নির্জনে বসেছিলেন, তখন তিনি বিচার করেছিলেন যে, মৈথুনরত মৎস্যের সংসর্গের ফলে তাঁর অধঃপতন হয়েছে। হায়! সাধুজনোচিত সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করে গভীর জলে তপস্যা করার সময় মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গ প্রভাবে আমার দীর্ঘকালের তপস্যার ফল বিনষ্ট হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য আমার এই অধঃপতন দর্শন করে শিক্ষা লাভ করা। জড়-জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে মৈথুন-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয়ে (দর্শনে, শ্রবণে,

বৈষয়িক বিষয়ের আলোচনায়, বিচরণে ইত্যাদিতে) নিযুক্ত না করা। নির্জন স্থানে বাস করে মনকে সম্পূর্ণরূপে অনন্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিযুক্ত করা উচিত। আর যদি সঙ্গ করতে হয়, তা হলে সেই আদর্শ অনুষ্ঠানে রত ব্যক্তিদেরই কেবল সঙ্গ করা উচিত। প্রথমে আমি একা যৌগিক তপস্যা অনুষ্ঠান করছিলাম, কিন্তু পরে মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গ প্রভাবে আমার বিবাহ করার বাসনা হয়েছিল। তারপর আমি পঞ্চাশজন পত্নীর পতি হয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করেছিলাম এবং তার ফলে আমার পাঁচ হাজার পুত্র হয়েছে। জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আমি অধঃপতিত হয়েছি এবং মনে করেছি যে, এই জড় জগতে আমি সুখী হব। এইভাবে ইহলোকে এবং পরলোকে আমার জড়সুখ ভোগ বাসনার অন্ত নেই। এইভাবে তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে কিছু কাল অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি জড়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়েছিলেন। জড়-জাগতিক সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য তিনি বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে বনে গমন করেছিলেন। তাঁর পতিব্রতা পত্নীগণ তাঁর অনুগমন করেছিলেন, কারণ পতি ব্যতীত আর তাঁদের কোন আশ্রয় ছিল না। আত্মবিৎ সৌভরি মুনি বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে মৃত্যুর সময় তিনি অগ্নিসহ আত্মাকে পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তাঁদের পতির আধ্যাত্মিক উন্নতি দর্শন করে, সৌভরি মুনির পত্নীরাও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে, অগ্নিশিখা যেমন নির্বাপিত অগ্নির সঙ্গে বিলীন হয়, সেইভাবে তারাও চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।"

সপ্তম অধ্যায়

মান্ধাতার বংশধরগণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যিনি অম্বরীষ নামে বিখ্যাত, তিনি মান্ধাতার পুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই অম্বরীষ পিতামহ যুবনাশ্ব কর্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়েছিলেন। অম্বরীষের পুত্র যৌবনাশ্ব এবং যৌবনাশ্বের পুত্র হারীত। মান্ধাতার বংশে অম্বরীষ, হারীত এবং যৌবনাশ্ব শ্রেষ্ঠ। নর্মদার ভ্রাতা সর্পগণ নর্মদাকে পুরুকুৎসের হস্তে সম্প্রদান করেন। বাসুকি কর্তৃক প্রেরিতা হয়ে নর্মদা পুরুকুৎসকে পাতালে নিয়ে যান। সেখানে পুরুকুৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে বধার্হ গন্ধর্বদের সংহার করেছিলেন। পুরুকুৎস সর্পদের কাছ থেকে এই বর লাভ করেছিলেন যে, এই ইতিবৃত্ত স্মরণকারীদের সর্পভয় থাকবে না। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু, যিনি ছিলেন অনরণ্যের পিতা, অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব ত্রয্যারুণের পিতা। ত্রয্যারুণ ছিলেন ত্রিবন্ধনের পিতা। ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহের সময় তাঁকে ত্রিশঙ্কু হরণ করেছিলেন বলে, তাঁর পিতা তাঁকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। পরে, বিশ্বামিত্রের প্রভাবে তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করে দেবতাদের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবলের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হননি, আজও তাঁকে অধঃশিরে আকাশে ঝুলতে দেখা যায়।"

"ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। এই হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্ত বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে বহু বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ হয়। তাঁরা পক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন বলে সর্বদা অত্যন্ত বিষণ্ণ থাকতেন। তাই একদিন নারদের উপদেশে তিনি বরুণের শরণাগত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'হে

ঠিক যেমন নির্মল আকাশ কখনও পৃথিবীর ধূলির দ্বারা কলুষিত হতে পারে না।"

"কপিল মুনি এই জড় জগতে সাংখ্য-দর্শন প্রবর্তন করেছেন, যা ভবসমুদ্র পার হওয়ার এক সুদৃঢ় নৌকা সদৃশ। বস্তুতপক্ষে, যে ব্যক্তি এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে আগ্রহী, তিনি এই দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। অতএব, চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত এই প্রকার একজন তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের পক্ষে শত্রু-মিত্রের ভেদবুদ্ধি কিভাবে সম্ভব? সগর মহারাজের অসমঞ্জস নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর জন্ম হয়েছিল রাজার দ্বিতীয় পত্নী কেশিনীর গর্ভে। অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান এবং তিনি সর্বদা তাঁর পিতামহ সগর মহারাজের মঙ্গল অনুষ্ঠানে রত থাকতেন। অসমঞ্জস তাঁর পূর্বজন্মে এক মহান যোগী ছিলেন, কিন্তু অসৎ সঙ্গের প্রভাবে তিনি যোগভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হন। এই জন্মে তিনি জাতিস্মর হয়ে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেকে দুরাচার রূপে প্রতিপন্ন করার জন্য এমনভাবে আচরণ করতেন যে, জনসাধারণ এবং আত্মীয়-স্বজনের চক্ষে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। তিনি ক্রীড়ারত বালকদের উদ্বেগ সৃষ্টি করে সরযূ নদীর জলে নিক্ষেপ করতেন। অসমঞ্জস এই প্রকার দুরাচারে রত হওয়ায় তাঁর পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। অসমঞ্জস যোগবিভূতি বলে সরযূ নদীতে নিক্ষিপ্ত মৃত বালকদের পুনরুজ্জীবিত করে, রাজাকে ও সেই বালকদের পিতৃবর্গকে তাদের প্রদর্শন করিয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অযোধ্যাবাসীরা যখন দেখলেন যে, তাঁদের পুত্ররা পুনর্জীবিত হয়েছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। মহারাজ সগরও তাঁর পুত্রের জন্য গভীরভাবে শোক করেছিলেন। তারপর, মহারাজ সগরের পৌত্র অংশুমান রাজার আদেশে অশ্বটি খুঁজতে গিয়েছিলেন। তাঁর পিতৃব্যরা যে পথে গমন করেছিলেন, অংশুমান সেই পথে অনুগমন করে ভস্মস্তূপের নিকটে অশ্বটি দেখতে পেয়েছিলেন। মহাত্মা অংশুমান অশ্বের নিকটে উপবিষ্ট বিষ্ণুর অবতার কপিল নামক মুনিকে দর্শন করেছিলেন। অংশুমান তখন প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থির চিত্তে মুনির স্তব করেছিলেন।"

অংশুমান বললেন—"হে ভগবান! ব্রহ্মা পর্যন্ত সমাধির দ্বারা অথবা যুক্তির দ্বারা আপনাকে বুঝতে সমর্থ হননি। অতএব দেবতা, পশু, মানুষ, পক্ষী এবং জন্তু আদি রূপে ব্রহ্মার সৃষ্ট আমাদের আর কি কথা? আমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তাই, কিভাবে চিন্ময় আপনাকে আমরা জানতে পারব?"

"হে ভগবান! আপনি সম্যক্‌রূপে সকলের অন্তরে বিরাজ করেন, কিন্তু জড় দেহের আবরণে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব আপনাকে দর্শন করতে পারে না। যেহেতু তারা জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত। তাদের বুদ্ধি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, তারা কেবল প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই দর্শন করতে পারে। তমোগুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, জীব জাগ্রতই থাকুক অথবা নিদ্রিতই থাকুক, কেবল জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াই দর্শন করতে পারে। তারা কখনই আপনাকে দর্শন করতে পারে না। হে ভগবান! জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত চতুঃসনদের মতো (সনক, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎকুমার) মহর্ষিরা আপনার শুদ্ধ জ্ঞানময় মূর্তি চিন্তা করতে পারেন, কিন্তু আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে আপনাকে চিন্তা করবে? হে প্রশান্ত! যদিও জড়া প্রকৃতি, কর্ম এবং জড় নাম ও রূপ সমস্তই আপনারই সৃষ্টি, তবুও আপনি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই আপনার দিব্য নাম জড় নাম থেকে ভিন্ন এবং আপনার রূপ জড় রূপ থেকে ভিন্ন। ভগবদ্গীতার মতো দিব্যজ্ঞান উপদেশ দেওয়ার জন্য আপনি জড় দেহের মতো রূপ ধারণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি পুরাণ পুরুষ। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! যাদের হৃদয় কাম, লোভ, ঈর্ষা এবং মোহের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা কেবল আপনার মায়া রচিত গৃহের প্রতি আসক্ত। গৃহ, স্ত্রী, পুত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে তারা নিরন্তর এই জড় জগতে ভ্রমণ করে। হে সর্বান্তর্যামী! হে ভগবান, কেবল আপনার দর্শনের ফলে আমি দুস্ত্যজ্য মায়া এবং ভব-বন্ধনের মূলকারণ কামবাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছি।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অংশুমান যখন এইভাবে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন, তখন শ্রীবিষ্ণুর শক্ত্যাবেশ অবতার মহর্ষি কপিল তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে তাঁকে জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দিয়েছিলেন।"

ভগবান বললেন—"হে অংশুমান, তোমার পিতামহের যজ্ঞের পশু এই অশ্বটিকে গ্রহণ কর। তোমার ভস্মীভূত পিতৃব্যরা কেবল গঙ্গা জলের দ্বারাই উদ্ধার লাভ করতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে নয়। তারপর, অংশুমান কপিলদেবকে প্রদক্ষিণ করে নতমস্তকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করে অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই অশ্বের দ্বারা মহারাজ সগর অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত করেছিলেন। তারপর অংশুমানকে রাজ্য সমর্পণপূর্বক মহারাজ সগর বিষয়-বাসনা ও মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

নবম অধ্যায়

অংশুমানের বংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজা অংশুমান তাঁর পিতামহের মতো দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারেননি এবং তারপর কালক্রমে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। অংশুমানের পুত্র দিলীপও তাঁর পিতার মতো গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে অসমর্থ হয়ে কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তারপর দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তারপর রাজা ভগীরথের সম্মুখে মা গঙ্গা আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমার তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তাই আমি তোমাকে এখন তোমার বাসনা অনুসারে বর প্রদান করতে চাই।' মা গঙ্গা এইভাবে বললে, রাজা ভগীরথ প্রণত হয়ে তাঁর অভিপ্রায় তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন।"

মা গঙ্গা উত্তর দিলেন—"আমি যখন আকাশ থেকে পৃথিবীতে পতিত হব, তখন কে আমার বেগ ধারণ করবে? এইভাবে ধারণ না করলে, আমি পৃথিবী ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করব। হে রাজন, আমি পৃথিবীতে যেতে চাই না, কারণ সেখানে মানুষেরা আমার জলে স্নান করে তাদের পাপ প্রক্ষালন করবে, সেই সঞ্চিত পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব? তার উপায় তুমি বিশেষভাবে চিন্তা কর।"

ভগীরথ বললেন—"ভক্তিবৃত্তি পরায়ণ সাধুরা যাঁরা স্বভাবতই শান্তস্বভাব, জড় বাসনা থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্ত এবং বৈদিক বিধি অনুশীলনে দক্ষ, তাঁরা সর্বদা মহিমান্বিত ও তাঁদের আচরণ শুদ্ধ এবং তাঁরা সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করতে সমর্থ। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তেরা যখন আপনার জলে স্নান করবেন, তখন পাপীদের সঞ্চিত পাপ দূর হয়ে যাবে, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা পাপনাশক ভগবানকে তাঁদের হৃদয়ে সর্বদা ধারণ করেন। বস্ত্রে যেমন সুতো ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকে, তেমনই এই বিশ্বে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। শিব ভগবানের অবতার এবং তাই তিনি সমস্ত দেহধারী জীবের পরমাত্মা। তিনি আপনার প্রবাহের বেগ তাঁর মস্তকে ধারণ করতে পারবেন।"

"এই কথা বলে ভগীরথ তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাদেবও ভগীরথের প্রতি অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মহারাজ ভগীরথ যখন মহাদেবের কাছে গঙ্গার বেগ ধারণ করার

জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন মহাদেব 'তথাস্তু' বলে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পবিত্র গঙ্গার জল একাগ্রচিত্তে তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।' রাজর্ষি ভগীরথ পতিতপাবনী গঙ্গাকে যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের দেহ ভস্মীভূত হয়ে পড়েছিল, সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভগীরথ অত্যন্ত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করে মা গঙ্গার অগ্রে গমন করতে লাগলেন এবং গঙ্গাদেবী তাঁর পিছনে ধাবিত হয়ে বহু দেশ পবিত্র করতে করতে ভগীরথের পূর্বপুরুষ সগরপুত্রদের ভস্ম অভিষিক্ত করেছিলেন। মহারাজ সগরের পুত্রেরা একজন মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করেছিলেন বলে, তাঁদের দেহের তাপ বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই আগুনে তাঁরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গার জলের স্পর্শে তাঁরা স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন। তা হলে যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে মা গঙ্গার পূজা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি আর বলার আছে? কেবলমাত্র গঙ্গার জলস্পর্শে ভস্মীভূত সগরপুত্রেরা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। অতএব, যে ভক্ত ব্রত ধারণ করে শ্রদ্ধা সহকারে মা গঙ্গার পূজা করেন তাঁর কথা কি আর বলার আছে? সেই ভক্তের যে মঙ্গল লাভ হয়, তা কেবল কল্পনাই করা যায়। মা গঙ্গা ভগবান অনন্তদেবের পাদপদ্ম থেকে নির্গত হয়েছেন বলে, তিনি জীবদের সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। অতএব এখানে তাঁর সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। মহর্ষিগণ ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে তাঁদের চিত্ত সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় সন্নিবিষ্ট করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা অনায়াসে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের চিন্ময় গুণরাশি লাভ করে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হন। এটিই ভগবানের মহিমা।"

"ভগীরথের শ্রুত নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর পুত্র ছিলেন নাভ। এই নাভ পূর্ববর্ণিত নাভ থেকে ভিন্ন। নাভের সিন্ধুদ্বীপ নামক একটি পুত্র ছিল এবং সিন্ধুদ্বীপ থেকে অযুতায়ুর জন্ম হয়। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, তিনি নল রাজার বন্ধু হয়েছিলেন। ঋতুপর্ণ নলরাজকে দ্যূতবিদ্যার রহস্য শিক্ষা দেন এবং নলরাজ ঋতুপর্ণকে অশ্ব পরিচালনার বিদ্যা প্রদান করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম। সর্বকামের পুত্র সুদাস এবং সুদাসের পুত্র সৌদাস ছিলেন মদয়ন্তীর পতি। সৌদাস মিত্রসহ অথবা কল্মাষপাদ নামেও পরিচিত। মিত্রসহ তাঁর কর্মদোষে অপুত্রক ছিলেন এবং বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে শুকদেব গোস্বামী! মহাত্মা সৌদাসের গুরুদেব বশিষ্ঠ মুনি কেন তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? আমি তা জানতে ইচ্ছা করি। যদি গোপনীয় না হয়, তা হলে দয়া করে তা বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একসময় সৌদাস মৃগয়া করতে বনে গিয়ে এক রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্তু সেই রাক্ষসের ভ্রাতাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। সেই রাক্ষসের ভ্রাতা প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায়, রাজার অনিষ্টসাধন করার চিন্তা করে, রাজার গৃহে পাচকরূপে বাস করতে থাকে। একদিন রাজার গুরু বশিষ্ঠ মুনি যখন রাজগৃহে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন সেই রাক্ষস পাচকটি তাঁকে নরমাংস রন্ধন করে প্রদান করেছিল। তাঁকে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তা পরীক্ষা করার সময় বশিষ্ঠ মুনি যোগবলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে অভক্ষ্য নরমাংস পরিবেশন করা হয়েছে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সৌদাসকে রাক্ষস হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন।"

"বশিষ্ঠ যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই নরমাংস রাজা তাঁকে দেননি, দিয়েছিল সেই রাক্ষস, তখন তিনি নিরপরাধ রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রত করেছিলেন। ইতিমধ্যে রাজা সৌদাস অঞ্জলিপূর্ণ জল গ্রহণ করে বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী মদয়ন্তী তাঁকে নিবারণ করেন। তখন দশদিক, আকাশ এবং পৃথিবী সর্বত্রই জীবময় দর্শন করে সেই জল তাঁর নিজের পায়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে সৌদাস রাক্ষস-ভাবাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর পায়ে কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল কল্মাষপাদ। একসময় এই কল্মাষপাদ বনে রতিক্রীড়ারত এক ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তখন রাক্ষস-ভাবাপন্ন সৌদাস ক্ষুধার্ত হয়ে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী অত্যন্ত দীনভাবে রাজাকে বলেছিলেন—হে বীর, আপনি প্রকৃতপক্ষে রাক্ষস নন,

আপনি মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশধর। আপনি এক মহারথী এবং মদয়ন্তীর পতি। আপনার পক্ষে এই প্রকার অধর্ম আচরণ করা উচিত নয়। আমি সন্তান লাভের অভিলাষী। দয়া করে আমার পতিকে ফিরিয়ে দিন, তাঁর রতিক্রীড়া এখনও সমাপ্ত হয়নি। হে রাজন্, হে বীর, এই মনুষ্যদেহ জীবের সর্ব-পুরুষার্থপ্রদ। আপনি যদি এই দেহ অকালে বধ করেন, তা হলে আপনি সর্বপুরুষার্থ বিনষ্ট করবেন। এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান, অত্যন্ত সুশীল, তপস্যা-পরায়ণ এবং সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার অভিলাষী। হে প্রভো! আপনি ধর্মতত্ত্ববেত্তা। পুত্র যেমন কখনও পিতার বধ্য হতে পারে না, তেমনই এই ব্রাহ্মণও আপনার পাল্য। ইনি কিভাবে আপনার মতো একজন রাজর্ষির বধযোগ্য হতে পারে? আপনি সাধুদেরও পূজিত। তাই এই সাধু, নিষ্পাপ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আপনি কেন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? তাঁকে হত্যা করা ভ্রূণহত্যা অথবা গোহত্যারই মতো পাপ হবে। আমার পতি ব্যতীত আমি ক্ষণকালের জন্যও জীবন ধারণ করতে পারব না। আপনি যদি আমার পতিকে ভক্ষণ করতে চান, তা হলে প্রথমে আমাকে ভক্ষণ করুন, কারণ আমার পতির বিরহে আমি মৃতপ্রায়।"

"ব্রাহ্মণের পত্নী যদিও করুণস্বরে অনাথিনীর মতো বিলাপ করছিলেন, তবুও তাঁর সেই কাতর বাক্যে বিচলিত না হয়ে, বশিষ্ঠের শাপে মোহিত রাজা সৌদাস ব্যাঘ্র যেমনভাবে পশু ভক্ষণ করে, ঠিক সেইভাবে সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেছিল। সতী ব্রাহ্মণী যখন দেখলেন যে, গর্ভাধানে উদ্যত তাঁর পতিকে সেই রাক্ষস ভক্ষণ করছে, তখন তিনি শোকে অভিভূতা হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তখন সেই রাজাকে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন। হে মূর্খ! হে পাপিষ্ঠ! আমি যখন কামপীড়িতা হয়ে আমার পতির বীর্য ধারণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তখন যেহেতু তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করেছ, তাই আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তুমি যখন তোমার পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করবে, তখন তোমার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ, যখনই তুমি মৈথুনরত হবে, তখনই তোমার মৃত্যু হবে। সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী মিত্রসহ নামক রাজা সৌদাসকে এইভাবে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তারপর, পতির সহগামিনী হওয়ার বাসনায় তিনি তাঁর পতির অস্থি প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্থাপনপূর্বক সেই আগুনে স্বয়ং প্রবেশ করে তাঁর পতির গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"বারো বছর পর রাজা সৌদাস বশিষ্ঠের শাপ থেকে মুক্ত হয়ে যখন তাঁর পত্নীর সঙ্গে মৈথুনে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন তাঁর পত্নী তাঁকে ব্রাহ্মণীর অভিশাপ স্মরণ করিয়ে দিয়ে রতিক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে রাজা স্ত্রীসঙ্গসুখ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কর্মফলবশত নিঃসন্তান হয়েছিলেন। পরে রাজার অনুমতিক্রমে, মহর্ষি বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভে একটি সন্তান উৎপাদন করেন। মদয়ন্তী সাত বছর যাবৎ গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং তা সত্ত্বেও পুত্র প্রসব হয়নি। তাই বশিষ্ঠ তাঁর উদরে একটি প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করেছিলেন এবং তখন পুত্রের জন্ম হয়। সেই জন্য এই পুত্র অশ্মক ("অশ্ম বা পাথরের আঘাতে উৎপন্ন") নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। অশ্মক থেকে বালিকের জন্ম হয়। বালিক স্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরশুরামের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় নারীকবচ ('যিনি নারীদের দ্বারা রক্ষিত হয়েছিলেন')। পরশুরাম যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তখন বালিক ক্ষত্রিয় বংশের মূল হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় মূলক। বালিক থেকে দশরথ নামক পুত্রের জন্ম হয়, দশরথ থেকে ঐড়বিড় নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং ঐড়বিড় থেকে রাজা বিশ্বসহের জন্ম হয়। রাজা বিশ্বসহের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত মহারাজ খট্বাঙ্গ।"

"রাজা খট্বাঙ্গ যুদ্ধে অজেয় ছিলেন। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন এবং দেবতারা তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বরদান করতে চেয়েছিলেন। রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁর আর কতকাল আয়ু বাকি রয়েছে, এবং দেবতারা তাঁকে তখন জানান যে, তাঁর আয়ু আর এক মুহূর্ত মাত্র বাকি রয়েছে। তখন তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে এসে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেন। মহারাজ খট্বাঙ্গ স্থির করেছিলেন—আমার কুলের আরাধ্য ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আমার প্রাণ থেকেও অধিক প্রিয়।

অতএব আমার রাজ্য, পৃথিবী পত্নী, সন্তান এবং ঐশ্বর্যের কথা কি আর বলার আছে? কোন কিছুই আমার কাছে ব্রাহ্মণদের থেকে অধিক প্রিয় নয়। আমি আমার শৈশবেও কোনও তুচ্ছ বস্তু অথবা অধর্মে আসক্ত হইনি। আমি অন্য কোন বস্তুকে উত্তমশ্লোক ভগবান থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনি। ত্রিভুবনের অধিপতি দেবতারা আমাকে বাসনা অনুযায়ী বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেই বর গ্রহণ করতে চাইনি, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুই বিনাশশীল, আমি কেবল সেই ভগবানের প্রতি আসক্ত। আমি এই জড় জগতের সমস্ত বস্তুর থেকে ভগবানের প্রতি অধিক আসক্ত। দেবতারা যদিও অত্যন্ত উন্নত চেতনাসম্পন্ন এবং উচ্চতর লোকে অবস্থিত, তবুও তাঁদের মন, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি জড়-জাগতিক প্রভাবে বিক্ষিপ্ত। তাই তাঁরা অন্তর্যামীরূপে তাঁদের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন না। অতএব সাধারণ মানুষদের আর কি কথা? তাই আমি এখন ভগবানের মায়া সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করব। আমি ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হব। ভগবানের মায়া বিরচিত এই জড় সৃষ্টি গন্ধর্বপুরের মতো অলীক। প্রতিটি বদ্ধ জীবের জড় বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি রয়েছে, কিন্তু সেই আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ খট্বাঙ্গ তাঁর ভক্তিপরায়ণ বুদ্ধির দ্বারা এই প্রকার স্থির করে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যে সমস্ত বুদ্ধিহীন মানুষেরা নির্বিশেষ অথবা শূন্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে তাঁকে জানা দুষ্কর, কারণ তিনি তা নন। তাই ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন।"

দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু এবং তাঁর পুত্র মহাযশস্বী মহারাজ রঘু। রঘু থেকে অজ এবং অজ থেকে মহারাজ দশরথের জন্ম হয়। দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান শ্রীহরি তাঁর অংশ এবং অংশের অংশসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন। এইভাবে ভগবান চার মূর্তিতে মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য কার্যকলাপ তত্ত্বদর্শী ঋষিদের দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু আপনি বার বার সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র শ্রবণ করেছেন, তাই আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করব, দয়া করে শ্রবণ করুন। যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে, প্রিয় পত্নী সীতাদেবীর সুকোমল করস্পর্শ সহনে অসমর্থ চরণকমলের দ্বারা বনে বনে বিচরণ করেছিলেন, বানররাজ হনুমান (অথবা সুগ্রীব) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাঁর বনভ্রমণের শ্রান্তি অপনোদন করেছিলেন, যিনি শূর্পণখার নাক এবং কান কেটে তাকে বিকৃতরূপ করেছিলেন, সীতাদেবীর বিরহজনিত ক্রোধের দ্বারা যাঁর ভ্রূভঙ্গি দর্শন করে সমুদ্র ভীত হয়ে ভগবানকে সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করতে দিয়েছিলেন। তারপর রাবণের রাজ্যে প্রবেশ করে, আগুন যেভাবে বনকে গ্রাস করে, ঠিক সেইভাবে রাবণকে সংহার করেছিলেন সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন।

বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞে অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র মারীচ আদি বহু রাক্ষস এবং নিশাচরদের সংহার করেছিলেন। লক্ষ্মণের সমক্ষে যিনি এই সমস্ত অসুরদের সংহার করেছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাদের কৃপাপূর্বক রক্ষা করুন।"

"হে রাজন্, শ্রীরামচন্দ্রের লীলা হস্তীশাবকের মতো অদ্ভুত। তিনি সীতার স্বয়ংবর সভায় পৃথিবীর সমস্ত বীরদের মধ্যে হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন। সেই ধনুক এত ভারী ছিল যে, তিন শত মানুষকে তা বহন করতে হত, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনুকে জ্যা আরোপণ করে তা ভঙ্গ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি হস্তীশাবক ইক্ষুদণ্ড ভঙ্গ করে। এইভাবে ভগবান সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন, যিনি আকৃতি, সৌন্দর্য, গুণ, বয়স এবং স্বভাবে তাঁরই সমতুল্য ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তিনি ছিলেন তাঁরই বক্ষবিলাসিনী নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবী। স্বয়ংবর সভায় তাঁকে জয় করে শ্রীরামচন্দ্র যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর সাথে পরশুরামের সাক্ষাৎ হয়। পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করার ফলে পরশুরাম অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজকুলে আবির্ভূত হয়ে ভগবান তাঁর দর্প চূর্ণ করেছিলেন। পত্নীর কাছে প্রতিজ্ঞার পাশে আবদ্ধ পিতার আদেশ পালন করে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাসস্থান এবং অন্য সব কিছু ত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন মুক্ত পুরুষ সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে তাঁর প্রাণ ত্যাগ করেন। অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টময় জীবন স্বীকার করে তিনি বনে বিচরণ করেছিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কলুষিত রাবণের ভগ্নী শূর্পণখার নাক এবং কান ছিন্ন করে তার রূপ বিকৃত করেছিলেন। তিনি খর, ত্রিশির, দূষণ প্রমুখ শূর্পণখার চোদ্দ হাজার রাক্ষস বন্ধুদের সংহার করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দশানন রাবণ যখন সীতাদেবীর সৌন্দর্যের কথা শুনেছিল, তখন তার চিত্তে কামানল উদ্দীপ্ত হয়েছিল। সে তখন সীতাদেবীকে হরণ করার বাসনায় শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রম থেকে দূরে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে একটি স্বর্ণমৃগের রূপধারী মারীচকে সেখানে পাঠিয়েছিল এবং রামচন্দ্র সেই অদ্ভুত মৃগটিকে দর্শন করে তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর আশ্রম থেকে দূরে নীত হয়েছিলেন এবং মহাদেব যেভাবে দক্ষকে বধ করেছিলেন, সেইভাবে তিনি শরের দ্বারা সেই হরিণটিকে বধ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন সেই হরিণকে অনুসরণ করতে করতে বনের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং লক্ষ্মণও যখন অনুপস্থিত ছিলেন, তখন রাক্ষসাধম রাবণ বাঘ যেভাবে মেষপালকের অনুপস্থিতিতে মেষ অপহরণ করে, ঠিক সেইভাবে বিদেহ রাজের কন্যা সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। তখন ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পত্নীর বিরহে যেন অত্যন্ত কাতর হয়ে বনে বনে বিচরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গের দুঃখময় পরিণতি প্রদর্শন করেছিলেন। ব্রহ্মা, শিব, যাঁর শ্রীপাদপদ্মের পূজা করেন, মনুষ্যরূপধারী সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তারপর ভগবান কবন্ধ নামক অসুরকে হত্যা করেন এবং বানরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বালি নিধনের পর, সীতাদেবীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে গমন করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের তটে তিন দিন উপবাস করে মূর্তিমান সমুদ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্র না আসায় ভগবান তাঁর ক্রোধলীলা প্রদর্শন করেছিলেন এবং কেবল সমুদ্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে কুমির, মকর প্রভৃতি সমস্ত জলচর ভয়ে বিচলিত হয়েছিল। তখন মূর্তিমান সমুদ্র ভীত হয়ে পূজার সমস্ত উপকরণ নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।"

"হে সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ! জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন আমরা আপনাকে জানতে পারিনি, কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আপনি পরম পুরুষ, সমস্ত জগতের অধীশ্বর, নির্বিকার আদিপুরুষ। সত্ত্বগুণ থেকে দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছে, রজোগুণ থেকে প্রজাপতিদের আবির্ভাব হয়েছে এবং তমোগুণ থেকে ভূতদের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আপনি এই সমস্ত গুণের একমাত্র অধীশ্বর। হে ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমার জল ব্যবহার করুন। এই জল অতিক্রম করে আপনি ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক রাবণের পুরী লঙ্কায় গমন করুন। সে

প্রত্যাভিবাদন করেছিলেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীও সেইভাবে সকলকে অভিবাদন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। মৃতদেহে যেমন চেতনার সঞ্চার হলে দেহ সহসা উত্থিত হয়, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের মাতৃগণ তাঁদের পুত্রদের দর্শন করে সেইভাবে সহসা উত্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কোলে নিয়ে অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে দীর্ঘ বিরহজনিত শোক থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কুলগুরু বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের জটামোচন করে তাঁর মস্তক মুণ্ডন করিয়েছিলেন এবং তারপর কুলবৃদ্ধদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চার সমুদ্রের জল দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে মস্তক মুণ্ডনপূর্বক স্নান করে সুন্দর বসন পরিধান করেছিলেন এবং মাল্য ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে সুন্দর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত ভ্রাতাগণ ও সীতাদেবী সহ শোভা পেতে লাগলেন। ভরতের প্রণতি এবং শরণাগতিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তখন রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন। পিতা যেমন সস্নেহে পুত্রকে পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তিনি স্বধর্মনিরত বর্ণ ও আশ্রমোচিত গুণযুক্ত প্রজাদের পালন করেছিলেন এবং প্রজারাও তাঁকে ঠিক তাঁদের পিতার মতো মনে করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র রাজা হয়েছিলেন ত্রেতাযুগে, কিন্তু যেহেতু তাঁর শাসন-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুন্দর, তাই তখনকার অবস্থা হয়েছিল ঠিক সত্যযুগের মতো। সেখানে সকলেই ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং সর্বতোভাবে সুখী।"

"হে ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে বন, নদী, পাহাড়-পর্বত, বর্ষ, সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্র—সবই তখন প্রজাবর্গের সর্বকামপ্রদায়ক হয়েছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন এই পৃথিবীতে রাজত্ব করছিলেন, তখন সমস্ত দৈহিক এবং মানসিক ক্লেশ, ব্যাধি, জরা, সন্তাপ, দুঃখ, শোক, ভয় ও ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল। এমন কি ইচ্ছা না করলে মৃত্যুও কারও কাছে উপস্থিত হত না। শ্রীরামচন্দ্র কেবল একজন মাত্র পত্নী গ্রহণ করার এবং অন্য কোন রমণীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন রাজর্ষি এবং তাঁর চরিত্র ছিল শান্ত, ক্রোধ আদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি সকলকে সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে গৃহস্থদের আচরণীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম। এইভাবে তিনি স্বয়ং আচরণ করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সীতাদেবী ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র, শ্রদ্ধাশীলা, লজ্জাবতী এবং পতিব্রতা। তিনি সর্বদা তাঁর পতির মনোভাব বুঝতে পারতেন। এইভাবে তাঁর চরিত্র, প্রেম এবং সেবার দ্বারা তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত সর্বতোভাবে আকর্ষণ করেছিলেন।"

একাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের পৃথিবী শাসন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আচার্যবরণ করে শ্রেষ্ঠ উপকরণ সমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা নিজেই নিজের আরাধনা করেছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হোতাকে সমগ্র পূর্বদিক, ব্রহ্মা পুরোহিতকে সমগ্র দক্ষিণদিক, অধ্বর্যু পুরোহিতকে সমগ্র পশ্চিমদিক এবং সামবেদ গানকারী উদ্গাতা পুরোহিতকে সমগ্র উত্তরদিক প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সমগ্র রাজ্য তিনি প্রদান করেছিলেন। তারপর, ব্রাহ্মণদের যেহেতু কোন জড় বাসনা নেই, তাই তাঁরাই সারা পৃথিবী গ্রহণ

করার যোগ্য, এইভাবে বিচার করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যে যে ভূমি অবশিষ্ট ছিল, তা আচার্যকে দান করেছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণদের সব কিছু দান করার পর, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কেবল পরিধেয় বস্ত্র এবং অলঙ্কার মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তেমনই রাজমহিষী সীতাদেবীরও কেবল নাসাভরণ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নানাভাবে নিযুক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল এবং স্নেহপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। এইভাবে দ্রবীভূত হৃদয়ে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে দানরূপে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সব ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'হে ভগবান্! হে জগদীশ্বর! আপনি আমাদের কি না দিয়েছেন! আপনি আমাদের হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আপনার জ্যোতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেছেন। সেটিই চরম উপহার। জড়জাগতিক কোন দান আর আমাদের প্রয়োজন নেই। হে ভগবান, আপনি ব্রাহ্মণদের আপনার আরাধ্য দেবতা বলে স্বীকার করেছেন। আপনার জ্ঞান এবং স্মৃতি কখনও কুণ্ঠার দ্বারা বিচলিত হয় না। আপনি এই জগতের সমস্ত কর্মী ব্যক্তিদের মধ্যে মুখ্য এবং আপনার শ্রীপাদপদ্ম দণ্ডদানের অযোগ্য মুনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়। হে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।'"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কোন একসময় শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁর সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব জানার জন্য ছদ্মবেশে অন্যের অলক্ষিতভাবে রাত্রে নগরীর মধ্যে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি কোন ব্যক্তিকে তাঁর পত্নী সীতাদেবীর সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করতে শ্রবণ করেছিলেন। (সেই ব্যক্তি তার অসতী স্ত্রীকে বলেছিল) তুমি পরপুরুষের গৃহে গমন কর এবং তাই তুমি অসতী ও দুষ্টা। আমি আর তোমার ভরণপোষণ করব না। শ্রীরামচন্দ্রের মতো স্ত্রৈণ পরগৃহগতা সীতাকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি তাঁর মতো স্ত্রৈণ নই, তাই আমি আর তোমাকে গ্রহণ করব না।"

"অজ্ঞ এবং দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন মানুষেরা কটুভাষী। সেই সমস্ত দুষ্টদের ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর গর্ভবতী পত্নী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সীতাদেবী তখন বাল্মীকি মুনির আশ্রমে গমন করেছিলেন। যথাসময়ে গর্ভবতী সীতাদেবী দুটি যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাঁরা লব এবং কুশ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বাল্মীকি মুনি তাঁদের জাতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামক দুই পুত্র এবং ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামক দুই পুত্র ছিল। শত্রুঘ্নের সুবাহু এবং শ্রুতসেন নামক দুটি পুত্র ছিল। ভরত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে কোটি কোটি গন্ধর্বদের বিনাশ করেছিলেন এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। শত্রুঘ্নও মধুর পুত্র লবণ নামক রাক্ষসকে বিনাশ করে মধুবনে মথুরাপুরী নির্মাণ করেছিলেন। পতি কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে সীতাদেবী তাঁর দুই পুত্রকে বাল্মীকি মুনির হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর তাঁর পতি শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করতে করতে তিনি পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের সংবাদ শ্রবণ করে ভগবান অত্যন্ত শোকাকুল হয়েছিলেন। যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তবুও সীতার গুণসমূহ স্মরণ করে, অপ্রাকৃত প্রেমে তিনি তাঁর শোক সম্বরণ করতে পারেননি। স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সর্বত্রই ভয়প্রদ। এই প্রকার অনুভূতি ব্রহ্মা, শিব আদি ঈশ্বরদের মধ্যেও বর্তমান এবং তাঁদের পক্ষেও ভীতিপ্রদ, অতএব এই জড় জগতের গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত অন্য ব্যক্তিদের আর কি কথা।"

"সীতার পাতাল প্রবেশের পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে নিরবচ্ছিন্নভাবে তেরো হাজার বছর ধরে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞ সম্পন্ন করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম দণ্ডকারণ্যে বনবাসের সময় কখনও কখনও কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিল, সেই শ্রীপাদপদ্ম নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করেন যে সমস্ত ভক্তগণ তাঁদের হৃদয়ে স্থাপন করে তিনি ব্রহ্মজ্যোতির অতীত তাঁর নিজ ধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেছিলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় বাণ বর্ষণের দ্বারা রাক্ষস বধ এবং সমুদ্রে সেতুবন্ধন কিন্তু লীলাবিগ্রহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত যশ নয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অসমোর্ধ্ব প্রভাব সম্পন্ন এবং তাই রাবণ বধের জন্য তাঁর

বানরদের সহায়তার কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল পাপহারী যশ দিগ্‌গজদের আবরণকারী অলঙ্কারযুক্ত বস্ত্রের মতো সর্বদিক বিখ্যাত। মার্কণ্ডেয় ঋষির মতো মহাত্মাগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো মহান সম্রাটদের সভায় শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করেন। তেমনই, সমস্ত রাজর্ষিগণ এবং শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ তাঁদের মুকুট সহ মস্তক অবনত করে তাঁর পূজা করেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে ভক্তিযোগীরা উন্নীত হন। সমগ্র অযোধ্যাবাসীরা শ্রীরামচন্দ্রের প্রকট লীলায় তাঁকে প্রণতি নিবেদন, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শন, তাঁকে পিতৃতুল্য রাজারূপে দর্শন, সখী বা সখাভাবে তাঁর সঙ্গে একত্রে উপবেশন, শয়ন অথবা ভৃত্যরূপে তাঁর অনুগমন আদির দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং তাঁরা সকলে সেই স্থানে গমন করেছিলেন।" "হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যে ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত শ্রবণ করবেন, তিনি মাৎসর্য রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে আচরণ করতেন এবং তাঁরই অংশ তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি তিনি কিভাবে ব্যবহার করতেন? তাঁর প্রজারা এবং অযোধ্যাবাসীরাই বা তাঁর প্রতি কিভাবে আচরণ করতেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—"প্রজাদের ঐকান্তিক অনুরোধে সিংহাসন গ্রহণ করার পর, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের আদেশ দিয়েছিলেন সারা পৃথিবী জয় করতে এবং তিনি স্বয়ং পুরবাসী ও প্রজাদের দর্শনদান করার জন্য এবং সহকারীদের সঙ্গে রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেখানে ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে রাজধানী অযোধ্যার পথগুলি হাতিদের শুঁড়ের দ্বারা সিঞ্চিত সুগন্ধি জল এবং সুবাসিত মদের দ্বারা সিক্ত হত। নাগরিকেরা যখন দেখত যে, রাজা স্বয়ং এই প্রকার ঐশ্বর্য সহকারে রাজধানীর তত্ত্বাবধান করছেন, তখন তারা সেই ঐশ্বর্যের মর্ম উপলব্ধি করেছিল। প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভাগৃহ, বিহারমঞ্চ, মন্দির প্রভৃতি স্থান স্বর্ণ কলসের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার পতাকার দ্বারা সজ্জিত ছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানেই তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য ফুল এবং ফলের গুচ্ছ সমন্বিত কদলী ও সুপারি বৃক্ষের দ্বারা তোরণ নির্মাণ করা হত। সেই সমস্ত তোরণ নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রের পতাকা, দর্পণ এবং মাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হত। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানকার মানুষেরা পূজার উপকরণ নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলতেন, 'হে ভগবান! পূর্বে যেমন আপনি বরাহ অবতারে পৃথিবীকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেইভাবে আপনি আমাদের পালন করুন। আমরা আপনার কাছে এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।' তারপর দীর্ঘকাল ভগবানকে দর্শন না করার ফলে, স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত প্রজারাই অত্যন্ত উৎসুক হয়ে তাঁদের আবাস ত্যাগ করে প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করে অতৃপ্ত নয়নে পদ্মপলাশলোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। তারপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। সেই প্রাসাদ বিবিধ রত্নকোষে সমৃদ্ধিশালী এবং অমূল্য পরিচ্ছদের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। গৃহদ্বারের উভয় দিকের বসবার স্থানগুলি ছিল প্রবালের দ্বারা নির্মিত, সেখানকার স্তম্ভগুলি বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত, গৃহতল অতি স্বচ্ছ মরকত মণির দ্বারা নির্মিত এবং ভিত্তি স্ফটিক নির্মিত। সেই প্রাসাদ বিচিত্র পতাকা, মাল্য, বস্ত্র এবং রত্নসমূহে সজ্জিত হয়ে দিব্য জ্যোতিতে দীপ্যমান ছিল। সেই প্রাসাদ মুক্তার মালা দ্বারা শোভিত এবং ধূপ ও দীপের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সেই প্রাসাদে স্ত্রী-পুরুষেরা ছিলেন দেবতাদের মতো সুন্দর এবং বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত, কিন্তু মনে হচ্ছিল তাঁদের সৌন্দর্য যেন অলঙ্কারেরও অলঙ্কার স্বরূপ। আত্মারাম পণ্ডিতদের আরাধ্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তি সীতাদেবীর সঙ্গে সেই প্রাসাদে বাস করেছিলেন এবং পূর্ণ শান্তি উপভোগ করেছিলেন। ভক্তেরা যাঁর শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করেন, সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ধর্মের নীতি উল্লঙ্ঘন না করে বহু বর্ষ চিন্ময় উপকরণসমূহ ভোগ করেছিলেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ এবং নিষধের পুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক এবং পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র অনীহ, অনীহের পুত্র পারিযাত্র এবং পারিযাত্রের পুত্র বলস্থল। সূর্যদেবের অংশসম্ভূত বজ্রনাভ বলস্থলের পুত্র। বজ্রনাভের পুত্র সগণ এবং তাঁর পুত্র বিধৃতি। বিধৃতির পুত্র হিরণ্যনাভ, যিনি জৈমিনির শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন এবং এক মহান যোগাচার্য হয়েছিলেন। এই হিরণ্যনাভ থেকেই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অধ্যাত্মযোগ নামক যোগের অত্যন্ত মহান পন্থা শিক্ষালাভ করেছিলেন, যা জড় আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলতে পারে। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য এবং পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন, যাঁর পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং তাঁর পুত্র মরু। এই মরু যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করে কলাপগ্রামে একাকী অবস্থান করছেন। কলিযুগের শেষে তিনি এক পুত্র উৎপাদন করে পুনরায় সূর্যবংশের প্রবর্তন করবেন। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি, সন্ধি থেকে অমর্ষণ এবং অমর্ষণের পুত্র মহস্বান্‌। মহস্বান্‌ থেকে বিশ্ববাহুর জন্ম হয়। বিশ্ববাহু থেকে প্রসেনজিতের জন্ম হয়। প্রসেনজিৎ থেকে তক্ষক এবং তক্ষক থেকে বৃহদ্বলের জন্ম হয়, যিনি যুদ্ধে আপনার পিতা কর্তৃক নিহত হন।"

"ইক্ষ্বাকু বংশের এই সমস্ত রাজারা গত হয়েছেন। এখন ভবিষ্যতে যাঁদের জন্ম হবে, তাঁদের কথা বলছি শ্রবণ করুন। বৃহদ্বলের বৃহদ্রণ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন। বৃহদ্রণের পুত্র হবেন উরুক্রিয়, যাঁর বৎসবৃদ্ধ নামক এক পুত্র হবে। বৎসবৃদ্ধের প্রতিব্যোম নামক এক পুত্র হবে এবং প্রতিব্যোমের ভানু নামক এক পুত্র হবে, যাঁর থেকে দিবাক নামক এক মহান সেনাপতির জন্ম হবে। তারপর দিবাক থেকে সহদেব নামক এক পুত্রের জন্ম হবে এবং সহদেব থেকে বৃহদশ্ব নামক এক মহাবীরের জন্ম হবে। বৃহদশ্ব থেকে ভানুমানের জন্ম হবে এবং ভানুমান থেকে প্রতীকাশ্বের জন্ম হবে। প্রতীকাশ্বের পুত্র হবে সুপ্রতীক। তারপর সুপ্রতীক থেকে মরুদেবের জন্ম হবে, মরুদেব থেকে সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র থেকে পুষ্কর এবং পুষ্কর থেকে অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষের পুত্র সুতপা এবং তাঁর পুত্র হবেন অমিত্রজিৎ। অমিত্রজিৎ থেকে বৃহদ্রাজ নামক পুত্রের জন্ম হবে। বৃহদ্রাজ থেকে বর্হি এবং বর্হি থেকে কৃতঞ্জয়ের জন্ম হবে। কৃতঞ্জয়ের পুত্র হবেন রণঞ্জয় এবং তাঁর থেকে সঞ্জয় নামক পুত্রের জন্ম হবে। সঞ্জয় থেকে শাক্য, শাক্য থেকে শুদ্ধোদ এবং শুদ্ধোদ থেকে লাঙ্গলের জন্ম হবে। লাঙ্গল থেকে প্রসেনজিৎ এবং প্রসেনজিৎ থেকে ক্ষুদ্রক জন্মগ্রহণ করবেন। ক্ষুদ্রক থেকে রণক, রণক থেকে সুরথ এবং সুরথ থেকে সুমিত্রের জন্ম হবে। এই সুমিত্রই এই বংশের শেষ রাজা। এটিই বৃহদ্বলের বংশের বর্ণনা। ইক্ষ্বাকু বংশের শেষ রাজা হবেন সুমিত্র। তারপর সূর্যবংশে আর কেউ সন্তান উৎপন্ন করবে না। এইভাবে এই বংশের সমাপ্তি হবে।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মহারাজ নিমির বংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ইক্ষ্বাকুর পুত্র মহারাজ নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করে মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তখন বশিষ্ঠ উত্তর দেন, 'হে মহারাজ নিমি, আমি ইতিমধ্যেই দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেছি। ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে আমি ফিরে আসব। দয়া করে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর।' মহারাজ নিমি তখন কোন উত্তর না দিয়ে নীরব ছিলেন এবং বশিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহারাজ নিমি বিবেচনা করেছিলেন যে, এই জীবন অস্থির। তাই, বশিষ্ঠের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, তিনি অন্য পুরোহিতদের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে গুরু বশিষ্ঠ ফিরে এসে যখন দেখেছিলেন যে, তাঁর শিষ্য মহারাজ নিমি তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন, তখন বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, 'পণ্ডিতাভিমানী নিমির জড় দেহের নিপাত হোক।' মহারাজ নিমি কোন অপরাধ না করলেও অকারণে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে, তিনিও তাঁর গুরুকে প্রত্যভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে দক্ষিণা লাভ করার লোভে আপনার ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং আপনার দেহেরও পতন হোক।' এই বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী নিমি তাঁর দেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রপিতামহ বশিষ্ঠও দেহত্যাগ করে পুনরায় মিত্র-বরুণের বীর্যে উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময় মহারাজ নিমি দেহত্যাগ করলে মহর্ষিগণ তাঁর দেহ গন্ধদ্রব্যের মধ্যে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং সত্রযাগ সমাপনান্তে তাঁরা সেখানে সমাগত দেবতাদের অনুরোধ করে বলেছিলেন।"

"আপনারা যদি এই যজ্ঞে প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং সত্য সত্যই সমর্থ হন, তা হলে দয়া করে মহারাজ নিমির এই দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করুন।' ঋষিদের এই অনুরোধে দেবতারা সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ নিমি তখন বলেছিলেন, 'দয়া করে আমাকে পুনরায় এই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন না।'"

মহারাজ নিমি বললেন—"মায়াবাদীরা সাধারণত জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, কারণ তারা পুনরায় দেহ ত্যাগের ভয়ে ভীত। কিন্তু যাঁদের মেধা সর্বদা ভগবানের সেবায় মগ্ন, তাঁরা কখনও ভীত হন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার জন্য দেহটির সদ্ব্যবহার করেন। আমি জড় দেহ ধারণ করতে ইচ্ছা করি না, কারণ তা এই জগতের সর্বত্রই দুঃখ শোক এবং ভয়ের কারণ। জলে মৎস্য যেমন সর্বদা মৃত্যুর আশঙ্কা করে, তেমনই দেহধারী জীবদেরও সর্বদাই মৃত্যুভয় হয়ে থাকে।"

দেবতারা বললেন—"মহারাজ নিমি জড় শরীর ব্যতীতই জীবিত থাকুন। তিনি চিন্ময় শরীরে ভগবানের পার্ষদরূপে বিরাজ করুন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি জড় দেহধারী সাধারণ মানুষদের কাছে প্রকট ও অপ্রকট থাকুন। তারপর অরাজকতার ভয় থেকে মানুষদের রক্ষা করার জন্য ঋষিগণ মহারাজ নিমির দেহ মন্থন করেছিলেন, তার ফলে তাঁর দেহ থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। অসাধারণভাবে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে সেই পুত্রের নাম হয়েছিল জনক এবং প্রাণহীন দেহ থেকে জাত হয়েছিল বলে তাঁর নাম বৈদেহ। তাঁর পিতার দেহ মন্থনের ফলে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে তিনি মিথিল নামেও অভিহিত হয়েছিলেন এবং তিনি যে পুরী নির্মাণ করেছিলেন তার নাম হয়েছিল মিথিলা।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মিথিলের পুত্রের নাম উদাবসু, উদাবসু থেকে নন্দিবর্ধন, নন্দিবর্ধন থেকে সুকেতু এবং সুকেতুর পুত্র দেবরাত। দেবরাত থেকে বৃহদ্রথ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য, যিনি ছিলেন সুধৃতির পিতা। সুধৃতির পুত্রের নাম ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টকেতু থেকে হর্যশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। হর্যশ্ব থেকে মরু

নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। মরুর পুত্র প্রতীপক এবং প্রতীপকের পুত্র কৃতরথ। কৃতরথ থেকে দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত এবং বিশ্রুতের পুত্র মহাধৃতি। মহাধৃতি থেকে কৃতিরাত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা, মহারোমা থেকে স্বর্ণরোমা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং স্বর্ণরোমা থেকে হ্রস্বরোমার জন্ম হয়। হ্রস্বরোমার পুত্র সীরধ্বজ (তিনি জনক নামেও পরিচিত)। সীরধ্বজ যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভূমি কর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে সীতাদেবী নামক এক কন্যা আবির্ভূতা হন, যিনি পরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সীরধ্বজ নামে বিখ্যাত হন। সীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ এবং কুশধ্বজের পুত্র রাজা ধর্মধ্বজ, যাঁর কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ নামক দুই পুত্র ছিল।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। কৃতধ্বজের পুত্র ছিলেন আত্মতত্ত্ববিদ এবং মিতধ্বজের পুত্র ছিলেন বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে সুনিপুণ। কেশিধ্বজের ভয়ে খাণ্ডিক্য পলায়ন করেছিলেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্ এবং ভানুমানের পুত্র ছিলেন শতদ্যুম্ন। শতদ্যুম্নের শুচি নামে এক পুত্র ছিল, তাঁর থেকে সনদ্বাজ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সনদ্বাজ থেকে ঊর্ধ্বকেতুর জন্ম হয়। ঊর্ধ্বকেতুর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র পুরুজিৎ। পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি এবং তাঁর পুত্র শ্রুতায়ু। শ্রুতায়ুর সুপার্শ্বক নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং সুপার্শ্বক থেকে চিত্ররথের জন্ম হয়। চিত্ররথের পুত্র ছিলেন ক্ষেমধি, যিনি মিথিলার রাজা হয়েছিলেন। ক্ষেমধির পুত্র সমরথ, সমরথের পুত্র সত্যরথ, সত্যরথ থেকে উপগুরু এবং উপগুরু থেকে অগ্নির অংশ উপগুপ্তের জন্ম হয়। উপগুপ্তের পুত্র বস্বনন্ত, তাঁর পুত্র যুযুধ, যুযুধের পুত্র সুভাষণ এবং সুভাষণের পুত্র শ্রুত। শ্রুতের পুত্র জয় এবং জয় থেকে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। এই বিজয়ের পুত্র ঋত। ঋতের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য, বীতহব্যের পুত্র ধৃতি এবং ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব। বহুলাশ্বের পুত্র কৃতি এবং তাঁর পুত্র মহাবশী।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মিথিল রাজবংশে সমস্ত রাজারাই ছিলেন আত্ম-তত্ত্ববিৎ। তাই গৃহে অবস্থান করলেও তাঁরা জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন।"

চতুর্দশ অধ্যায়

উর্বশীর দ্বারা মোহিত রাজা পুরুরবা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—"হে রাজন্, আপনি সূর্যবংশের বিবরণ শ্রবণ করলেন, এখন পরম পবিত্র চন্দ্রবংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। এই চন্দ্রবংশে পুণ্যকীর্তি ঐল (পুরুরবা) প্রভৃতি রাজাদের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। সহস্রশীর্ষ পুরুষ নামক গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিসরোবরে জাত উদ্ভূত পদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, যিনি তাঁর পিতার মতোই গুণবান ছিলেন। অত্রির আনন্দাশ্রু থেকে স্নিগ্ধ কিরণ সমন্বিত সোম বা চন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ, ঔষধি এবং নক্ষত্রদের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। ত্রিভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোক) জয় করে সোম রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। অত্যন্ত দর্পের ফলে তিনি বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পুনঃ

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও সোম গর্ববশত তারাকে ফিরিয়ে দেননি। তার ফলে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। বৃহস্পতির প্রতি শত্রুতাবশত শুক্র অসুরগণ সহ চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু শিব তাঁর গুরুর পুত্রের প্রতি স্নেহবশত সমস্ত ভূত-প্রেত পরিবৃত হয়ে বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। সমস্ত দেবতাগণ সহ ইন্দ্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে বৃহস্পতির পত্নী তারার নিমিত্ত দেবতা এবং অসুর বিনাশকারী এক মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। অঙ্গিরা ব্রহ্মার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলে, ব্রহ্মা চন্দ্রদেব সোমকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন এবং তারাকে তাঁর পতির হস্তে প্রদান করেছিলেন। বৃহস্পতি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা গর্ভবতী।"

বৃহস্পতি বললেন—"ওরে মূর্খ রমণী! আমার আধান যোগ্য ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা গর্ভ স্থাপিত হয়েছে। এক্ষুণি তুমি সেই সন্তান প্রসব কর। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সেই সন্তান প্রসব করলে আমি তোমাকে ভস্মীভূত করব না। আমি জানি যদিও তুমি অসতী, তবুও তুমি সন্তানার্থী। তাই, আমি তোমাকে দণ্ডদান করব না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৃহস্পতির আদেশে তারা অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে তখন স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট একটি কুমার প্রসব করেছিলেন। বৃহস্পতি এবং চন্দ্রদেব উভয়েরই সেই সুন্দর শিশুটির প্রতি স্পৃহা জন্মেছিল। বৃহস্পতি এবং চন্দ্র উভয়েই দাবি করেছিলেন, "এই পুত্র আমার, তোমার নয়" এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। সেখানে সমবেত সমস্ত ঋষি এবং দেবতারা তারাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই নবজাত শিশুটি কার, কিন্তু লজ্জার তারা কোন উত্তর দিতে পারেননি। কুমার তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার মাকে বলেছিল, 'হে অসতী রমণী! বৃথা লজ্জায় কি প্রয়োজন? তুমি কেন তোমার দোষ স্বীকার করছ না? শীঘ্র তুমি আমাকে তোমার দোষের কথা বল।' ব্রহ্মা তখন তারাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই পুত্রটি প্রকৃতপক্ষে কার। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছিলেন, "এই পুত্র সোমের।" সোমদেব তৎক্ষণাৎ সেই শিশুটিকে গ্রহণ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা সেই কুমারের গভীর বুদ্ধি দেখে তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বুধ'। নক্ষত্রপতি চন্দ্র সেই পুত্রের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর বুধ থেকে ইলার গর্ভে পুরূরবা নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুরূরবার কথা নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। একদিন দেবর্ষি নারদ যখন দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় পুরূরবার রূপ, গুণ, ঔদার্য, স্বভাব, সম্পদ এবং বিক্রমের কথা বর্ণনা করছিলেন, তখন দেবী উর্বশী তা শ্রবণ করে কামবাণে পীড়িতা হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। মিত্র এবং বরুণের অভিশাপে দেবী উর্বশী মনুষ্য-স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই মূর্তিমান কামদেব-স্বরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবাকে দর্শন করে উর্বশী ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। উর্বশীকে দর্শন করে রাজা পুরূরবার নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল এবং তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তিনি সুমধুর বাক্যে উর্বশীকে বলেছিলেন—হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা! তোমার শুভাগমন হোক। দয়া করে তুমি আসন গ্রহণ কর এবং বল আমি তোমার জন্য কি করতে পারি। তুমি আমার সঙ্গ যতদিন ইচ্ছা উপভোগ করতে পার। রমণসুখে আমাদের জীবন অতিবাহিত হোক।"

উর্বশী উত্তর দিয়েছিলেন—"হে পরম রূপবান! কোন্ স্ত্রীর চিত্ত ও দৃষ্টি আপনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়? আপনার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হয়ে কোন রমণী আপনার সঙ্গে রতিসুখ ভোগের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না। হে মহারাজ পুরূরবা! এই মেষ দুটি আমার সঙ্গে পতিত হয়েছে, আপনি এদের রক্ষা করুন। যদিও আমি স্বর্গলোকের এবং আপনি পৃথিবীর অধিবাসী, তবুও আমি আপনার সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করব। আপনাকে পতিরূপে বরণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই, কারণ আপনি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।"

"হে বীর! ঘৃতে প্রস্তুত বস্তুই কেবল আমার ভোজ্য হবে এবং মৈথুনের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় আমি আপনাকে বিবস্ত্র দেখব না।" মহাত্মা পুরূরবা উর্বশীর সেই প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন

পুরূরবা উত্তর দিলেন—"হে সুন্দরী! তোমার রূপ আশ্চর্যজনক এবং তোমার ভাবভঙ্গিও আশ্চর্যজনক

তুমি সমস্ত মানব-সমাজের মনোমুগ্ধকর। অতএব, স্বর্গলোক থেকে স্বয়ং আগতা দেবী তোমার সেবা কোন মানুষ না করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা চৈত্ররথ এবং নন্দনকানন প্রভৃতি দেবতাদের উপভোগ্য স্থানে রমণীশ্রেষ্ঠ উর্বশীর সঙ্গে তাঁর বাসনা অনুসারে রতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন, পদ্মকেশরগন্ধা দেবী উর্বশীর মুখ এবং দেহের সৌরভে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরূরবা বহুদিন পরম আনন্দে তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন।"

"উর্বশীকে সভায় না দেখে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন, 'উর্বশী বিনা আমার এই সভা আর সুন্দর বলে মনে হচ্ছে না।' সেই কথা বিবেচনা করে তিনি গন্ধর্বদের নির্দেশ দিয়েছিলেন উর্বশীকে স্বর্গলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। মধ্যরাত্রে যখন সব কিছু গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তখন গন্ধর্বেরা পুরূরবার গৃহে এসে রাজার কাছ থেকে তাঁর পত্নী উর্বশীর দ্বারা গচ্ছিত মেষ দুটিকে হরণ করেছিলেন। উর্বশী সেই মেষ দুটিকে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। তাই, গন্ধর্বেরা যখন তাদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের ক্রন্দন শ্রবণ করে উর্বশী তাঁর পতিকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, "আমি হত হলাম। এই কাপুরুষ এবং নপুংসক স্বামী আমাকে রক্ষা করতে অক্ষম অথচ তিনি নিজেকে একজন বীর বলে মনে করেন। আমি তাঁর উপর নির্ভর করেছিলাম বলে, দস্যুরা আমার পুত্র মেষ দুটি অপহরণ করেছে এবং তাই আমি বিনষ্ট হলাম। আমার পতি রাত্রিবেলায় ভয়ে শুয়ে রয়েছেন, ঠিক যেমন স্ত্রীলোকেরা ভীত হয়ে শয়ন করে, যদিও দিনের বেলা তাঁকে পুরুষের মতো বলে মনে হয়।"

"হাতি যেভাবে অঙ্কুশের দ্বারা বিদ্ধ হয়, পুরূরবাও তেমনই উর্বশীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং বস্ত্র পরিধান না করেই রাত্রিতে খড়্গ ধারণ করে মেষ অপহরণকারী গন্ধর্বদের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। গন্ধর্বেরা মেষ দুটি পরিত্যাগ করে বিদ্যুতের মতো দ্যুতিমান হয়ে পুরূরবার গৃহ আলোকিত করেছিলেন। উর্বশী তখন তাঁর পতিকে নগ্ন অবস্থায় মেষ দুটি নিয়ে ফিরে আসতে দেখতে পেলেন এবং তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। উর্বশীকে তাঁর শয্যায় দেখতে না পেয়ে পুরূরবা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর আসক্তির ফলে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তার ফলে শোক করতে করতে তিনি উন্মত্তের মতো পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন। এইভাবে পৃথিবী পর্যটন করতে করতে পুরূরবা একসময় সরস্বতী নদীর তীরে কুরুক্ষেত্রে পঞ্চসখী সহ উর্বশীকে দেখতে পেলেন। প্রসন্ন বদনে তিনি তখন তাঁকে মধুর বাক্যে এই কথাগুলি বলেছিলেন। হে প্রিয়পত্নী! হে নিষ্ঠুর! দয়া করে দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। আমি জানি যে এখনও পর্যন্ত আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি, কিন্তু সেই জন্য আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। তুমি যদি আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে মনস্থ করে থাক, তা হলে এস, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য আমরা কিছু কথা বলি। হে দেবী! তুমি প্রত্যাখ্যান করায় আমার সুন্দর দেহ এখানে পতিত হবে এবং যেহেতু তা তোমার আনন্দ বিধানের উপযুক্ত নয়, তাই তা শৃগাল ও শকুনিদের আহার হবে।"

উর্বশী বললেন—"হে রাজন্! আপনি একজন পুরুষ, একজন বীর। সুতরাং অধৈর্য হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন না। ধৈর্য অবলম্বন করুন। ইন্দ্রিয়রূপ বৃকগণ যেন আপনাকে ভক্ষণ না করে। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হবেন না। পক্ষান্তরে, আপনার জেনে রাখা উচিত যে, রমণীর হৃদয় বৃকের মতো। সুতরাং তাদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা অনুচিত। স্ত্রীলোকেরা নির্দয় এবং কুটিল। তারা সামান্য দোষও সহ্য করতে পারে না। তাদের নিজেদের সুখের জন্য তারা যে কোন অধর্ম আচরণ করতে পারে, এমন কি তাদের বিশ্বস্ত পতি এবং ভ্রাতাকেও হত্যা করতে ভয় পায় না। স্ত্রীলোকেরা সহজেই পুরুষের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। তাই কুলটা রমণী শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বন্ধুত্ব ত্যাগ করে অজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে মিথ্যা প্রণয় স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা একের পর এক নতুন নতুন প্রেমিকের অন্বেষণ করে। হে রাজন্! বৎসরান্তে কেবল এক রাত্রি আপনি আমার পতিরূপে আমার সঙ্গসুখ উপভোগ করতে পারবেন। তার ফলে আপনার একটি একটি করে সন্তান উৎপন্ন হবে। উর্বশীকে গর্ভবতী বলে বুঝতে পেরে পুরূরবা

তাঁর প্রাসাদে ফিরে গিয়েছিলেন। এক বছর পর আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে বীর-প্রসবিনী উর্বশীর সঙ্গলাভ করেছিলেন। বৎসরান্তে পুনরায় উর্বশীকে প্রাপ্ত হয়ে রাজা পুরূরবা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং এক রাত্রি তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু তারপর বিচ্ছেদের চিন্তায় রাজার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হলে উর্বশী তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন—"হে রাজন্! আপনি গন্ধর্বদের শরণ গ্রহণ করুন, তা হলে তারা আবার আপনার কাছে আমাকে ফিরিয়ে দেবে।" তাঁর সেই উপদেশ অনুসারে রাজা স্তবস্তুতির দ্বারা গন্ধর্বদের সন্তুষ্টি-বিধান করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে গন্ধর্বেরা তাঁকে ঠিক উর্বশীর মতো দেখতে অগ্নিস্থালীকে প্রদান করেছিলেন। তাঁকে উর্বশী বলে মনে করে রাজা বনে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রমণীটি উর্বশী নয়, তিনি হচ্ছেন অগ্নিস্থালী। রাজা পুরূরবা তখন অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরে এসেছিলেন এবং সেখানে তিনি সারারাত উর্বশীর ধ্যান করেছিলেন। তাঁর ধ্যানের সময় ত্রেতাযুগ শুরু হয়েছিল এবং তাই সকাম কর্মবাসনা পূর্ণকারী যজ্ঞ সমন্বিত বেদত্রয়ের তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। যখন পুরূরবার হৃদয়ে কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের বিধি প্রকট হয়েছিল, তখন তিনি যেখানে অগ্নিস্থালীকে ত্যাগ করেছিলেন সেই স্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে, একটি শমীবৃক্ষের গর্ভ থেকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি তখন সেই বৃক্ষ থেকে একটি কাঠ নিয়ে তা থেকে দুটি অরণি তৈরি করেছিলেন। তারপর উর্বশী যেই লোকে বাস করেন সেখানে যাওয়ার বাসনায় তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করে নিম্নভাগের অরণিকে উর্বশী, উপরের অরণিকে তিনি স্বয়ং এবং মধ্যবর্তী অরণিকে পুত্ররূপে চিন্তা করতে করতে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন। পুরূরবার অরণি মন্থনের ফলে অগ্নি প্রকাশিত হয়েছিল। এই অগ্নি থেকে সমস্ত জড় ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শৌক্রজন্ম, সাবিত্র দীক্ষা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পবিত্র হওয়া যায়, যা অ-উ এবং ম এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে আহ্বান করা হয়। এইভাবে সেই অগ্নিকে রাজা পুরূরবার পুত্র বলে মনে করা হয়েছিল। উর্বশী যে লোকে বাস করেন সেই লোক প্রাপ্ত হওয়ার বাসনায় পুরূরবা সেই অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এইভাবে তিনি সর্বদেবময় অধোক্ষজ ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।"

"সত্যযুগে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র বীজভূত প্রণবে নিহিত ছিল। অর্থাৎ, অথর্ব বেদই কেবল সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ছিল। ভগবান শ্রীনারায়ণ ছিলেন একমাত্র আরাধ্য; তখন দেব-দেবীদের পূজা করার কোন নির্দেশ ছিল না। অগ্নি ছিল কেবল একটি এবং মানব-সমাজে একমাত্র বর্ণ ছিল হংস। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ত্রেতাযুগের শুরুতে রাজা পুরূরবা কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞের সূত্রপাত করেছিলেন। এইভাবে পুরূরবা, যিনি যজ্ঞাগ্নিকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন, তাঁর বাসনা অনুসারে তিনি গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

❋ ❋ ❋

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবানের যোদ্ধা অবতার পরশুরাম

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! উর্বশীর গর্ভে পুরূরবার ছটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের নাম আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় এবং জয়। শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়, রয়ের পুত্র এক; জয়ের পুত্র অমিত এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক এবং

হোত্রকের পুত্র জহ্নু, যিনি এক গণ্ডূষে গঙ্গার সমস্ত জল পান করেছিলেন। জহ্নুর পুত্র পুরু, পুরুর পুত্র বলাক, বলাকের পুত্র অজক এবং অজকের পুত্র কুশ। কুশের কুশাম্বু, মূর্তয়, বসু এবং কুশনাভ নামক চার পুত্র। কুশাম্বুর পুত্র গাধি। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল। ঋচীক নামক এক ব্রাহ্মণ ঋষি সেই কন্যাকে মহারাজ গাধির কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু গাধি মনে করেছিলেন যে, ঋচীক তাঁর কন্যার পতি হওয়ার যোগ্য নন এবং তাই তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, 'হে বিপ্রবর! আমরা কুশিক বংশজাত সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়, তাই আমার কন্যার পণস্বরূপ দক্ষিণ ও বাম কর্ণের মধ্যে একটি শ্যামবর্ণ কর্ণ বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল সহস্র অশ্ব প্রদান করুন।' রাজা গাধি যখন এই প্রস্তাব করেছিলেন, তখন ঋচীক মুনি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বরুণদেবের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে গাধির শর্ত অনুসারে এক হাজার অশ্ব নিয়ে এসেছিলেন। সেই অশ্বগুলি গাধিকে দান করে তিনি রাজার সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর ঋচীক মুনির পত্নী এবং শাশুড়ি উভয়েই পুত্রার্থিনী হয়ে ঋচীককে চরু প্রস্তুত করতে প্রার্থনা করেছিলেন। তার ফলে ঋচীক মুনি তাঁর পত্নীর জন্য ব্রাহ্মণমন্ত্র এবং তাঁর শাশুড়ির জন্য ক্ষত্রিয়মন্ত্রে দুটি চরু প্রস্তুত করে স্নান করতে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে, সত্যবতীর মাতা মনে করেছিলেন যে, সত্যবতীর জন্য নির্মিত চরু অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হবে, এই মনে করে তিনি তাঁর কন্যার কাছে সেই চরু প্রার্থনা করেছিলেন। সত্যবতী তখন তাঁর চরু তাঁর মাকে প্রদান করে, তাঁর মায়ের জন্য নির্মিত চরু নিজে ভক্ষণ করেছিলেন। স্নান করে গৃহে ফিরে এসে ঋচীক মুনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কি হয়েছে, তখন তিনি তাঁর পত্নী সত্যবতীকে বলেছিলেন, 'তুমি এক অত্যন্ত অন্যায় কার্য করেছ। তোমার পুত্র ঘোর দণ্ডধর ক্ষত্রিয় স্বভাবসম্পন্ন হবে এবং তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ হবে।' সত্যবতী ঋচীক মুনিকে বিনয়ন বাক্যের দ্বারা প্রসন্ন করে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র যেন ক্ষত্রিয়ের মতো উগ্র স্বভাবসম্পন্ন না হয়। ঋচীক মুনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'তা হলে তোমার পৌত্র ক্ষত্রিয়স্বভাবসম্পন্ন হবে।' তার ফলে সত্যবতীর পুত্ররূপে জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সত্যবতী পরে অত্যন্ত পুণ্যবতী জগৎ পবিত্রকারিণী কৌশিকী নদী হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেছিলেন। জমদগ্নির বীর্য থেকে রেণুকার গর্ভে বসুমান আদি বহু পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র রাম বা পরশুরাম নামে বিখ্যাত। পণ্ডিতেরা এই পরশুরামকে কার্তবীর্যকুল বিনাশকারী এবং ভগবান বাসুদেবের অংশ বলে কীর্তন করেন। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষত্রিয়েরা অত্যন্ত গর্বিত হয়ে অধর্ম-পরায়ণ হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মনীতির অসম্মান করতে শুরু করেছিল। পৃথিবীর ভার অপনোদন করার জন্য পরশুরাম তাদের অপরাধ গুরুতর না হলেও তাদের সংহার করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়েরা ভগবান পরশুরামের কাছে এমন কি অপরাধ করেছিল, যার ফলে তিনি ক্ষত্রিয়কুলকে বারংবার বিনাশ করেছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হৈহয়দের রাজা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কার্তবীর্যার্জুন ভগবান শ্রীনারায়ণের অংশের অংশ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করে এক হাজার বাহু, শত্রুদের দ্বারা দুর্ধর্ষণীয়ত্ব এবং অপ্রতিহত ইন্দ্রিয় বল, সৌন্দর্য, তেজ, বীর্য, যশ এবং অণিমা-লঘিমা আদি যোগসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এইভাবে অত্যন্ত ঐশ্বর্য লাভ করে, তিনি বায়ুর মতো অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট হয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতেন। একসময় গর্বোদ্ধত কার্তবীর্যার্জুন বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে স্ত্রীগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নর্মদা নদীর জলে জলক্রীড়া উপভোগ করতে করতে তাঁর বাহু দ্বারা সেই নদীর স্রোত অবরোধ করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের বাহু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে নদীর প্রবাহ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়ায় মাহিষ্মতী নগরীর নিকটে নর্মদার তটে স্থাপিত দশানন রাবণের শিবির প্লাবিত হয়েছিল। কার্তবীর্যার্জুনের এই প্রভাব বীরাভিমানী রাবণ সহ্য করতে পারল না। রাবণ যখন স্ত্রীদের সমক্ষে কার্তবীর্যার্জুনকে অপমান করতে চেয়েছিল, তখন কার্তবীর্যার্জুন অনায়াসে তাকে বন্দী করে মাহিষ্মতী নগরীতে একটি বানরের মতো আবদ্ধ করে রেখে, তারপর অবজ্ঞা করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। একসময় কার্তবীর্যার্জুন মৃগয়ার্থে বিজন বনে বিচরণ করতে করতে

যদৃচ্ছাক্রমে জমদগ্নির আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তপস্যা-পরায়ণ জমদগ্নি মুনি সাদরে সৈন্য, অমাত্য এবং বাহনাদি সহ রাজাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং তাঁর কামধেনুর দ্বারা অতিথি-সৎকারের সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুন মনে করেছিলেন, কামধেনু গরুর অধিকারী হওয়ার ফলে জমদগ্নির ঐশ্বর্য এবং শক্তি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর অনুচর হৈহয়গণ সহ তিনি জমদগ্নির আতিথ্যে সন্তুষ্ট হননি। পক্ষান্তরে তাঁরা অগ্নিহোত্রীর কামধেনুটি অধিকার করার অভিলাষ করেছিলেন। জড় শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে কার্তবীর্যার্জুন তাঁর লোকদের জমদগ্নির কামধেনুটি হরণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন এবং তখন তারা বলপূর্বক বৎস সহ রোরুদ্যমানা কামধেনুটিকে কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী মাহিষ্মতীতে নিয়ে এসেছিল। তারপর কার্তবীর্যার্জুন কামধেনু নিয়ে চলে গেলে, জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে কার্তবীর্যার্জুনের দৌরাত্ম্য শ্রবণ করে আহত সর্পের মতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পরশুরাম তাঁর ভয়ঙ্কর কুঠার, বর্ম, ধনুক এবং তূণ গ্রহণ করে হাতির পিছনে সিংহ যেভাবে ধাবিত হয়, সেইভাবে কার্তবীর্যার্জুনের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। রাজা কার্তবীর্যার্জুন যখন রাজধানী মাহিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করছিলেন, তখন তিনি ভৃগুকুলতিলক পরশুরামকে কুঠার, বর্ম, ধনুক এবং বাণ নিয়ে তাঁর দিকে দ্রুতবেগে আসতে দেখতে পেয়েছিলেন। পরশুরামের পরনে ছিল কৃষ্ণাজিন বস্ত্র এবং তাঁর জটা ঠিক সূর্যের মতো দ্যুতিমান প্রতিভাত হচ্ছিল। পরশুরামকে দেখে কার্তবীর্যার্জুন ভীত হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হস্তী, রথ, অশ্ব, পদাতিক, গদা, খড়্গ, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নি এবং শক্তিসহ সতেরো অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু ভগবান পরশুরাম একাকীই সেই সমস্ত সৈন্য সংহার করেছিলেন। শত্রুসৈন্যদের নিধন সাধনে অত্যন্ত দক্ষ ভগবান পরশুরাম মন এবং বায়ুর বেগে ধাবিত হয়ে তাঁর কুঠারের আঘাতে শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। তিনি যে দিকেই গমন করছিলেন, সেখানেই বিপক্ষ সৈন্যরা ছিন্ন বাহু, ছিন্ন ঊরু এবং ছিন্ন কন্ধর হয়ে ভূপতিত হচ্ছিল, তা ছাড়া তাদের সারথিরা হস্তী ও অশ্ব বাহনেরাও নিহত হয়েছিল। ভগবান পরশুরাম তাঁর কুঠার এবং বাণের দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সৈনিকদের বর্ম, ধ্বজ, ধনুক এবং দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং তাদের রক্তে রণভূমি কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছিল। এই পরাজয় দর্শন করে কার্তবীর্যার্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহাবেগে রণভূমিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন ভগবান পরশুরামকে বধ করার বাসনায় কার্তবীর্যার্জুন তাঁর এক হাজার বাহু দ্বারা একসঙ্গে পাঁচশ ধনুকে বাণ যোজনা করেছিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ভগবান পরশুরাম কেবল একটি ধনুক থেকে এত বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন যে, সেগুলি তৎক্ষণাৎ কার্তবীর্যার্জুনের হস্তধৃত সমস্ত ধনুক এবং বাণ ছিন্নভিন্ন করেছিল। কার্তবীর্যার্জুনের বাণ ছিন্নভিন্ন হলে তিনি স্বহস্তে বহু পর্বত ও বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে, পরশুরামকে হত্যা করার জন্য মহাবেগে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরশুরাম তখন বলপূর্বক তাঁর কুঠারের দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের সাপের ফণার মতো সব কটি হাত কেটে ফেলেছিলেন। তারপর, পরশুরাম ছিন্নবাহু কার্তবীর্যার্জুনের মস্তক পর্বতশৃঙ্গের মতো ছেদন করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের দশ হাজার পুত্র তাদের পিতাকে নিহত হতে দেখে ভয়ে পলায়ন করেছিল। তারপর শত্রুনিধন করে পরশুরাম অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত কামধেনুটিকে মুক্ত করে বৎস সহ আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাঁর পিতা জমদগ্নিকে প্রদান করেছিলেন। পরশুরাম তাঁর পিতা এবং ভ্রাতাদের কাছে কার্তবীর্যার্জুনকে নিধন করার বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিলেন। সেই কথা শুনে জমদগ্নি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'হে মহাবীর পরশুরাম! তুমি সর্বদেবময় রাজাকে অনর্থক বধ করে পাপ করেছ হে বৎস! আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের ক্ষমাগুণের ফলে আমরা সকলের পূজ্য হয়েছি এই ক্ষমাগুণের ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের গুরু ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। ব্রাহ্মণের কর্তব্য সূর্যের মতো দীপ্তিশালী ক্ষমাগুণের অনুশীলন করা। ক্ষমাশীল পুরুষদের প্রতি ভগবান শ্রীহরি প্রসন্ন হন। হে বৎস! সার্বভৌম রাজাকে বধ করা ব্রাহ্মণবধ থেকেও গুরুতর। কিন্তু তুমি যদি কৃষ্ণভাবনাময় হও এবং তীর্থস্থানের সেবা কর, তা হলে তুমি সেই মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পার।' "

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ! পিতা কর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, পরশুরাম সেই আদেশ অঙ্গীকারপূর্বক এক বছর তীর্থপর্যটন করে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন। একসময় জমদগ্নির পত্নী রেণুকা গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে পদ্মফুলের মালায় শোভিত গন্ধর্বরাজকে অপ্সরাদের সঙ্গে খেলা করতে দেখেছিলেন। গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ারত গন্ধর্বরাজকে দর্শন করে রেণুকা তাঁর প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হয়েছিলেন এবং হোমের সময় যে অতিবাহিত হচ্ছিল, সেই কথা তাঁর স্মরণ হল না। তারপর, যজ্ঞের সময় অতিবাহিত হয়েছে দেখে রেণুকা তাঁর পতির অভিশাপের ভয়ে ভীতা হয়েছিলেন এবং গৃহে ফিরে এসে জলের কলসি তাঁর সামনে রেখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হয়েছিলেন। জমদগ্নি তাঁর পত্নীর এই ব্যভিচার অবগত হয়েছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, 'হে পুত্রগণ, এই পাপীয়সী রমণীকে হত্যা কর!' কিন্তু তাঁর পুত্ররা তাঁর আদেশ পালন করেনি। জমদগ্নি তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরামকে তাঁর আদেশ অমান্যকারী পুত্রদের এবং মানসে ব্যভিচারিণী মাতাকে বধ করতে বলেছিলেন। পিতার সমাধি এবং তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন বলে পরশুরাম তৎক্ষণাৎ তাঁর মাতা এবং ভ্রাতাদের বধ করেছিলেন। সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। পরশুরাম তখন বলেছিলেন, 'আমার মাতা এবং ভ্রাতারা পুনরুজ্জীবিত হোক এবং আমি যে তাঁদের হত্যা করেছি সেই কথা যেন তাঁদের কখনও স্মরণ না হয়। আমি এই বর প্রার্থনা করি।' তারপর, জমদগ্নির বরে পরশুরামের মাতা এবং ভ্রাতারা জীবিত হয়েছিলেন, যেন নিদ্রাবসানে তাঁরা সুখে জেগে উঠেছিলেন। পরশুরাম তাঁর পিতার আদেশে স্বজন বধ করেছিলেন। কারণ তিনি তাঁর পিতার তপস্যা, জ্ঞান এবং বীর্য অবগত ছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কার্তবীর্যার্জুনের যে সমস্ত পুত্ররা পরশুরামের বীর্যে পরাভূত হয়েছিল, তারা তাদের পিতার বধের বার্তা স্মরণ করার ফলে, কখনও শান্তি লাভ করতে পারেনি। একসময় পরশুরাম যখন বসুমান প্রভৃতি ভ্রাতাদের সঙ্গে আশ্রম থেকে বনে গিয়েছিলেন, তখন কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা সেই সুযোগে পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জমদগ্নির আশ্রমে এসেছিল। কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা পাপকর্ম করতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। তাই তারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে উপবিষ্ট উত্তমশ্লোক ভগবানের ধ্যানে মগ্ন জমদগ্নিকে দেখতে পেয়ে তাঁকে হত্যা করেছিল। পরশুরামের মাতা অর্থাৎ জমদগ্নির পত্নী রেণুকা অত্যন্ত করুণভাবে তাঁর পতির প্রাণভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কার্তবীর্যার্জুনের ক্ষত্রিয়াধম পুত্ররা এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, তাঁর অনুনয় আবেদনে কর্ণপাত না করে তারা বলপূর্বক জমদগ্নির মস্তক ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল। পতির মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পতিব্রতা রেণুকা তাঁর নিজের শরীরে নিজেই করাঘাত করতে করতে 'হে রাম! হে প্রিয় পুত্র রাম!' বলে বিলাপ করেছিলেন। পরশুরাম সহ জমদগ্নির পুত্ররা বহু দূর থেকে 'হা রাম, হা পুত্র!' রেণুকার এই আর্তনাদ শ্রবণ করে দ্রুত আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং তাঁদের পিতা জমদগ্নি যে নিহত হয়েছেন তা দেখেছিলেন। দুঃখ, ক্রোধ, অমর্ষ, আর্তি এবং শোকের বেগে অত্যন্ত বিমোহিত হয়ে জমদগ্নির পুত্ররা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে করতে বলেছিলেন, 'হে পিতঃ, হে সাধু, হে পরম ধার্মিক, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেছেন!' এইভাবে বিলাপ করতে করতে পরশুরাম তাঁর পিতার মৃতদেহ ভ্রাতাদের হাতে সমর্পণ করে, তাঁর কুঠার নিয়ে পৃথিবী থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করতে মনস্থ করেছিলেন।"

"হে রাজন্! তারপর পরশুরাম ব্রহ্মহত্যার পাপে হতশ্রী মাহিষ্মতী নগরীতে গিয়ে, সেই নগরীর মাঝখানে

কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের মস্তকের দ্বারা এক বিশাল পর্বত নির্মাণ করেছিলেন। কার্তবীর্যার্জুনের এই সমস্ত পুত্রদের রক্তে এক [illegible] ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী রাজাদের ভয়াবহ এক নদী সৃষ্টি করেছিলেন। ক্ষত্রিয়রা যেহেতু পাপাচরণ করতে শুরু করেছিল, তাই পরশুরাম তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধের অছিলায় পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন এবং সমন্তপঞ্চকে তাদের রক্তে তিনি নয়টি হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন। তারপর, পরশুরাম তাঁর পিতার মস্তক তাঁর দেহে সংযোজিত করে কুশাসনের উপর তা স্থাপন করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সমস্ত দেবতা এবং জীবদের অন্তর্যামী সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা বাসুদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন করে পরশুরাম হোতাকে পূর্বদিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, উদ্গাতাকে উত্তর দিক এবং ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত এবং বায়ু এই চারটি দিক অন্যান্য পুরোহিতদের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। তিনি মধ্যভাগ কশ্যপকে, আর্যাবর্ত উপদ্রষ্টাকে এবং অবশিষ্ট ভাগ সদস্যবর্গকে প্রদান করেছিলেন। তারপর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে পরশুরাম অবভৃথ স্নান করেছিলেন। সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, পরশুরাম সরস্বতী নদীর তীরে মেঘশূন্য নির্মল আকাশে সূর্যের মতো বিরাজ করতে লাগলেন। এইভাবে পরশুরামের দ্বারা পূজিত হয়ে জমদগ্নি পূর্বস্মৃতিসহ, পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পরবর্তী মন্বন্তরে জমদগ্নির পুত্র কমললোচন ভগবান পরশুরাম বৈদিক জ্ঞানের মহান প্রবর্তক হবেন। অর্থাৎ, তিনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম হবেন। ভগবান পরশুরাম এখনও একজন ব্রতী ব্রাহ্মণরূপে মহেন্দ্র পর্বতে বর্তমান আছেন। ক্ষত্রিয়দের অস্ত্র পরিত্যাগ করে তিনি পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয়েছেন। সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্বেরা তাঁর উন্নত চরিত্র ও কার্যকলাপের জন্য সর্বদা তাঁর পূজা করেন এবং বন্দনা করেন। এইভাবে বিধাতা, ভগবান, ঈশ্বর, শ্রীহরি ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভারস্বরূপ অবাঞ্ছিত নৃপতিদের বহুবার বধ করেছিলেন। মহারাজ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ছিলেন প্রদীপ্ত অগ্নির মতো তেজস্বী। তিনি তপস্যার প্রভাবে ক্ষত্রিয়ের পদ থেকে তেজস্বী ব্রাহ্মণের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিশ্বামিত্রের একশত এক পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দা। তাঁর সম্পর্কে অন্য সমস্ত পুত্ররাও মধুচ্ছন্দা নামে অভিহিত হন। বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশোদ্ভূত অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেফকে নামান্তরে দেবরাতকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রদের আদেশ দিয়েছিলেন শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করতে। শুনঃশেফের পিতা শুনঃশেফকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য বিক্রয় করেছিলেন। শুনঃশেফকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসা হলে, তিনি দেবতাদের স্তব করে তাঁদের কৃপায় পাশবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভৃগুবংশে জন্ম হলেও শুনঃশেফ ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত এবং তাই সেই যজ্ঞে দেবতারা তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তার ফলে তিনি গাধিবংশে দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। মধুচ্ছন্দা নামক পঞ্চাশজন জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তার ফলে বিশ্বামিত্র তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'তোমরা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী ম্লেচ্ছ হও।' জ্যেষ্ঠ মধুচ্ছন্দারা এইভাবে অভিশপ্ত হলে, পঞ্চাশজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ মধুচ্ছন্দা স্বয়ং তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, 'হে পিতা! আপনি যা ভাল মনে করেন, আমরা তাই পালন করব।' এইভাবে কনিষ্ঠ মধুচ্ছন্দারা শুনঃশেফকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করে বলেছিলেন, "আমরা আপনার আদেশ পালন করব।' বিশ্বামিত্র তখন তাঁর অনুগত পুত্রদের বলেছিলেন, 'যেহেতু তোমরা শুনঃশেফকে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ করেছ, তাই আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমার আদেশ পালন করে তোমরা আমাকে শ্রেষ্ঠ পুত্রদের পিতা বানিয়েছ এবং তাই আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি তোমরাও পুত্রবন্ত হবে।' বিশ্বামিত্র বললেন, 'হে কুশিকগণ! এই দেবরাত আমার পুত্র এবং তোমাদেরই একজন। তোমরা তাঁর আদেশ পালন কর।' হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয় ও ক্রতুমান আদি অন্য বহু পুত্র ছিল। বিশ্বামিত্র তাঁর কিছু পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং অন্যদের কল্যাণ করেছিলেন। তার ফলে কৌশিক গোত্র নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রবরত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমস্ত পুত্রের মধ্যে দেবরাতকেই জ্যেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়।"

❑ ❑ ❑

সপ্তদশ অধ্যায়

পুরূরবার পুত্রদের বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পুরূরবার আয়ু নামক এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজী, রাভ এবং অনেনা নামক অত্যন্ত বীর্যবান পাঁচজন পুত্র ছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এখন আপনি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্রের কাশ্য, কুশ এবং গৃৎসমদ নামক তিনজন পুত্র ছিলেন। গৃৎসমদ থেকে শুনকের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে ঋগ্বেদজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি শৌনকের জন্ম হয়। কাশ্যের পুত্র কাশি এবং তাঁর পুত্র রাষ্ট্র ছিলেন দীর্ঘতমের পিতা। দীর্ঘতমের পুত্র ধন্বন্তরি, যিনি ছিলেন যজ্ঞভাগ ভোক্তা ভগবান বাসুদেবের অবতার এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবর্তক। এই ধন্বন্তরিকে স্মরণ করলে সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান এবং তাঁর পুত্র ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র দিবোদাস এবং দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান, যিনি প্রতর্দন নামেও পরিচিত। দ্যুমান শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্ব নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর থেকে অলর্ক আদি পুত্রের জন্ম হয়। দ্যুমানের পুত্র অলর্ক ছেষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যুবকরূপে এত বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেননি। অলর্ক থেকে সন্ততি নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র সুনীথ। সুনীথের পুত্র নিকেতন, নিকেতনের পুত্র ধর্মকেতু এবং ধর্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু এবং ধৃষ্টকেতুর পুত্র সুকুমার, যিনি সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। সুকুমার থেকে বীতিহোত্র নামক পুত্রের জন্ম হয়, বীতিহোত্র থেকে ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভার্গভূমির জন্ম হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সমস্ত রাজারা ছিলেন কাশি-বংশসম্ভূত এবং তাঁদের ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধরও বলা যায়। রাভের পুত্র রভস, রভস থেকে গম্ভীর এবং গম্ভীর থেকে অক্রিয় নামক পুত্রের জন্ম হয়। অক্রিয়ের পুত্র ব্রহ্মবিৎ। হে রাজন্! এখন আপনি অনেনার বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র শুদ্ধ এবং শুদ্ধের পুত্র শুচি। শুচির পুত্র ধর্মসারথি, যিনি চিত্রকৃৎ নামেও পরিচিত ছিলেন। চিত্রকৃৎ থেকে শান্তরজ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি আত্ম-তত্ত্ববিৎ ছিলেন এবং সাংসারিক কর্মের অনুষ্ঠান করার ফলে সন্তান উৎপাদনে যত্নবান হননি। রজীর পাঁচশ পুত্র ছিল এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। দেবতাদের অনুরোধে রজী দৈত্যদের বধ করে ইন্দ্রকে স্বর্গলোক প্রদান করেছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ আদি শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে ইন্দ্র রজীকে স্বর্গলোক প্রত্যর্পণ করেন এবং রজীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। রজীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদের কাছে ইন্দ্র স্বর্গলোক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইন্দ্রের যজ্ঞভাগ ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেও তাঁকে স্বর্গলোক ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তখন দেবগুরু বৃহস্পতি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন যাতে রজীর পুত্ররা নৈতিকমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হন। এইভাবে অধঃপতিত হলে, ইন্দ্র তাঁদের অনায়াসে বধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও জীবিত ছিলেন না। ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ থেকে প্রতি নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। প্রতির পুত্র সঞ্জয় এবং সঞ্জয়ের পুত্র জয়। জয় থেকে কৃতের জন্ম হয় এবং কৃত থেকে রাজা হর্যবলের জন্ম হয়। হর্যবল থেকে সহদেব নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সহদেব থেকে হীন জন্মগ্রহণ করেন। হীনের পুত্র জয়সেন এবং জয়সেন থেকে সংকৃতির জন্ম হয়। সংকৃতির পুত্র ছিলেন অতিরথ ধর্মপরায়ণ মহারথ জয়। এই সমস্ত রাজারা ছিলেন ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধর। এখন আপনি নহুষের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

রাজা যযাতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেহধারী জীবের ছটি ইন্দ্রিয়ের মতো রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি এবং কৃতি নামক ছয় পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ যখন রাজ্য বা রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পক্ষে আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। সেই কথা জেনে নহুষের জ্যেষ্ঠপুত্র যতি তাঁর পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করেননি। যযাতির পিতা নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি দৃষ্টি আরোপণ করায় শচী যখন অগস্ত্য আদি ব্রাহ্মণদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণেরা নহুষকে অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অজগরত্ব প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। তার ফলে যযাতি রাজা হয়েছিলেন। রাজা যযাতি তাঁর চারজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের চতুর্দিক শাসন করতে দিয়েছিলেন। যযাতি স্বয়ং শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এবং বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করে সারা পৃথিবী শাসন করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"শুক্রাচার্য ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ আর মহারাজ যযাতি ছিলেন ক্ষত্রিয়। তা হলে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে এই প্রতিলোম বিবাহ কিভাবে হয়েছিল?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একদিন বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা, সরল হওয়া সত্ত্বেও যিনি ছিলেন কোপনস্বভাবা, তিনি সহস্র সখী পরিবৃত হয়ে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী সহ প্রাসাদের উদ্যানে বিহার করছিলেন। সেই উদ্যান পুষ্প-শোভিত বৃক্ষে পূর্ণ ছিল। সেখানকার সরোবরগুলি পদ্মফুলে পূর্ণ ছিল এবং অলিকুল ও পক্ষিসমূহ সেখানে এসে মধুর স্বরে গান করছিল। সেই কমললোচনা যুবতী কন্যারা জলাশয়ের তীরে এসে তাদের বস্ত্র রেখে, পরস্পরের প্রতি জল সিঞ্চন করতে করতে জলক্রীড়া করতে লাগল। জলকেলি করতে করতে সেই কন্যারা সহসা মহাদেবকে বৃষের উপর আরোহণ করে তাঁর পত্নী পার্বতী সহ আগমন করতে দেখতে পেল। নগ্ন হওয়ার ফলে লজ্জিত হয়ে, তারা শীঘ্র জল থেকে উঠে এসে তাদের বস্ত্র পরিধান করেছিল। শর্মিষ্ঠা না জেনে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তার ফলে দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। হায়, আমার দাসী এই শর্মিষ্ঠার আচরণ দেখ! কুকুর যেমন যজ্ঞের হবি হরণ করে, ঠিক সেইভাবে সে সমস্ত শিষ্টাচারের অবহেলা করে আমার বস্ত্র পরিধান করেছে। যাঁরা পরমপুরুষের মুখ স্বরূপ, যাঁরা তপস্যার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা সর্বদা পরমব্রহ্মকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন, যাঁরা মঙ্গলময় পন্থার অর্থাৎ বেদমার্গের প্রদর্শক, যাঁরা এই জগতে একমাত্র উপাস্য হওয়ার ফলে যাঁদের দেবতা, লোকপাল, এমন কি পরমপুরুষ, পরমাত্মা, পরম পাবন শ্রীনিবাসও যাঁদের পূজা করেন, আমরা সেই ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ। আমরা বিশেষভাবে পূজ্য কারণ আমরা ভৃগুবংশীয়। যদিও এই রমণীর অসুর পিতা আমাদের শিষ্য, তবুও সে শূদ্রের বৈদিক জ্ঞান ধারণ করার মতোই আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করেছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্যে তিরস্কৃত হয়ে শর্মিষ্ঠা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সর্পিণীর মতো মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে অধরোষ্ঠ দংশন করে, তিনি শুক্রাচার্যের কন্যাকে বলতে লাগলেন। ওরে ভিক্ষুকি! নিজের স্থিতি না জেনে এত কথা বলছিস কেন? তোরা কি কাকের মতো আমাদের গৃহে তোদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতীক্ষা করিস না? শর্মিষ্ঠা এইভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে তিরস্কার পূর্বক ক্রোধে তাঁর বস্ত্র হরণ করে তাঁকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। দেবযানীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে শর্মিষ্ঠা গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মৃগয়া করতে করতে রাজা যযাতি ঘটনাক্রমে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই কূপে জলপান করতে এসে দেবযানীকে দেখতে পেয়েছিলেন। দেবযানীকে কূপের মধ্যে নগ্ন দর্শন করে রাজা যযাতি তৎক্ষণাৎ তাঁর উত্তরীয় বস্ত্র তাঁকে প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি নিজের হাত দিয়ে দেবযানীর হাত ধরে তাঁকে কূপের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

দেবযানী প্রেমপূর্ণ বাক্যে মহারাজ যযাতিকে বললেন—"হে বীর! হে শত্রুপুরী জয়কারী রাজন্! আপনি আমার হস্ত ধারণ করে আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন। আমাকে যেন আর অন্য কেউ স্পর্শ না করে, কারণ আমাদের এই পতি-পত্নীর সম্বন্ধ দৈবকৃত, মনুষ্যকৃত নয়। কূপে পতিত হওয়ার ফলে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হল। এই মিলন অবশ্যই দৈব কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। আমি যখন বৃহস্পতির পুত্র কচকে অভিশাপ দিয়েছিলাম, তখন তিনিও আমাকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, আমার পতি ব্রাহ্মণ হবেন না। অতএব হে মহাভুজ! আমার ব্রাহ্মণের পত্নী হবার কোন সম্ভাবনা নেই।" যেহেতু এই প্রকার বিবাহ শাস্ত্রে দ্বারা অনুমোদিত নয়, তাই রাজা যযাতি তা চাননি, কিন্তু যেহেতু তা দৈবের দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল এবং যেহেতু তিনি দেবযানীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর অনুরোধ অঙ্গীকার করেছিলেন। তারপর, বিজ্ঞ রাজা তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেলে, দেবযানী ক্রন্দন করতে করতে গৃহে ফিরে গিয়ে তাঁর পিতা শুক্রাচার্যের কাছে শর্মিষ্ঠার কারণে কি ঘটেছিল তা সব বর্ণনা করেছিলেন। দেবযানী তাঁকে বলেছিলেন কিভাবে শর্মিষ্ঠা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং কিভাবে রাজা তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন।"

"দেবযানীর কি হয়েছিল তা শ্রবণ করে শুক্রাচার্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। পুরোহিতের বৃত্তির নিন্দা করে এবং উঞ্ছবৃত্তির (ক্ষেত থেকে শস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করার বৃত্তি) প্রশংসা করে তিনি তাঁর কন্যাসহ গৃহত্যাগ করেছিলেন। রাজা বৃষপর্বা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুক্রাচার্য তাঁকে অভিশাপ দিতে আসছেন। তাই শুক্রাচার্য তাঁর গৃহে আসার পূর্বেই বৃষপর্বা পথের মধ্যে শুক্রাচার্যের চরণে পতিত হয়ে তাঁর ক্রোধের উপশম করে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই শুক্রাচার্যের ক্রোধ প্রশমিত হয়েছিল, তখন বৃষপর্বার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—হে রাজন! দেবযানীর বাসনা পূর্ণ কর, কারণ সে আমার কন্যা এবং এই সংসারে আমি তাকে ত্যাগ করতে পারব না অথবা উপেক্ষা করতেও পারব না। শুক্রাচার্যের কথা শ্রবণ করে বৃষপর্বা দেবযানীর বাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর বাক্যের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দেবযানী তখন তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেছিলেন—"আমার পিতার আদেশে আমি যখন পতিগৃহে গমন করব, তখন সখী শর্মিষ্ঠাও তাঁর সহচরীগণ সহ আমার দাসীরূপে আমার অনুগামিনী হবে।"

"বৃষপর্বা বিবেচনা করেছিলেন যে, শুক্রাচার্য অসন্তুষ্ট হলে সর্বনাশ হবে এবং প্রসন্ন হলে জাগতিক লাভ হবে। তাই তিনি শুক্রাচার্যের আদেশ পালন করে দাসের মতো তাঁর সেবা করেছিলেন। তিনি তাঁর কন্যা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করেছিলেন এবং শর্মিষ্ঠা সহস্র সখীগণ সহ দাসীর মতো দেবযানীর পরিচর্যা করেছিলেন। শুক্রাচার্য যখন দেবযানীকে যযাতির হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন, তখন শর্মিষ্ঠাও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য রাজাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'হে রাজন! শর্মিষ্ঠাকে কখনও তোমার শয্যায় গ্রহণ করো না।' "

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে পুত্রবতী দর্শন করে, একসময় ঋতুকাল উপস্থিত হলে তাঁর সখী দেবযানীর পতি যযাতিকে এক নির্জন স্থানে পুত্র উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা যখন রাজা যযাতির কাছে পুত্রসন্তান ভিক্ষা করেছিলেন, তখন ধর্মজ্ঞ রাজা তার বাসনা পূর্ণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। শুক্রাচার্যের সাবধানবাণী তাঁর স্মরণ হলেও তিনি এই মিলন ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে শর্মিষ্ঠাকে সন্তোষ করেছিলেন। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু জাত হয় এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুর জন্ম হয়। অভিমানিনী দেবযানী যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পতির দ্বারা শর্মিষ্ঠার গর্ভোৎপত্তি হয়েছে, তখন তিনি ক্রোধে মূর্ছিতপ্রায় হয়ে পিতৃগৃহে গমন করেছিলেন। রাজা যযাতি অত্যন্ত কামুক ছিলেন, তিনি পত্নীর অনুগমন করে প্রিয়বাক্যের দ্বারা এমন কি পাদসংবাহনের দ্বারা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি

তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। শুক্রাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে বলেছিলেন, "ওরে মিথ্যাচারী মূর্খ, স্ত্রীকামী! তুমি মহা অন্যায় করেছ। তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি জরা এবং বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিকৃত রূপ হও।"

রাজা যযাতি বললেন, "হে পরমপূজ্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনার কন্যার সাথে আমি এখনও আমার কামবাসনা তৃপ্ত করতে পারিনি।" শুক্রাচার্য তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "যে তোমার জরা গ্রহণ করতে সম্মত হবে, তুমি তার যৌবনের সঙ্গে তোমার জরা বিনিময় করতে পার।"

শুক্রাচার্যের কাছ থেকে এই বর প্রাপ্ত হয়ে যযাতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন—"হে প্রিয় যদু! দয়া করে তুমি আমার জরা গ্রহণ করে তার বিনিময়ে তোমার যৌবন আমাকে দান কর। হে বৎস! আমি এখনও বিষয়ভোগে তৃপ্ত হতে পারিনি। কিন্তু তুমি যদি তোমার মাতামহ প্রদত্ত আমার জরা গ্রহণ কর, তা হলে আমি তোমার যৌবন নিয়ে কয়েক বছর জীবন উপভোগ করতে পারি।"

যদু উত্তর দিলেন—"হে পিতা! আপনি যুবক হলেও বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি আপনার এই বার্ধক্য এবং জরা গ্রহণ করতে উৎসুক নই, কারণ জড় সুখভোগ না করলে বৈরাগ্য লাভ করা যায় না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যযাতি এইভাবে তাঁর অন্য পুত্র তুর্বসু, দ্রুহ্য এবং অনুকে তাঁর বার্ধক্যের সঙ্গে তাদের যৌবন বিনিময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু তারা ধর্মজ্ঞানশূন্য হওয়ার ফলে অনিত্য যৌবনকে নিত্য বলে মনে করেছিল এবং তাই তারা তাদের পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল। রাজা যযাতি তখন তাঁর তিন পুত্র থেকে বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুকে বলেছিলেন, "হে বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মতো আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়।"

পুরু উত্তর দিয়েছিলেন—"হে রাজন! এই পৃথিবীতে কে তার পিতার ঋণ শোধ করতে পারে? পিতার কৃপায় মনুষ্য-জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই জীবনে ভগবানের পার্ষদত্ব পর্যন্ত লাভ করা যায়। যে পুত্র পিতার ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করেন তিনি উত্তম, যিনি পিতা আদেশ করলে সেই আদেশ পালন করেন তিনি মধ্যম এবং যে অশ্রদ্ধার সঙ্গে পিতার আদেশ পালন করে সে অধম। কিন্তু যে পিতার আদেশ পালন করে না, সে পিতার বিষ্ঠাসদৃশ।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে পুরু তাঁর পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করেছিলেন। যযাতি তখন তাঁর পুত্রের যৌবন প্রাপ্ত হয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুসারী এই জড় জগৎ উপভোগ করেছিলেন। তারপর রাজা যযাতি সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হয়ে পিতা যেভাবে তাঁর পুত্রদের পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তাঁর প্রজাদের পালন করতে লাগলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পুত্রের যৌবন গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিকলাঙ্গ প্রাপ্ত হয়নি এবং তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে জড় সুখভোগ করতে লাগলেন। মহারাজ যযাতির প্রিয়তমা পত্নী দেবযানী সর্বদা নির্জন স্থানে তাঁর মন, বাক্য, দেহ এবং অন্যান্য বস্তুর দ্বারা তাঁর পতির প্রীতি সম্পাদন করেছিলেন। মহারাজ যযাতি বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সমস্ত দেবতাদের উৎস এবং সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধানের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবাসুদেব যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি মেঘ আচ্ছাদনকারী আকাশের মতো তাঁর সর্বব্যাপক রূপ প্রকাশ করেন। আর সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যায়, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে সব কিছু প্রবিষ্ট হয় এবং তখন আর এই জগতের বৈচিত্র্য প্রতিভাত হয় না। তিনি নারায়ণ রূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সর্বত্র বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও জড় দৃষ্টির অগোচর। জড় বাসনারহিত হয়ে মহারাজ যযাতি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। মহারাজ যযাতি যদিও ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা এবং যদিও তিনি এক হাজার বছর ধরে তাঁর মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জড় বিষয়ভোগে নিযুক্ত করেছিলেন, তবুও তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেননি।"

উনবিংশতি অধ্যায়

রাজা যযাতির মুক্তিলাভ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যযাতি ছিলেন অত্যন্ত স্ত্রৈণ। কিন্তু কালক্রমে কামভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে এবং তার কুফল বুঝতে পেরে তিনি সেই জীবন ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে এই কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন।"

"হে প্রিয়তমা পত্নী, শুক্রাচার্যের কন্যা! এই পৃথিবীতে আমার মতো আচরণশীল এক ব্যক্তি ছিল। তার জীবনকাহিনী আমি বর্ণনা করছি, তুমি শ্রবণ কর। এই প্রকার গৃহাসক্ত ব্যক্তির জীবনকাহিনী শ্রবণ করে বানপ্রস্থীরা সর্বদা অনুশোচনা করেন। একটি ছাগ বনের মধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য আহার্যের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে একটি কূপের মধ্যে নিজ কর্মফলে পতিতা একটি ছাগীকে দেখতে পেল। সেই ছাগীর উদ্ধারের উপায় পরিকল্পনা করে, সেই কামুক ছাগ তার শিঙের অগ্রভাগের দ্বারা কূপের ধারের মৃত্তিকা অপসারিত করে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করেছিল। সুন্দর নিতম্বিনী সেই ছাগী কূপ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, অত্যন্ত সুন্দর রূপবান ছাগটিকে দর্শন করে তাকে পতিরূপে বরণ করতে বাসনা করেছিল। ছাগী সেই ছাগকে পতিরূপে বরণ করলে, অন্য অনেক ছাগী তার সুন্দর শরীর, সুন্দর শ্মশ্রু, বীর্যস্খলনে দক্ষতা এবং মৈথুনের অভিজ্ঞতা দর্শন করে সেই ছাগকে পতিত্বে বরণ করতে অভিলাষিণী হয়েছিল। পিশাচী ভর করলে মানুষ যেমন উন্মাদ হয়ে যায়, তেমনই সেই ছাগশ্রেষ্ঠ বহু ছাগীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়েছিল এবং তার ফলে আত্ম-উপলব্ধিরূপ তার প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিল। যে ছাগী কূপে পড়েছিল, সে তার প্রিয়তম ছাগকে অন্য এক ছাগীর সঙ্গে মৈথুনরত দর্শন করে, সেই ছাগের কার্য সহ্য করতে পারল না। অন্য ছাগীর সঙ্গে তার পতির আচরণ দর্শনে দুঃখিত হয়ে সেই ছাগী বিচার করেছিল যে, সেই ছাগটি প্রকৃতপক্ষে তার সুহৃৎ নয়, সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয় এবং অল্পকালের জন্য কেবল সে সুহৃদের মতো আচরণ করছে। তাই সেই কামুক পতিকে পরিত্যাগ করে সে তার পূর্বপালকের কাছে ফিরে গিয়েছিল। সেই স্ত্রৈণ ছাগ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য তোষামোদ করতে করতে তার পিছনে পিছনে গমন করেছিল, কিন্তু তবুও সে তাকে প্রসন্ন করতে পারল না। সেই ছাগী তখন অন্য এক ছাগীর পালনকর্তা এক ব্রাহ্মণের বাসস্থানে গিয়েছিল এবং সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগটির লম্বমান অণ্ডকোষ ছিন্ন করেছিল। কিন্তু সেই ছাগের অনুরোধে ব্রাহ্মণ তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে তার অণ্ডকোষ পুনরায় সংযোজিত করেছিল। হে প্রিয়ে! যখন সেই ছাগের অণ্ডকোষ পুনরায় সংযুক্ত করা হল, তখন সেই ছাগ কূপে পড়া ছাগীর সঙ্গে বহুকাল বিষয়ভোগ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার কামবাসনা তৃপ্ত হয়নি।"

"হে সুভ্রু! আমিও ঠিক ছাগের মতো, কারণ আমি এতই মন্দবুদ্ধি যে, তোমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে আমার আত্ম-উপলব্ধির প্রকৃত কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছি। ধান, যব আদি খাদ্যশস্য, স্বর্ণ, পশু, স্ত্রী আদি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু পেলেও কামুক ব্যক্তির মন প্রসন্ন হয় না। কোন কিছুই তার প্রীতি উৎপাদন করতে পারে না। অগ্নিতে ঘি ঢাললে যেমন সেই আগুন কখনও নেভানো যায় না, পক্ষান্তরে তা ক্রমশ বর্ধিতই হতে থাকে, ঠিক তেমনই অবাধ ভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তিসাধন করা যায় না। (প্রকৃতপক্ষে, স্বেচ্ছায় ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হয়।) মানুষ যখন নির্মৎসর হন এবং কারও অমঙ্গল কামনা করেন না, তখন তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে সর্বদিকই সুখময় হয়ে ওঠে। যারা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি বার্ধক্যের ফলে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই, যাঁরা প্রকৃতই সুখাভিলাষী, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণস্বরূপ এই সমস্ত অতৃপ্ত বাসনা ত্যাগ করা। যারা

দুষ্মন্তের কাছে উপনীত হয়েছিলেন। রাজা যখন তাঁর নির্দোষ পত্নী এবং পুত্রকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন এক আকাশবাণী হয়েছিল এবং সেখানে উপস্থিত সকলে তা শুনতে পেয়েছিলেন।"

সেই দৈববাণী বলেছিল—"হে মহারাজ দুষ্মন্ত! পুত্র প্রকৃতপক্ষে পিতারই, মাতা কেবল চামড়ার থলির মতো আধার মাত্র। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব, তোমার পুত্রকে পালন কর এবং শকুন্তলাকে অবমাননা করো না। হে মহারাজ দুষ্মন্ত! যে ব্যক্তি বীর্য প্রদান করেন তিনিই পিতা এবং তাঁর পুত্র তাঁকে যমরাজের হাত থেকে রক্ষা করে। তুমিই এই বালকের জন্মদাতা। শকুন্তলা সত্য কথাই বলছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহারাজ দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী এই পুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন। ভগবানের অংশাবতার বলে তাঁর মহিমা পৃথিবীতে কীর্তিত হয়েছিল। দুষ্মন্তের পুত্র মহারাজ ভরতের ডান হাতে চক্র চিহ্ন এবং পায়ে পদ্মকোষের চিহ্ন বর্তমান ছিল। মহা অভিষেক বিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করে তিনি সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। তারপর মমতাপুত্র দীর্ঘতমা মুনিকে পৌরোহিত্যে তিনি গঙ্গার মোহনা থেকে শুরু করে উৎস পর্যন্ত সমস্ত স্থানে পঞ্চান্নটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং প্রয়াগের সঙ্গম থেকে উৎস পর্যন্ত যমুনার তীরে আটাত্তরটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি সর্বোত্তম স্থানে যজ্ঞাগ্নি স্থাপন করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধন দান করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি এত গাভী দান করেছিলেন যে, হাজার হাজার ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকেই তাঁর ভাগে এক বদ্ধ (১৩,০৮৪) গাভী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র ভরত সেই যজ্ঞে তিন হাজার তিনশ অশ্ব বন্ধন করে অন্যান্য রাজাদের বিস্মিত করেছিলেন। তিনি দেবতাদেরও বৈভব অতিক্রম করেছিলেন, কারণ তিনি পরম গুরু ভগবান শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ ভরত যখন মষ্ণার নামক যজ্ঞ (অথবা মষ্ণার নামক স্থানে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ) অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন তিনি চোদ্দ লক্ষ শুভ্র দন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ হস্তী স্বর্ণ অলংকারে আচ্ছাদিত করে দান করেছিলেন। কেউ যেমন বাহুবলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হতে পারে না (অথবা কে হাত দিয়ে স্বর্গ স্পর্শ করতে পারে?), তেমনই মহারাজ ভরতের অদ্ভুত কার্যকলাপ কেউই অনুসরণ করতে পারেন না। অতীতে কেউ এই প্রকার কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা করতে পারবেন না। মহারাজ ভরত যখন দিগ্বিজয় করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি কিরাত, হূন, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক এবং বৈদিক নীতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী সমস্ত রাজাদের পরাজিত করেছিলেন অথবা বধ করেছিলেন। পূর্বকালে অসুরেরা দেবতাদের পরাজিত করে রসাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং দেবতাদের স্ত্রী এবং কন্যাদেরও সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। মহারাজ ভরত সেই সমস্ত সঙ্গীগণসহ স্ত্রীদের অসুরদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং দেবতাদের কাছে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মহারাজ ভরত সাতাশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গলোকে তাঁর প্রজাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি সর্বদিকে তাঁর আদেশ এবং সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। সারা বিশ্বের শাসনকর্তারূপে সম্রাট ভরতের রাজলক্ষ্মী এবং অপ্রতিহত সৈনিকের ঐশ্বর্য ছিল। তাঁর পুত্র এবং পরিবার তাঁর কাছে প্রাণতুল্য ছিল। কিন্তু অবশেষে সেই সবই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধকরূপে উপলব্ধি করতে পেরে, তিনি বিষয়ভোগ থেকে বিরত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহারাজ ভরতের তিনজন মনোমুগ্ধকর পত্নী ছিলেন, যাঁরা ছিলেন বিদর্ভরাজের কন্যা। তাঁরা তিন জনই যখন পুত্র প্রসব করেছিলেন এবং সেই পুত্রগণ রাজার অনুরূপ না হওয়ায় তাঁরা মনে করেছিলেন যে, রাজা তাঁদের অবিশ্বাসিনী বলে মনে করে তাঁদের ত্যাগ করতে পারেন, সেই আশঙ্কায় তাঁরা তাঁদের পুত্রদের মেরে ফেলেছিলেন। এইভাবে সন্তান উৎপাদনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায়, মহারাজ ভরত পুত্রলাভের জন্য মরুৎস্তোম নামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তার ফলে মরুৎ নামক দেবতাগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে ভরদ্বাজ নামক এক পুত্র প্রদান করেন। বৃহস্পতি নামক দেবতা যখন তাঁর ভ্রাতার গর্ভবতী পত্নী মমতার সঙ্গে মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার বাসনা করেছিলেন,

তখন গর্ভস্থ পুত্রটি তাঁকে নিষেধ করে, কিন্তু বৃহস্পতি তাকে অভিশাপ দিয়ে বলপূর্বক মমতার গর্ভে বীর্য আধান করেন। অবৈধ পুত্র উৎপাদন করার ফলে তাঁর পতি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন, এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে মমতা সেই শিশুটিকে ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু দেবতারা শিশুটির নাম নির্বাচন করে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন।"

বৃহস্পতি মমতাকে বলেছিলেন, "হে মূর্খ রমণী! যদিও এই বালক এক ব্যক্তির পত্নীর গর্ভে অন্য ব্যক্তির বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, তবুও একে তোমার পালন করা উচিত।" সেই কথা শুনে মমতা উত্তর দিয়েছিলেন, "হে বৃহস্পতি, তুমি একে পালন কর!" এই বলে বৃহস্পতি এবং মমতা উভয়েই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এইভাবে বালকটির নাম হয়েছিল ভরদ্বাজ। দেবতারা যদিও সেই শিশুটিকে পালন করতে মমতাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তবুও মমতা ব্যভিচারের কারণে জাত সেই পুত্রটিকে নিরর্থক বলে মনে করে পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন মরুৎ নামক দেবতাগণ সেই বালকটিকে পালন করেন এবং মহারাজ ভরত যখন সন্তানের অভাবে নিরাশ হয়েছিলেন, তখন তাঁরা সেই শিশুটিকে পুত্ররূপে তাঁকে প্রদান করেন।"

❀ ❀ ❀

একবিংশতি অধ্যায়

ভরতের বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মরুদ্গণ কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় ভরদ্বাজের নাম হয় বিতথ। বিতথের পুত্র মন্যু এবং মন্যু থেকে বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর এবং গর্গ, এই পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এই পাঁচ পুত্রের অন্যতম নরের পুত্র সংকৃতি।"

"হে পাণ্ডুবংশোদ্ভূত মহারাজ পরীক্ষিৎ! সংকৃতির পুত্র গুরু এবং রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা কেবল ইহলোকে মানুষদের কাছেই নয়, পরলোকে দেবতাদের দ্বারাও কীর্তিত হয়। রন্তিদেব কখনও কিছু উপার্জন করার চেষ্টা করতেন না। দৈবক্রমে তিনি যা প্রাপ্ত হতেন তাই কেবল তিনি গ্রহণ করতেন এবং অতিথি এলে তিনি সব কিছুই তাদের দান করতেন। তার ফলে তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হত। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় তাঁর নিজের এবং আত্মীয়স্বজনদের শরীর কম্পমান হত, তবুও রন্তিদেব সর্বদাই অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং ধীর ছিলেন। একসময় আটচল্লিশ দিন উপবাস করার পর, রন্তিদেব সকালবেলায় একটু জল এবং দুধ ও ঘি দিয়ে তৈরি কিছু অন্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে তা ভোজন করতে যাবেন, তখন এক ব্রাহ্মণ অতিথি এসে উপস্থিত হন। রন্তিদেব সর্বত্র এবং সর্বভূতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাই তিনি সেই অতিথিকে সমাদর করে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সেই অন্নের একভাগ প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অতিথিটি সেই অন্ন আহার করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তারপর রন্তিদেব অবশিষ্ট অন্ন স্বজনদের মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে নিজে যখন ভোজন করতে যাবেন, তখন এক শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হলেন। সেই শূদ্রকে ভগবৎ-সম্বন্ধে দর্শন করে রাজা রন্তিদেব তাঁকেও অন্নের ভাগ প্রদান করেছিলেন। সেই শূদ্র চলে গেলে, আর একজন অতিথি কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে এসে বলেছিল, "হে রাজন্! আমি এবং এই কুকুরগুলি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। দয়া করে আমাদের কিছু অন্ন প্রদান করুন।" রাজা রন্তিদেব পরম আদরে অবশিষ্ট অন্ন কুকুর এবং

কুকুরের স্বামী অতিথিকে বহু সম্মান সহকারে প্রণাম করেছিলেন এবং তাদের সৎকার করেছিলেন। তারপর, কেবল পানীয় জল অবশিষ্ট ছিল, তাও কেবলমাত্র একজনের তৃপ্তি সাধনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাজা যখন সেই জল পান করতে যাবেন, তখন এক চণ্ডাল সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেছিল, 'হে রাজন্! যদিও আমি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত, দয়া করে আমাকে কিছু পানীয় জল দান করুন।' সেই পরিশ্রান্ত চণ্ডালের দৈন্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে মহারাজ রন্তিদেব অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং অমৃতের মতো মধুর এই কথাগুলি বলেছিলেন। আমি ভগবানের কাছে অষ্ট-যোগসিদ্ধি কামনা করি না এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিও কামনা করি না। আমি যেন কেবল সমস্ত জীবের সঙ্গে থেকে তাদের সমস্ত দুঃখভোগ করতে পারি, যাতে তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে। জীবন ধারণের জন্য এই দীন চণ্ডালের জীবন রক্ষার জন্য জল দানের দ্বারা আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, দেহের কম্পন, বিষাদ, দুঃখ, শোক, মোহ সব কিছুই নিবৃত্ত হয়েছে। এই বলে, জল পিপাসায় অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হওয়া সত্ত্বেও রাজা রন্তিদেব তাঁর জল সেই চণ্ডালকে দান করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন স্বভাবতই অত্যন্ত কৃপালু এবং ধীর। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের বাসনা অনুসারে ফল প্রদানে সক্ষম ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ তখন রন্তিদেবের সম্মুখে তাঁদের স্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, কারণ তাঁরাই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল ইত্যাদিরূপে তাঁর কাছে এসেছিলেন। দেবতাদের কাছ থেকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক লাভ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাজা রন্তিদেবের ছিল না। তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবান বাসুদেবে অনুরক্ত ছিলেন, তাই তিনি ভক্তি সহকারে শ্রীবাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা রন্তিদেব যেহেতু ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিষ্ঠাবান শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তাই ভগবানের মায়া তাঁর কাছে নিজেকে প্রকট করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, তাঁর কাছে মায়া একটি স্বপ্নের মতো প্রতিভাত হত। যাঁরা মহারাজ রন্তিদেবের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরা তাঁর কৃপার প্রভাবে নারায়ণ-পরায়ণ শুদ্ধ ভক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা শ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত হয়েছিলেন।"

"গর্গ থেকে শিনি এবং শিনি থেকে গার্গ্য জন্মগ্রহণ করেন। গার্গ্য ক্ষত্রিয় হলেও তাঁর থেকে এক ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হয়। মহাবীর্য থেকে দুরিতক্ষয় নামক পুত্রের জন্ম হয়, যাঁর পুত্রদের নাম ত্রয্যারুণি, কবি এবং পুষ্করারুণি। যদিও দুরিতক্ষয়ের এই পুত্ররা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের হস্তী নামক পুত্র হস্তিনাপুর নগরী (বর্তমান দিল্লী) স্থাপন করেন। হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরুমীঢ়, এই তিন পুত্র। প্রিয়মেধ আদি অজমীঢ়ের বংশধরগণ সকলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। অজমীঢ় থেকে বৃহদিষু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্ধনু, বৃহদ্ধনু থেকে বৃহৎকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র বিশদ এবং তাঁর পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস নামক চার পুত্র ছিলেন। রুচিরাশ্বের পুত্র পার এবং পারের পুত্র পৃথুসেন ও নীপ। নীপের একশত পুত্র ছিলেন। রাজা নীপ শুকের কন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মদত্ত, যিনি ছিলেন একজন মহান যোগী, তিনি তাঁর পত্নী সরস্বতীর গর্ভে বিষ্বক্সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। মহর্ষি জৈগীষব্যের উপদেশে বিষ্বক্সেন যোগশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। বিষ্বক্সেন থেকে উদক্সেনের জন্ম হয় এবং উদক্সেন থেকে ভল্লাটের জন্ম হয়। এঁরা সকলেই বৃহদিষুর বংশধর। দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর এবং তাঁর পুত্র কৃতিমান্। কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সত্যধৃতি থেকে দৃঢ়নেমি নামক পুত্রের জন্ম হয়। দৃঢ়নেমি সুপার্শ্বের পিতা। সুপার্শ্ব থেকে সুমতি, সুমতির পুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমান্ থেকে কৃতী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মার কাছ থেকে যোগশক্তি লাভ করে সামবেদের প্রাচ্যসামের ছয়টি সংহিতা শিক্ষাদান করেন। কৃতীর পুত্র নীপ, নীপ থেকে উগ্রায়ুধ, উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র সুবীর এবং সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়। রিপুঞ্জয় থেকে বহুরথ নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নলিনী নাম্নী ভার্যার গর্ভে নীলের জন্ম হয়। নীলের পুত্র শান্তি।

শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজ এবং পুরুজের পুত্র অর্ক। অর্ক থেকে ভর্ম্যাশ্ব এবং ভর্ম্যাশ্ব থেকে মুদ্গল, যবীনর, বৃহদিষু, কাম্পিল্ল এবং সঞ্জয় নামক পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। ভর্ম্যাশ্ব তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, "হে পুত্রগণ! তোমরা আমার পাঁচটি রাজ্যের ভার গ্রহণ কর, কারণ তোমরা সেই কার্য সম্পাদনে সমর্থ।" এই কারণে তাঁর পঞ্চপুত্র পঞ্চাল নামে অভিহিত হন। মুদ্গল থেকে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হয়। ভর্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গলের যমজ পুত্র এবং কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রটির নাম দিবোদাস এবং কন্যাটির নাম অহল্যা। অহল্যার গর্ভে পতি গৌতমের ঔরসে শতানন্দ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান্। উর্বশীকে দর্শন করে তাঁর বীর্য স্খলিত হয়ে শরস্তম্বের উপরে পতিত হয়। সেই বীর্য থেকে মঙ্গলময় একটি পুত্র এবং কন্যার জন্ম হয়। মহারাজ শান্তনু মৃগয়া করতে গিয়ে সেই যমজ পুত্র এবং কন্যাটিকে দর্শন করে কৃপাপূর্বক তাদের তাঁর গৃহে নিয়ে আসেন। তার ফলে বালকটির নাম হয় কৃপ এবং বালিকাটির নাম হয় কৃপী। কৃপী পরবর্তীকালে দ্রোণাচার্যের পত্নী হয়েছিলেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

অজমীঢ়ের বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্! দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু এবং মিত্রায়ুর চ্যবন, সুদাস, সহদেব ও সোমক এই চার পুত্র। সোমক ছিলেন জন্তুর পিতা। সোমকের একশত পুত্র ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পৃষত ছিলেন কনিষ্ঠ। পৃষত থেকে মহারাজ দ্রুপদের জন্ম হয়। দ্রুপদ ছিলেন সর্বসম্পদ সমন্বিত। মহারাজ দ্রুপদ থেকে দ্রৌপদীর জন্ম হয়। মহারাজ দ্রুপদের ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি বহু পুত্র ছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন থেকে ধৃষ্টকেতুর জন্ম হয়। এঁরা সকলে ভর্ম্যাশ্বের বংশধর বা পাঞ্চাল-বংশীয় নামে পরিচিত। অজমীঢ়ের অন্য পুত্র ঋক্ষ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঋক্ষ থেকে সংবরণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। সংবরণ থেকে সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্রপতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু, নিষধ—এই চার পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তাঁর পুত্র চ্যবন। চ্যবন থেকে কৃতীর জন্ম হয়। কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু এবং বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র, চেদিপ প্রভৃতি তাঁর পুত্র ছিলেন। এঁরা সকলে চেদি রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। বৃহদ্রথ থেকে কুশাগ্রের জন্ম হয়। কুশাগ্র থেকে ঋষভ এবং ঋষভ থেকে সত্যহিত। সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্ এবং পুষ্পবানের পুত্র জহু। বৃহদ্রথের অন্য এক পত্নীর গর্ভে দুই খণ্ড সন্তান উৎপন্ন হয়। সেই দুই খণ্ড দর্শন করে তাদের মাতা তাদের পরিত্যাগ করে, পরে জরা নাম্নী রাক্ষসী 'জীবিত হও, জীবিত হও' এই বলে তাদের নিয়ে খেলা করতে করতে সেই খণ্ড দুটি একত্রে সংযোজিত করে। তার ফলে জরাসন্ধ নামক পুত্রের জন্ম হয়। জরাসন্ধ থেকে সহদেবের জন্ম হয়। সহদেব থেকে সোমাপি এবং সোমাপি থেকে শ্রুতশ্রবার জন্ম হয়। কুরুর পুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু কুরুর জহ্নু নামক পুত্রের সুরথ নামক এক পুত্র ছিল। সুরথের পুত্র বিদূরথ এবং তাঁর পুত্র সার্বভৌম। সার্বভৌম থেকে জয়সেন, জয়সেন থেকে রাধিক এবং রাধিক থেকে অযুতায়ুর জন্ম হয়। অযুতায়ু থেকে অক্রোধন নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র ছিল দেবাতিথি। দেবাতিথির পুত্র ঋষ্য, ঋষ্যের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের পুত্র দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক।

দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেন এবং তাই শান্তনু রাজা হন। শান্তনু পূর্বজন্মে ছিলেন মহাভিষ এবং যে কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাঁর হাতের স্পর্শ দ্বারা যৌবন প্রদান করতে পারতেন। রাজা যেহেতু তাঁর হাতের স্পর্শের দ্বারা সকলকে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য শক্তি প্রদান করতে পারতেন, তাই তাঁর নাম ছিল শান্তনু। একসময় রাজ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী বৃষ্টি হয়নি, তখন রাজা শান্তনু জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করেন, এবং তাঁরা বলেছিলেন, "আপনি আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তি উপভোগ করার দোষে দোষী। আপনার রাজ্য এবং গৃহের উন্নতি সাধনের জন্য শীঘ্রই আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজত্ব প্রদান করুন।" ব্রাহ্মণেরা এইভাবে উপদেশ দিলে, শান্তনু বনে গিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপিকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন এবং তাঁকে বলেন যে, প্রজাপালনই রাজার পরম ধর্ম। ইতিপূর্বেই কিন্তু শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মরাত দেবাপিকে বৈদিক মার্গ থেকে ভ্রষ্ট করে রাজা হওয়ার অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবাপিকে বেদমার্গ থেকে ভ্রষ্ট করেছিলেন এবং তাই শান্তনু যখন তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি তাতে সম্মত হননি। পক্ষান্তরে, তিনি বেদের নিন্দা করে অধঃপতিত হন। তখন শান্তনু পুনরায় রাজা হন এবং বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে বারিবর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে দেবাপি মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করার জন্য যোগের পন্থা অবলম্বন করে কলাপ নামক গ্রামে গমন করেন। তিনি এখনও সেখানে অবস্থান করছেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিনষ্ট হলে, পরবর্তী সত্যযুগের শুরুতে দেবাপি এই পৃথিবীতে সোমবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। (শান্তনুর ভ্রাতা) বাহ্লীক থেকে সোমদত্ত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর তিন পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা এবং শল। শান্তনু থেকে গঙ্গার গর্ভে আত্ম-তত্ত্ববিৎ সর্বধর্মে ধার্মিক, পরম ভাগবত এবং মহাজ্ঞানী ভীষ্মের জন্ম হয়। ভীষ্মদেব ছিলেন সমস্ত যোদ্ধাদের অগ্রগণ্য। তিনি যখন যুদ্ধে পরশুরামকে পরাজিত করেন, তখন ভগবান পরশুরাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। শান্তনুর ঔরসে দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদের জন্ম হয়। চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ নামক এক গন্ধর্ব কর্তৃক নিহত হন। শান্তনুর সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির ঔরসে ভগবানের অংশসম্ভূত বেদপ্রবর্তক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামক বেদব্যাস আবির্ভূত হন। এই ব্যাসদেব থেকে আমি (শুকদেব গোস্বামী) জন্মগ্রহণ করেছি এবং তাঁর কাছে আমি মহান বৈদিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করি। ভগবানের অবতার ব্যাসদেব পৈল আদি শিষ্যদের পরিত্যাগ করে আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ আমি সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত ছিলাম। কাশী রাজের দুই কন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে বলপূর্বক অপহরণ করে বিচিত্রবীর্য বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁর এই দুই পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হয়। বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেব তাঁর মাতা সত্যবতীর আদেশে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে দুই পুত্র এবং বিচিত্রবীর্যের দাসীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর।"

"হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী একশত পুত্র এবং একটি কন্যা প্রসব করেন। পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং কন্যাটির নাম ছিল দুঃশলা। এক ঋষির অভিশাপের ফলে পাণ্ডু মৈথুন থেকে বিরত হয়েছিলেন এবং তাই তাঁর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজ, পবনদেব এবং ইন্দ্র থেকে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এই তিন মহারথ পুত্রের জন্ম হয়। পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় থেকে নকুল এবং সহদেবের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চপাণ্ডব থেকে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা ছিলেন তোমার পিতৃব্য। যুধিষ্ঠির থেকে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম থেকে শ্রুতসেন, অর্জুন থেকে শ্রুতকীর্তি জন্মগ্রহণ করেন। নকুলের পুত্রের নাম ছিল শতানীক।"

"হে রাজন্, সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্মা। তা ছাড়া যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভ্রাতাদের অন্যান্য ভার্যার গর্ভে অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির থেকে পৌরবীর গর্ভে দেবক, ভীমসেন থেকে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ এবং অন্য আর এক পত্নী কালীর গর্ভে সর্বগত নামক

পুত্রের জন্ম হয়। তেমনই পর্বতরাজের কন্যা বিজয়ার গর্ভে সহদেব থেকে সুহোত্র নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। করেণুমতী নামক পত্নীর গর্ভে নকুলের নরমিত্র নামক এক পুত্র হয়। তেমনই, নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে অর্জুনের ইরাবান নামক এক পুত্র হয় এবং মণিপুরের রাজকন্যার গর্ভে বভ্রুবাহন নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহনকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অর্জুন থেকে সুভদ্রার গর্ভে আপনার পিতা অভিমন্যুর জন্ম হয়। তিনি সমস্ত অতিরথদের (যারা এক হাজার রথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতেন) বিজেতা মহাবীর ছিলেন। তাঁর থেকে বিরাটরাজের কন্যা উত্তরার গর্ভে আপনার জন্ম হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরুবংশ বিনষ্ট হলে আপনিও দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে বিনষ্টপ্রায় হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আপনি মৃত্যুর মুখ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।"

"হে রাজন! আপনার চার পুত্র—জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন অত্যন্ত শক্তিশালী। তাদের মধ্যে জনমেজয় জ্যেষ্ঠ। তক্ষকের দ্বারা আপনার মৃত্যু হওয়ার ফলে, আপনার পুত্র জনমেজয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পনিধন যজ্ঞাগ্নিতে এই পৃথিবীর সমস্ত সর্পদের নিক্ষেপ করবেন। কলষের পুত্র তুরকে পুরোহিতরূপে বরণপূর্বক সমগ্র পৃথিবী জয় করে জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন। সেই জন্য তিনি তুরগ-মেধষাট্ নামে প্রসিদ্ধ হবেন। জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে তিন বেদ এবং ক্রিয়াকাণ্ড লাভ করবেন। তিনি কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা এবং শৌনক ঋষির কাছে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করবেন। শতানীকের পুত্র হবেন সহস্রানীক এবং তাঁর থেকে অশ্বমেধজের জন্ম হবে। অশ্বমেধজ থেকে অসীমকৃষ্ণ এবং তাঁর পুত্র হবেন নেমিচক্র। হস্তিনাপুর (বর্তমান দিল্লী) যখন নদীর বন্যায় প্লাবিত হবে, তখন নেমিচক্র কৌশাম্বী নামক স্থানে বাস করবেন। তাঁর পুত্র চিত্ররথ নামে বিখ্যাত হবেন এবং চিত্ররথ থেকে শুচিরথ নামক পুত্রের জন্ম হবে। শুচিরথ থেকে বৃষ্টিমান উৎপন্ন হবেন এবং তাঁর পুত্র সুষেণ সারা পৃথিবীর সম্রাট হবেন। সুষেণের পুত্র সুনীথ, তাঁর পুত্র নৃচক্ষু এবং নৃচক্ষু থেকে সুখীনল নামক পুত্রের জন্ম হবে। সুখীনলের পুত্র হবেন পরিপ্লব এবং তাঁর পুত্র হবেন সুনয়। সুনয় থেকে মেধাবী নামক পুত্রের জন্ম হবে। মেধাবী থেকে নৃপঞ্জয়, তাঁর থেকে দূর্ব এবং দূর্ব থেকে তিমি জন্মগ্রহণ করবেন। তিমি থেকে বৃহদ্রথের জন্ম হবে, বৃহদ্রথ থেকে সুদাস এবং সুদাস থেকে শতানীকের জন্ম হবে। শতানীক থেকে দুর্দমন উৎপন্ন হবেন। দুর্দমনের পুত্র হবেন মহীনর। মহীনরের পুত্র হবেন দণ্ডপাণি এবং তাঁর পুত্র হবেন নিমি, যাঁর থেকে রাজা ক্ষেমকের জন্ম হবে। আমি আপনার কাছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুলের উৎস এবং দেবতা ও ঋষিদের পূজ্য চন্দ্রবংশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। এই কলিযুগে ক্ষেমক হবেন শেষ রাজা। এখন আমি ভবিষ্যৎ মাগধ রাজাদের কথা বলব। দয়া করে আপনি তা শ্রবণ করুন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের মার্জারি নামক এক পুত্র হবে। মার্জারি থেকে শ্রুতশ্রবা, শ্রুতশ্রবা থেকে যুতায়ু এবং যুতায়ু থেকে নিরমিত্র জন্মগ্রহণ করবেন। নিরমিত্রের পুত্র হবেন সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র থেকে বৃহৎসেন এবং বৃহৎসেন থেকে কর্মজিতের জন্ম হবে। কর্মজিতের পুত্র হবেন সুতঞ্জয় এবং সুতঞ্জয়ের পুত্র বিপ্র এবং তাঁর পুত্র হবেন শুচি। শুচির পুত্র হবেন ক্ষেম, ক্ষেমের পুত্র সুব্রত, সুব্রতের পুত্র হবেন ধর্মসূত্র। ধর্মসূত্র থেকে সম, সম থেকে দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেন থেকে সুমতি এবং সুমতি থেকে সুবলের জন্ম হবে। সুবল থেকে সুনীথ, সুনীথ থেকে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ থেকে বিশ্বজিৎ এবং বিশ্বজিৎ থেকে রিপুঞ্জয়ের জন্ম হবে। এরা সকলেই বৃহদ্রথ-বংশীয়। বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজারা এক হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করবেন।"

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

যযাতির পুত্রদের বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর সভানর, চক্ষু এবং পরেষ্ণু নামক তিন পুত্র ছিল। হে রাজন্! সভানর থেকে কালনর নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয় থেকে জনমেজয় নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল, মহাশালের পুত্র মহামনা এবং মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামক দুই পুত্র ছিল। উশীনরের শিবি, বর, কৃমি এবং দক্ষ—এই চার পুত্র। শিবির চার পুত্র—বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র এবং আত্মতত্ত্ববিৎ কেকয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ। রুষদ্রথ থেকে হোম, হোম থেকে সুতপা এবং সুতপা থেকে বলি জন্মগ্রহণ করেন। মহীপতি বলির পত্নীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এবং অন্ধ্র নামক ছয় পুত্রের জন্ম হয়। অঙ্গ আদি এই ছয় পুত্র পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের পূর্বভাগে ছটি রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন এবং সেই রাজ্যগুলি সেখানকার রাজাদের নাম অনুসারে বিখ্যাত হয়েছিল। অঙ্গ থেকে খলপান নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং খলপানের পুত্র দিবিরথ। দিবিরথের থেকে ধর্মরথ নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র চিত্ররথ, যিনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। রোমপাদ নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাই তাঁর সখা মহারাজ দশরথ তাঁকে তাঁর শান্তা নাম্নী কন্যাকে দান করেন। রোমপাদ তাঁকে তাঁর কন্যারূপে গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়। দেবতারা বারিবর্ষণ না করায় বারাঙ্গনাগণ নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, আলিঙ্গন এবং পূজার দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করে বন থেকে নিয়ে আসেন এবং তখন তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করা হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ আসার পর বৃষ্টি হয়। তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ নিঃসন্তান মহারাজ দশরথের পুত্র উৎপাদনের জন্য এক যজ্ঞ করেন এবং তার ফলে অপুত্রক মহারাজ দশরথের পুত্র হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের কৃপায় রোমপাদ থেকে চতুরঙ্গের জন্ম হয় এবং চতুরঙ্গ থেকে পৃথুলাক্ষের জন্ম হয়। পৃথুলাক্ষের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা, বৃহদ্ভানু। জ্যেষ্ঠ বৃহদ্রথ থেকে বৃহন্মনা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং বৃহন্মনার পুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পত্নী সম্ভূতির গর্ভে বিজয়ের জন্ম হয়। বিজয় থেকে ধৃতি, ধৃতি থেকে ধৃতব্রত, ধৃতব্রত থেকে সৎকর্মা এবং সৎকর্মা থেকে অধিরথের জন্ম হয়। গঙ্গার তীরে খেলা করার সময় অধিরথ একটি পেটিকার মধ্যে এক শিশু প্রাপ্ত হন, কুমারী অবস্থায় সেই শিশুটির জন্ম হওয়ায় কুন্তী তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন বলে সেই শিশুটিকে তাঁর পুত্ররূপে পালন করেন। (পরবর্তীকালে এই পুত্রটি কর্ণ নামে বিখ্যাত হন)"

"হে রাজন্! কর্ণের একমাত্র পুত্র বৃষসেন। যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু এবং বভ্রুর পুত্র সেতু। সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরব্ধের পুত্র গান্ধার এবং গান্ধারের পুত্র ধর্ম। ধর্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্মদ এবং দুর্মদের পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার একশত পুত্র ছিল। প্রচেতার পুত্রগণ ভারতবর্ষের উত্তর দিকে বৈদিক সভ্যতাবিহীন ম্লেচ্ছদেশ অধিকার করেছিলেন এবং সেখানকার রাজা হয়েছিলেন। যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসু, তাঁর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভানুমান্ জন্মগ্রহণ করেন। ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু এবং তাঁর পুত্র উদারচিত্ত করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত। মরুত অপুত্রক হওয়ায় পুরুবংশজাত মহারাজ দুষ্মন্তকে তাঁর পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত রাজসিংহাসনের অভিলাষী হওয়ায়, মরুতকে তাঁর পিতারূপে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত বংশে (পুরুবংশে) ফিরে গিয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এখন আমি মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশ বর্ণনা করব। এই বর্ণনা পরম পবিত্র এবং মানুষের সর্ব-পাপনাশক। কেবল এই বর্ণনা শ্রবণ করার ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।"

"সমস্ত জীবের অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ স্বরূপে নরাকৃতি প্রকটপূর্বক যদুবংশে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন। যদুর চার পুত্র—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল এবং রিপু। এই চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের মহাহয়, বেণুহয় এবং হৈহয় নামক তিন পুত্র ছিল। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম এবং ধর্মের পুত্র নেত্র। ইনি কুন্তির পিতা। কুন্তি থেকে সোহঞ্জির জন্ম হয়। সোহঞ্জি থেকে মহিষ্মান্ এবং ভদ্রসেনক জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রসেনের পুত্র দুর্মদ এবং ধনক। ধনক কৃতবীর্যের জনক। কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা, কৃতৌজা—এই তিনজনও ধনকের পুত্র। কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন। তিনি (কার্তবীর্যার্জুন) সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং ভগবানের অবতার দত্তাত্রেয় থেকে যোগশক্তি প্রাপ্ত হয়ে অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই পৃথিবীর অন্য কোন রাজাই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগশক্তি, বিদ্যা, বীর্য অথবা দয়ায় তাঁর কার্তবীর্যার্জুনের সমকক্ষ হতে পারবেন না। কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি হাজার বছর ধরে পূর্ণ শারীরিক বল এবং অক্ষয় স্মৃতিশক্তি নিয়ে ছয় ঐশ্বর্য উপভোগ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অক্ষয় জড় ঐশ্বর্যসমূহ ভোগ করেছিলেন। পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে কার্তবীর্যার্জুনের এক হাজার পুত্রের মধ্যে কেবল পাঁচজন জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু এবং ঊর্জিত। জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামক পুত্রের একশত পুত্র ছিল। তালজঙ্ঘ নামক সেই বংশের সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ ঔর্ব ঋষির শক্তির প্রভাবে শক্তিমান মহারাজ সগর কর্তৃক নিধন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তালজঙ্ঘের পুত্রদের মধ্যে বীতিহোত্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বীতিহোত্রের পুত্র মধুর বৃষ্ণি নামক এক বিখ্যাত পুত্র ছিল। মধুর একশত পুত্রের মধ্যে বৃষ্ণি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। যদু, মধু ও বৃষ্ণি থেকে যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিবংশের উদ্ভব হয়।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যদু, মধু এবং বৃষ্ণির প্রবর্তিত বংশ যাদব, মাধব এবং বৃষ্ণিবংশ নামে পরিচিত। যদুর পুত্র ক্রোষ্টার বৃজিনবান্ নামক এক পুত্র ছিল। বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিত। স্বাহিতের পুত্র বিষদ্গু, বিষদ্গুর পুত্র চিত্ররথ এবং চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু। মহাভাগ্যবান শশবিন্দু মহাযোগী ছিলেন এবং তিনি চতুর্দশ মহারত্নের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন। মহাযশা শশবিন্দুর দশ হাজার পত্নী ছিল এবং প্রতিটি পত্নীতে তিনি এক লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। অতএব তাঁর পুত্রদের সংখ্যা ছিল দশ সহস্র লক্ষ। সেই সমস্ত পুত্রদের মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্তি প্রমুখ ছয়জন ছিলেন প্রধান। পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র উশনা। উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। উশনার পুত্র রুচক। রুচকের পাঁচ পুত্র—পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু এবং জ্যামঘ। তাঁদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।"

"জ্যামঘ অপুত্রক ছিলেন, তবুও তাঁর পত্নী শৈব্যার ভয়ে তিনি অন্য কোন ভার্যা গ্রহণ করতে পারেননি। জ্যামঘ একসময় তাঁর শত্রুগৃহ থেকে উপভোগের জন্য একটি কন্যাকে নিয়ে আসছিলেন, কিন্তু শৈব্যা তাকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পতিকে বললেন, "হে বঞ্চক! রথে আমার উপবেশন স্থানে উপবিষ্ট এই কন্যাটি কে?" জ্যামঘ তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "এই কন্যাটি তোমার পুত্রবধূ হবে।" সেই পরিহাস বাক্য শ্রবণ করে শৈব্যা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি বন্ধ্যা এবং আমার কোন সপত্নীও নেই। অতএব এই কন্যা আমার পুত্রবধূ হবে কি করে? বল দেখি?" জ্যামঘ উত্তর দিয়েছিলেন, "হে রাজ্ঞী! তুমি যে পুত্র প্রসব করবে, এই কন্যা সেই পুত্রের পুত্রবধূ হবে।" জ্যামঘ বহুকাল পূর্বে দেবতা এবং পিতৃদের আরাধনা করে তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এখন তাঁদের কৃপায় জ্যামঘের বাক্য সত্যে পরিণত হয়েছিল। শৈব্যা বন্ধ্যা হলেও দেবতাদের কৃপায় তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং যথাসময়ে বিদর্ভ নামক এক পুত্র প্রসব করেছিলেন। সেই শিশুটির জন্মের পূর্বে যে কন্যাটিকে পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, সেই সচ্চরিত্রা কন্যাটিকে বিদর্ভ বিবাহ করেছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঃ ভূমিকা

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভু! আপনি ইতিপূর্বেই চন্দ্র এবং সূর্যবংশের রাজাদের অত্যন্ত মহান এবং বিস্ময়জনক চরিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং ধর্মনিষ্ঠ যদুবংশের-ও বর্ণনা করেছেন। এখন সেই যদুবংশে বলদেব সহ অবতীর্ণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমান্বিত লীলাসমূহ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। বিশ্বাত্মা, জগৎকারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে যে লীলা প্রকাশ করেছিলেন, সেই লীলা এবং চরিতাবলী আমাদের কাছে আনুপূর্বিক বর্ণনা করুন। ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রৌত পরম্পরায় সাধিত হয়, অর্থাৎ শ্রীগুরুর মুখপদ্ম থেকে শিষ্য শ্রবণের দ্বারা তা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই কীর্তনের আনন্দ তাঁরাই আস্বাদন করতে পারেন, যাঁরা অলীক এবং ক্ষণস্থায়ী জড় জগতের বিষয়ের আলোচনায় আগ্রহশীল নন। ভগবানের মহিমা কীর্তন সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ বদ্ধ জীবের ভবরোগের মহৌষধ। অতএব পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতীত কে ভগবানের এই মহিমা কীর্তন শ্রবণ না করবে? শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলরূপী নৌকা আশ্রয় করে আমার পিতামহ অর্জুন আদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেবজিৎজয়ী অতিরথ ভীষ্মাদিগণ তিমিঙ্গিলসদৃশ কৌরব সেনাবাহিনীর সমুদ্রকে ভগবানের কৃপায় গোষ্পদের মতো অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমার মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছিলেন বলে, ভগবান সুদর্শন চক্র হস্তে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধপ্রায় কুরু এবং পাণ্ডবকুলের শেষ বংশধর আমার এই শরীর রক্ষা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে শাশ্বত কালরূপে—অর্থাৎ পরমাত্মারূপে এবং বিরাটরূপে তাঁর শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়ে সকলকে নিষ্ঠুর মৃত্যুরূপে অথবা জীবনরূপে মুক্তি প্রদান করেন। দয়া করে সেই ভগবানের দিব্য চরিতাবলী বর্ণনা করুন।"

"হে শুকদেব গোস্বামী! আপনি পূর্বে বলেছেন যে, দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ, রোহিণীর পুত্র বলরামরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বলরামের দেহান্তর না হলে, তাঁর পক্ষে প্রথমে দেবকীর গর্ভে এবং তারপর রোহিণীর গর্ভে অবস্থান কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? দয়া করে সেই কথা বর্ণনা করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর পিতা বসুদেবের গৃহ থেকে বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের গৃহে নিজেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন? ভগবান তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বৃন্দাবনে কোথায় অবস্থান করেছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন এবং মথুরা উভয় স্থানেই বাস করেছিলেন। তিনি সেখানে কি করেছিলেন? তিনি কেন তাঁর মাতুল কংসকে বধ করেছিলেন? এই প্রকার মাতুল বধ যদিও শাস্ত্রানুমোদিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর জড় নয়, তবুও তিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হন। তিনি কত বছর বৃষ্ণিদের সঙ্গে ছিলেন? তাঁর কত পত্নী ছিল? তিনি কত বছর দ্বারকায় বাস করেছিলেন? হে মহর্ষি! আপনি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে সব কিছু জানেন। দয়া করে আপনি যে-সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করেছি এবং প্রশ্ন করিনি, সবিস্তারে তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করুন, কারণ তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং সেই বিষয়ে শ্রবণ করতে আমি অত্যন্ত উৎসুক। আমার মৃত্যু আসন্ন জেনে আমি প্রায়োপবেশনের প্রতিজ্ঞা করে জলপান পর্যন্ত ত্যাগ করেছি, তবুও আপনার মুখপদ্ম-নিঃসৃত কৃষ্ণলীলামৃত পান করার ফলে অত্যন্ত অসহনীয় ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমার কোন বিঘ্ন উৎপাদন করছে না।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"হে ভৃগুনন্দন (শৌনক ঋষি), পরম পূজ্য মহাভাগবত ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের সাধু প্রশ্ন শ্রবণ করে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর তিনি কলিকলুষনাশিনী কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! যেহেতু আপনি শ্রীবাসুদেবের কথায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন, তাই নিশ্চিতভাবে আপনার বুদ্ধি আত্মজ্ঞানে স্থির হয়েছে, যা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। যেহেতু এই আকর্ষণ অপ্রতিহত, তাই তা নিশ্চিতরূপে পরম মঙ্গলজনক। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভূতা গঙ্গা যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, তেমনই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং চরিত্র বিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে পবিত্র করে। যখন বসুন্ধরা গর্বিত রাজবেশধারী দৈত্যদের অসংখ্য সৈন্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তখন বসুন্ধরা গো-রূপ ধারণ করে অশ্রু ধারা বর্ষণ করতে করতে অত্যন্ত করুণ স্বরে ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তাঁর দুঃখের কথা নিবেদন করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা ধরিত্রীর দুঃখের কথা শ্রবণ করে, তখন অন্যান্য দেবতাগণ সহ তাঁরা ধরিত্রীকে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়েছিলেন। দেবতারা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে সমস্ত জগতের নাথ, দেবদেব, সকলের পালনকর্তা এবং দুঃখ-নিবারক ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুকে সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেছিলেন। ব্রহ্মা সমাধিমগ্ন অবস্থায় আকাশে ধ্বনিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী শ্রবণ করে দেবতাদের বলেছিলেন—হে দেবগণ! তোমরা আমার কাছ থেকে পরম পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বাণী শ্রবণ কর এবং অবিলম্বে তা সম্পাদন করতে যত্নবান হও।"

ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন—"আমরা নিবেদন করার পূর্বেই ভগবান পৃথিবীর কষ্ট অবগত ছিলেন। তাই ভগবান যতদিন তাঁর কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করবেন, ততদিন তোমরা তাঁর পুত্র এবং পৌত্ররূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হও। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। অতএব দেবপত্নীগণও তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সেখানে আবির্ভূত হোন। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত। তিনি এই জড় জগতে সমস্ত অবতারের আদি উৎস। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে এই মূল সঙ্কর্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য বলদেবরূপে আবির্ভূত হবেন। ভগবানেরই সদৃশ বিষ্ণুমায়া নাম্নী ভগবানের শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ আবির্ভূত হবেন। এই শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করে জড় এবং চেতন উভয় জগৎকে মোহিত করবেন। তাঁর প্রভুর আদেশে তিনি ভগবানের কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর বিভিন্ন শক্তিসহ আবির্ভূত হবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবতাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে এবং মাতা বসুন্ধরাকে আশ্বাস প্রদান করে, প্রজা পতিগণের এবং প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা তাঁর ধাম ব্রহ্মলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পুরাকালে যদুপতি শূরসেন মথুরা নগরীতে বাস করে মাথুর এবং শূরসেন নামক দেশসমূহ উপভোগ করেছিলেন। সেই সময় থেকে মথুরা নগরী সমস্ত যদুবংশীয় রাজাদের রাজধানী হয়েছিল। সেই নগরী এবং দেশ মথুরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নিত্য বিরাজমান। কিছুকাল পূর্বে, দেববংশীয় (অথবা শূরবংশীয়) বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে তাঁর নববিবাহিত পত্নীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করার জন্য রথে আরোহণ করেছিলেন। রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস তাঁর ভগ্নী দেবকীকে তাঁর বিবাহের অবসরে প্রসন্নতা বিধানের জন্য শত শত স্বর্ণময় রথের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তাঁর রথের সারথিরূপে অশ্বগণের রশ্মি গ্রহণ করেছিল। দেবকীর পিতা রাজা দেবক তাঁর কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই, তাঁর কন্যা এবং জামাতা যখন তাঁর গৃহ থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি যৌতুকস্বরূপ তাঁর কন্যাকে স্বর্ণমালায় বিভূষিত চারশত হস্তী, দশ হাজার অশ্ব, আঠারশ রথ এবং বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত দুইশত অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী দাসী প্রদান করেছিলেন।"

"হে বৎস পরীক্ষিৎ! বর এবং বধূ যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের যাত্রার শুভকামনা করে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি যুগপৎ নিনাদিত হয়েছিল। কংস যখন অশ্বের বল্গা গ্রহণ করে রথ চালনা করছিল, তখন পথের মধ্যে তাকে সম্বোধন করে একটি দৈববাণী হয়েছিল—'ওরে মূর্খ! তুই যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিস, তার অষ্টম সন্তান তোকে হত্যা করবে।' কংস ছিল অত্যন্ত দুষ্টমতি ও পাপী এবং তাই সে ছিল ভোজবংশের কলঙ্ক। সেই দৈববাণী শ্রবণ করে সে তার বাম হস্তে তাঁর ভগ্নীর কেশ ধারণ করে ডান হাতে তার খড়্গ উত্তোলন করে তার মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হয়েছিল। কংস এতই নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ এবং মূর্খ ছিল যে, সে স্ত্রীহত্যারূপ নিন্দিত কর্ম করতে উদ্যত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতা হওয়ার মহাসৌভাগ্য অর্জনকারী বসুদেব কংসকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তখন বলেছিলেন, 'হে কংস, তুমি ভোজবংশের গৌরব এবং

মতো বীরেরা তোমার গুণাবলীর প্রশংসা করেন। তোমার মতো একজন গুণবান ব্যক্তি কিভাবে বিবাহ উৎসব সময়ে তার ভগ্নী এক অবলা স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে? হে মহাবীর, যার জন্ম হয়েছে, তার দেহের সঙ্গে মৃত্যুরও উৎপত্তি হয়েছে। আজ হোক অথবা একশ বছর পরেই হোক, দেহধারী জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান শরীর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলে অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে লীন হয়ে গেলে, দেহী বা জীব তার কর্মফল অনুসারে বিনা যত্নেই আর একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী শরীর প্রাপ্ত হয়ে সে বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। মানুষ যেমন পথ চলার সময় এক পা মাটিতে রেখে তারপর অন্য পা উত্তোলন করে, অথবা কীট যেমন এক তৃণ আশ্রয় করে পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনই বদ্ধ জীব এক দেহ গ্রহণ করে তার পূর্ববর্তী দেহ ত্যাগ করে। কোন পরিস্থিতি দর্শন করে অথবা সেই সম্বন্ধে শ্রবণ করে মানুষ যেমন সেই পরিস্থিতির চিন্তা করে এবং অনুভব করে এবং তার বর্তমান শরীরের কথা বিবেচনা না করে সেই অবস্থার কবলীকৃত হয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে রাত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেহে অবস্থান করার স্বপ্ন দেখে তার বর্তমান স্থিতি বিস্মৃত হয়। তেমনই জীব তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে আর একটি শরীর গ্রহণ করে (দেহান্তরপ্রাপ্তি)। মৃত্যুকালে সকাম কর্মে লিপ্ত মনের চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা অনুসারে জীব এক বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মনের বৃত্তি অনুসারে দেহ গঠিত হয়। মনের চঞ্চলতার ফলে দেহের পরিবর্তন হয়, অন্যথা তা না হলে আত্মা তার চিন্ময় শরীরে অবস্থান করত। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক যখন জল অথবা তৈল আদি তরল পদার্থে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন বায়ুবেগ জনিত কম্পনের ফলে তাদের বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়—কখনও গোল, কখনও দীর্ঘ ইত্যাদি। তেমনই, জীবাত্মা যখন জড় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন অজ্ঞানের ফলে বিভিন্ন রূপকে সে তার প্রকৃত পরিচয় বলে মনে করে। অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে সে মানসচক্রের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়। অতএব, হিংসাদ্বেষ পাপকর্মই যখন পরবর্তী জীবনের ক্লেশজনক দেহের কারণ, তা হলে মানুষ কেন অসৎ কর্ম আচরণ করবে? নিজের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কখনও অন্যদের প্রতি হিংসা করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে সর্বদা শত্রুর দ্বারা নির্যাতিত হবার ভয় থাকে। এই দীনা বালিকা দেবকী তোমার কন্যাতুল্যা, স্নেহপাত্রী, কনিষ্ঠা ভগ্নী। তুমি দীনবৎসল, অতএব একে বধ করা তোমার যোগ্য নয়। বস্তুতই সে তোমার স্নেহের পাত্রী।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কংস ছিল অত্যন্ত নৃশংস এবং রাক্ষসদের অনুবর্তী। তাই বসুদেবের সৎ উপদেশের দ্বারা তাকে শান্ত করা যায়নি অথবা তার মনোভাব পরিবর্তন করা যায়নি। সে ইহলোকে অথবা পরলোকে পাপকর্মের কুফলের কথা বিবেচনা করেনি। বসুদেব যখন দেখলেন যে, কংস তার ভগ্নী দেবকীকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, তখন তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে কংসকে নিরস্ত করার আর একটি উপায় স্থির করেছিলেন। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি এবং বল রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা। এটি প্রতিটি দেহধারী ব্যক্তির কর্তব্য। এইভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি মৃত্যুকে এড়ান না যায়, তা হলে তার কোন অপরাধ হয় না।"

"বসুদেব বিবেচনা করেছিলেন—মৃত্যুরূপ কংসকে আমার সব কটি পুত্র দান করে আমি দেবকীর প্রাণ রক্ষা করতে পারি। আমার পুত্রের জন্মের পূর্বে যদি কংসের মৃত্যু হয়, অথবা আমার পুত্রের হাতে তার মৃত্যু হবে বলে বিধাতা যখন ব্যবস্থা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার পুত্রদের মধ্যে কোন এক পুত্র তাকে হত্যা করবে। অতএব আপাতত আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, আমার পুত্রদের আমি তাকে দান করব, তা হলে কংস আশ্বস্ত হবে, আর তারপর যদি যথাসময়ে কংসের মৃত্যু হয়, তখন আর আমাদের ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। অগ্নি যেমন কখনও কখনও সমীপস্থ কাষ্ঠ পরিত্যাগ করে দূরস্থিত কাষ্ঠ দহন করে, তখন বুঝতে হবে যে, তার কারণ হচ্ছে অদৃষ্ট বা দৈব। তেমনই, জীব যখন এক প্রকার শরীর পরিত্যাগ করে অন্য এক প্রকার শরীর গ্রহণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, অদৃষ্ট ব্যতীত তার আর অন্য কোন কারণ নেই। বসুদেব তাঁর

জ্ঞান অনুসারে এইভাবে বিবেচনা করে, পাপাত্মা কংসকে বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তার কাছে এই প্রস্তাব রেখেছিলেন। বসুদেবের মন তাঁর পত্নীর এই বিপদে উৎকণ্ঠায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ, পাপী কংসকে প্রসন্ন করার জন্য মুখে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'হে সৌম্য, তুমি দৈববাণী থেকে যা শ্রবণ করেছ, তাতে তোমার ভগ্নী দেবকী থেকে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তার পুত্ররা। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমার ভয়ের কারণস্বরূপ দেবকীর পুত্রদের জন্ম হওয়া মাত্রই আমি তাদের তোমার হাতে সমর্পণ করব।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কংস বসুদেবের যুক্তিতে সম্মত হয়েছিল এবং বসুদেবের কথায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে ভগ্নীবধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল। বসুদেব কংসের প্রতি প্রসন্ন হয়ে এবং তাকে আরও প্রশংসা করে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর সমস্ত দেবতা এবং ভগবানের মাতা দেবকী যথাসময়ে একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রতি বৎসর একের পর এক আটটি পুত্র এবং সুভদ্রা নামী একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন। বসুদেব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত অসত্যের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি কীর্তিমান নামক তাঁর প্রথম পুত্রটিকে গভীর মনোবেদনা সত্ত্বেও কংসের হাতে অর্পণ করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠ সাধুদের কাছে কোন্ কার্য দুঃসহ? যাঁরা ভগবানকে একমাত্র আশ্রয় বলে জানেন, তাঁদের আবার কোন্ বিষয়ের অপেক্ষা আছে? যাদের অন্তর নিম্নগ, তাদের অকার্য কি থাকতে পারে? আর যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা কি না পরিত্যাগ করতে পারেন?"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কংস যখন দেখল যে, বসুদেব সত্যনিষ্ঠাপূর্বক সমতা প্রাপ্ত হয়ে তার হাতে তাঁর পুত্রটিকে সমর্পণ করেছেন, তখন সে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল এবং হাসিমুখে সে এই কথাগুলি বলেছিল। হে বসুদেব, তোমার এই শিশুটিকে নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও। তোমার প্রথম পুত্র থেকে আমার কোন ভয় নেই। তোমার এবং দেবকীর অষ্টম পুত্রের দ্বারা আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়েছে।' বসুদেব 'তাই হোক' বলে তাঁর শিশু-সন্তানটিকে নিয়ে গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু কংস যেহেতু ছিল চরিত্রহীন এবং অজিতেন্দ্রিয়, তাই বসুদেব জানতেন যে, কংসের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।"

"হে ভরতকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ, নন্দ মহারাজ আদি গোপগণ, সেই সমস্ত গোপদের পত্নীগণ, বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয়গণ, দেবকী প্রভৃতি যদুকুল-ললনাগণ, নন্দ মহারাজ ও বসুদেবের জ্ঞাতি, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ, এমন কি বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁরা ছিলেন কংসের অনুগত জন, তাঁরা সকলেই ছিলেন দেবতা। একসময় দেবর্ষি নারদ কংসের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, কিভাবে পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যরা নিহত হবে। তার ফলে কংস অত্যন্ত ভীত এবং সন্দেহাচ্ছন্ন হয়েছিল। দেবর্ষি নারদ চলে যাওয়ার পর, কংস সমস্ত যাদবদের দেবতা এবং দেবকীর গর্ভসম্ভূত সন্তানদের তার মৃত্যুর কারণ বিষ্ণু বলে মনে করে, দেবকী এবং বসুদেবকে বন্দী করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিল। বিষ্ণু তাকে হত্যা করবেন সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে, কংস দেবকীর প্রতিটি পুত্রকে বিষ্ণু বলে মনে করে তাদের একের পর এক হত্যা করেছিল। এই পৃথিবীতে রাজারা প্রায়ই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের লোভে নির্বিচারে তাদের শত্রুদের হত্যা করে। তারা তাদের খেয়াল-খুশিমতো যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে, এমন কি তাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধুদেরও। পূর্বজন্মে কংস ছিল কালনেমি নামক এক মহা অসুর এবং বিষ্ণু তাকে সংহার করেছিলেন। নারদ মুনির কাছে সেই কথা জানতে পেরে কংস যদুবংশের সঙ্গে বিদ্বেষাচরণ করতে শুরু করেছিল। উগ্রসেনের অত্যন্ত বলবান পুত্র কংস যদু, ভোজ এবং অন্ধকদের অধিপতি এবং নিজ পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে শূরসেন নামক দেশসমূহ অধিকার করেছিল।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবতাদের দ্বারা গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মগধ রাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে এবং প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য অসুর ভূপতিদের সহায়তায় পরাক্রমশালী কংস, যদুবংশীয় রাজাদের উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করেছিল। আসুরিক রাজাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে যাদবেরা তাঁদের রাজ্য পরিত্যাগ করে কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ এবং কোশল আদি রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কংসের কয়েকজন আত্মীয় কিন্তু কংসের নীতি এবং আচরণ অনুসরণ করতে লাগল। উগ্রসেনের পুত্র কংস দেবকীর ছটি পুত্র বিনাশ করলে, শ্রীকৃষ্ণের অংশ দেবকীর সপ্তম পুত্ররূপে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে তাঁর হর্ষ এবং শোক বর্ধন করেছিলেন। মহান ঋষিগণ এই অংশকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত বলে সম্বোধন করেন।

বিশ্বাত্মা ভগবান তাঁর অনুগত ভক্ত যাদবদের কংসের আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা করার জন্য যোগমায়াকে এইভাবে আদেশ দিয়েছিলেন—হে সমস্ত জগতের পূজনীয়া এবং সমস্ত জীবের মঙ্গল বিধানকারিণী, তুমি ব্রজে যাও, যেখানে বহু গোপ এবং গোপীগণ বাস করেন। সেই অতি মনোরম স্থানে, যেখানে বহু গাভী বাস করে, সেখানে বসুদেবের পত্নী রোহিণী নন্দ মহারাজের গৃহে অবস্থান করছেন। তাই বসুদেবের অন্য পত্নীগণও কংসের ভয়ে অজ্ঞাতসারে সেখানে বাস করছেন। তুমি সেখানে যাও। দেবকীর গর্ভে সঙ্কর্ষণ বা শেষ নামক আমার অংশ বিরাজ করছেন, অক্লেশে তাঁকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত কর। হে সর্বমঙ্গলময়ী যোগমায়া! আমি তখন আমার পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য সহ দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হব এবং তুমিও নন্দ মহারাজের মহারানী মা যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হবে। সকলের সব বাসনা পূর্ণ করতে তোমার ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সাধারণ মানুষ পশুবলির দ্বারা এবং বিবিধ উপকরণের দ্বারা মহাসমারোহে তোমার পূজা করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াদেবীকে এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন—পৃথিবীতে মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে তোমার দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করবে। দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে রোহিণীনন্দন সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হবেন। গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দবিধান করার জন্য রাম এবং তাঁর অমিত বলের জন্য তিনি বলভদ্র নামে কীর্তিত হবেন।"

"ভগবানের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে যোগমায়া তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। ওঁ উচ্চারণের দ্বারা তিনি যে তাঁর সেই আদেশ পালন করবেন তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তিনি পৃথিবীতে নন্দগোকুল নামক স্থানে গমন করেছিলেন এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেছিলেন। যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর সন্তান যখন রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তখন দেবকীর মনে হয়েছিল যে, তাঁর গর্ভপাত হয়েছে এবং তার ফলে সমস্ত পুরবাসীরা 'হায়, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হল!' এই বলে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। এইভাবে সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং ভক্তদের সমস্ত ভয় বিনাশকারী ভগবান তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য সহ বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বসুদেব তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করে, ভগবানের দিব্য জ্যোতির প্রভাবে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী হয়েছিলেন। তাই ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা তাঁকে দর্শন করা অথবা তাঁর সমীপবর্তী হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। "প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সেই তেজ কংসে আদি জীবমাত্রেরই দুঃসহ হয়েছিল। তারপর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধানকারী ভগবান তাঁর অংশ সহ বসুদেবের চিত্ত থেকে দেবকীর চিত্তে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এইভাবে বসুদেবের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে, দেবকী সমস্ত চেতনার উৎস, সর্বকারণের কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর অন্তরে ধারণ করে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে উদীয়মান সূর্যের কারণে পূর্বদিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। দেবকী সর্বকারণের পরম কারণ, সমস্ত জগতের আধার ভগবানকে তাঁর মধ্যে ধারণ করেছিলেন, কিন্তু কংসের গৃহে আবদ্ধ থাকার ফলে তাঁর সেই দিব্য সৌন্দর্য কেউ দর্শন করতে পারেনি, ঠিক যেমন পাত্রের মধ্যে আচ্ছাদিত অগ্নির শিখা কেউ দেখতে পায় না, অথবা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা বিতরণ না করা হলে যেমন মানুষের তাতে কোন লাভ হয় না। দেবকীর অন্তরে ভগবান বিরাজমান থাকায় তাঁর প্রভার দ্বারা কারাগৃহ আলোকিত হয়েছিল। তাঁকে আনন্দময়, শুদ্ধ এবং হাস্যোজ্জ্বল দর্শন করে কংস মনে মনে চিন্তা করেছিল, 'আমার প্রাণনাশক ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছে, কারণ পূর্বে দেবকী কখনও এই রকম আনন্দময় এবং প্রভাবতী ছিল না।' কংস ভেবেছিল, এখন আমার কি করা কর্তব্য? ভগবান, যিনি তাঁর উদ্দেশ্য জানেন (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্), তিনি তাঁর বিক্রম পরিত্যাগ করবেন না। দেবকী একটি স্ত্রী, সে আমার ভগ্নী এবং অধিকন্তু সে গর্ভবতী। আমি যদি তাকে বধ করি, তা হলে আমার যশ, ঐশ্বর্য, আয়ু নিশ্চিতরূপে বিনষ্ট হবে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সে জীবিত অবস্থাতেও মৃত, কারণ জীবিত অবস্থায় এবং তার মৃত্যুর পর সকলেই তাকে অভিশাপ প্রদান করতে থাকে। আর মৃত্যুর পর সেই দেহাত্মাভিমানী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অন্ধতম নামক নরকে প্রবেশ করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে বিচার করে কংস ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে বদ্ধপরিকর হওয়া সত্ত্বেও ভগিনীবধরূপ জঘন্য কার্য থেকে বিরত হয়েছিল। সে স্থির করেছিল যে, ভগবানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে এবং তারপর যা করণীয় তা করবে। কংস সিংহাসনে অথবা তার কক্ষে উপবেশন করার সময়, শয্যায় শয়ন করার সময় কোন স্থানে অবস্থান করার সময়, ভোজন করার সময় অথবা বিচরণ করার সময় সর্বদাই তার শত্রু ভগবান হৃষীকেশকে কেবল দর্শন করেছিল। অর্থাৎ, তার সর্বব্যাপক শত্রুর কথা চিন্তা করে কংস প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট হয়েছিল। তারপর ব্রহ্মা, শিব, নারদ প্রমুখ ঋষিগণ এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এবং শিব অদৃশ্যভাবে দেবকীর কক্ষে আগমন করে সকলে একত্রে সর্ব অভীষ্ট প্রদানকারী ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করতে লাগলেন।"

দেবতারা প্রার্থনা করেছিলেন—"হে ভগবান! আপনি সত্যসঙ্কল্প, অর্থাৎ আপনি যা সঙ্কল্প করেন, তার সত্যতা সংরক্ষণ করেন এবং কেউই তা রোধ করতে পারে না। তাই আপনি সত্যব্রত। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় এই ত্রিবিধ অবস্থায় আপনি সমানভাবে বর্তমান থাকেন বলে আপনি ত্রিসত্য। সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ না হলে আপনার অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। তাই বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তিরা কখনও আপনাকে লাভ করতে পারে না। আপনি সৃষ্টির সমস্ত উপাদানে সক্রিয় তত্ত্ব পরম সত্য এবং তাই আপনি অন্তর্যামী। আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী এবং আপনার উপদেশ সর্বকালের, সর্বজনের উপযোগী। আপনি সমস্ত সত্যের আদি। তাই আমরা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে আপনার শরণ গ্রহণ করি, দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। এই দেহ (সমষ্টি এবং ব্যষ্টি) আদি বৃক্ষস্বরূপ, প্রকৃতি তার আশ্রয় এবং সুখ ও দুঃখ তার দুটি ফল। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ তার মূল। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি রস, যা আস্বাদন হয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছটি পরিস্থিতিতে। এই বৃক্ষের সাতটি আবরণ হচ্ছে—ত্বক, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এবং এই বৃক্ষের আটটি শাখা হচ্ছে পাঁচটি স্থূল ও তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান—মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন ও বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। এই বৃক্ষরূপ দেহের নটি ছিদ্র—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসিকা, মুখ, পায়ু এবং উপস্থ এবং তার দশটি পত্র হচ্ছে দেহের মধ্যস্থিত দশ প্রকার বায়ু। এই শরীররূপী বৃক্ষে দুটি পক্ষী রয়েছে—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা।"

"হে ভগবান! এই সংসাররূপ আদি বৃক্ষের আপনিই একমাত্র উপাদান কারণ। আপনিই তার একমাত্র পালনকর্তা এবং প্রলয়ের পর আপনার মধ্যেই সব কিছু সংরক্ষণ হয়। যারা আপনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা এই জগতের পিছনে যে আপনি রয়েছেন তা দেখতে

করে তিনি নির্ভয় হয়েছিলেন এবং অবনত শরীরে কৃতাঞ্জলি হয়ে একাগ্রচিত্তে স্বাভাবিক কান্তির দ্বারা সূতিকাগৃহ উজ্জ্বলকারী সেই বালককে স্তব করতে লাগলেন।"

বসুদেব বললেন—"হে ভগবান! আপনি এই জড় জগতের অতীত পরম পুরুষ এবং পরমাত্মা। চিন্ময় জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমি এখন পূর্ণরূপে আপনার স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। হে ভগবান! আপনি সেই পুরুষ যিনি প্রথমে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করে আপনি যেন তাতে প্রবেশ করেছেন বলে প্রতীত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে আপনি প্রবিষ্ট হননি। মহত্তত্ত্ব অবিভাজ্য, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের ফলে তা মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে বিভক্ত বলে মনে হয়। জীবশক্তির ফলে (জীবভূত), এই সমস্ত বিভক্ত শক্তিগুলি মিলিত হয়ে দৃশ্য জগৎকে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও মহত্তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। তাই, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কখনই সৃষ্টিতে প্রবেশ করে না। তেমনই, আপনি যদিও আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছেন, তবুও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, মনের দ্বারা অথবা বাণীর দ্বারা আপনাকে অনুভব করা যায় না (অবাঙ্মনসগোচর)। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কোন কোন বস্তু দর্শন করতে পারি, সব কিছু দর্শন করতে পারি না। যেমন, আমাদের চক্ষুর দ্বারা আমরা দর্শন করতে পারি, কিন্তু রস আস্বাদন করতে পারি না। তেমনই, আপনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত। যদিও আপনি জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে রয়েছেন, তবুও আপনি প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নন। আপনি সব কিছুর মূল কারণ, সর্বব্যাপ্ত, অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা। তাই আপনি বাহ্য ও অন্তঃশূন্য। আপনি কখনও দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেননি; পক্ষান্তরে, আপনি পূর্বেই সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন দেহ আদি দৃশ্য বস্তুকে আত্মা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, সে তার অস্তিত্বের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তাই সে একটি মূর্খ। জ্ঞানী বিজ্ঞ, তাঁরা এই প্রকার মনোভাব বর্জন করেছেন, কারণ পূর্ণরূপে বিবেচনা করে তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন যে, জড় বিনা দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অবাস্তব। মূর্খদের বিচার যদিও পরিত্যাগ করা হয়েছে, তবুও মূর্খেরা তাকেই বাস্তব বলে মনে করে। হে ভগবান, বৈদিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ এবং নির্বিকার আপনার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ আপনাতে কোন বিরোধ নেই। যেহেতু জড়া প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তম আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সব কিছু আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়। হে প্রভু! আপনার স্বরূপ জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অতীত, তবুও ত্রিলোক পালনের জন্য আপনি সত্ত্বগুণে শ্রীবিষ্ণুর শুক্লরূপ ধারণ করেন; সৃষ্টির জন্য রজোগুণসম্বলিত রক্তবর্ণ হন এবং প্রলয়ের সময় তমোগুণসম্বলিত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন। হে ভগবান, আপনি সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর, আপনি এখন এই জগৎ রক্ষা করার জন্য আমার গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, সারা পৃথিবী জুড়ে ক্ষত্রিয় রাজার বেশধারী অসুরদের যে সেনাবাহিনী বিচরণ করছে, তাদের আপনি সংহার করবেন। নিরীহ জনসাধারণের রক্ষা করার জন্য আপনি অবশ্যই তাদের সংহার করবেন। হে সুরেশ্বর! আপনি আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে, অসভ্য কংস আপনার অগ্রজদের হত্যা করেছে। তার সেনানায়কদের কাছে আপনার আবির্ভাবের কথা শ্রবণ করা মাত্রই, আপনাকে হত্যা করতে সে অস্ত্র নিয়ে এখানে আসবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর কংসের ভয়ে ভীতা দেবকী মহাপুরুষের লক্ষণযুক্ত পুত্রকে দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।"

দেবকী বললেন—"হে ভগবান! বেদ অনেক। তাদের মধ্যে কয়েকটি আপনাকে মন এবং বাক্যের অগোচর বলে বর্ণনা করে। তবুও আপনি সমস্ত জগতের আদি উৎস। আপনি ব্রহ্ম—সর্ববৃহৎ, সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়। আপনার কোন জড় কারণ নেই, আপনি নির্বিকার ও নির্বিশেষ এবং আপনার কোন জড় বাসনা নেই। এইভাবে বেদে আপনাকে বাস্তব বস্তু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, হে ভগবান, আপনি প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত বৈদিক বাণীর উৎস এবং আপনাকে জানা হলে

প্রকৃত সব কিছু জানা হয়ে যায়। আপনি ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা থেকে ভিন্ন, তবুও আপনি তাঁদের থেকে অভিন্ন। সব কিছুই আপনা থেকে উদ্ভূত হয়। নিঃসন্দেহে আপনি সর্বকারণের কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, অর্থাৎ সমস্ত দিব্য জ্ঞানের আলোক। কোটি কোটি বছর পর প্রলয়ের সময় যখন ব্যক্ত এবং অব্যক্ত সব কিছুই কালশক্তির দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন পঞ্চমহাভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্রে প্রবেশ করে এবং ব্যক্ত পদার্থসমূহ অব্যক্তে লীন হয়ে যায়। তখন অনন্তশেষ-নাগ নামক আপনিই বর্তমান থাকেন। হে প্রকৃতির প্রবর্তক! এই অদ্ভুত সৃষ্টি যে কালের নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য করছে, নিমেষ থেকে শুরু করে বৎসর পর্যন্ত সেই মহাকাল বিষ্ণুস্বরূপ আপনারই আর একটি রূপ। আপনার লীলা-বিলাসের জন্য আপনি কালের নিয়ন্তারূপে কার্য করেন, কিন্তু আপনি সমস্ত সৌভাগ্যের আধার। আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হই। এই জড় জগতে কেউই বিভিন্ন গ্রহলোকে পলায়ন করেও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু, হে ভগবান, আপনি এখন আবির্ভূত হয়েছেন বলে মৃত্যু আপনার ভয়ে পলায়ন করছে এবং জীবেরা আপনার কৃপায় আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করে পরম শান্তিতে অবস্থান করছে। হে ভগবান! আপনি আপনার ভক্তের সমস্ত ভয় দূর করেন, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কংসের ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন। যোগীরা ধ্যানে আপনার বিষ্ণুরূপ দর্শন করে। যারা জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, তাদের নিকট দয়া করে আপনি এই রূপ গোচরীভূত করবেন না। হে মধুসূদন! আপনার আবির্ভাবের ফলে আমি কংসের ভয়ে অধিক থেকে অধিকতর উদ্বিগ্ন হয়েছি। তাই কংস যাতে বুঝতে না পারে যে, আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, কৃপাপূর্বক আপনি তার উপায় করুন। হে ভগবান! আপনি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর এবং শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম সুশোভিত আপনার চিন্ময় চতুর্ভুজ রূপ এই জগতের পক্ষে অস্বাভাবিক। দয়া করে আপনি আপনার এই রূপ সংবরণ করুন (এবং একটি সাধারণ মনুষ্যশিশুর রূপ ধারণ করুন, যাতে আমি আপনাকে কোথাও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারি)। প্রলয়ের সময় সমগ্র চরাচর সৃষ্টি আপনার চিন্ময় শরীরে প্রবেশ করে এবং আপনি অনায়াসে তা ধারণ করেন। কিন্তু এখন সেই চিন্ময় রূপ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারবে না এবং তাই আমি তাদের উপহাসাস্পদ হব।"

ভগবান বললেন—"হে সতী, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমার পূর্বজন্মে তুমি পৃশ্নি নামে জন্মগ্রহণ করেছিলে এবং বসুদেব ছিল অতি পুণ্যবান প্রজাপতি সুতপা। তারপর তোমরা ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে কঠোর তপস্যা করেছিলে। হে পিতা! হে মাতা! তোমরা বিভিন্ন ঋতুতে বর্ষা, বায়ু, রৌদ্র, প্রখর তাপ এবং প্রচণ্ড শীত সহ্য করেছিলে। যৌগিক প্রাণায়ামের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে বায়ু রোধ করে এবং গাছের শুষ্ক পাতা ও বায়ুমাত্র সেবন করে তোমরা তোমাদের হৃদয় কলুষমুক্ত করেছিলে। এইভাবে আমার কাছ থেকে বর লাভের আশায় তোমরা শান্তচিত্তে আমার আরাধনা করেছিলে। এইভাবে তোমরা আমার চেতনায় (কৃষ্ণভাবনায়) মগ্ন হয়ে বারো হাজার দিব্য বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলে। হে নিষ্পাপ মাতা দেবকী! নিরন্তর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে হৃদয়ে আমার কথা চিন্তা করে কঠোর তপস্যায় সেই বারো হাজার দিব্য বৎসর অতিবাহিত হলে, আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলাম। যেহেতু আমি শ্রেষ্ঠ বরদাতা, তাই এই কৃষ্ণরূপে তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তোমাদের বাসনা অনুসারে আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলাম। তোমরা তখন ঠিক আমার মতো পুত্র লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে। তোমরা, নিঃসন্তান দম্পতি বৈষয়িক ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে দেবমায়ার প্রভাবে আমার প্রতি চিন্ময় প্রেমবশত আমাকে তোমাদের পুত্ররূপে আকাঙ্ক্ষা করেছিলে। তাই তোমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করনি। আমি চলে যাওয়ার পর, সেই বর প্রাপ্ত হয়ে তোমরা আমার মতো পুত্র লাভের জন্য বৈষয়িক আচরণ করেছিলে এবং আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করেছিলাম। ইহলোকে তোমাদের মধ্যে সরলতা এবং সদাচার প্রভৃতি গুণ সমন্বিত অন্য কাউকে না পেয়ে, আমি পৃশ্নিগর্ভ নামে তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তী যুগে যখন তোমরা পুনরায় অদিতি এবং কশ্যপরূপে আবির্ভূত

হয়েছিলে, তখন আমি তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার নাম হয়েছিল উপেন্দ্র এবং খর্বাকৃতি হওয়ার ফলে আমি বামন নামেও বিখ্যাত হয়েছিলাম। হে সতী! সেই আমিই এখন তৃতীয়বার তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার এই কথা সত্য বলে জানবে। আমার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করাবার জন্যই আমি তোমাদের এই বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন করিয়েছি। তা না হলে, আমি যদি একটি সাধারণ মনুষ্যশিশুরূপে আবির্ভূত হতাম, তবে তোমরা বিশ্বাস করতে না যে, শ্রীবিষ্ণুই তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তোমরা উভয়েই তোমাদের পুত্ররূপে আমার কথা চিন্তা কর, কিন্তু তোমরা জান যে, আমি ভগবান। এইভাবে স্নেহপূর্বক নিরন্তর আমার চিন্তা করে তোমরা পরম সিদ্ধি লাভ করবে, অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে উপদেশ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নীরব হয়েছিলেন। তাঁদের সমক্ষেই তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিজেকে একটি প্রাকৃত শিশুতে রূপান্তরিত করেছিলেন। (অর্থাৎ, তিনি নিজেকে তাঁর আদি স্বরূপে রূপান্তরিত করেছিলেন—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।) তারপর, ভগবানের অনুপ্রেরণায় বসুদেব যখন নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে সূতিকাগৃহ থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি যোগমায়া নন্দ মহারাজের পত্নীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে সমস্ত দ্বাররক্ষকেরা ইন্দ্রিয়বৃত্তি রহিত হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল এবং অন্যান্য পুরবাসীরাও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়, তেমনই, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বসুদেব সমাগত হওয়া মাত্রই লৌহ খিলকযুক্ত শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ বিশাল কপাটগুলি আপনা থেকেই উন্মুক্ত হয়েছিল। তখন মেঘ মৃদু মৃদু গর্জন সহকারে বারি বর্ষণ করছিল বলে, ভগবানের অংশ অনন্তশেষনাগ ফণা মেলে বসুদেব এবং তাঁর চিন্ময় শিশুটিকে সেই বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর ফণা বিস্তার করে বসুদেবের অনুগমন করেছিলেন। নিরন্তর ইন্দ্রদেবের বর্ষণে যমুনা নদী গভীর জলরাশির বেগজাত তরঙ্গে ফেনিল এবং ভয়ানক আবর্তসমূহে আকুল হয়েছিল। কিন্তু সমুদ্র যেভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সেতুবন্ধন করতে দিয়ে পথ প্রদান করেছিল, যমুনা নদীও সেইভাবে বসুদেবকে নদী পার হওয়ার পথ প্রদান করল। নন্দ মহারাজের গৃহে পৌঁছে বসুদেব দেখলেন যে, সমস্ত গোপেরা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তিনি তখন তাঁর পুত্রটিকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করে যোগমায়ারূপিণী তাঁর কন্যাকে গ্রহণপূর্বক পুনরায় কংসের কারাগারে ফিরে এসেছিলেন। বসুদেব সেই কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় স্থাপনপূর্বক তাঁর পায়ে লৌহশৃঙ্খল বন্ধন করে পূর্বের মতো আবদ্ধভাবে অবস্থান করলেন। প্রসববেদনায় পরিশ্রান্ত যশোদাদেবী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর পুত্র হয়েছিল, না কন্যা হয়েছিল।"

চতুর্থ অধ্যায়

কংসের অত্যাচার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন গৃহের অভ্যন্তরের এবং বাইরের দ্বারসমূহ পূর্বের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন গৃহবাসীরা, বিশেষ করে দ্বাররক্ষকেরা, নবজাত শিশুর ক্রন্দন শুনে শয্যা থেকে জেগে উঠেছিল। তারপর, সমস্ত প্রহরীরা শীঘ্রই ভোজরাজ কংসের কাছে গিয়ে দেবকীর সন্তানের জন্ম সংবাদ প্রদান করেছিল। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহকারে এই সংবাদের প্রতীক্ষারত কংস তৎক্ষণাৎ তার কার্য

সম্পাদনে তৎপর হয়েছিল। কংস তখন অতি শীঘ্র তাঁর শয্যা থেকে উঠিত হয়ে চিন্তা করেছিল, এটি হচ্ছে কাল, যে আমাকে বধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে! এইভাবে চিন্তিত হয়ে কংস মুক্তকেশে শীঘ্রই সূতিকাগৃহে উপস্থিত হয়েছিল।"

তখন দেবকী কাতরভাবে কংসের কাছে আবেদন করেছিলেন—"হে ভ্রাতঃ, তোমার কল্যাণ হোক। এই কন্যাটিকে হত্যা করো না। সে ভবিষ্যতে তোমার পুত্রবধূ হবে। স্ত্রীহত্যা করা তোমার উচিত নয়। হে ভ্রাতঃ, দৈবের প্রেরণায় তুমি অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং সুন্দর আমার পুত্রদের হত্যা করেছ। এই কন্যাটিকে দয়া করে তুমি হত্যা করো না। একে উপহারস্বরূপ আমাকে প্রদান কর। হে প্রভো, হে ভ্রাতঃ, সন্তানবিহীনা হওয়ার ফলে আমি অত্যন্ত দীনা, কিন্তু তবুও আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী এবং তাই আমার এই শেষ সন্তানটিকে তোমার উপহার-স্বরূপ প্রদান করা উচিত।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে কন্যাটিকে আলিঙ্গন করে কাতরভাবে ক্রন্দন করতে করতে দেবকী কংসের কাছে সেই শিশুটির জন্য প্রার্থনা করলেও দুরাত্মা কংস তাঁকে ভর্ৎসনা করে তাঁর হাত থেকে কন্যাটিকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিল। নিকৃষ্ট স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কংস তার ভগ্নীর সঙ্গে সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক সমূলে উৎপাটিত করেছিল। সে তখন সদ্যোজাত ভাগিনীকে চরণযুগলে ধারণ করে সবলে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিল। সেই কন্যাটি অর্থাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগ্নী যোগমায়া দেবী কংসের হাত থেকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশে অস্ত্রযুক্ত অষ্টমহাভুজা দুর্গাদেবীরূপে প্রকাশিতা হয়েছিলেন। দুর্গাদেবী ফুলের মালা, চন্দন, সুন্দর বসন এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি তাঁর হাতে ধনুক, ত্রিশূল, বাণ, চর্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেছিলেন এবং অপ্সরা, কিন্নর, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব আদি স্বর্গলোকবাসীরা তাঁর পূজার জন্য বিবিধ উপকরণ প্রদান করে তাঁর বন্দনা করেছিলেন। তিনি তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন—'ওরে মহামূর্খ কংস! আমাকে বধ করে তোর কি লাভ হবে? তোর চিরশত্রু ভগবান যিনি অবশ্যই তোকে বধ করবেন, তিনি ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব নির্দোষ দীন শিশুদের হত্যা করিস না।' কংসকে এই কথা বলে দুর্গাদেবী বা যোগমায়া বারাণসী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালী, ভদ্রা আদি বিবিধ নামে বিখ্যাতা হয়েছিলেন।"

"দুর্গাদেবীর সেই বাণী শ্রবণ করে কংস অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। সে তখন তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছিল—'হায় ভগিনী! হায় ভগ্নীপতি। আমি এতই পাপী যে, রাক্ষসেরা যেমন নিজেদের সন্তান ভক্ষণ করে, আমিও তেমন তোমাদের বহু সন্তানকে হত্যা করেছি। আমি অত্যন্ত নির্দয় এবং নিষ্ঠুর, তাই আমি আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের পরিত্যাগ করেছি। অতএব, আমি জানি না, ব্রহ্মঘাতীর মতো মৃত্যুর পর অথবা জীবিত অবস্থায় আমি কোন্ লোকে গমন করব। হায়, কেবল মনুষ্যরাই মিথ্যা কথা বলে না, এমন কি দৈবও মিথ্যা কথা বলে। আমি এতই পাপাত্মা যে, আমি দৈববাণীতে বিশ্বাস করে আমার ভগ্নীর সন্তানদের বধ করেছি।"

"হে মহাত্মা দম্পতি, তোমাদের সন্তানেরা তাদের অদৃষ্টের অনুরূপ কর্মফল ভোগ করছে। অতএব তাদের জন্য শোক করো না। দৈবের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত জীবেরা সর্বদা একত্র অবস্থান করতে পারে না। এই পৃথিবীতে মৃত্তিকাজাত ঘট, পুতুল আদি বস্তু যেমন প্রকট এবং তারপর ভেঙ্গে গিয়ে মাটিতে মিশ্রিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনই, বদ্ধ জীবের শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু জীবাত্মা মাটির মতো অপরিবর্তিত থাকে এবং তার কখনও বিনাশ হয় না (সে ভগবানের শরীরে)। যে ব্যক্তি দেহ এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয়, তার দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল হয়। দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি আসক্তির ফলে সে তার পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আসক্তি থাকে, ততক্ষণ তার সংসার-বন্ধন নিবৃত্ত হয় না। (অন্যথা সে মুক্ত।) হে ভদ্রে, হে ভগ্নী দেবকী! সকলেই দৈবের বিধান অনুসারে তার কর্মফল ভোগ করে। তাই, যদিও তোমার পুত্রের দুর্ভাগ্যবশত আমার

পুতনার দেহ দহনের ফলে নির্গত ধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করে দূরগত ব্রজবাসীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই সৌরভ আসছে কোথা থেকে?" এইভাবে বলতে বলতে তাঁরা পুতনার দেহ যেখানে দহন করা হচ্ছিল, সেখানে গিয়েছিলেন। দূরাগত ব্রজবাসীরা যখন পুতনার আগমন বৃত্তান্ত এবং কৃষ্ণ কর্তৃক তার নিহত হওয়ার বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে শিশুটিকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বসুদেব সেই ঘটনার কথা পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন বলে, নন্দ মহারাজ বসুদেবের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।'

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং সরল। তিনি মৃত্যুমুখ থেকে প্রত্যাগত তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পুতনা মোক্ষণরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত শৈশবলীলা শ্রবণ করেন, তিনি আদিপুরুষ ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি পরম আসক্তি লাভ করেন।"

সপ্তম অধ্যায়

তৃণাবর্তাসুর বধ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভো, হে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী! ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে যে সমস্ত লীলা প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই কর্ণপ্রিয় এবং মনের তৃপ্তিজনক। এই-সমস্ত লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করার ফলেই কেবল মনের সমস্ত কলুষ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। সাধারণত ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণে আমাদের রুচি নেই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এতই আকর্ষণীয় যে, আপনা থেকেই মন এবং কর্ণের আনন্দ বিধান করে। তার ফলে সংসার-বন্ধনের মূল কারণস্বরূপ জড় বিষয়ের সম্বন্ধে শ্রবণে সমস্ত আগ্রহ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায় এবং ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়, ভগবানের প্রতি আসক্তির উদয় হয় এবং ভক্তের প্রতি মৈত্রী হয়। আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত লীলা কীর্তন করুন। এই পৃথিবীতে অবতরণপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলোক অনুকরণ করে পুতনা-বধ আদি যে সমস্ত অদ্ভুত লীলা-বিলাস করেছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত লীলা দয়া করে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শিশুর তির্যকভাবে শয়ন করার চেষ্টাকে উত্থান বলা হয়। সেই সময় শিশু প্রথম গৃহ থেকে নির্গত হয়। এই উপলক্ষে শিশুকে অভিষেক সংস্কারে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের তিন মাস পূর্ণ হলে, মা যশোদা প্রতিবেশী রমণীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। সেই দিন চন্দ্র এবং রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং গায়কেরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করেছিলেন। শিশুটির অভিষেক উৎসব সম্পাদন হলে মা যশোদা ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট খাদ্যশস্য এবং আহার্য প্রদানপূর্বক বস্ত্র, ধেনু এবং মালা দান করে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই শুভ অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং তাঁদের মন্ত্র পাঠ শেষ হলে মা যশোদা যখন দেখলেন যে, শিশুটির ঘুম পেয়েছে, তখন তিনি তাঁকে ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন, যাতে সে সুখে নিদ্রা যেতে পারে। উদার হৃদয়া মা যশোদা উত্থান উৎসব অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়ে অতিথিদের বস্ত্র, গাভী, মালা, শস্য ইত্যাদি দান করে তাঁদের সম্বর্ধনাকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পাননি। তখন শিশু-কৃষ্ণ তাঁর মায়ের স্তন পান করার জন্য ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চরণযুগল ছোঁড়ে ঊর্ধ্বদিকে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ একটি শকটের নীচে শায়িত ছিলেন এবং তাঁর পা দুটি যদিও ছিল পল্লবের মতো কোমল, তবুও তাঁর পায়ের আঘাতে শকটটি প্রচণ্ড শব্দে উল্টে গিয়ে ভেঙে গেল। তার চাকা দুটি অক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হল, জোয়াল ভেঙে গেল এবং বিভিন্ন ধাতু নির্মিত সমস্ত বাসনপত্র শকট থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল।"

"মা যশোদা এবং উত্থান উৎসবে সমাগত ব্রজবাসীরা এবং নন্দ মহারাজ প্রমুখ ব্রজবাসীরা যখন সেই অদ্ভুত কর্ম দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন—সেই শকটটি কিভাবে আপনা থেকেই ভেঙে গেল। তাঁরা ইতস্তত তার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেও তা খুঁজে পেলেন না। কিভাবে তা ঘটেছে সেই সম্বন্ধে সমবেত গোপ এবং গোপীরা চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এটি কি কোন দৈত্য বা দুষ্ট গ্রহের কার্য?" তখন সেখানে উপস্থিত শিশুরা বলেছিল যে, শিশু-কৃষ্ণই ক্রন্দন করতে শুরু করে শকটের চাকায় পদাঘাত করেছিল এবং তার ফলে শকটটি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সেখানে সমবেত গোপ এবং গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তাই তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি যে, শিশু-কৃষ্ণের এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে। তাঁরা বালকদের উক্তি বিশ্বাস করতে পারলেন না এবং তাই সেটি বালকদের উক্তি বলে তাঁরা তা অবজ্ঞা করেছিলেন। কোন দুষ্ট গ্রহ কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছে বলে মনে করে, মা যশোদা ক্রন্দনরত শিশুটিকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর স্তনপান করিয়েছিলেন। তারপর তিনি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা মঙ্গল কর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন। তারপর বলবান গোপেরা বাসনপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম সহ সেই শকটটি পূর্বের মতো স্থাপন করলে, ব্রাহ্মণেরা গ্রহশান্তির জন্য যথাবিধি হোমক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন এবং তারপর দধি, কুশ, জল এবং অক্ষত দ্বারা ভগবানের পূজা করেছিলেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অসূয়া, অসত্য, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা, অভিমান প্রভৃতি দোষরহিত, তাঁদের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। সেই কথা বিবেচনা করে নন্দ মহারাজ স্থির চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে এই প্রকার সদ্গুণশীল ব্রাহ্মণদের সামবেদ, ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদের মন্ত্র অনুসারে পবিত্র কর্ম অনুষ্ঠান করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর সেই সমস্ত মন্ত্র পাঠের পর তিনি পুণ্য ওষধিযুক্ত জলে শিশুটিকে স্নান করিয়েছিলেন এবং তারপর হোমক্রিয়া সম্পাদন করে তিনি ব্রাহ্মণদের অতি উত্তম আহার্য ভোজন করিয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ তাঁর পুত্র কৃষ্ণের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য বস্ত্র, ফুলমালা এবং স্বর্ণহারে বিভূষিত গাভীসমূহ ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। এই সমস্ত গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুধ প্রদান করার ফলে সর্বতোভাবে গুণান্বিত ছিল এবং ব্রাহ্মণেরা সেই দান গ্রহণ করে সমগ্র পরিবারকে, বিশেষ করে কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই সমস্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সিদ্ধযোগী। তাঁদের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না।"

"একদিন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এক বছর পর, মা যশোদা যখন তাঁর পুত্রকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি অনুভব করেছিলেন যেন শিশুটি পর্বতশৃঙ্গ থেকেও ভারী হয়ে গেছে এবং তার ফলে তিনি আর তাঁর ভার বহন করতে সমর্থ হলেন না। শিশুটিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের থেকে ভারী বলে অনুভব করে মা যশোদা মনে করেছিলেন যে, হয়ত শিশুটি কোন প্রেতাত্মা বা অসুরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে মা যশোদা শিশুটিকে ভূমিতে স্থাপন করে নারায়ণকে স্মরণ করতে শুরু করেছিলেন। বিপদের আশঙ্কা করে তিনি এই ভার প্রশমনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকেছিলেন এবং তারপর তিনি গৃহস্থালির কার্যে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না। কারণ তিনি বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর আদি উৎস।"

"শিশুটি যখন ভূমিতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন কংসের অনুচর তৃণাবর্ত নামক অসুর কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঘূর্ণিঝড়রূপে সেখানে এসে, অনায়াসে শিশুটিকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অসুরটি ধূলিকণার দ্বারা সমস্ত গোকুলমণ্ডল আচ্ছন্নপূর্বক সকলের দৃষ্টিশক্তি অপহরণ করে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের শব্দে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর

করে প্রকট হয়েছেন (অন্য দ্বাপর যুগে ইনি (শ্রীরামচন্দ্র রূপে) শুকপক্ষীর মতো বর্ণ ধারণ করে আবির্ভূত হন। এই সমস্ত অবতারেরা এখন শ্রীকৃষ্ণরূপে সমবেত হয়েছেন।) কোন কারণে, তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন। তাই পণ্ডিত ব্যক্তিরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন। তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং রূপ আছে, তা আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না। গোপ এবং গোকুলের আনন্দবর্ধক এই শিশুটি তোমাদের মঙ্গল সাধন করবে এবং এঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে।"

"হে নন্দ মহারাজ! ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরাকালে অরাজকতার সময়, ইন্দ্র যখন সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন এবং মানুষেরা দস্যু-তস্করদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, তখন এই শিশুটি আবির্ভূত হয়ে দস্যু-তস্করদের পরাজিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। অসুরেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতাদের কখনও পরাভূত করতে পারে না। তেমনই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা কখনও কংসের অনুচরসমূহ অসুরদের দ্বারা (অথবা অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়দের দ্বারা) পরাভূত হন না। অতএব, হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই পুত্রটি গুণ, ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণেরই সমতুল্য। তুমি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে এই শিশুটিকে পালন কর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে যখন তাঁর গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন, তখন নন্দ মহারাজ নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তার অল্পকাল পরেই রাম এবং কৃষ্ণ দুজনেই হাত এবং জানু অবলম্বন করে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা শিশুর মতো খেলা করার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের জানুতে ভর দিয়ে ব্রজভূমিতে গোময় এবং গোমূত্র থেকে উৎপন্ন কর্দমাক্ত ভূমিতে সরীসৃপের মতো বক্রগতিতে বিচরণ করতেন, তখন তাঁদের কিঙ্কিণীর ধ্বনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর শোনাত। অন্যদের কিঙ্কিণীর ধ্বনি শ্রবণ করে অত্যন্ত হর্ষচিত্তে তাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতেন, যেন তাঁরা তাঁদের মায়ের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু যখন তাঁরা দেখতেন যে, তাঁরা অন্য ব্যক্তি, তখন যেন তাঁরা ভীত হয়ে তাঁদের মাতা যশোদা এবং রোহিণীর কাছে ফিরে আসতেন। পঙ্কলেপ অঙ্গরাগে সজ্জিত সুন্দর শিশু দুটি যখন তাঁদের মায়েদের কাছে যেতেন, তখন যশোদা এবং রোহিণী গভীর স্নেহভরে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে স্বতঃক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাতেন। তাঁরা যখন স্তন পান করতেন, তখন শিশু দুটি ঈষৎ হাসতেন এবং তখন তাঁদের মুখে ছোট ছোট দাঁতগুলি দেখা যেত। তাঁদের সেই অল্প দন্তযুক্ত বদন নিরীক্ষণ করে তাঁদের মায়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। নন্দ মহারাজের অন্তঃপুরে গোপরমণীরা শিশু কৃষ্ণ এবং বলরামের লীলাবিলাস দর্শনের আনন্দ উপভোগ করতেন। শিশু দুটি গোবৎসদের পুচ্ছ ধারণ করতেন এবং সেই বৎসগুলি তাঁদের আকর্ষণ করে ইতস্তত ধাবিত হত। তখন ব্রজরমণীরা তাঁদের গৃহকার্য পরিত্যাগ করে সেই সমস্ত লীলা দর্শন করে হাসতেন এবং পরম আনন্দ উপভোগ করতেন। মা যশোদা এবং রোহিণী যখন শৃঙ্গধারী গাভী, অগ্নি, কুকুর, বিড়াল, বানর প্রভৃতি দংষ্ট্রীগণ এবং কণ্টক, অসি ও ভূমিতে অন্যান্য অস্ত্র প্রভৃতি থেকে রক্ষা করতে পারতেন না এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁদের গৃহকর্ম ব্যাহত হত, তখন তাঁরা বাৎসল্য রস পোষক চাপল্য নামক সঞ্চারি ভাব প্রাপ্ত হতেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অল্প সময়ের মধ্যেই রাম এবং কৃষ্ণ জানুঘর্ষণ ব্যতীত তাঁদের চরণের দ্বারা অনায়াসে গোকুলে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। তারপর, বলরাম সহ ব্রজের অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খেলতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা গোপরমণীদের আনন্দ উৎপাদন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আকর্ষণীয় শিশুসুলভ চাপল্য দর্শন করে, সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বার বার শোনার জন্য মা যশোদার কাছে এসে এইভাবে বলতেন। 'হে সখী যশোদা, তোমার পুত্র কখনও গোদোহনের পূর্বেই আমাদের গৃহে এসে গোবৎসদের বন্ধন মুক্ত করে দেয়

এবং তার ফলে দুগ্ধবতী গাভী মুক্ত হলে সে হাসতে থাকে। কখনও কখনও সে চুরি করার নানা উপায় উদ্ভাবন করে সুস্বাদু দই, মাখন এবং দুধ চুরি করে ভক্ষণ করে। সেখানে বানরেরা সমবেত হলে, সে তাদেরও তা ভাগ করে দেয় এবং উদরপূর্তিবশত বানরেরা যখন আর খেতে চায় না, তখন সে পাত্রগুলি ভেঙে ফেলে। কখনও কখনও সে যদি কোন গৃহে মাখন এবং দুধ চুরি করার সুযোগ না পায়, তা হলে সে গৃহস্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে নিদ্রিত শিশুদের চিমটি কেটে কাঁদিয়ে দেয়। তারপর শিশুরা যখন ক্রন্দন করতে শুরু করে, তখন কৃষ্ণ পালিয়ে যায়। 'দধি এবং দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য যখন কৃষ্ণ ও বলরামের হাতের নাগালের বাইরে অনেক উঁচুতে শিকায় ঝুলানো থাকত, তখন তারা পিঁড়ির উপর উঠে অথবা উদূখলের উপর দাঁড়িয়ে তা লাভ করার উপায় রচনা করে থাকে। আর তা সত্ত্বেও যদি ঐ দ্রব্যের পাত্রের নাগালের বাইরে থাকে, তখন তারা পাত্রের তলায় ছিদ্র করার মতলব করে, সেই পাত্রটি ফুটো করে দেয়। যখন গোপীগণ গৃহকার্যে ব্যস্ত থাকেন, তখন কৃষ্ণ-বলরাম অন্ধকার গৃহে প্রবেশপূর্বক তাদের দেহের মূল্যবান মণির আলোকে সে স্থান আলোকিত করে, কর্তব্য কর্মের সময় প্রদীপস্বরূপে কল্পনা করে থাকে। 'কৃষ্ণের দুষ্টুমি ধরা পড়ে গেলে গৃহস্বামী যখন তাকে বলতেন, 'ওরে চোর!' এবং কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতেন, তখন কৃষ্ণ প্রগল্ভতা প্রকাশ করে বলতেন, 'আমি চোর নই, তুমিই চোর।' কখনও কখনও কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের গৃহের পরিষ্কার স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, কিন্তু সখী যশোদা, দেখ, এই পাকা চোরটি তোমার সামনে একটি সুশীল বালকের মতো বসে রয়েছে।' গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সভয় নয়নযুক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে যশোদার কাছে তাঁর চাপল্যের কথা প্রকাশ করতেন, তখন মা যশোদা সেই মজার কথা শুনে মৃদু হাসতেন এবং তাঁর প্রিয়তম শিশুটিকে তিরস্কার করতে পারতেন না।"

"একদিন শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরাম প্রমুখ গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করছিলেন, তখন তাঁর সাথীরা এসে মা যশোদার কাছে নিবেদন করেছিলেন, "মাতঃ, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে।' কৃষ্ণের খেলার সাথীদের কাছে সেই কথা শুনে, হিতৈষিণী মা যশোদা কৃষ্ণের হাত ধরে তর্জনকরে তাঁর মুখের ভিতর দেখে ভীত বিস্ফারিত নয়নে এই কথাগুলি বলেছিলেন। 'হে দুরন্ত কৃষ্ণ, তুমি কেন নির্জন স্থানে মাটি খেয়েছ? তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সহ তোমার খেলার সাথীরা সেই কথা বলছে। তুমি কেন এই কাজ করেছ?' কৃষ্ণ তখন বললেন—'মা আমি কখনও মাটি খাইনি। এরা সকলে মিথ্যাবাদী। তুমি যদি মনে কর যে এরা সত্যি কথা বলছে, তা হলে তুমি নিজেই আমার মুখের মধ্যে দেখ।' মা যশোদা কৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'যদি তুমি মাটি না খেয়ে থাক, তা হলে তোমার মুখ খোল।' এইভাবে মাতা কর্তৃক বাধিত হয়ে নন্দ মহারাজ এবং যশোদার পুত্র কৃষ্ণ একটি সাধারণ বালকের মতো লীলা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, তবুও তাঁর সেই ঐশ্বর্য মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম বিনষ্ট করেনি। তাঁর ঐশ্বর্য স্বাভাবিকভাবেই প্রদর্শিত হয়েছিল, কারণ কোন স্থিতিতেই তাঁর ঐশ্বর্যের আচ্ছাদন হয় না উপযুক্ত সময়ে তা প্রকাশিত হয়।"

"কৃষ্ণ যখন তাঁর মায়ের আদেশে তাঁর মুখব্যাদান করেছিলেন, তখন মা যশোদা তাঁর মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক, পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, ভূতল, প্রবাহ-বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, নক্ষত্র, জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, পবন, আকাশ, অহঙ্কারের বিকার থেকে সৃষ্ট সমস্ত বস্তু, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, তন্মাত্র, সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ, জীবের আয়ু, স্বভাব, কর্মফল এবং বিভিন্ন প্রকার শরীর দর্শন করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবন-ধাম সহ সমগ্র জগৎ এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও দর্শন করে তাঁর পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কায় ভীত হয়েছিলেন। (মা যশোদা মনে মনে বিতর্ক করতে লাগলেন—) এটি কি স্বপ্ন, অথবা দৈবশক্তির মোহময়ী সৃষ্টি? এটি কি আমার নিজের বুদ্ধির দ্বারা প্রকল্পিত হয়েছে, অথবা এটি আমার এই শিশুরই কোন যোগশক্তি? অতএব, যিনি চিত্ত, মন, কর্ম, বাণী এবং তর্কের অতীত, যিনি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যিনি সমগ্র জগৎ পালন করেন এবং যাঁর দ্বারা এই জগতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, আমি সেই ভগবানের শরণাগত হই এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তিনি সমস্ত চিত্ত, অনুমান এবং ধ্যানের অতীত। তিনি আমার জড় কার্যকলাপের

অতীত। ভগবানের অবাক প্রভাবে আমি মায়াভাবে মনে করছি যে, নন্দ মহারাজ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র এবং যেহেতু আমি নন্দ মহারাজের মহিষী, তাই সমস্ত গোধন সহ গোপ এবং গোপীরা আমার প্রজা। প্রকৃতপক্ষে, আমি ভগবানের নিত্য দাসী এবং তিনিই আমার পরম আশ্রয়।"

"ভগবানের কৃপায় মা যশোদা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার পরেই ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা তাঁকে পুনরায় বাৎসল্য প্রেমে মোহিত করে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ যোগমায়ার প্রভাবে কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করার ব্যাপার বিস্মৃত হয়ে, মা যশোদা পূর্বের মতো তাঁর পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তখন তাঁর সেই চিন্ময় পুত্রটির প্রতি তাঁর স্নেহ অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল। ভগবানের মহিমা বেদত্রয়, উপনিষদ্, সাংখ্যযোগ এবং অন্যান্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে কীর্তিত হয়, তবুও মা যশোদা সেই ভগবানকে তাঁর শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন।"

"মা যশোদার পরম সৌভাগ্যের কথা শুনে, পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে ব্রাহ্মণ, ভগবান যাঁর স্তন্য পান করেছিলেন, সেই যশোদাদেবী এবং নন্দ মহারাজ পূর্বে এমন কি তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা সেই প্রেমময়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ যদিও বসুদেব এবং দেবকীর প্রতি এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তবুও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উপর বাল্যলীলা উপভোগ করতে পারেননি, যা এতই মহান যে, কেবল তা কীর্তন করার ফলে জড় জগতের সমস্ত কলুষ দূর হয়ে যায়। নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা কিন্তু পূর্ণরূপে সেই সমস্ত লীলা উপভোগ করেছিলেন এবং তাই তাঁদের স্থিতি বসুদেব এবং দেবকী থেকে শ্রেষ্ঠ।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ এবং তাঁর পত্নী ধরা যখন ব্রহ্মার আদেশ পালন করছিলেন, তখন তাঁরা ব্রহ্মাকে বলেছিলেন—দয়া করে আমাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অনুমতি দিন, যাতে পরমপুরুষ বিশ্বেশ্বর ভগবানের প্রতি যেন আমাদের পরমা ভক্তি লাভ হয়, যে ভক্তির বলে জীব জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে। ব্রহ্মা যখন বলেছিলেন 'তথাস্তু', তখন তৎক্ষণাৎ মহাপুণ্য পরম সৌভাগ্যবান দ্রোণ ব্রজপুর বৃন্দাবনে পরম প্রসিদ্ধ নন্দ মহারাজরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর পত্নী ধরা মা যশোদারূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ। তারপর ভগবান যখন নন্দ মহারাজ এবং যশোদাদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁদের অবিচলিত বাৎসল্য প্রেম নিরন্তর বর্তমান ছিল এবং তাঁদের সান্নিধ্যে বৃন্দাবনবাসী সমস্ত গোপ এবং গোপীরাও কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মার বর সফল করার জন্য কৃষ্ণ বলরাম সহ ব্রজভূমি বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। তাঁর বিবিধ বাল্যলীলা প্রদর্শন করে, তিনি নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।"

নবম অধ্যায়

মা যশোদার রজ্জুর দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একদিন গৃহের সমস্ত পরিচারিকারা যখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন মা যশোদা স্বয়ং দধি মন্থন করতে শুরু করেছিলেন। দধি মন্থন করার সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণপূর্বক তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করে গান করছিলেন। যশোদাদেবী কেশর-পীত বর্ণের শাড়ি পরিধান করে, তাঁর বিশাল নিতম্বদেশে কোমরবন্ধ বেঁধে দধিমন্থন রজ্জু আকর্ষণ করছিলেন। তখন তাঁর হাতের কঙ্কণ ও কানের কুণ্ডল দোদুল্যমান ও শব্দায়মান হয়েছিল এবং তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। পুত্রস্নেহে তাঁর স্তনযুগল দুধের ধারায় সিক্ত হয়েছিল। তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়েছিল এবং তাঁর কবরী থেকে মালতী ফুল ঝরে পড়ছিল। মা যশোদা যখন দধিমন্থন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তন্যদুগ্ধ পান করার অভিলাষী হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর আনন্দ উৎপাদন করার জন্য মন্থনদণ্ড ধারণ করে তাঁর দধিমন্থন কার্যে বাধা দিয়েছিলেন। মা যশোদা তখন কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁকে স্তনদুগ্ধ পান করতে দিয়ে স্মিত হেসে তাঁর মুখকমল দর্শন করছিলেন। গভীর স্নেহে আপনা থেকেই তাঁর স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি যখন দেখেছিলেন যে, চুলার উপরে রাখা দুধের পাত্র থেকে দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি স্তনপানে অতৃপ্ত তাঁর পুত্রকে পরিত্যাগ করে দ্রুতবেগে প্রস্থান করেছিলেন। কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর অরুণবর্ণ ওষ্ঠদেশে দাঁত দিয়ে দংশনপূর্বক, কপট অশ্রুপাত করে একটি পাথরের টুকরো দিয়ে দধিভাণ্ডের পাত্র ভেঙেছিলেন। তারপর তিনি ঘরের ভিতর গিয়ে নির্জনে সদ্যমথিত ননী খেতে শুরু করেছিলেন। মা যশোদা চুলা থেকে গরম দুধ নামিয়ে রেখে, দধিমন্থন স্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, দধিভাণ্ড ভগ্ন হয়েছে এবং সেখানে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি কৃষ্ণেরই কার্য। কৃষ্ণ তখন উল্টোভাবে রাখা একটি উদূখলের উপর বসে তাঁর ইচ্ছামতো দই, ননী আদি দুগ্ধজাত দ্রব্য বানরদের বিতরণ করছিলেন। চুরি করার ফলে তাঁর মা তাঁকে তিরস্কার করতে পারেন বলে মনে করে, শঙ্কিতভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিলেন। মা যশোদা তখন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ধীরে ধীরে তাঁর পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মাকে ছড়ি হাতে সেখানে উপস্থিত দেখলেন, তখন তিনি দ্রুতবেগে উদূখলের উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে পলায়ন করেছিলেন, যেন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছেন। যাঁকে যোগীরা কঠোর তপস্যার বলে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করার দ্বারা ব্রহ্মে লীন হওয়ার চেষ্টা করেও তাঁকে প্রাপ্ত হয় না, মা যশোদা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে তাঁকে ধরার জন্য তাঁর পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। তাঁর পেছনে অনুধাবনকারিণী সুমধ্যমা যশোদাদেবীর গতি তাঁর নিতম্বভারে মন্থর হয়েছিল। দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের পিছনে ধাবিত হওয়ার ফলে তাঁর কবরী শিথিল হওয়াতে তা থেকে ফুলগুলি খসে পড়ে তাঁর অনুগমন করছিল। অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ফেলেছিলেন। মা যশোদা তাঁকে ধরে ফেললে, কৃষ্ণ কাতরভাবে তাঁর কাছে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। মা যশোদা তখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ ক্রন্দন করতে করতে তাঁর হাত দিয়ে নয়নযুগল মর্দন করার ফলে, তাঁর সারা মুখে কাজল লেগে গেছে। মা যশোদা তখন তাঁর সুন্দর পুত্রটিকে হাত দিয়ে ধরে মৃদু ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। মা যশোদা সর্বদাই কৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহে বিহ্বল থাকতেন এবং তাই তিনি জানতেন না শ্রীকৃষ্ণ কে এবং তাঁর প্রভাব কি রকম। কৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহবশত তিনি কখনও জানার চেষ্টাও করেননি যে, তিনি কে ছিলেন? তাই তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্রটি অত্যন্ত ভীত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি ফেলে দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি আর কোন দুষ্টুমি না করতে পারেন।"

"ভগবানের আদি-অন্ত নেই, বাহ্য-অন্তর নেই, পূর্ব-পশ্চাৎ নেই। অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি কালের নিয়ন্ত্রণাধীন নন, তাই তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর নিজ স্বরূপে নিত্য বর্তমান। চিন্ময়ত্বের অতীত পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে, যদিও তিনি সব কিছুরই কার্য এবং কারণ, তবুও তিনি কার্য এবং কারণের ভেদজ্ঞান থেকে মুক্ত। সেই অব্যক্ত পুরুষ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত, তিনি এখন একটি নরশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে দড়ি দিয়ে একটি উদূখলে বেঁধে রেখেছেন। মা যশোদা যখন অপরাধী বালকটিকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, বন্ধন রজ্জুটি দুই আঙ্গুল পরিমাণ ছোট। তাই তিনি তখন সেই রজ্জুটির সঙ্গে আর একটি রজ্জু যুক্ত করেছিলেন। সেই নতুন রজ্জুটিও দুই আঙ্গুল ছোট

মায়ের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ তা আনার চেষ্টা করতেন। কখনও কখনও তিনি যেন তা ওঠাতে অক্ষম, এইভাবে তিনি তা ছুঁয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কখনও আবার তাঁর আত্মীয়বর্গের হর্ষ উৎপাদন করার জন্য তাঁর হাত তুলে বিক্রম প্রকাশ করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের বশ্য কিভাবে বশীভূত হন, তা তাঁর কার্যকলাপ দ্বারসময়ে সমগ্র জগতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের নিকট প্রদর্শন করেছিলেন: এইভাবে তিনি তাঁর বাল্যোচিত কার্যকলাপের দ্বারা ব্রজবাসীদের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।"

"একসময় এক ফল বিক্রেতিনী 'হে ব্রজবাসীগণ, তোমরা যদি ফল কিনতে চাও, তা হলে এখানে এস।' বলে ফল বিক্রয় করছিল, তখন সর্বফল প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ ফল লাভের উদ্দেশ্যে কিছু ধান নিয়ে তার বিনিময়ে ফল গ্রহণের আশায় সেখানে গিয়েছিলেন। দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে প্রায় সমস্ত ধান পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ফল বিক্রেতিনী কৃষ্ণের দু হাত ভরে ফল দিয়েছিল এবং তার ফলে তার ফলের ঝুড়িটি তৎক্ষণাৎ মণি-মাণিক্যে পূর্ণ হয়েছিল।"

"যমলার্জুন বৃক্ষ উৎপাটনের পর, একদিন রোহিণীদেবী নদীর তীরে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত কৃষ্ণ এবং বলরামকে ডাকতে গিয়েছিলেন। অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলায় অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, রোহিণীদেবীর আহ্বানে কৃষ্ণ এবং বলরাম ঘরে ফিরে এলেন না। তাই রোহিণীদেবী মা যশোদাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ডেকে আনতে, কারণ মা যশোদা কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি অধিক স্নেহশীলা ছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের খেলায় এত আসক্ত ছিলেন যে, অনেক বেলা হয়ে গেলেও তাঁরা তাঁদের খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলছিলেন। তাই মা যশোদা তাঁদের খাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি তাঁর বাৎসল্য স্নেহবশত তাঁর স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল। মা যশোদা বললেন—হে বৎস কৃষ্ণ, হে কমললোচন, তুমি এখন আমার কাছে এসে স্তন পান কর। হে বৎস, তুমি নিশ্চয়ই এখন ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েছ এবং এতক্ষণ ধরে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়েছ। আর এখন খেলার প্রয়োজন নেই। হে কুলনন্দন, বৎস বলদেব, তোমার ছোট ভাই কৃষ্ণসহ শীঘ্র এখানে এস। তোমরা সেই সকালবেলায় ভোজন করেছ, অতএব এখন তোমাদের ভোজন করা উচিত। হে বৎস বলরাম, নন্দ মহারাজ ভোজন অভিলাষী হয়ে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অতএব আমাদের আনন্দ বিধানের জন্য এখানে এস। কৃষ্ণ এবং তোমার সঙ্গে যে সমস্ত ছেলেরা খেলা করছে, তারাও এখন তাদের ঘরে ফিরে যাক।"

"মা যশোদা কৃষ্ণকে বললেন—হে বৎস, সারাদিন খেলা করার ফলে তোমার শরীর ধুলায় মলিন হয়েছে, অতএব এখন এস, স্নান করে পরিষ্কার হবে। আজ তোমার জন্মনক্ষত্র। তাই পবিত্র হয়ে ব্রাহ্মণদের গাভী দান কর। দেখ দেখ, তোমাদের সমবয়সী খেলার সাথীরা তাদের মায়েদের দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত হয়েছে। তোমরাও এখন স্নান এবং আহার করে অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত হও। তারপর তোমরা আবার তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পার। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মা যশোদা গভীর স্নেহের ফলে সমস্ত ঐশ্বর্যের চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। তার ফলে তিনি বলরাম সহ তাঁর হাত ধরে তাঁকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর তাঁদের স্নান, প্রসাধন এবং ভোজন করিয়েছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর একসময় বৃন্দাবনে মহা উৎপাত হচ্ছে দেখে নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃদ্ধ গোপগণ সকলে মিলিত হয়ে বিবেচনা করেছিলেন, ব্রজে যে বার বার উপদ্রব হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য কি করা কর্তব্য। গোকুলের সেই সভায় দেশ, কাল ও অর্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানে ও বয়সে সব চাইতে প্রবীণ উপানন্দ নামক গোপ রাম এবং কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য এই উক্তিটি করেছিলেন—হে গোপগণ, গোকুলের হিতসাধন করার জন্য আমাদের এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। কারণ রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বালকদের প্রাণ বিনাশক নানা প্রকার মহা উৎপাত এখানে সর্বদা ঘটছে। বালক কৃষ্ণ কেবল ভগবানেরই কৃপায়, তাকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর পূতনা রাক্ষসীর হাত থেকে কোন না কোনভাবে রক্ষা পেয়েছিল। তারপর, পুনরায় ভগবানেরই কৃপায় শকটটি তার উপর পড়েনি। তারপর ঘূর্ণিবাতরূপী তৃণাবর্ত নামক দৈত্য তাকে হত্যা করার জন্য ভয়ঙ্করভাবে আকাশে

উড়িয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখান থেকে দৈত্যটি শিলার উপর পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা তাঁর পার্ষদেরা শিশুটিকে রক্ষা করেছিলেন। তেমনিই, বৃক্ষ দুটির পতন হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ অথবা তার খেলার সাথীদের মৃত্যু হয়নি, যদিও তখন বৃক্ষ দুটির অতি নিকটে তারা বসবাসে ছিল। সেটিও ভগবানেরই কৃপা বলে মনে করতে হবে। এই সমস্ত উপদ্রব যেন অদৃষ্ট অসুরের দ্বারা হচ্ছে। অন্য কোন উৎপাত করতে আসার পূর্বেই, আমাদের কর্তব্য এই সমস্ত বালকদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া, যেখানে এই রকমের কোন উৎপাত হবে না। নন্দীশ্বর এবং মহাবনের মাঝখানে বৃন্দাবন নামক একটি স্থান রয়েছে। এই স্থানটি অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ সেখানে গাভী আদি পশুদের জন্য সুন্দর সবুজ ঘাস, লতা এবং গুল্ম রয়েছে। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর কানন এবং উঁচু পর্বত রয়েছে এবং সেই স্থানটি গোপ, গোপী এবং আমাদের পশুদের সুখদায়ক সমস্ত সুযোগ সুবিধায় পূর্ণ। অতএব চল, আমরা আজই এখনই সেখানে যাই। আর বিলম্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা যদি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হও, তা হলে এখনই সমস্ত শকট প্রস্তুত করে গাভীদের পুরোভাগে নিয়ে চল এবং আমরা সেখানে গমন করি।"

"উপানন্দের সেই উপদেশ শ্রবণ করে সমস্ত গোপেরা একমত হয়ে 'সাধু সাধু' বলে তা সমর্থন করেছিলেন এবং তাঁদের গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণ, পরিধেয় এবং অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী শকটে স্থাপন করে, তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন বৃদ্ধ, বালক, রমণী এবং গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণ শকটে স্থাপন করে এবং গাভীদের সামনে রেখে গোপেরা অতি যত্নে ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক ভেরী এবং তূর্যের শব্দে চতুর্দিক মুখরিত করে তাঁদের পুরোহিতগণ সহ যাত্রা শুরু করেছিলেন। গোপ রমণীরা সুন্দর বসনে সজ্জিত হয়ে নব কুঙ্কুমের দ্বারা তাঁদের স্তনযুগল রঞ্জিত করে, কণ্ঠদেশে পদক ধারণপূর্বক শকটে আরোহণ করেছিলেন এবং গমনকালে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরামের বিরহ সহনে অশক্ত মা যশোদা এবং রোহিণী দেবী কৃষ্ণ এবং বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের লীলা শ্রবণ করতে করতে শকটে আরোহণ করেছিলেন।

এই অবস্থায় তখন তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা সমস্ত ঋতুতে সকল সুখদায়ক বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করে, শকটসমূহের দ্বারা অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁদের সাময়িক নিবাসস্থান রচনা করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রাম এবং কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন, গোবর্ধন এবং যমুনা নদীর তট দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। এইভাবে কৃষ্ণ এবং বলরাম ছোট বালকদের মতো আধো আধো করে কথা বলে সমস্ত ব্রজবাসীদের দিব্য আনন্দ প্রদান করেছিলেন। যথাসময়ে তাঁরা গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণ করার উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের গৃহের অদূরে নানাবিধ খেলার উপকরণ নিয়ে, অন্য গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন এবং গোবৎস চারণ করেছিলেন। কখনও কখনও কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের বেণু বাজাতেন, কখনও কখনও তাঁরা গাছ থেকে ফল পাড়বার জন্য সুতায় পাথর বেঁধে তা ছুঁড়তেন, কখনও কখনও তাঁরা কেবল পাথরই ছুঁড়তেন এবং কখনও অন্যরা তাঁদের পায়ের নূপুর বাজাতে থাকলে আমলকী আদি ফল নিয়ে বল নিয়ে তা খেলা করে খেলতেন। কখনও কখনও তাঁরা কম্বল দিয়ে নিজেদের ঢেকে কৃত্রিম গাভী এবং বৃষরূপ ধারণ করে উচ্চস্বরে শব্দ করে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন এবং কখনও আবার তাঁরা অন্যান্য পশুদের রব অনুকরণ করতেন। এইভাবে তাঁরা দুটি সাধারণ বালকের মতো বিহার করেছিলেন।"

"একদিন রাম এবং কৃষ্ণ যখন তাঁদের খেলার সাথীদের সঙ্গে যমুনার তীরে গোবৎস চারণ করছিলেন, তখন তাঁদের বধ করার জন্য একটি অসুর সেখানে আসে। ভগবান যখন দেখলেন যে, একটি অসুর গোবৎসের রূপ ধারণ করে গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তখন তিনি বলদেবকে সেই অসুরটি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আর একটি অসুর এখানে এসেছে।' তারপর তিনি ধীরে ধীরে সেই অসুরটির কাছে গিয়েছিলেন, যেন তিনি অসুরটির অভিপ্রায় কিছুই বুঝতে পারেননি। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরটির পিছনের পা এবং লেজটি ধরে প্রচণ্ড বেগে অসুরটি ঘোরাতে ঘোরাতে মারা পর্যন্ত তা ঘোরাতে থাকেন এবং তারপর তা একটি কপিত্থ বৃক্ষের

উপর ছুড়ে ফেলেন। যখন সেই বিশালকায় দৈত্যের দেহের ভারে কপিত্থ বৃক্ষটি ভেঙে পড়ে, তখন সেই অসুরটির দেহটিও ভূপতিত হয়। অসুরের মৃত দেহটি দর্শন করে সমস্ত গোপবালকেরা উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠেছিলেন, 'কৃষ্ণ! খুব ভাল হয়েছে! খুব ভাল হয়েছে! তোমাকে ধন্যবাদ!' স্বর্গের দেবতারাও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তাঁরা ভগবানের উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। সেই অসুরটিকে সংহার করার পর কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করেছিলেন এবং গোবৎসদের চালনা করতে করতে ইতস্তত বিচরণ করেছিলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম সমস্ত জগতের পালক, কিন্তু এখন তাঁরা গোপবালক রূপে গোবৎসদের পালন করেছিলেন।"

"একদিন কৃষ্ণ-বলরাম সহ সমস্ত বালকেরা তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসদের জল পান করাবার জন্য জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাদের জল পান করিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁরা নিজেরাও জল পান করেছিলেন। বালকেরা সেই জলাশয়ের নিকটে বজ্রাঘাতে ভগ্ন গিরিশৃঙ্গ সদৃশ একটি বিশাল শরীর দর্শন করেছিলেন। এই প্রকার এক বিশাল প্রাণী দর্শন করে তাঁরা ভীত হয়েছিলেন। সেই বিশালকায় অসুরটি ছিল বকাসুর। সে এক তীক্ষ্ণচঞ্চু বকের রূপ ধারণ করেছিল। সেখানে এসে সে সহসা শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছিল। বলরাম এবং অন্যান্য বালকেরা যখন দেখলেন যে, বিশাল বকটি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা প্রাণহীন ইন্দ্রিয়ের মতো প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। ব্রহ্মারও পিতা গোপাল-বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ অগ্নির মতো উত্তপ্ত হয়ে সেই অসুরের তালুমূল দহন করেছিলেন এবং তার ফলে সেই বকাসুর তৎক্ষণাৎ তাঁকে উদ্গীরণ করেছিল। কৃষ্ণকে গ্রাস করা সত্ত্বেও অক্ষত দেখে, সে পুনরায় তার তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল। বৈষ্ণবদের পতি শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, কংসের সখা বকাসুর পুনরায় তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে, তখন তিনি তাঁর হস্ত দিয়ে সেই অসুরের চঞ্চুদ্বয় ধারণ করে সমস্ত গোপবালকদের সম্মুখে বীরণ ঘাসের মতো তাকে দ্বিধা বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে অসুরটিকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদেরও আনন্দ বিধান করেছিলেন।

তখন স্বর্গের দেবতারা বকাসুরের শত্রু শ্রীনন্দনের উপর নন্দনকানন জাত মল্লিকা পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন এবং দুন্দুভি ও শঙ্খ বাজিয়ে তাঁরা স্তব করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তা দেখে গোপবালকেরা বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রাণ ফিরে এলে যেমন ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হয়, তেমনই এই বিপদ থেকে কৃষ্ণ মুক্ত হলে, বলরাম প্রভৃতি বালকেরা যেন তাঁদের প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁরা সুখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তারপর তাঁদের নিজ নিজ গোবৎসদের একত্র করে তাঁরা ব্রজভূমিতে ফিরে গিয়ে, উচ্চস্বরে সেই ঘটনাটি কীর্তন করেছিলেন।"

"বকাসুর বধের ঘটনা শ্রবণ করে গোপ এবং গোপীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে এবং সেই ঘটনা শ্রবণ করে তাঁদের মনে হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বালকেরা যেন মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন। তাই তাঁরা নীরব নয়নে শ্রীকৃষ্ণ এবং বালকদের দর্শন করতে লাগলেন এবং তাঁদের নিরাপদ দেখে তাঁদের থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না।"

"নন্দ মহারাজ আদি গোপেরা বলতে লাগলেন—এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এই বালক শ্রীকৃষ্ণের অনেক প্রকার মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই সমস্ত ভয়ের কারণেরই মৃত্যু হয়েছে। এই সমস্ত দৈত্যেরা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তারা মৃত্যুর কারণ হলেও এই বালক কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, যেহেতু তারা একটি অসহায় বালককে হত্যা করতে এসেছিল, তাই তার কাছে আসামাত্রই তারা অগ্নিতে পতঙ্গের মতো নিহত হয়েছে। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞদের বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, গর্গমুনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা এখন আমরা সবিস্তারে অনুভব করছি। এইভাবে নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপেরা পরম আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের লীলা সম্বন্ধীয় কথা আস্বাদন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা সংসার-দুঃখ অনুভব করেননি। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম লুকোচুরি খেলা, সেতুনির্মাণ এবং বানরের মতো লম্ফন প্রভৃতি শিশুসুলভ খেলায় রত থেকে ব্রজভূমিতে তাঁদের শৈশব অতিবাহিত করেছিলেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

অঘাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রাতঃভোজন করার মনস্থ করেছিলেন। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি তাঁর শৃঙ্গধ্বনির দ্বারা সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের নিদ্রোত্থিত করেছিলেন। তারপর কৃষ্ণ এবং গোপবালকেরা তাঁদের বৎসদের সামনে নিয়ে ব্রজভূমি থেকে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তখন শত-সহস্র গোপবালকেরা তাঁদের শত-সহস্র গোবৎসদের সামনে নিয়ে ব্রজভূমিতে তাঁদের গৃহ থেকে আনন্দে বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সেই বালকেরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁরা সকলেই খাবারের ঝোলা, শিঙা, বেণু এবং গোচারণ তাড়নের যষ্টি ধারণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক এবং তাঁদের গোবৎসদের সহ বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তখন অসংখ্য গোবৎস একত্রিত হয়েছিল। তারপর সমস্ত গোপবালকেরা আনন্দে মত্ত হয়ে সেই বনে খেলা করতে শুরু করেছিলেন। যদিও সেই সমস্ত বালকদের মায়েরা তাঁদের কাচ, গুঞ্জা, মুক্তা এবং স্বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা সাজিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা যখন বনে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা ফল, সবুজ পাতা, ফুলের স্তবক, ময়ূরপুচ্ছ এবং কোমল রঙিন ধাতুর দ্বারা নিজেদের আরও অলঙ্কৃত করেছিলেন। গোপবালকেরা পরস্পরের খাবারের ঝোলা চুরি করতেন। কোন বালক যখন বুঝতে পারতেন যে, তাঁর ঝোলাটি কেউ চুরি করে নিয়েছে, তখন অন্য বালকেরা সেটি দূরে ছুঁড়ে দিতেন এবং সেখানে যে সমস্ত বালকেরা ছিল, তাঁরা তা নিয়ে আরও দূরে ছুঁড়ে দিতেন। যাঁর ঝোলা তিনি যখন কাঁদতেন, তখন অন্য বালকেরা হাসতে হাসতে তাঁকে তা ফিরিয়ে দিতেন। কৃষ্ণ যদি কখনও বনের শোভা দর্শন করার জন্য দূরে চলে যেতেন, তখন বালকেরা 'আমি ছুটে গিয়ে প্রথমে কৃষ্ণকে স্পর্শ করব। আমি কৃষ্ণকে প্রথমে স্পর্শ করব!' বলে ছুটে গিয়ে কৃষ্ণকে স্পর্শ করে আনন্দ লাভ করতেন। এই সমস্ত বালকেরা বিভিন্নভাবে খেলা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বাঁশি বাজাতেন, কেউ শিঙাধ্বনি করতেন, কেউ ভ্রমরের গুঞ্জনের অনুকরণ করতেন, অন্য কেউ কোকিলের কূজনের অনুকরণ করতেন। কেউ মাটিতে উড়ন্ত পাখির ছায়ার পিছনে ধাবিত হয়ে পাখির ওড়ার অনুকরণ করতেন, কেউ হংসের মনোহর গতির অনুকরণ করতেন। কেউ বকের অনুকরণে তাদের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতেন এবং অন্য কেউ ময়ূরের নৃত্যের অনুকরণ করতেন। কোন কোন বালক বৃক্ষস্থ বানর-শিশুদের আকর্ষণ করতেন, কেউ-বা তাদের সঙ্গে বৃক্ষে আরোহণ করে মুখভঙ্গি করতেন এবং অন্য কেউ এক শাখা থেকে অন্য শাখায় লাফ দিতেন। কোন বালক ঝরনার দিকে ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে জলপ্রবাহ লঙ্ঘন করতেন এবং জলে তাঁদের প্রতিবিম্বের প্রতি উপহাস করতেন। তাঁরা তাঁদের প্রতিধ্বনির প্রতি দুর্বচনও করতেন। এইভাবে সমস্ত গোপবালকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের কাছে ব্রহ্মানন্দের উৎসস্বরূপ, দাস্যভাবাপন্ন ভক্তদের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদের কাছে এক সাধারণ নরশিশুরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতেন। সেই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে এইভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য কে নিরূপণ করতে পারে? যোগীরা বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে অত্যন্ত কঠোরভাবে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি অনুশীলনের দ্বারা কঠোর তপস্যা করে, তাঁদের চিত্ত স্থির করা সত্ত্বেও যে ভগবানের চরণরেণু লাভ করতে পারেন না, তিনি স্বয়ং ব্রজবাসীদের নেত্রগোচর হয়ে তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। সেই ব্রজবাসীদের মহাসৌভাগ্যের কথা কে বর্ণনা করতে পারে?"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর সেখানে অঘাসুর নামক এক মহাদৈত্য আবির্ভূত হয়েছিল, দেবতারা যার

মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। দেবতারা প্রতিদিন অমৃত পান করেন, কিন্তু তাঁরাও সেই মহা অসুরের ভয়ে ভীত হয়ে তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। বৃন্দাবনে গোপবালকেরা যে দিব্য আনন্দ উপভোগ করছিলেন সেই অসুরটি তা সহ্য করতে পারেনি। কংস কর্তৃক প্রেরিত অঘাসুর ছিল পূতনা এবং বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাই সে কৃষ্ণ প্রমুখ গোপবালকদের দর্শন করে চিন্তা করেছিল, 'এই কৃষ্ণ আমার ভগ্নী এবং ভ্রাতা, পূতনা ও বকাসুরকে বধ করেছে। তাই তাদের উদ্দেশ্যে তৃপ্তি সাধনের জন্য, আমি এই কৃষ্ণকে তার অনুচর অন্যান্য গোপবালকগণ সহ হত্যা করব।' অঘাসুর চিন্তা করেছিল—আমি যদি কৃষ্ণ এবং তার অনুচরদের আমার পরলোকগত ভ্রাতা এবং ভগ্নীর তৃপ্তির জন্য তিল এবং জলরূপে ব্যবহার করতে পারি, তা হলে আপনা থেকেই সমস্ত ব্রজবাসীদেরও মৃত্যু হবে, কারণ এই সমস্ত বালকেরা তাদের প্রাণস্বরূপ। প্রাণ না থাকলে দেহের অবস্থান থাকে না, তেমনই, তাদের পুত্রদের মৃত্যু হলে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ব্রজবাসীদেরও মৃত্যু হবে। এইভাবে বিবেচনা করে সেই খলপ্রকৃতি অঘাসুর এক বিশাল পর্বতের মতো স্থূল এবং এক যোজন দীর্ঘ এক বিশাল অজগরের রূপ ধারণ করেছিল। সেই অদ্ভুত অজগরের রূপ ধারণ করে, সে এক বিশাল পর্বতের কন্দরে গুহার মতো তার মুখ বিস্তার করে, কৃষ্ণ এবং তাঁর সহচর গোপবালকদের গ্রাস করার জন্য পথে শয়ন করেছিল। তার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবীতে এবং উপরের ওষ্ঠ আকাশের মেঘ স্পর্শ করছিল। তার মুখের প্রান্তভাগ ছিল বিশাল পর্বতের গুহার মতো এবং তার মুখের মধ্যভাগ অত্যন্ত অন্ধকারময় ছিল। তার জিহ্বা বিস্তৃত পথের মতো, তার নিঃশ্বাস প্রখর উষ্ণ বায়ুর মতো এবং তার চোখ দুটি ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো। সেই অসুরের বিশাল অজগরের মতো অদ্ভুত রূপ দর্শন করে বালকেরা মনে করেছিলেন যে, সেটি নিশ্চয় বৃন্দাবনের একটি রম্য স্থান। তারপর তাঁরা সেটির সঙ্গে এক বিশাল অজগরের মুখের সাদৃশ্য কল্পনা করেছিলেন। অর্থাৎ, বালকেরা নির্ভয়ে মনে করেছিলেন যে, এটি তাঁদের লীলা উপভোগের জন্য এক বিশাল অজগরের আকৃতি অনুসারে তৈরি একটি মূর্তি। বালকেরা বলেছিল—হে বন্ধুগণ। এটি কি মৃত, নাকি একটি জীবন্ত অজগর আমাদের গ্রাস করার জন্য মুখ বিস্তার করে রয়েছে? আমাদের এই সন্দেহ দূর কর। তারপর তাঁরা স্থির করেছিলেন—হে বন্ধুগণ। তিনিই বলেন, এটি নিশ্চয়ই একটি জীবন্ত প্রাণী, যে আমাদের গ্রাস করার জন্য এখানে বসে আছে। তার উপরের ওষ্ঠ সূর্যকিরণে রঞ্জিত মেঘের মতো এবং নিম্ন ওষ্ঠ সেই মেঘের রক্তিম প্রতিবিম্বের মতো। বাম এবং দক্ষিণে যে দুটি পর্বতের গুহা, সেগুলি তার মুখের প্রান্তদ্বয় এবং উচ্চ পর্বত শৃঙ্গগুলি তার দাঁত। এই পথটির বিস্তার দৈর্ঘ্য এবং তার একটি বিস্তৃত পথের মতো এবং তার মুখগহ্বর পর্বতের গুহার মতো অতিশয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। দাবানলের মতো উষ্ণ বায়ু তার মুখ থেকে নির্গত নিঃশ্বাস এবং সে যে-সমস্ত প্রাণীদের আহার করেছে, তাদের মৃতদেহ থেকে পচা মাংসের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তখন বালকেরা বলেছিলেন, 'এই প্রাণীটি কি এখানে আমাদের গ্রাস করতে এসেছে? তাই যদি হয়ে থাকে, তা হলে সে এখুনি বকাসুরের মতো নিহত হবে।' তারপর তাঁরা বকাসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে দিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে ও করতালি দিতে দিতে তাঁরা সেই অজগরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন।"

"সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম অজগরটি সম্বন্ধে বালকদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলেন। তাঁরা জানতেন না যে, সেটি প্রকৃতপক্ষে ছিল অঘাসুর নামক একটি অসুর, যে একটি অজগরের রূপ ধারণ করেছিল। সেই কথা জেনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখীদের সেই অসুরটির মুখে প্রবেশ করতে নিষেধ করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ যখন চিন্তা করছিলেন কিভাবে গোপবালকদের অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করা থেকে নিবৃত্ত করা যায়, ততক্ষণে তাঁরা অসুরটির মুখের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অসুরটি কিন্তু তাঁদের গিলে ফেলেনি, কারণ সে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত তার আত্মীয়দের কথা চিন্তা করে, তার মুখে কৃষ্ণের প্রবেশের প্রতীক্ষা করছিল। কৃষ্ণ দেখেছিলেন যে, সমস্ত গোপবালকেরা, যাঁরা তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানতেন না, তাঁরা তাঁর হাতের বাইরে চলে গেছেন এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী অঘাসুরের উদরে অগ্নিতে তৃণের মতো প্রবেশ করেছেন এবং তাঁরা এখন সম্পূর্ণ অসহায়। কৃষ্ণের পক্ষে তাঁর

গোপবালকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসহনীয় ছিল। তাই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা যেন তা আয়োজিত হয়েছে দেখে, কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি যে এখন কি করা কর্তব্য, তা বুঝে উঠতে পারেননি। এখন কি করা কর্তব্য? এই অসুরটির সংহার এবং ভক্তদের জীবন রক্ষা কি করে একসঙ্গে করা সম্ভব? অনন্ত শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ সেই দুটি কার্য সম্পাদনের উপায় স্থির করার জন্য অল্পক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন এবং তারপর সেই উপায় স্থির করে তিনি অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন। কৃষ্ণ যখন অঘাসুরের মুখে প্রবেশ করেছিলেন, তখন মেঘের অন্তরালে দেবতারা ভয়ে হাহাকার করে উঠেছিলেন এবং অঘাসুরের বান্ধব কংস আদি অসুরেরা আনন্দিত হয়েছিল।"

"অবিনাশী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মেঘের অন্তরালে দেবতাদের হাহাকার শ্রবণ করেছিলেন, তখন তিনি নিজেকে এবং তাঁর সহচর গোপবালকদের রক্ষা করার জন্য তাঁদের চূর্ণ করতে অভিলাষী অসুরটির গলার ভিতরে নিজেকে বর্ধিত করতে লাগলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরীর বর্ধন করার ফলে, অসুরটি যদিও এক বিশাল আকৃতি ধারণ করেছিল, তবুও তার শ্বাসরুদ্ধ হয় এবং তার চোখ দুটি বেরিয়ে আসে। অসুরটির প্রাণবায়ু কিন্তু কোন নির্গমনের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি এবং তাই অবশেষে অসুরটির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তা বেরিয়ে এসেছিল। অসুরের সমস্ত প্রাণ মস্তকের সেই ছিদ্রপথে বহির্গত হলে, শ্রীকৃষ্ণ মৃত গোবৎস এবং গোপবালকদের তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁদের পুনরায় জীবিত করেছিলেন। তারপর মুক্তিদাতা মুকুন্দ তাঁর সখা এবং বৎসগণ সহ অসুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই বিশাল অজগরের শরীর থেকে দশ দিক উদ্ভাসিত করে এক মহাজ্যোতি নির্গত হয়ে, মৃত শরীরের মুখ থেকে শ্রীকৃষ্ণের বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আকাশে অবস্থান করছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে এলে, দেবতাদের সম্মুখে সেই জ্যোতি কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেছিল। তারপর, সকলে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, দেবতারা নন্দনকাননের জাত পুষ্প বর্ষণ করতে শুরু করেছিলেন, স্বর্গের অপ্সরারা নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন এবং গন্ধর্বরা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। বাদকেরা দুন্দুভি বাজাতে শুরু করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে স্তব করেছিলেন। এইভাবে, স্বর্গ এবং পৃথিবী উভয় স্থানে সকলেই তাঁদের নিজ নিজ কার্য অনুসারে জয় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। ব্রহ্মা যখন তাঁর ধামের নিকটে সঙ্গীত, বাদ্য এবং জয়ধ্বনি সমন্বিত সেই উৎসবের ধ্বনি শ্রবণ করেছিলেন, তখন তিনি সেই উৎসব দর্শন করতে সত্বর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহিমা দর্শন করে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অঘাসুরের অজগররূপী শরীরটি শুকিয়ে গিয়ে কেবল একটি বিশাল চর্মরূপে বৃন্দাবনে ব্রজবাসীদের একটি দর্শনীয় স্থানরূপে দীর্ঘকাল সেখানে ছিল। শ্রীকৃষ্ণের নিজেকে এবং তাঁর সহচরদের মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার এবং মহাদর্শনকারী অঘাসুর মোক্ষদের সেই ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন কৃষ্ণের বয়স ছিল পাঁচ বছর। ব্রজভূমিতে সেই ঘটনাটি এক বছর পরে, যেন সেই দিনই ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রকাশ করা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণের পরম কারণ। জড় জগতের কার্য এবং কারণ, উচ্চ ও নীচ, সব কিছুই পরম নিয়ন্তা ভগবানেরই দ্বারা সৃজিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশতই করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য প্রদর্শন করা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এমনই মহাকৃপা প্রদর্শন করেছিলেন যে, মহাপাপী অঘাসুরও সারূপ্য মুক্তি লাভ করে তাঁর পার্ষদত্ব লাভ করেছিল, যা জড় জগতের পাপপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে লাভ করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। কেউ যদি কেবল একবার মাত্র ভগবান কৃষ্ণের ভগবানের অপ্রতিহত রূপকে মনে মনে স্থাপন করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন, যা অঘাসুরের হয়েছিল। তা হলে, যিনি সমস্ত জীবের চিন্ময় আনন্দের উৎস এবং যাঁর প্রভাবে মায়া সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সেই স্বয়ং অবতারী ভগবান যখন যাঁদের অন্তরে প্রবিষ্ট হন, অথবা যাঁরা সর্বদা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"হে তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে তিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা শ্রবণ করে পরীক্ষিৎ মহারাজের চিত্ত স্থির হয়েছিল এবং তিনি পুনরায় শুকদেব গোস্বামীর কাছে সেই সমস্ত পুণ্য লীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হে মহর্ষি, অতীতে যা ঘটেছিল তা বর্তমানে ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হল কেন? শ্রীকৃষ্ণ কৌমার অবস্থায় অঘাসুর বধের লীলাবিলাস করেছিলেন। তা হলে তাঁর পৌগণ্ড অবস্থায় সেই ঘটনাটি সম্প্রতি ঘটেছে বলে বালকেরা বর্ণনা করলেন কেন? হে মহাযোগী, গুরুদেব, আপনি দয়া করে বলুন কেন তা হয়েছিল। আমি তা জানতে অত্যন্ত উৎসুক। আমার মনে হয় এটি শ্রীকৃষ্ণের অন্য আর একটি মায়া ব্যতীত আর কিছু না। হে গুরুদেব, আমরা যদিও নিকৃষ্টতম ক্ষত্রিয়, তবুও আমরা ধন্য, কারণ আমরা আপনার কাছে ভগবানের পরম পবিত্র কথামৃত শ্রবণ পান করার সুযোগ লাভ করেছি।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"হে ভগবদ্ভক্তপ্রবর শৌনক, মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে প্রশ্ন করলে, শুকদেব গোস্বামীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি অপহৃত হয়েছিল। তিনি অতি কষ্টে বাহ্যজ্ঞান লাভ করে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে কৃষ্ণকথা বলতে শুরু করলেন।"

❦ ❦ ❦

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক গোপবালক এবং গোবৎস হরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে ভক্তশ্রেষ্ঠ, পরম ভাগ্যবান পরীক্ষিৎ, আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। যেহেতু নিরন্তর ভগবানের লীলা শ্রবণ করা সত্ত্বেও আপনি তা নিত্য নতুন বলে অনুভব করছেন। জীবনের সার গ্রহণকারী পরমহংসে ভক্তদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত এবং তিনিই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করাই তাঁদের স্বভাব, যেন সেই বিষয়গুলি নিত্য নতুন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির যেমন নারী এবং যৌন বিষয়ের প্রতি আসক্ত, ভক্তরাও তেমনই কৃষ্ণকথার প্রতি আসক্ত। হে রাজন্, গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। ভগবানের লীলা যদিও অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবুও আমি আপনার কাছে সেই বিষয়ে বলব, কারণ গুরুগণ অনুগত প্রিয় শিষ্যের কাছে অত্যন্ত গুহ্যতত্ত্ব বলে থাকেন। মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুরের মুখ থেকে গোপবালক এবং গোবৎসদের রক্ষা করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নদীর তীরে নিয়ে এসে বলেছিলেন, 'হে বন্ধুগণ, দেখ এই নদীর তীর মনোরম পরিবেশের প্রভাবে কি অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। আর দেখ বিকশিত পদ্মফুলগুলি কিভাবে তাদের সৌরভের দ্বারা ভ্রমর এবং পাখিদের আকর্ষণ করছে। ভ্রমরের গুঞ্জন এবং পাখিদের কলরব বনপ্রান্তিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখানকার বালুকা অত্যন্ত নির্মল এবং কোমল। তাই এটিই আমাদের খেলার সর্বোত্তম স্থান। আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং অনেক বেলাও হয়ে গেছে। তাই আমার মনে হয়, এখানেই আমাদের ভোজন করা উচিত। গোবৎসেরা এখানে জলপান করে কাছেই ধীরে ধীরে তৃণ ভক্ষণ করুক।' শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নিয়ে, গোপবালকেরা গোবৎসদের নদী থেকে জলপান করাতে নিয়েছিলেন এবং তারপর সবুজ কোমল তৃণময় ক্ষেত্রে তাদের চরতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর বালকেরা তাদের খাবারের ঝোলা খুলে মহা আনন্দে কৃষ্ণের সঙ্গে ভোজন করতে শুরু করেছিলেন। পদ্মফুলের কর্ণিকার চারদিকে যেমন পাপড়ি এবং পাতা শোভা পায়, তেমনই বনের মধ্যে ব্রজবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের চারদিকে বহু পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং মনে করছিলেন কৃষ্ণ হয়ত তাঁর দিকে তাকাবেন। এইভাবে তাঁরা বনভোজনের আনন্দ উপভোগ করছিলেন। গোপবালকদের মধ্যে কেউ ফুল, কেউ পাতা, কেউ পল্লব, কেউ অঙ্কুর, কেউ ফল, কেউ শিকা, কেউ গাছের বাকল এবং কেউ বা পাথরকে তাঁদের ভোজন পাত্র বলে কল্পনা করে তার উপর তাঁদের খাবার রেখেছিলেন। কৃষ্ণসহ গোপবালকেরা নিজ নিজ গৃহ থেকে নিয়ে আসা বিভিন্ন প্রকার অন্ন-ব্যঞ্জনের স্বাদ পৃথক পৃথক বর্ণন করিয়ে এবং পরস্পরকে তা আস্বাদন করিয়ে, তাঁরা নিজেরা হাসতে এবং অন্যদের হাসাতে হাসাতে ভোজন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভুক্—অর্থাৎ, তিনি কেবল যজ্ঞের নৈবেদ্যই ভোজন করেন—কিন্তু তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করার জন্য তিনি তাঁর উদর ও বস্ত্রের মধ্যে বামদিকে বংশী এবং বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, হাতে দধি মিশ্রিত অন্নগ্রাস এবং আঙুলের মধ্যে উপযুক্ত ফলের টুকরা ধারণ করে পদ্মের কর্ণিকার মতো অবস্থিত হয়ে তাঁর সখাদের দিকে তাকিয়ে, তাঁদের সঙ্গে পরিহাসপূর্বক তাঁদের আনন্দ উৎপাদন করে ভোজন করছিলেন। তখন স্বর্গের অধিবাসীরা যজ্ঞভুক্ ভগবানকে তাঁর সখাদের সঙ্গে এইভাবে বনভোজন করতে দেখে, আশ্চর্যান্বিত হয়ে সেই অপূর্ব লীলা দর্শন করছিলেন।'"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপবালকেরা যখন এইভাবে বনভোজন করছিলেন, তখন গোবৎসগণ সবুজ ঘাসের লোভে দূরে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, তাঁর সখা গোপবালকেরা ভীত হয়েছেন, তখন স্বয়ং ভয়েরও ভয়ঙ্কর নিজেই তাঁদের ভয় দূর করার জন্য বলেছিলেন—'হে সখাগণ! তোমরা তোমাদের ভোজনের আনন্দ থেকে বিরত হয়ো না। আমি গিয়ে তোমাদের গোবৎসদের এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।' তারপর, দধিমিশ্রিত অন্ন হাতে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পর্বতে, পর্বত-কন্দরে, কুঞ্জে এবং সংকীর্ণ স্থানে, সর্বত্র তাঁর সখাদের গোবৎসদের অন্বেষণ করেছিলেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মা, যিনি পূর্বে আকাশে অবস্থানপূর্বক পরম শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর বধ এবং তার উদ্ধারকার্য দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, এখন তিনি তাঁর নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করে, একজন সাধারণ গোপবালকের মতো লীলাবিলাসকারী বাল্য-লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মা সমস্ত গোপবালকদের এবং গোবৎসদের সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যান। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, কারণ অচিরেই তিনি দেখতে পাবেন শ্রীকৃষ্ণ কত শক্তিশালী। তারপর, শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসদের দেখতে না পেয়ে নদীর তীরে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি গোপবালকদের দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সর্বত্র গোবৎস এবং গোপবালকদের অন্বেষণ করতে লাগলেন, যেন তিনি বুঝতে পারেননি কি হয়েছে। কৃষ্ণ যখন গোবৎস এবং তাদের রক্ষক গোপবালকদের বনে কোথাও খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি সহসা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল ব্রহ্মার কার্য। তারপর ব্রহ্মা এবং গোবৎস ও গোপবালকদের মাতাদের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য সমস্ত জগতের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিস্তার করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাসুদেব রূপের দ্বারা নিজেকে অসংখ্য গোপবালক এবং গোবৎসের সংখ্যা অনুযায়ী সুকোমল অঙ্গ, হস্ত-পদ আদি উপাঙ্গ, যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিকা, তাঁদের ভূষণ এবং অলঙ্কার, নাম, বয়স এবং রূপ এবং তাঁদের কার্যকলাপ এবং স্বভাব অনুসারে নিজেকে যুগপৎ বিস্তার করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে বিস্তার করে পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ 'সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়' এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক রূপে অভিন্নভাবে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন এবং স্বয়ং তাঁদের নেতারূপে পরিবৃত হয়ে, অন্যান্য দিনের মতো তাঁদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে করতে তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের স্থান ব্রজভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন।"

পৃথক পৃথকভাবে সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের আরাধনা করছিলেন। সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি অণিমা আদি সিদ্ধি, অজা প্রভৃতি শক্তি এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তখন ব্রহ্মা দেখলেন কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম এবং গুণ প্রভৃতি সর্বতোভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ভগবানের শক্তির অধীন হয়ে এবং মূর্তিমান হয়ে, সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের উপাসনা করছিলেন। সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি সৎ, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দময় এবং তাঁরা কালের প্রভাবের অতীত। উপনিষদ অধ্যয়নরত জ্ঞানীরা তাঁদের মহত্ত্ব স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন না। এইভাবে ব্রহ্মা পরব্রহ্মকে দর্শন করলেন, যাঁর শক্তির দ্বারা চরাচর সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তখন সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকদেরও ভগবানের বিগ্রহরূপে দর্শন করেছিলেন। তারপর সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তিদের জ্যোতির প্রভাবে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় বিস্ময়ে আলোড়িত হয়েছিল এবং চিন্ময় আনন্দে স্তম্ভিত হয়েছিল। তিনি তখন ব্রজ লোকের পূজনীয় গ্রামদেবতার সম্মুখে শিশুর খেলার পুতুলের মতো মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।"

"পরমব্রহ্ম তর্কের অগোচর, তিনি স্বয়ং প্রকাশ, আনন্দময় এবং জড় প্রকৃতির অতীত। বেদান্তের দ্বারা অধ্যাত্ম জ্ঞান নিবৃত্ত হলে তাঁকে জানা যায়। যে ভগবানের মহিমা সমস্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির প্রকাশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার দ্বারা সরস্বতীর ঈশ্বর ব্রহ্মা মোহিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, "এটি কি!" এবং তারপর তিনি আর দর্শন পর্যন্ত করতে পারেননি। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অবস্থা বুঝতে পেরে যোগমায়ার যবনিকা উত্তোলন করেছিলেন। তখন ব্রহ্মা বাহ্যচেতনা লাভ করে, মৃত ব্যক্তির বেঁচে ওঠার মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। অতি কষ্টে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে, তিনি নিজেকে সহ এই ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন। তারপর, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে ব্রহ্মা তাঁর সম্মুখে বৃন্দাবনবাসীদের জীবিকার উপায়স্বরূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ সর্ব ঋতুতে সমান সুখদায়ক বৃন্দাবন ধাম দর্শন করলেন। বৃন্দাবন ভগবানের চিন্ময় ধাম, যেখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা অথবা ক্রোধ নেই। সেখানে স্বাভাবিক শত্রুভাবাপন্ন মানুষ এবং হিংস্র পশুরা পরস্পরের প্রতি চিন্ময় বন্ধুত্ব সহকারে একত্রে বাস করে। তারপর ব্রহ্মা দেখলেন যে, অদ্বিতীয়, পূর্ণ জ্ঞানময়, অসীম পরমব্রহ্ম গোপবংশে একটি শিশুর ভূমিকা অবলম্বন করে একাকী, তাঁর হাতে অন্নগ্রাস ধারণ করে, ঠিক পূর্বের মতো সর্বত্র গোবৎস এবং তাঁর সখা গোপবালকদের অন্বেষণ করছেন। তা দর্শন করে ব্রহ্মা দ্রুত তাঁর হংসবাহন থেকে নেমে এসে, স্বর্ণদণ্ডের মতো ভূমিতে পতিত হয়ে তাঁর মস্তকের চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে, তিনি তাঁর আনন্দাশ্রু জলে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অভিষেক করেছিলেন। দীর্ঘকাল বার বার শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে এবং উঠে দাঁড়িয়ে প্রণতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা যা তিনি পূর্বে দর্শন করেছিলেন, তা বার বার স্মরণ করতে লাগলেন। তখন ধীরে ধীরে উঠে তাঁর চোখ দুটি মুছে ব্রহ্মা মুকুন্দকে দর্শন করেছিলেন। তারপর অবনত মস্তকে, একাগ্রচিত্তে, কম্পিত কলেবরে, গদ্গদ স্বরে এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্রহ্মা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন।"

চতুর্দশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব

শ্রীব্রহ্মা বললেন—"হে প্রভু, আপনিই পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবান, তাই আপনার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও স্তুতি নিবেদন করছি। হে নন্দনন্দন, আপনার দিব্য দেহ নব জলভারপূর্ণ মেঘের মতো, আপনার পরিধেয় বস্ত্র বিদ্যুতের মতো দীপ্তিমান এবং গুঞ্জাফল বিরচিত আপনার কর্ণভূষণ ও মস্তকের শিখিপুচ্ছের দ্বারা আপনার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিবিধ বনফুলের মালা ধারণ করে এবং পাচনবাড়ি, বিষাণ ও বেণুর দ্বারা ভূষিত হয়ে, আপনার হাতে এক গ্রাস অন্ন নিয়ে আপনি সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। হে প্রভু, কৃপা করে আপনার যে দিব্য তনু আমায় প্রদর্শন করেছেন, যা কেবল আপনার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যই প্রকটিত হয়ে থাকে, আপনার সেই দিব্য স্বরূপ-শক্তির পরিমাণ করতে আমি পারি না বা অন্য কেউ পারে না। যদিও আমার মন সম্পূর্ণভাবে জড় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েছে, তবুও আমি আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ। তা হলে যে সুখ আপনি আপনার মধ্যে অনুভব করেন, তা আমি কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব? মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রয়াস সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক পদে স্থিত হয়ে, কায়-মন-বাক্যে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করেন এবং আপনি ও আপনার শুদ্ধ ভক্তদের মুখনিঃসৃত হরিকথা গ্রহণ করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জয় করেন, যদিও ত্রিলোকের মধ্যে কেউই আপনাকে জয় করতে পারে না। হে ভগবান, আপনার প্রতি ভক্তিই আত্ম-উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পথ। যদি কেউ সেই পন্থা পরিত্যাগ করে মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের অনুশীলনে যুক্ত হয়, সে কেবল ক্লেশকর পন্থাই স্বীকার করে এবং তার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে না। শূন্য তুষ প্রহার করে কেউ যেমন শস্য লাভ করতে পারে না, তেমনই জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধি লাভ হয় না। সে কেবলমাত্র ক্লেশই লাভ করে। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, পূর্বকালে ইহলোকে বহু যোগীপুরুষ তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা আপনার প্রতি অর্পণ করে এবং নিষ্ঠাভাবে তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করে ভগবৎ-ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে অচ্যুত, এই প্রকার ভগবৎ-ভক্তির মাধ্যমে আপনার সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তনের পন্থায় পূর্ণতা অর্জন করে তাঁরা আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং অনায়াসে আপনার শরণাগত হয়ে আপনার পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অভক্তগণ আপনার পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন স্বরূপে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনুশীলনের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আপনার প্রকাশ তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু জড়জাগতিক বিষয়ের সমস্ত রকম ধারণা এবং জড় ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সমস্ত আসক্তি থেকে মনকে মুক্ত করে ও ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রতিক্রিয়াশূন্য করেই কেবল সেটি সম্ভব। কেবলমাত্র এভাবেই আপনার নির্বিশেষ রূপ তাদের কাছে স্বতঃ প্রকাশিত হবে। কালক্রমে বিজ্ঞ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুকণা, হিমকণা, এমন কি সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিটি রশ্মিকণা গণনা করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু জীবের মঙ্গলের জন্য যিনি জগতে অবতীর্ণ হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনার অনন্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী গণনা করা এই সব বিজ্ঞ লোকদের মধ্যে কার পক্ষে সম্ভব? যিনি আপনার অনুকম্পা লাভের আশায় তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফল ধৈর্য সহকারে ভোগ করতে করতে তাঁর হৃদয়, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে জীবন যাপন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ তিনি উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।"

"হে প্রভু, আমার অসামাজিক ধৃষ্টতা দেখুন। কারণ আমি মায়াবীদেরও মোহনকারী অনন্ত এবং আদিপুরুষ পরমমায়াবী আপনার প্রতি নিজ মায়া বিস্তার করে

আপনার ক্ষমতা দর্শনে অভিলাষী হয়েছিলাম। অগ্নি থেকে উদ্ভূত স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম, আপনার থেকে উদ্ভূত আমিও তেমন আপনার উপর প্রভাব বিস্তারে বিন্দুমাত্র সমর্থ নই। অতএব, হে অচ্যুত, ক্ষমা করে আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি রজোগুণে জন্মগ্রহণ করেছি, তাই স্বভাবতই আমি মূঢ়, কারণ আমি নিজেকে আপনার থেকে একজন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা বলে অভিমান করেছি। আমার চক্ষু অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছাদিত, যা আমাকে জগতের অজন্মা স্রষ্টা বলে মনে করায়। কিন্তু দয়া করে বিবেচনা করুন যে, আমি আপনার ভৃত্য এবং তাই আপনার অনুকম্পার পাত্র। প্রকৃতি, মহৎ-তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘটের অন্তর্বর্তী আমার নিজ হাতের সাত বিঘত পরিমিত শরীরধারী আমিই বা কোথায়, আর যাঁর রোমকূপজাল গবাক্ষপথে এমন অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণশীল, সেই আপনার মহিমাই বা কোথায়? হে অধোক্ষজ ভগবান, গর্ভস্থিত সন্তান যখন তার পা দুটি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে, জননী তা অপরাধরূপে গণ্য করেন কি? আর এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি—যা বিভিন্ন দার্শনিকদের দ্বারা সত্তা বা বিত্তরূপে ভূষিত হলেও—যা প্রকৃতপক্ষে আপনার উদরের বাইরে রয়েছে? হে ভগবান, কথিত আছে যে, প্রলয়কালে যখন ত্রিলোক জলে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আপনার অংশ নারায়ণ সেই জলে শয়ন করেন, ধীরে ধীরে তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয় এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়। এই কথাগুলি নিশ্চয় মিথ্যা নয়। তাই আপনার থেকেই আমি উদ্ভূত নই কি?"

"হে পরম নিয়ন্তা, যেহেতু আপনি সকল দেহধারী জীবের আত্মা এবং সকল সৃষ্ট গ্রহলোকের নিত্য সাক্ষী, তাই আপনি কি মূল নারায়ণ নন? বাস্তবিকপক্ষে, ভগবান নারায়ণ হচ্ছেন আপনার সম্প্রসারণ এবং তাই তাঁকে বলা হয় নারায়ণ, যেহেতু তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আদি জলের মূল উৎস। তিনি পরম সত্য, আপনার মায়াশক্তি জাত নন। হে ভগবান, সমগ্র জগতের আশ্রয়স্বরূপ আপনার অপ্রাকৃত শরীর প্রকৃতপক্ষে জলের উপর শায়িত থাকে, তা হলে আমি যখন অন্বেষণ করেছিলাম, তখন আপনাকে দর্শন করিনি কেন? আর যদিও-বা আমার হৃদয়ের মধ্যে আপনাকে সঠিকভাবে দর্শন করতে পারিনি, তখন কি আপনি নিজেকে হঠাৎ প্রকাশ করেছিলেন? হে ভগবান, এই অবতারে আপনি প্রমাণ করেছেন যে, আপনিই মায়ার অধীশ্বর। আপনি যদিও এখন এই জগতের মধ্যে রয়েছেন, তবুও সমস্ত বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিই আপনার অপ্রাকৃত শরীরের মধ্যে বিরাজমান—আপনার জননী যশোদাকে আপনার উদরের মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়ে এই সত্য আপনি প্রমাণ করেছেন। ঠিক যেমন আপনি সহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনই এখানে বাইরেও যখন সেই একই রূপ প্রকাশিত হয়েছে আপনার অচিন্ত্য শক্তি ব্যতীত কিভাবে এরূপ ঘটনা সম্ভব হতে পারে? আপনি কি আজ আমাকে আপনার থেকে ভিন্ন এই সৃষ্টির অন্তর্গত সব কিছু যে আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ তা দর্শন করালেন না? প্রথমে আপনি একা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারপর আপনি বৃন্দাবনের সমস্ত গোবৎস ও আপনার সখা সমস্ত গোপবালক রূপে প্রকাশিত হলেন। তারপর আপনি অনেক সঙ্গে নিখিল জীব দ্বারা আরাধিত সমসংখ্যক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিরূপে আবির্ভূত হন এবং তার পরে সমসংখ্যক পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডরূপে আবির্ভূত হন। সর্বশেষে, এখন আপনি আপনার অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব স্বরূপে ফিরে এলেন। আপনার যথার্থ অপ্রাকৃত পদ সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি আপনার অচিন্ত্য শক্তির বিস্তাররূপে নিজেকে প্রকাশ করে জড় জগতের অংশরূপে আপনি আবির্ভূত হন। এভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির জন্য আপনি আমার (ব্রহ্মার) ন্যায় আবির্ভূত হন, ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালনের জন্য আপনি আপনার (বিষ্ণুর) ন্যায় আবির্ভূত হন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের জন্য আপনি ত্রিনেত্রের (শিবের) ন্যায় আবির্ভূত হন। হে ভগবান, হে পরম স্রষ্টা ও প্রভু, আপনার পার্থিব জন্ম নেই, তবুও অবিশ্বাসী অসুরদের মিথ্যা গর্ব বিনাশ করতে এবং আপনার সাধু ভক্তদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে আপনি দেবতা, ঋষি, নর, পশু, এমন কি জলচরের মধ্যেও জন্মগ্রহণ করেন।"

"হে পরম মহান! হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান! হে যোগেশ্বর পরমাত্মা! ত্রিলোকে অনবরত আপনার লীলা

প্রবর্তিত হয়ে চলেছে, কিন্তু আপনার যোগমায়া বিস্তার করে আপনি কোথায়, কিভাবে ও কখন এই অসংখ্য লীলাসমূহ সম্পাদন করছেন তা কে গণনা করতে পারে? আপনার যোগমায়া কিভাবে কার্য করে তার তত্ত্ব কেউই জানতে পারে না। সুতরাং স্বপ্নবৎ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি স্বভাবতই অনিত্য, তা সত্ত্বেও সত্যের মতো প্রতীয়মান হয় এবং একারণেই সেটি জীবের চেতনা আচ্ছাদন করে এবং অজস্র দুঃখকষ্টের দ্বারা তাকে কবলিত করে। এই ব্রহ্মাণ্ডটি সত্য বলে মনে হয়, কারণ যাঁর অপ্রাকৃত রূপগুলি নিত্য আনন্দময় ও জ্ঞানময়, সেই আপনার থেকে উদ্ভূত মায়াশক্তির দ্বারা সেটি প্রকাশিত। আপনি একমাত্র পরমাত্মা, আদি পরম পুরুষ, পরমসত্য—স্বয়ং প্রকাশ, অনন্ত ও অনাদি। আপনি সনাতন ও অচ্যুত, শুদ্ধ ও পূর্ণ অদ্বিতীয় এবং সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্ত। আপনার আনন্দ কখনও বিঘ্নিত হতে পারে না এবং জড় কলুষের সঙ্গেও আপনার কোনও সম্পর্ক নেই। বস্তুতপক্ষে, আপনি অমৃতস্বরূপ। যাঁরা সূর্যসদৃশ সদ্গুরু থেকে শুদ্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা আপনাকে সমস্ত আত্মাদের আত্মাস্বরূপ পরমাত্মারূপে দর্শন করতে পারেন। এভাবেই আপনার মূল ব্যক্তিত্ব অবলম্বন করে, তাঁরা মায়াময় ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে সক্ষম হন। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প মনে করে ভীত হয়, কিন্তু সেই সর্পটির অস্তিত্ব নেই তা হৃদয়ঙ্গম হলে তার ভয় পরিত্যাগ করে। তেমনই, যারা সমস্ত আত্মার পরমাত্মারূপে আপনাকে চিনতে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছে সম্প্রসারিত মায়াময় জড় অস্তিত্বের উদয় হতে থাকে, কিন্তু আপনার সম্পর্কে জ্ঞানোদয় হলে তৎক্ষণাৎ তা অন্তর্হিত হয়। ভববন্ধন ও মোক্ষ এই দুটি ধারণাই অজ্ঞানতার প্রকাশ, তাই সত্য জ্ঞান থেকে তা ভিন্ন। কেউ যখন সঠিকভাবে বিচার করেন যে, শুদ্ধ আত্মা জড় থেকে ভিন্ন এবং সর্বদা সম্পূর্ণ চৈতন্যময়, তখন তাদের আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। যেমন সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দিন ও রাত্রির কোনও অর্থ থাকে না, তেমনই এই বন্ধন ও মোক্ষ একই তত্ত্বই অংশবিহীন। অহো! অজ্ঞ ব্যক্তিদের মূর্খতা দর্শন করুন, যারা আপনাকে মায়ার ভিন্ন প্রকাশ এবং আপনার প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে অন্য কিছু অর্থাৎ জড় দেহ জ্ঞান করে। এরূপ মূর্খরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরমেশ্বর আপনার পরম ব্যক্তিত্বের বাইরে অন্যত্র অন্বেষণীয়। হে অনন্ত, আপনার থেকে ভিন্ন সকল বিষয় প্রত্যাখ্যান করে সাধুভক্তগণ তাঁদের নিজেদের দেহাভ্যন্তরে আপনাকে অন্বেষণ করে থাকেন। বাস্তবিকই, পূর্বাপর বিচার করতে সক্ষম বিবেকবান ব্যক্তিগণ যতক্ষণ না সর্প বলে ভ্রম খণ্ডন করছেন, ততক্ষণ তাঁরা পথিপার্শ্বস্থ রজ্জুর যথার্থ প্রকৃতি কিভাবে উপলব্ধি করতে পারেন? হে ভগবান, কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্ম যুগলের কৃপার লেশমাত্রও লাভ করে থাকেন, তা হলে তিনি আপনার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু যারা আপনার মহিমা সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, তারা দীর্ঘকাল বেদ অধ্যয়ন করেও আপনাকে জানতে পারে না। হে নাথ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, এই ব্রহ্মা-জন্মেই হোক অথবা অন্য কোনও জন্মেই হোক, যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করি, আমি যেন আপনার ভক্তবৃন্দের একজন হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি, যেখানেই হোক, এমন কি পশুযোনির মধ্যে হলেও, আমি যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, বৃন্দাবনের গাভী ও গোপীগণ কত মহা সৌভাগ্যবতী যে, আপনি গোবৎস ও গোপবালক রূপে আনন্দে তাঁদের স্তন-দুগ্ধ পান করেছেন! অনাদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে তাও আপনাকে এত তৃপ্তিদান করতে সমর্থ হয়নি। অহো! নন্দ মহারাজ, গোপগণ ও ব্রজবাসীরা কী মহা ভাগ্যবান! তাঁদের সৌভাগ্যের সীমা নেই, যেহেতু পরমানন্দ-স্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁদের সখা হয়েছেন। হে অচ্যুত, যদিও এই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের সীমা অচিন্ত্যনীয়, নিঃসন্দেহে আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণও মহা ভাগ্যবান, কারণ বৃন্দাবনের এই ভক্তগণের ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রে আমরা নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের মধুস্বরূপ অমৃত সুধা পান করছি। যে কোনও গোকুলবাসী পাদপদ্মধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে গোকুলবনে যে কোন জন্মলাভ আমার মহা সৌভাগ্যস্বরূপ হবে। বৈদিক মন্ত্ররাজি যাঁর পাদপদ্মের ধূলি এখনও অন্বেষণ করছে, সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান মুকুন্দ তাঁদের জীবনসর্বস্ব।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, স্বয়ং আপনি ছাড়া আর কি

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধেনুকাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৃন্দাবনে বসবাসকালে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন পৌগণ্ড বয়স (ছয় থেকে দশ) প্রাপ্ত হলেন, তখন বৃন্দাবনের গোপগণ তাঁদের গোপালনের কার্য গ্রহণ করতে অনুমতি দিলেন। তাঁদের সখাদের সঙ্গে এভাবেই নিয়োজিত হয়ে বালক দুটি বৃন্দাবনের ভূমিকে তাঁদের পাদপদ্ম চিহ্নের দ্বারা অতীব পবিত্র করে তুললেন। তার পর লীলা উপভোগের বাসনা করে, শ্রীমাধব তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, বলদেব সহ বাঁশি বাজাতে বাজাতে গাভীগণকে সম্মুখে রেখে, পুষ্পশোভিত ও পশুগণের জন্য পুষ্টিকর বনে প্রবেশ করলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান সেই বনটি নিরীক্ষণ করলেন। সেই বনটি ভ্রমর, পশু ও পাখির মনোমুগ্ধকর ধ্বনিতে নিনাদিত হচ্ছিল। সেখানে ছিল একটি সরোবর, যার জলরাশি ছিল মহাত্মাদের মনের মতো স্বচ্ছ এবং সেই বনে শত পাপড়িযুক্ত কমলের সৌরভ সুগন্ধময় বায়ুতে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই সমস্ত দর্শন করে, শ্রীকৃষ্ণ সেই পবিত্র পরিবেশ উপভোগ করতে অভিলাষ করলেন। আদিপুরুষ ভগবান দেখলেন যে, সৌন্দর্যমণ্ডিত রক্তবর্ণযুক্ত বনস্পতিগণ তাদের ফল ও পুষ্পের গুরুভারে অবনত হয়ে, তাদের শাখার অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর চরণযুগল স্পর্শ করছে। তাই তিনি মৃদু হাস্য সহকারে তাঁর অগ্রজকে উদ্দেশ্য করে বললেন—হে দেবশ্রেষ্ঠ, দেখুন এই বৃক্ষগুলি কিভাবে অমর দেবগণের দ্বারা পূজিত আপনার পাদপদ্মে তাদের শির অবনত করছে। তাদের বৃক্ষজন্মের কারণস্বরূপ অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার জন্য বৃক্ষসকল আপনাকে তাদের ফুল ও ফল নিবেদন করছে। হে আদিপুরুষ, এই ভ্রমরেরা অবশ্যই মহান ঋষি এবং আপনার অত্যন্ত উন্নত ভক্ত হবে, কারণ আপনার পথ অনুগমন করে এবং আপনার মহিমা কীর্তন করে, তারা আপনার উপাসনা করছে, যা নিখিল জগতের তীর্থস্বরূপ। যদিও এই বনে আপনি নিজেকে গুপ্ত রেখেছেন, হে অপাপবিদ্ধ, তবুও তাদের আরাধ্যদেবকে তারা পরিত্যাগ করছে না। হে আরাধ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই ময়ূরগুলি আপনার সম্মুখে আনন্দে নৃত্য করছে, এই হরিণীগণ গোপীদের মতো স্নেহময়ী দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে আনন্দ দান করছে এবং এই কোকিলেরা বৈদিক প্রার্থনা দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করছে। এই বনের সকল অধিবাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং আপনার প্রতি তাদের এই ব্যবহার অবশ্যই গৃহে আগত মহাত্মার প্রতি অন্য মহাত্মাদের অভ্যর্থনার মতোই যথাযথ। পৃথিবী এখন অতীব সৌভাগ্যবতী হয়েছে, কারণ আপনি তার তৃণ ও গুল্মাদিকে আপনার চরণ দ্বারা ও তার লতাগুলিকে আপনার হাতের নখের দ্বারা স্পর্শ করেছেন এবং আপনি তার নদী, পর্বত, পাখি ও পশুগুলিকে আপনার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু সর্বোপরি, আপনি গোপীগণকে আপনার দুই বাহুর মধ্যে আলিঙ্গন করেছেন—যা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও কাম্য।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৃন্দাবনের সৌন্দর্যমণ্ডিত বন ও তার অধিবাসীদের প্রতি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতের নীচে যমুনা নদীর তীরে তাঁর সহচরদের সঙ্গে গাভী চরিয়ে আনন্দ অনুভব করলেন। কখনও কখনও বৃন্দাবনের ভ্রমরেরা উল্লাসে এতই মত্ত হত যে, তারা চোখ বন্ধ করে গান গাইতে শুরু করত। গোপবালকগণ ও বলদেব সহ বনপথে যেতে যেতে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরদের গান অনুকরণ করে গাইতেন আর তখন তাঁর সখারা তাঁর লীলাসমূহ কীর্তন করতেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণ শুক পাখির ডাক, কখনও মধুর স্বরে কোকিলের ডাক এবং কখনও রাজহংসের ডাক অনুকরণ করতেন। কখনও তিনি গোপবালকদের হাস্য উৎপাদন করে উৎসাহের সঙ্গে ময়ূরের নৃত্য অনুকরণ করতেন। কখনও গাভী ও গোপবালকদের আনন্দ দান করে, মেঘগম্ভীর স্বরে, পশুপাল থেকে দূরে চলে যাওয়া পশুদের নাম ধরে তিনি প্রীতি সহকারে ডাকতেন।

কখনও তিনি চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ভরদ্বাজ ও ময়ূরের অনুকরণে চিৎকার করতেন এবং কখনও তিনি বাঘ ও সিংহের কৃত্রিম ভয়ে ছোট ছোট প্রাণীদের সঙ্গে দৌড়ে পালাতেন। যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রীড়া করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে, কোনও গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পাদসংবাহন ও অন্যান্য সেবার দ্বারা তাঁর ক্লান্তি লাঘবের জন্য তাঁকে সাহায্য করতেন। কখনও কখনও গোপবালকেরা যখন নৃত্য, গীত, উল্লম্ফন এবং খেলাচ্ছলে পরস্পর যুদ্ধ করতেন, তখন কৃষ্ণ ও বলরাম হাত ধরাধরি করে নিকটে দাঁড়িয়ে, তাঁদের সখাদের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করতেন আর হাসতেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও মল্লক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হয়ে বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে, পল্লব রচিত শয্যায় কোনও গোপবালকের কোলকে বালিশের মতো ব্যবহার করে শয়ন করতেন। তাঁরা ছিলেন মহাত্মাবর্গ, সেই রকম কতিপয় গোপবালকেরা তখন তাঁর পাদপদ্ম মর্দন করে দিতেন এবং সর্বপাপ থেকে মুক্ত অন্যেরা পত্রের সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানকে বাতাস করতেন। হে মহারাজ, অন্যান্য বালকেরা সময়োপযোগী মনোরম সঙ্গীত গান করতেন এবং তাঁদের হৃদয় ভগবানের জন্য প্রেমবশত বিগলিত হত। যাঁর কোমল পাদপদ্মের মাধুর্য সৌভাগ্যের দেবী কর্তৃক সেবিত হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবান এভাবেই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য গোপন করে গোপের পুত্ররূপে লীলাবিলাস করছিলেন। যদিও অন্যান্য গ্রাম্য অধিবাসীদের সাহচর্যে গ্রাম্যবালকের মতো যখন তিনি আনন্দ উপভোগ করছিলেন, তখনও তিনি মাঝে মাঝে অসাধারণ কার্য প্রদর্শন করতেন, যা একমাত্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব।"

"একদিন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সখা শ্রীদামা, সেই সঙ্গে সুবল, স্তোককৃষ্ণ এবং অন্যান্য কয়েকজন গোপবালকেরা প্রেম সহকারে এই কথাগুলি বললেন—হে মহাবাহো রাম! হে দুষ্ট দমনকারী কৃষ্ণ! এখান থেকে অনতিদূরে সারি সারি তাল বৃক্ষে পূর্ণ একটি সুবৃহৎ বন রয়েছে। সেই তালবনে গাছ থেকে অনেক ফল পতিত হয় এবং ইতিমধ্যেই অনেক ফল ভূমিতে পতিত হয়ে আছে। কিন্তু সমস্ত ফলই দুরাত্মা ধেনুক কর্তৃক রক্ষিত হচ্ছে। হে রাম, হে কৃষ্ণ! ধেনুক অত্যন্ত শক্তিশালী অসুর এবং সে একটি গাধার রূপ ধারণ করেছে। সে অনেক সঙ্গী দ্বারা পরিবেষ্টিত, যারা তার মতোই একই আকার-বিশিষ্ট ও শক্তিশালী। ধেনুকাসুর জীবন্ত মানুষগুলিকে ভক্ষণ করেছে এবং সেই জন্য সমস্ত মানুষ ও প্রাণীরা সেই তালবনে যেতে ভীতগ্রস্ত হয়। হে শত্রুদমন, পাখিরাও সেখানে উড়তে ভয় পায়। সেই তালবনে অত্যন্ত সুগন্ধি ফলগুলি রয়েছে যা আগে কখনও কেউ আস্বাদন করেনি। বস্তুতপক্ষে, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সেই তাল ফলের সুগন্ধ এখনও আমরা অনুভব করতে পারি। হে কৃষ্ণ! দয়া করে আমাদের ঐ সমস্ত ফল প্রদান কর। সেগুলির গন্ধে আমাদের মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছে। প্রিয় বলরাম, সেই ফলগুলি লাভের জন্য আমাদের খুবই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে। যদি তুমি এই ব্যাপারটি ভাল মনে কর, তা হলে সেই তালবনে চল।"

"তাঁদের সহচরদের কথা শ্রবণ করে, কৃষ্ণ ও বলরাম হাসলেন এবং তাঁদের আনন্দ প্রদানের ইচ্ছা করে, গোপবালক সখাগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরা তাল বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শ্রীবলরাম প্রথমে সেই তালবনে প্রবেশ করলেন। তারপর মত্ত হস্তীর মতো বল নিয়ে নিজ বাহুযুগল দিয়ে গাছগুলিকে ঝাঁকাতে শুরু করে তাল ফলগুলি ভূপাতিত করতে লাগলেন। ফল পতনের শব্দ শ্রবণ করে, সেই গর্দভরূপী ধেনুকাসুর ভূতল ও বৃক্ষসমূহ কম্পিত করে আক্রমণের জন্য ধাবিত হয়ে এল। সেই বলবান অসুরটি দ্রুতবেগে শ্রীবলদেবের কাছে এসে তার পেছনের পায়ের খুর দিয়ে ভগবানের বুকে আঘাত করল। তার পর ধেনুক উচ্চস্বরে গর্দভের মতো কর্কশ শব্দ করে চতুর্দিকে ধাবিত হচ্ছিল। পুনরায় শ্রীবলরামের দিকে ধাবিত হয়ে, হে রাজন্, সেই ক্রোধান্বিত গর্দভটি ভগবানের প্রতি পিছন দিক করে অবস্থান করল। তার পর, ক্রোধে চিৎকার করে, অসুরটি তাঁর দিকে তার পেছনের দুটি পা নিক্ষেপ করল। শ্রীবলরাম ধেনুকের খুরদ্বয় ধরে, এক হাতে তাকে সবেগে ঘুরিয়ে একটি তাল গাছের চূড়ায় নিক্ষেপ করলেন। সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণনে অসুরটির মৃত্যু হল। শ্রীবলরাম ধেনুকাসুরের মৃতদেহটিকে বনের সর্বোচ্চ তাল গাছে নিক্ষেপ করলেন এবং যখন মৃত অসুরটি গাছের মাথায় গিয়ে পড়ল, গাছটি

কম্পিত হতে শুরু করল। সেই বিশাল তাল গাছটি পার্শ্ববর্তী অন্য গাছটিকে কম্পিত করতে করতে অসুরের ভারে ভেঙে পড়ল। পার্শ্ববর্তী গাছটি অন্য একটি গাছকে কম্পিত করে আঘাত করল এবং সেটিও আর একটি গাছকে কম্পিত করল। এভাবেই বনের অনেক গাছই কম্পিত হয়ে ভগ্ন হল। সর্বোচ্চ তাল গাছের মাথায় সর্বগ্রাসী অসুরের দেহ নিক্ষেপ যেহেতু শ্রীবলরামের লীলাবিলাস, তাই সমস্ত গাছগুলি কম্পিত হয়েছিল এবং পরস্পরকে আঘাত করেছিল, যেন প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা চালিত হয়েছিল।"

"প্রিয় পরীক্ষিৎ, সমগ্র জগতের নিয়ন্তা বলরাম অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেটি বিবেচনা করে তাঁর পক্ষে এই ধেনুকাসুর বধ তেমন একটা বিস্ময়ের নয়। বস্তুতপক্ষে, একটি বোনা কাপড় যেমন তার নিজের সুতোর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনই সমগ্র জগৎ তাঁর মধ্যেই বিরাজ করে। তার পর ধেনুকাসুরের মৃত্যু দর্শন করে, তার ঘনিষ্ঠ স্বজন অন্যান্য গর্দভরূপী অসুরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং তাই তারা সকলে মিলে কৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করার জন্য তৎক্ষণাৎ ধাবিত হল। হে রাজন্, অসুরেরা আক্রমণ করলে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবলীলাক্রমে একের পর এক তাদের পিছনের পা দুটি ধরে তাদের সকলকে তাল গাছগুলির মাথায় নিক্ষেপ করলেন। রাশি রাশি ফলের দ্বারা এবং তাল গাছগুলির ভগ্ন অংশভাগে আবদ্ধ অসুরদের প্রাণহীন দেহগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবী তখন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বস্তুতপক্ষে, মেঘমালায় সুশোভিত আকাশের মতো পৃথিবী উজ্জ্বল হয়েছিল। দুই ভাইয়ের এই সুমহৎ কীর্তি শ্রবণ করে, দেবতা ও অন্যান্য উন্নত জীবসকল পুষ্পবৃষ্টি, বাদ্যধ্বনি ও স্তুতি নিবেদন করলেন। যে বনে ধেনুক বধ হয়েছিল মানুষেরা এখন সেখানে গিয়ে নির্ভয়ে ফল আহরণ করছে এবং নির্ভয়ে তারা তাল গাছগুলির ফলসমূহ ভক্ষণ করছে। গাভীরাও এখন সেখানে ঘাসের উপরে স্বাধীনভাবে চরতে পারে।"

"তার পর যাঁর মহিমাসকল শ্রবণ ও কীর্তন করা পরম পুণ্যকর্ম, সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরে এলেন। সমস্ত পথে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী গোপবালকেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। গাভীদের পদধূলিতে ধূলিধূসরিত শ্রীকৃষ্ণের কেশদাম ময়ূরপুচ্ছ ও বন্য পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ছিল। যখন তাঁর সখারা তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন ভগবান তাঁর বাঁশি বাজিয়ে মনোহরভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং মনোরমভাবে মধুর হাস্য করেছিলেন। গোপীরা একসঙ্গে সকলেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলে এসেছিলেন এবং তাঁদের চোখগুলি তাঁকে দর্শন করতে বিশেষ আকুল হয়ে উঠেছিল। ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁদের ভ্রমরসদৃশ নয়নের দ্বারা ভগবান মুকুন্দের সুন্দর মুখমণ্ডলের মধু পান করে সমস্ত দিনের বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। গোপীগণ ভগবানের প্রতি সলজ্জ হাস্য ও বিনয়যুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই শ্রদ্ধার্ঘ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। পুত্রবৎসলা মা যশোদা ও মা রোহিণী তাঁদের দুই পুত্রের প্রতিটি ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি যথাসময়ে নিবেদন করেছিলেন। স্নান ও মর্দনাদি দ্বারা সেই দুই যুব ভগবান পথশ্রম থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তার পর তাঁরা মনোরম বস্ত্রাদি পরিধান করে দিব্য মাল্য ও গন্ধাদিতে ভূষিত হলেন। তাঁদের মায়েদের প্রদত্ত সুস্বাদু অন্ন ভোজনের পর আরও নানাভাবে উল্লাসিত হয়ে, সেই দুই ভাই তাঁদের মনোরম শয্যায় শয়ন করে সুখে সুখে নিদ্রা গিয়েছিলেন।"

"হে রাজন্, এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর লীলাবিলাস করে বিচরণ করেছিলেন। এক সময়ে, তাঁর সখাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বলরাম ব্যতীত তিনি যমুনায় গেলেন। সেই সময়ে গাভী ও গোপবালকেরা গ্রীষ্মের প্রখর তাপ থেকে তীব্র ক্লেশ অনুভব করছিলেন। তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হয়ে, তাঁরা যমুনার জল পান করেছিলেন। কিন্তু সেই জল বিষের দ্বারা দূষিত ছিল। সেই বিষাক্ত জল স্পর্শ করা মাত্র, সমস্ত গাভী ও বালকেরা ভগবানের দৈব শক্তির দ্বারা তাঁদের চেতনা হারালেন এবং প্রাণহীন হয়ে সেই জলের কিনারায় পতিত হলেন। হে কুরুবীর, তাঁদের এই অবস্থায় দর্শন করে, যিনি ছাড়া তাঁদের আর কোনও প্রভু নেই, সেই যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত ভক্তদের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন। এভাবেই

তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর অমৃতময় কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের পুনর্জীবিত করেছিলেন। তাঁদের পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়ে, গাভী ও বালকেরা জল থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। হে রাজন, গোপবালকেরা তখন বিবেচনা করেছিলেন যে, যদিও তাঁরা বিষ পান করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, কেবলমাত্র গোবিন্দের কৃপাদৃষ্টির জন্য জীবন ফিরে পেয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের শক্তিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।"

卐 卐 卐

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালো সর্প কালিয়র দ্বারা যমুনা নদী দূষিত হয়েছে দর্শন করে, নদীর শুদ্ধিকরণের বাসনায় কালিয়কে সেখান থেকে নির্বাসিত করলেন।"

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান কালিয় নাগকে কিভাবে অতল যমুনার জলের মধ্যে নিগৃহীত করেছিলেন, আর কিভাবেই বা কালিয় সেখানে বহু যুগ ধরে বসবাস করছিল, দয়া করে তা বর্ণনা করুন। হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত ও স্বেচ্ছাময়ী। বৃন্দাবনে গোপবালক রূপে অমৃততুল্য তাঁর উদার লীলা শ্রবণে কেই বা তৃপ্ত হতে পারে?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কালিন্দী [যমুনা] নদীর মধ্যে একটি হ্রদে কালিয় নাগ বাস করত, যার বিষাগ্নিতে তার জল নিরন্তর উত্তপ্ত হয়ে ফুটতে থাকত। বস্তুত, এর ফলে উৎপন্ন বাষ্প এত বিষাক্ত ছিল যে, সেই দূষিত হ্রদের উপর দিয়ে উড়ন্ত পাখিরা সেখানে পতিত হত। সেই ভয়ানক হ্রদের জলকণাবাহী বায়ু তীরে প্রবাহিত হত। কেবলমাত্র সেই বিষাক্ত বায়ুর স্পর্শেই তীরবর্তী উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের মৃত্যু হত। কালিয়রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্তিসম্পন্ন বিষ কিভাবে যমুনা নদীকে দূষিত করেছিল শ্রীকৃষ্ণ তা অবলোকন করেছিলেন। যেহেতু বিশেষত খল অসুরগণকে দমন করার জন্য চিন্ময় জগৎ থেকে কৃষ্ণ অবতরণ করেছিলেন, তাই ভগবান অবিলম্বে একটি সুউচ্চ কদম্ব বৃক্ষের শীর্ষে আরোহণ করে নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি তাঁর কোমর বন্ধনীকে দৃঢ় করলেন, তাঁর বাহুতে চাপড় মারলেন এবং তারপর সেই বিষাক্ত জলে নিপতিত হলেন। পরমেশ্বর ভগবান যখন সেই সর্প-হ্রদে নিপতিত হলেন, সেখানকার সর্পেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সজোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলে, প্রবল বিষে তা আরও দূষিত হয়ে উঠল। হ্রদে ভগবানের প্রবেশ-বেগে তার চতুর্দিকে স্ফীত হয়ে উঠেছিল এবং বিষাক্ত, ভয়ঙ্কর তরঙ্গরাশি চারদিকের শতধনু পরিমিত ভূমি প্লাবিত করেছিল। অনন্ত শক্তিধর পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে তা মোটেই বিস্ময়কর নয়। তাঁর বাহুগুলিকে ঘুরিয়ে এবং আরও নানাভাবে জলে শব্দ করে কৃষ্ণ রাজকীয় হস্তীর মতো কালিয় হ্রদে ক্রীড়া শুরু করলেন। কালিয় সেই শব্দ শ্রবণ করে বুঝতে পারল কেউ তার হ্রদে অনধিকার প্রবেশ করেছে। সহ্য তা সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এল।"

"পীতবসন পরিহিত, মনোহর, জলদতুল্য উজ্জ্বলকান্তি আকর্ষণীয় দেহ সমন্বিত বক্ষে শ্রীবৎসে চিহ্নিত, সহাস্য ও কমল-তুল্য সুকোমল চরণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে কালিয় নির্ভয়ে জলের মধ্যে ক্রীড়া করতে দেখলেন। তাঁর এই অপূর্ব সুন্দর রূপ সত্ত্বেও, কালিয় তাঁর হৃদয়ে প্রচণ্ডভাবে দংশন করল এবং তৎক্ষণাৎ তার কুণ্ডলীর মধ্যে কৃষ্ণকে

অন্তরাত্মা ব্রজসুন্দরীগণ যখন কৃষ্ণের বংশীর গীত শ্রবণ করলেন, যা কামদেবের প্রভাব উদয় করে, তখন তাঁদের কেউ কেউ গোপনে তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে কৃষ্ণের গুণসমূহ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। গোপীগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন, কিন্তু যখন তাঁর কার্যাবলী তাঁরা স্মরণ করছিলেন, হে রাজন্, তখন কামদেবের বেগে তাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁরা আর বলতে পারলেন না। মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণ, কর্ণদ্বয়ে নীল কর্ণিকার পুষ্প, কনকের মতো উজ্জ্বল পীত বসন এবং বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় নটবর রূপ প্রদর্শন করে তাঁরই পদচিহ্নের দ্বারা শোভিত বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর বেণু-রন্ধ্রসমূহ তাঁর অধরামৃত দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন, আর গোপবালকেরা তখন তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল। হে রাজন্, ব্রজের অনুরক্ত নারীগণ যখন সমস্ত প্রাণীর মন হরণকারী কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।"

গোপিকারা বললেন—"হে সখিগণ, যে সমস্ত চক্ষু নন্দ মহারাজের দুই পুত্রের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তারা নিঃসন্দেহে ধন্য। কারণ এই দুই পুত্র তাঁদের সখাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁদের সম্মুখে গাভীদের চালনা করে বনে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুখে বংশী ধারণ করেন ও ব্রজবাসীদের প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়ে কটাক্ষপাত করেন। তাই যাঁদের চক্ষু আছে, আমরা মনে করি তাঁদের কাছে এর থেকে শ্রেষ্ঠতর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই। তার উপর তাঁদের পুষ্পমাল্য সজ্জিত ছিল, সেই মনোরম বিচিত্র বসন পরিধান করে এবং ময়ূরপুচ্ছ, উৎপল, পদ্ম, নবীন আম্রপল্লব ও পুষ্প-মুকুলগুচ্ছের দ্বারা নিজেদের ভূষিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের সভার মধ্যে অদ্ভুতরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখতে ঠিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ দুই শ্রেষ্ঠ নর্তকের মতো মনে হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তাঁরা গান করছিলেন। হে গোপীগণ, স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের অধরামৃত উপভোগ করার জন্য এই বংশী এমন কী মঙ্গলজনক কার্যের অনুষ্ঠান করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ অমৃত যাঁদের উপভোগ্য, সেই আমাদের গোপিকাদের জন্য কেবলমাত্র রস অবশিষ্ট রেখেছে? এই বংশীর পূর্বপুরুষ বাঁশ গাছগুলি আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করছে। যারা তাঁকে বাঁশ উৎপাদন করেছে, তার মাতা সেই নদী আনন্দোল্লাস অনুভব করে এবং তাই সে বিকশিত পদ্ম ফুলের দ্বারা রোমাঞ্চিত হচ্ছে। হে সখি, দেবকীনন্দন কৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্পদ লাভ করে, বৃন্দাবন পৃথিবীর মহিমা বিস্তার করছে। গোবিন্দের বেণু শ্রবণ করে ময়ূরেরা যখন মত্ত হয়ে নৃত্য করে, তখন পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য প্রাণীরা তাদের দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই নির্বোধ হরিণীরাই ধন্য কারণ তারা নন্দ মহারাজের পুত্রের সমীপবর্তী হয়েছে, যিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর বাঁশি বাজাচ্ছেন। তদুপরি, কৃষ্ণসার মৃগ ও মৃগীগণ উভয়েই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের পূজা করছিল। কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও স্বভাব রমণীগণের নিকট উৎসব-স্বরূপ। বাস্তবিকই, দেবপত্নীগণ তাঁদের পতিগণের সঙ্গে বিমানে পরিভ্রমণকালে যখন তাঁকে এক পলক দর্শন করেন এবং তাঁর নিনাদিত বংশীগীত শ্রবণ করেন, তখন কামদেবের দ্বারা তাঁদের হৃদয় কম্পিত হয়, আর তাঁরা এতই মোহাচ্ছন্ন হন যে, তাঁদের বেণীবন্ধ থেকে ফুলগুলি খসে পড়ে এবং তাঁদের কটিবস্ত্র শিথিল হয়ে যায়। তাদের উত্তোলিত কানগুলিকে পাত্রের মতো ব্যবহার করে, গাভীরা কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বংশীগীতের সুধামৃত পান করছে। গোবৎসরা তাদের মায়ের স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধ মুখে পূর্ণ করে স্থিরভাবে অবস্থান করছে, যেন অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারা গোবিন্দকে তাদের অন্তরে গ্রহণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করছে।"

"হে মাতা, এই বনে সকল পাখী কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অপূর্ব বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হয়েছে। চোখ বন্ধ করে তারা কেবলমাত্র নিঃশব্দে তাঁর মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করছে এবং অন্য কোনও শব্দেই তারা আকৃষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্ত পাখী নিশ্চিতরূপে মহান মুনিগণের সমান স্তরে রয়েছে। নদীগুলি যখন কৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করে, তখন তাদের হৃদয় তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে এবং এভাবেই তাদের স্রোতের বেগ ভগ্ন হয়ে ঘূর্ণাবর্তরূপে জল বিক্ষোভিত হয়ে ওঠে। তখন তাদের তরঙ্গরূপ বাহুর দ্বারা নদীগুলি মুরারির চরণকমল আলিঙ্গন করে এবং তা ধারণ করে পদ্ম ফুলের উপহার নিবেদন করে। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপের মধ্যেও, বলরাম ও গোপবালকগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের পশুগুলিকে চরাতে চরাতে অনবরত তাঁর বংশীধ্বনি করছেন। তা দর্শন করে, ভগবানের প্রতি প্রেমবশত মেঘ নিজেকে বিস্তার করেছে। সে উঁচুতে উঠে গিয়ে মিত্র দেহের অসংখ্য পুষ্পসদৃশ জলবিন্দু দ্বারা তাঁর সখার জন্য একটি ছত্র নির্মাণ করেছে। বৃন্দাবন অঞ্চলের শবর রমণীরা যখন উজ্জ্বল লাল বর্ণের কুঙ্কুমের দ্বারা চিহ্নিত তৃণ দর্শন করে, তখন তারা কামে পীড়িত হয়ে বিচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের বর্ণে রঞ্জিত এই কুঙ্কুম প্রথমে তাঁর প্রিয়াগণের স্তনে অনুলিপ্ত ছিল, আর শবর রমণীরা যখন তাদের মুখে ও স্তনে তা লেপন করে, তখন তাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা তারা পরিত্যাগ করে।"

"ভক্তগণের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বত শ্রেষ্ঠ। হে সখীগণ, এই পর্বত গোধন, গাভী ও গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামকে পানীয় জল, অত্যন্ত কোমল ঘাস, গুহা, ফল, মূল ও শাক-সবজি—সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সরবরাহ করে। এভাবেই এই পর্বত ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কৃষ্ণ ও বলরামের চরণস্পর্শ লাভ করায় তাই গোবর্ধন পর্বতকে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। প্রিয় সখীগণ, গাভীদের অগ্রে চালনা করে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাঁদের গোপবালক সখাদের সঙ্গে বনের ভিতর দিয়ে গমন করেন, তখন তাঁরা দুগ্ধ দোহনের সময় গাভীদের পিছনের পা বন্ধনকারী রজ্জু বহন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বংশী বাজান, তখন সেই মধুর ধ্বনিতে গতিশীল প্রাণীসকল মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং গতিহীন বৃক্ষসকল আনন্দোল্লাসে কম্পিত হতে থাকে। এই বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অতি বিচিত্র। এভাবেই বৃন্দাবনের বনে বিচরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের ক্রীড়াময় লীলাসমূহ পরস্পরের প্রতি বর্ণনা করতে করতে গোপীগণ তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়েছিলেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোকুলের কুমারী কন্যাগণ দেবী কাত্যায়নীর অর্চনাব্রত পালন করলেন। সারা মাস তাঁরা কেবলমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করেছিলেন। হে রাজন্, সূর্যোদয় কালে যমুনার জলে স্নান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী দুর্গার একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তার পর তাঁরা চন্দনের মতো সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে দীপ, ফল, সুপারি, নব-পল্লব, সুগন্ধ-মাল্য ও ধূপসহ অন্য রকমের উপহারের দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন। 'হে দেবী কাত্যায়নী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তি ধারিণী এবং শক্তিশালিনী সর্বনিয়ন্ত্রী, অনুগ্রহ করে নন্দ মহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।'—এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণের প্রত্যেকে তাঁর পূজা করছিলেন। এভাবেই একমাসব্যাপী কন্যাগণ তাঁদের ব্রত পালন করেন এবং তাঁদের মন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে নিমগ্ন করে এবং 'নন্দ মহারাজের পুত্র আমার পতি হোক' এই ভাবনায় ধ্যানস্থ হয়ে যথাযথভাবে দেবী ভদ্রকালীর পূজা করেছিলেন। প্রতিদিন তাঁরা ভোরবেলায় উঠতেন। পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে, তাঁরা হাত ধরাধরি করতেন এবং স্নান করার জন্য কালিন্দীতে গমনকালে উচ্চস্বরে কৃষ্ণের গুণগান করতেন।"

"একদিন তাঁরা নদীর তীরে এসে, পূর্বের মতোই তাঁদের বসন একপাশে রেখে দিয়ে, কৃষ্ণের মহিমা গান

অল্পবয়স্কা রমণীগণ যখন কৃষ্ণের বংশীর গীত শ্রবণ করলেন, যা কামদেবের প্রভাব উদয় করে, তখন তাঁদের কেউ কেউ গোপনে তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে কৃষ্ণের গুণসমূহ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। গোপীগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন, কিন্তু যখন তাঁর কার্যাবলী তাঁরা স্মরণ করছিলেন, হে রাজন্, তখন কামদেবের বেগে তাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁরা আর বলতে পারলেন না। মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণ, কর্ণদ্বয়ে নীল কর্ণিকার পুষ্প, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল পীত বসন এবং বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময় নটবর রূপ প্রদর্শন করে তাঁরই পদচিহ্নের দ্বারা শোভিত বৃন্দাবনের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর বেণু-রন্ধ্রসমূহ তাঁর অধরামৃত দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন, আর গোপবালকেরা তখন তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল। হে রাজন্, ব্রজের অল্পবয়স্ক নারীগণ যখন সমস্ত প্রাণীর মন হরণকারী কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।"

গোপিকারা বললেন—"হে সখিগণ, যে সমস্ত চক্ষু নন্দ মহারাজের দুই পুত্রের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তারা নিঃসন্দেহে ধন্য। কারণ এই দুই পুত্র তাঁদের সখাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁদের সম্মুখে গাভীদের চালনা করে বনে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুখে বংশী ধারণ করেন ও ব্রজবাসীদের প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়ে কটাক্ষপাত করেন। তাই যাঁদের চক্ষু আছে, আমরা মনে করি তাঁদের কাছে এর থেকে শ্রেষ্ঠতর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই। আর উপর তাঁদের পুষ্পমাল্য সজ্জায় ছিল, সেই মনোরম বিচিত্র বসন পরিধান করে এবং ময়ূরপুচ্ছ, উৎপল, পদ্ম, নবীন আম্রপল্লব ও পুষ্প-মুকুলগুচ্ছের দ্বারা নিজেদের ভূষিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের সভার মধ্যে অত্যুৎকৃষ্টরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখতে ঠিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত দুই শ্রেষ্ঠ নর্তকের মতো মনে হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তাঁরা গান করছিলেন। হে গোপীগণ, স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের অধরামৃত উপভোগ করার জন্য এই বংশী এমন কী মঙ্গলজনক কার্যের অনুষ্ঠান করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ অমৃত যাঁদের উপভোগ্য, সেই আমাদের গোপিকাদের জন্য কেবলমাত্র রস অবশিষ্ট রেখেছে? এই বংশীর পূর্বপুরুষ বাঁশ গাছগুলি আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করছে। যার তীরে বাঁশ জন্মগ্রহণ করেছে, তার মাতা সেই নদী আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করে এবং তাই সে বিকশিত পদ্ম ফুলের দ্বারা রোমাঞ্চিত হচ্ছে। হে সখি, দেবকীনন্দন কৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্পদ লাভ করে, বৃন্দাবন পৃথিবীর মহিমা বিস্তার করছে। গোবিন্দের বেণু শ্রবণ করে ময়ূরেরা যখন মত্ত হয়ে নৃত্য করে, তখন পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য প্রাণীরা তাদের দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই নির্বোধ হরিণীরাই ধন্য কারণ তারা নন্দ মহারাজের পুত্রের সমীপবর্তী হয়েছে, যিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর বাঁশি বাজাচ্ছেন। বাস্তবিকই, বৃন্দাবনের মৃগ ও মৃগীগণ উভয়েই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের পূজা করছিল। কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও চরিত্র রমণীগণের নিকট উৎসব-স্বরূপ। বাস্তবিকই, দেবপত্নীগণ তাঁদের পতিগণের সঙ্গে বিমানে পরিভ্রমণকালে যখন তাঁকে এক পলক দর্শন করেন এবং তাঁর নিনাদিত বংশীগীত শ্রবণ করেন, তখন কামদেবের দ্বারা তাঁদের হৃদয় কম্পিত হয়, আর তাঁরা এতই মোহাচ্ছন্ন হন যে, তাঁদের কেশবন্ধন থেকে ফুলগুলি খসে পড়ে এবং তাঁদের কটিবস্ত্র শিথিল হয়ে যায়। তাদের উত্তোলিত কানগুলিকে পাত্রের মতো ব্যবহার করে, গাভীরা কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বংশীগীতের সুধামৃত পান করছে। গোবৎসেরা তাদের মায়ের স্তন থেকে ক্ষরিত দুধ মুখে পূর্ণ করে স্থিরভাবে অবস্থান করছে যেন অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারা গোবিন্দকে তাদের অন্তরে গ্রহণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করছে।"

"হে মাতা, এই বনে সকল পক্ষী কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অপূর্ব বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হয়েছে। চোখ বন্ধ করে তারা কেবলমাত্র নিঃশব্দে তাঁর মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করছে এবং অন্য কোনও শব্দেই তারা আকৃষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্ত পক্ষী নিশ্চিতরূপে মহান মুনিগণের সমান স্তরে রয়েছে। নদীগুলি যখন কৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করে, তখন তাদের হৃদয় তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে এবং এভাবেই তাদের স্রোতের বেগ ভঙ্গ হয়ে ঘূর্ণাবর্তরূপে জল বিক্ষোভিত হয়ে ওঠে। তখন তাদের তরঙ্গরূপ বাহু দ্বারা নদীগুলি মুরারির চরণকমল আলিঙ্গন করে এবং তা ধারণ করে পদ্ম ফুলের উপহার নিবেদন করে। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপের মধ্যেও, বলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের পশুগুলিকে চরাতে চরাতে অনবরত তাঁর বংশীধ্বনি করছেন। তা দর্শন করে, আকাশের মেঘ প্রেমবশত নিজেকে বিস্তার করেছে। সে উঁচুতে উঠে গিয়ে নিজ দেহের অসংখ্য পুষ্পসদৃশ জলবিন্দু দ্বারা তার সখার জন্য একটি ছত্র নির্মাণ করছে। বৃন্দাবন অঞ্চলের শবর রমণীরা যখন তৃণের উপর লাল বর্ণের কুমকুমের দ্বারা চিহ্নিত তৃণ দর্শন করে, তখন তারা কামে পীড়িত হয়ে বিচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের বর্ণে রঞ্জিত এই কুমকুম প্রথমে তাঁর প্রিয়াগণের স্তনে অনুলিপ্ত ছিল, আর শবর রমণীরা যখন তাদের মুখে ও স্তনে তা লেপন করে, তখন তাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা তারা পরিত্যাগ করে।"

"ভক্তগণের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বত শ্রেষ্ঠ! হে সখীগণ, এই পর্বত গোবৎস, গাভী ও গোপসখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামকে পানীয় জল, অত্যন্ত কোমল ঘাস, গুহা, ফল, ফুল ও শাক-সবজি—সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় বস্তুই সরবরাহ করে। এভাবেই এই পর্বত ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কৃষ্ণ ও বলরামের চরণস্পর্শ লাভ করার ফলে গোবর্ধন পর্বতকে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। প্রিয় সখীগণ, গাভীদের অগ্রে চালনা করে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাঁদের গোপবালক সখাদের সঙ্গে বনের ভিতর দিয়ে গমন করেন, তখন তাঁরা দুগ্ধ দোহনের সময় গাভীদের পিছনের পা বন্ধনকারী রজ্জু বহন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বংশী বাজান, তখন সেই মধুর ধ্বনিতে গতিশীল প্রাণীসকল মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং গতিহীন বৃক্ষসকল ভাবোল্লাসে কম্পিত হতে থাকে। এই বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অতি বিচিত্র। এভাবেই বৃন্দাবনের বনে বিচরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের ক্রীড়াময় লীলাসমূহ পরস্পরের প্রতি বর্ণনা করতে করতে গোপীগণ তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়েছিলেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোকুলের কুমারী কন্যাগণ দেবী কাত্যায়নীর ব্রতনিয়ম পালন করলেন। সারা মাস তাঁরা কেবলমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করেছিলেন। হে রাজন্, সূর্যোদয় মাত্রে যমুনার জলে স্নান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী দুর্গার একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তার পর তাঁরা বনা চন্দনের মতো সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে দীপ, ফল, সুপারি, নব-পল্লব, সুগন্ধ-মাল্য ও ধূপসহ নানা প্রকার উপচারের দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন। 'হে দেবী কাত্যায়নী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তি ধারিণী এবং শক্তিশালিনী সর্বনিয়ন্ত্রী, অনুগ্রহ করে নন্দ মহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।'—এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণের প্রত্যেকে তাঁর পূজা করছিলেন। এভাবেই একমাসব্যাপী কন্যাগণ তাঁদের ব্রত পালন করেন এবং তাঁদের মন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে নিমগ্ন করে এবং 'নন্দ মহারাজের পুত্র আমার পতি হোক' এই ভাবনায় মগ্ন হয়ে যথাযথভাবে দেবী ভদ্রকালীর পূজা করেছিলেন। প্রতিদিন তাঁরা ভোরবেলায় উঠতেন। পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে, তাঁরা হাত ধরাধরি করতেন এবং স্নান করার জন্য কালিন্দীতে গমনকালে উচ্চস্বরে কৃষ্ণের গুণগান করতেন।"

"একদিন তাঁরা নদীর তীরে এসে, পূর্বের মতোই তাঁদের বসন একপাশে রেখে দিয়ে, কৃষ্ণের মহিমা গান

করতে করতে আনন্দে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীরা কি করছেন সেই সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, আর তাই তাঁদের প্রচেষ্টার পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে তাঁর অল্পবয়স্ক সখাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সেখানে আগমন করলেন। কুমারীগণের বসনসমূহ নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি একটি কদম্ব বৃক্ষের মাথায় আরোহণ করলেন। তার পর, তিনি উচ্চস্বরে হাসতে থাকলে, তাঁর সখীগণও উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন, তখন তিনি পরিহাসচ্ছলে কুমারীগণের উদ্দেশ্যে বললেন—হে কুমারীগণ, তোমরা প্রত্যেকে এখানে এসে ইচ্ছা অনুসারে তোমাদের বসন ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি কঠোর ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তোমরা ক্লান্ত, তাই আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পরিহাস করছি না। আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি এবং এই বালকেরা তা জানে। অতএব, হে সুমধ্যমা কুমারীগণ, অনুগ্রহ করে হয় একে একে অথবা সকলে একত্রে এগিয়ে এসে তোমাদের বস্ত্রগুলি তুলে নাও।"

"কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে কিভাবে পরিহাস করছেন তা দর্শন করে, গোপীগণ পূর্ণরূপে তাঁর প্রেমে নিমগ্ন হলেন এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাঁরা সলজ্জভাবে হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে পরিহাস করতে লাগলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা জল থেকে নির্গত হলেন না। শ্রীগোবিন্দ এভাবেই গোপীদের বলতে থাকলে, তাঁর পরিহাস বাক্য সম্পূর্ণভাবে তাঁদের চিত্তকে মোহিত করেছিল। শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা হয়ে তাঁরা কাঁপতে শুরু করলেন। এভাবেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা বললেন—হে কৃষ্ণ, অন্যায় করো না। আমরা জানি যে, তুমি নন্দের মাননীয় পুত্র এবং ব্রজের সকলেই তোমাকে সম্মান করে। তুমি আমাদেরও অত্যন্ত প্রিয়। অনুগ্রহ করে আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। এই শীতল জলে আমরা কম্পিত হচ্ছি। হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী এবং তুমি যা বলবে তা অবশ্যই করব। কিন্তু আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। ধর্মীয় নীতিগুলি কি তা তুমি অবগত এবং যদি তুমি বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে না দাও, তা হলে আমরা রাজাকে বলে দেব। অনুগ্রহ কর।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"তোমরা কুমারীগণ যদি প্রকৃতই আমার দাসী হয়ে থাক এবং আমি যা বলব তা যদি তোমরা সত্যিই কর, তা হলে তোমাদের সরল হাসি নিয়ে এখানে এস আর প্রত্যেক কুমারী তার নিজের বস্ত্র নিয়ে যাও। আমি যা বলছি তা যদি তোমরা না কর, তা হলে তোমাদের আমি তা কেনও দেব না। আর রাজা যদি ক্রুদ্ধও হন, তিনি কি করতে পারেন?"

"তারপর, কুমারীগণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে কুমারীগণ তাঁদের হাত দিয়ে তাঁদের গোপন-অঙ্গ আচ্ছাদিত করে জল থেকে উঠে এলেন। পরমেশ্বর ভগবান যখন লজ্জাহত গোপীগণকে দর্শন করলেন, তখন তিনি তাঁদের শুদ্ধ প্রেমভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের বস্ত্রসমূহ নিজের স্কন্ধে স্থাপন করে, ভগবান মৃদু হেসে প্রীতি সহকারে তাঁদের বললেন—তোমরা কুমারীগণ ব্রতপালন কালে নগ্ন হয়ে স্নান করেছ এবং সেটি নিশ্চয়ই দেবতাদের প্রতি একটি অপরাধ। তোমাদের পাপের প্রতিকারের জন্য তোমাদের মস্তকের উপরে হাত জোড় করে তোমাদের প্রণাম নিবেদন করা উচিত। তারপর তোমরা তোমাদের অধোবসন ফিরিয়ে নাও।"

"এভাবেই বৃন্দাবনের অল্পবয়স্ক কুমারীগণ ভগবান অচ্যুত তাঁদের যা বলেছেন তা বিবেচনা করে স্বীকার করলেন যে, নদীতে নগ্ন হয়ে স্নান করার ফলে তাঁদের ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের ব্রত সাফল্যজনক ভাবে শেষ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত পুণ্যকর্মের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ, তাই তাঁদের সমস্ত পাপ পরিমার্জনের জন্য তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁদের ঐভাবে প্রণত হতে দেখে, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীনন্দন তাঁদের প্রতি করুণা অনুভব করে এবং তাঁদের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দিলেন।"

"যদিও গোপীরা সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হয়েছিলেন, তাঁদের লজ্জা থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন এবং খেলার পুতুলের মতো আচরণ করেছিলেন এবং যদিও তাঁদের বস্ত্রগুলি অপহৃত হয়েছিল, তবুও তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি অসন্তোষভাবাপন্ন হননি। বরং, তাঁদের প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হবার এই সুযোগ লাভ করে তাঁরা কেবল আনন্দিত হয়েছিলেন। গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের

সঙ্গ লাভের জন্য আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এভাবেই তাঁর দ্বারা তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন। তাই, তাঁদের বস্ত্রসমূহ পরিধান করার পরেও তাঁরা চলতে পারছেন না। তাঁর প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করে, তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন।"

"গোপীদের কঠোর ব্রত পালনের সংকল্প পরমেশ্বর ভগবান অবগত ছিলেন। ভগবান আরও অবগত ছিলেন যে, কুমারীরা তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করার জন্য কামনা করেন, আর তাই ভগবান দামোদর কৃষ্ণ তাঁদের বললেন—হে সাধ্বী কুমারীগণ, এই ব্রতের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আমাকে অর্চনা করা, সেটি আমি জানি। তোমাদের সেই উদ্দেশ্যটি আমার দ্বারা অনুমোদিত এবং অবশ্যই সেটি সত্য হবে। যাঁদের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট তাঁদের বাসনা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য জাগতিক কামনার দিকে চালিত হয় না, ঠিক যেমন ভাজা ও রান্না করা শস্যের দানাগুলি থেকে আর নতুন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। হে কুমারীগণ, এখন তোমরা ব্রজে ফিরে যাও। তোমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, কারণ আমার সঙ্গে আগামী রজনীগুলি উপভোগ করবে। হে সতীগণ, মোটের উপর তোমাদের দেবী কাত্যায়নীর পূজাব্রত পালনের এই উদ্দেশ্য ছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা এভাবেই নির্দেশিত হয়ে, পূর্ণকামা কুমারীগণ সর্বক্ষণ তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে অতি কষ্টে নিজেদের ব্রজে ফিরে গেলেন। কিছুকাল পরে দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে বেশ দূরে গমন করলেন।

সূর্যের উত্তাপ যখন তীব্র হল, তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, বৃক্ষগুলি তাঁকে ছায়া প্রদান করে ছাতার মতো আচরণ করছে এবং তাই তিনি তাঁর বালকসখাদের এভাবে বললেন—হে স্তোককৃষ্ণ ও অংশু, হে শ্রীদামা, সুবল ও অর্জুন, হে বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ ও বরূথপ, এই মহা সৌভাগ্যবান বৃক্ষসমূহ দর্শন কর, যাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত। এমন কি বায়ু, বর্ষা, তাপ ও তুষার সহ্য করেও তারা এই সমস্ত উপাদান থেকে আমাদের রক্ষা করছে। দেখ, কিভাবে এই বৃক্ষগুলি প্রতিটি জীবকে পোষণ করছে! তাদের জন্ম সফল। তাদের আচরণ ঠিক মহাপুরুষদের মতো, কারণ তাদের কাছে কোনও কিছু প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না। এই বৃক্ষগুলি তাদের পত্র, পুষ্প ও ফলের দ্বারা, তাদের ছায়া, মূল, বল্কল ও কাঠের দ্বারা এবং তা ছাড়া তাদের গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, মণ্ড ও অঙ্কুর দ্বারা সকলেরই কামনা পূর্ণ করে। জীবন, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা অপরের উপকারের জন্য কল্যাণমূলক কার্য অনুষ্ঠান করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য। এভাবেই প্রবালসহ, ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহের ভারে অবনত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে বিচরণ করে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় উপস্থিত হলেন। গোপবালকেরা যমুনার স্বচ্ছ, শীতল ও স্বাস্থ্যকর জল গাভীদের পান করালেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, গোপবালকেরা নিজেরাও পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে সেই সুস্বাদু জল পান করলেন। তার পর হে রাজন্, যমুনার সমীপবর্তী উপবনে গোপবালকেরা যেমন ইচ্ছা পশুচারণ করাতে শুরু করলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা ক্ষুধায় পীড়িত হলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে এসে তাই বলেছিলেন।"

সম্পাদন করে। এভাবেই ভগবান ইন্দ্রই উদাসী মানুষের সৎভাবে কর্তব্যের জন্য পারিশ্রমিক প্রদানকারী। এই প্রাচীন নীতি নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা কাম, ক্রোধ, ভয় অথবা লোভবশত তা পরিত্যাগ করে, তারা নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য লাভে ব্যর্থ হবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান কেশব (কৃষ্ণ) যখন তাঁর পিতা নন্দ ও অন্যান্য বয়স্ক ব্রজবাসীদের কথা শ্রবণ করলেন, তখন ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপন্ন করার জন্য তিনি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বললেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"জীব কর্ম প্রভাবেই জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্মের দ্বারাই কেবল সে তার বিনাশের সম্মুখীন হয়। তার সুখ, দুঃখ, ভয় এবং নিরাপত্তা-বোধ সব কিছুই কর্মের ফলরূপে উৎপন্ন হয়। জগতের কর্মফল প্রদাতা কোনও পরম নিয়ন্তা যদি থাকেন (অনুমান হয়), তা হলে তাঁকেও অবশ্যই অনুষ্ঠানকারীর কর্মের উপর নির্ভর করতে হয়। যাই হোক, কর্ম অনুষ্ঠিত না হলে কর্মফল প্রদান করার কোনও প্রশ্নই থাকে না। এই জগতে জীবেরা তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হয়। যেহেতু মানুষের স্বভাবজাত ধারা ইন্দ্র কোনভাবেই পরিবর্তন করতে পারেন না, তা হলে মানুষ কেন তাঁকে পূজা করবে? প্রত্যেকেই তার নিজ স্বভাবের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমস্ত দেবতা, দানব ও মানুষ সহ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বভাবেই অবস্থিত। যেহেতু কর্মই বদ্ধ জীবের বিভিন্ন উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর জড় দেহসমূহ গ্রহণ ও ত্যাগের কারণ, তাই এই কর্মই তার শত্রু, মিত্র, উদাসীন সাক্ষী, তার গুরু ও নিয়ন্ত্রণকারী ঈশ্বর। সুতরাং আন্তরিকভাবে কর্মেরই পূজা করা উচিত। মানুষের উচিত তার স্বভাবগত অবস্থানে অবস্থান করে তার নিজের কর্তব্য অনুষ্ঠান করা। বস্তুতপক্ষে, যার দ্বারা আমরা অনায়াসে জীবন ধারণ করতে পারি, সেটিই আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ। যদি কোনও বস্তু বাস্তবিকই আমাদের জীবন প্রতিপালন করে, কিন্তু আমরা যদি অন্য বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করি, তা হলে আমরা কিভাবে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারব? আমরা তখন এক অসতী স্ত্রীলোকের মতো হয়ে যাব, যে তার উপপতির সঙ্গ থেকে কখনও কোনও প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ তাঁর বৈদিক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর সুরক্ষার দ্বারা, বৈশ্য বাণিজ্যের দ্বারা এবং শূদ্র উচ্চ দ্বিজ শ্রেণীগণের সেবার দ্বারা জীবন ধারণ করেন। কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষণ ও সুদের কারবার—এই চারটি বৈশ্যদের উপজীবিকা। তার মধ্যে একটি সম্প্রদায়রূপে আমরা সর্বদাই গোরক্ষাতেই নিয়োজিত থাকি।"

"সত্ত্ব, রজ ও তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। বিশেষত, রজোগুণ এই জগৎ সৃষ্টি করে এবং স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগের মাধ্যমে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। রজোগুণের দ্বারা চালিত হয়ে মেঘেরা সর্বত্র তাদের বারি বর্ষণ করে এবং এই বৃষ্টির দ্বারা সমস্ত জীব তাদের জীবন ধারণ করে। এই ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী ইন্দ্রের আর কিই বা করার আছে?"

"হে পিতা, আমাদের বাসস্থান নগরে, জনপদে বা গ্রামে নয়। বনবাসী হবার ফলে, আমরা সর্বদাই বনে ও পাহাড়েই বাস করি। সুতরাং গো, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধনের সন্তুষ্টির জন্য একটি যজ্ঞ শুরু করা যেতে পারে। ইন্দ্রের পূজার জন্য সংগৃহীত উপকরণসমূহের দ্বারাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোক। পায়েস থেকে শুরু করে সবজির সুপ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের ভক্ষ্য সামগ্রীসকল পাক করা হোক। নানা রকমের ভাজা ও সেঁকা উত্তমবিধ পৌষ্টিক পিঠা তৈরি করা উচিত। আর প্রাপ্ত দুগ্ধজাত সমস্ত দ্রব্যাদি এই যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করা উচিত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যথাযথভাবে যজ্ঞাগ্নিতে আবাহন করুন। তার পর সেই ব্রাহ্মণগণকে আপনি উত্তমরূপে পাক করা ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করান এবং গাভী ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী তাঁদের দক্ষিণাস্বরূপ দান করুন। কুকুর ও চণ্ডালের মতো পতিত জনসহ প্রত্যেককে যথাযথ ভক্ষ্য সামগ্রী প্রদান করার পর, আপনি গাভীদের তৃণ দান করুন এবং তার পর গিরি-গোবর্ধনকে আপনার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করুন। প্রত্যেকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করার পর, আপনারা সকলে সুন্দরভাবে অলঙ্কার ও বসনে সজ্জিত হয়ে, দেহকে চন্দন দিয়ে অনুলিপ্ত করুন এবং তার পর গাভী, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞাগ্নি ও গিরি-গোবর্ধনকে প্রদক্ষিণ করুন। হে পিতা, এটিই আমার মত এবং যদি তা আপনার রুচিকর হয়, তা হলে

আপনি এই অনুষ্ঠান করতে পারেন। এই প্রকার যজ্ঞ গাভী, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধন এবং আমারও অতি প্রিয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মহাশক্তিশালী কালস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের মিথ্যা গর্ব চূর্ণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। যখন নন্দ ও বৃন্দাবনের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা তা যথাযথরূপে গ্রহণ করলেন। গোপ-সম্প্রদায় তখন মধুসূদনের প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্ত কিছুই করলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের দিয়ে মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করালেন এবং ইন্দ্রের যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন ও ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। তাঁরা গাভীগুলিকেও তৃণ দান করেছিলেন। তার পর গাভী, বলদ ও গোবৎসদের তাঁদের সম্মুখে স্থাপন করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করলেন। সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত গোপীগণ যখন বৃষবাহিত শকটে আরোহণ করে অনুগমন করছিলেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা গান করছিলেন এবং তাঁদের গান ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছিল। গোপগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কৃষ্ণ তখন এক অভূতপূর্ব বিশাল রূপ ধারণ করলেন। 'আমিই গিরি-গোবর্ধন' ঘোষণা করে, তিনি প্রচুর পূজার্ঘ্য ভক্ষণ করলেন। ব্রজবাসীগণের সঙ্গে একত্রে ভগবান গিরি-গোবর্ধনের এই রূপের প্রতি প্রণত হলেন, এভাবেই বস্তুত নিজেকেই প্রণাম নিবেদন করলেন। তার পর তিনি বললেন, 'দেখ, কিভাবে এই পর্বত মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।' 'এই গোবর্ধন পর্বত ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও রূপ ধারণ করে তাঁকে অবজ্ঞাকারী যে কোনও বনবাসীগণকে হত্যা করবে। অতএব আমাদের ও আমাদের গাভীদের সুরক্ষার জন্য তাঁকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি।' ভগবান বাসুদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এভাবেই গিরি-গোবর্ধন, গাভী ও ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পাদন করে, গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের গ্রাম ব্রজে ফিরে গেলেন।"

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ইন্দ্র যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর যজ্ঞ বিনষ্ট হয়েছে, তখন তিনি কৃষ্ণকে তাঁদের ভগবানরূপে গ্রহণকারী নন্দ মহারাজ ও অন্য গোপগণের উপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র সাংবর্তক নামক বিশ্ব ধ্বংসকারী মেঘরাশিকে প্রেরণ করলেন। নিজেকে পরম নিয়ন্তা কল্পনা করে, তিনি বলতে লাগলেন—দেখ, এই গোপগণ বনে বাস করে কিভাবে তাদের ঐশ্বর্যের দ্বারা অত্যন্ত উন্মত্ত হয়ে উঠেছে! তারা একটি সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের শরণাগত হয়েছে এবং এভাবেই তারা দেবতাদের প্রতি অপরাধ করেছে। তাদের কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ ঠিক যেন মানুষদের মূর্খ প্রচেষ্টার মতো যারা আত্ম সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান পরিত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে নৌকা সদৃশ সকাম, কর্মীয় আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞের মাধ্যমে ভবসমুদ্র পার হবার চেষ্টা করে। যে নিজেকে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করে, কিন্তু যে কেবলমাত্র একটি মূর্খ, উদ্ধত ও বাচাল শিশু, সেই সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে এই গোপগণ আমার প্রতি প্রতিকূলভাবে আচরণ করেছে।"

"[প্রলয়কারী মেঘরাশিকে রাজা ইন্দ্র বললেন—] এই মানুষদের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তারা গর্বে মত্ত হয়ে উঠেছে এবং তাদের এই ঔদ্ধত্য কৃষ্ণের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এখন যাও, তাদের অহঙ্কার দূর কর এবং তাদের

বকাসুরের আগমন হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ সেই শত্রুর মুখ থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন। কৃষ্ণকে হত্যার কামনায় বৎসাসুর গোবৎসের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের গোবৎসদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেই অসুরকে হত্যা করে, তার দেহকে ব্যবহার করে, বৃক্ষ থেকে কপিত্থ ফল ভূপাতিত করার ক্রীড়া উপভোগ করলেন।"

"শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে কৃষ্ণ ধেনুকাসুর ও তার সমস্ত মিত্রদের হত্যা করে, প্রচুর সুপক্ক তাল ফলে পূর্ণ তালবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। বলশালী শ্রীবলরামের দ্বারা ভয়ঙ্কর প্রলম্বাসুরকে বধ করানোর পর কৃষ্ণ, ব্রজের গোপবালক ও তাদের পশুদের দাবানল থেকে রক্ষা করেছিলেন। অত্যন্ত বিষধর সর্প কালিয়কে দমন করার পর কৃষ্ণ তার গর্বনাশ করে বলপূর্বক তাকে যমুনার হ্রদ থেকে নির্বাসিত করেন। এইভাবে ভগবান নদীর জলকে সর্পের তীব্র বিষ থেকে মুক্ত করেছিলেন।"

"হে নন্দ, আমরা এবং অন্যান্য সমস্ত ব্রজবাসীরা তোমার পুত্রের প্রতি আমাদের অবিরত অনুরাগ পরিত্যাগ করতে পারছি না, এটি কিভাবে হচ্ছে? কিভাবে সেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের আকর্ষণ করছে? কোথায় এই সাত বৎসর বয়সের বালক আর কোথায় তাঁর গিরি গোবর্ধন উত্তোলন, যা আমরা দর্শন করলাম। অতএব, হে ব্রজ-নাথ, তোমার এই পুত্র সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সন্দেহের উদয় হচ্ছে।"

নন্দ মহারাজ উত্তর করলেন—"হে গোপগণ, আমার কথা শ্রবণ করে আমার পুত্র সম্বন্ধে তোমাদের সকল শঙ্কা দূর হোক।"

"তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রতি যুগে তাঁর শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। পূর্বে ইনি শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। কোন কারণে, তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন, তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এঁকে বাসুদেব বলে থাকেন। তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং রূপ আছে, যা আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না। গোপ এবং গোকুলের আনন্দবর্ধক এই শিশুটি তোমাদের মঙ্গল সাধন করবে, এবং এঁর কৃপায় তোমরা অনায়াসে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে। হে নন্দ মহারাজ। ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরাকালে অরাজকতার সময়, ইন্দ্র যখন সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন, এবং মানুষেরা দস্যু-তস্করদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, তখন এই শিশুটি আবির্ভূত হয়ে দস্যু-তস্করদের পরাজিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। অসুরেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতাদের কখনও পরাভূত করতে পারে না। তেমনই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা কখনও কংসের অনুচরসমূহ অসুরদের দ্বারা (অথবা অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) পরাভূত হন না। অতএব, হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই শিশুটি গুণ, ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণেরই সমতুল্য। অতএব তাঁর কার্যকলাপে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।"

"[নন্দমহারাজ বলে চললেন—] আমাকে এই সমস্ত কথা বলার পর গর্গমুনি গৃহে ফিরে গেলে আমাদের সুখকারী কৃষ্ণকে আমি প্রকৃতপক্ষে ভগবান নারায়ণের অংশ প্রকাশরূপে বিবেচনা করেছিলাম।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"নন্দ মহারাজের মুখে গর্গমুনির বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ব্রজবাসীগণ আনন্দিত হলেন। তাঁরা বিস্ময়শূন্য হয়ে গভীর শ্রদ্ধার সাথে নন্দ মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। তাঁর যজ্ঞ ভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি বজ্র ও প্রবল বায়ু সহযোগে গোকুলে বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ করতে লাগলেন। ফলে সেখানকার গোপ, পশু ও স্ত্রীগণ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ আশ্রিতজনদের এই অবস্থা দর্শন করলেন, তিনি স্মিত হেসে এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে ধরলেন, ঠিক যেন কোন বালক ক্রীড়াচ্ছলে একটি ছত্রাককে তুলে ধরে। এইভাবে গোপ সম্প্রদায়কে তিনি রক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণকারী শ্রীগোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রীত হোন।"

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্র ও মাতা সুরভির প্রার্থনা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গোবর্ধন পর্বত উত্তোলিত করে কৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে রক্ষা করার পরে, গোমাতা সুরভি তাঁর গোলোক থেকে ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ সন্দর্শনে আগমন করলেন। ভগবানকে অপমান করার জন্য ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হন। নির্জনে কৃষ্ণ-সমীপে গিয়ে সূর্যের মতো উজ্জ্বল তাঁর কিরীটখানি কৃষ্ণের পদতলে স্থাপন করে ইন্দ্র নিজেও তাঁর পাদপদ্মে পতিত হয়ে পাদযুগল স্পর্শ করলেন। সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য তেজ সম্বন্ধে ইন্দ্র ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন এবং তিনি, তা দর্শন করার ফলে ত্রিজগতের ঈশ্বর হয়ে ওঠার মিথ্যা অহংকার তাঁর খর্বিত হয়েছিল। করজোড়ে বিনীতভাবে তিনি ভগবানের উদ্দেশে বললেন—'আপনার দিব্য স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত, অপরিবর্তনীয়, দীপ্তজ্ঞানে উদ্ভাসিত, এবং রজ ও তমোগুণশূন্য। মায়া এবং অজ্ঞানতাজনিত প্রবল জাগতিক গুণপ্রবাহ আপনার মধ্যে নেই। তাহলে, জড়জাগতিক অস্তিত্বের মাঝে প্রাকৃত সম্বন্ধের ফলে যার দ্বারা মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং মাৎসর্যের যে সব লক্ষণগুলির সৃষ্টি হয়, এবং যেগুলি মানুষকে জড়জাগতিক অস্তিত্বের জটিলতার মধ্যে আরও জড়িত করে রাখে, সেই লক্ষণগুলি কেমন করে আপনারই মধ্যে বিরাজ করতে পারে? আর তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান হয়ে আপনি ধর্মনীতি রক্ষার জন্য শাস্তিবিধান করেন এবং দুষ্টের দমন করেন। আপনিই এই সমগ্র জগতের পিতা, গুরুদেব এবং পরম নিয়ন্তা। আপনিই অলঙ্ঘনীয় কালরূপে পাপীদের মঙ্গলার্থে দণ্ড বিধান করেন। বস্তুতঃ আপনার স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত আপনার বিভিন্ন লীলাবতারে নিজেদের জগদীশ্বরাভিমানীদের মিথ্যা অহংকার আপনি নিশ্চিতভাবে দূরীভূত করেন। আমার মতো মূঢ়গণও, যারা গর্বভরে নিজেদের জগদীশ্বর মনে করে, অন্ততঃ ভয়েও সত্বরেও আপনাকে নির্ভয় দেখে শীঘ্রই তাদের মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করে পারমার্থিক উন্নতির ভক্তি-মার্গ গ্রহণ করে। এইভাবে আপনি অপরাধীদের শিক্ষা প্রদানের জন্য দণ্ডদান করেন। আমার শাসন ক্ষমতার গর্বে নিমগ্ন হয়ে, আপনার প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ আমি আপনার প্রতি অপরাধ করেছি। হে প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু আর কখনও যেন আমার এরূপ অসৎ মতি না হয়।' "

"হে অধোক্ষজ, পৃথিবীর ভারস্বরূপ এবং বহু ভয়ঙ্কর দুর্যোগসৃষ্টিকারী সেনাপতিদের বিনাশের জন্য আপনি এই জগতে অবতরণ করেন। হে ভগবান, একই সঙ্গে আপনার পাদপদ্মের বিশ্বস্ত সেবকদের মঙ্গলের জন্যও আপনি কাজ করে থাকেন। আপনি পরমেশ্বর ভগবান, অন্তর্যামী, মহাত্মা ও সর্বব্যাপক, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনি যদুকুলপতি কৃষ্ণ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। যিনি নিজ ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে তাঁর দিব্য দেহসমূহ ধারণ করেন, যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, যিনি সর্ব-রূপ, সকলের বীজ ও সর্বভূতের আত্মা-স্বরূপ, তাঁকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।"

"হে ভগবান, আমার যজ্ঞ যখন নষ্ট হয়েছিল, তখন আমার গর্ব হেতু আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এইভাবে প্রবল বর্ষণ ও বায়ুর দ্বারা আমি আপনার গোষ্ঠ বিনাশের চেষ্টা করেছিলাম। হে ঈশ্বর, আমার গর্ব চূর্ণ করে এবং (বৃন্দাবনকে আমার শাস্তি প্রদানের প্রচেষ্টা) ব্যর্থ করে আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান, গুরুদেব ও পরমাত্মা রূপে আপনার কাছে আমি এখন আশ্রয়ের জন্য এসেছি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ইন্দ্রের দ্বারা বন্দিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্মিত হেসে মেঘগর্জনের স্বরে তাঁকে বললেন—"হে ইন্দ্র, কৃপাবশতঃ আমি তোমার যজ্ঞ বন্ধ করেছিলাম। স্বর্গের রাজারূপে তোমার ঐশ্বর্যের জন্য তুমি অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিলে আর আমি চেয়েছিলাম তুমি সর্বদা আমাকে স্মরণ কর।

মানুষ তার শক্তি ও ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ হয়ে দণ্ডপাণি আমাকে নিকটে দর্শন করতে পারে না। আমি যদি তার প্রকৃত কল্যাণ কামনা করি, তবে তার জাগতিক সৌভাগ্যের অবস্থান থেকে তাকে আমি বিচ্যুত করি। হে ইন্দ্র, এখন তুমি যেতে পারো। স্বর্গের রাজারূপে তোমাদের নিয়োজিত মর্যাদায় স্থিত হয়ে সংযতভাবে, অহংকারশূন্য হয়ে আমার নির্দেশ পালন করবে।"

অতঃপর, মাতা সুরভি তাঁর গো-সন্তান সমূহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করলেন। গোপবালকরূপে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে সশ্রদ্ধভাবে সম্বোধন করে প্রশান্তচিত্তা সুরভি মাতা বললেন—"হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী! হে বিশ্বের আত্মা ও উৎপত্তি! আপনি জগৎ-পতি এবং আপনার কৃপায়, হে অচ্যুত, আমরা আমাদের প্রভুরূপে আপনাকে পেয়েছি। আপনি আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ। সুতরাং হে জগৎপতি, গো, ব্রাহ্মণ, দেবতাগণ এবং সকল সাধুগণের মঙ্গলের জন্য, দয়া করে আমাদের ইন্দ্র হও। ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে আমরা ইন্দ্ররূপে আপনার অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত করব। হে বিশ্বাত্মা, আপনি এই জগতের ভূ-ভার মোচন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করে মাতা সুরভি তাঁর আপন দুগ্ধ দ্বারা, এবং অদিতি ও অন্যান্য দেবমাতৃগণের নির্দেশে, দেবতা ও মহান ঋষিগণের সঙ্গে ইন্দ্র, তার হস্তী ঐরাবতের শুঁড় দ্বারা বাহিত স্বর্গের গঙ্গা জল দ্বারা যদুবংশের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করলেন এবং তাঁকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করলেন। তুম্বুরু, নারদ এবং অন্যান্য গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, এবং চারণগণ সহযোগে শ্রীহরির জগৎ পবিত্রকারী মহিমা গান করবার জন্য সমাগত হয়েছিলেন। দেব-পত্নীগণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে ভগবানের সম্মানে একত্রে নৃত্য করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ দেবগণ ভগবানের স্তুতি কীর্তন করে তাঁর চতুর্দিকে অপূর্ব পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। ত্রিলোক পরম সন্তোষ লাভ করেছিল এবং গাভীরা তাদের দুগ্ধ দ্বারা পৃথিবীতলকে সিক্ত করেছিল। নদীগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু রস প্রবাহিত হয়েছিল, বৃক্ষগুলি থেকে মধুক্ষরণ হচ্ছিল, কর্ষণ ব্যতীতই ভোজ্য উদ্ভিদগুলি পরিপক্ক হয়েছিল এবং পর্বতগুলি তাদের অভ্যন্তরের রত্নরাজি বাইরে বিচ্ছুরিত করেছিল। হে কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হলে সমস্ত জীব, এমন কি যারা স্বভাবে ক্রূর, তারাও সম্পূর্ণ বৈরিতামুক্ত হয়েছিল। গো ও গোপগণের পতি ভগবান গোবিন্দের অভিষেক উৎসব শেষ হবার পর, দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করে, দেবতা প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন।"

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

বরুণালয় থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"একাদশীর দিন উপবাস ও শ্রীজনার্দনের পূজা করে দ্বাদশীর দিন স্নান করবার জন্য নন্দ মহারাজ কালিন্দীর জলে নামলেন। যেহেতু অশুভ সময় অবজ্ঞা করে রাত্রিকালে নন্দ মহারাজ জলে নেমেছিলেন, তাই বরুণের এক অসুর্য্যিক সেবক তাঁকে ধরে তার প্রভুর কাছে নিয়ে গেল।"

"হে রাজন্, নন্দ মহারাজকে দেখতে না পেয়ে গোপগণ, "হে কৃষ্ণ! হে রাম!" বলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করেছিলেন। তাঁদের চিৎকার শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন যে, তাঁর পিতাকে বরুণ অপহরণ করেছেন। অতঃপর ভক্তকে অভয়দানকারী সর্বশক্তিমান ভগবান বরুণদেবের সভায় গমন করলেন।"

ভগবান হৃষীকেশকে সমাগত দেখে বরুণ দেবতা বিপুল উপচারে তাঁর পূজা করলেন। ভগবানকে দর্শন করে বরুণদেব পরমানন্দিত হয়ে ছিলেন এবং তিনি বললেন—এখন আমার দেহধারণ সার্থক হল। প্রকৃতপক্ষে, হে প্রভু, এখন আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমি বুঝলাম। হে ভগবান, যাঁরা আপনার পাদপদ্মের গ্রহণ করেন, তাঁরা জড় অস্তিত্বের পথ অতিক্রম করতে পারেন। হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধ সাধনকারী মায়া-শক্তির চিহ্ন মাত্র যাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না, সেই আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। আপনার পিতা যিনি এখানে বসে আছেন, তাঁকে আমার এক মূর্খ অনভিজ্ঞ সেবক যথাকর্তব্য না বুঝে নিয়ে এসেছে। তাই কৃপা করে আমাদের ক্ষমা করুন। হে কৃষ্ণ, হে সর্বদর্শী, দয়া করে আপনি আমাকেও কৃপা করুন। হে গোবিন্দ, আপনি অত্যন্ত পিতৃবৎসল। তাঁকে গৃহে নিয়ে যান।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বরুণদেবের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পিতাকে নিয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁদের দর্শন করে তাঁদের আত্মীয়গণ আনন্দিত হয়েছিলেন। সাগর-রাজ বরুণের অদৃষ্টপূর্ব মহাঐশ্বর্য এবং বরুণ ও তাঁর সেবকরা কিভাবে কৃষ্ণের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তা দর্শন করে নন্দ মহারাজ বিস্মিত হয়েছিলেন। নন্দ তাঁর সখী গোপগণকে এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করেছিলেন।"

"(বরুণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করে) হে রাজন্, গোপগণ অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ চিত্তে বিবেচনা করলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান। তাঁরা ভাবলেন, 'পরমেশ্বর ভগবান কি তাঁর চিন্ময় ধাম আমাদের প্রদান করবেন!' সর্বদর্শী পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপগণের অনুমান অবগত হয়ে তাঁদের অভীষ্ট পূরণের জন্য তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে চেয়ে এরূপ ভাবলেন—এই জগতে মানুষ অবশ্যই অবিদ্যা এবং কাম কর্ম দ্বারা উচ্চ এবং নীচ গতি প্রাপ্ত হয়ে ভ্রমণ করে। তাই লোকে তাদের প্রকৃত গন্তব্য-স্থান জানে না।"

"গভীরভাবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরম কৃপাময় পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি, জাগতিক অন্ধকারের অতীত তাঁর ধামকে গোপগণের নিকট প্রকাশিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশী চিন্ময় জ্যোতি প্রকাশিত করলেন যা অসীম, জ্ঞানময় ও নিত্য। ঋষিগণ, তাঁদের চেতনা জড়া-প্রকৃতির গুণ মুক্ত হলে সমাধিমগ্ন অবস্থায় এই চিন্ময় সত্তা দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপদের ব্রহ্ম-হ্রদে এনে তাঁদের জলমগ্ন করলেন এবং তারপর তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। সেই একই স্থান থেকে, যেখানে অক্রূর চিজ্জগৎ দর্শন করেছিলেন, গোপগণও ব্রহ্মলোক দর্শন করলেন। সেই চিন্ময় ধাম দর্শন করে নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁরা স্তব-রত মূর্তিমান বেদগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে উপস্থিত দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।"

ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

রাস নৃত্যের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রস্ফুটিত মল্লিকা কুসুমরাজি সুরভিত সেই শরৎকালীন রজনী অবলোকন করে তাঁর যোগমায়া শক্তির প্রভাবে তাঁর প্রেমময় লীলা উপভোগের অভিলাষ করলেন। দীর্ঘকাল পরে তার প্রিয়তমা পত্নীকে দর্শন করে প্রিয়তম পতি যেমন সহজে তার মুখমণ্ডল কুঙ্কুমে

আপনার অলকাবৃত মুখমণ্ডল, আপনার কর্ণকুণ্ডলের সৌন্দর্যমণ্ডিত গণ্ডস্থল, আপনার অধরের সুধা, ঈষৎ হাস্যযুক্ত অবলোকন, অভয়প্রদানকারী বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীদেবীর আনন্দের একমাত্র উৎস স্বরূপ আপনার বক্ষস্থল দর্শন করে আমরা আপনার দাসী হয়েছি। হে কৃষ্ণ, আপনার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে সম্মোহিত হয়ে ত্রিজগতের কোন্‌ নারী না তার ধর্মীয় আচরণ হতে বিচলিত হয়েছে? আপনার সৌন্দর্য সমস্ত ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। এমন কি, আপনার রূপ দর্শন করে গাভীরা, পক্ষীরা, বৃক্ষগুলি ও মৃগগণও পুলকিত হয়। আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান যেমন দেবলোক রক্ষা করেন, তেমনি ব্রজবাসীগণের ভয় ও দুঃখ নিবারণের জন্য আপনিও আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব হে আর্তবন্ধু, দয়া করে আপনার এই দাসীগণের উত্তপ্ত স্তনে ও শিরে আপনার করকমল স্থাপন করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"গোপীদের এই সকল বিলাপবাক্য শ্রবণ করে মহাযোগীগণেরও অধীশ্বর ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং নিত্য-তৃপ্ত হয়েও সহাস্যে গোপীগণের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন। সেই সময়ে উদার ক্রিয়াকলাপে এবং উদারহাস্যে কুন্দকুসুমবৎ দন্তের কান্তি শোভিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিপাতে উৎফুল্লমুখী সম্মিলিত সেই গোপীগণের মাঝে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। গোপীগণ তাঁর গুণগান করলে, সেই শতশতযূথপতি উচ্চৈঃস্বরে গান করলেন। তিনি তাঁর বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, বৃন্দাবন বনভূমিকে শোভিত করে তাঁদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে শীতল বালুকাময় ও নদীর তরঙ্গে উৎফুল্লিত কুমুদের সুগন্ধবাহী বায়ুতে পূর্ণ যমুনার তীরে গমন করলেন। সেখানে কৃষ্ণ গোপীদের দিকে বাহু প্রসারিত করে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের হাত, কেশ, ঊরু, নীবী, স্তন স্পর্শের দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর নখাগ্র দ্বারা আঁচড় কেটে এবং তাঁদের সঙ্গে কৌতুক, দৃষ্টিপাত ও হাস্যের মাধ্যমে ব্রজের সুন্দরী গোপীগণের কামভাব উদ্দীপিত করে ভগবান তাঁর লীলা উপভোগ করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ মনোযোগ লাভ করে গোপীরা প্রত্যেকেই নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী মনে করে গর্বিত হলেন। ভগবান কেশব গোপীগণের সৌভাগ্যজনিত অত্যন্ত গর্বভাব দর্শন করে, তাঁদের সেই গর্ব প্রশমনের জন্য, তাঁদের প্রতি আরও কৃপাবিষ্ট হয়ে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন।"

ত্রিংশ অধ্যায়

গোপীগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সহসা ভগবান কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে যূথপতির অদর্শনে হস্তিনীদের মতো গোপীরাও তাঁর অদর্শনে অত্যন্ত সন্তাপগ্রস্ত হলেন। গোপীরা নিজেদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের গমনভঙ্গী, অনুরাগ হাস্য, সবিলাস দৃষ্টিপাত, মনোরম আলাপ ও তাঁদের সঙ্গে আরও অন্যান্য লীলাবিলাসের কথা স্মরণ করছিলেন। এইভাবে রমাপতি কৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন হয়ে গোপীরা তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন। যেহেতু কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, তাঁদের দেহ তাঁর গমন, হাস্য, অবলোকন, আলাপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহের অনুকরণ করছিল। কৃষ্ণাত্মিকা রূপে লীলাবিলাসশালিনী তাঁরা একে অপরকে 'আমি কৃষ্ণ' বলে জ্ঞাপন করছিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের গান করতে করতে সমস্ত বৃন্দাবনের অরণ্য জুড়ে মনমত্ত উন্মত্ত নারীদের মতো তাঁরা তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। এমন কি তাঁরা বৃক্ষগুলির কাছেও সকল জীবের পরমাত্মারূপে অন্তরে ও বাহিরে আকাশবৎ উপস্থিত তাঁর (শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

গোপীরা বললেন—"হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখেছ? নন্দ মহারাজের ঐ পুত্র তাঁর প্রেমময় দৃষ্টি ও হাস্য দ্বারা আমাদের মন হরণ করে প্রস্থান করেছেন। হে কুরুবক বৃক্ষ, হে অশোক, হে নাগ, পুন্নাগ ও চম্পক, যাঁর হাস্য সকল মানিনীগণের দর্প হরণ করে, বলরামের সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছ কি? হে পরম কল্যাণময়ী, গোবিন্দের চরণকমলের অত্যন্ত প্রিয় তুলসী, তোমাকে ধারণ করে ভ্রমরের দলের সঙ্গে তুমি কি অচ্যুতকে যেতে দেখেছ? হে মালতী, হে মল্লিকা, হে জাতি আর যূথিকা, তাঁর কর-স্পর্শ দিয়ে তোমাদের আনন্দ দিতে দিতে মাধব কি এই পথ দিয়ে গিয়েছে? হে চূত, হে প্রিয়াল, হে পনস, অসন ও কোবিদার, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, বকুল ও আম্র, হে কদম্ব ও নীপ এবং যমুনার উপকূলবাসী পরার্থে জীবন ধারণকারী অন্যান্য বৃক্ষগণ, আমরা গোপীরা আমাদের হৃদয় হারিয়েছি, তাই দয়া করে আমাদের বল, কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছেন। হে পৃথ্বী মাতা, ভগবান কেশবের পাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করার জন্য তুমি কেমন তপশ্চর্যা করেছিলে যা পরমানন্দ আস্বাদন করে তোমার রোমরাজি দ্বারা শরীরকে পুলকিত করে শোভা প্রাপ্ত করেছে? তুমি কি ভগবানের বর্তমান আবির্ভাবেই এই আনন্দ লাভ করেছ না কি আরো পূর্বে যখন তিনি বামনদেবরূপে তোমাকে পাদস্পর্শ করেছিলেন, কিম্বা তারও পূর্বে, যখন তিনি বরাহ অবতাররূপে তোমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন? হে সখী, হরিণী, তোমাদের নয়নের পরমানন্দ আনয়নকারী শ্রীঅচ্যুত কি তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে এখানে এসেছেন? অবশ্য, তাঁর সখীকে আলিঙ্গনের সময়ে তাঁর সখীর বক্ষের কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাঁর কুন্দফুলের মালার সৌরভ এই পথে প্রবাহিত হচ্ছে। হে তরুগণ, আমরা দেখছি তোমরা প্রণত হয়ে রয়েছ। তুলসী মঞ্জরীর মালায় সুশোভিত এবং চারপাশে গুঞ্জিত মত্ত ভ্রমরের দ্বারা অনুগামী, সেই রামানুজ যখন এখান দিয়ে গমন করেছেন, তিনি কি তাঁর প্রীতিময় দৃষ্টিপাতে তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করেছেন? তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বাম হাত তাঁর প্রিয়তমার স্কন্ধে স্থাপন করে অন্য হাতে পদ্মফুল ধারণ করে রয়েছেন। কৃষ্ণের বিষয়ে এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা করা যাক। তারা নিশ্চয়ই এই বৃক্ষটির বাহু আলিঙ্গন করে থাকলেও, নিশ্চয়ই তারা কৃষ্ণের নখস্পর্শিত হয়েছে, কারণ আনন্দে তাদের গায়ে রোমাঞ্চ তার প্রমাণ করছে।"

"এই সকল কথা বলার পর কৃষ্ণ অন্বেষণে কাতর গোপীগণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে তাঁর বিভিন্ন লীলাসমূহের অনুকরণ করতে শুরু করলেন। পূতনার অনুকরণে একজন গোপী, শিশু কৃষ্ণের মতো অভিনয়কারী অন্য এক গোপীকে তাঁর স্তন পান করানোর ভান করলেন। আরেকজন গোপী ক্রন্দনরত শিশু কৃষ্ণের অনুকরণে শকটাসুরের অভিনয়কারী এক গোপীকে পদাঘাত করলেন। তৃণাবর্তের ভূমিকা গ্রহণ করে একজন গোপী শিশুকৃষ্ণের অভিনয়কারী অন্য একজনকে অপহরণ করলেন, তখন আর একজন গোপী হামাগুড়ি দিতে লাগলেন আর তাঁর পা দু'খানি আকর্ষণ করার সময় তাঁর কিঙ্কিণী ধ্বনিত হতে লাগল। গোপবালকদের ভূমিকা পালনকারী অন্যান্যদের মধ্যে দু'জন গোপী রাম ও কৃষ্ণের অভিনয় করলেন। কৃষ্ণ রূপে এক গোপী বৎসাসুররূপী আরেক গোপীকে হত্যার অভিনয় করলেন এবং দু'জন গোপী বকাসুর বধের অভিনয় করলেন। দূরে বিচরণকারী গাভীদের কৃষ্ণ যেভাবে আহ্বান করেন, যেভাবে তিনি বংশীধ্বনি করেন এবং যেভাবে তিনি বিভিন্ন ক্রীড়া করেন, একজন গোপী অবিকলভাবে তা অনুকরণ করলে, অন্য গোপীগণ 'সাধু! সাধু!' বলে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। আরেকজন গোপী কৃষ্ণভাবাবিষ্ট হয়ে অন্য এক সখীর কাঁধে হাত রেখে ভ্রমণ করতে করতে ঘোষণা করলেন, 'আমিই কৃষ্ণ! কত মনোহরভাবে আমি চলছি তা দেখ।' একজন গোপী বললেন 'ঝড়বৃষ্টিতে তোমরা কেউ ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।' এই বলে সেই গোপী তাঁর উত্তরীয়খানি তাঁর মাথার উপরে তুলে ধরলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"হে রাজন, একজন গোপী অন্য একজন গোপীর কাঁধে উঠে তাঁর চরণ অপর গোপীর মাথায় রেখে বললেন, 'হে দুষ্ট সর্প, এখান থেকে চলে যাও। তোমার জানা উচিত যে,

ব্যাপক তোমার কথামৃত সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করেন। তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তোমার হাস্য, তোমার মধুর প্রীতিময় দৃষ্টি, অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ, তোমার সঙ্গে উপভোগ করা ব্যক্তিগত কথাগুলি—এই সমস্ত কিছুই নিবিড় চিত্তে স্মরণ করা মঙ্গলজনক আর তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু একই সঙ্গে যে কষ্ট, তা আমাদের মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে। হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন গোষ্ঠ ত্যাগ করে গোচারণে গমন কর, তখন কমলের চেয়েও মনোহর তোমার পাদপদ্ম তীক্ষ্ণ ঘাসের শিষ ও ক্ষুদ্র তৃণ, অঙ্কুরে বিদ্ধ হতে পারে, এই ভাবনায় আমাদের মন বিচলিত থাকে। দিনের শেষে ধূলিধূসরিত ঘন-নীল কুন্তলাবৃত তোমার বদন-কমলখানি পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রদর্শন করে, হে বীর, তুমি আমাদের মনে স্মৃতির বেদনা উৎপন্ন কর। ব্রহ্মার আরাধিত তোমার পাদপদ্ম সকল প্রণতজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী। পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ পরম সুখদায়ক তাঁরা আপৎকালে ধ্যানের যথার্থ বিষয়। হে রমণ, হে দুঃখহারী, দয়া করে সেই পাদপদ্ম আমাদের স্তনে অর্পণ কর। হে বীর, দয়া করে তোমার মাধুর্য সুখবর্ধক ও শোকবিনাশক অধরামৃত আমাদের বিতরণ কর। সেই অমৃত মানুষের অন্য আসক্তির বিনাশ ঘটায় এবং তোমার ধ্বনিত বেণুর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তা আস্বাদন করা যায়। দিবাভাগে তুমি যখন বনে ভ্রমণ কর, তোমাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষণকালও আমাদের কাছে এক যুগ হয়ে ওঠে। এমন কি যখন তোমার সুন্দর কুঞ্চিত কুন্তলাবৃত মুখমণ্ডল আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করি, তখন বিধাতার সৃষ্ট আমাদের চোখের পাতার বাধা, আমাদের আনন্দ বিঘ্নিত হয়।"

"হে অচ্যুত, তুমি ভাল করেই জান—কেন আমরা এখানে এসেছি। তোমার মতো শঠ ছাড়া আর কেউ বা তাঁর বাঁশির উচ্চ-গীতে মোহিত হয়ে মধ্যরাত্রিতে আগত যুবতী নারীদের পরিত্যাগ করবে? কেবল তোমাকে দর্শন করার জন্যই আমাদের পতি, পুত্র, গুরুজন, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে সম্পূর্ণরূপে আমরা অগ্রাহ্য করেছি। আমরা যখন তোমার সঙ্গে একান্তে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের কথাগুলি মনে করি, তখন আমাদের মন বার বার মোহিত হতে থাকে, আমাদের হৃদয়ে কামের উদয় অনুভব করি আর তোমার হাস্য মুখ, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি, ও লক্ষ্মীদেবীর বিশ্রামস্থল তোমার বিশাল বক্ষকে মনে করি। এইভাবে তোমার প্রতি আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মায়। হে প্রিয়, তোমার সর্ব মঙ্গলময় আবির্ভাব ব্রজবাসীদের দুঃখবিনাশক। আমাদের মন তোমার সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। দয়া করে আমাদের কিঞ্চিৎ সেই ঔষধ প্রদান কর যা তোমার ভক্তের হৃদয়ের ব্যাধি প্রতিহত করে। হে প্রিয়, তোমার সুকোমল চরণকমল আহত হবে, এই আশঙ্কায় তা আমরা আমাদের কঠিন স্তনে অত্যন্ত সন্তর্পণে স্থাপন করি। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তাই বনভ্রমণের সময় পাথরকুচির আঘাতে তোমার সুকোমল চরণযুগল আহত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।"

দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

পুনর্মিলন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে নানা মধুর উপায়ে তাঁদের হৃদয় হতে উৎসারিত গান ও প্রলাপ বলতে বলতে গোপীরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন শুরু করলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সহাস্যবদনে গোপীদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। মালা ও পীতবসন

পরিহিত, সাধারণ মানুষের মন-হরণকারী এবং কামদেবেরও মনোমোহন রূপে তিনি আবির্ভূত হলেন। গোপীগণ যখন দেখলেন যে, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁদের কাছে ফিরে এসেছেন, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন আর তাঁর প্রতি প্রীতিবশত তাঁদের নেত্রের উৎফুল্লিত হয়ে উঠল। যেন তাঁদের জীবনে প্রাণবায়ু ফিরে এল। একজন গোপী আনন্দে কৃষ্ণের হস্ত তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে গ্রহণ করলেন এবং অপরজন কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত বাহু তাঁর স্কন্ধে ধারণ করলেন। এক তন্বী গোপী অঞ্জলিবদ্ধ হাতে সশ্রদ্ধভাবে কৃষ্ণচর্বিত তাম্বূল গ্রহণ করলেন আর অন্য একজন বিরহ সন্তপ্ত গোপী তাঁর পাদপদ্মদ্বয় তাঁর স্তনযুগলে স্থাপন করলেন। প্রেমময় ক্রোধে বিহ্বল একজন গোপী ওষ্ঠ দংশন করে ভ্রূকুটিযুক্ত কটাক্ষপাত দ্বারা কৃষ্ণকে যেন তাড়িত করতে লাগলেন। ঠিক যেমন যোগীগণ তাঁর চরণে মনোনিবেশ করেও কখনও তৃপ্ত হন না, তেমনই অন্য একজন গোপী কৃষ্ণের বদন-কমল অপলক নয়নে অবলোকন করে তাঁর মাধুর্য গভীরভাবে আস্বাদন করেও যেন তৃপ্ত হতে পারলেন না। একজন গোপী তাঁর নেত্র-রন্ধ্রের মাধ্যমে ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে স্থাপন করলেন। তারপর চক্ষু মুদিত করে পুলকিত শরীরে তাঁকে অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে তিনি ভগবানের ধ্যানরত এক যোগীর মতো হয়ে উঠলেন।"

"তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণকে পুনরায় দর্শন করে সকল গোপীগণ পরমানন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন। সংসারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কোনও পরম ভাগবতকে প্রাপ্ত হলে যেমন তাঁদের দুর্দশা বিস্মৃত হয়, ঠিক তেমনই তাঁরা বিরহ-যন্ত্রণা পরিত্যাগ করেছিলেন। সর্বসন্তাপমুক্ত গোপীগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত দীপ্তিমানরূপে বিরাজ করছিলেন। হে রাজন, ঐশ্বর্যাদিময়ী স্বরূপশক্তি দ্বারা পরিবৃত হয়ে পরমাত্মা যেভাবে শোভা পান, শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে দীপ্যমান হয়ে ছিলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান অতঃপর গোপীদের তাঁর সঙ্গে কালিন্দীর তরঙ্গরূপ তরল হস্ত দ্বারা ব্যাপ্ত, কোমল বালুকাময় তটে নিয়ে গেলেন। সেই পবিত্র স্থানের প্রস্ফুটিত কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের সৌরভ মণ্ডিত বাতাস ভ্রমরদের আকর্ষিত করেছিল আর শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণ-প্রাচুর্য রাত্রির অন্ধকার দূর করেছিল। কৃষ্ণ দর্শনে যুক্তিযুক্ত বেদসকল যেমন পূর্ণ মনস্কাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি কৃষ্ণ-দর্শনের আনন্দে গোপীদের হৃদয়ের ব্যথাও দূরীভূত হল। তাঁদের স্তনের কুঙ্কুম-রঞ্জিত উত্তরীয় দ্বারা, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য তাঁরা আসন রচনা করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর জন্য যোগেশ্বরগণও তাঁদের হৃদয় মধ্যে আসন কল্পনা করেন, তিনি গোপীগণের সভামধ্যে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। গোপীগণ তাঁর অর্চনা করলেন, ত্রি-লোকে লক্ষ্মীর একমাত্র আবাসস্থল রূপ তাঁর চিন্ময় শরীর দীপ্যমান তেজোময় প্রকাশিত হয়েছিল। গোপীগণ তাঁদের কোলে অনঙ্গবর্ধক কৃষ্ণের হস্ত ও পদদ্বয় স্থাপন করে, কটাক্ষ, হাস্যলীলা ও ভ্রূবিলাসযুক্ত মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করলেন। এমন কি যখন তাঁরা অর্চনা করছিলেন, কিঞ্চিৎ ক্রোধ অনুভবের মাধ্যমে, তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—'কিছু মানুষ কেবল তাদেরই ভালবাসে, যারা তাদের ভালবাসে, যখন অন্যান্যরা সেই সব জনদেরও ভালবাসে যারা তাদের ভালবাসে না বা বিরোধীভাবাপন্ন। এরপরেও আরো কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কারও প্রতিই ভালবাসা প্রদর্শন করে না। প্রিয় কৃষ্ণ, দয়া করে এই ব্যাপারটি আমাদের যথাযথভাবে বর্ণনা কর।'"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"স্বার্থকেন্দ্রিক সুহৃদগণ যারা নিজেদের লাভের আশায় পরস্পরকে ভালবাসা প্রদর্শন করে, তারা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর। তাদের মধ্যে সত্যিকারের সৌহার্দ্য নেই, ধর্মও নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা যদি নিজেদের লাভের প্রত্যাশা না করত, তবে তারা পারস্পরিক ভালবাসাও বিনিময় করত না। হে সুমধ্যমাগণ, কিছু মানুষ রয়েছেন যারা প্রকৃত অর্থেই দয়ালু, যেমন পিতা মাতা স্বাভাবিকভাবেই স্নেহশীল। এই ধরনের মানুষেরা যারা প্রতিদানে ব্যর্থ মানুষদেরও একনিষ্ঠভাবে সেবা করে, তারাই ধর্মের প্রকৃত নির্ভুল পথ অনুসরণ করছে, আর তারাই সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। এছাড়া সেই ধরনের মানুষেরাও রয়েছে যারা আত্মারামী, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। এই ধরনের মানুষেরা তাদের ভালবাসা প্রদানকারীকেও ভালবাসে না, শত্রুভাবাপন্নদের কথা আর কী বলার আছে। জীব যখন আমাকে ভালবাসে, এমন কি তারা যখন আমার পূজাও করে, আমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিই না, তার কারণ হে

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অরিষ্টাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সেই সময় অরিষ্টাসুর গোষ্ঠে আগমন করেছিল। বিশাল কুকুদ বিশিষ্ট বৃষাকৃতি ধারণ করে তার খুর দিয়ে সে ভূমিতল কম্পিত ও বিদীর্ণ করেছিল। অরিষ্টাসুর ভয়ঙ্কর বৃষগর্জন করতে করতে ভূমিতলকে বিদীর্ণ করছিল। উর্ধ্ব পুচ্ছ ও তার বিস্ফারিত চক্ষে, সে তার শৃঙ্গাগ্রভাগ দ্বারা তটদেশ উৎক্ষিপ্ত করছিল আর মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করছিল। হে রাজন, তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ অরিষ্টাসুরের কুকুদকে পর্বতভ্রমে সেখানে মেঘরাশি বিচরণ করছিল, আর সেই অসুরকে দেখে গোপ ও গোপীগণ আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। বাস্তবিকই, তার তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনিত গর্জন এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, গর্ভবতী ধেনু ও নারীগণের গর্ভস্রাবে ভ্রূণ নষ্ট হয়েছিল। হে রাজন, গৃহপালিত পশুগণ ভীত হয়ে গোষ্ঠ পরিত্যাগ করেছিল আর সকল অধিবাসীগণ 'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ' বলে চিৎকার করে শ্রীগোবিন্দের শরণাগত হয়েছিলেন।"

"পরমেশ্বর ভগবান গোকুলকে ভয়বিহ্বল দর্শন করে 'তোমরা ভয় পেয়ো না' এই বলে তাদের আশ্বস্ত করে বৃষাসুরকে আহ্বান করলেন। ওরে মূঢ়! অসত্তম! গোপ ও তাদের পশুদের ভীত করে তুই কি করছিস বলে ভেবেছিস, যেখানে তোর মতো অসৎ দুরাত্মাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি উপস্থিত রয়েছি। এই কথা বলে ভগবান অচ্যুত করতল দ্বারা তাঁর বাহু আস্ফোটন করে উচ্চ শব্দ দ্বারা অরিষ্টাসুরকে আরো ক্রুদ্ধ করে তুললেন। অতঃপর ভগবান শ্রীহরি এক সখার স্কন্ধে তাঁর সর্পদেহতুল্য বাহু ভুজ প্রসারিত করে অসুরটির দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান হলেন। এইভাবে কুপিত হয়ে অরিষ্ট তার একটি খুর দিয়ে ভূমি বিদীর্ণ করে, উদ্যত পুচ্ছ দিয়ে মেঘরাশিকে ঘূর্ণিত করে ক্রুদ্ধভাবে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। অরিষ্ট তার শৃঙ্গ দুটির অগ্রভাগ সম্মুখে বিন্যস্ত করে, তার রক্তবর্ণ দুটি চোখ দিয়ে বক্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ভীতি-প্রদর্শনকারী দৃষ্টিপাত করে ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রের মতো পূর্ণবেগে কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে এল। পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরের শৃঙ্গদুটি ধারণ করে তাকে আঠারো পদক্ষেপ পশ্চাতে নিক্ষেপ করলেন, ঠিক যেমন একটি হাতী প্রতিপক্ষ হাতীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় করে থাকে। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে বৃষভাসুর উত্থিত হয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ঘর্মাক্ত কলেবরে পুনরায় তাঁকে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে আক্রমণ করল। অরিষ্ট আক্রমণ করলে শ্রীকৃষ্ণ তার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করে তাকে ভূপাতিত করে পদাঘাত করলেন। কিন্তু তা ভূমিতে নিক্ষেপ করার মতো ভগবান তাকে প্রহার করলেন এবং সেজন্যই তিনি দানবের একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করে, যতক্ষণ না সে ভূমিতে শায়িত হয়, তা দিয়ে তাকে আঘাত করছিলেন। রক্তবমন ও প্রচুর মলমূত্র ত্যাগ করে, বিক্ষিপ্ত মেরে পাগুলি ইতস্তত বিক্ষেপ করতে করতে অরিষ্টাসুর অত্যন্ত কষ্টকরভাবে মৃত্যুলোকে গমন করল। দেবতাগণ ভগবান কৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করে তাঁর স্তব করলেন। এইভাবে বৃষভাসুর অরিষ্টকে বধ করে গোপীগণের নয়নের উৎসব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।"

"অদ্ভুতকর্মা কৃষ্ণ দ্বারা অরিষ্টাসুর নিহত হলে নারদ মুনি রাজা কংসকে তা বলার জন্য গমন করলেন। দিব্যদর্শন সেই ভগবান নারদ রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—প্রকৃতপক্ষে যশোদার সন্তান ছিল একটি কন্যা আর কৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর পুত্র। রামও রোহিণীর পুত্র। বসুদেব ভীত হয়ে তাঁর মিত্র নন্দ মহারাজের কাছে কৃষ্ণ ও বলরামকে সমর্পণ করেছিলেন আর এই দুই বালকই তোমার লোকেদের বধ করেছে। এই কথা শ্রবণ করে ভোজপতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তার ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসুদেবকে হত্যার জন্য একটি শাণিত তরবারি হাতে তুলে নিল। কিন্তু বসুদেবের দুই পুত্রই তার মৃত্যুর কারণ, একথা তাকে স্মরণ করিয়ে নারদ কংসকে নিবারিত করলেন। অতঃপর কংস বসুদেবকে সস্ত্রীক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল।"

"নারদ প্রস্থান করলে, রাজা কংস কেশীকে আহ্বান করে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'যাও, বলরাম আর কৃষ্ণকে হত্যা কর।' ভোজরাজ অতঃপর মুষ্টিক, চাণূর, শল ও তোশল প্রমুখ তার মন্ত্রীগণ ও তার হস্তীপালকদের আহ্বান করল। রাজা তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিল—প্রিয় বীর চাণূর ও মুষ্টিক, আমার কথা শোনো। আনকদুন্দুভির (বসুদেব) পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণ নন্দের ব্রজে বাস করছে। ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে যে, এই দুটি বালক আমার মৃত্যুর কারণ হবে। তাদের যখন এখানে নিয়ে আসা হবে, তখনই মল্লক্রীড়ার ছলে তোমরা তাদের হত্যা করবে। চতুর্দিকে বিভিন্ন দর্শক মঞ্চ বিশিষ্ট একটি মল্লক্ষেত্র নির্মাণ কর এবং সকল পুরবাসী ও জনপদবাসীকে এই মুক্ত প্রতিযোগিতা দর্শন করার জন্য নিয়ে এস। তুমি, হস্তীপালক, হে ভদ্র, কুবলয়াপীড় হস্তীকে মল্লক্ষেত্রের প্রবেশ পথে রাখবে আর তার দ্বারা আমার দুই শত্রুকে হত্যা করাবে। যথাযথ বৈদিক নির্দেশ অনুসারে চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ শুরু করা হোক। বরদাতা শিবের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পশু বলিদান করা হোক।"

"তার মন্ত্রীদের এরূপ নির্দেশ প্রদান করে কংস অতঃপর যদুশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে আহ্বান করল। ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনে পারদর্শী কংস অক্রূরের হাত নিজ হাতে ধারণ করে তাকে বলতে লাগল—প্রিয় অক্রূর, দানপতি, মিত্রভাবশত আমার জন্য সাদরে কিছু কর। ভোজ ও বৃষ্ণিদের মধ্যে তোমার মতো আমাদের প্রতি দয়ালু আর কেউ নেই। সৌম্য অক্রূর, তুমি সর্বদা শান্তভাবে কর্তব্যপালন কর, আর তাই আমি তোমার উপর নির্ভর করছি, ঠিক যেভাবে শক্তিশালী ইন্দ্র তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। যেখানে আনকদুন্দুভির দুই পুত্র বাস করছে, সেই নন্দের গ্রামে তুমি গমন কর আর বিলম্ব না করে এই রথে করে তাদের নিয়ে এসো। বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতাগণ এই দুই বালককে আমার মৃত্যুরূপে প্রেরণ করেছে। তাদের এখানে নিয়ে এস আর নন্দ ও অন্যান্য গোপগণও উপহারসহ এখানে আসুক। কৃষ্ণ ও বলরামকে এখানে আনবার পরে আমি বরং যমতুল্য আমার হাতী দ্বারা তাদের হত্যা করব আর দৈবাৎ যদি তারা তা থেকে নিষ্কৃতি পায়, তখন আমি বজ্রতুল্য আমার মল্লযোদ্ধাদের দ্বারা তাদের বধ করব। এই দুজন নিহত হলে আমি বসুদেবকে এবং বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হ বংশজাত তাদের সকল শোকসন্তপ্ত বান্ধবদের বধ করব। আমার রাজ্যলোভী বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, তার ভ্রাতা দেবক ও আমার অন্যান্য সকল শত্রুদেরও আমি হত্যা করব। হে মিত্র, অতঃপর এই পৃথিবী কণ্টকশূন্য হবে। আমার গুরুজন জরাসন্ধ ও প্রিয় সখা দ্বিবিদের মতোই শম্বর, নরক ও বাণ আমার দৃঢ় শুভাকাঙ্ক্ষী। দেবতাদের পক্ষ অবলম্বনকারী রাজাদের হত্যা করতে আমি এদের ব্যবহার করব আর তারপর আমি পৃথিবী শাসন করব। এখন তুমি আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেছ, সত্বর যাও, ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরীর ঐশ্বর্য দর্শন করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে এস।"

শ্রীঅক্রূর বললেন—"হে রাজন, আপনার দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হবার কুশলী পন্থা আপনি রচনা করেছেন। তবুও, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে সমান ভাব রাখা উচিত, কারণ নিশ্চিতভাবে দৈবই মানুষের কার্যের ফল প্রদান করে থাকে। মানুষের আকাঙ্ক্ষাপূরণ দৈব প্রতিহত করা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কর্ম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। তাই সে হর্ষ ও শোক উভয়েরই সম্মুখীন হয়। যদিও এটাই বাস্তব সত্য, তবু আমি আপনার নির্দেশ পালন করব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই ভাবে অক্রূরকে নির্দেশ প্রদান করে রাজা কংস তার মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল অক্রূরও গৃহে ফিরে গেলেন।"

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

কেশী ও ব্যোমাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কংস কর্তৃক প্রেরিত কেশী দানব বৃহদাকার অশ্বরূপে ব্রজে উপস্থিত হল। মনের গতিতে ধাবিত হয়ে সে তার খুর দিয়ে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করছিল। আকাশব্যাপী দেবতাগণের বিমান ও মেঘরাশিকে তার কেশর দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে তার উচ্চ হ্রেষাধ্বনি দ্বারা উপস্থিত সবাইকে সে আতঙ্কিত করছিল।"

"পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখলেন যে, কিভাবে ভয়াবহ হ্রেষাধ্বনি ও তার পুচ্ছ দ্বারা মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে দানব তাঁর নিজ গোকুলকে ভীত করে তুলেছে, তখন তিনি তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ করার জন্য কেশী কৃষ্ণের অনুসন্ধান করছিল, তাই ভগবান যখন তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে তাকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করলেন, তখন অশ্বটি সিংহের মতো গর্জন করে সাড়া দিল। তার সম্মুখে ভগবানকে দণ্ডায়মান দর্শন করে আকাশকে গলাধঃকরণের মতো মুখব্যাদান করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কেশী তাঁর দিকে ধাবিত হল। প্রচণ্ড গতিতে দুর্নিবার্য এবং অপরের কাছে পরাজয়ের অযোগ্য অশ্বাসুর তার সামনের পা দুটি দিয়ে কমলনয়ন ভগবানকে আঘাত করার চেষ্টা করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেশীর আঘাত এড়িয়ে গিয়ে, তুচ্ছভাবে তার হাত দিয়ে দানবের পা দুখানি ধরে চতুর্দিকে শূন্যে ঘূর্ণন করে শত ধনুক দূরত্বে হেলায় নিক্ষেপ করলেন, ঠিক যেমন গরুড় কোনও সাপকে নিক্ষেপ করে। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। চেতনা ফিরে পেয়ে ক্রুদ্ধভাবে উত্থিত হয়ে মুখ ব্যাদান করে সে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণের জন্য ধাবিত হল। কিন্তু ভগবান হাসতে হাসতে তাঁর বাম বাহু অশ্বের মুখের ভিতর প্রবেশ করালেন যেন অতি সহজেই একটি সর্প গর্তমধ্যে প্রবেশ করল। পরমেশ্বর ভগবানের বাহু স্পর্শ করা মাত্র কেশীর দন্তসমূহ তৎক্ষণাৎ পতিত হল যেন সেই বাহুটি দানবের কাছে তপ্ত লৌহের ন্যায় মনে হচ্ছিল। কেশীর দেহের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের বাহু তখন উপেক্ষিত উদরস্ফীতি রোগের ন্যায় নিরতিশয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল, শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান বাহু সম্পূর্ণরূপে কেশীর শ্বাসরোধ করলে, সে ইতস্তত পদবিক্ষেপ করে, ঘর্মাক্ত কলেবরে, বিস্ফারিত নয়নে, পুরীষ ত্যাগ করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। মহাবাহু কৃষ্ণ তখন কেশীর দেহমধ্য হতে দীর্ঘ কর্কটিকা ফলের ন্যায় তাঁর বাহু আকর্ষণ করে নিলেন। অনায়াসে তাঁর শত্রুকে বধ করা সত্ত্বেও গর্বশূন্য হয়ে ভগবান উপর থেকে দেবতাদের পুষ্প-বৃষ্টিরূপ পূজা গ্রহণ করেছিলেন।"

"হে রাজন, অতঃপর ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ মুনি অক্লিষ্টকর্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগমন করে একান্তে তাঁকে বলতে লাগলেন। হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অমেয় স্বরূপ, যোগেশ, জগন্নাথ! হে বাসুদেব, সর্বজীবাশ্রয়, যদুশ্রেষ্ঠ! হে প্রভু, আপনি কাষ্ঠমধ্যে গুপ্ত বহ্নির মতো হৃদয় অভ্যন্তরে অংশভাবে অসীম সর্বজীবের পরমাত্মা। আপনি সর্বসাক্ষী, মহাপুরুষ ও পরম নিয়ন্তা স্বরূপ। আপনি সর্ব আত্মার আশ্রয় এবং পরম নিয়ন্তারূপে কেবলমাত্র আপনার ইচ্ছার দ্বারাই আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। আপনার মায়াশক্তি দ্বারা আদিতে আপনি জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ সৃজন করেছেন এবং তাদের মাধ্যমেই আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও পরে বিনাশ সাধন করে থাকেন। নরপতিরূপে, দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষস রূপে বিরাজমান বিভিন্ন অসুরদের সংহার করে সাধুভক্তের রক্ষার জন্যই আপনি সেই একই স্রষ্টা এখন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। অশ্বরূপী অসুর এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, তার হ্রেষাধ্বনিতে ভীত হয়ে দেবতারা তাঁদের স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করছিলেন। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আপনি তাকে বিনাশের ক্রীড়া উপভোগ করেছেন। আর দুদিনের মধ্যেই, হে সর্বশক্তিমান ভগবান, চাণূর, মুষ্টিক ও অন্যান্য মল্লগণকে সেই কুবলয়াপীড় হস্তী ও রাজা কংস সহ আপনার হাতে

নিহত হতে দেখব। এরপর আমি আপনাকে কালযবন, মুর, নরক এবং শঙ্খাসুরকে বধ করতে দেখব এবং আমি আপনাকে, ইন্দ্রকে পরাজিত করে পারিজাত বৃক্ষও হরণ করতে দর্শন করব। অতঃপর আমি দর্শন করব যে, বীরত্বরূপ শুল্কের বিনিময়ে বীর রাজাদের কন্যাগণকে আপনি বিবাহ করছেন। অতঃপর, আপনি দ্বারকায় রাজা নৃগকে অভিশাপ থেকে উদ্ধার করবেন এবং আপনার জন্য আরো এক পত্নী (জাম্ববতী) সহ স্যমন্তক মণি গ্রহণ করবেন। আপনার সেবক যমরাজের আলয় থেকে আপনি এক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে আনবেন আর তারপর আপনি পৌণ্ড্রককে বধ করবেন, কাশী নগরী দগ্ধ করবেন, দন্তবক্রের বিনাশ করবেন ও [illegible] রাজসূয় যজ্ঞের সময় চেদি-রাজকে বধ করবেন। আপনার দ্বারকায় বাসের সময় অন্যান্য আরো কর্ম যা আপনি সম্পাদন করবেন সেই সঙ্গে এই সমস্ত বীরত্ব-লীলাসমূহও আমি দর্শন করব। দিব্য কবিগণের গানে এই সকল লীলা পৃথিবীতে কীর্তিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে, ভূভার হরণের জন্য অর্জুনের সারথিরূপে সমস্ত অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশক কালরূপী আপনাকে আমি দর্শন করব।"

"হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আশ্রয়ের জন্য আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনি বিশুদ্ধ নিত্যচৈতন্য পূর্ণ পরমানন্দ স্বরূপে সর্বদা অবস্থান করেন। যেহেতু আপনার ইচ্ছা অপ্রতিহত তাই সকল অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হন এবং আপনার চিৎ শক্তির প্রভাবে মায়াময় গুণপ্রবাহ থেকে আপনি নিতান্ত পৃথক অবস্থান করেন। আপনি পরম নিয়ন্তা, প্রভু, আপনাকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি। আপনার নিজ শক্তি দ্বারা এই প্রপঞ্চের অগণিত পরিকল্পনা বিশেষ রচনা করেন। এখন আপনি মানবিক যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণে মনস্থ করে যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বীররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে যদুপতি ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্তব নিবেদন করে নারদ অবনত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার পরমানন্দ অনুভব করতে করতে, ভগবানের অনুমতিক্রমে প্রস্থান করলেন। কেশী দানবকে যুদ্ধে বধ করার পর পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আনন্দিত গোপবালক সহচরগণের সঙ্গে গাভী ও অন্যান্য পশুদের পালন করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি সকল বৃন্দাবনবাসীর জন্য সুখ আনয়ন করলেন।"

"একদিন গোপবালকেরা যখন পর্বতের উচ্চভাগে তাঁদের পশুদের চারণ করছিলেন, তখন চোর ও পশুপালকের ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁরা 'চুরি করে লুকানো'-র খেলা খেলতে শুরু করলেন। হে রাজন, ঐ খেলায় কেউ চোর, কেউ মেষপালক এবং অন্যান্যরা মেষ রূপে অভিনয় করছিলেন। তাঁরা আনন্দে ও নির্ভয়ে তাঁদের খেলা খেলছিলেন। ব্যোম নামক ময় দানবের এক মহা মায়াবী পুত্র তখন গোপবালকের ছদ্মবেশে সেখানে অবতীর্ণ হল। চোর রূপে খেলায় যোগদান করার ভান করে সে মেষরূপে অভিনয়কারী অধিকাংশ গোপবালককে চুরি করতে লাগল। ধীরে ধীরে সেই মহাদানব আরও বহু গোপবালককে অপহরণ করে এক পর্বতের গুহায় নিক্ষেপ করে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মেষ রূপে অভিনয়কারী মাত্র চার-পাঁচজন মাত্র বালক খেলায় অবশিষ্ট ছিলেন। সাধু ভক্তগণের আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্যোমাসুর যা করছিল তা সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে, যে সময়ে সে অন্য গোপবালককে নিয়ে যাচ্ছিল তখন, সিংহ যেমনিভাবে নেকড়ে বাঘকে ধারণ করে, তেমনিভাবে বলপূর্বক অসুরকে ধরলেন। দানব তখন তার বিশাল পর্বতসদৃশ বিরাট ও আসল নিজ রূপে পরিবর্তিত হল। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেও ভগবানের দৃঢ় মুষ্টির চাপে দুর্বল হয়ে পড়ে, সে তা করতে সমর্থ হল না। ভগবান অচ্যুত ব্যোমাসুরকে তাঁর বাহুমধ্যে দৃঢ়রূপে ধারণ করে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর দর্শনরত স্বর্গের দেবগণের সমক্ষে কৃষ্ণ তাকে, যজ্ঞের পশুকে যেভাবে বধ করা হয়, সেইভাবে বধ করলেন। কৃষ্ণ তখন গুহার প্রবেশপথের প্রস্তরখণ্ডের অবরোধ চূর্ণ করে আটক গোপবালকগণকে নিরাপদে নিঃসারিত করলেন। অতঃপর দেবতা ও গোপবালকগণ তাঁর মহিমা গান করলে তিনি তাঁর গোকুলে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

অনুসরণ করে আপনার আরাধনা করেন এবং বহু রূপ ও নামের বিভিন্ন দেবতাদের বিশদভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করেন। দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য কেউ কেউ সকল জাগতিক কর্ম পরিত্যাগ করে শান্ত হয়ে জ্ঞান যজ্ঞ সম্পাদন করে জ্ঞান-বিগ্রহ স্বরূপ আপনাকে আরাধনা করেন। শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণ আপনার বৈদিক বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় বিধিসমূহ অনুসরণ করেন। তাঁদের মনকে আপনার ভাবনায় মগ্ন করে তাঁরা বহু রূপে প্রকাশিত একই ভগবান, আপনাকে আরাধনা করেন। আরও অনেকেরা রয়েছেন, যাঁরা ভগবান শিব রূপে আপনার উপাসনা করেন। তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ফলেই তাঁরা শিব বর্ণিত ও বহু আচার্য দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। হে প্রভু, কিন্তু এই সমস্ত মানুষেরা, যাঁরা আপনার থেকে অন্যত্র মনোনিবেশ করে অন্য দেবতাদের উপাসনা করেন, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে, সর্বদেবময় একমাত্র আপনারই উপাসনা করেন। পর্বত হতে উৎপন্ন নদী যেমন বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হয়ে চতুর্দিক হতে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, তেমনই এই সমস্ত মার্গ অবশেষে, হে প্রভু, আপনাতে প্রবিষ্ট হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, আপনার জড়া প্রকৃতির গুণাবলী ব্রহ্মা হতে শুরু করে স্থাবর প্রাণী পর্যন্ত সকল বদ্ধ জীবকে আবদ্ধ করে। আপনি সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সকলের বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ, আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। অবিদ্যার বেগপ্রসূত আপনার জড়-গুণ-প্রবাহ দেবতা, মানুষ ও প্রাণীরূপ দেহাভিমানীগণের মধ্যে প্রবাহিত হয়। অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য আপনার চক্ষু এবং আকাশ আপনার নাভি। দিকসকল আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় ও দেবশ্রেষ্ঠগণ আপনার বাহুদ্বয় এবং সমুদ্র আপনার উদর। স্বর্গ আপনার মস্তক, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল। বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ আপনার শরীরের রোমরাশি, মেঘ আপনার মস্তকের কেশরাশি এবং পর্বত আপনার, পরম পুরুষের অস্থি ও নখ। রাত্রি ও দিন আপনার চক্ষুর নিমেষ মাত্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার প্রজনন-অঙ্গস্বরূপ ও বৃষ্টি আপনার বীর্য।"

"হে অব্যয় পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান, বহুজীবসঙ্কুল নিখিল ভুবন সবই তাদের নিজ নিজ পালকগণ সহ আপনার মধ্যেই উৎপন্ন হয়। ঠিক যেমন জলচর জীবেরা সাগরে সন্তরণ করে বা ক্ষুদ্র কীটগুলি উদুম্বর ফলের মধ্যে বাস করে, তেমনই মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের আধার স্বরূপ আপনারই মধ্যে এই সকল ভুবন সন্তরণশীল। আপনার লীলা উপভোগার্থে এই জগতে আপনি নিজেকে বিভিন্ন রূপে প্রকট করেন আর যাঁরা আনন্দে আপনার মহিমা কীর্তন করেন, এই সকল অবতাররূপ তাঁদের সমস্ত শোক মার্জন করেন। সৃষ্টির কারণ আপনি, প্রলয় সমুদ্রে সন্তরণশীল মৎস্যরূপী আপনাকে, আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। হয়গ্রীবরূপে মধু-কৈটভ বিনাশক, বৃহৎ কূর্মরূপে মন্দর পর্বতধারী এবং বরাহ অবতারে যিনি পৃথিবীকে সানন্দে উদ্ধার করেন, সেই আপনাকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। অদ্ভুতসিংহরূপী (নৃসিংহদেব) সাধু ভক্তগণের ভয় বিনাশকারী ও বামনরূপী ত্রিভুবনে পদবিন্যাসকারী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। ভৃগুপতি রূপধারী ক্ষত্রিয়বনচ্ছেদী ও রাবণান্তকারী রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে প্রভু, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপী যাদবাধিপতি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। দৈত্যদানব-মোহনকারী শুদ্ধ বুদ্ধরূপী ও ম্লেচ্ছতুল্য রাজাগণের বিনাশকারী কল্কিরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।"

"হে ভগবান, এই জগতে আপনার মায়া শক্তি দ্বারা মোহিত জীব 'আমি' ও 'আমার' রূপ মিথ্যা অভিমানে যুক্ত হয়ে কর্মমার্গে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়। হে প্রভো, আমিও এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে মূর্খের মতো আমার দেহ, সন্তান, গৃহ, পত্নী, অর্থ ও স্বজনবৃন্দকে সত্য বলে মনে করছি, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নবৎ অসত্য। এইভাবে অনিত্যকে নিত্য, আমার দেহকে আমার আত্মা এবং দুঃখের উৎস-সমূহকে সুখের উৎসরূপে ভুল করে, আমি জাগতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই আনন্দ অনুভবের চেষ্টা করছি। এইভাবে তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদরূপে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। মূর্খ যেমন জলোৎপন্ন তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত জলকে লক্ষ্য না করে মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়, আমিও তেমনি আপনার কাছ থেকে অন্য দিকে ধাবিত হয়েছি। আমার বুদ্ধি এতটাই অক্ষম যে, জড়জাগতিক কামনা ও কর্ম

দ্বারা ক্ষোভিত এবং ক্রমাগত আমার বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা আকৃষ্যমাণ আমার মনকে নিবৃত্ত করার শক্তি লাভ করতে আমি অসমর্থ। যদিও অসাধুজনেরা কখনই আপনার চরণ প্রাপ্ত হতে পারে না, তবুও এখন মনে করি যে আপনার চরণের শরণাগত হয়েছি, আপনার কৃপা বিনা এ কখনই সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। একমাত্র যখন জীবের জাগতিক জীবনের অবসান হয়, হে পদ্মনাভ, তখনই আপনার শুদ্ধ ভক্তের সেবার দ্বারা আপনার প্রতি রতি জন্মে। অনন্ত শক্তিমান পরম ব্রহ্মকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। তিনি বিজ্ঞানময় বিগ্রহ, সকল চেতনার কারণস্বরূপ এবং জীবের প্রধান নিয়ন্তা। হে বাসুদেব, সকল জীবের আশ্রয় স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে হৃষীকেশ, আপনাকে পুনরায় আমার প্রণাম নিবেদন করি। হে প্রভো, আমি আপনার শরণাগত, দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন।"

একচত্বারিংশ অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় প্রবেশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অক্রূর যখন স্তব নিবেদন করছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে প্রকাশিত তাঁর দিব্য রূপ প্রত্যাহার করে নিলেন। ঠিক যেভাবে কোনও অভিনেতা তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করে। অক্রূর সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হলে জল থেকে উঠে সত্বর তাঁর বিবিধ অবশ্য কর্তব্য কর্ম সকল সমাপন করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে রথে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি, আকাশ বা জলে তুমি অদ্ভুত কিছু দর্শন করেছ কি? তোমাকে দেখে আমাদের তেমনই মনে হচ্ছে।"

শ্রীঅক্রূর বললেন—"তুমি, আকাশ বা জলে যত অদ্ভুত বস্তুই থাক, তার সকলই আপনাতে বিরাজমান। যেহেতু সমস্ত কিছুই আপনার মধ্যে নিহিত রয়েছে, তাই আমি যখন আপনাকে দর্শন করি, তখন আমার আর দর্শনের কিছু বা অবশিষ্ট থাকে? হে পরমব্রহ্ম, তুমি, আকাশ ও জলের, সকল অদ্ভুত বস্তুই যাঁর মধ্যে বর্তমান, আমি এখন সেই আপনাকে দর্শন করছি, এই জগতে আর কি অদ্ভুত বস্তু আমি দর্শন করতে পারি? এই কথা বলে গান্দিনীপুত্র অক্রূর রথ চালনা শুরু করলেন। অপরাহ্নে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি মথুরায় উপস্থিত হলেন। তাঁরা যে সকল পথ দিয়ে গমন করছিলেন, হে রাজন, সেখানেই গ্রামবাসীরা কাছে এসে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বসুদেবনন্দন দুজনকে দর্শন করছিল। প্রকৃতপক্ষে, গ্রামবাসীরা তাঁদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীগণ রথ পৌঁছানোর পূর্বেই মথুরায় এসে নগরীর উপকণ্ঠের একটি বাগানে কৃষ্ণ ও বলরামের অপেক্ষায় অবস্থান করছিলেন। নন্দ মহারাজ ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবার পর জগদীশ্বর, ভগবান কৃষ্ণ বিনীতভাবে অক্রূরের হাত তাঁর নিজের হাতে গ্রহণ করে হাসতে হাসতে বললেন 'আমাদের আগেই রথ নিয়ে তুমি নগরীতে প্রবেশ কর। অতঃপর গৃহে গমন কর। আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে নগর দর্শনে গমন করব।' "

শ্রীঅক্রূর বললেন—"হে প্রভু, আপনাদের দুজনকে ছাড়া আমি মথুরায় প্রবেশ করব না। হে নাথ, আমি আপনার ভক্ত আর যেহেতু আপনি ভক্তবৎসল তাই আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নয়। চলুন, আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গোপগণ ও আপনার সুহৃদবর্গ সহ আমরা আমার গৃহে যাই। হে সুহৃত্তম, হে অধোক্ষজ,

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

কুবলয়াপীড় বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে পরন্তপ, কৃষ্ণ ও বলরাম সকল প্রয়োজনীয় শৌচ সম্পাদন করে, মল্লক্ষেত্রে দুন্দুভি নির্ঘোষ শ্রবণ করে, কী হচ্ছে তা দর্শন করার জন্য সেখানে গমন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ মল্লভূমির প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, মাহুতের প্ররোচনায় কুবলয়াপীড় নামক হস্তী তাঁর পথ রুদ্ধ করছে। তাঁর পরিধেয় বস্ত্রকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে এবং কুঞ্চিত অলকরাশিকে পশ্চাতে একত্রে আবদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ মাহুতকে উদ্দেশ্য করে মেঘগম্ভীর বাক্যে বললেন—হে মাহুত, মাহুত, এখনই সরে যাও এবং আমাদের যেতে দাও। যদি তা না কর, আজই, আমি তোমাকে এবং তোমার হাতী, উভয়কেই যমালয়ে প্রেরণ করব। এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে ক্রুদ্ধ মাহুত তার কালান্তক যমসদৃশ ক্রুদ্ধ হাতীকে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য পরিচালিত করল। সেই হস্তীরাজ কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে তার শুঁড় দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ স্খলিত হয়ে তাকে আঘাত করে তার দৃষ্টির বাইরে তার পদগুলির মাঝে অন্তর্হিত হলেন। ভগবান কেশবকে দর্শনে অসমর্থ হয়ে ক্রুদ্ধ হাতীটি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগল। কুবলয়াপীড় ভগবানকে পুনরায় তার শুঁড় দিয়ে গ্রহণ করলে ভগবান নিজেকে বলপূর্বক মুক্ত করলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গরুড় যেমন সর্পকে আকর্ষণ করে তেমনি শক্তিশালী কুবলয়াপীড়কে তার পুচ্ছ ধরে পঞ্চবিংশতি ধনুক-দৈর্ঘ্য পরিমাণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। ভগবান অচ্যুত যখন হস্তীটির পুচ্ছ গ্রহণ করলেন, তখন পশুটি তাঁকে ধরবার জন্য ডানদিকে ফিরলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বাম দিকে ঘোরালেন এবং যখন সে বাম দিকে ফিরল, কৃষ্ণ তাকে ডান দিকে ঘোরালেন। ঠিক যেমন কোন বালক কোন গোবৎসের পুচ্ছ ধরে তাকে আকর্ষণ করে নানাদিকে ফেরায়। কৃষ্ণ তখন হাতীটির মুখোমুখি হয়ে তাকে চাপড় মেরে ধাবিত হলেন। কুবলয়াপীড় ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে বার বার প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্পর্শ করছিল, কিন্তু কৃষ্ণ কৌশলে তাকে দৌড়াতে দৌড়াতে ভূতলে নিপাতিত করলেন। কৃষ্ণও যেন ক্রীড়াচ্ছলে ভূমিতে পতিত হয়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত হস্তী কৃষ্ণকে পতিত মনে করে তার দাঁত দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার পরিবর্তে সে ভূমিকে আঘাত করল। তার বিক্রম ব্যর্থ হওয়ায় সেই হস্তীরাজ কুবলয়াপীড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। মাহুত দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে পুনরায় কৃষ্ণের দিকে ক্রুদ্ধভাবে ধাবিত হল। ভগবান মধুসূদন আক্রমণোদ্যত হস্তীর সম্মুখীন হলেন। এক হাতে তার শুঁড় গ্রহণ করে কৃষ্ণ তাকে ভূপাতিত করলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীহরি শক্তিশালী সিংহের মতো সেই হাতীটিকে আক্রমণ করে তার একটি দাঁত উৎপাটন করে সেটি দিয়েই সেই পশু ও তার পালককে বধ করলেন। মৃত হাতীটিকে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ হাতীর দাঁতটি ধারণ করে মল্ল-স্থলে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্কন্ধে হাতীর দাঁতটি স্থাপিত, হাতীর রক্ত ও স্বেদবিন্দু সমূহ তাঁর সমস্ত শরীরে ছড়ানো এবং তাঁর পদ্ম-সদৃশ মুখমণ্ডলে আপন উদ্গত স্বেদবিন্দু, এরূপ পরম সৌন্দর্যে ভগবান তখন শোভিত ছিলেন।"

"হে রাজন, শ্রীবলদেব ও শ্রীজনার্দন প্রত্যেকেই একটি গজদন্ত রূপ অস্ত্র হাতে কতিপয় গোপবালক পরিবেষ্টিত হয়ে মল্লক্রীড়া স্থলে প্রবেশ করলেন। মল্লক্রীড়া স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর অগ্রজ সহ প্রবেশ করলেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হলেন। মল্লযোদ্ধাগণ তাঁকে বজ্রের মতো, মথুরার জনসাধারণ তাঁকে নরশ্রেষ্ঠ রূপে, রমণীগণ তাঁকে মূর্তিমান কামরূপে, গোপগণ তাঁকে স্বজন রূপে, অধার্মিক রাজারা তাঁকে দণ্ডদাতা রূপে, তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে তাঁদের সন্তান রূপে, ভোজরাজ কংসের কাছে মৃত্যু রূপে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে ভগবানের বিরাট মূর্তি রূপে, যোগিগণের কাছে পরম তত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিগণ তাঁদের পরম পূজ্য দেবতা রূপে তাঁকে দর্শন করল। হে রাজন, কুবলয়াপীড়কে মৃত এবং সেই দুই ভাইকে অপরাজেয় দর্শন করে কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিল। বিচিত্র অলঙ্কার, মালা ও বসনে সজ্জিত হয়ে ঠিক যেন মনোহর বেশধারী অভিনেতার মতো মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মল্লক্রীড়াস্থলে দীপ্তিমান রূপে শোভিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের প্রভায় দর্শক মাত্রেরই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। হে রাজন, নগরবাসী ও জনপদবাসীগণ দর্শক মঞ্চ হতে সেই দুই পরম-পুরুষকে অপলক নয়নে দর্শন করছিল। আনন্দোচ্ছ্বাসে বিস্ফারিত নয়নে ও উৎফুল্ল বদনে তারা তৃপ্তিহীন ভাবে ভগবানদ্বয়ের মুখপদ্ম পান করছিল। জনসাধারণ তাদের নয়ন দিয়ে যেন কৃষ্ণ ও বলরামকে পান করছিল, তাদের জিহ্বা দিয়ে তাঁদের লেহন করছিল, নাসিকা দিয়ে তাঁদের ঘ্রাণ গ্রহণ করছিল এবং দুই বাহু দিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করছিল। ভগবানদ্বয়ের রূপ, গুণ, মাধুর্য ও বীরত্ব সমূহ স্মরণ করে, তারা যা দর্শন করেছিল এবং তারা যা শ্রবণ করেছিল, সেইসব একে অপরকে বর্ণনা করছিল—এই দুই বালক নিশ্চয়ই ভগবান নারায়ণের অংশপ্রকাশ রূপে এই জগতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইনি (কৃষ্ণ) মাতা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে গোকুলে আনয়ন করা হয়, যেখানে এতাবৎকাল তিনি গুপ্তভাবে অবস্থান করে নন্দ-মহারাজের গৃহে বর্ধিত হচ্ছিলেন। তিনি পূতনা ও তৃণাবর্ত দানবকে সংহার করেছেন, যমলার্জুন বৃক্ষ দুটিকে ভূপাতিত করেছেন এবং শঙ্খচূড়, কেশী, ধেনুক ও অন্যান্য অসুরদের বধ করেছেন। তিনি দাবানল হতে গো ও গোপগণকে রক্ষা করেছেন এবং কালিয় নাগকে দমন করেছেন। তিনি সপ্তাহকাল এক হাতে পর্বত-প্রধানকে ধারণ করে ঝঞ্ঝা, বর্ষণ ও বজ্রপাত হতে গোকুলের অধিবাসীগণকে রক্ষা করে ইন্দ্রের অহংকার দূর করেছেন। গোপীগণ তাঁর স্নিগ্ধপূর্ণ হাস্য ও কটাক্ষযুক্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করে অক্লেশে সকল সন্তাপ অতিক্রম করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। বলা হয় যে, তাঁর পূর্ণ সুরক্ষাধীনে যদুবংশ অতি বিখ্যাত হবে এবং শ্রী, বল ও মহত্ত্ব লাভ করবে। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কমললোচন শ্রীবলরাম সকল অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যের অধিকারী। তিনি প্রলম্ব, বৎস, বক প্রভৃতি অসুরকে বধ করেছেন।"

"জনসাধারণ যখন এইভাবে কথা বলছিল এবং বাদ্যযন্ত্রাদি বাজানো হচ্ছিল, তখন কৃষ্ণ ও বলরামকে উদ্দেশ্য করে মল্লযোদ্ধা চাণূর এই কথাগুলি বলতে লাগল—হে নন্দপুত্র, হে রাম, তোমরা দুজনে বীরগণ দ্বারা বাহুযুদ্ধে সুনিপুণ বলে সম্মানিত। তোমাদের শক্তির কথা শ্রবণ করে রাজা স্বয়ং তা দর্শন করতে চেয়ে এখানে তোমাদের আহ্বান করেছেন। প্রজাগণ, যারা তাদের মন, কর্ম ও বাক্যের দ্বারা রাজার আনন্দ বিধানের চেষ্টা করে, তারা নিশ্চিতরূপে মঙ্গল লাভ করে, কিন্তু যারা তা করতে ব্যর্থ, তারা বিপরীত ফল ভোগ করে। এটা সর্বজ্ঞাত যে, গোপবালকেরা সর্বদা আনন্দিত ভাবে তাদের গোবৎসে পালন করে এবং বিভিন্ন বনে যখন তাদের গরুরা চারণ করে, তখন বালকেরা ক্রীড়াচ্ছলে একে অপরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে। সুতরাং রাজা যা চাইছেন তা করা যাক। যেহেতু রাজাই সর্বভূত স্বরূপ, সেই হেতুই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এই কথা শ্রবণ করে মল্লযুদ্ধে লড়তে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ স্থান ও কালের উপযুক্ত বাক্যে উত্তর প্রদান করে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্বাগত জানালেন। বনবাসী হলেও আমরা ভোজ রাজারই প্রজা। আমরা অবশ্যই তার আকাঙ্ক্ষা সন্তুষ্ট করব, কারণ তা আমাদের জন্য পরম অনুগ্রহ স্বরূপ। আমরা বালক মাত্র এবং সমশক্তি সম্পন্নদের সঙ্গেই ক্রীড়া করা উচিত। মল্লযুদ্ধের ক্রীড়া ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত যাতে মাননীয় দর্শকবৃন্দের অধর্ম স্পর্শ না করে।"

চাণূর বলল—"মহাবলশালী তুমি ও বলরাম শিশুও নও অথবা এমন কি কিশোরও নও। সহস্র হস্তীর বল সম্পন্ন এক হস্তীকে তুমি ক্রীড়াচ্ছলে বধ করেছ। অতএব তোমাদের দুজনেরই উচিত বলশালী যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। হে বৃষ্ণিবংশজ, যদি তুমি আমার বিরুদ্ধে তোমার শক্তির প্রদর্শন কর এবং বলরাম মুষ্টিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেখানে অবশ্যই কোন অধর্ম হবে না।"

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কংস বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে সম্বোধিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণ করার জন্য মন স্থির করলেন। তিনি চাণূরকে এবং শ্রীবলরাম মুষ্টিককে আহ্বান করলেন। পরস্পর পরস্পরের হস্ত ও পদদ্বয় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে বিজয়াভিলাষে সবলে একে অপরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই নিজ মুষ্টি দ্বারা অপরের মুষ্টিকে, নিজ জানু দ্বারা প্রতিপক্ষের জানুকে, মস্তকের বিরুদ্ধে মস্তক এবং বক্ষস্থলের দ্বারা বক্ষস্থলকে আঘাত করছিলেন। প্রত্যেক যোদ্ধাই তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিভ্রামণ, বিক্ষেপণ, পরিরম্ভণ, অবক্ষেপণ, উৎসর্পণ ও অপসর্পণ ক্রিয়া দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। জয়ী হওয়ার অত্যন্ত আগ্রহে তাঁরা, যোদ্ধারা বলপূর্বক উত্থাপন, উত্তোলন, চালন এবং স্থাপন দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ দেহেরও ক্ষতি করছিলেন।"

"হে রাজন্, উপস্থিত সকল রমণীগণ, ঐ মল্লযুদ্ধকে সবল ও দুর্বলের অনৈতিক যুদ্ধ বিবেচনা করে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অনুভব করলেন। তাঁরা মল্লস্থলের চারদিকে দলবদ্ধভাবে সমবেত ছিলেন এবং একে অপরকে বলতে লাগলেন—আহা! কী মহা অধর্মের কর্ম এই রাজসভাসদেরা করছে! যেহেতু রাজা এই দুর্বল ও সবলের মধ্যে লড়াই দর্শন করছে, তাই তারাও তা দেখতে চাইছে। দুই পেশাদার মল্লযোদ্ধা, যাদের বজ্রসম কঠিন অঙ্গ এবং প্রকাণ্ড পর্বততুল্য দেহ, তাদের সঙ্গে এই দুই অপরিণত অত্যন্ত সুকোমল অঙ্গের বালকের কি তুলনা করা যেতে পারে? এই সমাবেশে ধর্ম নীতি নিশ্চয়ই ভঙ্গ করা হয়েছে। যেখানে অধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, তেমন স্থানে কারও এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি জানতে পারেন যে, সদস্যগণ সেখানে অনৈতিক কর্ম করছে, তবে তেমন সমাবেশে তিনি প্রবেশ করবেন না। আর যদি প্রবেশও করেন, যদি তিনি সত্য-ভাষণে ব্যর্থ হন, মিথ্যা কথা অথবা সেই সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তবে তিনি অবশ্যই পাপ-ভাগী হন।

চারদিকে তাঁর শত্রুকবলিত কৃষ্ণের মুখপদ্মখানি দেখ! শ্রমসাধ্য যুদ্ধের দ্বারা সেই মুখমণ্ডল স্বেদ বিন্দুতে আচ্ছন্ন হয়েছে, যেন শিশিরে আচ্ছাদিত একটি পদ্ম। তোমরা কি মুষ্টিকের প্রতি ক্রোধবশত তাম্রাভাবাপন্ন নয়নযুগল সমন্বিত শোভাবর্ধনকারী বলরামের হাস্যময় মুখমণ্ডল ও তাঁর যুদ্ধমত্ততা দর্শন করছ না? ব্রজভূমি কত না ধন্য, কারণ সেখানে মানব দেহের ছদ্মবেশে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিচরণ করেন, তাঁর বহু লীলাদির প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি অপূর্ব বনমালায় শোভিত হন এবং তাঁর পাদপদ্ম দেবাদিদেব শিব ও দেবী রমাদ্বারা পূজিত হয়। সেখানে তিনি বলরাম সহযোগে গো-চারণ করতে করতে তাঁর বেণু-বাদন করেন।"

"আহা! ব্রজগোপিকারা কী তপস্যা করেছেন! শ্রী, ঐশ্বর্য ও যশসমূহের একমাত্র আধার, দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, অসমোর্ধ্ব সমস্ত সৌন্দর্যের সারস্বরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের অমৃত তাঁরা তাঁদের নয়ন দ্বারা নিরন্তর পান করেন। নারীগণের মধ্যে ব্রজনারীগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যসম্পন্না, কারণ তাঁরা সকল সময়েই কৃষ্ণানুরক্তচিত্তা হয়ে দুগ্ধ-দোহন, শস্য মাড়াই, মাখন মন্থন, জ্বালানির জন্য গোবর সংগ্রহ, দোলাদোলন, ক্রন্দনরত শিশুর যত্ন, মাঠে জলসেচন, গৃহমার্জন ইত্যাদি সর্বকর্মে আত্মনিয়ত থেকে অনবরত শ্রীকৃষ্ণের গান করে থাকেন। তাঁদের এই পরম কৃষ্ণভাবনা হেতু তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। প্রভাতে তাঁর গাভীসহ ব্রজ হতে নির্গমন কালে এবং সূর্যাস্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন সময়ে কৃষ্ণ যখন বেণুবাদন করেন, গোপীগণ তা শ্রবণ করে সত্বর তাঁকে দর্শন করার জন্য তাঁদের গৃহ হতে বের হয়ে আসেন। পথে বিচরণকালে তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের সহাস্য কৃপাময় দৃষ্টিপাতযুক্ত মুখমণ্ডল দর্শন করতে সমর্থ এই গোপীগণ নিশ্চয়ই অনেক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।"

"হে ভরতকুলোত্তম, রমণীগণ এইভাবে বলতে

থাকলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শত্রুকে বধ করতে মনস্থির করলেন। তাঁদের পিতা-মাতা (দেবকী ও বসুদেব) রমণীগণের সভয় বাক্য শ্রবণ করে পুত্র স্নেহে শোকাতুর হয়ে উঠলেন। তাঁরা শোকার্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের পুত্রদ্বয়ের শক্তি সম্বন্ধে তাঁরা অবগত ছিলেন না। শ্রীবলরাম ও মুষ্টিকও সুনিপুণভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিপক্ষের মতোই একইভাবে অসংখ্য মল্লযুদ্ধের কৌশল প্রদর্শন করে পরস্পর যুদ্ধ করেছিলেন। ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বজ্রপাতের ন্যায় কঠোর প্রহারে চাণূরের শরীরের প্রতিটি অংশ যেন চূর্ণ হতে লাগল এবং ক্রমশ অধিকতর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর চাণূর ভয়ঙ্কর বাসুদেবকে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সবেগে আক্রমণ করে তার দুই মুষ্টি দিয়ে ভগবানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করল। বলবান শক্তিশালী আঘাতেও ভগবান মালা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হস্তীর ন্যায় অবিচলিত ভাবে চাণূরের বাহুদ্বয় ধারণ করে বেশ কয়েকবার চতুর্দিকে ঘুরপাক খাইয়ে সবেগে ভূতলে আছাড় দিয়ে ফেললেন। স্খলিত বস্ত্র, কেশ ও মাল্য সমন্বিত মল্লযোদ্ধা চাণূর ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় ভূপতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। তেমনই মুষ্টিকও শ্রীবলরামকে তার মুষ্টি দ্বারা আঘাত করার পর বধ হয়েছিল। শক্তিশালী ভগবানের করতল দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সেই দানব সর্ব শরীরে যন্ত্রণায় কম্পিত হয়ে রক্ত বমন করতে করতে প্রাণহীন হয়ে ঝঞ্ঝাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হল।"

"হে রাজন্, এরপর যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ বলরাম সম্মুখে সমাগত কূট নামক মল্লযোদ্ধাকে অবলীলাক্রমে অবজ্ঞা সহকারে তাঁর বাম মুষ্টির দ্বারা বধ করেছিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ যোদ্ধা শলকে তার মস্তকে তাঁর পদাগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করে বিখণ্ডিত করলেন। ভগবান একইভাবে তোশলকেও আঘাত করলে উভয় মল্লযোদ্ধাই প্রাণহীন হয়ে পতিত হল। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশল নিহত হলে অবশিষ্ট মল্লযোদ্ধারা সকলেই তাদের জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করল। অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম সমবয়স্ক গোপবালক সখাদের আহ্বান করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নৃত্য ও ক্রীড়া করলেন, আর তখন তাঁদের নূপুর ধ্বনিত বাদ্যযন্ত্রের মতো ধ্বনিত হচ্ছিল। কংস ব্যতীত অন্য সকলেই কৃষ্ণ ও বলরামের এই অপূর্ব কর্ম

দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মাগণ 'সাধু! সাধু!' বলে চিৎকার করেছিলেন।"

"ভোজরাজ তাঁর সকল শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধারা হত অথবা পলায়িত হয়েছে দর্শন করে, তার আনন্দের জন্য বাদ্যরত সঙ্গীতাদি বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করে এই কথাগুলি বলতে লাগল। বসুদেবের দুই দুর্বৃত্ত পুত্রকে নগরী থেকে বহিষ্কার কর। গোপগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর এবং দুর্মতি নন্দকে গ্রেফতার কর। ঐ দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন দুর্জন বসুদেবকে হত্যা কর। আর শত্রুর পক্ষাবলম্বী আমার পিতা উগ্রসেনকেও তার অনুগামীসহ হত্যা কর। কংস এইভাবে বাক্য প্রলাপ করতে থাকলে অচ্যুত ভগবান কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত এবং সহজেই উচ্চ রাজমঞ্চোপরে লাফ দিয়ে আরোহণ করলেন। মূর্তিমান মৃত্যুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রসর হতে দেখে, বুদ্ধিমান কংস তার আসন থেকে উঠে তার তরবারি ও ঢাল গ্রহণ করল। তরবারি হাতে কংস আকাশে উড়ন্ত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুত একদিক থেকে অন্যদিকে ভ্রমণ করতে থাকলে দুঃসহ উগ্র তেজস্বী ভগবান কৃষ্ণ তার্ক্ষ্যপুত্র (গরুড়) যেভাবে সর্পকে ধারণ করে সেইভাবে বলপূর্বক সেই অসুরকে ধারণ করলেন। তার মুকুট ফেলে দিয়ে কেশ আকর্ষণ করে ভগবান পদ্মনাভ তাকে উচ্চ মঞ্চ থেকে মল্লক্রীড়া মঞ্চে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর স্বতন্ত্রপুরুষ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধারক স্বয়ং তার উপরে পতিত হলেন। যেভাবে এক সিংহ মৃত-হস্তীকে আকর্ষণ করে, উপস্থিত প্রত্যেক দর্শকের সমক্ষে ভগবানও কংসের মৃতদেহকে সেইভাবে ভূতলে আকর্ষণ করলেন। হে রাজন্, মঞ্চস্থিত সকল মানুষের তখন তুমুল উচ্চৈঃস্বরে হা হা রব করে উঠল। ভগবান তাকে বধ করবেন এই আশঙ্কায় কংস সর্বদা বিব্রত থাকত। তাই পান, ভোজন, ভ্রমণ, স্বপ্ন বা কেবলমাত্র শ্বাসগ্রহণ সময়েও রাজা নিরন্তর চক্রধারী ভগবানকে তার সম্মুখে দর্শন করত। আর এইভাবে কংস ভগবানের রূপবৎ প্রাপ্ত লাভের দুর্লভ আশীর্বাদ অর্জন করেছিল। কঙ্ক ও ন্যগ্রোধকের নেতৃত্বে কংসের আট কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভগবানদ্বয়কে আক্রমণ করল। ভগবানদ্বয়ের প্রতি অতিবেগে সমাগত, আঘাতোদ্যত তাদের, রোহিণীনন্দন তাঁর গদা দ্বারা, ঠিক

যেমন কোন সিংহ সহজেই অন্যান্য প্রাণীকে হত্যা করে, সেইভাবে বধ করলেন। তখন আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হল, ভগবানের অংশপ্রকাশ ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাগণ আনন্দে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করতে করতে তাঁর স্তুতি কীর্তন করছিলেন এবং তাঁদের পত্নীগণ নৃত্য করছিলেন।"

"হে রাজন, তখন কংস ও তার ভ্রাতৃবর্গের পত্নীগণ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী স্বামীদের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাদের মস্তকে আঘাত করতে করতে সেখানে আগমন করল। বীরের অন্তিম শয্যায় শায়িত তাদের স্বামীদের আলিঙ্গন করে স্ত্রীগণ অনবরত অশ্রু বিসর্জন সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগল—হায়, হে প্রভু, হে প্রিয়, হে ধর্মজ্ঞ, হে করুণানাথ, তুমি নিহত হওয়ায়, আমরাও গৃহ ও সন্তানাদি সহ একত্রে নিহত হলাম। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমাদের মতো এই নগরীও তার পতির বিরহে উৎসব-মঙ্গল-শূন্যরূপে শোভাহীন হয়েছে। হে প্রিয়, তুমি নিরপরাধ প্রাণীদের উপর গুরুতর অত্যাচার করেছ বলেই আজ তোমার এই দশা হল। জগতের অনিষ্টকারীর কিভাবে সুখ লাভ হতে পারে? শ্রীকৃষ্ণই এই জগতের সকল জীবের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ এবং তিনিই সকলের পালক। যে তাঁকে অবজ্ঞা করে, সে কখনই মঙ্গল লাভ করতে পারে না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজপত্নীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করে নিখিল লোকপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের আয়োজন করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের মাতা ও পিতাকে বন্ধনমুক্ত করে তাঁদের চরণে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁদের প্রণতি নিবেদনকারী দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে এখন জগদীশ্বর জেনে আশঙ্কিত হয়ে দেবকী ও বসুদেব করজোড়ে দণ্ডায়মান রইলেন। শঙ্কিত হয়ে আলিঙ্গন করতে পারলেন না।"

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁর চিন্ময় ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁর পিতা-মাতা সচেতন হয়েছেন বুঝতে পেরে পরম পুরুষোত্তম ভগবান ভাবলেন, এটি হতে দেওয়া উচিত নয়। তাই তাঁর ভক্তদের মোহিত করে তাঁর যে যোগমায়া তিনি তাঁরই বিস্তার করলেন। সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে একত্রে তাঁর পিতা-মাতার কাছে গেলেন। বিনম্রভাবে মাথা নিচু করে তাঁদের 'হে মাতা', 'হে পিতা' বলে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণের মাধ্যমে কৃষ্ণ বলতে লাগলেন—হে পিতা, আপনি ও মাতা দেবকী সকল সময়েই আপনাদের দুই পুত্র, আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেন আর তাই কখনও আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর উপভোগ করতে পারেননি। অদৃষ্টবশে শিশু যাদের পিতা-মাতার গৃহে বাস উপভোগ করে, দৈব বিড়ম্বনার ফলে আমরা আপনার সঙ্গে বাস করতে না পেরে সেই আদর ও সুখ উপভোগ করতে পারিনি। জীবনের সকল উদ্দেশ্য সাধক এই দেহটিকে পিতা-মাতাই জন্ম দেন ও লালন করেন। তাই, শত-বর্ষ পরমায়ু পর্যন্ত তাঁদের সেবা করলেও মানুষ তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারে না। সমর্থ হয়েও যে পুত্র দেহ ও ধন দ্বারা তার পিতা-মাতার জীবিকা প্রদান করে না, তার মৃত্যুর পর পরলোকে যমদূতেরা তার নিজ মাংস ভক্ষণ করায়। যে সমর্থ মানুষ তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সাধ্বী স্ত্রী, শিশু সন্তান বা গুরুদেবকে পালন করে না, অথবা ব্রাহ্মণ ও আশ্রিতজনকে অবজ্ঞা করে, সে জীবিত হলেও মৃতবৎ বিবেচিত হয়। আমাদের মন কংসের ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকার জন্য আপনাদের যথাযোগ্যভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে আমরা অসমর্থ ছিলাম আর এইভাবে আমাদের এই সমস্ত দিনগুলি বৃথাই নষ্ট করেছি। হে পিতা, হে মাতা, আপনাদের শুশ্রূষা করতে না পারার জন্য দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পরাধীন হয়ে রয়েছি এবং দুরাত্মা কংসের দ্বারা অতিশয় উৎপীড়িত।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে নিজ অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা মনুষ্যরূপে আবির্ভূত, বিশ্ব-পরমাত্মা, ভগবান শ্রীহরির কথায় মোহিত তাঁর পিতা-মাতা আনন্দে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। ভগবানের উপর অশ্রুধারা বর্ষণ করতে করতে স্নেহপাশে আবদ্ধ তাঁর পিতা-মাতা কথা বলতে পারলেন না। হে রাজন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা বিমোহিত হয়েছিলেন। দেবকীনন্দনরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত করে তাঁর মাতামহ উগ্রসেনকে যদুগণের রাজা করলেন।"

ভগবান তাঁকে বললেন—"হে মহারাজ, আমরা আপনার প্রজা, তাই আমাদের আদেশ করুন। প্রকৃতপক্ষে, যযাতির অভিশাপের ফলে কোন যদুই রাজ সিংহাসনে উপবেশন করতে পারেন না। আপনার পার্ষদগণের মধ্যে আপনার ব্যক্তিগত সেবক রূপে আমি উপস্থিত থাকলে, সকল দেবতা ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিরাও অবনত মস্তকে আগমন করে আপনাকে উপহার প্রদান করবে। নরপতিগণের কথা আর বলার কি আছে?" ভগবান অতঃপর কংসভয়ে পলায়নকারী তাঁর নিকট জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরিয়ে আনলেন। প্রবাস পীড়িত যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর ও অন্যান্য বংশজগণকে সসম্মানে গ্রহণ করে আশ্বস্ত করলেন। বহুমূল্যবান উপহার প্রদান করে তাঁদের প্রীতি উৎপাদন করে বিশ্বকর্তা ভগবান কৃষ্ণ তাঁদের নিজ নিজ গৃহে পুনর্বাসিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসংকর্ষণের বাহু দ্বারা পরিরক্ষিত এইসকল বংশের সদস্যেরা অনুভব করলেন যে, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণ হয়েছে। এইভাবে তাঁদের পরিবার সহ গৃহে বাস করার সময়ে তাঁরা পূর্ণসুখ উপভোগ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের উপস্থিতির ফলে তাঁরা কখনও জাগতিক সন্তাপ দ্বারা পীড়িত হননি। প্রতিদিনই এই সকল প্রেমময়ী ভক্তগণ মুকুন্দের সুন্দর কৃপাময় নয়ন এবং হাস্য শোভিত চির আনন্দময় মুখপদ্ম দর্শন করতেন। নগরীর বৃদ্ধ অধিবাসীরাও তাঁদের দু'চোখ ভরে অবিরত ভগবান মুকুন্দের মুখপদ্ম সুধা পান করে বল ও ওজঃশালী তরুণতার লাভ করেছিলেন। এরপর, হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ, দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরামের সঙ্গে নন্দ মহারাজের কাছে গেলেন। ভগবানদ্বয় তাঁকে আলিঙ্গন করে, তাঁর উদ্দেশে বললেন—হে পিতঃ, আপনি ও জননী অগাধ স্নেহ দিয়ে আমাদের অনেক যত্নে লালন পালন করেছেন। বাস্তবিকই মাতা-পিতা তাঁদের নিজ জীবনের চেয়েও তাঁদের সন্তানকে বেশি ভালবাসেন। তখন পোষণে অসমর্থ হয়ে আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত শিশুকে যাঁরা নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করেন, তাঁরাই প্রকৃত পিতা-মাতা। হে পিতঃ, এখন আপনাদের সকলের ব্রজে ফিরে যাওয়া উচিত। আপনার সুহৃদবর্গের কিছু সুখ বিধান করার পর যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের বিচ্ছেদে উদ্বিগ্ন আমাদের আত্মীয়বর্গ, আপনাদের দর্শন করতে আমরা আসব। এইভাবে নন্দ মহারাজ ও ব্রজের অন্যান্য মানুষদের সান্ত্বনা প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত তাঁদের বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহস্থলী বাসনপত্রাদি উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। কৃষ্ণের বাক্যসমূহ শ্রবণ করে নন্দ মহারাজ স্নেহে অভিভূত হয়ে উঠলেন আর ভগবানদ্বয়কে আলিঙ্গন করার সময় তাঁর নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। অতঃপর গোপগণ সহ তিনি ব্রজে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"হে রাজন, তখন শূরসেনের পুত্র বসুদেব, একজন পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁর দুই পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদনের আয়োজন করলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণদের, সুন্দর অলঙ্কার এবং সুন্দর বস্ত্রাদিতে বিভূষিত বৎসসহ গাভীদের দান ও পূজা করার মাধ্যমে বসুদেব তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করলেন। এই সমস্ত গাভীরা সোনার কণ্ঠহার এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিল। কৃষ্ণ ও বলরামের জন্ম উপলক্ষে মহামতি বসুদেব মনে মনে যে গাভীদের প্রদান করেছিলেন, কংস সেই সমস্ত গাভী অন্যায়ভাবে হরণ করেছিল। সেই

যখন তাঁর মন পূর্ণ করার পর নন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—হে প্রিয় মহাভাগ, এখন রাজা শূরের পুত্র বসুদেব কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সন্তানাদি এবং বন্ধুবর্গের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে ভাল আছেন তো? সৌভাগ্যক্রমে তার নীচ পাপের জন্য, পাপাত্মা কংস, তার সকল আত্মীয় নিহত হয়েছে। সকল সময়েই সাধু ও ধর্মশীল যদুগণের প্রতি সে বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। কৃষ্ণ কি আমাদের স্মরণ করেন? তিনি কি তাঁর মাতা, তাঁর সখা ও শুভানুধ্যায়ীদের স্মরণ করেন? স্বয়ং তিনি যার নাথ সেই ব্রজমণ্ডল ও তার গোপগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? তিনি কি গাভীদের, বৃন্দাবন অরণ্য এবং গিরি গোবর্ধনকে স্মরণ করেন? তাঁর আত্মীয়স্বজনকে দর্শন করার জন্য গোবিন্দ কি একবারের জন্যও ফিরে আসবেন? যদি তিনি কখনও তা করেন, আমরা তখন তাঁর মনোরম নয়ন যুগল, নাসিকা ও হাস্য সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারব। আমরা দাবানল, প্রবল বায়ু ও বর্ষণ, বৃষ ও সর্প দানবসমূহ—এরকম সকল অলৌকিক দুর্ঘটনা থেকে—সেই পরম মহাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছিলাম। আমরা যখন কৃষ্ণের অপূর্ব কার্যকলাপ, তাঁর কটাক্ষপাত, তাঁর হাসি এবং তাঁর বাক্য স্মরণ করি, হে উদ্ধব, তখন আমাদের সকল জড় কর্ম বিস্মৃত হই। যেখানে মুকুন্দ তাঁর ক্রীড়া-লীলা উপভোগ করেছিলেন, তাঁর পদচিহ্নশোভিত সেই নদী, পর্বত এবং অরণ্যানী আমরা যখন দর্শন করি, তখন আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ওঠে। আমার মতে, কৃষ্ণ ও বলরাম নিশ্চয়ই দুই উন্নত দেবতা হবেন, যারা দেবতাদের কোন মহৎ ব্রত পূর্ণ করার জন্য এই গ্রহে এসেছেন। গর্গ ঋষির দ্বারাও এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দশ সহস্র হস্তীর মতো বলশালী কংসকে, সেই সাথে মল্লযোদ্ধা চাণূর ও মুষ্টিককে, এবং কুবলয়াপীড় হস্তীকে কৃষ্ণ ও বলরাম হত্যা করেছিলেন। সিংহ যেমন সহজেই ক্ষুদ্র প্রাণীদের হত্যা করে, তাঁরাও তেমনি অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করেছিলেন। গজরাজ যেমন একটি যষ্টিকে সহজেই ভঙ্গ করে, কৃষ্ণও তিনটি তাল গাছের মতো দীর্ঘ বিশাল, সুদৃঢ় ধনুক ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র এক হাতে একটি পর্বত সাত দিন ধারণ করেছিলেন। এখানে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও বলরাম অনায়াসেই প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত এবং বকের মতো সুরাসুর বিজয়ী অসুরদের সংহার করেছিলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই ভাবে গভীরভাবে কৃষ্ণকে বারংবার স্মরণ করতে করতে তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হলে, নন্দ মহারাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত বোধ করায় মৌন হলে তাঁর প্রেমের শক্তি দ্বারা সেই উৎকণ্ঠা জয় করলেন। তাঁর পুত্রের চরিত্রাবলীর বর্ণনা শ্রবণ করা মাত্র মা যশোদা অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন এবং স্নেহবশতঃ তাঁর স্তনদ্বয় হতে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে থাকল। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য অনুভূত নন্দ ও যশোদার পরম অনুরাগ সুস্পষ্টভাবে দর্শন করে উদ্ধব সানন্দে নন্দ মহারাজকে বললেন—"হে রাজেন্দ্র নন্দ, সমগ্র জগতের মধ্যে আপনি ও মা যশোদা নিশ্চিতভাবে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কারণ সকল জীবের গুরুদেব স্বরূপ ভগবান নারায়ণের প্রতি আপনারা এমন প্রেমময়ী মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়েছেন। মুকুন্দ ও বলরাম, এই দুই ভগবান, প্রত্যেকেই বিশ্বের বীজ ও গর্ভ স্বরূপ, প্রভু ও তাঁর সৃষ্টি-শক্তি। তাঁরা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের বদ্ধ চেতনা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁরা পরম পুরাণ-পুরুষ। অশুদ্ধ হলেও কোনও ব্যক্তি, যদি মৃত্যুকালে তার মনকে কেবল এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রতি নিবিষ্ট করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ কর্মফলের সকল চিহ্ন ধ্বংস করে সূর্যসম দ্যুতিময় শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপে পরম অপ্রাকৃত গতি লাভ করে। আপনারা দুজনে সকল বিভিন্ন কারণ, সকলের পরমাত্মাস্বরূপ সর্বকারণের মূল কারণ হওয়া সত্ত্বেও যাঁর মনুষ্য সদৃশ রূপ রয়েছে, সেই ভগবান নারায়ণের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন অতুলনীয় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেছেন, আর কোন্ পুণ্য কর্ম আপনাদের প্রয়োজন? ভক্তবৎসল নাথ, অচ্যুত কৃষ্ণ, তাঁর পিতা-মাতার প্রীতি বিধান করার জন্য শীঘ্রই ব্রজে ফিরে আসবেন। সমস্ত যদুগণের শত্রু কংসকে মল্লভূমিতে হত্যা করার পর, ফিরে এসে আপনাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা, কৃষ্ণ এখন নিশ্চয়ই পালন করবেন। হে মহাভাগে, বিলাপ করবেন না। খুব শীঘ্রই আবার আপনারা কৃষ্ণকে দর্শন করবেন। কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি সুপ্ত থাকে, সেইভাবে তিনিও সকল জীবের হৃদয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর কাছে কেউই বিশেষ প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, উচ্চ বা অধম নয় এবং তিনি কারও প্রতি অসম্মানীয়ও নন। তিনি অহংশূন্য, কিন্তু অন্যান্য সকলকে মান দান করেন। তাঁর মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র বা অন্যান্য আত্মীয় নেই। কেউই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং তবুও কেউই তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। তাঁর কোন জড় দেহ নেই এবং জন্ম নেই। এই জগতে তাঁর এমন কোন কর্ম নেই যা তাঁকে শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা মিশ্র প্রকৃতির যোনিতে জন্ম লাভ করতে বাধ্য করবে। তবু তাঁর লীলা উপভোগার্থে এবং তাঁর সাধু ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি যদিও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণের অতীত, তবু চিন্ময় ভগবান তাঁর ক্রীড়ারূপে তাদের সঙ্গ গ্রহণ করেন। এইভাবে অজ ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য জড়া প্রকৃতির গুণসমূহকে ব্যবহার করেন। ঠিক যেমন ঘূর্ণনরত কোন ব্যক্তি মনে করে যে পৃথিবীটাও ঘুরছে, তেমনই অহংকার দ্বারা প্রভাবিত কেউও মনে করে যে, সে নিজেই কর্তা, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার মনই কেবলমাত্র কার্য করছে। পরমেশ্বর ভগবান হরি একমাত্র আপনাদেরই পুত্র নন। পরন্তু, ঈশ্বর রূপে, তিনি সকলের পুত্র, আত্মা, পিতা এবং মাতা। দৃষ্ট বা শ্রুত, অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, স্থিতিশীল বা গতিশীল, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন কিছুই ভগবান অচ্যুত ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। যেহেতু তিনি পরম-আত্মা, তাই তিনিই সমস্ত কিছু।"

"হে রাজন, কৃষ্ণের দূত নন্দের সাথে এভাবেই কথা বলতে বলতে, রাত্রি শেষ হয়ে এল। গোপের রমণীগণ শয্যা হতে গাত্রোত্থান করলেন এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে তাঁদের বাস্তু বিগ্রহাদির অর্চনা করলেন। অতঃপর তাঁরা দধিকে মাখনে পরিণত করার জন্য তা মন্থন করতে শুরু করলেন। ব্রজরমণীরা তাঁদের কঙ্কনপূর্ণ দুই বাহু দিয়ে যখন মন্থনরজ্জু আকর্ষণ করছিলেন, তখন প্রদীপের আলোতে প্রতিফলিত তাঁদের রত্নাদির উজ্জ্বলতায় তাঁরা শোভামণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁদের নিতম্ব, স্তন এবং কণ্ঠহারগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং অরুণ বর্ণের কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাঁদের মুখমণ্ডল কপোলদেশের কুণ্ডল প্রভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। ব্রজের রমণীগণ যখন উচ্চস্বরে কমল-নয়ন কৃষ্ণের মহিমা গান করছিলেন, তখন তাঁদের গান তাঁদের মন্থনের শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করেছিল এবং সমস্ত দিকের সর্ব-অমঙ্গল দূরীভূত করেছিল। যখন ভগবানরূপী সূর্য উদিত হলেন, তখন ব্রজবাসীগণ নন্দ মহারাজের দ্বারের সম্মুখে স্বর্ণ রথটি লক্ষ্য করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'এই রথটি কার?' কমলনয়ন কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়ে কংসের অভিলাষ যে পূর্ণ করেছিল—সেই অক্রূর সম্ভবত ফিরে এসেছেন। 'সে কি আমাদের মাংস দিয়ে তার সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট তার প্রভুর পিণ্ডদান করবে?' স্ত্রীগণ যখন এইভাবে কথাবার্তা বলছিলেন, উদ্ধব তাঁর প্রাতঃকালীন কর্তব্য সমাপন করে উপস্থিত হলেন।"

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

ভ্রমর সঙ্গীত

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ব্রজের যুবতীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুচরকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন, যাঁর দুটি বাহু দীর্ঘ, যাঁর নয়নদুটি প্রস্ফুটিত নবীন পদ্মের মতো, যিনি পীত বসন এবং একটি পদ্মফুলের মালা পরিধান করেছেন এবং যাঁর পদ্মের মতো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মার্জিত দুই কুণ্ডলের দ্বারা। 'কে

এই সুন্দর পুরুষ?' গোপীরা প্রশ্ন করলেন। 'সে কোথা থেকে এসেছে এবং সে কার সেবা করে? সে কৃষ্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কারগুলি ধারণ করেছে!' এই কথা বলতে বলতে গোপীরা আগ্রহভরে ভগবান উত্তমশ্লোক, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যাঁর আশ্রয়, সেই উদ্ধবের চতুর্দিকে ভিড় করলেন। সলজ্জে তাঁদের মস্তক অবনত করে, তাঁদের লজ্জা, মধুর দৃষ্টিপাত এবং মধুর বচনে গোপীরা উদ্ধবকে সম্মান জানালেন। তাঁকে লক্ষ্মীপতি কৃষ্ণের বার্তাবহরূপে চিনতে পেরে তাঁকে একটি নির্জন স্থানে তাঁরা নিয়ে গেলেন, তাঁকে সুখাসনে উপবেশন করালেন এবং জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন—আমরা জানি, আপনি যদুপতি কৃষ্ণের একান্ত সেবক এবং আপনার প্রভুর নির্দেশে আপনি এখানে এসেছেন, যিনি তাঁর পিতামাতাকে সন্তোষ প্রদান করতে ইচ্ছুক। এ ছাড়া ব্রজের এই সমস্ত গোচারণভূমির কোনকিছুই তিনি স্মরণযোগ্য বিবেচনা করেন বলে আমরা মনে করি না। বাস্তবিকই, কোনও মুনিঋষির পক্ষেও পরিবারের সদস্যদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করা খুবই কঠিন। পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্যদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন ব্যক্তিগত স্বার্থে চালিত হয়, এবং স্বার্থ সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। এ রকম বন্ধুত্ব নারীর প্রতি পুরুষের বা ফুলের প্রতি ভ্রমরের আসক্তির মতো। নির্ধন মানুষকে গণিকারা পরিত্যাগ করে, অযোগ্য রাজাকে প্রজারা পরিত্যাগ করে, শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষককে পরিত্যাগ করে এবং যজ্ঞের জন্য দক্ষিণা প্রদানকারীকে পুরোহিতেরা পরিত্যাগ করে থাকে। একটি গাছের ফল শেষ হয়ে গেলে পাখিরা সেটি পরিত্যাগ করে, ভোজন করার পর অতিথিরা গৃহ পরিত্যাগ করে, বন অগ্নিদগ্ধ হলে প্রাণীরা পরিত্যাগ করে এবং প্রেমিকের প্রতি আসক্ত থাকা সত্ত্বেও তার উপভোগ্যা রমণীকে প্রেমিক পরিত্যাগ করে।' এইভাবে বলতে বলতে, ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণা গোপীরা তাঁদের সমস্ত দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম সরিয়ে রাখলেন, যেহেতু এখন সেই কৃষ্ণেরই দূত শ্রীউদ্ধব তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁর শৈশবে ও কৈশোরে যেসব ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, সেইগুলি তাঁরা অনবরত স্মরণ করে লজ্জাশরম ছেড়ে তাই নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে কাঁদতে থাকলেন।

গোপীদের মধ্যে একজন যখন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পূর্ব-কৃত সঙ্গ ধ্যান করছিলেন, তখন তাঁর সামনে একটি মধুকরকে দেখতে পেলেন এবং সেই ভ্রমরটিকে তাঁর প্রিয়তমের পাঠানো দূত বলে মনে করলেন। তাই তিনি তাকে বলতে লাগলেন—"হে ভ্রমর, হে ধূর্তবন্ধু, তোমার সেই কুঙ্কুম বিলেপিত শ্মশ্রু দ্বারা আমার পায়ের স্পর্শ কোর না, যা এক বিপক্ষ প্রেমিকার কুচযুগল দ্বারা কৃষ্ণের মালায় রঞ্জিত হয়েছিল। কৃষ্ণ মথুরার রমণীগণের সন্তোষ বিধান করুন। যিনি তোমার মতো এক দূতকে প্রেরণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই যদুর সভায় উপহাসাস্পদ হবেন। একবার মাত্র তাঁর মোহিনী অধর সুধা আমাদের পান করানোর পর, কৃষ্ণ সহসা আমাদের পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন তুমি কিছু ফুলকে পরিত্যাগ কর। তা হলে, কিভাবে সেই দেবী পদ্মা স্বেচ্ছায় তাঁর পাদপদ্মের সেবা করছে? হায়! উত্তরটি নিশ্চয়ই এই হবে যে, তার মন তাঁর প্রবঞ্চনাপূর্ণ বচন দ্বারা অপহৃত হয়েছে। হে ভ্রমর, কেন তুমি এখানে গৃহহীন মানুষদের সামনে যদুপতি সম্বন্ধে এত গান করছ? এই সকল প্রসঙ্গ আমাদের কাছে পুরাতন সংবাদ। ভাল হয়, তুমি তাঁর নতুন সখীদের সামনে সেই অর্জুন-বান্ধব বিষয়ে গান কর, যাদের স্তনযুগলের উত্তপ্ত কামনায় এখন তিনি উপশম করছেন। সেই সকল রমণীগণ নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট তোমাকে প্রদান করবে। স্বর্গ, মর্ত্য, কিম্বা পাতালের, কোন্ রমণী তাঁর কাছে দুষ্প্রাপ্য? তিনি কেবলমাত্র তাঁর ভ্রূ বঙ্কিম এবং কপট মধুময় হাসি হাসেন, আর তারা সকলে তাঁর হয়ে যায়। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁর চরণকমলের ধূলির উপাসনা করেন, সেই তুলনায় আমাদের স্থানটি কোথায়? কিন্তু যারা দীনজন, তারা অন্তত তাঁর উত্তমশ্লোক নাম কীর্তন করতে পারে। আমার পায়ের থেকে তোমার মস্তক সরাও। আমি জানি তুমি কি করছ। তুমি দক্ষতার সঙ্গে মুকুন্দের কাছ থেকে কূটনীতি শিখেছ এবং এখন তুমি তোষামুদে বক্তারূপে তাঁর দূত রূপে এসেছ। কিন্তু তাঁর জন্য যারা তাদের পতি, পুত্র ও অন্যান্য সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে, তিনি তাদের পরিত্যাগ করেছেন। তিনি একজন অকৃতজ্ঞ মাত্র। আমি কেন এখন তাঁর সঙ্গে সন্ধি করব? একজন ব্যাধের মতো তিনি নিষ্ঠুরভাবে তাঁর

বাণ দ্বারা কপিরাজকে হত্যা করেছিলেন। যেহেতু তিনি এক নারীর দ্বারা বিজিত ছিলেন, তিনি তাঁর কাছে কাম বাসনা করে আগত অন্য এক নারীকে বিরূপ করেছিলেন। আর বলি মহারাজের নৈবেদ্য ভক্ষণের পরেও তিনি তাঁকে একটি রজ্জু দ্বারা বন্ধন করেছিলেন, যেন তিনি একটি কাক। তাই এই কৃষ্ণ বর্ণের বালকের সঙ্গে আমাদের সকল সখ্যতাই পরিত্যক্ত হোক, যদিও তাঁর বিষয়ে কথা আমরা পরিত্যাগ করতে পারছি না। কৃষ্ণ নিয়মিত যে লীলা সম্পাদন করতেন, তা শ্রবণ করা কর্ণদ্বয়ের জন্য অমৃত-স্বরূপ। যে একবারের জন্যও সেই অমৃতের এক বিন্দু মাত্রও আস্বাদন করেছে, তার জাগতিক দ্বন্দ্বের প্রতি আসক্তি বিনষ্ট হয়। এরকম বহু ব্যক্তি সহসা তাদের দীন গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করেছে এবং নিজেরা দীন হয়ে প্রাণের জীবন নির্বাহের জন্য ভিক্ষা করতে করতে এখানে বৃন্দাবনে পাখির মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর প্রতারণাপূর্ণ কথাগুলি সত্য বলে বিশ্বাস করে আমরা ঠিক যেন মূর্খ কৃষ্ণসার হরিণের পত্নীদের মতো হয়ে গিয়েছিলাম, যারা নিষ্ঠুর ব্যাধের গান বিশ্বাস করে থাকে। এইভাবে আমরা বারবার তাঁর নখ-স্পর্শ জনিত তীব্র কামনায় পীড়া অনুভব করতাম। হে দূত, দয়া করে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু বিষয়ে কথা বল। হে আমার প্রিয়তমের সখা, আমার প্রিয়তম কি তোমাকে আবার এখানে পাঠিয়েছেন। আমার তোমাকে সম্মান করা উচিত, সখা, দয়া করে, তুমি কি বর চাও তা তুমি পছন্দ কর। কিন্তু কেন তুমি তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে যেতে ফিরে এসেছ, যাঁর দাম্পত্য প্রেম ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন? হে সৌম্য উদ্ধব, শেষ পর্যন্ত তাঁর বধূ হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী এবং তিনি সর্বদা তাঁর বক্ষোপরে বাস করেন। হে উদ্ধব! অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় যে, কৃষ্ণ এখন মথুরায় বাস করছেন। তিনি কি তাঁর পিতৃগৃহের কথা, তাঁর বন্ধুদের কথা, গোপবালকদের কথা স্মরণ করেন? হে মহাত্মন! তিনি কখনও আমাদের কথা, এই কিঙ্করীদের কথা বলেন? কবে তিনি অগুরু সুগন্ধযুক্ত তাঁর হস্ত আমাদের মস্তকে স্থাপন করবেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই সকল কথা শ্রবণ করে, উদ্ধব তখন, ভগবান কৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদানের চেষ্টা করলেন। এইভাবে তিনি তাদের প্রিয়তমের বার্তা বর্ণনা করতে শুরু করলেন।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"নিশ্চিতরূপে আপনারা গোপীগণ সর্বার্থসাধিকা এবং লোকপূজিতা, কারণ আপনারা এইভাবে আপনাদের মন পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সমর্পণ করেছেন। দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদ অধ্যয়ন, সংযম পালন এবং অবশ্যই অন্যান্য অনেক শুভসাধক বিভিন্ন সাধনার মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি লাভ হয়ে থাকে। আপনাদের মহাভাগ্যের কারণে আপনারা অতি শ্রেষ্ঠ মানের শুদ্ধভক্তি ভগবান উত্তমশ্লোকের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—মুনিগণের পক্ষেও যে মান অর্জন করা কঠিন। আপনারা মহাভাগ্যক্রমে আপনাদের পতি, পুত্র, দৈহিক আরাম, আত্মীয়স্বজন ও গৃহ সংসার, সবই কৃষ্ণ নামক পরম পুরুষের জন্য ত্যাগ করেছেন। হে পরম মহিমান্বিত গোপীবৃন্দ, আপনারা যথার্থই অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের অধিকার দাবি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণবিরহে, তাঁর প্রতি আপনাদের প্রেম উন্মোচিত মাধ্যমে আপনারা আমাকে পরম কৃপা করলেন। হে ভাগ্যবতী, এখন আপনাদের প্রিয়তমের বার্তা শ্রবণ করুন, যা আমি, আমার প্রভুর একান্ত সেবকরূপে, আপনাদের কাছে উপস্থিত করার জন্য এখানে এসেছি।"

ভগবান বললেন—"প্রকৃতপক্ষে তোমরা কখনই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন নও, কারণ আমিই সকল সৃষ্টির আত্মা। ঠিক যেমন আকাশ, বায়ু, আগুন, জল ও মাটি—প্রকৃতির এই উপাদানগুলি সৃষ্টিজাত প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে বর্তমান, তেমনই আমি প্রত্যেকের মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এবং ভৌত উপাদানগুলি ও জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছি। ভৌত উপাদান, ইন্দ্রিয়াদি ও প্রকৃতির গুণাদি যাঁর অন্তর্ভুক্ত, আমার সেই স্বীয় শক্তি-বলে নিজের দ্বারা, নিজের মধ্যেই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, পালন করি এবং প্রত্যাহার করি। শুদ্ধ চেতনাময় তথা জ্ঞানময় হওয়ার ফলে, আত্মা জাগতিক সমস্ত কিছু থেকে পৃথক এবং প্রকৃতির গুণসমূহের বন্ধনে অসম্পৃক্ত। আমরা জাগ্রতভাব, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে জড়া প্রকৃতির ত্রিবিধ কার্যাবলীর মাধ্যমে

আমাকে উপলব্ধি করতে পারি। ঘুম থেকে উঠে মানুষ যেমন অনবরত কোনও স্বপ্নের চিন্তা করতে থাকে, সেই স্বপ্ন মায়াময় হলেও পারে—ঠিক তেমনই মনের ক্রিয়াকলাপের ফলে মানুষ ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়াদি নিয়েই ধ্যান করে, যাতে ইন্দ্রিয়গুলি তা ভোগ করতে পারে। তাই, এবিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সজাগ থাকা এবং মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। সমস্ত নদীর পরম গন্তব্য যেমন সমুদ্র, তেমনই মনীষীদের মতে, সমস্ত বেদপাঠাদি এবং সর্বপ্রকার যোগাভ্যাস, সাংখ্য চর্চা, সন্ন্যাস জীবন, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমন ও সততা অনুশীলনের এটিই চরম নিষ্পত্তি। কেন আমি তোমাদের দৃষ্টিপথের পরম প্রিয় বিষয় হয়ে তোমাদের কাছ থেকে দূরে রয়েছি, তার প্রকৃত কারণ আমার প্রতি তোমাদের মনঃসংযোগ আরও তীব্র করতে চাই এবং এইভাবে তোমাদের মন আমার আরও কাছে আকর্ষণ করতে চাই। যখন প্রিয়তম অনেক দূরে থাকে, তখন নারী তাকে সামনে উপস্থিত থাকার চেয়েও বেশি চিন্তা করে। যেহেতু তোমাদের মন সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন এবং অন্য সকল বিষয় হতে মুক্ত হয়ে তোমরা সর্বদা আমাকে স্মরণ করছ, তাই অতি শীঘ্রই তোমাদের মাঝে আবার আমাকে লাভ করবে। যদিও কয়েকজন গোপীকে গৃহে থাকতে হয়েছিল আর তাই রাত্রিতে অরণ্যে আমার সঙ্গে রাসনৃত্য ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তা সত্ত্বেও তারা ছিল ভাগ্যবতী। প্রকৃতপক্ষে, তারা আমার শৌর্যশালী লীলাগুলি স্মরণের মাধ্যমেই আমাকে লাভ করেছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ব্রজের রমণীরা তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের কাছ থেকে এই বার্তা শ্রবণ করে প্রীত হলেন। তাঁর কথাগুলি তাঁদের স্মৃতি জাগরূক করলে, তাঁরা উদ্ধবকে উদ্দেশ করে বললেন—এটা অত্যন্ত শুভ যে, ভূপৃষ্ঠের নির্যাতনকারী এবং শত্রু কংস, তার অনুগামী সহ এখন নিহত হয়েছে। আর এটিও অত্যন্ত শুভ যে, ভগবান অচ্যুত তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজন ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কুশলে বাস করছেন। হে সৌম্য উদ্ধব, গদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি এখন পুর রমণীদের আনন্দ প্রদান করছেন, যে-আনন্দ প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই প্রাপ্য? আমাদের মনে হয় সেই রমণীরা তাঁদের উপর দৃষ্টি দিয়ে স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসো তাঁকে অর্চনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রকার প্রণয়-প্রসঙ্গ বিষয়ে দক্ষ এবং পুর রমণীদের প্রিয়তম। এখন যেহেতু তিনি তাঁদের মোহিত বাক্য ও ইঙ্গিতের দ্বারা অবিরত বন্দিত হচ্ছেন, তাই কিভাবে তিনি আবদ্ধ না হয়ে পারেন?"

"হে মহাত্মা, পুর রমণীদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের সময় গোবিন্দ কখনও আমাদের স্মরণ করেন কি? তিনি যখন তাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলেন, তিনি কখনও আমাদের, গ্রাম্য বালাদের উল্লেখ করেন কি? কুমুদ, কুন্দ ও উজ্জ্বল চন্দ্রে শোভিত বৃন্দাবন অরণ্যের সেই রাত্রিগুলি তিনি মনে করেন কি? তাঁর প্রিয়তমা সখীগণ, আমরা যখন তাঁর মধুর মহিমা স্তব করেছিলাম, চরণের নূপুরের সঙ্গীতে নিনাদিত রাসনৃত্যের মণ্ডলীর মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। তাঁরই জন্য আমরা এখন সন্তপ্ত, তাঁরই অঙ্গের স্পর্শ দিয়ে আমাদের সঞ্জীবিত করতে সর্বাই ফলের সেই পুরুষ এখানে ফিরে আসবেন কি? বেজেন্দ্র মেঘরাজ ইন্দ্র তাঁর সজল মেঘরাশি দিয়ে অরণ্যকে সঞ্জীবিত করেন, তিনি কি আমাদের সেইভাবে রক্ষা করবেন? কিন্তু তাঁর শত্রুদের নিহত করে রাজ্য জয় করার পর এবং রাজকন্যাদের বিবাহ করার পর কৃষ্ণ কেন এখানে আসবেন? তিনি সেখানে তাঁর সকল বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তুষ্ট রয়েছেন। মহাত্মা কৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর অধীশ্বর এবং তিনি যা আকাঙ্ক্ষা করেন, আপনা থেকেই তা অর্জন করেন। তিনি যখন ইতিমধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তখন কিভাবে আমরা বনবাসীরা বা অন্য রমণীরা তাঁর উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করতে পারি? স্বৈরিণী পিঙ্গলাও ঘোষণা করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সকল আশা ত্যাগ করাই পরম সুখের। আমরা তা জানা সত্ত্বেও, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য আমাদের আশা ত্যাগ করতে পারছি না। ভগবান উত্তমশ্লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ পরিত্যাগ কে সইতে পারে? তিনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতি কোন আগ্রহ প্রদর্শন না করলেও, লক্ষ্মীদেবী কখনও ভগবানের বক্ষের উপরে তাঁর স্থান থেকে বিচ্যুত হন না।"

"প্রিয় উদ্ধব, কৃষ্ণ যখন এখানে সঙ্কর্ষণের সাহচর্যে ছিলেন, তখন তিনি এই সমস্ত নদী, পর্বত, বন, গবাদি

এবং বংশী ধ্বনি উপভোগ করতেন। এই সমস্ত কিছুই নিরন্তর আমাদের নন্দের পুত্রের কথা মনে করায়। বাস্তবিকই, আমরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দিব্য পদচিহ্নসহ স্থানগুলি দর্শন করি, তাই তাঁকে কখনও ভুলতে পারি না। হে উদ্ধব, তাঁর মধুর পদক্ষেপ, তাঁর উদার হাসা ও লীলাময় দৃষ্টিপাত এবং তাঁর মধুময় বাক্যের দ্বারা যখন আমাদের হৃদয় অপহৃত হয়ে রয়েছে, তখন আমরা কিভাবে তাঁকে ভুলতে পারি? হে প্রভু, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ। হে সকল দুঃখ বিনাশন, গোবিন্দ, দয়া করে দুঃখের সাগরে নিমগ্ন আপনার গোকুলকে উদ্ধার করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকেন—"শ্রীকৃষ্ণের বার্তা তাঁদের বিরহের জ্বর দূরীভূত করার পরে, গোপীরা অতঃপর উদ্ধবকে তাঁদের ভগবান, কৃষ্ণের থেকে অভিন্ন উপলব্ধি করে, তাঁর পূজা করলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কীর্তন করার মাধ্যমে গোপীদের দুঃখ নিরসন করে উদ্ধব সেখানে কয়েকমাস থাকলেন। এইভাবে তিনি গোকুলের সমস্ত মানুষের মধ্যে আনন্দ বিধান করেছিলেন? নন্দের ব্রজে উদ্ধব যতদিন বাস করেছিলেন, ব্রজবাসীদের কাছে তা ক্ষণকাল বলে মনে হয়েছিল, কারণ উদ্ধব সকল সময়ে কৃষ্ণকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ভগবান শ্রীহরির সেই দাস ব্রজের নদী, বন, পর্বত, উপত্যকা এবং পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি দর্শন করে, বৃন্দাবনবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে আনন্দ লাভ করতেন। এইভাবে গোপীদের সর্বক্ষণ কৃষ্ণ নিমগ্নতার ফলে অস্থিরতা দর্শন করে উদ্ধব বিশেষ প্রীত হলেন। তাঁদের প্রতি সকল শ্রদ্ধা নিবেদনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এইভাবে গান করলেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে এই গোপীরা বাস্তবিকই তাঁদের দেহরূপী জীবন সার্থক করেছেন, কারণ তাঁরা ভগবান গোবিন্দের জন্য অবিমিশ্র প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করেছেন। যারা জড় অস্তিত্বে ভীত সন্ত্রস্ত, তারা তাছাড়াও মহান মুনিগণ এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও মধ্যে গোপীদের মতো শুদ্ধ প্রেম আকাঙ্ক্ষা করা হয়ে থাকে। যাঁরা অনন্ত সত্তাময় ভগবানের লীলাকাহিনীর স্বাদ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরূপে জন্ম কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মারূপে জন্মেরই বা কি প্রয়োজন থাকে? কতখানি বিস্ময়ের বিষয় যে, এই সমস্ত বনচারী, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট বলে হওয়া, সাধারণ রমণীরা পরমাত্মা কৃষ্ণের জন্য অবিমিশ্র প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করেছেন। তা হলেও, এ কথা সত্যি যে, ভগবান স্বয়ং তাঁর অজ্ঞ পূজারীদেরও আশীর্বাদ করেন, যেমন উত্তম ঔষধের উপাদানগুলি সম্পর্কে কারো জ্ঞান না থেকে গ্রহণ করলেও, তা কাজ করে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলায় গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তখন গোপীরা ভগবানের দুই বাহুতে আলিঙ্গিতা হয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবী বা চিন্ময় জগতের অন্যান্য স্ত্রীগণকেও এই অপ্রাকৃত অনুগ্রহ কখনও প্রদান করা হয়নি। এমনকি পদ্মসদৃশ দেহসৌরভ ও কান্তি বিশিষ্ট স্বর্গের অপ্সরাগণও এমন ধারণা কখনও কল্পনাও করেন না। আর জাগতিক বিচারে অতি সুন্দরী রমণীদের কথা আর কি বলার আছে? মুকুন্দ বা কৃষ্ণ যাঁকে বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা অন্বেষণ করা হয়, তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য, ব্রজের গোপিকারা তাঁদের পতি, পুত্র ও পরিবার পরিজনকে—যাঁদের ত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের চারিত্রিক জীবনধারাও পরিত্যাগ করেছেন। আহা! তবে আমার সেই ভাগ্য হবে, যেদিন আমি বৃন্দাবনে গুল্ম, লতা ও ঔষধি রূপ হয়ে জন্মগ্রহণ করব এবং গোপিকারা আমাকে পদদলিত করে তাদের পদধূলির কৃপা লাভে ধন্য করবে। ব্রহ্মা ও সকল যোগেশ্বর দেবতাগণসহ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও তাঁর হৃদয়ে কেবল কৃষ্ণের পাদপদ্ম অর্চনা করতে পারেন। কিন্তু রাস নৃত্যের সময়ে ভগবান কৃষ্ণ এইসকল গোপীদের স্তনে তাঁর চরণ স্থাপন করেছিলেন এবং সেই পাদপদ্ম আলিঙ্গন করে গোপীরা সকল সন্তাপ পরিত্যাগ করেছিলেন। আমি নন্দ মহারাজের ব্রজের রমণীদের পদধূলির নিরন্তর বন্দনা করি। এই গোপীরা যখন উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন, তখন তার ধ্বনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দশার্হ বংশধর উদ্ধব তারপর নন্দ মহারাজ, মা যশোদা এবং গোপীদের কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি গ্রহণ করলেন। তিনি সকল গোপদের বিদায় জানালেন এবং যাত্রার জন্য তাঁর রথে আরোহণ করলেন। উদ্ধব যখন যাত্রা উন্মুখ, তখন নন্দ এবং অন্যান্য সকলে বিভিন্ন পূজার সামগ্রী ধারণ করে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁদের অশ্রুপূর্ণ নয়নে

তাঁকে উদ্দেশ করে তাঁরা বললেন—আমাদের সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপ যেন সর্বদা কৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমাদের বাক্য সর্বদা যেন তাঁর নাম কীর্তন করে এবং আমাদের দেহ যেন সর্বদা তাঁর প্রতি প্রণত থাকে এবং তাঁর সেবা করে। আমাদের কর্মফল অনুযায়ী, ভগবানের ইচ্ছায় এই জগতের যেখানেই আমরা ভ্রমণ করি, আমাদের শুভ কার্য ও দান যেন সর্বদা আমাদের কৃষ্ণের জন্য প্রেম প্রদান করে।"

"হে মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য এইরূপ প্রকাশ সহ গোপজন দ্বারা এইভাবে সম্মানিত হয়ে উদ্ধব তখন কৃষ্ণের সুরক্ষাধীন মথুরা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণতি নিবেদনের পর উদ্ধব ব্রজবাসীদের গভীর ভক্তির কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করলেন। উদ্ধব বসুদেব, শ্রীবলরাম এবং রাজা উগ্রসেনকেও তা বর্ণনা করলেন ও তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা উপহারগুলি তাঁদের প্রদান করলেন।"

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তারপর, উদ্ধবের সংবাদ অবগত হওয়ার পর, পরমেশ্বর ভগবান, সর্বদর্শী সর্বাত্মা, কাম দ্বারা সন্তপ্ত ত্রিবক্রা দাসীকে সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করলেন; তাই তিনি তাঁর গৃহে গমন করলেন। ত্রিবক্রার গৃহ বহুমূল্য গৃহোপকরণ এবং কাম বাসনা উদ্বুদ্ধ করার সজ্জায় পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে ছিল পতাকা, সার সার মুক্তার মালা, চন্দ্রাতপ, সুন্দর শয্যা, উপবেশন স্থান এবং সেই সঙ্গে সুগন্ধি ধূপ, দীপ, ফুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দন অনুলেপন। ত্রিবক্রা যখন তাঁকে তাঁর গৃহে সমাগত দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর আসন হতে সসম্ভ্রমে উঠে পড়লেন। তাঁর সখীদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি ভগবান অচ্যুতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি উত্তম আসন ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী নিবেদন করে অর্চনা করলেন। উদ্ধবও একটি সম্মানের আসন পেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন একজন সাধুপুরুষ তাই তিনি কেবলমাত্র তা স্পর্শ করে ভূমিতে আসন গ্রহণ করলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণ, মানব সমাজের আচারসমূহ অনুকরণ করে, দ্রুতই একটি বহুমূল্য শয্যায় নিজেকে সুখাসীন করলেন। ত্রিবক্রা স্নান করে, দেহে গন্ধ অনুলেপন ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে, অলঙ্কার, মালা ও সুগন্ধি ধারণ করে, এবং তাম্বূল চর্বণ, সুগন্ধি পানীয় গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তারপর তিনি ভগবান মাধবের দিকে সলজ্জ হাস্যবিলাস ও কটাক্ষ সমন্বিত ভাব সহকারে অগ্রসর হলেন। এই নব সংস্পর্শের সম্ভাবনাজনিত লজ্জা ও শঙ্কাযুক্ত তাঁকে ভগবান তাঁর কঙ্কণশোভিত হাত দুটি ধরে শয্যায় আকর্ষণ করলেন। এইভাবে তিনি সেই সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন—যে-কন্যা কেবলমাত্র ভগবানকে অনুলেপন অর্পণ করেই সেইবার পুণ্য সঞ্চয় করেছিল। কেবলমাত্র কৃষ্ণের পাদপদ্মের ঘ্রাণ গ্রহণ করেই ত্রিবক্রা তাঁর অন্তর, বক্ষ ও নয়নযুগলের উদ্ভূত কামপীড়া দূরীকৃত করেছিল। তাঁর দুই বাহু দ্বারা তাঁর দুই স্তনের মধ্যে তাঁর প্রিয়তম, আনন্দমূর্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন এবং এইভাবে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সন্তাপ তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। দুর্লভ ভগবানকে সামান্য অঙ্গরাগ অর্পণের মাধ্যমে লাভ করেও দুর্ভাগা ত্রিবক্রা সেই কৈবল্যনাথের কাছে নিম্নোক্ত প্রার্থনাই নিবেদন করেছিলেন—"হে প্রিয়তম, দয়া করে এখানে আমার সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান করুন এবং আনন্দ উপভোগ করুন। হে কমলনয়ন, আমি আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করা সহ্য করতে পারব না।" তাঁকে এই

[illegible] আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি দান করে, সুবিবেচক সর্বেশ্বর কৃষ্ণ ত্রিবক্রাকে তাঁর সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং তারপর উদ্ধবসহ তাঁর পরম ঐশ্বর্যপূর্ণ আলয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঈশ্বরগণের পরম ঈশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমীপবর্তী হওয়া সাধারণত কঠিন। যে তাঁকে যথাযথভাবে অর্চনা করে অবশেষে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য বর প্রার্থনা করে, সে অবশ্যই হীনবুদ্ধিসম্পন্ন, কারণ সে একটি তুচ্ছ ফল লাভেই সন্তুষ্ট থাকে।"

"অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ, কিছু কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বলরাম ও উদ্ধব সহ অক্রূরের গৃহে গমন করলেন। ভগবান, অক্রূরের প্রীতি সাধনের আকাঙ্ক্ষাও করেছিলেন। অক্রূর যখন তাঁদের, তাঁর আপন বান্ধব ও পরম উন্নত ব্যক্তিদের দূর থেকে আসতে দেখলেন, তখন তিনি মহানন্দে উত্থিত হলেন। তাঁদের আলিঙ্গন ও অভিনন্দিত করে, অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং প্রত্যুত্তরে তাঁদের দ্বারাও অভিনন্দিত হলেন। অতঃপর, তাঁর অতিথিগণ আসন গ্রহণ করলে, শাস্ত্র বিধি অনুসারে তিনি তাঁদের অর্চনা করলেন। হে রাজন, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের পাদ প্রক্ষালন করলেন এবং তারপর সেই পাদ জল তাঁর নিজ মস্তকে ঢাললেন। তিনি তাঁদের উত্তম বস্ত্র, সুগন্ধি চন্দন পিষ্টক, পুষ্পমাল্য এবং অপূর্ব অলঙ্কার যুক্ত উপহার প্রদান করলেন। এইভাবে সেই দুই ভগবানকে অর্চনা করার পর, তিনি ভূমিতে তাঁর মস্তক অবনত করলেন। এরপর তিনি তাঁর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্থাপন করে মর্দন করতে লাগলেন এবং বিনয়ের সঙ্গে তাঁর মস্তক অবনত করে কৃষ্ণ ও বলরামের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনারা দুই ভগবান পাপী কংস ও তার অনুচরদের হত্যা করেছেন; এইভাবে আপনাদের কুলকে অন্তহীন কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন। আপনারা উভয়েই পরম পুরুষোত্তম, জগৎ ও তার সৃষ্টিসমূহের কারণ। আপনাদের থেকে সামান্যতম কারণ বা সৃষ্টির প্রকাশিত পদার্থ অস্তিত্বহীন।"

"হে পরম ব্রহ্ম, আপনার আপন শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং তারপর সেখানে প্রবিষ্ট হন। এইভাবে শাস্ত্র হতে শ্রবণ করে বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কেউ [illegible] আপনাকে অনুভব করতে পারে। ঠিক যেমন সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদানগুলি—ভূমি প্রভৃতি—স্থাবর, জঙ্গম জীবদের সকল জীবের মধ্যে প্রভূত বৈচিত্র্যে নিজেদের প্রকাশিত করে, তেমনই আপনি, স্বতন্ত্র পরমাত্মা, আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নানারূপে প্রকাশিত হন। সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ—আপনার নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশও করেন—তবুও আপনি সেই গুণসমূহ দ্বারা বা তাদের উৎপন্ন কার্যাবলীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না। যেহেতু আপনি সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস, তাই কীসের কারণেই-বা আপনি মায়ার দ্বারা বদ্ধ হতে পারেন? যেহেতু কখনও যুক্তিসহকারে প্রমাণিত হয় নি যে, আপনি কোন জড়জাগতিক দেহরূপী খাপে আচ্ছাদিত রয়েছেন, তাই অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, আপনার ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে কোন জন্মও নেই, ফলতঃ দেহান্তরও নেই। সুতরাং আপনি কখনই বন্ধন বা মুক্তির অধীনস্থ হন না এবং আপনি যেমনভাবে প্রতিভাত হলেও, সেটি একমাত্র আপনার অভিলাষের ফলে, অথবা নিতান্তই আমাদের বিচার-বিবেচনার অভাবে, আমরা সেইভাবে আপনাকে দর্শন করে থাকি। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য বেদের সুপ্রাচীন ধর্মীয় পথ আপনিই প্রথমে উদ্ভাসিত করেছেন। যখনই সেই পথ নিরীশ্বরবাদের পথ অনুসরণকারী অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই আপনি অপ্রাকৃত গুণসহ আপনার কোনও এক অবতার রূপ ধারণ করেন।"

"হে প্রভু, আপনিই সেই ভগবান, এখন বসুদেবের গৃহে আপনার অংশপ্রকাশসহ আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি, দেবতাদের শত্রুদের অংশপ্রকাশ রাজাদের নেতৃত্বাধীন শত শত সৈন্যদের হত্যা করে ভূ-ভার দূর করার জন্য এবং আমাদের বংশের যশ প্রচারের জন্যও, এখন অবতরণ করেছেন। হে প্রভু, আজ আমার গৃহ অত্যন্ত ধন্য হয়েছে, কারণ আপনি এখানে প্রবেশ করেছেন। পরম সত্যরূপে, আপনি পিতৃপুরুষ, জীব, মনুষ্য ও দেবতা-মূর্তি, এবং আপনার পাদধৌত জল ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। প্রকৃতপক্ষে, হে অধোক্ষজ,

আপনি জগদ্গুরু। আপনার ভক্তবৃন্দের প্রতি আপনি স্নেহবৎসল, কৃতজ্ঞ ও যথার্থ শুভানুধ্যায়ী, তাই আপনাকে ছাড়া অন্য কার কাছে আশ্রয়ের জন্য কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি যাবেন? যাঁরা ঐকান্তিক সখ্যতায় আপনার অর্চনা করেন, আপনি তাঁদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই, এমন কি আপনার আপন সত্তাকেও প্রদান করেন, যদিও আপনি কখনই বৃদ্ধি পান না বা হ্রাসও পান না। হে জনার্দন, আমাদের মহা সৌভাগ্যের দ্বারা এখন আপনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন, কারণ যোগেশ্বরগণ এবং দেবেন্দ্রগণও অতি কষ্টের দ্বারা কেবল এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। হে প্রভু, কৃপা করে আমাদের স্ত্রী-পুত্র, ধন, স্বজন ও গৃহ-দেহাদির মোহবন্ধন সত্বর ছেদন করুন। এই সকল আসক্তি আপনারই মায়াশক্তি জাত। এইভাবে তাঁর ভক্ত দ্বারা অর্চিত এবং যথাযথভাবে বন্দিত হয়ে, ভগবান শ্রীহরি তাঁর বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ মোহিত করে অক্রূরকে সহাস্যে বললেন—"আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য ও প্রশংসনীয় বন্ধু, এবং আপনার পুত্রের মতোই আমরা সর্বদা আপনার সুরক্ষা, পালন ও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল। আপনার মতো মহান মানুষেরাই প্রকৃত সেব্য এবং জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের পরম পূজনীয়। সাধারণ দেবতারা তাঁদের আপন স্বার্থ সচেতন, কিন্তু সাধুসুলভ ভক্তেরা কখনও তেমন নন। কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, পবিত্র নদ নদী সমন্বিত তীর্থস্থানগুলি রয়েছে, অথবা মৃত্তিকা ও শিলা নির্মিত বিগ্রহরূপে দেবতারা আবির্ভূত হন। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই কেবলমাত্র দীর্ঘকাল পরে আমাদের পবিত্র করে, অথচ সাধু ব্যক্তিদের কেবল দর্শন করলেই পবিত্র হওয়া যায়। আপনি অবশ্যই আমাদের সুহৃদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই দয়া করে হস্তিনাপুর গমন করুন এবং পাণ্ডবগণের শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে, তাঁরা কেমন আছেন, অনুসন্ধান করুন। আমরা শুনেছি যে, তাঁদের পিতা যখন পরলোক গমন করলেন, তখন বাল্য বয়সে পাণ্ডবদের তাঁদের শোকগ্রস্তা মায়ের সঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজধানী নগরীতে এনেছেন এবং তাঁরা এখন সেখানে বাস করছেন। বাস্তবিকই, দুর্বল মনের অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দুষ্ট পুত্রদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছেন এবং তাই সেই অন্ধ রাজা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করছেন না। সেখানে গিয়ে দেখুন—ধৃতরাষ্ট্র যথাযথ আচরণ করছেন কি না। আমরা জানতে পারলে, আমাদের সুহৃদবর্গের সাহায্যের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় আয়োজন করব। এইভাবে অক্রূরকে সম্পূর্ণ নির্দেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অতঃপর শ্রীসঙ্কর্ষণ ও উদ্ধবের সাথে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

❀ ❀ ❀

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পৌরব রাজগণের কীর্তি দ্বারা প্রসিদ্ধ নগরী হস্তিনাপুরে অক্রূর গমন করলেন। সেখানে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর এবং বাহ্লীক ও তাঁর পুত্র সোমদত্ত সহ কুন্তীকে দর্শন করলেন। তিনি দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সুহৃদগণকেও দর্শন করলেন। গান্দিনীনন্দন অক্রূর যথা নিয়মে তাঁর সকল আত্মীয় ও বন্ধুগণকে আলিঙ্গিত করার পর, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সংবাদ তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনিও তাঁদের কুশল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। দুষ্টকর্মা পুত্রদের পিতা এবং কলহপ্রিয় মানুষদের ইচ্ছাধীন দুর্বলমতি রাজার আচার-আচরণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে তিনি

হস্তিনাপুরে কয়েকমাস থাকলেন। কুন্তী ও বিদুর অক্রূরকে সবিস্তারে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অসৎ উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করলেন—যারা কুন্তীপুত্রদের মহৎ গুণসমূহ—যেমন, তাদের দৃঢ় প্রভাব, সামরিক দক্ষতা, শারীরিক বল, সাহস ও বিনয়—এবং তাদের জন্য প্রজাদের গভীর অনুরাগ—সহ্য করতে পারত না। কিভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা পাণ্ডবদের বিষ প্রদানের চেষ্টা করেছিল এবং ঐ ধরনের অন্যান্য ষড়যন্ত্র করেছিল, কুন্তী ও বিদুর অক্রূরকে তাও বলেছিলেন। কুন্তীদেবী তাঁর ভ্রাতার আগমনের সুযোগ গ্রহণ করে, সঙ্গোপনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর জন্মস্থলকে স্মরণ করে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি বললেন—হে সৌম্য, আমার পিতা-মাতা, ভ্রাতাগণ, ভগিনীগণ, ভ্রাতুষ্পুত্ররা, কুলস্ত্রীগণ ও সখীগণ আমাদের কি এখনও স্মরণ করেন? আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর ভক্তগণের করুণাময় আশ্রয় স্বরূপ, তিনি এখনও তাঁর পিসীর পুত্রদের স্মরণ করেন কি? আর কমলনয়ন বলরামও কি তাদের স্মরণ করেন? নেকড়েদের মাঝে এক হরিণীর মতো আমার শত্রুদের মধ্যে আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, এখন কৃষ্ণ আমাকে ও আমার পিতৃহীন পুত্রদের তাঁর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আসবেন কি? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! হে পরম যোগী! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও রক্ষক! হে গোবিন্দ! দয়া করে আপনার শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন! আমি এবং আমার পুত্ররা দুর্দশায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছি। পুনর্জন্ম ও মৃত্যুতে ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য, আপনার মোক্ষপ্রদ পাদপদ্ম ব্যতীত আমি আর কোনও আশ্রয় দেখি না, কারণ আপনিই পরমেশ্বর ভগবান। পরম শুদ্ধ, পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, যোগেশ্বর ও সকল জ্ঞানের উৎস স্বরূপ হে কৃষ্ণ, আমি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনার কাছে আশ্রয়ের জন্য আমি উপস্থিত হয়েছি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে তাঁর পরিবারবর্গের ও জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে আপনার প্রপিতামহী কুন্তীদেবী শোকে কাঁদতে থাকলেন। যে অসাধারণ উপায়ে রাণী কুন্তীর পুত্ররা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, কুন্তীদেবীর সুখ ও দুঃখভাগী অক্রূর এবং মহাযশস্বী বিদুর দুজনেই, তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের প্রতি একপেশে স্নেহ অনুভব করার ফলে পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতেন। অক্রূর বিদায়ের ঠিক আগে, যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বন্ধুবর্গ এবং সমর্থকদের নিয়ে বসেছিলেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সৌহার্দ্যবশত যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করলেন।"

অক্রূর বললেন—"হে আমার প্রিয় বিচিত্রবীর্যের পুত্র, হে কুরুগণের কীর্তি বর্ধনকারী, আপনার ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোক গমন করলে, আপনি এখন রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। ধর্মানুসারে পৃথিবীকে পালন, সৎ চরিত্র দ্বারা আপনার প্রজাগণের আনন্দ বিধান এবং সকল আত্মীয়বর্গের প্রতি সমভাবে আচরণ করার মাধ্যমে আপনি নিশ্চিতভাবে সাফল্য ও কীর্তি অর্জন করবেন। আপনি যদি এর অন্যথা করেন, তাহলে অবশ্যই এই জগতের মানুষ আপনাকে নিন্দা করবে এবং পরবর্তী জীবনে আপনি নরকের অন্ধকারে প্রবেশ করবেন। সুতরাং আপনার নিজের এবং পাণ্ডুর পুত্রগণের প্রতি সমদর্শী হউন।"

"হে রাজন, এই জগতে কারও সঙ্গে কারও চিরস্থায়ী সম্পর্ক নেই। এমন কি আমাদের দেহটিকে নিয়েও আমরা চিরদিন থাকতে পারি না, আমাদের স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্যদের কথা আর বলার কী আছে। প্রতিটি জীবই একাকী জন্মগ্রহণ করে আর একাকীই মৃত্যু বরণ করে, এবং মানুষ নিজেই তার সকল সৎ ও অসৎ কর্মের ফলাফল ভোগ করে। যে-জল মাছকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই জলই যেমন মাছের সন্তানেরা পান করে, তেমনই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও অধর্মের পথে যা কিছু অর্জন করে, সেই সমস্ত সম্পদই তার পোষ্যগণেরা ছদ্মরূপে নিঃশব্দেই হরণ করে নেয়। মূর্খ মানুষ তার জীবন, সম্পদ, সন্তানাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন পালন করার জন্য পাপের প্রশ্রয় দেয়, কারণ সে মনে করে, "এই সমস্ত কিছুই আমার।" পরিশেষে, অবশ্য, সেই সবই তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। আপনজনের পোষ্যদের কাছে পরিত্যক্ত হয়ে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞ, যথার্থ কর্তব্যে বিমুখ, এবং উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ মূর্খ

জীব তার পাপময় কর্মফলের বোঝা নিয়ে নরকের অন্ধকারে প্রবেশ করে। সুতরাং, হে রাজন, এই জগতকে স্বপ্ন, মায়া বা আকাশ কুসুমের কল্পনা জ্ঞান করে বুদ্ধির দ্বারা আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং হে প্রভু, শান্ত ও সমদর্শী হউন।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—"হে অক্রূর, আপনি যেভাবে মঙ্গলময় কথা বলছেন, মানুষ অমৃত পেলে যেমন কখনই তৃপ্তির সীমা অতিক্রম করতে পারে না, তেমনই আমিও আপনার কথায় সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারছি না। হে সৌম্য অক্রূর, আপনার এই সমস্ত সুমধুর বাক্য খুবই কল্যাণকর হলেও, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যেমন স্থির থাকতে পারে না, তেমনই পুত্রস্নেহবশত বিষমতাবাপন্ন আমার চঞ্চল হৃদয়ে এই সব উপদেশ স্থির হয়ে থাকতে পারে না। যিনি ভূভার হরণের জন্য এখন যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিধান কে লঙ্ঘন করতে পারে? যিনি তাঁর অচিন্ত্যনীয় মায়া শক্তির ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং পরে সেই সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলী বিতরণ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। যাঁর লীলার অর্থ দুর্জ্ঞেয়, তাঁর কাছ থেকেই, জন্ম ও মৃত্যু চক্রের বন্ধন ও তা থেকে মুক্তির পথ, উভয়ই আমাদের লাভ হয়ে থাকে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে তিনি নিজে রাজার মনোভাব সম্বন্ধে অবগত হয়ে যাদব অক্রূর, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় ও স্বজনবর্গের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে যাদবগণের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র কিরকম আচরণ করছিলেন শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট অক্রূর তা বর্ণনা করলেন। হে কুরুনন্দন, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল এইভাবে তিনি সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন।"

পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, কংস যখন নিহত হল, তার দুই রাণী অস্তি ও প্রাপ্তি শোকার্ত হয়ে তাদের পিতৃগৃহে গমন করেছিল। শোকার্তা দুই রাণী তাদের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের কাছে গিয়ে তারা কিভাবে বিধবা হয়ে গেল, সেই সম্বন্ধে সবকিছুই বর্ণনা করল। হে রাজন, সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করে, জরাসন্ধ শোক ও ক্রোধে পূর্ণ পৃথিবীকে যাদব শূন্য করার জন্য সব রকম সম্ভাব্য চূড়ান্ত উদ্যোগ শুরু করল। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে সে চতুর্দিক থেকে যদু-রাজধানী মথুরা অবরোধ করল।"

"শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতের আদি কারণ হলেও তিনি যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন মানুষের ভূমিকায় লীলা করেন। তাই যখন তিনি জরাসন্ধকে তাঁর নগরীর চারদিকে যেন এক উচ্ছ্বসিত মহাসমুদ্রের মতোই সৈন্য সমাবেশ করতে দেখলেন এবং দেখলেন কিভাবে এই সৈন্য বাহিনী তাঁর প্রজাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করছে, তখন স্থান, কাল ও তাঁর বর্তমান অবতরণের যথার্থ উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি তাঁর উপযুক্ত কর্তব্য নির্ধারণ করলেন। যেহেতু জরাসন্ধের পদাতিক সৈন্য, অশ্ব, রথ, ও হস্তীদল সমন্বিত অক্ষৌহিণী সমূহের সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর ভারস্বরূপ, যা মগধরাজ সমস্ত অনুগত রাজাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এখানে সমবেত করেছে, তা আমি বিনাশই করব। কিন্তু একমাত্র জরাসন্ধকেই হত্যা করা উচিত হবে না, কারণ ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরও এক সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে। ভূ-ভার হরণ, সাধুগণের সংরক্ষণ এবং অসাধুগণের বিনাশ—এই আমার বর্তমান অবতারের উদ্দেশ্য। যখন

কোনও সময়ে অধর্ম বিস্তার লাভ করে, তা নিবারণের জন্য এবং ধর্মের রক্ষার জন্য আমি অন্যান্য শরীরও ধারণ করি।"

"এইভাবে যখন ভগবান গোবিন্দ চিন্তা করছিলেন, তখন সূর্যের মতো দীপ্তিসম্পন্ন দুটি রথ সহসা আকাশ থেকে নেমে এল। সেগুলি সারথি ও উপকরণে পরিপূর্ণ ছিল। ভগবানের নিত্য দিব্য অস্ত্রগুলিও আপনা থেকে তাঁর সামনে আবির্ভূত হল। সেইসব লক্ষ্য করে, ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসঙ্কর্ষণকে বললেন—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার সুরক্ষণীয় যদুগণকে অবরুদ্ধ করেছে যে বিপদ, তা লক্ষ্য করুন। হে প্রভু, আপনার নিজস্ব রথ ও প্রিয় অস্ত্রশস্ত্র আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের ভক্তবৃন্দের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। কৃপা করে এখন এই ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর ভার পৃথিবী থেকে দূর করুন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতাকে এইভাবে আমন্ত্রণ করার পর, সেই দুই দাশার্হ, কৃষ্ণ ও বলরাম, বর্ম পরিধান করে এবং তাঁদের সুশোভিত অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শন করতে করতে তাঁদের রথ চালনা করে নগরী হতে নির্গত হলেন। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য তাঁদের সঙ্গে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি দারুকের সঙ্গে নগরী থেকে নির্গত হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন এবং শত্রু সৈন্যগণের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হতে লাগল।"

জরাসন্ধ তাঁদের দুজনকে দেখে বলল—"হে কৃষ্ণ, নরাধম! একজন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করা যেহেতু লজ্জাজনক, আমি তাই এইভাবে একাকী তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। তুমি মূর্খ, তাই লুকিয়ে থাকো—ওহে স্বজন হত্যাকারী, চলে যাও। আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। তুমি, বলরাম, যদি মনে কর যে, তুমি লড়তে পারবে, তা হলে সাহস এবং ধৈর্য ধারণ কর এবং আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমার বাণ দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তোমার দেহ ত্যাগ করে তুমি স্বর্গে যেতে পার, নতুবা আমাকে বধ কর।"

শ্রীভগবান বললেন—"প্রকৃত বীরগণ কেবলমাত্র দম্ভ প্রকাশ করে না, বরং কার্যক্ষেত্রে তাদের বিক্রম প্রদর্শন করে। আমরা কোনও আতঙ্কগ্রস্ত মুমূর্ষুজনের কথা গুরুত্ব দিয়ে মেনে নিতে পারি না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বায়ু যেমন মেঘরাশি দ্বারা সূর্যকে অথবা ধূলিকণা দ্বারা অগ্নিকে আবৃত করে, তথাপ্রকার সেই মগধরাজ দুজনের দিকে অগ্রসর হল এবং তার বিশাল সৈন্যরাশি দিয়ে তাঁদের সৈন্য, রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিদের সবকিছুকেই বেষ্টন করেছিল। রমণীগণ সুউচ্চ গৃহ, প্রাসাদ ও নগরীর সিংহদ্বারগুলিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা যখন গরুড় ও তাল বৃক্ষের প্রতীক সমন্বিত ধ্বজা দ্বারা চিহ্নিত কৃষ্ণ ও বলরামের রথ দুটি আর দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা শোকাহত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁকে ঘিরে সমবেত মেঘসদৃশ বিপুল শত্রু সৈন্যের দ্বারা অবিরাম ও ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণে তাঁর সৈন্যদের পীড়িত হতে দর্শন করে, শ্রীহরি তাঁর শার্ঙ্গ নামক সর্বোত্তম ধনুকে টংকার ধ্বনি করলেন, যে-ধনুকটিকে দেবতা ও অসুরেরা উভয়েই পূজা করে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তূণ থেকে তীরগুলি গ্রহণ করলেন, সেগুলি ধনুর্গুণে সংযোজিত করলেন, আকর্ষণ করলেন এবং অগণিত শানিত বাণরাশি নিক্ষেপ করলেন, যা শত্রুর রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যদের আঘাত করল। ভগবান তাঁর বাণরাশিকে জ্বলন্ত অগ্নিবলয়ের মতো নিক্ষেপ করছিলেন। হাতিগুলির কপাল দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূমিতে পতিত হল, সৈন্যবাহিনীর অশ্বগুলি ছিন্ন গ্রীবা হয়ে পতিত হল, রথগুলির অশ্ব, ধ্বজা, সারথি ও রথীগণ সহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হল এবং পদাতিক সৈন্যদের বাহু, ঊরু ও স্কন্ধ ছিন্নভিন্ন হয়ে বিধ্বস্ত হল। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ, হস্তী ও অশ্বের অঙ্গসমূহ, যা খণ্ড খণ্ড হয়েছিল, তা থেকে রক্তের শত শত নদী প্রবাহিত হয়েছিল। এই সমস্ত নদীগুলিতে বাহুগুলি সাপের মতো, মানুষের মাথাগুলি কচ্ছপের মতো, মৃত হাতিগুলিকে দ্বীপের মতো এবং মৃত অশ্বগুলিকে কুমীরের মতো মনে হচ্ছিল। হাত এবং ঊরুগুলি মাছের মতো, মানুষের চুলের রাশিকে শৈবালের মতো, ধনুকগুলিকে ঢেউয়ের মতো এবং বিভিন্ন অস্ত্রগুলিকে গুল্মের মতো মনে হচ্ছিল। রক্তের নদীগুলি এই সমস্ত কিছুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রথের চাকাকে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণির মতো দেখাচ্ছিল এবং মূল্যবান রত্ন ও অলঙ্কারগুলিকে তীব্র বেগে প্রবাহিত রক্তের নদীতে পাথর ও কাঁকরের মতো মনে হচ্ছিল যা ভীরুদের মনে ভয় আর মনস্বীদের আনন্দ উদ্রেক করেছিল। অপরিমেয় শক্তিধর শ্রীবলরাম তাঁর

শ্রীকৃষ্ণকে ধরবার আশা করেছিল, কিন্তু মহাযোগীরাও তাঁকে ধরতে পারে না। যেন যে কোন মুহূর্তে কালযবনের হাতে ধরা পড়তে পারেন, এইভাবে ক্রমশ, শ্রীহরি পথ দেখাতে দেখাতে কালযবনকে বহু দূরে একটি পর্বত গুহায় নিয়ে গেলেন। যখন ভগবানের পশ্চাৎ ধাবন করছিল, তখন যবন এই বলে তাঁকে অপমান করতে লাগল, 'আপনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার পলায়ন করা ঠিক নয়।' কিন্তু তবুও কালযবন শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারল না, কারণ তার অশুভকর্মের ফল পরিশুদ্ধ হয়নি। এইভাবে অপমানিত হলেও, শ্রীভগবান পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন। কালযবনও প্রবেশ করল এবং সেখানে সে অন্য একজন মানুষকে নিদ্রায় শুয়ে থাকতে দেখল। "তা হলে, আমাকে এত দীর্ঘ দূরত্বে নিয়ে এসে এখন সে এখানে এক সাধুর মতো শুয়ে আছে!" এইভাবে ঘুমন্ত মানুষটিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, সেই মূর্খ তার সর্বশক্তি দিয়ে তাকে পদাঘাত করল। এক দীর্ঘ নিদ্রার পর সেই মানুষটি উঠলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর দুই চোখ উন্মীলিত করলেন। চতুর্দিকে অবলোকন করতে করতে, তিনি কালযবনকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। নিদ্রা থেকে উত্থিত মানুষটি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং কালযবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার দেহে অগ্নি প্রজ্বলিত হল। ক্ষণকালের মধ্যে, হে রাজা পরীক্ষিৎ, কালযবন ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।"

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, পুরুষটি কে ছিলেন? তিনি কোন্ পরিবারের এবং কি শক্তি তাঁর ছিল? কেন সেই যবন নিধনকারী মানুষটি নিদ্রার জন্য গুহার মধ্যে শয়ন করেছিলেন, এবং তিনি কার পুত্র?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই মহান ব্যক্তির নাম ছিল মুচুকুন্দ, যিনি ইক্ষ্বাকু বংশে মান্ধাতার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং যুদ্ধে তাঁর ব্রতসাধনে সর্বদা সত্যপরায়ণ থাকতেন। তাঁরা যখন অসুরদের দ্বারা ভীত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের রক্ষার সাহায্যের জন্য ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে মুচুকুন্দ দীর্ঘ কাল যাবৎ তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। দেবতারা যখন তাঁদের সেনাপতিরূপে কার্তিকেয়কে পেলেন, তখন, তাঁরা মুচুকুন্দকে বললেন, 'হে রাজন, আপনি এখন আমাদের প্রতিরক্ষার ক্লেশকর কর্তব্য পরিত্যাগ করতে পারেন। মনুষ্যলোকে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এক রাজত্ব পরিত্যাগ করে হে বীরবর, আমাদের রক্ষায় নিয়োজিত থাকার সময় আপনার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা সবই আপনি উপেক্ষা করেছিলেন। সন্তানাদি, রাণীরা, আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রীপারিষদ, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং প্রজারা, যাঁরা আপনার সমসাময়িক ছিলেন, তাঁরা আর জীবিত নেই। কালের প্রভাবে তাঁরা সকলেই বিলীন হয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অব্যয় মহাকালস্বরূপ, এবং শক্তিমানের থেকেও তিনি শক্তিমান। পশুপালক তার পশুদের যেমন চালনা করে, তিনিও সমস্ত জীবদের তাঁর লীলাস্বরূপ চালনা করেন। আপনার সর্বমঙ্গল হোক। এখন আমাদের কাছে দয়া করে একটি বর গ্রহণ করুন—মুক্তি ব্যতীত যে কোনও কিছু, কারণ অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান, বিষ্ণু, কেবলমাত্র তা প্রদান করতে পারেন।' এইভাবে বলা হলে, রাজা মুচুকুন্দ দেবতাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা সহকারে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং একটি গুহার মধ্যে গিয়ে দেবতাদের অনুমোদিত নিদ্রা উপভোগের জন্য শয়ন করলেন।"

"যবন ভস্মীভূত হয়ে গেলে, জ্ঞানবান পুরুষ মুচুকুন্দের সামনে, সাত্বতপ্রধান শ্রীভগবান আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি যখন ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, রাজা মুচুকুন্দ দেখলেন যে, তিনি মেঘের মতো শ্যামল, চতুর্ভুজরূপে, পীত রেশম বস্ত্র পরিধান করেছেন। তাঁর বক্ষোপরে তিনি শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেছেন এবং তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি বিরাজিত। বৈজয়ন্তী মালায় শোভিত হয়ে ভগবান তাঁর সুন্দর, সৌম্য মুখমণ্ডল প্রদর্শন করছিলেন, যা মকরাকৃতি দুই কুণ্ডলে ও প্রীতিময় হাস্যের দৃষ্টিপাত সমন্বিত হয়ে সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর যৌবনরূপ সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয় এবং তিনি এক মত্ত সিংহের শ্রেষ্ঠত্ব সমন্বিত হয়ে পদচারণা করছেন। ভগবানের যে তেজ তাঁকে অপরাজেয় রূপে প্রদর্শন করছিল, তা দেখে সেই মহাবুদ্ধিমান রাজা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর সন্দিগ্ধতা প্রকাশ করে, মুচুকুন্দ দ্বিধাগ্রস্তভাবে ভগবান কৃষ্ণকে এইভাবে প্রশ্ন করলেন।"

শ্রীমুচুকুন্দ বললেন—"কে আপনি পদ্ম পাপড়ির

মতো কোমল পায়ে কণ্টকময় ভূমিতে বিচরণ করে, অরণ্যের মধ্যে এই পর্বতগুহায় উপস্থিত হয়েছেন? সম্ভবত আপনি সকল তেজস্বীগণের তেজ স্বরূপ। অথবা আপনি শক্তিশালী অগ্নিদেব, কিম্বা সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, স্বর্গের রাজা অথবা অন্য কোন জগতের পালক দেবতা। আমি মনে করি, আপনি তিন প্রধান দেবতার মধ্যে পরমেশ্বর, কারণ প্রদীপ যেরূপ তার আলো দ্বারা অন্ধকার দূর করে, সেইরূপে আপনি এই গুহার অন্ধকার দূর করছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তা হলে সত্যরূপে আপনার জন্ম, কর্ম ও গোত্র, প্রসন্নভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।"

"হে পুরুষব্যাঘ্র, আমরা নীচ ক্ষত্রিয় পরিবারভুক্ত রাজা ইক্ষ্বাকুর বংশধর। আমার নাম মুচুকুন্দ, হে প্রভো, আমি যুবনাশ্বের পৌত্র এবং মান্ধাতার পুত্র। দীর্ঘকাল জাগরণের ফলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার সকল ইন্দ্রিয় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই এখন আমাকে কেউ না জাগানো অবধি, এই নির্জন স্থানে আমি সুখে ঘুমিয়ে ছিলাম। যে মানুষটি আমাকে জাগিয়েছিল, তার পাপের কর্মফল দ্বারা সে ভস্মীভূত হল। ঠিক তখনই আপনার শত্রুদের দমনের শক্তি সমন্বিত মহিমাময়রূপে আপনাকে আমি দর্শন করলাম। আপনার অসহনীয় উজ্জ্বল দ্যুতি আমাদের শক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে এবং তাই আমরা আপনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারছি না। হে মহাভাগ, আপনি সকল জীবকুলের কাছে মাননীয়।"

"এইভাবে রাজার সম্ভাষণ শুনে, সকল সৃষ্টির মূল পরমেশ্বর ভগবান হাসলেন এবং তারপর তাঁকে মেঘগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে প্রিয় বন্ধু, আমি সহস্র সহস্র জন্ম গ্রহণ করেছি, সহস্র সহস্র জীবনে কর্মতৎপর হয়ে এবং সহস্র সহস্র নাম গ্রহণ করেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমার জন্ম, কর্ম ও নামসমূহ অসীম অনন্ত এবং তাই আমিও তাদের গণনা করতে পারি না। বহু জন্ম ধরে কেউ হয়ত পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করতে পারে, কিন্তু কেউই আমার গুণাবলী, কর্ম, নাম ও জন্ম গণনা করে কখনও শেষ করতে পারে না। হে রাজন, শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ সময়ের তিনটি পর্যায়ক্রমে ঘটমান আমার জন্ম ও কর্মসমূহ গণনা করেন, কিন্তু তাঁরা কখনই সেই গণনার শেষ অবধি পৌঁছতে পারেন না। তথাপি, হে সখা, আমার বর্তমান জন্ম, নাম ও কর্ম সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলব। দয়া করে শ্রবণ কর। কিছু কাল আগে, ব্রহ্মা আমাকে ধর্ম রক্ষার জন্য এবং ভূভার রূপ অসুরদের বিনাশের জন্য অনুরোধ করে। তাই আমি যদু বংশে, আনকদুন্দুভির গৃহে অবতীর্ণ হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু আমি বসুদেবের পুত্র, তাই লোকে আমাকে বাসুদেব বলে। কংস রূপে পুনরায় জন্ম নিয়ে, কালনেমিকে, সেই সঙ্গে প্রলম্বকে এবং পুণ্যজনদের অন্যান্য শত্রুদের আমি বধ করেছি। আর এখন, হে রাজন, এই যবন তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা ভস্মীভূত হল। যেহেতু অতীতে তুমি বহু বার আমার কাছে প্রার্থনা করেছিলে, তাই তোমাকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য আমি স্বয়ং এই গুহায় উপস্থিত হয়েছি, কারণ আমার ভক্তগণের প্রতি আমি স্নেহপরায়ণ হয়েই থাকি। হে রাজর্ষি, এখন আমার কাছ থেকে তোমার যা কিছু বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব। যে আমাকে সন্তুষ্ট করেছে, তার কখনও আর শোক করার প্রয়োজন হয় না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই কথা শুনে মুচুকুন্দ শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। গর্গমুনির কথাগুলি মনে রেখে তিনি আনন্দে পূর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণরূপে চিনতে পারলেন। রাজা তখন তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—"হে ভগবান, এই জগতের মানুষ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই, আপনার মায়াশক্তির দ্বারা বিমোহিত। নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল সম্বন্ধে অনবহিত হয়ে তারা আপনার ভজনা করে না, কিন্তু তার পরিবর্তে নিজেদের পারিবারিক বিষয়ে আবদ্ধ করার মাধ্যমে সুখ আকাঙ্ক্ষা করে, যা প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই উৎস। কোনভাবে বা আপনা থেকেই দুর্লভ জীবনের উৎকৃষ্ট প্রকাশ এই মনুষ্যদেহ লাভ করলেও, যে মানুষের মন অপবিত্র, সে আপনার চরণ কমলের পূজা করে না। অন্ধকূপে পতিত পশুর মতো সেই মানুষ জাগতিক গৃহের মায়ার অন্ধকারে পতিত হয়েছে।"

"হে অজিত, পৃথিবীর এক রাজার মতো আমার রাজ্য ও ঐশ্বর্য দ্বারা মত্ত হয়ে আমি এই সকল সময় নষ্ট করেছি। ভ্রান্তভাবে নশ্বর দেহটিকে আত্মজ্ঞান করে পুত্র,

পত্নী, সম্পদ ও ভূমির প্রতি আসক্ত হয়ে আমি অন্তহীন উদ্বেগ ভোগ করছি। শরীর উচ্চতোর সঙ্গে একটি ঘট অথবা একটি দেওয়ালের মতো জড় বস্তুরূপ দেহরূপে আমি নিজেকে মনে করেছিলাম। নিজেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বর মনে করে রথ, হাতী, অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্য ও সেনাপতি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, আমার বিশেষ চালিত অহংকার নিয়ে আপনাকে অবজ্ঞা করে, আমি পৃথিবী পর্যটন করেছিলাম। ইতিকর্তব্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গভীরভাবে লোভী এবং ইন্দ্রিয় উপভোগে আনন্দিত কোনও মানুষ সহসা নিজ প্রভু আপনার সম্মুখীন হয়। ক্ষুধার্ত সাপ যেমন ইঁদুরের সামনে তার বিবর্ণিত লেহন করে, তেমনই আপনি মানুষের সামনে মৃত্যু রূপে আবির্ভূত হন। যে দেহ প্রথমে বিশাল হস্তীতে অথবা সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করে 'রাজা' নাম দ্বারা পরিচিত হয়, পরে আপনার দুরতিক্রমণীয় কাল শক্তি দ্বারা তা 'বিষ্ঠা', 'কৃমি' বা 'ভস্ম' নামে অভিহিত হয়। সমগ্র দিঙ্মণ্ডল বিজিত করে এবং এইভাবে সং গ্রামশূন্য হয়ে, একদা তার সমশক্তিসম্পন্ন ছিল এমন রাজন্যবর্গের স্তুতি লাভ করে, মনুষ্য কর্ণীয় সিংহাসনে উপবেশন করে। কিন্তু যখন সে মৈথুনসুখ লভ্য স্ত্রীলোকদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, হে ভগবান, তখন সে গৃহপালিত পশুর মতোই পরিচালিত হতে থাকে। ইতিমধ্যেই শক্তিমান কোনও রাজা যদি অধিকতর শক্তি অর্জন করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তা হলে তিনি সযত্নে তপশ্চর্যা পালন করেন এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ পরিহারের মাধ্যমে নিষ্ঠাভরে তাঁর কর্তব্য সাধন করে থাকেন। কিন্তু আমি 'স্বাধীন এবং সর্বময় কর্তা' এমন চিন্তা করে যাঁর লালসা অতীব উদগ্র হয়ে ওঠে, তিনি সুখলাভ করতে পারেন না। যখন পরিভ্রমণশীল আত্মার সংসার জীবন সমাপ্ত হয়, হে অচ্যুত, তখন সে আপনার ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। যখন সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করে, তখন ভক্তগণের লক্ষ্যস্বরূপ এবং সকল কার্যকারণের মূলস্বরূপ, হে ঈশ্বর, আপনার প্রতি তার ভক্তি জাগ্রত হয়।"

"হে ভগবান, আমি মনে করি আপনি আমাকে কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কারণ নিজ রাজ্যের প্রতি আমার আসক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিবৃত্ত হয়েছে। বিশাল সাম্রাজ্যের সাধু মনোভাবাপন্ন শাসকগণ নির্জনে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বনে বসবাসাভিলাষী হয়ে এই ধরনের স্বাধীনতা প্রার্থনা করেন। হে বিভো, অকিঞ্চনগণ যে বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রার্থনা করে থাকেন, আপনার সেই পাদপদ্মের সেবা ব্যতীত অন্য কোনও বর আমি প্রার্থনা করি না। হে হরি, যে উন্নত পুরুষ মুক্তি প্রদাতা আপনার আরাধনা করেন, তিনি কি তাঁর আপন বন্ধনের কারণ স্বরূপ অন্য কোনও বর প্রার্থনা করবেন? সুতরাং, হে প্রভো, রজ, তম ও সত্ত্বগুণাবলীর সঙ্গে বন্ধনযুক্ত জড় বাসনার সমগ্র বিষয় পরিত্যাগ করে, আশ্রয়ের জন্য, হে পরব্রহ্ম ভগবান, আমি আপনার শরণাগত হচ্ছি। আপনি জড় উপাধিসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন নন, আপনি পরম ব্রহ্ম, পূর্ণজ্ঞানময় ও নির্গুণ। দীর্ঘকাল যাবৎ এই জগতে আমি দুঃখ পীড়িত এবং অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আছি। আমার ছয়টি শত্রু কখনই তৃপ্ত হয় না এবং তাই, আমি কোনও শান্তি পাচ্ছি না। সুতরাং, হে আশ্রয় প্রদাতা, হে পরমাত্মা, কৃপা করে আমাকে রক্ষা করুন। হে ভগবান, বিপদগ্রস্ত আমি, সৌভাগ্য বশে আপনার চরণকমলের শরণাগত হয়েছি, যা সত্য এবং যা অন্যকে নির্ভয় ও শোকমুক্ত করে।"

শ্রীভগবান বললেন—"হে সার্বভৌম, মহারাজ, তোমার চিত্ত নির্মল ও বলবতী। যদিও আমি বর দ্বারা তোমাকে প্রলোভিত করেছি, কিন্তু তোমার মন জড় বাসনাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি। তুমি যথার্থতে বিমোহিত নও, তা প্রমাণিত করবার জন্যই, আমি বর প্রদানের মাধ্যমে তোমাকে প্রলুব্ধ করেছি। আমার ঐকান্তিক ভক্তগণের বুদ্ধি কখনই জড় আশীর্বাদ দ্বারা বিচলিত হয় না। প্রাণায়ামের মতো অভ্যাসাদিতে যুক্ত অভক্তগণের মন সম্পূর্ণভাবে জড় বাসনা মার্জিত হয় না। তাই, হে রাজন, তাদের মনে জড় বাসনাগুলি আবার জেগে ওঠে, দেখা গেছে। আমাতে তোমার মন স্থির করে ইচ্ছামতো এই পৃথিবী ভ্রমণ কর। আমার প্রতি তোমার এরূপ অক্ষয় ভক্তি সর্বদা বিরাজ করুক। যেহেতু তুমি ক্ষত্রিয়ের নীতি অনুসরণ করেছিলে, তাই মৃগয়া ও অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের সময় তুমি প্রাণী হত্যা করেছ। এইভাবে আমাতে শরণাগত হয়ে থেকে যত্ন সহকারে তপস্যা পালনের দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি পরাভূত করা

উচিত। হে রাজন, তোমার পরবর্তী জীবনেই তুমি সকল জীবের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী স্বরূপ একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হবে এবং নিশ্চিতভাবে একমাত্র আমার কাছে আগমন করবে।"

দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর বার্তা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করে মুচুকুন্দ তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর, ইক্ষ্বাকু বংশের বংশধর মুচুকুন্দ গুহামুখ থেকে নির্গত হলেন। সকল মানুষ, পশুপাখি, বৃক্ষলতাদির আকার সাংঘাতিকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে লক্ষ করে, মুচুকুন্দ কলিযুগ সমাগত হয়েছে হৃদয়ঙ্গম করে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। জাগতিক সঙ্গের অতীত ও দৃঢ়-সংকল্প সেই ধীরস্থির রাজা তপশ্চর্যার মূল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন করে, তিনি গন্ধমাদন পর্বতে আগমন করলেন। তিনি ভগবান নর নারায়ণের নিবাসভূমি বদরিকাশ্রমে পৌঁছিয়ে সেখানে সকল দ্বন্দ্বের প্রতি সহনশীল হয়ে থেকে কঠোর তপশ্চর্যা সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি শান্তভাবে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। শ্রীভগবান মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, যা তখনও যবন সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই ছিল। তখন তিনি ম্লেচ্ছ সৈন্যদের বিনাশ করলেন এবং তাদের ধনসম্পদগুলি দ্বারকায় নিয়ে যেতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশাধীনে জনমানুষ ও বলদ দ্বারা সেই ধনসম্পদ যখন বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ত্রয়োবিংশতি সৈন্যবাহিনীর নেতা হয়ে জরাসন্ধ উপস্থিত হল।"

"হে রাজন, শত্রুসৈন্যের তরঙ্গ বেগ দর্শন করে, দুই মাধব, মানুষের মতোই আচরণ অনুকরণ করে, দ্রুত ধাবমান হলেন। প্রচুর ধনসম্পদ পরিত্যাগ করে, ভয়শূন্য কিন্তু ভয়ের ভান করে, তাঁদের পদ্মসদৃশ পদদ্বয়ে তাঁরা বহু যোজন দূরে গমন করলেন। যখন বলীয়ান জরাসন্ধ তাঁদের পলায়ন করতে দেখল, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে হাসল এবং তারপর রথ ও পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল। সে দুই ভগবানের পরমোন্নত মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। দীর্ঘ দূরত্ব ধাবিত হওয়ার পর যেন পরিশ্রান্ত হয়ে দুই ভগবান প্রবর্ষণ নামে এক সুউচ্চ পর্বতে আরোহণ করলেন, যার উপরে ইন্দ্রদেব অবিশ্রাম বর্ষণ করে থাকেন। যদিও জরাসন্ধ জানত যে, তাঁরা পর্বতে লুকিয়ে আছেন, কিন্তু তাদের কোন সন্ধান সে পেল না। সুতরাং, হে রাজন, সে চতুর্দিকে কাষ্ঠখণ্ড রেখে পর্বতে আগুন ধরিয়ে দিল। তাঁরা উভয়ে তখন সহসা প্রজ্বলিত একাদশ যোজন উচ্চ পর্বত থেকে ঝাঁপ দিলেন, এবং ভূমিতে এসে পড়লেন। তাঁদের প্রতিপক্ষ অথবা তার অনুচরদের অলক্ষিতে, হে রাজন, সেই দুই পরম উন্নত যদু, সুরক্ষিত পরিখার মতো সমুদ্র পরিবেষ্টিত তাঁদের দ্বারকার পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। জরাসন্ধও ভুলে মনে করল যে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে বলরাম ও কেশবের মৃত্যু হয়েছে। তাই তার বিশাল সৈন্যবাহিনী সে প্রত্যাহার করে নিল এবং মগধ রাজ্যে ফিরে গেল। শ্রীব্রহ্মার আদেশে, আনর্তের ঐশ্বর্যশালী শাসক, রৈবত, শ্রীবলরামের সঙ্গে তাঁর কন্যা রেবতীর বিবাহ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগবান গোবিন্দ স্বয়ং, ভীষ্মকের কন্যা, লক্ষ্মীদেবীর প্রত্যক্ষ অংশ প্রকাশ বৈদর্ভীকে বিবাহ করেছিলেন। রুক্মিণীর ইচ্ছানুসারেই ভগবান তা করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি শিশুপালের পক্ষ অবলম্বনকারী শাল্ব ও অন্যান্য রাজাদের পরাজিত

করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গরুড় যেভাবে স্বর্গ থেকে দেবতাদের সঙ্গে অমৃত হরণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই, সর্বসমক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে গ্রহণ করেছিলেন।"

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"ভীষ্মকের সুমুখশ্রী সমন্বিত কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীভগবান রাক্ষস পন্থায় বিবাহ করলেন, অতএব সেই কথাই আমি শুনেছি। হে প্রভু, কিভাবে অমিততেজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাগধ ও শাল্বের মতো রাজাদের পরাজিত করে তাঁর বধূকে হরণ করেছিলেন, আমি তা শুনতে ইচ্ছা করি। হে ব্রাহ্মণ, জগতের কলুষ হরণকারী শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যময়, মধুর ও নিত্যনতুন বিষয়াদি শ্রবণ করে অভিজ্ঞশ্রোতা কি কখনও তৃপ্ত হতে পারে?"

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"বিদর্ভের শক্তিশালী শাসক, ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র এবং সুমুখশ্রী এক কন্যা ছিল। রুক্মী ছিলেন প্রথম পুত্র, তারপর ক্রমশ রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ এবং রুক্মমালী। মহিমান্বিত রুক্মিণী ছিলেন তাঁদের ভগ্নী। প্রাসাদে আগত মুকুন্দের প্রশংসা গীতকারী অতিথিদের কাছ থেকে তাঁর রূপ, শক্তি, চিন্ময় বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ে শ্রবণ করে রুক্মিণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনিই তাঁর উপযুক্ত পতি হবেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, রুক্মিণী বুদ্ধিমতী, সুলক্ষণা, সুরূপা, সুশীলা এবং অন্যান্য সকল শুভগুণসম্পন্না নারী। রুক্মিণী তাঁর আদর্শ পত্নী হবেন, এই সিদ্ধান্ত করে তিনি তাঁকে বিবাহ করার জন্য মন স্থির করলেন।"

"রুক্মী যেহেতু ভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল, হে রাজন, তাই তার পরিবারের সদস্যরা অভিলাষী হলেও, শ্রীকৃষ্ণের কাছে তার ভগ্নীকে প্রদান করতে সে তাদের নিরস্ত করল। তার পরিবর্তে রুক্মী রুক্মিণীকে শিশুপালের কাছে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিল। সুনীল কটাক্ষশালিনী বৈদর্ভী এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তাঁকে তা গভীরভাবে দুঃখ দিয়েছিল। অবস্থা বিশ্লেষণ করে, তিনি সত্বর একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠালেন। দ্বারকায় পৌঁছে, দ্বাররক্ষীরা ব্রাহ্মণকে ভিতরে নিয়ে গেলে, তিনি আদি পুরুষ ভগবানকে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখলেন। ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, ব্রাহ্মণগণের অধিপতি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিংহাসন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাঁকে উপবেশন করালেন। অতঃপর দেবগণ ঠিক যেভাবে তাঁর পূজা করে থাকেন, ঠিক সেইভাবে ভগবান তাঁর অর্চনা করলেন। ব্রাহ্মণ আহার ও বিশ্রাম করার পরে, সাধু ভক্তগণের পরম গতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁর নিজ হস্তে ব্রাহ্মণের দুই পা মর্দন করতে করতে, তিনি ধৈর্য সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে দ্বিজবরোত্তম, মহাজনবর্গের অনুমোদিত ধর্মাচরণগুলি সহজভাবে আপনার সম্পন্ন হচ্ছে তো? আপনার মন সর্বদা সন্তুষ্ট আছে তো? কোনও ব্রাহ্মণ যা পান তাতেই যখন সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁর ধর্মাচরণ থেকে বিচ্যুত হন না, তখন সেই সকল ধর্মাচরণগুলিই তাঁর সর্বকামনা পূরণকারী কামধেনু হয়ে ওঠে। কোনও অতৃপ্ত ব্রাহ্মণ স্বর্গের রাজা হলেও, গ্রহ-গ্রহান্তরে অস্থিরভাবে বিচরণ করে থাকেন। কিন্তু কোনও পরম দুঃস্থ ব্রাহ্মণ, নির্ধন হলেও, তাঁর সকল অঙ্গে সন্তাপ মুক্ত হয়ে শান্তিতে বিরাজ করেন। সেই সকল ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধায় বারবার আমার মাথা নত হয়ে আসে কারণ তাঁরা নিজ প্রাপ্তিযোগেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। সংযতাত্মা, নিরহংকারী এবং প্রশান্ত হয়ে তাঁরা সকল জীবের শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হন। হে ব্রাহ্মণ, আপনাদের রাজা কি আপনাদের কল্যাণে মনোযোগী? প্রকৃতপক্ষে, যে রাজার দেশের মানুষ সুখী ও সুরক্ষিত, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। দুর্গম সমুদ্র অতিক্রম করে কোথা থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে আপনি আগমন করেছেন? যদি তা গোপনীয় না হয় তা হলে আমাদের এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করুন এবং আমাদের বলুন আমরা আপনাদের জন্য কি করতে পারি। এইভাবে, তাঁর লীলা সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ তাঁকে সব কিছু বর্ণনা করলেন।"

রুক্মিণী বললেন (ব্রাহ্মণ দ্বারা পঠিত, তাঁর চিঠিতে)—"হে ভুবনসুন্দর, আপনার যে সব গুণাবলীর কথা শ্রোতার কর্ণগোচর হয় এবং তাদের দেহ ক্লেশ মুক্ত করে, তা শ্রবণ করে এবং আপনার যে রূপটি দর্শনকারীর সকল দর্শন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে, তার কথাও শ্রবণ করে, হে কৃষ্ণ, আমার নির্লজ্জ মন আমি আপনাতেই নিবদ্ধ করেছি। হে মুকুন্দ, বংশ, চরিত্র, রূপ, বিদ্যা, বয়স ধন ও প্রভাবে আপনি কেবল আপনারই তুলনীয়। হে নরসিংহ, আপনি সকল মানবের মনোভিরাম। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে কোন্ সদ্বংশজাত, ধীরবুদ্ধিসম্পন্না এবং সৎ পরিবারের বিবাহযোগ্যা কন্যা আপনাকে স্বামীরূপে পছন্দ করবে না? সুতরাং, হে প্রিয় প্রভু, আপনাকে আমার স্বামীরূপে আমি পছন্দ করেছি এবং আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি। দয়া করে সত্বর আগমন করুন এবং আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমললোচন ভগবান, সিংহের সম্পদ শৃগালের মতো চৌর্যের মতো শিশুপাল এসে যেন বীরের অংশ কখনও না স্পর্শ করে। আমি যদি পুণ্য কর্ম, যজ্ঞ, দান, আচার অনুষ্ঠান ও ব্রত দ্বারা এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুদেবের অর্চনা দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের যথেষ্ট আরাধনা করে থাকি, তা হলে দমঘোষের পুত্র বা অন্য কেউ নয়, যেন গদাগ্রজ এসেই আমার পাণিগ্রহণ করেন। হে অজিত, আগামীকাল যখন আমার বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হতে যাবে, আপনি গোপনে আপনার সেনা অধিনায়কদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিদর্ভে আগমন করুন। অতঃপর চৈদ্য ও মগধেন্দ্রের বাহিনীকে পরাজিত করে, আপনার শৌর্য দ্বারা আমাকে জয় লাভ করে রাক্ষস বিধান মতে আমাকে বিবাহ করুন। যেহেতু আমি প্রাসাদের অন্তঃপুরে বাস করব, তাই আপনি চিন্তিত হতে পারেন, "আমি কিভাবে তোমার আত্মীয়স্বজনকে হত্যা ব্যতীত তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে পারব?" কিন্তু আমি আপনাকে একটি উপায় বলব—বিবাহের পূর্বদিন রাজ পরিবারের বিগ্রহের সম্মানে এক মহা শোভাযাত্রা হবে এবং দেবী গিরিজাকে দর্শন করার জন্য সেই শোভাযাত্রায় নববধূ প্রাসাদের বাইরে গমন করে থাকে। হে পদ্মনেত্র, ভগবান শিবের মতো মহাত্মাগণও আপনার পাদপদ্মের রেণুতে স্নানের বাঞ্ছা করেন এবং এইভাবে তাদের তমোগুণ বিনাশ করেন। আমি যদি আপনার অনুগ্রহ লাভ না করি, তবে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত পালনে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আমার প্রাণ ত্যাগ করব মাত্র। তা হলে, শত জীবনের প্রচেষ্টার পর, আমি হয়ত আপনার অনুগ্রহ লাভ করব।"

ব্রাহ্মণ বললেন—"হে যদুদেব, আমি এই গোপন বার্তা আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এমন অবস্থায় দয়া করে যথা কর্তব্য বিবেচনা করুন এবং এখনই তা সমাধা করুন।"

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে বৈদর্ভী রাজকন্যার গোপন বার্তা শ্রবণ করে ভগবান যদুনন্দন ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করলেন এবং সহাস্যে তাকে বললেন, 'ঠিক যেমন রুক্মিণীর মন আমাতে স্থির হয়ে আছে, আমার মনও তার প্রতি স্থির। এমনকি আমি রাত্রে ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না। আমি জানি বিদ্বেষবশতঃ রুক্মী আমাদের বিবাহে নিষেধ করছে। সে নিজেকে সর্বতোভাবে আমারই প্রতি সমর্পণ করেছে এবং তার সৌন্দর্য নিষ্কলঙ্ক। যে ভাবে মন্থন কাঠ থেকে মানুষ অগ্নি শিখা নিয়ে আসে, সেইভাবে যুদ্ধে অকর্মণ্য সকল রাজাদের চূর্ণ করার পর আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব।' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান মধুসূদনও রুক্মিণীর বিবাহের সঠিক চান্দ্র মুহূর্ত উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর সারথিকে বললেন, "দারুক, সত্বর আমার রথ প্রস্তুত কর।" শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বগুলিকে যুক্ত করে শ্রীভগবানের রথ দারুক নিয়ে এল। সে তখন কৃতাঞ্জলি সহকারে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়াল। তখন শৌরি রথে আরোহণ করলেন এবং ব্রাহ্মণকেও রথে আরোহণ করালেন। অতঃপর ভগবানের দ্রুতগামী অশ্বগুলি এক রাত্রের মধ্যে তাঁদের আনর্ত অঞ্চল থেকে বিদর্ভে নিয়ে গেল।"

"কুণ্ডিনপতি রাজা ভীষ্মক, তাঁর পুত্রের জন্য স্নেহবশত শিশুপালকে তাঁর কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হলেন এবং সকল প্রয়োজনীয় আয়োজন করলেন। রাজা, প্রধান সড়ক, বাণিজ্য পথ ও রাস্তার চৌমাথাগুলি ভালভাবে মার্জন করালেন ও অতঃপর জল দিয়ে ধোওয়ালেন এবং বিজয়তোরণ ও বহু স্তম্ভগুলিতে বিভিন্ন রঙের পতাকা লাগিয়ে নগরী সাজিয়েছিলেন। নগরীর স্ত্রী ও পুরুষেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসনে সজ্জিত হয়ে সুগন্ধি চন্দন লিপ্ত অনুলেপন করে মূল্যবান কণ্ঠহার, পুষ্পমালা ও রত্নখচিত অলঙ্কারাদি পরিধান করেছিল এবং তাদের ঐশ্বর্যময় গৃহগুলি অগুরুর সুগন্ধে ভরে উঠেছিল। হে রাজন, মহারাজ ভীষ্মক পূর্বপুরুষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথাযথভাবে ভোজন করিয়ে বিধিবৎ তাদের পূজা করলেন। অতঃপর তিনি বধূর কল্যাণের জন্য পরম্পরাগত মন্ত্রাবলী কীর্তন করেছিলেন। বধূ তাঁর দন্ত মার্জন করালেন এবং স্নান করলেন, এরপর তিনি মঙ্গলসূত্র পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি নববস্ত্র পরিধান করে অতি উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিত হলেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বধূর সুরক্ষার জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ বেদ থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন এবং অথর্ববেদজ্ঞ পুরোহিত গ্রহশান্তির জন্য হোম করলেন। শ্রেষ্ঠ বিধিজ্ঞ রাজা ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিলগুলি এবং গাভীসমূহ দান করেছিলেন। চেদিরাজ রাজা দমঘোষও তাঁর পুত্রের নিশ্চিত সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল আচার সম্পাদন করার জন্য মন্ত্র উচ্চারণে দক্ষ ব্রাহ্মণদের নিয়োজিত করেছিলেন। রাজা দমঘোষ মদস্রাবিত হস্তীবাহিনী, স্বর্ণমাল্যভূষিত রথসমূহ এবং অসংখ্য অশ্বারোহী সেনা ও পদাতিক সৈন্য সমন্বিত হয়ে কুণ্ডিনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক নগর হতে নির্গত হয়ে রাজা দমঘোষকে সাক্ষাৎ নানা প্রতীক নিবেদন করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ভীষ্মক তখন এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি বাসগৃহে দমঘোষকে থাকতে দিলেন। সেখানে শিশুপালের পক্ষভুক্ত শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক সহ অন্যান্য সহস্র রাজারা সকলেই এসেছিলেন। শিশুপালের জন্য বধূকে নিশ্চিত করতে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ রাজারা নিজেদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, "যদি কৃষ্ণ বলরাম ও অন্যান্য যদুগণের সঙ্গে বধূকে হরণ করতে আসে, তবে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব।" এইভাবে সেই সমস্ত বিদ্বেষপরায়ণ রাজারা তাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও সমরসজ্জা নিয়ে বিবাহ স্থলে গেলেন। যখন শ্রীবলরাম শত্রুপক্ষের রাজাদের এই সকল প্রস্তুতি ও শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে একা বধূকে হরণ করার জন্য যাত্রা করেছেন, তা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি নিশ্চিত একটি যুদ্ধের কথা ভেবে শঙ্কিত হলেন। তাঁর ভ্রাতার জন্য স্নেহে আপ্লুত তিনি সত্বর গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক বাহিনী সমন্বিত এক বলশালী সৈন্যবাহিনী সহ কুণ্ডিনে গমন করলেন।"

"ভীষ্মকের সুন্দরী কন্যা উদ্বিগ্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ব্রাহ্মণকে ফিরে আসতে দেখলেন না, তখন তিনি এইভাবে ভাবলেন। হায়, রাত্রি শেষ হলে আমার বিবাহ হবে। আমি কত ভাগ্যহীন! কমলনয়ন কৃষ্ণ আগমন করলেন না। আমি জানি না, কেন। এমনকি ব্রাহ্মণ বার্তাবহও এখনও ফিরে এলেন না। সম্ভবত অনিন্দ্য ভগবান, এখানে আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেও আমার মধ্যে কোন দুষ্টতা দর্শন করেছেন আর তাই আমার পাণি গ্রহণ করতে আসছেন না। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগিনী, কারণ বিধাতা ব্রহ্মা কিংবা দেবাদিদেব শিব আমার প্রতি অনুকূল নন। অথবা সম্ভবত শিবের পত্নী দেবী, যিনি গৌরী, রুদ্রাণী, গিরিজা এবং সতী নামেও পরিচিতা, তিনি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন। এইভাবে ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণের দ্বারা হৃতচিত্ত সেই বালিকা, 'এখনও সময় রয়েছে' মনে করে, তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়ন দুটি মুদিত করলেন।"

"হে রাজন, বধূ এইভাবে গোবিন্দের আগমনের প্রতীক্ষা করলে, তিনি তাঁর বাম ঊরু, বাহু ও নেত্রে স্পন্দন অনুভব করলেন। আকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটবার এটি ছিল একটি লক্ষণ। ঠিক তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানময় সেই ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মতো, রাজাদের অন্তঃপুরের মধ্যে

দিব্য রাজকন্যা রুক্মিণীকে দর্শন করার জন্য এলেন। ব্রাহ্মণের প্রফুল্ল মুখ ও শান্ত গতি লক্ষ্য করে এরকম লক্ষণসমূহের অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারী সতী রুক্মিণী শুদ্ধ হাস্য সহকারে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে ভগবান যদুনন্দনের আগমনের কথা ঘোষণা করলেন এবং তাঁকে বিবাহ করার জন্য ভগবানের প্রতিশ্রুতি বর্ণনা করলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা অবগত হয়ে রাজকন্যা বৈদর্ভী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হাতের কাছে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করার মতো উপযুক্ত কিছু না পেয়ে, তিনি কেবলমাত্র তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম আগমন করেছেন এবং তাঁর কন্যার বিবাহ প্রত্যক্ষ করতে উৎসুক হয়েছেন, তা শ্রবণ করে রাজা প্রচুর অর্ঘ্য ও নিনাদিত বাদ্য দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য গমন করলেন। তাঁদের মধুপর্ক, নববস্ত্র ও অন্যান্য অভীষ্ট উপহার সামগ্রী নিবেদন করে যথাযোগ্য বিধি অনুসারে তিনি তাঁদের অর্চনা করলেন। মহামতি রাজা ভীষ্মক দুই ভগবানের জন্য এবং তাঁদের সৈন্যবাহিনী ও পার্ষদগণের জন্য ঐশ্বর্যময় বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের যথাযথ আতিথ্য প্রদান করেছিলেন। এইভাবে রাজা ভীষ্মক সেই অনুষ্ঠানে সমবেত রাজাদের সকল প্রকার কাম্য বস্তু প্রদান করে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব, বয়স, দৈহিক বল ও বিত্ত অনুসারে সম্মানিত করলেন। যখন বিদর্ভপুরের বাসিন্দাগণ শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেছেন, তাঁরা তখন সকলে তাঁকে দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাঁদের নেত্রাঞ্জলি দ্বারা তাঁরা তাঁর মুখপদ্মের মধু পান করেছিলেন।"

নগরবাসীরা বললেন—"রুক্মিণী ছাড়া অন্য কেউই তাঁর পত্নী হওয়ার যোগ্য নয় এবং এরূপ নির্মল সৌন্দর্যের অধিকারী তিনিও রাজকন্যা ভৈষ্মীর জন্য একমাত্র উপযুক্ত পতি। আমরা যা পুণ্য কর্ম করেছি ত্রিজগতের স্রষ্টা অচ্যুত যেন তার দ্বারা সন্তুষ্ট হন এবং বৈদর্ভীর পাণিগ্রহণ করে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। তাঁদের ক্রমবর্ধমান প্রেমভাবে আবদ্ধ হয়ে নগরবাসীগণ এইভাবে বলতে লাগলেন। রক্ষী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে অম্বিকার মন্দির দর্শনের জন্য তখন বধূ অন্তঃপুর ত্যাগ করলেন। রুক্মিণী মৌনভাবে পদব্রজে ভবানী বিগ্রহের দুই চরণকমল দর্শনের জন্য গমন করলেন। তাঁর মাতৃস্থানীয়া ও সখীগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবং উদ্যত অস্ত্রধারী সদাসতর্ক, সাহসী সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি কেবলমাত্র তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে মগ্ন রাখলেন এবং তখন মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ভেরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগল। সহস্র প্রধান বারাঙ্গনা বিভিন্ন অর্ঘ্য ও উপহার বহন করে অলঙ্কারে বিভূষিত ব্রাহ্মণপত্নীদের সঙ্গে গান করতে করতে, স্তুতি করতে করতে এবং পুষ্পমাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কার উপহার সামগ্রী বহন করে বধূর পশ্চাতে অনুগমন করেছিলেন। সেখানে পেশাদার গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, চারণ, বাদ্যযন্ত্রবাদকগণ ও যোদ্ধারাও ছিলেন। দেবী মন্দিরে পৌঁছে, রুক্মিণী প্রথমে তাঁর হাত ও পা ধৌত করলেন এবং পরে আচমন করলেন। এইভাবে শুদ্ধ ও শান্ত হয়ে তিনি মাতা অম্বিকার কাছে গমন করলেন। ব্রাহ্মণগণের আচার-জ্ঞান-নিপুণ বয়স্ক পত্নীরা বালিকা রুক্মিণীকে পতি ভবসহ সর্বকর্তৃত্বা দেবী ভবানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করালেন।"

রাজকন্যা রুক্মিণী প্রার্থনা করলেন—"হে দেবাদিদেব শিবের পত্নী মাতা অম্বিকা, আমি নিরন্তর আপনার সন্তানসহ আপনার প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করছি। ভগবান কৃষ্ণ যেন আমার পতি হন। দয়া করে তা অনুমোদন করুন। এরপর রুক্মিণী, দেবী অম্বিকাকে জল, গন্ধ, তণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, রত্নমাল্য, অলঙ্কার ও অন্যান্য বিধিবৎ অর্ঘ্য ও উপহারসামগ্রী এবং সারিবদ্ধ প্রদীপ দ্বারা পূজা করলেন। বিবাহিত ব্রাহ্মণ রমণীগণও প্রত্যেকে যুগপৎ একই দ্রব্য দ্বারা লবণ, বর্ণপিষ্টক, তাম্বুল, কণ্ঠসূত্র, ফল ও ইক্ষুরস অর্ঘ্য দান করে দেবীর পূজা করেছিলেন। রমণীগণ বধূকে নির্মাল্য প্রদান করলেন এবং অতঃপর তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। তিনিও তাঁদের ও বিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং প্রসাদরূপে নির্মাল্য গ্রহণ করলেন। রাজকন্যা অতঃপর তাঁর মৌনব্রত পরিত্যাগ করে তাঁর রত্নখচিত অঙ্গুরীয় শোভিত হাত দিয়ে এক দাসীকে ধারণ করে অম্বিকা মন্দির ত্যাগ করলেন।"

"ভগবানের মায়াশক্তির ন্যায় মোহিনীরূপে রুক্মিণী উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি ধীর ও শান্ত মানুষদেরও

মোহিত করেছিলেন। রাজারা এইভাবে তাঁর কুমারী সৌন্দর্য, তাঁর সুগঠিত কোমর ও তাঁর কুণ্ডল শোভিত মনোরম মুখমণ্ডল অবলোকন করলেন। তাঁর নিতম্ব ছিল রত্নখচিত মেখলায় শোভিত, তাঁর স্তনযুগল ছিল সদ্য মুকুলিত, এবং তাঁর দুই চোখ যেন ছিল তাঁর কেশরাশিতে শঙ্কিত। তিনি মধুরভাবে হাসছিলেন, তাঁর কুন্দ-কোরকের মতো দন্তরাজি তাঁর বিম্বরক্তিম অধরের দীপ্তিকে প্রতিফলিত করছিল। তিনি যখন রাজহংসীর মতো গতিতে পাদচারণা করছিলেন তখন তাঁর শব্দায়মান নূপুরের প্রভা তাঁর পদযুগল শোভিত করছিল। তাঁকে দর্শন করে সমবেত বীরগণ সম্পূর্ণ মোহিত হয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয় কামনায় বিদীর্ণ হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, রাজারা যখন তাঁর উদার হাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টিপাত লক্ষ করলেন, তখনই তারা হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, তাঁদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাঁদের হাতী, রথ ও অশ্ব থেকে সব অচৈতন্য হয়ে তাঁরা ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। শোভাযাত্রার ছলে রুক্মিণী কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই তাঁর সৌন্দর্য প্রদর্শন করছিলেন। ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায়, ধীরে ধীরে তিনি তাঁর পদ্ম-কোরক সদৃশ দুই পা পরিচালনা করছিলেন। তাঁর বাম হাতের আঙুলের নখ দ্বারা তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কেশরাশি অপসারিত করলেন এবং সলজ্জভাবে কটাক্ষপাত করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত রাজাদের অবলোকন করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করলেন। তখন, তাঁর শত্রুপক্ষের সমক্ষে, তাঁর রথারোহণে আগ্রহী রাজকন্যাকে ভগবান হরণ করলেন। গরুড় চিহ্নিত রথারোহী তিনি রথে রাজকন্যাকে উত্তোলন করে, ভগবান মাধব রাজাদের চক্রকে পরাজিত করলেন। যেভাবে কোনও সিংহ শৃগালদের মধ্য থেকে তার শিকার নিয়ে চলে যায়, সেইভাবে বলরামের নেতৃত্বে তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। জরাসন্ধ প্রমুখ ভগবানের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন রাজারা এই অবমাননাকর পরাজয় সহ্য করতে পারেননি। তাঁরা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ধিক্‌, আমাদের ধিক! যদিও আমরা বলশালী ধনুর্ধারী, তবুও ঠিক যেন ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা সিংহের সম্মান অপহরণ করার মতো, সামান্য গোপগণ আমাদের সম্মান অপহরণ করল।' "

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে কথা বলে, সেই সমস্ত ক্রুদ্ধ রাজারা তাদের বর্ম পরিধান করল এবং তাদের নিজ নিজ যানে আরোহণ করল। ধনুর্ধারী প্রত্যেক রাজা নিজ সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল। হে রাজন্‌, যাদব সৈন্যদের সেনাপতিরা যখন দেখল শত্রুসৈন্যেরা আক্রমণ করতে ছুটে আসছে, তখন তারা ধনুকে টংকার দিয়ে তাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। ঘোড়ার পিঠে, হাতীর কাঁধে ও রথের আসনে আরোহণ করে ধনুকুশলী শত্রুরাজারা পর্বতের উপরে মেঘের বর্ষণের মতো যদুদের উপর তীর বর্ষণ করতে লাগল। ক্ষীণকটি রুক্মিণী, তাঁর পতির সৈন্যবাহিনীকে প্রবল ধারায় বর্ষিত তীরের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে দেখে ভয়বিহ্বল নয়নে সলজ্জভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। উত্তরে ভগবান হাসলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, "ভয় পেয়ো না, হে সুন্দরনয়না। তোমার সৈন্যদের কাছে এই শত্রু সৈন্যবাহিনী এখনই বিনষ্ট হবে।" গদ ও সঙ্কর্ষণের নেতৃত্বে ভগবানের সৈন্যবাহিনীর বীরগণ বিপক্ষের রাজাদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না। তাই লৌহ শর দ্বারা তাঁরা শত্রুর অশ্ব, হাতী ও রথসমূহ ধ্বংস করতে শুরু করলেন।

বৃন্তযুক্ত অশ্ব, গজ ও রথারোহী কোটি কোটি সৈনিকের মুণ্ড ভূমিতে পতিত হল, কোন কোন মুণ্ডে কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণ, কোনগুলিতে পাগড়ি পরা ছিল। চতুর্দিকে তরবারি, গদা ও ধনুক ধরা হাতের সঙ্গে ঊরু, পা ও অঙ্গুলিহীন হাত এবং ঘোড়া, খচ্চর, হাতী, উট, গাধা ও মানুষের মুণ্ডও পড়েছিল। জরাসন্ধের নেতৃত্বাধীন রাজারা তাদের সৈন্যবাহিনীগুলিকে জয়োন্মুখ বৃষ্ণিদের দ্বারা বিনষ্ট হতে দেখে নিরুৎসাহিত হল এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। পত্নীহারা মানুষের মতো আতুর শিশুপালের কাছে সেই রাজারা উপস্থিত হল। তার বর্ণ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তার উৎসাহ চলে গিয়েছিল এবং তার মুখ শুষ্ক দেখাচ্ছিল। রাজারা তখন তাকে বলল—"হে নরশার্দূল, শিশুপাল, শোন, তোমার বিমর্ষতা ত্যাগ কর। হে রাজন, প্রকৃতপক্ষে দেহীদের সুখ ও দুঃখ কখনই স্থিরভাবে থাকতে দেখা যায় না। কোনও নারী সাজের কাঠের পুতুল যেমন পুতুল-নাচিয়ের ইচ্ছায় নৃত্য করে, তেমনি ভগবানের নিয়ন্ত্রিত এই জগৎ সুখ ও দুঃখ উভয়ের মাঝেই সংগ্রাম করছে। যুদ্ধে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাকে এবং আমার তেইশটি সৈন্যবাহিনীকে সতেরবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, কেবলমাত্র একবার আমি তাঁকে পরাজিত করেছিলাম। কিন্তু তবুও আমি কখনও শোক বা আনন্দ করিনি, কারণ, আমি জানি এই জগৎ কালচক্রে এবং অদৃষ্টের প্রভাবে চালিত হয়ে থাকে। আর এখন আমরা সকলে, সেনাপতিদের মহানায়কেরা, কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত যদুবাহিনী ও তাদের সামান্য ক'জন অনুগামীদের কাছে পরাজিত হয়েছি। আমাদের শত্রুরা জয়ী হয়েছে কারণ কাল এখন তাদের অনুকূলে রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন কাল আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে, তখন আমরাই বিজয়ী হব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে তার মিত্রদের পরামর্শ পেয়ে, শিশুপাল তার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেল। অবশিষ্ট যোদ্ধারাও তাদের নিজ নিজ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করল। অধিকন্তু, বলবান রুক্মী কৃষ্ণের প্রতি বিশেষভাবে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই কৃষ্ণ রাক্ষস মতে বিবাহ করার জন্য তার ভগিনীকে নিয়ে চলে যাবে, এই ঘটনা সে সহ্য করতে পারেনি। তাই সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করল। ক্রোধ ও ক্ষুব্ধ, মহাবাহু রুক্মী, বর্মে সজ্জিত ও তার ধনুক বিস্ফার করতে করতে সমস্ত রাজাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, 'আমি যুদ্ধে কৃষ্ণকে হত্যা না করে এবং রুক্মিণীকে আমার সঙ্গে ফিরিয়ে না এনে কুণ্ডিনে প্রবেশ করব না। আমি তোমাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলাম।' এই কথা বলে সে তার রথে আরোহণ করল এবং তার সারথিকে বলল, 'যেদিকে কৃষ্ণ রয়েছে, সেদিকে সত্বর অশ্বদের চালনা কর। অবশ্যই তাঁর ও আমার যুদ্ধ হবে। 'এই দুষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন গোপবালক তাঁর শৌর্য দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে বলপূর্বক আমার ভগিনীকে অপহরণ করেছে। কিন্তু আজ আমি আমার তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা তাঁর অহংকার চূর্ণ করব।' এইভাবে দম্ভে বলতে বলতে, ভগবানের প্রকৃত ক্ষমতা বিষয়ে অজ্ঞ মূর্খ রুক্মী, তার একমাত্র রথে শ্রীগোবিন্দের সমীপবর্তী হল এবং 'দাঁড়াও এবং যুদ্ধ কর' বলে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করল। রুক্মী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তার ধনুক আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার আঘাত করল। তারপর সে বলল, 'ওহে যদুকুলদূষণ, ক্ষণকাল এখানে দাঁড়াও। যজ্ঞের হবি চুরি করে পালানো কাকের মতো তুমি আমার ভগিনীকে অপহরণ করে যেখানেই নিয়ে যাও, আমি নিয়ে যাব। আজই আমি তোমার অহংকার চূর্ণ করব, তুমি নির্বোধ, তুমি প্রতারক, তুমি যুদ্ধকপট! আমার তীরগুলির আঘাতে নিহত হয়ে শুয়ে পড়বার আগেই কন্যাটিকে মুক্ত করে দাও।"

"এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন এবং ছ'টি তীর নিক্ষেপের দ্বারা তিনি রুক্মীকে আঘাত করলেন এবং তার ধনুকটি ভেঙে দিলেন। রুক্মীর চারটি অশ্বকে আটটি তীর দ্বারা এবং তাঁর সারথিকে দুটি বাণ এবং রথের ধ্বজাকে তিনটি তীর দ্বারা ভগবান বিদ্ধ করলেন। রুক্মী অন্য ধনুকটি গ্রহণ করে পাঁচটি তীর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করল। এই সমস্ত অনেক তীরের আঘাত পেলেও, ভগবান অচ্যুত আবার রুক্মীর ধনুক ভেঙে দিলেন। রুক্মী অন্য ধনুক গ্রহণ করল, কিন্তু অচ্যুত ভগবান সেটিকেও খণ্ড খণ্ড করে ভগ্ন করলেন। পরিঘ, পট্টিশ, তরবারি ও চর্ম, শূল, তোমর—যে যে অস্ত্র রুক্মী ধারণ করেছিল, সবগুলিই শ্রীহরি আঘাতের দ্বারা চূর্ণ করলেন। তারপর রুক্মী তার রথ থেকে লাফ দিয়ে

বিষয়েই তিনি তাঁর পিতার তুলনায় ন্যূন ছিলেন না। অসুর শম্বর, যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন রূপ গ্রহণ করতে পারত, শিশুটিকে তার দশ দিন বয়স হওয়ার আগেই অপহরণ করেছিল। প্রদ্যুম্নকে তার শত্রুরূপে বিবেচনা করে, শম্বর তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল এবং তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। এক বলশালী মৎস্য প্রদ্যুম্নকে গলাধঃকরণ করল এবং মৎস্যটি অন্যান্য মৎস্যের সঙ্গে এক বিশাল জালে ধীবরদের দ্বারা আবদ্ধ হল। তারপর ধীবরগণ শম্বরকে ঐ মৎস্য উপহার প্রদান করলে তার পাচকগণ ঐ অদ্ভুত মৎস্যকে পাকগৃহে আনয়ন করে অস্ত্রদ্বারা ছেদন করেছিল। একটি শিশুপুত্রকে মাছের উদরের মধ্যে দেখে, পাচকেরা শিশুটিকে বিস্মিত মায়াবতীকে প্রদান করেছিল। তখন নারদ মুনি সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং তার কাছে শিশুটির জন্ম ও মাছের উদরে তাঁর প্রবেশ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।"

"প্রকৃতপক্ষে মায়াবতী ছিলেন কামদেবের বিখ্যাত স্ত্রী, রতি। তাঁর স্বামীর পূর্বদেহ ভস্মীভূত হলে—তিনি যখন তাঁর নতুন দেহ লাভের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন—তিনি শম্বর কর্তৃক অন্ন ও ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য নিযুক্তা হলেন। মায়াবতী বুঝতে পারলেন যে, এই শিশুটি প্রকৃতপক্ষে কামদেব ছিলেন এবং তাই তাঁর প্রতি তিনি স্নেহ মমতা অনুভব করতে শুরু করলেন। অল্পকাল পরে, শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্র—প্রদ্যুম্ন—তাঁর যৌবন প্রাপ্ত হলেন। তাঁকে লক্ষ্য করেছিল যে সকল রমণী, তাদের তিনি মোহিত করলেন। হে প্রিয় রাজন, লজ্জাময় হাস্য ও উৎক্ষিপ্ত ভ্রূ সহযোগে মায়াবতী দাম্পত্য আকর্ষণের বিভিন্ন ইশারা করলেন যেন তিনি প্রীতিপূর্ণভাবে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছেন, যাঁর নয়ন দুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো আয়ত, যাঁর বাহুদুখানি আজানুলম্বিত এবং পুরুষদের মধ্যে যিনি পরম সুন্দর। ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁকে বললেন—হে মাতা, আপনার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। আপনি একজন মায়ের যথার্থ অনুভূতিগুলি উলঙ্ঘন করছেন এবং একজন প্রেমিকার মতো আচরণ করছেন।"

রতি বললেন—"আপনি ভগবান নারায়ণের পুত্র এবং আপনার পিতৃগৃহ হতে শম্বর দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন। আমি, রতি, আপনার বৈধ পত্নী, হে স্বামী, কারণ আপনি কামদেব। সেই অসুর, শম্বর, আপনার দশদিন বয়স না হতেই আপনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল এবং একটি মৎস্য আপনাকে গলাধঃকরণ করেছিল। তারপর হে স্বামী, এই স্থানে আমরা মৎস্যের উদর থেকে আপনাকে পুনরায় পেয়েছি। আপনার শত্রু এই ভয়ংকর শম্বরকে এখন হত্যা করুন। যদিও সে শত শত মায়া চাতুরী জানে, তবুও মোহন মায়া ও অন্যান্য কৌশল দ্বারা আপনি তাকে পরাজিত করতে পারবেন। আপনার দীন মাতা, তাঁর পুত্রকে হারিয়ে, আপনার জন্য কুররী পাখির মতো রোদন করছেন। ঠিক যেন বৎসহীনা গাভীর মতো তিনি তাঁর সন্তান স্নেহে আকুলা।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এইভাবে বলে, মায়াবতী মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে মহামায়া নামক যৌগিক বিদ্যা প্রদান করলেন, যা অন্য সকল বিমোহনকে বিনাশ করে। প্রদ্যুম্ন শম্বরের সমীপবর্তী হলেন এবং যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্য তার প্রতি অসহ্য ভর্ৎসনা নিক্ষেপ করে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। এই সমস্ত কটু বাক্যে বিরক্ত হয়ে, শম্বর পদাহত সাপের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে বেরিয়ে এল, হাতে গদা, ক্রোধে তার দু'চোখ লাল। শম্বর সবেগে তার গদা ঘোরাতে লাগল এবং তারপর বজ্র পতনের মতো তীব্র শব্দ উৎপাদন করে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের দিকে সে সজোরে নিক্ষেপ করল। শম্বরের গদা যখন তাঁর দিকে উড়ে আসছিল, তখন ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর নিজ গদা দিয়ে আঘাত করে সেটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর, হে রাজন, প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধভাবে শত্রুর দিকে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন। ময়দানব দ্বারা তাকে প্রদর্শিত দৈত্যদের মায়া অবলম্বন করে শম্বর সহসা আকাশে আবির্ভূত হল এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের উপরে অস্ত্রের বর্ষণ করতে থাকল। এই অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা পীড়িত মহাবলশালী যোদ্ধা ভগবান রৌক্মিণেয়, সত্ত্বগুণ হতে সৃষ্ট এবং সকল মায়া বিনাশকারী মহামায়া নামক বিদ্যার প্রয়োগ করলেন। অসুর তখন গুহ্যক, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ এবং রাক্ষসদের শত শত গুপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল, কিন্তু ভগবান কার্ষ্ণি, প্রদ্যুম্ন, তাদের সকলই বিনষ্ট করলেন। প্রদ্যুম্ন সবলে তাঁর শাণিত তরবারি আকর্ষণ করে লাল শিরস্ত্রাণ বিশিষ্ট, কিরীট, কুণ্ডলযুক্ত, শম্বরের মস্তক ছেদন করলেন। স্বর্গের অধিবাসীগণ প্রদ্যুম্নের উপর

পুষ্পবর্ষণ ও তাঁর স্তুতি নিবেদন করলে, তাঁর পত্নী আকাশে আবির্ভূত হলেন এবং স্বর্গের মধ্য দিয়ে দ্বারকা নগরীতে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।"

"হে রাজন, ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর পত্নীকে নিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদের মধ্যে সহসা পরিবৃত অন্দর মহলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তাঁদের যেন মেঘের সাথে বিদ্যুতের মিলন বলেই মনে হয়েছিল। প্রাসাদের রমণীরা যখন তাঁর ঘনশ্যামবর্ণ, তাঁর পীত কৌষেয় বসন, তাঁর আজানুলম্বিত বাহু এবং অরুণবর্ণের নয়ন দুটি, তাঁর মধুর হাস্যভূষিত মনোরম মুখমণ্ডল, তাঁর সুন্দর অলংকাররাজি এবং তাঁর সুনীল কুটিল অলক দর্শন করলেন, তখন তাঁরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন। তাই রমণীরা লজ্জায় হয়ে এখানে সেখানে লুকিয়ে পড়ছিলেন। ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর চেহারার সামান্য পার্থক্য হতে রমণীরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ নন। আনন্দিত ও বিস্মিত হয়ে তাঁরা প্রদ্যুম্ন ও তাঁর স্ত্রীরত্নের কাছে এসেছিলেন। প্রদ্যুম্নকে দর্শন করে মধুর-কণ্ঠী, কৃষ্ণাক্ষী রুক্মিণী তাঁর হারানো সন্তানকে স্মরণ করলেন এবং স্নেহবশত তাঁর স্তনদুটি ক্ষরিত হতে থাকল।"

শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী বললেন—"এই কমলনয়ন পুরুষশ্রেষ্ঠ কে? ইনি কার পুত্র এবং কোন্ নারী তাঁকে জঠরে ধারণ করেছিলেন? এবং ইনি যাঁকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন, সেই নারীই বা কে? যদি আমার সেই হারানো পুত্রটি, যে সূতিকাগৃহ হতে অপহৃত হয়েছিল, এখনও কোথাও জীবিত থাকে, তা হলে সে এই যুবকেরই বয়স ও রূপের তুল্য হত। কিন্তু কিভাবে এই যুবক, আমার নিজ প্রভু, শার্ঙ্গ-ধনু কৃষ্ণের, তাঁর আকৃতি ও তাঁর অবয়বে, তাঁর গতি ও তাঁর স্বর এবং তাঁর হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে এতখানি সাদৃশ্যযুক্ত হল? হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই সেই একই পুত্র হবে যাকে আমার গর্ভে আমি ধারণ করেছিলাম, কারণ আমি তাঁর জন্য বিশেষ স্নেহ অনুভব করছি এবং আমার বাম বাহু কম্পিত হচ্ছে। এইভাবে রাণী রুক্মিণী যখন চিন্তামগ্না হয়েছিলেন, তখন দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীসহ সেইখানে উপস্থিত হলেন। যদিও কি ঘটেছিল ভগবান জনার্দন তা ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। যাই হোক, নারদমুনি, শম্বরের দ্বারা শিশুপুত্রের অপহরণ করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের নারীরা যখন এই পরম বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শুনলেন, তখন, যাঁরা বহু বৎসর যাবৎ হারিয়ে গিয়ে এখন যেন মৃত্যু থেকে পুনরাগমন করেছেন সে-প্রদ্যুম্ন, তাঁকে বিপুল আনন্দে অভিনন্দিত করলেন। দেবকী, বসুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম এবং প্রাসাদের সকল রমণীরা, বিশেষত রাণী রুক্মিণী, নবীন দম্পতিকে আলিঙ্গন করলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন। হারানো প্রদ্যুম্ন গৃহে আগমন করেছে শ্রবণ করে, দ্বারকার অধিবাসীরা বলল, "আহা, ভাগ্য যেন এই পুত্রকে মৃত্যু হতে ফিরিয়ে দিয়েছে।" কিছুই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রাসাদের যে সকল রমণীর মাতৃস্নেহ অনুভব করা উচিত ছিল, তাঁরা একান্তে তাঁর জন্য ভাবাকুল আকর্ষণ অনুভব করলেন, যেন তিনি তাঁদের আপন প্রভু। যাই হোক, পুত্র ছিল অবিকল পিতারই মতো। প্রকৃতপক্ষে প্রদ্যুম্ন ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের অবিকল প্রতিমূর্তি এবং তাঁদের সামনে স্বয়ং কামদেবরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন তাঁর মাতৃস্থানীয়া রমণীরাও তাঁর প্রতি দাম্পত্য প্রেম অনুভব করেছিলেন, তখন প্রদ্যুম্নকে দেখার পরে অন্য রমণীদের কেমন অনুভূতি হয়েছিল, তা নিয়ে আর কী বলা যায়?"

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

স্যমন্তক মণি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করার পর তাঁকে সত্রাজিৎ তাঁর কন্যাসহ স্যমন্তক মণি অর্পণের দ্বারা তাঁর সাধ্য মতো প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করলেন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হে ব্রাহ্মণ, রাজা সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কি অপরাধ করেছিলেন? তিনি স্যমন্তক মণি কোথা থেকে পান এবং কেনই বা তাঁর কন্যাকে তিনি শ্রীভগবানের কাছে প্রদান করেছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সূর্যদেব তাঁর ভক্ত সত্রাজিতের জন্য পরম প্রীতি অনুভব করেছিলেন। তাঁর পরম সুহৃদরূপে, তাঁর সন্তুষ্টির চিহ্নস্বরূপ, সূর্যদেব তাঁকে স্যমন্তক নামে মণিটি প্রদান করেছিলেন। সত্রাজিৎ তাঁর কণ্ঠে মণিটি ধারণ করে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন। হে রাজন, তিনি স্বয়ং সূর্যের মতোই উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছিলেন আর তাই মণিটির জ্যোতির ফলে তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি। সাধারণ মানুষেরা যখন কিছু দূর থেকে সত্রাজিৎকে দেখে, তখন, তাঁর উজ্জ্বলতা তাদের চোখ যেন অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই তারা মনে করল যে, তিনি বুঝি সূর্যদেব এবং সেই সময়ে অক্ষক্রীড়ারত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তা জানাবার জন্য গিয়েছিল।"

দ্বারকার অধিবাসীগণ বলল—"হে নারায়ণ, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, হে পদ্মনেত্র দামোদর, হে গোবিন্দ, হে যদুনন্দন, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে জগন্নাথ, ভগবান সবিতা আপনাকে দর্শন করতে আগমন করেছেন। তাঁর জ্যোতির তীব্র রশ্মি দ্বারা তিনি সকলের দৃষ্টি অন্ধ করছেন। হে প্রভু, ত্রিলোকের পরম শ্রেষ্ঠ দেবতারা নিশ্চয়ই আপনাকে অন্বেষণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন, কারণ এখন আপনি নিজেকে যদু বংশের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই অংশুমালী সূর্যদেব এখানে আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"তাদের এই সমস্ত বালসুলভ বাক্য শুনে পদ্মনেত্র শ্রীভগবান সহাস্যে বললেন, 'এ সূর্যদেব নয়, বরং সত্রাজিৎ, তার মণির জন্য সে এমন দীপ্তিমান হয়েছে।' রাজা সত্রাজিৎ উৎসব সহকারে মঙ্গলময় আচার পালন করে তাঁর সমৃদ্ধ গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা গৃহের মন্দিরে স্যমন্তক মণিটিকে সংস্থাপিত করলেন।"

"হে প্রভু, প্রতিদিন মণিটি আট ভার স্বর্ণ উৎপাদন করত আর যে স্থানে এটি স্থাপন করা হত এবং যথাযথভাবে পূজা-অর্চনা করা হত, সেই স্থানটি দুর্ভিক্ষ বা অকালমৃত্যুর মতো দুর্যোগ এবং সর্পদংশন, মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি আর প্রবঞ্চক ব্যক্তির প্রাদুর্ভাবের মতো অমঙ্গল থেকে মুক্ত হত। কোন এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মণিটি যদুরাজ, উগ্রসেনকে প্রদান করার জন্য সত্রাজিৎকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ এত লোভী ছিলেন যে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শ্রীভগবানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ফলে অপরাধের গুরুত্বের প্রতি তিনি ভেবে দেখেননি। একদিন সত্রাজিতের ভাই, প্রসেন, তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল মণিটি ঝুলিয়ে, অশ্বারোহণ করলেন এবং শিকার করার জন্য বনে গমন করলেন। একটি সিংহ প্রসেন ও তার অশ্বকে হত্যা করল এবং মণিটি গ্রহণ করল। কিন্তু সিংহটি যখন একটি পর্বত গুহায় প্রবেশ করল, তখন মণি-অভিলাষী জাম্ববানের হাতে সে নিহত হল। গুহামধ্যে জাম্ববান তার বালক পুত্রের জন্য স্যমন্তক মণিটি খেলনা রূপে ক্রীড়া করতে দিল। ইতিমধ্যে, সত্রাজিৎ তাঁর ভাইকে ফিরতে না দেখে, গভীরভাবে অনুতপ্ত হলেন। তিনি বললেন, "আমার ভাই কণ্ঠে মণি ধারণ করে বনে গিয়েছিল, তাই কৃষ্ণ সম্ভবত তাকে হত্যা করেছে।" সাধারণ মানুষ এই অভিযোগ শুনে গোপনে কানাকানি করতে শুরু করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই গুজব শুনলেন, তখন তিনি তাঁর যশে লিপ্ত কালিমা মোচন করতে চাইলেন। তাই তিনি দ্বারকার কিছু নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে প্রসেনের পথ অনুসরণ করে যাত্রা করলেন।

বনমধ্যে তাঁরা প্রসেন ও তার অশ্ব, উভয়কেই সিংহ দ্বারা নিহত দেখলেন। পর্বতপৃষ্ঠে তাঁরা সিংহটিকেও ঋক্ষ (জাম্ববান) দ্বারা হত দেখতে পেলেন। শ্রীভগবান তাঁর প্রজাদের ভয়ঙ্কর ঋক্ষের ভয়ঙ্কর তিমির অন্ধকারময় গুহার বাইরে রেখে তারপর তিনি একাকী প্রবেশ করলেন। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই মহামূল্যবান মণিটি একটি শিশুর খেলনা করা হয়েছে দেখতে পেলেন। সেটি তুলে নিয়ে আসার সংকল্প করে, তিনি শিশুটির কাছে গেলেন। সেই অসাধারণ পুরুষকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিশুটির ধাত্রী ভয়ে চিৎকার করে উঠল। অতি বলশালী জাম্ববান তার কান্না শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীভগবানের দিকে ছুটে এল। তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে এবং তাঁকে জড়জাগতিক একজন সাধারণ মানুষ মনে করে, জাম্ববান ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল। বিজয়েচ্ছু দুজনেই ভয়ঙ্করভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছিল। পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে লড়াই হচ্ছিল এবং তারপর পাথর, গাছের গুঁড়ি ও শেষ পর্যন্ত হাত দিয়ে, এক টুকরো মাংসের জন্য যুধ্যমান দুই বাজপাখির মতো তারা যুদ্ধ করেছিল। দিবা রাত্রি অবিচ্ছিন্নভাবে আটাশদিন এই যুদ্ধ চলেছিল এবং দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরকে তাদের মুষ্টি দিয়ে বজ্রের মতো আঘাত করছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টির আঘাতে তার স্ফীতকায় পেশীগুলি শিথিল হয়ে গিয়েছিল, তার শক্তি কমে আসছিল, এবং তার গাত্র ঘর্ম দিয়ে জাম্ববান অতিশয় বিস্মিত হয়ে অবশেষে শ্রীভগবানকে বলেছিল—এখন আমি অবগত হলাম যে, আপনি সকল জীবের প্রাণস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও দেহগত বল। সকল জীবের আপনি আদিপুরুষ, সর্বশক্তিমান পরম নিয়ন্তা শ্রীবিষ্ণু। আপনি সকল জগৎ স্রষ্টাগণের পরম স্রষ্টা এবং আপনার জগতীয় সৃষ্ট বস্তুর আপনিই নিহিত সারতত্ত্ব। আপনি সকল সংহারকর্তারও সংহারকর্তা পরমেশ্বর ভগবান ও সকল আত্মার পরমাত্মা। আপনিই তিনি, যিনি সমুদ্রকে পথ প্রদানের জন্য চালিত করেছিলেন, যাঁর কটাক্ষপাতে, যাঁর বিষম ক্রোধ প্রকাশে জলের গভীরতার মধ্যে কুমীর ও তিমিঙ্গিল মৎস্য ক্ষোভিত হয়ে উঠেছিল। আপনিই তিনি, যিনি তাঁর কীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিশাল সেতু নির্মাণ করেছিলেন, যিনি লঙ্কাপুরী দহন করেছিলেন এবং যাঁর বাণে রাবণের মস্তকগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"হে রাজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সত্য হৃদয়ঙ্গমকারী ঋক্ষরাজকে সম্বোধন করলেন। পদ্মনেত্র দেবকীপুত্র শ্রীভগবান তাঁর আশীর্বাদ প্রদায়ী হস্ত দ্বারা জাম্ববানকে স্পর্শ করে মহিমাময় কৃপা সহকারে মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁর ভক্তকে বলেছিলেন—হে ঋক্ষাধিপতি, এই মণির জন্য আমরা তোমার গুহায় এসেছি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য আমি এই মণিটি ব্যবহার করার মনস্থ করেছি। এইভাবে সম্বোধিত হয়ে, জাম্ববান সানন্দে মণিটির সঙ্গে একত্রে তার দুহিতা কুমারী জাম্ববতীকে, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে, তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করল। ভগবান শৌরি গুহায় প্রবেশ করার পর, দ্বারকার জনগণ, যারা তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তারা তাঁকে বেরিয়ে আসতে না দেখে বারো দিন অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তারা স্থান ত্যাগ করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাদের নগরীতে ফিরে যায়। যখন দেবকী, রুক্মিণীদেবী, বসুদেব এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুরা শুনলেন যে, তিনি গুহা থেকে বার হননি, তখন তাঁরা সকলে শোক করতে লাগলেন। সত্রাজিৎকে অভিশাপ দিতে দিতে দ্বারকার অধিবাসীরা চন্দ্রভাগা নামে দুর্গা বিগ্রহের কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা জানাল। যখন নগরবাসীরা দেবী-পূজা শেষ করল, তখন তাদের প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবী তাদের উত্তরে আশীর্বাদ প্রদান করলেন। ঠিক তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে, তাদের সকলকে আনন্দে পূর্ণ করে, তাঁর নব-পত্নীসহ, তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। সঙ্গে তাঁর নতুন পত্নী ও কণ্ঠে স্যমন্তক মণি ধারণ করে ভগবান হৃষীকেশকে যেন মৃত্যু হতে ফিরে আসতে দেখে সমস্ত জনসাধারণ আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে রাজসভায় আহ্বান করলেন। সেখানে, রাজা উগ্রসেনের উপস্থিতিতে, মণিটি পুনরুদ্ধারের কথা ঘোষণা করলেন এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে তা সত্রাজিৎকে প্রদান করলেন। অত্যন্ত লজ্জায় তার মস্তক অবনত করে, সত্রাজিৎ মণিটি গ্রহণ করলেন এবং সর্বক্ষণ তার পাপপূর্ণ আচরণের জন্য অনুতাপ অনুভব করতে করতে

গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই শোচনীয় অপরাধ চিন্তা করতে করতে এবং শ্রীভগবানের বলশালী ভক্তগণের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ব্যাকুল হয়ে রাজা সত্রাজিৎ ভাবলেন। "কিভাবে স্বয়ং আমি আমার কলুষতা মার্জন করতে পারব এবং কিভাবে ভগবান অচ্যুত আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন? আমার সৌভাগ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্য এবং এমন অদূরদর্শী, কৃপণ, মূঢ় ও লোভী হওয়ার জন্য মানুষের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমি কি করতে পারি? আমি শ্রীভগবানকে স্যমন্তক মণির সঙ্গে, সকল নারীর রত্নস্বরূপ আমার কন্যাকে প্রদান করব। প্রকৃতপক্ষে, সেটিই তাঁকে শান্ত করার একমাত্র সঠিক উপায়।"

"এইভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর মন স্থির করে, রাজা সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সুন্দরী কন্যা এবং স্যমন্তক মণিটি উপহার প্রদান করার জন্য স্বয়ং আয়োজন করলেন। যথাযথ ধর্মীয় আচারে শ্রীভগবান সত্যভামাকে বিবাহ করলেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে চমৎকার স্বভাব, ঔদার্য এবং অন্য সকল শুভ গুণাবলীর অধিকারী তিনি বহু পুরুষ দ্বারা প্রার্থিত হয়েছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান সত্রাজিৎকে বললেন—"হে রাজন, আমরা এই মণিটি ফিরে পেতে ইচ্ছা করি না। আপনি সূর্যদেবের ভক্ত, তাই এটি আপনার অধিকারেই থাকুক। এইভাবে, আমরাও এর ফল উপভোগ করব।"

❦ ❦ ❦

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

সত্রাজিৎ হত্যা, মণি প্রত্যর্পণ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"যদিও ভগবান শ্রীগোবিন্দ প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তবু যখন তিনি সংবাদ শুনলেন যে পাণ্ডবেরা এবং রাণী কুন্তী দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তখন তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত কুলাচারসম্মত প্রথা মান্য করার জন্য শ্রীবলরামকে নিয়ে তিনি কুরুদের রাজ্যে গিয়েছিলেন। দুই ভগবান তখন ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের মতোই সমানভাবে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁরা বলে উঠেছিলেন, 'হায়, এ যে, কী বেদনাদায়ক!' এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে, হে রাজন, অক্রূর ও কৃতবর্মা, শতধন্বার কাছে গিয়ে বললেন, "স্যমন্তক মণিটি কেন গ্রহণ করছ না? সত্রাজিৎ তাঁর রত্নসদৃশা কন্যা আমাদের প্রদানের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু তারপর আমাদের অবজ্ঞাপূর্ণভাবে অবহেলা করে তার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাকে প্রদান করেছে। তাই কেন সত্রাজিৎ তার ভ্রাতার পথ অনুসরণ করবে না?" শতধন্বার মন তাদের উপদেশে এইভাবে প্রভাবিত হওয়ায়, সে নিতান্ত লোভের বশে সত্রাজিতকে তাঁর ঘুমের মাঝে হত্যা করেছিল। পাপী শতধন্বা এইভাবে তার নিজেরই আয়ু হ্রাস করেছিল। সত্রাজিতের প্রাসাদের মহিলারা যখন অসহায়ভাবে বিলাপ ও ক্রন্দন করছিলেন, তখন শতধন্বা মণিটি নিয়ে ঠিক যেভাবে পশুহত্যা করে কোনও কসাই চলে যায়, সেইভাবেই নির্বিবাদে চলে গেল। সত্যভামা যখন তাঁর মৃত পিতাকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি শোকে অভিভূত হলেন। "পিতা, পিতা। হায়, আমি মারা পড়লাম!" বলে বিলাপ করতে করতে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। রাণী সত্যভামা তাঁর পিতার মৃতদেহটি একটি বিশাল তেলের পাত্রে রাখলেন এবং হস্তিনাপুরে চলে গিয়ে, ইতিমধ্যেই ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত শ্রীকৃষ্ণকে দুঃখের সঙ্গে তাঁর পিতার হত্যার ব্যাপার বললেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম যখন এই সংবাদ শুনলেন, হে রাজন, তাঁরা তখন চিৎকার করে বলে উঠলেন, "হায়! আমাদের চরম বিপর্যয় ঘটল!" এইভাবে মানব সমাজের মতো অনুকরণ করে তাঁরা বিলাপ করতে লাগলেন, তাঁদের দু'চোখ জলে ভরে উঠল। শ্রীভগবান তাঁর পত্নী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বারকায় আসার পরে তিনি শতধন্বাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে মণিটি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন তা জানতে পেরে, শতধন্বা সন্ত্রস্ত হল। তার প্রাণ রক্ষার জন্য সে কৃতবর্মার কাছে উপস্থিত হল এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করল, কিন্তু কৃতবর্মা উত্তর দিয়েছিল—"আমি কৃষ্ণ ও বলরাম, দুই ভগবানকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করি না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের বিরক্ত করলে কেউ কি কোনও সৌভাগ্য প্রত্যাশা করতে পারে? কংস এবং তাদের সকল অনুগামী তাঁদের প্রতি শত্রুতার জন্য তাদের ধন ও প্রাণ সবই হারিয়েছিল এবং সতেরবার তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জরাসন্ধ একটি মাত্র রথ নিয়েও ফিরতে পারেনি। শতধন্বার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে সে অক্রূরের কাছে গিয়েছিল এবং তার সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করল। কিন্তু অক্রূর একইভাবে তাকে উত্তর দিলেন, "তাঁদের শক্তির কথা যে জানে, সে পরমেশ্বর দুই ভগবানের বিরোধিতা কেন করবে?" পরমেশ্বর ভগবানই কেবল তাঁর লীলা রূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন। তাঁর মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারাও তাঁর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেন না। "সাত বছরের এক শিশুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ একটি পর্বতকে উৎপাটিত করেছিলেন এবং নিতান্ত বালকের মতো সহজেই ছত্রাক তুলে ধরার লীলায় সেটি উঁচুতে ধারণ করেছিলেন। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি, যাঁর প্রতিটি কর্মই বিস্ময়কর। তিনি সকল অস্তিত্বের অনন্ত উৎস এবং অবিসংবাদিত কেন্দ্র।" এইভাবে তার প্রার্থনা অক্রূরও প্রত্যাখ্যান করলে, শতধন্বা মূল্যবান মণিটি অক্রূরের কাছে ন্যস্ত রেখে শত যোজন (চারশত মাইল) ছুটে যেতে পারে, এমন একটি অশ্বে আরোহণ করে পালিয়ে গেল।"

"হে রাজন, অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বগুলিকে সংযোজিত করে এবং উড্ডীয়মান গরুড়ধ্বজা সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের গুরুজনের হত্যাকারীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। শতধন্বা যে অশ্বে আরোহণ করে যাচ্ছিল, সেটি ক্লান্ত হয়ে মিথিলার উপকণ্ঠে এক উপবনে, পড়ে গিয়ে মারা গেল। তখন সন্ত্রস্ত হয়ে সেই অশ্বটি পরিত্যাগ করে সে পদব্রজে পালাতে শুরু করলে, সক্রোধে শ্রীকৃষ্ণও দ্রুতবেগে পশ্চাদ্ধাবন করলেন। যখন শতধন্বা পদব্রজে পলায়ন করছিল, তখন শ্রীভগবানও পদব্রজে গমন করে তাঁর তীক্ষ্ণধার চক্র দিয়ে তার মস্তক ছেদন করলেন। তারপর শ্রীভগবান স্যমন্তক মণির জন্য শতধন্বার ঊর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্রাদির মধ্যে অন্বেষণ করলেন। মণিটি না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে গিয়ে বললেন, "আমরা শতধন্বাকে অনর্থক বধ করেছি। মণিটি তার কাছে নেই।" তখন শ্রীবলরাম উত্তর দিলেন, "তা হলে, শতধন্বা নিশ্চয়ই, কারও কাছে মণিটি গচ্ছিত রেখেছে। তুমি, আমাদের নগরীতে ফিরে যাও এবং সেই লোকটিকে খুঁজে বার কর। "আমার অত্যন্ত প্রিয় বিদেহরাজের সঙ্গে আমি দেখা করতে ইচ্ছা করি।" হে রাজন, এই কথা বলে, যদুর প্রিয় বংশধর শ্রীবলরাম, মিথিলা নগরীতে প্রবেশ করলেন। মিথিলার রাজা যখন শ্রীবলরামকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পরম প্রীতি সহকারে তাঁকে শাস্ত্রীয় বিধিমতো যথাবিহিত অর্চনাদি নিবেদন করে পরম পূজনীয় শ্রীভগবানকে রাজা শ্রদ্ধা জানালেন। সর্বশক্তিমান শ্রীবলরাম মিথিলায় তাঁর প্রিয় ভক্ত জনক মহারাজের কাছে সম্মানিত অতিথি হয়ে কয়েক বৎসর থাকলেন। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন শ্রীবলরামের কাছ থেকে গদা দিয়ে যুদ্ধ করার কৌশল শিখে ছিলেন। ভগবান কেশব দ্বারকায় এসে শতধন্বার মৃত্যু এবং স্যমন্তক মণি লাভে তাঁর নিজের ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি এমনভাবে কথা বললেন যা তাঁর প্রিয়তমা সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর মৃত আত্মীয়, সত্রাজিতের উদ্দেশ্যে বিবিধ পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। শ্রীভগবান তাঁর পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে সেই পারলৌকিক ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। যখন অক্রূর ও কৃতবর্মা, যাঁরা মূলত শতধন্বাকে অপরাধ করার জন্য প্ররোচিত

করেছিলেন, তাঁরা শুনলেন যে শতধন্বা নিহত হয়েছে, তাঁরা তখন ভয়ে দ্বারকা থেকে পলায়ন করলেন এবং অন্য কোথাও বাস করতে লাগলেন। অক্রূরের অনুপস্থিতিতে দ্বারকায় অশুভ লক্ষণাদি দেখা গেল এবং নগরবাসীরা ক্রমাগত দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ এবং আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব ভোগ করতে শুরু করল। যে সব মানুষ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন (যে, উপদ্রবগুলি সবই অক্রূরের অনুপস্থিতির জন্যই ঘটছে), তাঁরা কিন্তু নিজেরাই মাঝে মাঝে বলতেন যে, তাঁরা শ্রীভগবানের মহিমা বিস্মৃত হয়েছিলেন। বাস্তবিকই, সমস্ত মুনি-ঋষিদের নিবাস স্বরূপ যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বাস করেন, সেখানে কিভাবে দুর্যোগ ঘটতে পারে?"

প্রবীণেরা বললেন—"অতীতে, যখন ইন্দ্রদেব কাশীতে (বারাণসীতে) বর্ষণ প্রদান করতে চান নি, তখন সেই নগরীর রাজা সেখানে আগত শ্বফল্ককে তাঁর কন্যা গান্দিনীকে সমর্পণ করেছিলেন। তখন অচিরেই কাশীরাজ্যে বর্ষণ হয়েছিল। তাঁর সমান ক্ষমতাসম্পন্ন পুত্র অক্রূর যেখানেই অবস্থান করেন, সেখানেই ইন্দ্রদেব যথেষ্ট বর্ষণ প্রদান করেন। বাস্তবিকই, তার ফলে সেই স্থানটি দুর্দশা ও অকালমৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত থাকে।" প্রবীণদের কাছ থেকে এই সমস্ত কথা শুনে, ভগবান জনার্দন, যদিও অবহিত ছিলেন যে, অক্রূরের অনুপস্থিতি অশুভ লক্ষণের একমাত্র কারণ ছিল না, তবু তাঁকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে একান্তভাবে সম্ভাষণ করে তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মধুর বাক্যে কথা বললেন। তিনি সর্বজ্ঞ হওয়ায় সবই অক্রূরের মনের কথা সম্পূর্ণ জেনেও ভগবান তখন হাসলেন এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"হে দানপতে, শতধন্বা তোমার কাছে নিশ্চয়ই স্যমন্তক মণি ঐশ্বর্যটি গচ্ছিত রেখেছে এবং সেটি এখনও তোমার কাছে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত কিছুই আমরা বরাবরই জানি। যেহেতু সত্রাজিতের কোনও পুত্র ছিল না, তাই তাঁর কন্যার পুত্রগণের তার উত্তরাধিকার গ্রহণ করা উচিত। তাদের জল ও পিণ্ড প্রদান ও মাতামহের ঋণ মোচন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অবশিষ্ট যা কিছু, তা নিজেদের জন্য গ্রহণ করা উচিত।"

"তা হলেও, হে সুব্রতধারী অক্রূর, মণিটি তোমার কাছেই থাকুক। কারণ অন্য কেউই এটিকে নিরাপদে রাখতে সক্ষম নয়। কিন্তু তুমি একবার মণিটিকে দেখাও, কারণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই বিষয়ে যা বলেছি, তা সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছে না। হে পরম সৌভাগ্যবান, এইভাবে তুমি আমার আত্মীয়দের শান্ত কর। [প্রত্যেকেই জানে, তোমার কাছে মণিটি রয়েছে, যার জন্য] তুমি এখন অনবরত স্বর্ণ বেদীতে যজ্ঞ সম্পাদন করছ।"

"এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌহার্দ্যমূলক বাক্যে লজ্জিত হয়ে শ্বফল্কপুত্র তাঁর বস্ত্রে লুকানো মণিটি নিয়ে এসে তা শ্রীভগবানকে প্রদান করলেন। উজ্জ্বল মণিটি সূর্যের মতো প্রভা বিকিরণ করছিল। সর্বশক্তিমান ভগবান স্যমন্তক মণিটি তাঁর আত্মীয়গণকে দেখাবার পরে, তাঁর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগকে এইভাবে নস্যাৎ করে, তিনি মণিটি অক্রূরকে ফিরিয়ে দিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শৌর্যের বর্ণনাময় এই আখ্যান সকল পাপ কর্মফল দূর করে এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করে। তিনি তা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা স্মরণ করেন, তাঁর আপন অপযশ ও পাপ দূরীভূত হয় এবং তিনি শান্তি লাভ করেন।"

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একদা পরম ঐশ্বর্যময় শ্রীভগবান আবার জনসমক্ষে উপস্থিত পাণ্ডবদের দেখার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করলেন। যুযুধান এবং অন্যান্য পার্ষদগণ শ্রীভগবানের সঙ্গী হয়েছিলেন। যখন পাণ্ডবেরা দেখলেন যে, ভগবান শ্রীমুকুন্দ উপস্থিত হয়েছেন, তখন পৃথার বীর পুত্রগণ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন যেন প্রাণবায়ু ফিরে আসার ফলে তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। বীরগণ এসে ভগবান অচ্যুতকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দেহের স্পর্শে তাঁদের পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর অনুরাগপূর্ণ সহাস্য মুখমণ্ডল দর্শন করে, তাঁরা আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণে শ্রীভগবান প্রণাম নিবেদন করে অর্জুনকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং তিনি যমজ ভাই, নকুল ও সহদেবের প্রণাম গ্রহণ করলেন। পাণ্ডবদের নব-বিবাহিতা পত্নী অনিন্দ্য সুন্দরী দ্রৌপদী ধীরে এবং ঈষৎ ভীরুভাবে উত্তম আসনে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। পাণ্ডবদের কাছে যথার্থ সম্মান এবং অর্চনা গ্রহণ করার পরে, সাত্যকিও একটি মর্যাদার আসন গ্রহণ করলেন এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য সঙ্গীরাও অভিনন্দিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট হলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর পিসি, রাণী কুন্তীকে দর্শনের জন্য গেলেন। তিনি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গভীর স্নেহভরে কুন্তীদেবী তাঁকে অশ্রুসিক্ত নয়নে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর ও তাঁর পুত্রবধূ দ্রৌপদীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কুশল প্রশ্নাদি করলেন এবং তাঁরাও দ্বারকায় তাঁর আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে তাঁকে বিশদ প্রশ্ন করলেন। রাণী কুন্তী এতই প্রেমবিহ্বল হয়ে ছিলেন যে, তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্মরণ করছিলেন যে, তিনি এবং তাঁর পুত্রেরা কিভাবে বহু ক্লেশ অতিক্রম করে সহ্য করেছেন। এইভাবে, ভক্তগণের সকল ক্লেশ দূরীভূত করার জন্য যিনি তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, যখন তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন বলে আমাদের স্মরণ কর এবং আমাদের দেখবার জন্য আমার ভ্রাতাকে পাঠিয়ে তোমার সুরক্ষা প্রদান কর, তখনই আমাদের কুশল সুনিশ্চিত হয়। তুমি জগতের সুহৃদ ও পরমাত্মা, তোমার কোনও 'আপন' এবং 'পর' মোহ নেই। তবুও, তুমি সকলের অন্তরে বাস করে, তোমাকে নিয়ত স্মরণকারীর ক্লেশ সমূলে বিনাশ কর।"

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—"হে অধীশ্বর, আমি জানি না, আমরা মূর্খেরা কোন্ পুণ্যকর্ম করেছি যার ফলে যোগেশ্বরগণেরও দুর্লভদর্শন আপনাকে আমরা দর্শন করতে পারছি। রাজার অনুরোধে তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল থাকার প্রার্থনায় সর্বশক্তিমান ভগবান নগরবাসীদের নয়নে আনন্দ প্রদান করে বর্ষার কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে অবস্থান করলেন।"

"একদিন মহাবল শত্রু বিনাশন অর্জুন, তাঁর বর্ম পরিধান করে, হনুমানের পতাকা বাহী তাঁর রথে আরোহণ করে, তাঁর ধনুক ও তাঁর অনিঃশেষ দুটি তূণ গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহারের জন্য হিংস্র প্রাণীসংকুল এক বিশাল বনে গমন করলেন। অর্জুন তাঁর বাণ দিয়ে সেই বনে খরগোশ, শরভ, গবয়, গণ্ডার, কালো হরিণ, রুরু এবং শল্লক সহ ব্যাঘ্র, শূকর এবং বন মহিষাদি বিদ্ধ করেছিলেন। যজ্ঞে নিবেদনের উপযোগী নিহত পশুগুলি রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এক দল ভৃত্য বহন করে নিয়ে গেল। এরপর, তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ করে অর্জুন যমুনার তীরে গিয়েছিলেন। দুই কৃষ্ণ সেখানে স্নান করার পর, তাঁরা নদীর নির্মল জল পান করলেন। মহান দুই যোদ্ধা তখন এক মনোরম কন্যাকে কাছেই বিচরণ করতে দেখলেন।

তাঁর সখার কথায় অর্জুন সেই সু-নিতম্বা, সু-দন্তযুক্তা এবং সুরম্য বদনা অনন্যা যুবতী রমণীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন। কে তুমি, হে সুশ্রোণি রমণী? তুমি কার

কন্যা এবং তুমি কোথা হতে এসেছ? তুমি এখানে কি করছ? আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই একজন পতি অন্বেষণ করছ? হে সুন্দরী, দয়া করে সমস্ত কিছু বর্ণনা কর।"

শ্রীকালিন্দী বললেন—"আমি সূর্যদেবের কন্যা। আমি পরম সুন্দর ও বরদানশীল শ্রীবিষ্ণুকে আমার পতিরূপে লাভের আকাঙ্ক্ষা করি এবং সেইজন্য আমি কঠিন তপস্যা করছি। লক্ষ্মীপতি ব্যতীত আমি অন্য কোনও পতি গ্রহণ করব না। সেই ভগবান শ্রীমুকুন্দ, যিনি অনাথের আশ্রয়, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি কালিন্দী নামে পরিচিতা এবং যমুনার জল মধ্যে আমার জন্য আমার পিতার দ্বারা নির্মিত এক বৃহৎ ভবনে আমি বাস করি। ভগবান অচ্যুতের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—অর্জুন, ভগবান বাসুদেবের কাছে এই সমস্তই আবার বর্ণনা করলেন, যদিও ইতিমধ্যেই তিনি সবই জানতেন। শ্রীভগবান তখন কালিন্দীকে তাঁর রথে গ্রহণ করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করার জন্য প্রত্যাগমন করলেন।

পূর্ববর্তী একটি ঘটনা বর্ণনা করে, শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পাণ্ডবদের অনুরোধে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক পরম বিচিত্র এবং অদ্ভুত নগরী তাঁদের জন্য নির্মাণ করিয়ে দিলেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছুকাল সেই নগরীতে অবস্থান করলেন। কোনও এক সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিকে উপহার স্বরূপ খাণ্ডব বন প্রদান করতে চাইলেন এবং শ্রীভগবান তাই অর্জুনের সারথি হলেন। হে রাজন, অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে একটি ধনুক, এক দল শ্বেত অশ্ব, একটি রথ, এক জোড়া অনিঃশেষ তূণ এবং কোনও যোদ্ধা অস্ত্র দ্বারা ভেদ করতে পারবে না এমন বর্ম উপহার প্রদান করলেন। যখন ময় দানব তার সখা অর্জুনের সাহায্যে আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তখন সে তাঁকে এক সভাগৃহ উপহার দিয়েছিল, যেখানে পরে দুর্যোধন জলকে স্থল মনে বিভ্রান্ত হয়েছিল। তৎপর অর্জুন এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাত্যকী ও তাঁর অবশিষ্ট অনুগামীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"একদিন যখন ঋতু, চন্দ্র নক্ষত্র এবং রবি-চন্দ্র ও অন্য সম্পদসমূহ সকলই অনুকূল হল, তখন পরম মঙ্গলময় ভগবান কালিন্দীকে বিবাহ করলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তগণের মধ্যে পরমানন্দ সঞ্চার করেছিলেন। বিন্দ্য ও অনুবিন্দ, যারা অবন্তীর সিংহাসন ভাগ করে নিয়েছিল, তারা ছিল দুর্যোধনের অনুগামী। যখন স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে তাদের ভগিনীর (মিত্রবিন্দা) পতি নির্বাচনের সময় এল, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হয়ে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকে পছন্দ করতে তারা তাকে নিষেধ করল। হে রাজন, বিপক্ষের সকল রাজাদের চোখের সামনে, তাঁর পিসী রাজাধিদেবীর কন্যা রাজকন্যা মিত্রবিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক অপহরণ করলেন।"

"হে রাজন, কৌশল্যের অত্যন্ত ধার্মিক রাজা নগ্নজিতের সত্যা বা নাগ্নজিতী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সাতটি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষকে দমন করতে না পারলে, কোনও পাণিপ্রার্থী রাজা তাকে বিবাহ করবার অনুমোদনযোগ্য ছিল না। এই বৃষগুলি ছিল অত্যন্ত দুরন্ত এবং দুর্ধর্ষ, আর তারা যোদ্ধাদের গন্ধটুকুও সহ্য করতে পারত না। যখন বৈষ্ণবপতি পরমেশ্বর ভগবান বৃষ বিজয়ের মাধ্যমে রাজকন্যাকে লাভ করতে হবে, শুনলেন—তখন, তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৌশল্যার রাজধানীতে গেলেন। কোশলরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে প্রীত হয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাঁর অর্চনা করলেন এবং তাঁকে মহার্ঘ উপহার সামগ্রী ও মর্যাদার আসন নিবেদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণও রাজাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন। রাজকন্যা যখন দেখলেন যে, পরম অভীষ্ট বর সমাগত হয়েছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ রমাপতিকে লাভের বাসনা করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন, "তিনি আমার পতি হউন। যদি আমি আমার ব্রত পালন করে থাকি, পবিত্র অগ্নি তা হলে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য গ্রহের শাসকেরা তাঁর পাদপদ্মের ধূলি তাদের মস্তকে স্থাপন করেন এবং তাঁর দ্বারা সৃষ্ট ধর্মসেতু রক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে লীলাবিগ্রহসমূহ ধারণ করেন। কিভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন?" রাজা নগ্নজিৎ প্রথমে যথাযথরূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—'হে নারায়ণ, হে জগদীশ্বর, আপনার নিজ চিন্ময় আনন্দে আপনি পরিপূর্ণ। সুতরাং এই নগণ্য ব্যক্তি আপনার জন্য কি করতে পারে?' "

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে প্রিয় কুরুনন্দন, পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হলেন এবং একটি সুখাসন গ্রহণ করার পর তিনি স্মিত হাসলেন ও মেঘগম্ভীর স্বরে রাজার উদ্দেশ্যে বললেন—হে নরেন্দ্র, স্বধর্ম পালনকারী কোনও রাজন্য ব্যক্তির অন্যের কাছে প্রার্থনা জ্ঞানীগণ পণ্ডিতেরা নিন্দা করে থাকেন। তবুও তোমার সৌহার্দ কামনা করে, আমি তোমার কন্যাকে যাচ্ঞা করছি, যদিও বিনিময়ে আমরা কোনও উপহার প্রদান করি না।"

রাজা বললেন—"হে নাথ, সকল চিন্ময় গুণাবলীর একমাত্র আলয় আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বর আমার কন্যার জন্য আর কে হতে পারেন? আপনার দেহে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন, কখনও কোন কারণেই আপনাকে তিনি ত্যাগ করেন না। কিন্তু আমার কন্যার জন্য যোগ্য বর নিশ্চিত করতে, হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ, তার পাণিপ্রার্থীদের শক্তি পরীক্ষার জন্য আমরা পূর্বে একটি শর্ত স্থাপন করেছি। হে বীর, এই সাতটি বন্য বৃষকে দমন করা অসম্ভব। তারা বহু রাজপুত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদীর্ণ করে তাদের পরাজিত করেছে। হে যদুনন্দন, হে শ্রীপতি, আপনি যদি এদের দমন করতে পারেন, তবে আপনি অবশ্যই আমার কন্যার উপযুক্ত পতি হবেন। এই সমস্ত শর্ত শ্রবণ করে, শ্রীভগবান তাঁর বস্ত্র পরিধান দৃঢ়বদ্ধ করলেন, নিজেকে সাতটি রূপে বিস্তার করলেন এবং সহজেই বৃষগুলিকে দমন করলেন। ভগবান শৌরি বৃষগুলিকে বেঁধে ফেললেন, কারণ তাদের দর্প ও শক্তি এখন চূর্ণ হয়েছে এবং রজ্জু দিয়ে তাদের টেনে আনলেন, ঠিক যেভাবে কোনও শিশু ক্রীড়াচ্ছলে কাঠের খেলনার বৃষকে আকর্ষণ করে থাকে। সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হয়ে রাজা নগ্নজিৎ তখন তাঁর কন্যাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করলেন। যথাযথ বৈদিক প্রথায় পরমেশ্বর ভগবান এই সুযোগ্যা বধূকে গ্রহণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাজকন্যার প্রিয় পতি রূপে লাভ করে রাজার পত্নীগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন এবং এক পরম মহোৎসবের ভাব উদ্রেক হল। ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ প্রার্থনার ধ্বনি এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে শঙ্খ, ভেরী ও ঢোল নিনাদিত হয়েছিল। উৎফুল্ল নরনারীগণ সুন্দর বস্ত্র ও মাল্যে শোভিত হয়েছিলেন। মহা প্রতাপশালী রাজা নগ্নজিৎ দশ সহস্র গাভী, সুন্দর বস্ত্রে শোভিত ও কণ্ঠে স্বর্ণ অলঙ্কার পরিহিত তিন সহস্র যুবতী দাসী, নয় সহস্র হাতী, হাতীর চেয়েও শতগুণে অধিক রথ, রথের চেয়েও শতগুণে অধিক অশ্ব এবং অশ্বের চেয়েও শতগুণে অধিক নর যৌতুক রূপে প্রদান করলেন। বর ও কন্যা তাঁদের রথে আসন গ্রহণ করলে, কোশলরাজ স্নেহার্দ্র চিত্তে, তাঁদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবৃত করে তাঁদের পথে যাত্রা করিয়েছিলেন। যখন বিপক্ষীয় অসহিষ্ণু পাণিপ্রার্থী রাজারা যা ঘটেছিল তা শ্রবণ করল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বধূকে গৃহে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁকে তারা থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বৃষগুলি যেমন পূর্বে রাজাদের শক্তি ক্ষয় করেছিল, সেভাবেই যদু-যোদ্ধারা এখন তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। গাণ্ডীব ধনুকের অধিকারী অর্জুন সকল সময়েই তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাই তিনি শ্রীভগবানের প্রতি তাঁদের বর্ষণ নিক্ষেপকারী সেইসব বিপক্ষের রাজাদের বিতাড়িত করলেন। ঠিক যেমন সিংহ ক্ষুদ্র প্রাণীদের বিতাড়িত করে, তিনি সেভাবে তা করেছিলেন। যদুপতির প্রধান ভগবান দেবকীসুত তখন তাঁর যৌতুক ও সত্যাকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে সুখে বাস করতে লাগলেন। ভদ্রা ছিলেন কৈকেয় রাজ্যের রাজকন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের পিসী শ্রুতকীর্তির কন্যা। সন্তর্দন প্রমুখ তাঁর ভ্রাতাগণ যখন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করলেন, ভগবান তখন তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর শ্রীভগবান, মদ্ররাজের কন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ একাকী তাঁর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং গরুড় যেভাবে দেবতাদের অমৃত হরণ করেন, সেইভাবে তাঁকে হরণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভৌমাসুরকে হত্যা করলেন এবং তার বন্দীদশা থেকে চারুদর্শনা রমণীদের মুক্ত করলেন, তখন এইরকম অন্য সহস্র পত্নী আহরণ করেছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরূপে চিহ্নিত হলেন। পূর্ণবিক্রম নির্মল হৃদয় পরিবারিত রাজকন্যাদের শ্রীভগবান গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের মহামূল্য রথ, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পদ সহ শিবিকারোহণে দ্বারকায় প্রেরণ করলেন। চারটি দাঁত বিশিষ্ট ঐরাবত বংশজ চৌষট্টিটি শ্বেতবর্ণ শ্রেষ্ঠ হস্তীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করেছিলেন। এরপর শ্রীভগবান দেবরাজ ইন্দ্রের আলয়ে গেলেন এবং মাতা অদিতিকে তাঁর কুণ্ডল দুটি প্রদান করলেন, সেখানে ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয়তমা ভার্যা সত্যভামাকে অর্চনা করলেন। অতঃপর সত্যভামার অনুরোধে শ্রীভগবান স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে তা গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য সকল দেবতাদের পরাজিত করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নগরীতে পারিজাত নিয়ে এসেছিলেন। রোপিত হওয়ামাত্রই পারিজাত বৃক্ষটি রাণী সত্যভামার প্রাসাদের বাগান শোভিত করেছিল। তার গন্ধ ও মধু আস্বাদনের লোভে স্বর্গের সকল দিক হতে ভ্রমরেরা বৃক্ষটির দিকে ছুটে ছিল। ইন্দ্র তাঁর মুকুটের শীর্ষভাগ দ্বারা ভগবান অচ্যুতের পাদস্পর্শ করে তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেও এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্য প্রার্থনা জানালেও, সেই দেবশ্রেষ্ঠ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর শ্রীভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করাই মনস্থ করেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে এ কী অজ্ঞতা! তাঁদের ঐশ্বর্যকে ধিক!"

"অতঃপর অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীভগবান, প্রতিটি বধূর কাছে ভিন্ন ভিন্ন নিজ রূপ প্রকাশ করে, একই সময়ে সকল রাজকন্যাকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাসাদে, যথাবিহিত বিবাহ করলেন। অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবান তাঁর মহিষীদের প্রাসাদগুলির প্রত্যেকটিতেই নিয়ত বিরাজ করেছিলেন, আর সেই প্রাসাদগুলি ছিল অন্য যে কোনও আসবাবের চেয়ে অতুলনীয় এবং অতি শ্রেষ্ঠ। আপন সত্তায় সদাসর্বদা পূর্ণতৃপ্ত হলেও, তিনি সেখানে তাঁর রমণীয়া পত্নীদের সাথে যথাযথভাবেই তৃপ্তি উপভোগ করেছিলেন, এবং একজন সাধারণ স্বামীর মতোই তিনি তাঁর গার্হস্থ্য কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন। যদিও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও কিভাবে লক্ষ্মীপতির কাছে যাবেন, তা জানেন না, তবু সেই রমণীগণ লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে এইভাবেই পেয়েছিলেন। ক্রমবর্ধমান আনন্দের সঙ্গে তাঁরা তাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁর সঙ্গে সহাস্য দৃষ্টি বিনিময়, এবং তাঁর সঙ্গে পারস্পরিক সান্নিধ্য-সঙ্গম, হাস্য-পরিহাস ও রমণীসুলভ লজ্জা উপভোগ করেছিলেন। যদিও শ্রীভগবানের রাণীদের প্রত্যেকেরই শত শত দাসী রয়েছে, তবু তাঁরা বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আসন প্রদান করে, উত্তম উপচার সামগ্রী দিয়ে তাঁর পূজা করে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন ও পাদসম্বাহন করে, তাঁকে পান চর্বণ করতে দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুগন্ধি চন্দন লেপন করে, ফুল মালায় তাঁকে বিভূষিত করে, তাঁর কেশপ্রসাধন করে দিয়ে, তাঁর শয্যা রচনা করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে নানাবিধ উপহার প্রদান করে, নিজ হাতে শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীকে উত্ত্যক্ত করলেন

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"কোন এক সময়ে রাণী রুক্মিণীর পতি, জগদ্গুরু, যখন তাঁর শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন, তখন তাঁর দাসীদের সাথে রাণী রুক্মিণীও নিজে তাঁকে বাতাস করে তাঁর সেবা করছিলেন। জন্মরহিত শ্রীভগবান, পরম নিয়ন্তা, যিনি তাঁর সামান্য ক্রীড়ারূপে এই জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং অতঃপর সংহার করেন, তাঁর বিধানগুলি সংরক্ষণের জন্যই যদুগণের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। উজ্জ্বল মুক্তামালা যুক্ত ঝোলানো চন্দ্রাতপ এবং দেদীপ্যমান মণিময় দীপমালা শোভিত রাণী রুক্মিণীর মহলগুলি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। গুঞ্জনরত ভ্রমরদের আকর্ষণকারী মল্লিকা ও অন্যান্য ফুলের মালাগুলি এখানে ওখানে ঝোলানো থাকত এবং গবাক্ষের রন্ধ্রপথে নির্মল চন্দ্রকিরণ বিকীরণ করত। অগুরু ধূপের সুবাস যেমন গবাক্ষের রন্ধ্রপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই হে রাজন, পারিজাত কুঞ্জের সুগন্ধি বাতাস ঘরের মধ্যে যেন একটি উদ্যানের পরিবেশ বয়ে নিয়ে আসত। সেখানে দুগ্ধফেননিভ শুভ্রবর্ণের শয্যায় ঐশ্বর্যময় বালিশে দেহভার ন্যস্ত করে বিশ্রামরত তাঁর পতি জগদীশ্বরকে রাণী সেবা করছিলেন। তাঁর দাসীর হাত থেকে দেবী রুক্মিণী রত্নদণ্ড যুক্ত একটি চামর গ্রহণ করলেন এবং তারপর তিনি তাঁর পতিকে বাতাস করতে করতে পূজা করতে শুরু করলেন। হাতে অঙ্গুরীয়ক, বলয় ও চামর পাখায় সুশোভিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে দণ্ডায়মান রাণী রুক্মিণীকে অতি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তাঁর রত্নযুক্ত নূপুর ধ্বনিত হচ্ছিল এবং তাঁর শাড়ীর আঁচলে আচ্ছাদিত স্তনের কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত তাঁর কণ্ঠহার ঝকমক করছিল। তাঁর নিতম্বে তিনি একটি মূল্যবান কাঞ্চী পরিধান করেছিলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, স্বয়ং মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী কেবলমাত্র তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে রয়েছেন, তখন তিনি হাসলেন। শ্রীভগবান তাঁর লীলাসমূহ প্রকট করতে বিভিন্নরূপ ধারণ করেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ লক্ষ্মীদেবী যে রূপ গ্রহণ করেছিলেন, সেটি তাঁর পত্নীভাবে সেবা করার জন্য ছিল যথার্থ রূপ। তাঁর মধুর মুখমণ্ডল অলক, কুণ্ডল, নিষ্ক ও তাঁর উজ্জ্বল সলজ্জ হাস্য সুধায় সুশোভিত ছিল। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁকে এইভাবে বললেন—হে রাজনন্দিনী, লোকপালসদৃশ ক্ষমতাশালী বহু রাজাদের দ্বারা তুমি আকাঙ্ক্ষিত ছিলে। তারা সকলেই ছিল রাজনৈতিক প্রভাবসহ বদান্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য ও শারীরিক শক্তি সম্পন্ন। যেহেতু তোমার ভ্রাতা ও পিতা তাদের কাছে তোমাকে নিবেদন করেছিল, কেন তুমি কাম দ্বারা উন্মত্ত হয়ে তোমার সম্মুখে উপস্থিত চেদিরাজ ও অন্যান্য সকল পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলে? কেন তাদের পরিবর্তে তুমি আমাকে বরণ করলে, যে মোটেই তোমার সমকক্ষ নয়? সেই সকল রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে, হে সুভ্রূ, আমরা সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমরা শক্তিশালী মানুষদের শত্রু হয়েছি এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাজসিংহাসন আমরা ত্যাগ করেছি। যে মনোহর রূপসম্বিতা, নারীরা যখন সমাজের অননুমোদিত পথের অনুসারী অনিশ্চিত আচরণকারী পুরুষের সঙ্গে থাকে তখন সাধারণত তাদের ভাগ্যে দুঃখ জোটেই হয়। আমরা অকিঞ্চন এবং তাই নিঃস্ব মানুষদের কাছে আমরা প্রিয়। তাই, হে কৃশকটি নারী, ধনবানেরা কচিৎ কখনও আমার পূজা করে থাকে। যারা তাদের সম্পদে, জন্মে, প্রভাবে, চেহারায় এবং বংশ মর্যাদায় সমান, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মৈত্রী উপযুক্ত হয়, কিন্তু কোনও উত্তম এবং কোনও অধমের মধ্যে কখনই তা হয় না। কেননা তথ্য জানা না থাকলেও এবং কেবলমাত্র নিরন্তর ভিক্ষুকদের কাছে প্রশংসিত হলেও, হে বৈদর্ভী, দূরদর্শী না হওয়ার জন্য তুমি তা বুঝতে পারোনি বলে আমাকে তোমার পতিরূপে বরণ করেছ। এখন নিশ্চিতরূপে একজন অধিক যোগ্য পতি গ্রহণ করা তোমার উচিত, একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, যিনি ইহ ও পরবর্তী উভয় জীবনেই তুমি যা চাও তা লাভ করতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। হে উরুশ্রেষ্ঠা রমণী, শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ এবং দন্তবক্রের মতো রাজারা সকলে আমাকে ঘৃণা করে, এবং তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মীও তাই করে। হে ভদ্রে, এই সকল রাজাদের ঔদ্ধত্য দূর করার জন্যই কেবল আমি তোমাকে হরণ করেছিলাম, কারণ তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে উঠেছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল অসাধুদের শক্তিকে দমন করা। আমরা পত্নী, পুত্র ও সম্পদের প্রতি উদাসীন। সর্বদা আত্মসন্তুষ্ট, আমরা দেহ ও গৃহের জন্য কার্য করি না কিন্তু আলোকের ন্যায় আমরা কেবল সাক্ষী থাকি মাত্র।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যেহেতু শ্রীভগবান কখনও রুক্মিণীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি, রুক্মিণী তাই নিজেকে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয়তমা বলে মনে করতেন। তাঁকে এই সকল কথা বলার মাধ্যমে শ্রীভগবান তাঁর গর্ব চূর্ণ করলেন ও তারপর তিনি

কনিষ্ঠা কন্যা, কিন্তু অমলা চারুমতীকে বিবাহ করলেন। ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে রুক্মীর অবিরাম শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও রুক্মী তাঁর পৌত্রী রোচনাকে তাঁর দৌহিত্র অনিরুদ্ধের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। যদিও, রুক্মী এই বিবাহকে ধর্ম-বিরুদ্ধ বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে তাঁর ভগিনীকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। হে রাজন, সেই বিবাহের আনন্দময় উৎসবে রাণী রুক্মিণী, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন প্রমুখ শ্রীভগবানের বিভিন্ন পুত্রগণ ভোজকট নগরে গিয়েছিলেন।"

"বিবাহের পর কলিঙ্গরাজ প্রমুখ একদল উদ্ধত রাজা রুক্মীকে বলল, "তোমার বলরামকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করা উচিত। হে রাজন, তিনি অক্ষক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নন, কিন্তু তবুও তিনি এর প্রতি যথেষ্ট আসক্ত।" এইভাবে পরামর্শ পেয়ে রুক্মী বলরামকে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া শুরু করল। সেই ক্রীড়ায় শ্রীবলরাম প্রথমে একশত, তারপর এক সহস্র, তারপর দশ সহস্র মুদ্রা পণ স্বীকার করলেন। প্রথম পর্যায়ে রুক্মী জয়লাভ করলে কলিঙ্গের রাজা বলরামের দিকে তার সমস্ত দন্ত প্রদর্শন করে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। শ্রীবলরাম তা সহ্য করতে পারলেন না। অতঃপর রুক্মী এক লক্ষ মুদ্রার বাজি স্বীকার করল যা শ্রীবলরাম জিতলেন। কিন্তু রুক্মী "আমিই বিজয়ী!" ঘোষণা করে কপটতা করার চেষ্টা করল। পূর্ণিমার দিনের সমুদ্রের মতো ক্রোধে স্ফীত হয়ে সুদর্শন শ্রীবলরাম, তাঁর স্বাভাবিক অরুণবর্ণের দুই নেত্র ক্রোধে আরও রক্তবর্ণ করে দশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা পণ স্বীকার করলেন। শ্রীবলরাম যথার্থই এই পণটিও জিতলেন, কিন্তু রুক্মী পুনরায় ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে ঘোষণা করল, "আমি জিতেছি! প্রত্যক্ষদর্শীরা এখানে বলুন উনি কি দেখেছিলেন।" ঠিক তখনই আকাশ হতে এক কণ্ঠস্বর ঘোষণা করল, "ধর্মতঃ বলরাম এই পণ জিতেছেন। রুক্মী নিশ্চিতরূপে মিথ্যা কথা বলছেন।" অসৎ রাজাদের প্ররোচনায় রুক্মী দৈববাণী অবজ্ঞা করল। প্রকৃতপক্ষে, অদৃষ্ট স্বয়ং রুক্মীকে প্ররোচিত করছিল এবং তাই সে শ্রীবলরামকে এইভাবে উপহাস করতে থাকল। তোমরা গোপবালকেরা বনে বনে বিচরণ কর, অক্ষক্রীড়া সম্বন্ধে কিছুই জানো না। অক্ষক্রীড়া এবং বাণ দ্বারা ক্রীড়া করা কেবলমাত্র রাজাদের জন্য, তোমাদের মতো মানুষদের জন্য নয়। এইভাবে রুক্মীর কাছে অপমানিত হয়ে এবং রাজাদের দ্বারা উপহাসিত হয়ে শ্রীবলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই পবিত্র বিবাহ সভার মধ্যে তিনি তাঁর গদা উদ্যত করে রুক্মীকে আঘাত করে বধ করলেন। শ্রীবলরামের দিকে তাকিয়ে তার দন্ত প্রদর্শন করে যে কলিঙ্গের রাজা উপহাস করেছিল, সে এবার পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ক্রুদ্ধ ভগবান শীঘ্রই তাঁর দশম পদক্ষেপে তাকে ধরে ফেললেন এবং তার সবকটি দাঁত উৎপাটিত করলেন।"

"শ্রীবলরামের গদায় বিপর্যস্ত হয়ে অন্যান্য রাজারা ভয়ে পলায়ন করল, তাদের বাহু, ঊরু ও মস্তক বিদীর্ণ হয়েছিল এবং তাদের দেহ রক্তে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। হে রাজন, যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী নিহত হয়েছিল, তখন তিনি তা সমর্থনও করলেন না কিংবা বিরোধিতাও করলেন না, কারণ তিনি রুক্মিণী অথবা বলরাম উভয়ের সাথে স্নেহবন্ধন ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন। অতঃপর শ্রীবলরাম প্রমুখ দশার্হ বংশধরগণ অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে একটি সুন্দর রথে উপবেশন করিয়ে ভোজকট থেকে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। শ্রীমধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করে তারা তাদের সকল উদ্দেশ্য সাধন করেছিল।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ঊষা ও অনিরুদ্ধের মিলন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"বাণাসুরের কন্যা ঊষাকে যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ বিবাহ করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবান শ্রীহরি ও দেবাদিদেব শঙ্করের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। হে মহাযোগী, এই ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত কিছু কৃপা করে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বামনদেবরূপে আবির্ভূত ভগবান শ্রীহরিকে যিনি সমগ্র পৃথিবী দান করেছিলেন, সেই মহাত্মা বলি মহারাজের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল বাণ। বলির ঔরসজাত বাণাসুর, দেবাদিদেব শিবের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ছিল সর্বদা মান্য আচরণ, এবং সে ছিল মহানুভব, বুদ্ধিমান, সত্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়ব্রত। মনোরম শোণিতপুর নগরী ছিল তার রাজ্যের অধীন। যেহেতু দেবাদিদেব শিব তাকে অনুগ্রহ করেছিলেন, তাই দেবতারাও ভৃত্যের মতো বাণাসুরের কাছে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকত। একবার, শিব যখন তার তাণ্ডব-নৃত্য করছিলেন, তখন বাণ তার এক সহস্র হাত দিয়ে বাদ্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে শিবকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করেছিল। সর্বভূতেশ্বর, শরণ্য ভক্তবৎসল মহাদেব বাণাসুরকে তার পছন্দমতো বর প্রার্থনা করতে বলে সন্তুষ্ট করেন, বাণ মহাদেবকে তার রাজ্যের নগরপালক হওয়ার প্রার্থনা জানায়। বাণাসুর তার শক্তিতে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। একদিন দেবাদিদেব শিব যখন তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন বাণাসুর তার সূর্যসম উজ্জ্বল মুকুটখানি দেবাদিদেব শিবের পাদপদ্ম স্পর্শ করে তাঁকে বলতে লাগল—হে দেবাদিদেব মহাদেব, জগতের নিয়ন্তা ও গুরুদেব, আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। যারা অপূর্ণকাম, তাদের বাসনা পূর্ণকারী আপনি কল্পতরুর মতো। আমাকে আপনার দেওয়া এই এক সহস্র বাহু একটি অত্যন্ত বোঝা হয়ে উঠেছে মাত্র। আপনি ছাড়া ত্রিভুবনে যুদ্ধ করার যোগ্য আর কাউকে আমি পেলাম না। হে আদিদেব, আমার এই কণ্ডূয়ন চঞ্চল যুদ্ধ বাহু দিয়ে পর্বতগুলি চূর্ণ করে দিক্-গজগণের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রণী হয়ে আমি এগিয়ে গেলে সেই সমস্ত বৃহৎ হস্তীরাও ভয়ে পলায়ন করেছিল। দেবাদিদেব শিব তা শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওহে মূর্খ, যখন তুমি আমার সমকক্ষ কারও সাথে যুদ্ধ করবে, তখন তোমার ধ্বজের পতাকাও ভগ্ন হবে। সেই যুদ্ধ তোমার দর্প বিনষ্ট করবে।" এইভাবে উপদেশ লাভ করে, নির্বোধ বাণাসুর খুশি হয়েছিল। হে রাজন্, তখন দেবাদিদেব গিরিশ সেই মূর্খের শক্তি বিনাশের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার প্রতীক্ষা করার জন্য গৃহে গমন করল।"

"একটি স্বপ্নের মধ্যে বাণের কন্যা ঊষার সঙ্গে প্রদ্যুম্নের পুত্রের এক প্রণয়োদ্দীপক সাক্ষাৎ হয়েছিল, যদিও ঊষা তার প্রেমিককে ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি বা তাঁর কথা শোনেনি। ঊষা তাঁর স্বপ্নের মাঝে তাঁর কান্ত পুরুষের দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে সহসা তাঁর সখীদের মাঝখানে জেগে উঠে 'হে কান্ত, আপনি কোথায়?' বলে ক্রন্দন করে অত্যন্ত বিহ্বল ও লজ্জিত হয়েছিলেন। কুম্ভাণ্ড নামে বাণাসুরের এক মন্ত্রী ছিল, যার কন্যা চিত্রলেখা ছিল ঊষার সখী। সে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে তার সখীকে জিজ্ঞাসা করল—হে সুন্দর ভ্রূসম্পন্না সুন্দরী, তুমি কাকে অন্বেষণ করছ? তুমি কোন্ বাসনা অনুভব করছ? এখনও পর্যন্ত, হে রাজকন্যা, কোনও পুরুষকে তোমার পাণিগ্রহণ করতে তো দেখিনি।"

ঊষা বললেন—"স্বপ্নে আমি একজন শ্যামবর্ণ, কমললোচন, পীত বসন পরিহিত ও আজানুলম্বিত বাহু সমন্বিত পুরুষকে দর্শন করেছিলাম। তিনি যেন ঠিক রমণী-হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন। আমি সেই প্রেমিককে অন্বেষণ করছি। আমাকে তাঁর অধরের মধু পান করিয়ে, সে কোথাও চলে গেছে এবং এইভাবে সে তাঁর জন্য প্রচণ্ড লালায়িত করে দিয়ে আমাকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করে গেছে।"

চিত্রলেখা বলল—"আমি তোমার দুঃখ দূর করব যদি ত্রিভুবনে তাঁকে কোথাও পাওয়া যায়, তবে তোমার হৃদয় হরণকারী সেই ভাবী স্বামীকে আমি এনে দেব। আমাকে দেখিয়ে দাও সে কে। এই কথা বলে, চিত্রলেখা দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও নানা মানুষের ছবি যথাযথভাবে আঁকতে শুরু করল। হে রাজন, মানুষদের মধ্যে থেকে শূরসেন, আনকদুন্দুভি, বলরাম ও কৃষ্ণ সহ বৃষ্ণিদের ছবি চিত্রলেখা অঙ্কন করেছিল। ঊষা যখন প্রদ্যুম্নের ছবি দেখল, তখন সে লজ্জিতা হয়ে উঠল এবং যখন সে অনিরুদ্ধের ছবি দেখল তখন সে লজ্জায় তার মস্তক অবনত করল। হাসতে হাসতে সে বলে উঠল, "ইনিই সেই! ইনিই তিনি।" যৌগিক শক্তি সমন্বিতা চিত্রলেখা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (অনিরুদ্ধ) রূপে চিনতে পারল। হে রাজন, সে তখন যৌগিক আকাশপথ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষাধীন দ্বারকায় চলে গেল। সেখানে সে প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে একটি সুন্দর শয্যায় নিদ্রিত দেখতে পেল। তার যৌগিক ক্ষমতার সাহায্যে সে তাঁকে তুলে নিয়ে শোণিতপুরে চলে গেল, যেখানে সে তার সখী ঊষার কাছে তার প্রিয়তমকে উপস্থিত করল।"

"ঊষা যখন মানুষের মধ্যে পরম সুন্দর তাঁকে দর্শন করল, তার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পুরুষের পক্ষে দুর্লক্ষ্য অন্তঃপুরে সে প্রদ্যুম্ন-পুত্রকে নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করল। ঊষা অনিরুদ্ধকে মূল্যবান বস্ত্র, গন্ধ, ধূপ, দীপ, আসন ইত্যাদির সঙ্গে অমূল্য অন্ন নিবেদন করে বিশুদ্ধ সেবার সঙ্গে তাঁর পূজা করেছিলেন। তিনি তাঁকে বিভিন্ন পানীয়, সকল ধরনের খাদ্য ও সুমিষ্ট বাক্যও নিবেদন করলেন। এইভাবে তিনি যখন কুমারীদের আবাসে গুপ্তভাবে অবস্থান করছিলেন তখন অনিরুদ্ধ দিনের পর দিন অতিবাহিত হওয়া লক্ষ্যই করেন নি, কারণ তাঁর জন্য নিরন্তর বির্ধমান ঊষার অনুরাগে তাঁর ইন্দ্রিয়াদি আবিষ্ট হয়েছিল। স্ত্রী-কর্মীরা ঘটনাচক্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রণয়াসক্ত লাভের লক্ষণাদি ঊষার মধ্যে দেখেছিল, তিনি তাঁর কুমারীব্রত লঙ্ঘন করে অন্য কারো দ্বারা উপভুক্তা হয়ে দাম্পত্য সুখের সকল চিহ্ন বহন করছিলেন। রক্ষীরা বাণাসুরের কাছে গিয়ে তাকে বলেছিল, "হে রাজা, আমরা আপনার কন্যার মধ্যে কুলদোষযুক্ত, অনুপযুক্ত আচরণগুলি লক্ষ্য করেছি।"

"কখনও আমাদের স্থান ত্যাগ না করে আমরা যত্ন সহকারে তার উপর লক্ষ্য রাখছিলাম, হে প্রভু, তাই আমরা বুঝতে পারছি না, কিভাবে সেই কন্যা, যাকে কোন পুরুষ দর্শন করতে সমর্থ নয়, সে প্রাসাদের মধ্যেই দূষিতা হলেন।"

"তার কন্যার কলুষতা সম্পর্কে শ্রবণ করে অত্যন্ত উত্তেজিত, বাণাসুর সত্বর কন্যার আবাসে পৌঁছল। সেখানে সে যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে দেখতে পেল। বাণাসুর তার সামনে ঘনশ্যাম বর্ণ, পীতবসনধারী, কমললোচন ও বলশালী বাহুসমন্বিত কামদেবের পুত্রকে দেখতে পেল। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল দীপ্তিমান কুণ্ডল ও কেশরাশি এবং ঈষৎ হাস্য যুক্ত দৃষ্টিপাতে বিভূষিত। তিনি যখন তাঁর পরম মঙ্গলময় প্রিয়ার সম্মুখে উপবেশন করে অক্ষক্রীড়া করছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর মধ্যে ঝুলছিল বসন্তকালীন মল্লিকাফুলের মালা যা তিনি যখন তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন তখন তার স্তনের কুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত হয়েছিল। বাণাসুর এই সব লক্ষ্য করে বিস্মিত হল। বাণাসুরকে বহু সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে প্রবেশ করতে দেখে, অনিরুদ্ধ তাঁর লৌহ গদা উত্তোলন করলেন এবং যে তাঁকে আক্রমণ করবে তাকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে দণ্ডধারী স্বয়ং যমের মতো মনে হচ্ছিল। চতুর্দিক থেকে প্রহরীরা যখন তাঁকে ধরবার চেষ্টায় অগ্রসর হল, তখন কোনও শূকর দলের নেতা যেমন কুকুরদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনভাবে অনিরুদ্ধ তাদের আক্রমণ করলেন। তাঁর আঘাতে প্রহরীরা তাদের ভগ্ন মাথা আর হাত-পা নিয়ে তাদের প্রাণ ভয়ে দৌড়তে থাকল এবং প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু অনিরুদ্ধ বাণের সৈন্যবাহিনীকে আঘাতে বিনষ্ট করা সত্ত্বেও বলীর সেই বলশালী পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তার যৌগিক নাগপাশে আবদ্ধ করল। ঊষা যখন অনিরুদ্ধের বন্দী হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি শোকে ও বিষাদে বিহ্বলা হলেন; তাঁর দু'চোখ অশ্রুপূর্ণ হল এবং তিনি কাঁদছিলেন।"

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভরতের বংশধর, অনিরুদ্ধের আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ফিরতে না দেখে বর্ষার চার মাস শোকে-দুঃখে অতিবাহিত করলেন। নারদের কাছ থেকে অনিরুদ্ধের আচরণ ও তাঁর বন্দী হওয়ার বার্তা শোনার পরে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের নিজ অধীশ্বর বিগ্রহ রূপে অর্চনাকারী, বৃষ্ণিগণ শোণিতপুরে গেলেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, গদ, শাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র এবং সাত্বত বংশের অন্যান্য প্রধানগণ দ্বাদশ সেনাবাহিনী নিয়ে চতুর্দিক হতে বাণাসুরের রাজধানী সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে তা অবরোধ করলেন। বাণাসুর তার নগরীর উদ্যান, প্রাচীর, দ্বারকক্ষ ও প্রবেশ তোরণগুলি ধ্বংস হতে দেখে ক্রোধে পূর্ণ হয়ে সম সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বার হল। দেবাদিদেব শিব, তাঁর বৃষ-বাহন নন্দির উপরে আরোহণ করে প্রমথগণ ও তাঁর পুত্র কার্তিকের সহ বলরাম ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বাণের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য এলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাদিদেব শঙ্করের মধ্যে এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্তিকেয়র মধ্যে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, তুমুল আলোড়নপূর্ণ ও রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। শ্রীবলরাম কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সঙ্গে, শাম্ব বাণ-পুত্রের সঙ্গে এবং সাত্যকি বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। সিদ্ধ, চারণ ও মহান মুনিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষগণ সহ ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবেন্দ্রগণ সকলে তা দর্শন করার জন্য তাঁদের দিব্য বিমান যোগে আগমন করলেন। তাঁর শার্ঙ্গ নামে ধনুক থেকে তীক্ষ্নাগ্র শর নিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণ শিবের বিভিন্ন অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, যাতুধান, বেতাল, বিনায়ক, প্রেত, মাতৃ, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম-রাক্ষসের সকলকে বিতাড়িত করলেন। ত্রিশূলধারী দেবাদিদেব শিব শার্ঙ্গধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না—তিনি যথার্থ প্রতি অস্ত্র দ্বারা সেই সকল অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক একটি ব্রহ্মাস্ত্রকে অন্য আর একটি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে, একটি বায়ব্যাস্ত্রকে পর্বতাস্ত্র দিয়ে, আগ্নেয়াস্ত্রকে বরুণাস্ত্র দিয়ে এবং দেবাদিদেব শিবের পাশুপতাস্ত্রকে তাঁর নিজস্ব নারায়ণাস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করেছিলেন। জৃম্ভণাস্ত্র দিয়ে শিবকে মোহিত করে তাঁকে হাই তুলতে বাধ্য করার পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসি, গদা ও বাণ দিয়ে বাণাসুরের সৈন্যবাহিনীকে আঘাত করতে অগ্রসর হলেন। চতুর্দিক হতে অবিরাম বর্ষিত প্রদ্যুম্নের তীব্র আঘাতে কার্তিকেয় বিপর্যস্ত হয়েছিলেন আর তাই তাঁর অঙ্গ হতে রক্ত ক্ষরণ করতে তাঁর বাহন ময়ূর পৃষ্ঠে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছিলেন। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ শ্রীবলরামের গদার পীড়নে নিপতিত হল। যখন এই দুই অসুরের সৈন্যবাহিনী দেখল যে, তাদের নেতারা নিহত হয়েছে, তখন তারা চতুর্দিকে পলায়ন করল। বাণাসুর তার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত হতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ ত্যাগ করে তার রথারোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল। যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত বাণ একই সঙ্গে তার পাঁচশত ধনুকের সমস্ত জ্যা আকর্ষণ করল এবং প্রত্যেক জ্যাতে দুটি করে তীর যোজনা করল। ভগবান শ্রীহরি বাণাসুরের প্রতিটি ধনুক একসঙ্গে ছেদন করলেন এবং তার রথ, রথের সারথি ও অশ্বগুলিকেও সব বিনাশ করলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর শঙ্খধ্বনি করলেন।"

ঠিক তখনই বাণাসুরের মাতা, কোটরা, তার পুত্রের প্রাণ রক্ষার বাসনায় আলুলায়িত কেশে নগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে উপস্থিত হল। ভগবান গদাগ্রজ নগ্ন নারী দর্শন পরিহার করার জন্য তাঁর মুখ ফেরালেন এবং তখনই বাণাসুর রথহীন হয়ে ছিন্ন ধনু নিয়ে তার নগরীতে পলায়নের জন্য সুযোগ গ্রহণ করল।"

"শিবের অনুচরেরা বিতাড়িত হওয়ার পর, শিব-জ্বর, যার ছিল তিনটি মাথা এবং তিনটি পা, সে শ্রীকৃষ্ণকে

আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল। শিব-জ্বর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হওয়ায় মনে হয়েছিল যে, সে যেন দশ দিকের সমস্ত কিছু দগ্ধ করবে। সেই মূর্তিমান জ্বরকে অগ্রসর হতে লক্ষ্য করে, ভগবান নারায়ণ তখন তাঁর আপন মূর্তিমান জ্বর-অস্ত্র, বিষ্ণু-জ্বরকে মুক্ত করলেন। এইভাবে শিব-জ্বর ও বিষ্ণু-জ্বর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। বিষ্ণু জ্বরের বলে অভিভূত হয়ে যন্ত্রণায় শিব-জ্বর ক্রন্দন করে উঠল। কিন্তু কোনও আশ্রয় না পেয়ে, ভয়ভীত শিব-জ্বর তখন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর আশ্রয় লাভের আশায় প্রার্থনা করল। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে সে শ্রীভগবানের স্তুতি করতে শুরু করল।"

শিব-জ্বর বলেছিল—"সকল জীবের পরমাত্মা, ভগবান, অনন্তশক্তি-সম্পন্ন আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। আপনি শুদ্ধ এবং পূর্ণ জ্ঞানের ধারক এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। আপনিই বেদ-প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্ম, পূর্ণরূপে প্রশান্ত। কাল, দৈব, কর্ম, জীব ও তার স্বভাব, সূক্ষ্ম উপাদান, দেহ, প্রাণবায়ু, অহঙ্কার, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই সবকিছু সামগ্রিকভাবে যা জীবদেহে প্রতিফলিত হয়, এই সমস্ত কিছুই আপনার মায়া, বীজ ও অঙ্কুরের মতো এক নিরন্তর প্রবাহ। আমি মায়া নিবারণকারী আপনার এই সত্তার শরণ গ্রহণ করি। দেবগণ, সাধুগণ এবং এই জগতের ধর্মসূত্রগুলি পালন পোষণের উদ্দেশ্যে আপনি বিভিন্নভাবে আপনার লীলা সম্পাদন করেন। এই সমস্ত লীলার মাধ্যমে আপনি উন্মার্গগামী হিংসাপরায়ণ সকলকে বধ করেন। প্রকৃতপক্ষে, আপনার বর্তমান অবতরণের উদ্দেশ্যই ভূভার হরণ। আপনার ভয়ঙ্কর জ্বর-অস্ত্রের প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা আমি পীড়িত হয়েছি, যে-অস্ত্র শীতল অথচ দহনকর। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল প্রাণী জাগতিক আকাঙ্ক্ষায় বদ্ধ হয়ে থাকে এবং এইভাবে আপনার চরণ সেবায় বিমুখ হয়ে থাকে, ততক্ষণ তারা অবশ্যই দুঃখ ভোগ করে।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে ত্রিশির, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার জ্বর-অস্ত্র থেকে তোমার ভয় দূর হোক। যে আমাদের এই কথোপকথন স্মরণ করবে, তারও তোমাকে কোনও ভয়ের কারণ থাকবে না।"

"এইসব কথা শুনে, মাহেশ্বর জ্বর অচ্যুত ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করে প্রস্থান করল। কিন্তু তখন বাণাসুর তার রথে আরোহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য হাজির হল। তার সহস্র হাতে নানা অস্ত্র ধারণ করে, হে রাজন্, সেই ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ অসুর চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের দিকে অজস্র বাণ নিক্ষেপ করল। বাণ ক্রমাগত তাঁর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলে শ্রীভগবান তাঁর ক্ষুরধার চক্র ব্যবহার করে বাণাসুরের বাহুগুলি যেন বৃক্ষ শাখার মতো ছেদন করতে লাগলেন। দেবাদিদেব শিবের ভক্ত বাণাসুরের হাতগুলি কেটে পড়ে যাচ্ছে দেখে শিব তার প্রতি অনুকম্পা অনুভব করে ভগবান চক্রায়ুধের (শ্রীকৃষ্ণ) কাছে উপস্থিত হয়ে এইভাবে বললেন—আপনিই একমাত্র পরম ব্রহ্ম, পরম জ্যোতিস্বরূপ, শব্দব্রহ্মে গূঢ়ভাবে অবস্থিত পরম তত্ত্ব। যাদের হৃদয় নির্মল, তারাই আকাশের মতো শুদ্ধ স্বরূপ আপনাকে দর্শন করতে পারে। আকাশ আপনার নাভি, অগ্নি আপনার মুখ, জল আপনার বীর্য, এবং স্বর্গ আপনার মস্তক। দিকসমূহ আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়, ভেষজ উদ্ভিদসমূহ আপনার দেহের রোমরাজি, এবং জলদ মেঘ আপনার মস্তকের কেশ। পৃথিবী আপনার পদ, চন্দ্র আপনার মন, এবং সূর্য আপনার দৃষ্টি এবং আমি আপনার অহঙ্কার। সমুদ্র আপনার উদর, ইন্দ্র আপনার বাহু, ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার সৃষ্টি সহায় মানব সৃষ্টির জননেন্দ্রিয়ের মতো এবং ধর্ম আপনার হৃদয়। প্রকৃতপক্ষে আপনি আদি পুরুষ, জগতের স্রষ্টা। হে অকুণ্ঠ শক্তিমান, জড় জগতে ধর্ম রক্ষা ও সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার এই অবতরণ। আমরা দেবতাগণ প্রত্যেকে আপনার কৃপা ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে সপ্ত ভুবনকে পালন করছি। আপনি আদি পুরুষ, অদ্বিতীয়, তুরীয়, ও স্ব-প্রকাশ। কারণ রহিত আপনি সর্ব কারণের কারণ এবং আপনি পরম নিয়ন্তা। তথাপি আপনার মায়াশক্তি দ্বারা প্রভাবিত বস্তুর বিকার সমূহে আপনি প্রতীয়মান হন—আপনি বিকারে অনুমোদন করেন যাতে বিভিন্ন জড়গুণ সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে পারে। হে ভূমন্, সূর্য যেমন, মেঘের মাঝে গুপ্ত থেকেও, মেঘ ও অন্যান্য সকল দর্শনীয় রূপকেও আলোকিত করে, তেমনি আপনি জড় গুণাবলীতে গুপ্ত

হলেও আত্ম-দীপ্তিমান রূপে অবস্থান করেন এবং এইভাবে সেই সকল গুণাবলীর অধিকারী জীবদের সঙ্গে সেইগুলি প্রকাশ করেন। আপনার মায়ায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হলে, পুত্র, পত্নী, গৃহ সংসারে পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে, মানুষ জড় দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে কখনও ভেসে ওঠে এবং কখনও ডুবে যায়। যে ভগবানের কাছ থেকে এই মানব জীবন উপহার স্বরূপ অর্জন করেও তার ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণে এবং আপনার শ্রীচরণে সম্মান জানাতে ব্যর্থ হয়, সে নিশ্চিতরূপে অনুশোচনার যোগ্য, কারণ সে কেবল নিজেকেই প্রবঞ্চনা করছে। যে মানুষ নিতান্তই বিপরীত স্বভাবের ইন্দ্রিয়-বিষয়ের জন্য তার যথার্থ আত্মা, প্রিয়তম সুহৃদ এবং নিয়ন্তা হলেও আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবর্তে বিষ ভক্ষণ করে। আমি, ব্রহ্মা, অন্যান্য দেবতাগণ এবং শুদ্ধচিত্ত মুনিগণ সকলে সর্বতোভাবে আমাদের প্রিয়তম পরমাত্মা এবং ভগবান আপনার কাছে শরণাগত হয়েছি। সত্ত্বের মুক্তির নিমিত্ত, হে ভগবান, আমরা আপনাকে ভজনা করি। আপনি ব্রহ্মাণ্ডের পালক এবং সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ। সমভাবাপন্ন এবং প্রশান্তচিত্ত আপনি প্রকৃত সুহৃদ, পরমাত্মা এবং পূজনীয় ভগবান। আপনি অদ্বিতীয়, সকল জগতের ও সকল আত্মার আশ্রয়। এই বাণাসুর আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত অনুগামী এবং আমি তাকে অভয়যুক্ত করেছি। সুতরাং হে ভগবান, অনুগ্রহ করে তাকে কৃপা করুন, যেমন আপনি অসুরাধীশ প্রহ্লাদকে কৃপা করেছিলেন।"

শ্রীভগবান বললেন—"হে ভগবন্, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা অবশ্যই, তুমি আমাদের কাছে যা প্রার্থনা করছ, তা করব। আমি তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমি বৈরোচনির এই অসুরপুত্রকে হত্যা করব না, কারণ আমি প্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রদান করেছিলাম যে, আমি তাঁর কোন বংশধরকে হত্যা করব না। আমি বাণাসুরের বাহুগুলি ছেদন করেছিলাম তার অহঙ্কার দমন করার জন্য। আর আমি তার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিধন করেছিলাম কারণ তা পৃথিবীর ভার হয়ে উঠেছিল। এই অসুর, যার এখনও চারটি বাহু রয়েছে, সে জরা ও মরণ রহিত হবে এবং সে তোমার প্রধান পার্ষদগণের একজন হয়ে সেবা করবে। এইভাবে তার আর কোনও বিষয়ে কোনও ভয় থাকবে না। এইভাবে অভয় লাভ করে বাণাসুর ভূমিতে তার মাথা স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করল। অতঃপর অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে তাদের রথে উপবেশন করিয়ে বাণ তাঁদের ভগবানের সামনে নিয়ে এসেছিল। সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুশোভিত অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূ উভয়কে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলের সামনে রেখে এক অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা পরিবৃত করলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবাদিদেব শিবের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। প্রচুর পরিমাণে পতাকা ও বিজয় তোরণ দিয়ে দ্বারকাকে সাজানো হয়েছিল এবং রাজপথ ও চত্বরগুলি জল সিঞ্চিত করা হয়েছিল। শঙ্খ, আনকদুন্দুভি ধ্বনিত হলে শ্রীভগবানের আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণগণ এবং জনসাধারণ সকলে এগিয়ে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে অভিনন্দিত করেছিল। প্রাতঃকালে উঠে দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ বিজয় কাহিনী যে স্মরণ করে, তার কখনও পরাজয় হবে না।"

রয়েছে। কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণের সম্পদ অপহৃত হলে, তাকে বাস্তবিকই বিষ বলা যেতে পারে, কারণ জগতে এর কোন প্রতিবিধান নেই। বিষ যে ভক্ষণ করে, কেবল তাকেই নাশ করে, এবং সাধারণ আগুন জল দিয়েই নেভানো যেতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি অপহৃত হলে তা অরণী কাঠ থেকে উৎপন্ন অগ্নির মতো অপহরণকারীর সমগ্র পরিবারকে সমূলে দগ্ধ করে। যথাযথ অনুমতি গ্রহণ না করে যদি কেউ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ভোগ করে, তবে সেই সম্পত্তি তার পরিবারের তিন পুরুষ বংশ বিনষ্ট করে। কিন্তু যদি সে তা বলপূর্বক গ্রহণ করে অথবা সরকার বা অন্য বহিঃশক্তির সাহায্যে তাকে অপহরণ করে, তা হলে তার দশ পূর্বপুরুষ ও দশ উত্তর পুরুষ সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রাজন্যবর্গ তাদের রাজকীয় ঐশ্বর্যে অন্ধ হয়ে নিজেদের অধঃপতন আগে থেকে বুঝতে পারে না। মূর্খের মতো ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি উপভোগের জন্য লালায়িত হয়ে, তারা প্রকৃতপক্ষে নরক গমনেরই অভিলাষ করে। যাদের সম্পত্তি অপহৃত হয়েছে এবং যারা পরিবারভরণহেতু, সেই সকল উদার ব্রাহ্মণগণের অশ্রু স্পর্শলাভ করে যত ধূলিকণা, তত বছরের জন্য ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অপহরণকারী, অসংযত রাজারা তাদের রাজপরিবার সহ কুম্ভীপাক নামে নরকে পাক হবে। নিজের উপহারই হোক অথবা অন্য কারও উপহারই হোক, যে ব্যক্তি কোনও ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে, সে বিষ্ঠার মধ্যে কৃমি রূপে ষাট হাজার বছর জন্ম নিয়ে থাকে। আমি ব্রাহ্মণের ধন কামনা করি না। যারা তা কামনা করে, তারা স্বল্পায়ু এবং পরাভূত হয়। তারা তাদের রাজ্য হারায় এবং অন্যের কাছে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী সর্পে পরিণত হয়। আমার অনুগামীগণ, কোনও অপরাধ করলেও জ্ঞানী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কঠোর আচরণ করবে না। এমন কি তিনি যদি তোমাকে শারীরিক ভাবে আক্রমণও করেন অথবা বারবার তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তবুও সর্বদা তাঁকে প্রণাম নিবেদন করবে। আমি যেমন সযত্নে ব্রাহ্মণদের প্রণাম নিবেদন করি, তেমনি তোমরাও তাঁদের প্রণাম নিবেদন করবে। যে তার অন্যথা করবে, আমি তাদের দণ্ডদান করব। কোনও ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অজ্ঞানিতভাবে অপহৃত হলে, তা অপহর্তার পতনের নিশ্চিত কারণ হয়, ঠিক যেমন, ব্রাহ্মণের গাভী অপহরণ করে নৃগের পরিণতি হয়েছিল। এইভাবে দ্বারকার অধিবাসীদের নির্দেশ প্রদান করে, সকল জগতের পবিত্রকারী ভগবান মুকুন্দ তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।"

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের বৃন্দাবন পরিদর্শন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, একবার শ্রীবলরাম তাঁর সুহৃদবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী হয়ে, তাঁর রথে আরোহণ করে নন্দ গোকুলে গমন করলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের উৎকণ্ঠার পরে গোপগণ এবং তাঁদের পত্নীরা শ্রীবলরামকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর শ্রীবলরাম তাঁর পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং তাঁরা আনন্দিত হয়ে আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।"

নন্দ ও যশোদা প্রার্থনা করলেন—"হে দশার্হ বংশজ, হে জগদীশ্বর, তুমি এবং তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ যেন চিরকাল আমাদের রক্ষা করো।" এই বলে, তাঁরা শ্রীবলরামকে তাঁদের কোলে তুলে নিলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁদের চোখের জলে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন। শ্রীবলরাম অতঃপর বৃদ্ধ গোপগণকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানালেন এবং সকল কনিষ্ঠজনেরা তাঁকে

শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করল। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে বয়স, সখ্যতার স্তর ও পারিবারিক সম্পর্ক অনুসারে যথোপযুক্তভাবে সাক্ষাৎ করে স্মিত হাস্য, করমর্দন ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর, বিশ্রাম গ্রহণের পর, শ্রীভগবান একটি আরামদায়ক আসন গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলে তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হলেন। তাঁর জন্য প্রেমামৃত কম্পিত কণ্ঠে, সেই সকল গোপগণ, যাঁরা তাঁদের সর্বস্ব কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেছেন, তাঁরা [দ্বারকায়] তাঁদের প্রিয়জনদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার পরিবর্তে শ্রীবলরামও গোপবৃন্দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন।"

গোপগণ বললেন—"হে রাম, আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন কুশলে আছেন তো? এবং রাম, তোমরা সকলে তোমাদের স্ত্রী ও পুত্রসহ এখনও কি আমাদের স্মরণ কর? এটি আমাদের মহাসৌভাগ্য যে পাপী কংস নিহত হয়েছে এবং আমাদের প্রিয় আত্মীয়-স্বজন মুক্ত হয়েছে। এবং আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের শত্রুদের নিহত ও পরাজিত করেছেন এবং এক মহা দুর্গে সম্পূর্ণ সুরক্ষা লাভ করেছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"শ্রীবলরামের সাক্ষাৎ দর্শনে সম্মানিতা বোধ করে গোপীরা হাসলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'পুর-স্ত্রীদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন তো? তিনি কি তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্মরণ করেন, বিশেষত তাঁর পিতা ও মাতাকে? আপনি কি মনে করেন যে, তিনি কখনও তাঁর মাতাকে একবারের জন্যও দর্শন করতে আসবেন? এবং মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁর জন্য আমাদের নিরন্তর সেবার কথা স্মরণ করেন? শ্রীকৃষ্ণের জন্য, হে দাশার্হ বংশজ, আমরা আমাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র এবং ভগিনীদের পরিত্যাগ করেছি, যদিও এই সকল পারিবারিক সম্পর্ক ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এখন, হে প্রভু, সেই কৃষ্ণ সহসা আমাদের ত্যাগ করে, আমাদের সঙ্গে সকল প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছেন। তবুও কোনও নারী কেমন করে তাঁর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে না পারে? কিভাবে বুদ্ধিমান পুর-রমণীরা এমন অস্থিরচিত্ত ও অকৃতজ্ঞের কথা বিশ্বাস করতে পারে? তারা অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করবে, কারণ তিনি এত বিচিত্রভাবে কথা বলেন এবং তাঁর সুন্দর সহাস্য দৃষ্টিপাতে তাঁদের কামনা জাগরিত হয়। হে গোপীগণ, কেন তাঁর সম্বন্ধে কথা বলে বিরক্ত করছ? দয়া করে অন্য কোন কথা বল। তিনি যদি আমাদের ছাড়াই তাঁর সময় কাটাতে চান, তা হলে আমরাও একইভাবে [তাঁকে ছাড়াই] আমাদের দিন কাটাতে পারব।' এই সকল কথা বলতে বলতে গোপীরা ভগবান শৌরির হাস্য, তাঁদের সঙ্গে তাঁর মধুর কথোপকথন, তাঁর আকর্ষণীয় দৃষ্টিপাত, তাঁর বিচরণভঙ্গী এবং তাঁর প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করছিলেন। এইভাবে তাঁরা রোদন করতে শুরু করলেন।"

"বিভিন্ন ধরনের অনুনয়ে দক্ষ, সকল জীবের আকর্ষক ভগবান শ্রীবলরাম, তাঁর সঙ্গে পাঠানো শ্রীকৃষ্ণের গোপন বার্তা গোপীদের কাছে বর্ণনা করে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। এই সমস্ত বার্তা গভীরভাবে গোপীদের হৃদয় স্পর্শ করল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম সেখানে মধু ও মাধব এই দুই মাস বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং রাত্রিকালে তিনি তাঁর গোপসখীগণকে প্রণয় সুখ প্রদান করলেন। বহু রমণীর সাথে যমুনা নদীর তীরে একটি উদ্যানে শ্রীবলরাম আনন্দ উপভোগ করলেন। সেই উদ্যান পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় স্নাত ছিল ও বায়ুবাহিত রাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভের সোহাগে স্পর্শিত ছিল। বরুণদেবের পাঠানো, দিব্য বারুণী পানীয় একটি বৃক্ষ কোটর হতে প্রবাহিত হয়ে তার মধুর গন্ধে সমগ্র বন আরও সুবাসিত করেছিল। বায়ু সেই মিষ্ট পানীয় বারুণী সৌরভ বলরামের কাছে বয়ে আনল এবং তিনি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে সেই বৃক্ষের কাছে গেলেন। সেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সখীগণ তা পান করলেন। গন্ধর্বরা যখন শ্রীবলরামের মহিমা গান করছিলেন, তখন তিনি যুবতী রমণীদের উজ্জ্বল পরিমণ্ডলের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। তাঁকে হস্তিনী দল মধ্যে উপভোগরত ইন্দ্রের হস্তী, স্বর্গীয় ঐরাবতের মতো মনে হচ্ছিল। সেই সময় আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হচ্ছিল, গন্ধর্বগণ আনন্দে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন এবং মহান ঋষিগণ শ্রীবলরামের বীরত্বসূচক কার্যের স্তুতি করছিলেন। তাঁর আচরণ যখন গীত হচ্ছিল, তখন শ্রীহলায়ুধ তাঁর সখীদের সাথে বিভিন্ন বনের মধ্যে মত্ত হয়ে বিচরণ করছিলেন। পানীয়ের

হয়ে উঠেছিল। কুণ্ডল শোভিত একটি মাথা রাজদ্বারে এসে পড়তে দেখে উপস্থিত জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি?' এবং অন্যেরা বলল, 'এটা একটা মাথা, কিন্তু কার?' হে রাজন, যখন তারা এটিকে তাদের রাজার মাথা বলে চিনতে পেরেছিল—তখন কাশীর অধিপতির রাণী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, নগরীর সকল অধিবাসীর সঙ্গে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করল—"হায়, আমরা মারা পড়লাম—আমার নাথ, আমার নাথ!" তার পিতার আনুষ্ঠানিক পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করার পর রাজার পুত্র সুদক্ষিণ মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করল—'একমাত্র আমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে আমি তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারি।' তাই দানশীল সুদক্ষিণ তার পুরোহিতের সঙ্গে একত্রে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভগবান মহেশ্বরের আরাধনা শুরু করল। তার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শক্তিমান দেবাদিদেব শিব অবিমুক্তের যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হলেন এবং সুদক্ষিণকে তার পছন্দ মতো বর প্রার্থনা করতে বললেন। রাজপুত্র বর স্বরূপ তার পিতার হত্যাকারীকে হত্যার একটি উপায় প্রার্থনা করল।"

দেবাদিদেব শিব তাকে বললেন—"তুমি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে একত্রে অভিচার আচারের বিধিসমূহ অনুসরণ করে—মূল পুরোহিত—দক্ষিণাগ্নির পরিচর্যা কর। তখন দক্ষিণাগ্নি, বহু প্রমথগণের সঙ্গে একত্রে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, যদি তুমি ব্রাহ্মণদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কারও বিরুদ্ধে তা পরিচালিত কর।' এইভাবে নির্দেশিত হয়ে সুদক্ষিণ কঠোরভাবে আচারগত ব্রতসমূহ পালন করল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার আহ্বান করল। তখন সেই যজ্ঞকুণ্ড থেকে অতীব ভয়ঙ্কর নগ্ন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে অগ্নি উত্থিত হল। সেই অগ্নিময় জীবের শ্মশ্রু ও শিখা ছিল তপ্ত তামার মতো, এবং তার চক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গার উদ্গীরণ করছিল। তার দন্ত ও উগ্র ভ্রূকুটি দ্বারা তার মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। জিহ্বা দ্বারা তার মুখের দুই প্রান্ত লেহন করতে করতে দানবটি তার জ্বলন্ত ত্রিশূলকে কম্পিত করছিল। তাল গাছের মতো দীর্ঘ দুটি পায়ে ভূমি কাঁপিয়ে এবং জগতের সকল দিক দগ্ধ করতে করতে সেই অগ্নিময় দানব ভূতগণের সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে ধাবিত হল। অভিচার আচার দ্বারা সৃষ্ট অগ্নিময় দানবের আগমন লক্ষ্য করে, দ্বারকার অধিবাসীরা সকলে দাবানলে ভীত প্রাণীদের মতো ভয়ার্ত হয়েছিল। ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে মানুষেরা পাশাখেলায় অক্ষক্রীড়ারত পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ক্রন্দন করতে লাগল, 'হে ত্রিভুবনেশ্বর, এই নগর দগ্ধকারী অগ্নি হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের রক্ষা করুন!' "

"শ্রীকৃষ্ণ যখন জনসাধারণের উত্তেজনা শ্রবণ করলেন এবং তাঁর আপন মনুষ্যদেরও শঙ্কিত হতে দেখলেন, পরম শ্রেষ্ঠ আশ্রয় প্রদাতা কেবলমাত্র হাসলেন এবং তাদের বললেন "ভয় কোরো না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।" সর্বশক্তিমান ভগবান, সকলের অন্তরের ও বাহিরের সাক্ষী, হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, দানবটি শিবের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি হতে সৃষ্ট হয়েছিল। দানবকে পরাজিত করার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশে অপেক্ষারত তাঁর চক্রকে প্রেরণ করলেন, সেই সুদর্শন, ভগবান মুকুন্দের চক্র, কোটি সূর্যের মতো প্রজ্বলিত হল। তাঁর প্রভা প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হল এবং তার তাপ দ্বারা সে আকাশ, সকল দিকসমূহ, স্বর্গ ও মর্ত্য এবং অগ্নিময় দানবকেও পীড়িত করল।"

"হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রের ক্ষমতা দ্বারা প্রতিহত হয়ে অভিচার দ্বারা উৎপন্ন অগ্নিময় জীব পরাঙ্মুখ হয়ে পশ্চাদপসরণ করল। হিংস্রতার জন্য সৃষ্ট দানবটি তখন বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করে, সুদক্ষিণ তার যন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, নগরীকে পরিবেষ্টন করে সুদক্ষিণ ও তার পুরোহিতদের সে দগ্ধ করল। অগ্নিময় দানবের পেছনে পেছনে শ্রীবিষ্ণুর চক্রও বারাণসীতে প্রবেশ করল এবং সকল সভাগৃহ, উত্তোলিত বারান্দাসহ আবাসিক প্রাসাদসমূহ, অসংখ্য পণ্যশালা, পুরদ্বার, অট্টালক, গুদাম ও কোষাগার এবং হস্তীশালা, অশ্বশালা, রথশালা ও অন্নশালা সকল সহ নগরীকে দগ্ধ করতে শুরু করল। সমগ্র বারাণসী নগরীকে দগ্ধ করার পর ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র অক্লান্তকর্মা শ্রীকৃষ্ণের পাশে প্রত্যাবর্তন করল। যে মানব ভগবান উত্তমশ্লোকের এই বীরত্বপূর্ণ লীলা স্মরণ করেন অথবা যে মনোযোগের সঙ্গে কেবল তা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়।"

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরাম দ্বিবিদ মহাবানরকে বধ করলেন

মহিমান্বিত রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"আমি অনন্ত ও অপরিমেয় ভগবান শ্রীবলরামের বিস্ময়কর কার্যকর্মের কথা আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। তিনি আর কি করেছিলেন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দ্বিবিদ নামে এক মহাবানর নরকাসুরের বন্ধু ছিল। দৈবের বশে, এই বলশালী দ্বিবিদ রাজা সুগ্রীবের মন্ত্রী লাভ করেছিল। তার বন্ধু নরকের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, বানর দ্বিবিদ নগরী, গ্রাম, খনি ও গোপদের ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দেশটি বিধ্বস্ত করল। একদিন দ্বিবিদ একাধিক পর্বত উৎপাটিত করল এবং নিকটবর্তী সমস্ত রাজ্যগুলি বিশেষত আনর্ত প্রদেশ, যেখানে তার বন্ধুর হত্যাকারী, ভগবান শ্রীহরি বাস করতেন, সেগুলি ধ্বংস করার জন্য সেগুলি কাজে লাগায়। আরেকবার, সে সমুদ্রে নেমে দশ হাজার হাতির শক্তি দিয়ে তার দু'হাতে জল মন্থন করতে থাকে এবং এইভাবে উপকূলবর্তী সমস্ত প্রদেশ নিমজ্জিত করে। দুষ্ট বানরটি মহর্ষিদের আশ্রমের গাছপালা উৎপাটিত করে দেয় এবং তাঁদের যজ্ঞের আগুনে তার মল ও মূত্র ত্যাগ করে সব কলুষিত করল। ঠিক যেমন বোলতা ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গদের বন্দী করে রাখে, তেমনিভাবে উদ্ধত হয়ে সে মেয়ে-পুরুষ সকলকে পর্বত উপত্যকার গুহামধ্যে নিক্ষেপ করত এবং শিলাখণ্ড দিয়ে গুহাটি বন্ধ করে দিত।"

"একবার দ্বিবিদ যখন এইভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে উৎপীড়ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীদের কলুষিত করছিল, সেই সময়ে সে রৈবতক পর্বত থেকে অতি সুমধুর গান শুনতে পায়। তাই সে সেখানে গিয়েছিল। সেখানে সে পদ্মফুলের মালায় শোভিত ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অতীব মনোহর রূপ ধারণ করে প্রকাশিত যদুপতি শ্রীবলরামকে দেখতে পায়। তিনি একদল যুবতী নারীর মধ্যে গান করছিলেন এবং যেহেতু তিনি বারুণী রস পান করেছিলেন, তাই যেন তিনি মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাই তাঁর চোখ দুটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল। তিনি যখন মত্ত হাতির মতো আচরণ করছিলেন, তখন তাঁর দেহ উজ্জ্বল দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিল। দুষ্ট বানরটি একটি গাছের ডালে উঠে বসল এবং তারপর গাছগুলি নাড়াতে নাড়াতে কিলকিলা ধ্বনি করে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিল। শ্রীবলদেবের সঙ্গিনীগণ যখন বানরটির ধৃষ্টতা লক্ষ্য করলেন, তখন তাঁরা হাসতে শুরু করলেন। যাই হোক, তাঁরা তো ছিলেন পরিহাসপ্রিয়া ও চপলস্বভাব তরুণী। এমনকি শ্রীবলরাম লক্ষ্য করা সত্ত্বেও, দ্বিবিদ তার ভ্রূ নাচিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে, তাদের সামনে এসে তার মলদ্বার প্রদর্শন করে তরুণীদের অপমান করেছিল। যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ক্রুদ্ধ, শ্রীবলরাম তাকে একটা পাথর ছুঁড়ে মারলেন, কিন্তু চতুর বানর পাথরটিকে এড়িয়ে গেল এবং শ্রীভগবানের পানীয় রসের পাত্রটি দখল করল। শ্রীবলরামকে পরিহাস করে হাসতে হাসতে সে আরও ক্রুদ্ধ করে তুলে দুষ্ট দ্বিবিদ তখন পাত্রটি ভেঙে ফেলে এবং তরুণীদেরও বস্ত্র আকর্ষণ করে শ্রীভগবানকে আরও উত্ত্যক্ত করল। এইভাবে সেই বলশালী বানরটি মিথ্যা অহংকার দেখিয়ে উদ্ধত হয়ে শ্রীবলরামকে ক্রমাগত অপমান করতে থাকে। শ্রীবলরাম বানরের অভদ্র আচরণ এবং চতুর্দিকের নানা দেশে তার উপদ্রব সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করলেন। এইভাবে শ্রীবলরাম তাঁর শত্রুকে বধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্রুদ্ধভাবে তাঁর গদা ও মুষল অস্ত্র গ্রহণ করলেন। শক্তিশালী দ্বিবিদও যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এল। একহাতে একটি শাল গাছ উৎপাটিত করে নিয়ে সে শ্রীবলরামের দিকে ধাবিত হল এবং গাছের গুঁড়িটি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করল। কিন্তু ভগবান সঙ্কর্ষণ পাহাড়ের মতো অবিচলিত থাকলেন এবং তাঁর মাথার উপরে পতনোন্মুখ গাছের গুঁড়িটিকে ধারণ করলেন মাত্র। অতঃপর তিনি সুনন্দ নামে তাঁর গদা দিয়ে দ্বিবিদকে আঘাত করলেন। শ্রীভগবানের গদা দিয়ে মাথায় আঘাত

পেয়ে রক্তধারায় দ্বিবিদ রক্তিম হয়ে উঠল—যেন গৈরিক রঞ্জিত এক পর্বত। আঘাত উপেক্ষা করে, দ্বিবিদ আরেকটি গাছ উৎপাটন করে পাশবিক শক্তি দ্বারা সেটি পত্রশূন্য করল এবং শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। এখন ক্রুদ্ধ শ্রীবলরাম গাছটিকে শত শত খণ্ডে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলে পর দ্বিবিদ আরও একটি গাছ তুলে নিয়ে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। এই গাছটিকেও শ্রীভগবান শত শত খণ্ডে চূর্ণ করলেন। এইভাবে আক্রান্ত হয়ে তিনি বারে বারে গাছগুলিকে চূর্ণ করছিলেন, ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধরত দ্বিবিদ সেই বনটি বৃক্ষশূন্য না হওয়া পর্যন্ত চতুর্দিক থেকে বৃক্ষ উৎপাটন করছিল। ক্রুদ্ধ বানর তখন শ্রীবলরামের উপর শিলা বর্ষণ করতে থাকল, কিন্তু মুষলায়ুধধারী সহজেই সেই সমস্তই চূর্ণ করলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী বানর দ্বিবিদ এখন তার তালগাছের মতো বাহু মুষ্টিকে বদ্ধ করে শ্রীবলরামের সামনে এল এবং তার মুষ্টি দিয়ে শ্রীভগবানের দেহে আঘাত করল। ক্রুদ্ধ যাদবাধিপতি তখন তাঁর লাঙল ও মুষল নিক্ষেপ করে তাঁর খালি হাত দুটি দিয়ে দ্বিবিদের কাঁধে আঘাত করলেন। বানরটি রক্তবমন করতে করতে পড়ে গেল। যখন সে ভূপতিত হল, হে কুরুশার্দুল, তখন রৈবতক পর্বত তার বৃক্ষযুক্ত শিখর ও বনস্পতি নিয়ে, যেন সমুদ্রে বায়ু তাড়িত নৌকার মতো কেঁপে উঠেছিল। স্বর্গের দেবতা, সিদ্ধ ও মহান ঋষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "আপনার জয় হোক! আপনাকে নমস্কার। দারুণ! বেশ করেছেন!" এবং শ্রীভগবানের উপরে, তাঁরা পুষ্প বর্ষণ করলেন। এইভাবে সমস্ত জগতে উপদ্রবকারী দ্বিবিদকে বধ করে, জনগণের দ্বারা সমস্ত পথে তাঁর মহিমা-কীর্তিত হয়ে, শ্রীভগবান তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

* * *

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

সাম্বের বিবাহ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, যুদ্ধে চির বিজয়ী, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব, দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে তার স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান হতে অপহরণ করেছিলেন।"

ক্রুদ্ধ কুরুগণ বললেন—"এই দুর্বিনীত বালক আমাদের অবিবাহিত কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক অপহরণ করে আমাদের অপমান করেছে। এই দুর্বিনীত সাম্বকে বন্দী কর। বৃষ্ণিরা কি করবে? আমাদের অনুগ্রহে আমাদের অনুমোদিত রাজ্য তারা শাসন করছে। তাদের পুত্র বন্দী হয়েছে শুনে যদি বৃষ্ণিরা এখানে আসে, তা হলে আমরা তাদের দর্প চূর্ণ করব। এইভাবে শরীরের ইন্দ্রিয়াদি কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার মতোই, ওরা অবদমিত হয়ে থাকবে।" এই কথা বলার পর এবং কুরুবংশের বরিষ্ঠ সদস্যগণ তাঁদের পরিকল্পনা অনুমোদন করলে, কর্ণ, শল, ভূরি, যজ্ঞকেতু ও সুযোধন সাম্বকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করলেন। দুর্যোধন ও তার সঙ্গীদের তাঁর দিকে ধাবিত হতে দেখে, মহারথ সাম্ব তাঁর সুরম্য ধনুক গ্রহণ করলেন এবং সিংহের মতো একাকী দাঁড়িয়ে রইলেন। তাকে বন্দী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ প্রমুখ ক্রুদ্ধ ধনুর্ধারীগণ চিৎকার করে সাম্বকে বললেন, "দাঁড়াও, যুদ্ধ কর। দাঁড়াও, যুদ্ধ কর!" তাঁরা তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর প্রতি তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব কুরুগণের দ্বারা অন্যায়ভাবে ক্লিষ্ট হয়ে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীদের আক্রমণও সহ্য করতে পারে না, তেমনি সেই যদুনন্দনও তাঁদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না।

বীর সাম্ব তাঁর সুরম্য ধনুকে টঙ্কার করে কর্ণ প্রমুখ ছয়জন যোদ্ধাকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তিনি ছয়টি রথকে ছয়টি তীর দ্বারা, প্রতি দলের চারটি অশ্বকে চারটি তীর দ্বারা এবং প্রত্যেক সারথিকে একটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন আর তেমনিভাবে রথগুলির অধিনায়ক শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণকেও আহত করলেন। শত্রু যোদ্ধাগণ সাম্বের এই শৌর্য প্রদর্শনের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁকে রথচ্যুত হতে বাধ্য করার পরে তাঁদের চারজন তাঁর চারটি অশ্বকে আঘাত করলেন, তাঁদের একজন তাঁর সারথিকে নিহত করলেন এবং অন্যজন তাঁর ধনুকটি ভেঙে দিলেন। যুদ্ধে সাম্বকে তাঁর রথ থেকে নামিয়ে কুরু যোদ্ধাগণ অতিকষ্টে তাঁকে বন্ধন করলেন এবং তারপর সেই বালক ও তাদের রাজকন্যাকে নিয়ে বিজয়ী হয়ে তাদের নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"হে রাজন্, যখন শ্রীনারদের কাছ থেকে যাদবগণ এই সংবাদ শুনলেন তখন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। রাজা উগ্রসেনের প্ররোচনায় তাঁরা কুরুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যেই বর্মপরিহিত বৃষ্ণী বীরদের শ্রীবলরাম তবুও শান্ত করলেন। তিনি, কলিযুগ উদ্রেককারী কুরু ও বৃষ্ণীগণের মধ্যে কলহ চাননি। তাই ব্রাহ্মণগণ ও পরিবারের বরিষ্ঠদের সঙ্গে নিয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিমান তাঁর রথে তিনি হস্তিনাপুরে গেলেন। তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে যেন প্রধান গ্রহমণ্ডলী পরিবৃত চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল। হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে, শ্রীবলরাম নগরীর বাইরে একটি উদ্যানে অবস্থান করলেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুসন্ধান করবার জন্য উদ্ধবকে আগে প্রেরণ করলেন। অম্বিকার পুত্রকে (ধৃতরাষ্ট্র) এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্যোধনকে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর উদ্ধব তাঁদের জানালেন যে, শ্রীবলরাম উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রিয়তম সখা বলরাম আগমন করেছেন শ্রবণ করে আনন্দে, তাঁরা প্রথমে উদ্ধবকে সম্মানিত করলেন এবং তারপর তাঁদের হাতে মাঙ্গলিক অর্ঘ্য বহন করে শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁরা শ্রীবলরামের সমীপবর্তী হয়ে অর্ঘ্য ও গাভীসমূহ উপহার দ্বারা যথাযোগ্য রূপে তাঁর অর্চনা করলেন। কুরুগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর প্রকৃত প্রভাব অবগত ছিলেন, তাঁরা ভূমিতে তাঁদের মস্তক স্পর্শ করার মাধ্যমে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। উভয় পক্ষই তাঁদের আত্মীয়বর্গ কুশলে রয়েছেন শ্রবণ করার পর এবং উভয়ে পরস্পরের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পরে, শ্রীবলরাম স্পষ্টভাবে কুরুগণকে বললেন—রাজা উগ্রসেন আমাদের প্রভু এবং রাজন্যবর্গের শাসক। আপনাদের যা করার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন, স্থির মনোযোগের সঙ্গে আপনাদের তা শ্রবণ করা উচিত এবং তারপর তৎক্ষণাৎ আপনাদের তা পালন করা উচিত।"

রাজা উগ্রসেন বললেন—"যদিও অধার্মিক উপায়ে আপনারা কয়েকজন এক ধর্মপ্রাণ বিপক্ষকে পরাজিত করেছেন, তবুও পরিবারের সদস্যবর্গের মধ্যে ঐক্যের স্বার্থে আমি তা সহ্য করছি। শ্রীবলদেবের চিন্ময় শক্তির উপযোগী এই সকল শৌর্য বীর্য ও তেজস্বী কথা শ্রবণ করে কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং বললেন—আহা, কী আশ্চর্য ব্যাপার! কালের গতি বাস্তবিকই অলঙ্ঘনীয়—নিম্নশ্রেণীর পাদুকা এখন রাজমুকুটধারী মস্তকে আরোহণ করতে চায়। যেহেতু এইসকল বৃষ্ণিগণ আমাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তাই আমাদের শয্যায়, আসনে ও ভোজনে অংশগ্রহণের অনুমতি লাভ করে, আমরা তাদের সমমর্যাদা প্রদান করেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমরাই তাদের রাজ সিংহাসন প্রদান করেছি। আমরা গ্রাহ্য না করার ফলেই তারা চামর ব্যজন এবং শঙ্খ, শ্বেত, ছত্র, সিংহাসন ও রাজশয্যা উপভোগ করতে পারছে। বিষধর সর্পকে দুধ খাওয়ালে যেমন উৎপাতের কারণ হয়ে ওঠে, তেমনই এখন হয়ে উঠেছে যদু, যদুগণকে আর রাজকীয় লক্ষণাদি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের অনুগ্রহে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এই সমস্ত যাদবগণ এখন নির্লজ্জভাবে আমাদেরই নির্দেশ প্রদানের ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন অথবা অন্যান্য কুরুগণ কোন কিছু প্রদান না করলে ইন্দ্রও তা অধিকার করার সাহস কিভাবে করবে? তা যেন সিংহের শিকারে একটা মেষশাবকের ভাগ বসানোরই মতো।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, তাদের উচ্চ কুল ও সম্পর্কের ঔদ্ধত্যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে গর্বোন্মত্ত হয়ে কুরুবর্গ শ্রীবলরামকে এই সকল কর্কশ কথা বলে,

রত্নদীপের দীপ্তি প্রাসাদের সকল অন্ধকার দূর করত। হে রাজন, ছাদের ওপরে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদরত ময়ূরেরা নৃত্য করত, যারা গবাক্ষ পথে নির্গত সুগন্ধী অগুরু ধূপকে দেখে মেঘ বলে ভুল করত। সেই প্রাসাদে তখন ব্রাহ্মণ সাত্বত পতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে, যিনি স্বর্ণ-দণ্ড-যুক্ত চামর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করছিলেন, তাঁকে একত্রে দর্শন করলেন। যদিও তাঁর পত্নীর সমান রূপবত, গুণ, যৌবন ও সুবসন বিশিষ্ট সহস্র দাসী অনবরত তাঁর পত্নীর সেবায় নিয়োজিত রয়েছে, তবুও তিনি (পত্নী) এইভাবে নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছিলেন। ভগবান ধর্মীয় নীতিসমূহের পরম ধারক। তাই তিনি যখন নারদকে লক্ষ্য করলেন, তিনি তখন তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীদেবীর শয্যা থেকে উঠে তাঁর মুকুটযুক্ত মস্তক নারদের দুই চরণে অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং কৃতাঞ্জলি যুক্ত হয়ে তাঁর নিজ আসনে মুনিকে উপবেশন করালেন। শ্রীভগবান নারদের দুই চরণ প্রক্ষালন করলেন এবং অতঃপর সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ পরম জগদ্গুরু এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের পতি, তবু এইভাবে তাঁর আচরণ যথাযথ ছিল কারণ তাঁর নাম ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীভগবান, যিনি ব্রাহ্মণগণকে অনুগ্রহ করেন। এমনকি শ্রীভগবানের নিজ চরণধৌত জলও পরম তীর্থস্থান গঙ্গা হয়ে ওঠে, তবু এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে তাঁর দুই চরণ ধৌত করার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। বৈদিক বিধি অনুসারে পূর্ণরূপে দেবর্ষির অর্চনা করে, শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং আদি ঋষি—নারায়ণ, নরের সখা—নারদের সঙ্গে কথা বললেন এবং শ্রীভগবানের পরিমিত উক্তি ছিল অমৃতের মতো মধুর। অবশেষে শ্রীভগবান নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?' "

শ্রীনারদ বললেন—"হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আপনি যে সকল জগতের পালক, সকল জনের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করেন এবং দুষ্টজনকেও দমন করেন, তা বিস্ময়ের নয়। আমরা ভালভাবে জানি, আপনার মধুর ইচ্ছাক্রমে এই জগতের স্থিতি, পালন ও পরম মঙ্গল সাধনের জন্য আপনি অবতরণ করেন। এইভাবে আপনার মহিমাধ্বনি সর্বত্র গীত হয়। এখন আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, যা আপনার ভক্তবৃন্দকে মুক্তি প্রদান করে, এমনকি ব্রহ্মা ও অন্যান্য গভীর বুদ্ধিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তিগণও তাঁদের হৃদয় মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর চিন্তা করেন এবং যিনি সংসারের কূপ মধ্যে পতিত জনের উদ্ধারের অবলম্বন স্বরূপ। কৃপা করে আমায় অনুগ্রহ করুন যাতে আমি অবিরত আপনার চিন্তা করে ভ্রমণ করতে পারি। অনুগ্রহ করে আপনার স্মরণের শক্তি আমাকে প্রদান করুন।"

"হে রাজন, অতঃপর নারদ যোগেশ্বরগণেরও অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শক্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রহী হয়ে তাঁর অন্য এক পত্নীর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি শ্রীভগবানকে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও তাঁর সখা উদ্ধবের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ারত দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হয়ে নারদকে আসন প্রভৃতি প্রদান করে তাঁর পূজা করলেন এবং তারপর যেন তিনি জানতেন না এইভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কখন এসেছেন? আমাদের মতো অপূর্ণকামগণ, যাঁরা পূর্ণকাম, তাঁদের জন্য কি করতে পারে? তথাপি, হে প্রিয় ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমার জীবনকে সার্থক করুন।' এইভাবে সম্বোধিত হয়ে নারদ বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি কেবল নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রইলেন এবং অন্য প্রাসাদে গমন করলেন।"

"এইবার শ্রীনারদ দর্শন করলেন যে, স্নেহময় পিতার মতো শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিশুপুত্রকে লালনে যুক্ত রয়েছেন। সেখান থেকে তিনি অন্য একটি প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। একটি প্রাসাদে শ্রীভগবান যজ্ঞে আহুতি নিবেদন করছিলেন; আরেকটিতে পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করছিলেন, অন্য আরেকটিতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাচ্ছিলেন এবং অন্য কোন একটিতে ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করছিলেন। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে সূর্যাস্তের উপাসনার আচার বিধি পালন করছিলেন এবং শান্তভাবে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছিলেন আর অন্য কোথাও বা তরবারি ও ঢাল নিয়ে অসিচালন শিক্ষার আখড়ায় ঘুরছিলেন। একস্থানে শ্রীভগবান অশ্বে, গজে ও রথে আরোহণ করছিলেন এবং অন্য একটি স্থানে তিনি যখন তাঁর শয্যায় বিশ্রাম করছিলেন, তখন চারণগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল। কোথাও বা উদ্ধবের মতো রাজমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি মন্ত্রণা করছিলেন এবং অন্য

কোথাও বা বারাঙ্গনা এবং অন্যান্য যুবতী পরিবৃত হয়ে জলের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। কোথাও তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সুসজ্জিতভাবে বিভূষিতা গাভী প্রদান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি মহাকাব্যের ইতিহাস ও পুরাণাদির মঙ্গলজনক বর্ণনা শ্রবণ করছিলেন। কোথাও কোনও একজন পত্নীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে রসিকতাপূর্ণ বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে দেখা গেল। কোথাও বা তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে রত দেখতে পেলেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া গেল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে নিয়োজিত এবং কোথাও বা শাস্ত্রীয় বিধিনিয়ম অনুসারে তাঁকে পারিবারিক জীবন উপভোগ করতে দেখা গেল। কোথাও তিনি একাকী উপবেশন করে জড়া-প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠগণকে কাম্য বস্তু নিবেদন ও সশ্রদ্ধ পূজা দ্বারা শুশ্রূষা করছিলেন। একস্থানে তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি শান্তি স্থাপন করছিলেন। কোথাও বা শ্রীকেশব ও শ্রীবলরাম একত্রে সাধুবর্গের কল্যাণ চিন্তা করছিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে উপযুক্ত বধূ ও বরের সঙ্গে যথার্থ সময়ে তাঁর পুত্র ও কন্যাদের বিবাহ প্রদানে নিয়োজিত দেখতে পেলেন এবং সেই বিবাহ অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল। নারদ লক্ষ্য করলেন কিভাবে সকল যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কন্যা ও জামাতাদের পাঠাবার এবং অভ্যর্থনার সময়ে আবার তাদের গৃহে আপ্যায়ন আনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসকল উৎসবাদি দেখে পুরবাসীরা বিস্মিত হয়েছিল। কোথাও তিনি বিশদভাবে যজ্ঞাদির মাধ্যমে দেবতাদের পূজা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি কূপ, জল উদ্যান, ও মঠাদি নির্মাণ করে জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য পূর্ণ করছিলেন। অন্য একটি স্থানে তিনি মৃগয়ারত ছিলেন। তাঁর সিন্ধী অশ্বে আরোহণ করে এবং শ্রেষ্ঠ যদু বীরবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি যজ্ঞে নিবেদনের উদ্দেশ্যে পশুবধ করছিলেন। কোথাও যোগেশ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রীবর্গ ও পুরবাসীরা কি ভাবছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাদের বাড়িতে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছিলেন। এইভাবে শ্রীভগবানের এই যোগমায়ার অভিব্যক্তি দর্শন করে নারদ মৃদু হাসলেন এবং তারপর মানুষী আচরণে লীলারত ভগবান শ্রীহৃষীকেশকে বললেন—হে পরমাত্মন, হে যোগেশ্বর, এখন আমরা মহাযোগীদেরও দুর্জ্ঞেয় আপনার মায়াশক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করছি। কেবলমাত্র আপনার শ্রীচরণযুগলের সেবার দ্বারা আমি আপনার শক্তিরাজি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছি। হে দেব, আমাকে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করুন। জগৎ পবিত্রকারী আপনার লীলাসমূহ উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে আমি আপনার যশে আপ্লুত ভুবনমণ্ডল পরিভ্রমণ করব।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমিই ধর্মের বক্তা, কর্তা ও অনুমোদনকারী। জগতে ধর্ম-নীতি শিক্ষা প্রদানের জন্য আমি তা আচরণ করি, হে পুত্র, তাই বিভ্রান্ত হয়ো না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে প্রতিটি প্রাসাদে নারদ শ্রীভগবানকে তাঁর একই স্বরূপে গৃহস্থদের পবিত্রকারী ধর্মীয় পারমার্থিক আচরণবিধি পালন করতে লক্ষ্য করেন। অনন্তশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহা-যোগমায়ার প্রকাশ বারবার দর্শন করে মুনি বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়েছিলেন। ধর্ম, অর্থ, কাম সম্পর্কিত উপহার সামগ্রী আন্তরিকভাবে নারদকে প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ সম্যকরূপেই তাঁকে সম্মানিত করলেন। এইভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে মুনিবর শ্রীভগবানকে নিরন্তর স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করলেন। এইভাবে ভগবান নারায়ণ সাধারণ মানুষের পথ অনুকরণ করে সকল জীবের কল্যাণের জন্য তাঁর দিব্য শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। হে রাজন, এইভাবে যারা তাদের সলজ্জ, সৌহার্দময় দৃষ্টিপাত ও হাস্য দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেছিলেন, তাঁর সেই ষোড়শ সহস্র শ্রেষ্ঠ পত্নীর সঙ্গে, তিনি আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। ভগবান শ্রীহরি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের পরম কারণ। হে রাজন, যিনি তাঁর সম্পাদিত অনুকরণীয় অসম্ভব আচরণ কীর্তন করেন, শ্রবণ করেন বা কেবলমাত্র অনুমোদন করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে মোক্ষদাতা ভগবানের জন্য ভক্তি লাভ করেন।"

• • •

সপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন, "উষাকাল নিকটে উপস্থিত হলে শ্রীমাধবের মহিষীগণ প্রত্যেকে তাঁদের পতির কণ্ঠলগ্ন হয়ে কলরবরত মোরগদের অভিশাপ দিতে লাগলেন। রমণীগণ যে এখন পতিবিরহ বোধ করবেন, তা ভেবে তাঁরা কাতর হলেন। পারিজাত উদ্যান থেকে আগত সুবাসের প্রভাবে ভ্রমরের গুঞ্জনে পাখিরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিল এবং তারা যখন সভা কবিদের মতো ভগবানের মহিমা কীর্তনের মতো উচ্চৈঃস্বরে গান করতে শুরু করল, তখনই তারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগিয়ে দিল। যেহেতু এখন তিনি তাঁর আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত হবেন, তাই তাঁর প্রিয়তমের দুই বাহুর মধ্যে শায়িত রাণী বৈদর্ভী এই পরম পবিত্র সময়টিকে পছন্দ করছিলেন না। শ্রীমাধব ব্রাহ্ম-মুহূর্তে গাত্রোত্থান করে জল স্পর্শ করতেন। অতঃপর তিনি, তাঁর আপন প্রকৃতি দ্বারা সকল কলুষ ছিন্ন-দূরীকৃত হয় এবং যিনি তাঁর এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিনাশের কারণস্বরূপ নিজ শক্তিনির্মিত দ্বারা তাঁর আপন সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশ করেন, সেই অনন্ত, অব্যয়, অখণ্ড স্বপ্রকাশ নিজ স্বরূপে বিমল চিত্তে ধ্যানমগ্ন হতেন। সেই সাধুজন শিরোমণি অতঃপর শুদ্ধ জলে স্নান করতেন। পরে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্র দু'খণ্ড পরিধান করতেন এবং প্রাতঃকালীন পূজা থেকে শুরু করে সামগ্রিক পর্যায়ক্রমে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচারসমূহ সম্পাদন করতেন। পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করার পর শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। প্রতিদিন শ্রীভগবান উদিত সূর্যের পূজা করতেন এবং তাঁর অংশোদ্ভূত দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করতেন। বিবেকী শ্রীভগবান তারপর যত্নসহকারে তাঁর জ্যেষ্ঠ বর্গের ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করতেন। সুন্দর বিভূষিত ব্রাহ্মণগণকে তিনি স্বর্ণশৃঙ্গ-খুর ও মুক্তা-কণ্ঠহার যুক্ত একদল শান্ত ও গৃহপালিত গাভী প্রদান করতেন। এই সমস্ত গাভীরাও সুন্দর সজ্জিত থাকত এবং তাদের খুরের অগ্রভাগ রৌপ্য দ্বারা আবদ্ধ থাকত। প্রচুর দুগ্ধপ্রদায়ী তারা ছিল প্রথম প্রসূতা এবং সবৎসা। শ্রীভগবান প্রতিদিন ১৩,০৮৪টি গাভীর বহু দলকে ক্ষৌম-বস্ত্র, মৃগ-চর্ম ও তিল সহ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করতেন। গাভী, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের প্রতি, জ্যেষ্ঠবর্গ ও গুরুগণের প্রতি এবং যাঁরা পরমেশ্বরের অংশপ্রকাশ—সেই সকল জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণ নমস্কার নিবেদন করতেন। তারপর তিনি মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করতেন। মনুষ্য সমাজের বিভূষণস্বরূপ, তাঁর নিজস্ব বিশেষ বসন, অলঙ্কার, দিব্য পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন দ্বারা তিনি তাঁর দেহটি শোভিত করতেন। তারপর তিনি ঘি, আয়না, গাভী, বৃষ, ব্রাহ্মণ ও দেবতা দর্শন করতেন এবং প্রাসাদে ও সারা নগরে বসবাসকারী সমাজের সকল শ্রেণীর জনসাধারণ যাতে উপহার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি নজর রাখতেন। অবশেষে, সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রীদের অভিনন্দিত করতেন। প্রথমে ব্রাহ্মণদের পুষ্পমালা, পান ও চন্দন বিতরণ করার পর তিনি এই সকল উপহার তাঁর বান্ধব, মন্ত্রী ও পত্নীদেরও প্রদান করতেন এবং অবশেষে তিনি স্বয়ং এই সমস্ত কিছু গ্রহণ করতেন। সেই সময় সুগ্রীব সহ, তাঁর অন্যান্য অশ্ব যুক্ত শ্রীভগবানের পরম বিস্ময় রথটি তাঁর সারথি নিয়ে আসত। তাঁর সারথি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। ঠিক যেমন পূর্বের পর্বতে সূর্য উদিত হয়, তেমনিভাবে তাঁর সারথির হস্ত ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধবের সঙ্গে রথে আরোহণ করতেন। প্রাসাদের রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলজ্জ প্রেমময়ী দৃষ্টিপাতের দ্বারা নিরীক্ষণ করতেন আর তাই তিনি অনেক কষ্টে থেকে অতি কষ্টে মুক্ত হতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাস্যময় মুখমণ্ডল দ্বারা তাদের মনকে মুগ্ধ করে চলে যেতেন।"

"হে রাজন, শ্রীভগবান সকল বৃষ্ণিগণ পরিবৃত হয়ে সুধর্মা নামে যে সভাগৃহে প্রবেশ করতেন, সেখানে প্রবেশকারী সকলেই জড় জীবনের ছয়টি তরঙ্গ থেকে রক্ষা পেত। সেখানে সেই সভাগৃহে সর্বশক্তিমান

শ্রীভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করলে, তিনি তাঁর অনন্য দীপ্তিতে দিঙ্মণ্ডলে আলো বিকীর্ণ করে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছিলেন। মানুষের মধ্যে সিংহের মতো যদুগণ পরিবৃত হয়ে সেই যদুশ্রেষ্ঠ অসংখ্য নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্রের মতো উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। আর সেখানে, হে রাজন, বিদূষকেরা নানা পরিহাসজনক ভাব প্রদর্শন করে শ্রীভগবানের মনোরঞ্জন করতেন, দক্ষ চিত্তবিনোদনকারীরা তাঁর জন্য অনুষ্ঠান করতেন এবং নর্তকীরা উৎসাহের সঙ্গে নৃত্য করতেন। এই সকল শিল্পীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নৃত্য-গীত করতেন এবং পেশাদার কবি, ইতিহাস কথক ও স্তুতি-পাঠকগণ শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ সেই সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে অমর্থবোধে বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করতেন এবং অন্যান্যরা অতীতের পুণ্যবান রাজাদের কথা সবিশেষ বর্ণনা করতেন।"

"হে রাজন, একবার কোন এক অপূর্বদর্শন পুরুষ সভায় উপস্থিত হয়েছিল। দ্বাররক্ষক তার কথা শ্রীভগবানকে জ্ঞাপন করার পর তাকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। সেই পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করল এবং কিভাবে অসংখ্য রাজাদের জরাসন্ধ বন্দী করে রাখায় তারা কষ্ট ভোগ করছিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানকে তা বর্ণনা করল। দুই সহস্র রাজা যারা জরাসন্ধের দিগ্বিজয়ের সময় তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা গিরিব্রজ নামক দুর্গে জরাসন্ধ দ্বারা বলপূর্বক বন্দী হয়ে আছে।"

রাজারা বললেন [তাঁদের দূতের মাধ্যমে যেমন বর্ণিত হয়েছিল]—"হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে অপ্রমেয়-আত্মা, হে শরণাগতজনের ভয় বিনাশক। আমাদের ভিন্ন মনোভাব সত্ত্বেও আমরা সংসারের ভয়বশত আপনার শরণাগত হয়েছি। এই জগতের মানুষেরা সর্বদা পাপকর্মে রত এবং এইভাবে তারা আপনার নির্দেশ অনুসারে আপনার অর্চনা করার তাদের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে, এই আচরণের মাধ্যমেই তাদের সৌভাগ্য লাভ হবে। আমরা সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি যিনি কালরূপে আবির্ভূত হন এবং এই জগতে কারও দীর্ঘ জীবনের জন্য দুর্দম আকাঙ্ক্ষা সহসা ছেদন করেন। আপনি জগতের অধীশ্বর এবং সাধুগণকে রক্ষা ও দুর্জনদের দমন করার জন্য আপনার নিজস্ব শক্তিসহ আপনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ভগবান, আমরা বুঝতে পারছি না কিভাবে অন্য কেউ আপনার বিধান লঙ্ঘন করেও অবিরত তার কর্মফলের আনন্দ ভোগ করতে পারে। হে ভগবান, সর্বদা ভয়ে পূর্ণ, মৃতবৎ এই দেহ নিয়ে আমরা স্বপ্নবৎ, বিষয়সাধ্য রাজসুখের বোঝা বহন করি। এইভাবে আমরা আত্মার প্রকৃত সুখ পরিত্যাগ করেছি, যা আপনার প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা লাভ করা যায়। অত্যন্ত দীনহীন হওয়ার ফলে, আমরা এই জীবনে আপনার মায়া শক্তির অধীনে কেবলই ক্লেশ ভোগ করছি। সুতরাং যেহেতু আপনার পাদপদ্ম শরণাগতের শোক দূর করে, তাই মগধ রাজ-রূপ কর্মের শৃঙ্খলের বন্দীত্ব হতে আমাদের মুক্ত করুন। দশ সহস্র মত্ত হস্তীর বিক্রম একাকী ধারণ করে, ঠিক যেভাবে কোনও সিংহ মেষদের আবদ্ধ করে, সেভাবে সে আমাদের তার গৃহে বন্দী করে রেখেছে। হে চক্রধারী! আপনার শক্তি অসীম, আর তাই সতেরবার আপনি যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তখন, মনুষ্যজনোচিত কার্যে সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হয়ে আপনি তাকে একবার আপনাকে পরাজিত করতে সুযোগ প্রদান করেছিলেন। এখন তাই সে এতটাই অহঙ্কারে পূর্ণ যে, আপনার প্রজারূপে সে আমাদের উৎপীড়ন করার সাহস করছে। হে অজিত, কৃপা করে এই অবস্থার প্রতিকার করুন।"

দূত আরও বলল—"এই সকল জরাসন্ধের কাছে বন্দী রাজাদের এই হল বার্তা। তাঁরা আপনার চরণযুগলের শরণাগত হয়ে, সকলেই আপনার দর্শনাভিলাষী। এই সকল দীনজনকে কৃপা করে সৌভাগ্য প্রদান করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"রাজাদের দূত যখন এইভাবে বলছিল, তখন দেবর্ষিদের অধিকর্তা শ্রীনারদ সহসা আবির্ভূত হলেন। মাথায় পিঙ্গল জটাজুটধারী পরম জ্যোতির্ময় সেই ঋষি উজ্জ্বল সূর্যের মতো প্রবেশ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও শিবের মতো জগৎ পালকদেরও কাছে অর্চনীয় ঈশ্বর, তবুও নারদ মুনিকে উপস্থিত হতে লক্ষ্য করা মাত্র তিনি তাঁর মন্ত্রী ও

সচিবদের নিয়ে মহান ঋষিকে অভ্যর্থনার জন্য আনন্দিত হয়ে দণ্ডায়মান হলেন এবং তাঁর মস্তক অবনত করে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। নারদ মুনি তাঁকে নিবেদিত আসন গ্রহণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মুনিকে সম্মানিত করলেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সন্তুষ্ট করে সত্যনিষ্ঠ ও মধুর বাক্য বললেন—"ত্রিভুবন জগৎপরিভ্রমণকারী আপনার মতো একজন মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ত্রিভুবন আজ অবশ্যই সকল ভয় হতে মুক্ত হল। শ্রীভগবানের সৃষ্টি বিষয়ে কিছুই আপনার কাছে অজানা নয়। সুতরাং আমাদের কৃপা করে বলুন—পাণ্ডবেরা কি করতে চায়।"

শ্রীনারদ বললেন—"আমি বহুবার আপনার মায়ার দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি লক্ষ করেছি, হে সর্বশক্তিমান, যার দ্বারা আপনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকেও মোহিত করেন। হে সর্বব্যাপক ভগবান, তাই আমার কাছে আশ্চর্য নয় যে, ধূম দ্বারা অগ্নি যেমন নিজের আলো আচ্ছন্ন রাখে, তেমনি সর্বভূতে বিচরণশীল আপনিও আপনার নিজ শক্তিরাশি দিয়ে নিজেকে গোপন করে রাখেন। আপনার উদ্দেশ্য কে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে? আপনার জড় শক্তি দ্বারা আপনি এই সৃষ্টিকে বিস্তার করেন এবং প্রত্যাহারও করেন, যা এইভাবে প্রকৃত বিদ্যমান হয়ে থাকে। যার চিন্ময় অবস্থান অচিন্তনীয়, সেই আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। জন্ম-মৃত্যু চক্রে ধৃত জীব জানে না কিভাবে সে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এই জড় দেহ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। কিন্তু আপনি শ্রীভগবান, আপনার বিভিন্ন নিজরূপে এই জগতে অবতরণ করে আপনার লীলা সম্পাদন করার মাধ্যমে আপনার যশোরূপ প্রজ্বলিত প্রদীপ দিয়ে আত্মার পথ আলোকিত করেন। তাই, আমি আপনার শরণাগত হলাম। তথাপি, হে পরম ব্রহ্ম, আপনার পিসিমার পুত্র, আপনার ভক্ত যুধিষ্ঠির মহারাজ মানবরূপে লীলারত আপনাকে কি জানাতে চান, আমি আপনাকে তা বলব।"

"একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অভিলাষী রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞ দ্বারা আপনার পূজা করতে চান। দয়া করে তাঁর উদ্যমকে আশীর্বাদ করুন। হে ভগবান, আপনাকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী সকল শ্রেষ্ঠ দেবতা ও যশস্বী রাজারা সেই মহাযজ্ঞে আগমন করবেন। হে ভগবান, পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আপনার ধ্যান এবং আপনার মহিমারাজি কীর্তন ও শ্রবণের মাধ্যমে অন্ত্যজ জাতিরাও পবিত্র হয়। তাহলে যারা আপনাকে দর্শন করে ও স্পর্শ করে, তাদের কথা আর কি বলার আছে। হে ভগবান, আপনি সকল সৌভাগ্যের প্রতীক। আপনার দিব্য নাম ও যশ, স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপর একটি চন্দ্রাতপের মতো বিস্তৃত রয়েছে। অপ্রাকৃত যে জল আপনার চরণ-যুগল ধৌত করে, তা স্বর্গে মন্দাকিনী নদী, পাতালে ভোগবতী এবং এই মর্ত্যে গঙ্গা নামে পরিচিত। এই পবিত্র দিব্য জল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী প্রবাহিত হয়ে সেই সমস্ত স্থানকে পবিত্র করছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যখন ভগবান শ্রীকেশবের সমর্থক যাদবেরা জরাসন্ধকে পরাজিত করার আগ্রহবশত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন, তখন তিনি তাঁর অনুগত উদ্ধবের দিকে তাকালেন এবং সহাস্যে সুমধুর স্বরে তাঁকে বললেন—যেহেতু তুমি বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শের আপেক্ষিক মূল্য যথার্থরূপে জান, তাই প্রকৃতপক্ষে তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ চক্ষু স্বরূপ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই অনুগ্রহ করে আমাদের বল—এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত। আমরা তোমার বিচারকে শ্রদ্ধা করি এবং তুমি যা বলবে, তাই আমরা করব।"

"সর্বজ্ঞ হয়েও, যেন মুগ্ধ এমন ভাব অবলম্বন করে তাঁর প্রভুর দ্বারা এইভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে উদ্ধব এই নির্দেশ তাঁর শিরোধার্য করে উত্তর প্রদান করলেন।"

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে দেবর্ষি নারদের বক্তব্য শ্রবণ করে এবং সভা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মতামত হৃদয়ঙ্গম করে মহামতি উদ্ধব বললেন—হে প্রভু, মুনিবর যেমন উপদেশ প্রদান করেছেন, সেইমতো আপনার আত্মীয়কে তার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের পরিকল্পনা পূরণের জন্য আপনার সাহায্য করা উচিত এবং যে সব রাজারা আপনার আশ্রয় প্রার্থী আপনার তাঁদেরও রক্ষা করা উচিত। হে সর্বশক্তিমান, তিনিই কেবলমাত্র রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারেন যিনি দিকগুলোর সকল বিপক্ষকে জয় করেছেন। এইভাবে জরাসন্ধকে জয় করলে, আমার মতে, উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের বহু লাভ হবে এবং আপনি রাজাদের রক্ষা করবেন, এইভাবে, হে গোবিন্দ, আপনার মহিমা কীর্তিত হবে। অপরাজেয় রাজা জরাসন্ধ দশ হাজার হাতির সমান শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য শক্তিশালী যোদ্ধারা তাকে পরাজিত করতে পারে না। কেবলমাত্র ভীম তার শক্তির সমান। যখন সে তার অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে থাকবে, তখন তাকে পরাজিত করা যাবে না, সে একক রথের ক্রীড়ায় পরাজিত হবে। এখন, জরাসন্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি এতটাই অনুরক্ত যে, সে কখনও ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করবে না। এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভীম তার কাছে যাবেন এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করবেন। এইভাবে তিনি জরাসন্ধের সঙ্গে একক যুদ্ধের সুযোগ পাবেন এবং আপনার উপস্থিতিতে ভীম নিঃসন্দেহে তাকে বধ করবেন।"

"ব্রহ্মা এবং শিবও জগৎ সৃষ্টি ও সংহারে আপনার যন্ত্র রূপে কাজ করেন মাত্র; হে ভগবান, দেবশক্তি তা আপনার কালরূপ অরূপতা দ্বারা সাধিত হয়। কিভাবে আপনি বন্দী রাজাদের দেবী সুলক্ষ পত্নীদের সমস্ত পতিদের শত্রুকে বধ করে তাদের উদ্ধার করবেন, আপনার সেই মহৎ কর্ম বিষয়ে অন্দের ঘরে ঘরে গান করবে। গোপীরাও আপনার মহিমা কীর্তন করবে—কিভাবে আপনি গজেন্দ্রর শত্রুকে, জনক কন্যা সীতার শত্রুকে, এবং আপনার নিজ মাতা-পিতার শত্রুকেও নিধন করেছিলেন। তেমনিভাবে আপনার আশ্রয়লাভ ঋষিরাও আপনার মহিমা কীর্তন করবে, যেমন আমরা করছি। হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধের নিধন, যা নিশ্চিতভাবে তার অতীত পাপকর্মের ফল, তা গভীর মঙ্গল সাধন করবে। প্রকৃতপক্ষে, আপনার ইচ্ছা, এই যজ্ঞানুষ্ঠানকে সম্ভব করে তুলবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, দেবর্ষি নারদ, বৃদ্ধ যাদবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলেই উদ্ধবের সামগ্রিকভাবে মঙ্গলজনক ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানালেন। সর্বশক্তিমান ভগবান দেবকী-নন্দন যাত্রার জন্য তাঁর গুরুজনদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি দারুক ও জৈত্র প্রমুখ তাঁর ভৃত্যদের প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। হে শত্রু বিনাশন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের এবং পোশাক পরিচ্ছদের যাত্রার আয়োজন করে এবং সঙ্কর্ষণ ও রাজা উগ্রসেনের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তাঁর সারথির নিয়ে আসা রথে আরোহণ করলেন। সেখানে গরুড়ের প্রতীক চিহ্নিত পতাকা উড়ছিল। আকাশের সমস্ত দিক মৃদঙ্গ, ভেরী, দুন্দুভি, শঙ্খ ও গোমুখের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যাত্রায় নির্গত হলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর রথ, হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং তাঁর দুর্ধর্ষ রক্ষী দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন। ভগবান অচ্যুতের নিষ্ঠ মহিষীরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে শক্তিমান বাহক বাহিত স্বর্ণ শিবিকায় শ্রীভগবানের অনুগমন করলেন। রমণীরা সুন্দর বস্ত্রাদি, অলঙ্কার, সুগন্ধী তেল ও ফুলের মালায় সুসজ্জিতা হয়েছিলেন এবং ঢাল-তরোয়ালধারী সৈন্যগণ তাঁদের পরিবেষ্টন করেছিল। সকল বিষয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত রমণীরা—রাজকীয়

গৃহস্থালীর পরিচারিকা এবং বারবনিতারাও সঙ্গে চলেছিল। তারা পালকি, উট, গো, মহিষ, গর্দভ, গাধা-ঘোড়া, শকট ও হাতিতে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের যানগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁবু, কম্বল, বস্ত্র ও যাত্রার জন্য অন্যান্য সরঞ্জামে বোঝাই ছিল।"

"শ্রীভগবানের সৈন্যবাহিনী রাজ-ছত্র, চামর ও প্রচুর উৎকৃষ্টমানের পতাকাসহ পতাকা দণ্ডে সজ্জিত হল। সৈন্যদের সুন্দর অস্ত্র শস্ত্র, অলঙ্কার, শিরস্ত্রাণ ও বর্মে উজ্জ্বলরূপে সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হচ্ছিল। এইভাবে তুমুল কোলাহলের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ ও তিমিমৎস্য সমন্বিত এক সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সম্মানিত নারদ মুনি শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনে নারদের সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়েছিল। এইভাবে, শ্রীভগবানের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে এবং তাঁর দ্বারা পূজিত হয়ে নারদ দৃঢ়ভাবে তাঁকে হৃদয়ে স্থাপন করে আকাশ মার্গে প্রস্থান করলেন। রাজাদের পাঠানো দূতকে মধুর বচনে সম্বোধন করে শ্রীভগবান বললেন—'হে দূত, তোমার মঙ্গল হউক। আমি মগধরাজকে নিধনের আয়োজন করব। ভয় করো না।' এইভাবে সম্বোধিত হয়ে দূত চলে গেল এবং শ্রীভগবানের বার্তা যথাযথভাবে রাজাদের কাছে বর্ণনা করল। মুক্তির জন্য আগ্রহী হয়ে তারা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সন্দর্শনের আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকল। আনর্ত, সৌবীর, মরুদেশ ও বিনশন রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান শ্রীহরি নদী, পর্বত, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও খনিগুলি পেরিয়ে গেলেন। দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদী দুটি পার হওয়ার পর, তিনি পঞ্চাল ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করে অবশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করলেন।"

"মনুষ্য সমাজের দুর্লভ-দর্শন শ্রীভগবান এখন উপস্থিত হয়েছেন শুনে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁর পুরোহিত ও প্রিয় পার্ষদবর্গ নিয়ে রাজা নির্গত হলেন। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রাণের সঙ্গে মিলনের জন্য আকুল হয়, তেমনই উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে গীত ও বাদ্যসমূহ সহকারে অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবান হৃষীকেশের সঙ্গে রাজা মিলিত হবার জন্য গমন করলেন। যখন তিনি তাঁর প্রিয়তম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দর্শন করলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় স্নেহে বিগলিত হয়েছিল এবং তিনি শ্রীভগবানকে বারে বারে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। শ্রীভগবানের নিত্য রূপ লক্ষ্মীদেবীর নিত্য আলয়। যে মুহূর্তে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তখনই তিনি সংসারের সকল কলুষ থেকে মুক্ত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় আনন্দ অনুভব করে সুখ সাগরে নিমজ্জিত হলেন। বিহ্বলতায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁর দেহ কম্পিত হচ্ছিল। তিনি যে এই জড় জগতে বাস করছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন। অতঃপর অশ্রুপূর্ণ লোচনে আনন্দে হাসতে হাসতে ভীম তাঁর মামাতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। অর্জুন এবং যমজ—নকুল ও সহদেবও প্রভূত ক্রন্দন করে আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রিয়তম সখাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। অর্জুন তাঁকে আরও একবার আলিঙ্গন করবার পরে নকুল ও সহদেব তাঁকে অশেষ প্রণাম নিবেদন করলেন, শ্রীকৃষ্ণও উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম নিবেদন করে মাননীয় কুরু, সৃঞ্জয় ও কৈকয়বংশী সকলকে যথাযথ সম্মান নিবেদন করলেন। সূত, মাগধ, গন্ধর্ব, বন্দি, বিদূষক ও ব্রাহ্মণগণ সকলে কমলনয়ন শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করলেন—মৃদঙ্গ, শঙ্খ, দুন্দুভি, বীণা, পণব ও গোমুখ প্রতিধ্বনিত হল—কেউ প্রার্থনা আবৃত্তি করেছিলেন, কেউ নৃত্য ও গীত করেছিলেন। এইভাবে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে এবং সর্বদিক হতে স্তুত হয়ে পুণ্যশ্লোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত নগরীতে প্রবেশ করলেন।"

"ইন্দ্রপ্রস্থের পথগুলি হাতিদের সুগন্ধি মদজল-বর্ষণে সিক্ত হয়েছিল এবং রঙিন পতাকা, সুবর্ণ তোরণ ও জলপূর্ণ কলসগুলি দিয়ে নগরীর শোভা বৃদ্ধি হয়েছিল। পুরুষ ও যুবতী রমণীরা উত্তম নবীন বস্ত্রে, পুষ্প মাল্যে ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে ও সুগন্ধি চন্দন দ্বারা অনুলেপিত হয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছিল। প্রতিটি গৃহ প্রজ্বলিত দীপ ও পূজার উপকরণাদি প্রদর্শন করছিল এবং গবাক্ষ পথ দিয়ে ধূপের গন্ধ নির্গত হয়ে নগরীকে আরও মনোরম করে তুলেছিল। ছাদগুলি ইতস্তত পতাকা ও বৃহৎ রৌপ্য পরিসরের মধ্যে স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা

সাজানো হয়েছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুরু রাজার রাজকীয় নগরী দর্শন করেছিলেন। তখন নগরীর যুবতী রমণীরা শুনলেন যে, মানব নয়নের সুখের আধার স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। তখন তাঁরা সত্বর তাঁকে দর্শনের জন্য রাজপথে গেলেন। তারা তাদের গৃহস্থালী সকল কর্তব্য এবং শয্যায় তাদের পতিদেরও ছেড়ে চলে এসেছিল এবং তাদের আগ্রহবশে তাদের চুল ও বস্ত্রের বাঁধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সৈন্যে রাজপথে খুব ভিড় হয়েছিল, মহিলারা তাদের বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীদের দেখছিলেন। পুর-রমণীরা শ্রীভগবানের উপর ফুল ছড়িয়ে মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন ও উদার হাস্যযুক্ত নয়নে তাদের আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ প্রকাশ করেছিলেন। ভগবান মুকুন্দের সাথে ঠিক চন্দ্রের সহচরী নক্ষত্রদের মতো তাঁর পত্নীদের গমন পথিমধ্যে দর্শন করে রমণীরা বিস্মিতভাবে বললেন, 'এই নারীদের কোন্ কর্মের ফলে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ তাঁর লীলাময় কটাক্ষ দৃষ্টিপাত ও উদার হাস্যের আনন্দ তাঁদের নয়নে প্রদান করছেন?' "

"বিভিন্ন স্থানে নগরবাসীরা মাঙ্গলিক অর্ঘ্য ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নিষ্পাপ শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রধানগণ শ্রীভগবানের পূজা নিবেদনে এগিয়ে এসেছিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে রাজ অন্তঃপুরের সদস্যগণ ভগবান মুকুন্দকে প্রীতিপূর্ণভাবে অভিনন্দিত করার জন্য সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলেন আর এইভাবে ভগবান রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। রাণী পৃথা যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, ত্রিভুবনের প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর পালঙ্ক থেকে উত্থিত হয়ে তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে একত্রে, তিনি শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দকে তাঁর নিজ আবাসে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা আনন্দে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি পূজার সকল আচার মনে করতে পারছিলেন না।"

"হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিসি ও তাঁর জ্যেষ্ঠজনদের পত্নীদের প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তারপর দ্রৌপদী ও শ্রীভগবানের ভগ্নী তাঁকে প্রণাম করলেন। দ্রৌপদী তাঁর শাশুড়ী কুন্তীদেবীর পরামর্শে রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শিবির বংশজা মিত্রবিন্দা, সতী নাগ্নজিতী সহ উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল পত্নীদের অর্চনা করলেন। তিনি তাঁদের সকলকে বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও রত্নালঙ্কার উপহার প্রদান করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের আয়োজন করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছেন প্রধানত তাঁর রাণীরা, সৈন্যরা, মন্ত্রিবর্গ ও সচিববর্গ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করেন, তার তত্ত্বাবধান করছিলেন। পাণ্ডবদের অতিথিরূপে বাস করার সময়ে তাঁরা যাতে প্রতিদিন অভ্যর্থনার নব নব বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি তার আয়োজন করেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছায় ভগবান ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাস বাস করলেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডব বন নিবেদনের মাধ্যমে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করলেন এবং ময়দানবকে রক্ষা করলেন, যে অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠিরকে এক দিব্য সভাগৃহ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এই সুযোগে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান তাঁর রথে আরোহণ করে, এক দল সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।"

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

জরাসন্ধ বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"একদিন রাজা যুধিষ্ঠির যখন বিশিষ্ট ঋষিবর্গ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বারা এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ, গুরুদেব, পরিবারের বয়স্কগণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন প্রত্যেকে শ্রবণ করেছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—হে গোবিন্দ, আমি বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা আপনার মঙ্গলময় ঐশ্বর্য প্রকাশসমূহের আরাধনা করতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে প্রভু, দয়া করে আমাদের উদ্যম সফল করুন। হে পদ্মনাভ বিশুদ্ধ পুরুষ, যাঁরা নিরন্তর সকল অমঙ্গল বিনাশী আপনার পাদুকা যুগলের সেবা করেন, ধ্যান করেন ও মহিমা কীর্তন করেন, তাঁরা নিশ্চিতরূপে সংসার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হন। হে ভগবান, যদি তাঁরা এই জগতের কিছু অভিলাষ করেন, তাঁরা তা লাভ করেন। যেখানে অন্যান্যরা—যারা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে না—তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না। সুতরাং, হে দেবদেব, আপনার চরণকমলে নিবেদিত ভক্তিপূর্ণ সেবার শক্তি এই জগতের জনগণে দর্শন করুন। হে সর্বশক্তিমান, দয়া করে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের যারা আপনাকে ভজনা করে, তাদের অবস্থান এবং যারা আপনাকে ভজনা করে না তাদের অবস্থান, কুরু ও সৃঞ্জয়গণকে প্রদর্শন করুন। আপনার মনের মধ্যে 'এটা আমার, এটা অন্যের' এমন কোন ভেদ নেই। কারণ আপনি পরম ব্রহ্ম, সকল জীবের আত্মা, সর্বদা সাম্যাবস্থায় বিরাজমান ও আত্মানন্দী। ঠিক কল্পবৃক্ষের মতো, আপনাকে যারা যথাযথভাবে অর্চনা করে, আপনার প্রতি তাদের সেবার অনুপাত অনুসারে আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল অনুমোদন করে আশীর্বাদ প্রদান করেন। এই বিষয়ে কোনও ভুল হয় না।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে রাজন, আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ এবং হে শত্রুনিকন্দন, এইভাবে আপনার মহৎ কীর্তি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হবে। হে প্রভু, প্রকৃতপক্ষে মহান ঋষিগণ, পিতৃপুরুষ, দেবতাগণ ও আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণের জন্য এবং নিঃসন্দেহে সকল জীবের জন্য, বৈদিক যজ্ঞসমূহের রাজা, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বাঞ্ছনীয়। প্রথমে সমস্ত রাজাদের জয় করুন, পৃথিবীকে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করুন এবং সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করুন; অতঃপর এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন। হে রাজন, আপনার এই ভ্রাতাগণ লোকপাল দেবতাগণের অংশ-প্রকাশরূপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আপনি এতটাই আত্মসংযমী যে, অজিতেন্দ্রিয়গণের অপরাজেয় আমাকেও জয় করেছেন। এই জগতের কেউই, এমনকি দেবতাও—আমার ভক্তকে তার শক্তি, সৌন্দর্য, যশ বা সম্পদ দ্বারা পরাজিত করতে পারে না—পৃথিবীর কোনও রাজার কথা আর কী বলার আছে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভগবান দ্বারা গীত এই সকল কথা শ্রবণ করে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হয়ে উঠলে তাঁর মুখমণ্ডল পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হল। অতঃপর তিনি ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা শক্তি প্রদত্ত তাঁর ভ্রাতাগণকে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি সৃঞ্জয়গণ সহ সহদেবকে দক্ষিণ দিকে, মৎস্যগণ সহ নকুলকে পশ্চিম দিকে, কেকয়গণ সহ অর্জুনকে উত্তর দিকে এবং মদ্রকগণ সহ ভীমকে পূর্ব দিকে প্রেরণ করলেন।"

"হে রাজন, তাঁদের শক্তি দ্বারা বহু রাজাকে পরাজিত করার পর এই বীর ভ্রাতাগণ প্রচুর সম্পদ আনয়ন করে যজ্ঞাভিলাষী যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে তা প্রদান করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যখন শুনলেন যে জরাসন্ধ অপরাজিত রয়ে গেছে, তিনি চিন্তামগ্ন হলে আদিপুরুষ ভগবান হরি জরাসন্ধের পরাজয়ের জন্য উদ্ধব যে উপায় বর্ণনা করেছিলেন তা তাঁকে বললেন। হে রাজন, এইভাবে ভীমসেন, অর্জুন ও কৃষ্ণ, তিনজনে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যেখানে বৃহদ্রথের পুত্রকে পাওয়া যাবে, সেই গিরিব্রজে গমন করলেন। ব্রাহ্মণগণের ছদ্মবেশে রাজকীয় ক্ষত্রিয়গণ আতিথ্য বেলায় জরাসন্ধের গৃহে আগমন করলেন। যে বিশেষত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সেই কর্তব্যপরায়ণ গৃহমেধীর কাছে তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন, হে রাজন, বহুদূর থেকে আগত আমাদের আপনার দরিদ্র অতিথি বলে জানুন। আমরা আপনার সকল মঙ্গল কামনা করি। দয়া করে আমাদের যা আকাঙ্ক্ষা তা অনুমোদন করুন। সহিষ্ণু কি না সহ্য করতে পারেন? খল কি না করতে পারে? দানশীল কি না দান করতে পারেন? সমদর্শী কখনও কাউকে অনাত্মীয় বলে দর্শন করেন কি? যে সমর্থ হয়েও তার অনিত্য দেহ দ্বারা মহান সাধুগণের কীর্তনীয় যশ অর্জন করতে ব্যর্থ হয় সে নিন্দা ও অনুশোচনার যোগ্য। হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি মুদ্গল, শিবি, বলি, পুরাণের ব্যাধ ও কপোত এবং আরও অনেকে অনিত্য দেহ দ্বারা নিত্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁদের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, তাঁদের দৈহিক গঠন এবং তাঁদের হস্তদ্বয়ে ধনুর্গুণের চিহ্ন হতে জরাসন্ধ বুঝতে পারল যে, তার অতিথিরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। সে চিন্তা করতে লাগল, ইতিপূর্বে সে এদের কোথাও যেন দেখেছিল। এরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের বেশধারী ক্ষত্রিয়, কিন্তু তবুও আমি দানস্বরূপে তাদের প্রার্থনা পূরণ করব, যদি তারা আমার নিজ দেহও ভিক্ষা করে, তবুও। বস্তুত বলি মহারাজের নির্মল মহিমারাশি সমগ্র জগৎ জুড়ে শোনা যায়। ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের ঐশ্বর্যরাশি বলির কাছ থেকে উদ্ধারের ইচ্ছায় এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাকে তার ক্ষমতাশালী পদ থেকে চ্যুত করেছিলেন। যদিও ছলনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তার গুরুদেবের নিষেধ শুনতে পেয়েছিলেন, দৈত্যরাজ বলি তবুও বিষ্ণুকে সমগ্র পৃথিবী দান করেছিলেন। ব্রাহ্মণগণের কল্যাণের জন্য তার পতনশীল দেহ দ্বারা কার্য করে যদি বিপুল যশ প্রাপ্ত না হয় তবে সেই জীবিত এক অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের কি প্রয়োজন?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এইভাবে তার মনকে প্রস্তুত করে উদার জরাসন্ধ কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমকে সম্বোধন করে বলল 'হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করুন। যদি সেটি আমার মস্তকও হয়, আমি তা আপনাদের প্রদান করব।'"

ভগবান বললেন—"হে রাজেন্দ্র, আমরা ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধ প্রার্থনা করতে এসেছি। তাছাড়া তোমার কাছে আমাদের আর অন্য কোন প্রার্থনা নেই। যদি তুমি তা যথাযথ মনে কর তাহলে আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। এখানে ইনি হচ্ছেন পৃথা পুত্র ভীম, এবং এইজন তার ভ্রাতা অর্জুন। আমাকে তাদের মামাতো ভাই, তোমার শত্রু কৃষ্ণ বলে জানবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"এইভাবে অভিসম্ভিতার আমন্ত্রিত হয়ে মগধরাজ উচ্চৈঃস্বরে হাসল এবং অবজ্ঞাভরে বলল, 'ওহে মূঢ়গণ, ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।'"

"কিন্তু কৃষ্ণ আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না, কারণ তুমি একজন ভীরু। যুদ্ধের মাঝে তোমার শক্তি তোমাকে পরিত্যাগ করেছিল এবং সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তোমার নিজ মথুরাপুরী থেকে তুমি পলায়ন করেছিলে। আর এই অর্জুন, সে বয়সে আমার সমান নয় এবং সে খুব শক্তিশালীও নয়। যেহেতু সে আমার সমতুল্য নয়, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। কিন্তু, ভীম শক্তিতে আমারই মতো। এই কথা বলে, জরাসন্ধ ভীমসেনকে একটি বিশাল গদা অর্পণ করল, আর একটি নিজে গ্রহণ করল এবং নগরীর বাইরে গমন করল। এইভাবে নগরীর বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করতে শুরু করল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় তারা একে অপরকে তাদের বজ্রতুল্য গদা দ্বারা প্রহার করতে লাগল। মঞ্চের অভিনেতার নৃত্যের মতো তারা যখন দক্ষতার সঙ্গে বামে ও ডানে মণ্ডল রচনা করেছিল তখন যুদ্ধ এক চমৎকার প্রদর্শন উপস্থাপন করেছিল। যখন জরাসন্ধ ও ভীমসেনের গদার উচ্চনাদে সংঘর্ষ হচ্ছিল, হে রাজন, সেই শব্দ যুদ্ধরত দুটি হাতীর বড় দাঁতের সংঘাতের মতো অথবা ঝড়ো বিদ্যুতালোকে বজ্রনাদের মতো শোনাচ্ছিল। এমন শক্তিতে ও বেগে তারা তাদের গদাকে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করছিল যে গদা তাদের স্কন্ধ, কটি, পদ, হস্ত, উরু ও জত্রুদেশে আঘাত করে চূর্ণ হচ্ছিল এবং অর্ক বৃক্ষের শাখার মতো ভগ্ন হচ্ছিল, যার দ্বারা ক্রুদ্ধ হস্তীদ্বয় একে অপরকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। এইভাবে তাদের গদা দুটি বিনষ্ট হলে মনুষ্যগণ মধ্যে সেই মহাবীরদ্বয় ক্রুদ্ধভাবে তাদের

মৌষ্টিকটির মুষ্টি দ্বারা একে অপরকে ঘুষি মারতে লাগল। তারা পরস্পরকে করতল দ্বারা আঘাত করলে দুটি হাতীর সংঘর্ষ জনিত শব্দের মতো বা বজ্রপাত তুল্য কর্কশ শব্দ হচ্ছিল। এইভাবে তারা যখন যুদ্ধ করছিল। দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম শিক্ষা, শক্তি ও ক্ষমতার ফলে তারা কোন জয় পরাজয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। অতএব, হে রাজন, ক্লান্তিহীনভাবে তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছিল।"

"তাঁর শত্রু জরাসন্ধের জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য এবং তাকে জরা রাক্ষসী জীবিত দান করেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তা জানতেন। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে শ্রীকৃষ্ণ ভীমের মধ্যে তাঁর বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করলেন। কিভাবে শত্রুকে বধ করতে হবে সেই বিষয়ে স্থির করে অমোঘ-দর্শন ভগবান একটি বৃক্ষের ছোট শাখাকে দুখান চিরে ভীমকে সংকেত দিলেন। সেই সংকেত হৃদয়ঙ্গম করে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ বলবান ভীম তার প্রতিপক্ষের পদদ্বয় ধারণ করে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। জরাসন্ধের একটি পাকে ভীম তাঁর পা দিয়ে চেপে ধরে আর একটি পা তাঁর হাত দিয়ে আকর্ষণ করে একটি বৃহৎ হাতী যেভাবে একটি বৃক্ষের শাখাকে ভগ্ন করে সেভাবে ভীম জরাসন্ধকে পায়ু থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বমুখে ছিন্ন করলেন। তখন রাজার প্রজাগণ তার একটি পা, ঊরু, অণ্ডকোষ, কটি, স্কন্ধ, বাহু, নেত্র, ভ্রু, কর্ণ, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশ বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন খণ্ডে তাকে শায়িত দর্শন করল। মগধের অধীশ্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, এক মহা শোকার্ত ক্রন্দন উত্থিত হল, তখন অর্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে আলিঙ্গনের দ্বারা অভিনন্দিত করলেন। সকল জীবের পালক ও শুভাকাঙ্ক্ষী অপ্রমেয় পরমেশ্বর ভগবান জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের নতুন শাসকরূপে অভিষিক্ত করলেন। ভগবান অতঃপর জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী সকল রাজাদের মুক্ত করে দিলেন।"

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

মুক্ত রাজাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"জরাসন্ধ ২০, ৮০০ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। এই সকল রাজারা যখন গিরিদ্রোণী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল, তারা মলিন ও জীর্ণ পোশাকে উপস্থিত হল। তারা ক্ষুধায় কৃশ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মুখমণ্ডল শুষ্ক হয়েছিল, এবং তাদের দীর্ঘ বন্দীদশার জন্য তারা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাজারা অতঃপর তাদের সম্মুখে ভগবানকে দর্শন করল। তাঁর বর্ণ ছিল ঘনশ্যাম এবং তিনি একটি পীত রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাঁর বক্ষের শ্রীবৎস চিহ্ন দ্বারা তাঁর পার্থক্য নিরূপিত হচ্ছিল, তিনি চতুর্ভুজ, তাঁর নয়নদ্বয় অরুণবর্ণের, যা পদ্মকোষ সদৃশ, তাঁর মনোহর, প্রসন্ন বদন, তাঁর ছিল উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল এবং তাঁর হাতসমূহে তিনি পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেছিলেন। একটি মুকুট, একটি রত্নহার, একটি সোনার কোমর বন্ধনী, স্বর্ণ বলয় ও অঙ্গদ তাঁর রূপকে বিভূষিত করেছিল এবং তাঁর গলায় তিনি অমূল্যবান উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি ও বনমালা উভয়ই ধারণ করেছিলেন। রাজাগণ যেন তাদের চক্ষু দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য পান করছিল, তাদের জিহ্বা দ্বারা তাঁকে লেহন করছিল, তাদের নাসিকা দ্বারা তাঁর ঘ্রাণ আস্বাদন করছিল, এবং তাদের বাহু দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করছিল। তাদের অতীতের পাপ এখন বিনষ্ট হয়েছে, সকল রাজাগণ তাদের মস্তক তাঁর পাদদ্বয়ে স্থাপন করে ভগবান হরিকে প্রণাম নিবেদন করল। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের আনন্দ তাদের বন্দীদের ক্লান্তিকে দূরীভূত করলে, রাজাগণ করজোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন এবং হৃষীকেশকে স্তুতি বাক্য নিবেদন করলেন।"

রাজাগণ বললেন—"হে দেবদেবেশ, হে আপনার শরণাগত ভক্তের দুঃখবিনাশকারী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। যেহেতু আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি, হে অব্যয় স্বরূপ কৃষ্ণ, দয়া করে এই ভয়ঙ্কর সংসার জীবন থেকে, যা আমাদের এত বিষণ্ণ করছে, রক্ষা করুন। হে প্রভু, মধুসূদন, আমরা এই মগধের রাজাকে দোষারোপ করি না, যেহেতু, হে সর্বশক্তিমান, প্রকৃতপক্ষে আপনার অনুগ্রহ দ্বারাই রাজারা তাদের রাজপদ থেকে পতিত হয়েছে। তার ঐশ্বর্য ও শাসন ক্ষমতায় মোহিত হয়ে একজন রাজা তার সকল আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে এবং তার প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পারে না। তাই আপনার মায়া শক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সে তার অনিত্য সম্পদকে নিত্য বলে মনে করে। শিশুসুলভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা যেমন মরুভূমিতে একটি মরীচিকাকে এক জলাশয় রূপে বিবেচনা করে, তেমনি অবিবেকীগণ মায়ার বিকারকে প্রকৃত বস্তু রূপে দর্শন করে। অতীতে সম্পদের নেশায় অন্ধ হয়ে আমরা এই পৃথিবীকে জয় করতে চেয়েছিলাম এবং এইভাবে বিজয় অর্জনের জন্য আমরা আপন প্রজাদের নির্দয়ভাবে পীড়িত করে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। মৃত্যুরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান আপনাকে, হে ভগবান, আমরা উদ্ধতভাবে উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন, হে কৃষ্ণ, দুর্দম ও কৌশলী, এই কাল নামক আপনার শক্তিশালী রূপ দ্বারা আমরা আমাদের ঐশ্বর্যসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন কৃপা করে আপনি আমাদের অহংকারকে বিনষ্ট করেছেন, আমরা কেবল আপনার পাদপদ্মের স্মরণ প্রার্থনা করছি। আমরা আর কখনও মরীচিকারূপ রাজ্যের জন্য লালায়িত হব না—যে রাজ্যকে এই মরণশীল, ব্যাধির আকর-স্বরূপ এবং প্রতিক্ষণে ক্ষয়িত ও পীড়িত দেহ দ্বারা ক্রীতদাসের মতোভাবে সেবা করতে হয়। হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আমরা পরবর্তী জীবনে পুণ্য কর্মের ফল স্বরূপ স্বর্গ ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাও করব না, কারণ এরূপ পুরস্কারের সং অসার কর্ণকুহরের জন্য তুচ্ছ প্রলোভন মাত্র। এই জগতে আমরা জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হলেও কিভাবে নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের স্মরণ করতে পারি, দয়া করে তা বর্ণনা করুন। আমরা বসুদেবের পুত্র, হরি, শ্রীকৃষ্ণকে বারম্বার আমাদের প্রণাম নিবেদন করি। পরমাত্মা, গোবিন্দ, তাঁর শরণাগতজনের সকল ক্লেশকে বিনাশ করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে এখন বন্ধন থেকে মুক্ত রাজাগণ ভগবানের স্তুতি করেছিলেন। অতঃপর, হে প্রিয় পরীক্ষিৎ, কৃপাময় শরণাগত-বৎসল মধুর স্বরে তাদের বললেন—এখন থেকে, হে প্রিয় রাজাগণ, সকলের ঈশ্বর ও পরমাত্মা স্বরূপ আমার প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তি হবে। আমি তোমাদের নিশ্চিত করলাম, তোমরা যেরকম ইচ্ছা করেছ সেরকমই ঘটবে।"

"হে রাজাগণ, সৌভাগ্যক্রমে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং আপনারা যা বলেছেন তা সত্য। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রতি মানুষের মাদকতা হতে উদ্ভিত তাদের আত্মসংযমের অভাবের জন্যই তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। হৈহয়, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরক ও দেবতা, দৈত্য ও দানবদের বহু শাসকও জড় ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের আসক্তির জন্য তাদের উন্নত অবস্থান থেকে পতিত হয়েছিলেন। এই জড় দেহের এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্তকিছুর শুরু ও শেষ আছে হৃদয়ঙ্গম করে বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা কর এবং ধর্ম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ধর্মনীতি অনুসারে তোমার প্রজাদের রক্ষা কর। সন্তান উৎপাদন পূর্বক এবং সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে সর্বদা আমাতে তোমাদের মন স্থির রাখবে। দেহ ও তৎ-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় থেকে নিরত হও, আত্ম-সন্তুষ্ট হয়ে, আমাতে তোমাদের মনকে নিবদ্ধ করে, দৃঢ়ভাবে তোমাদের ব্রত সম্পাদন কর। এইভাবে অবশেষে তোমরা পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আমাকে লাভ করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই ভাবে রাজাদের নির্দেশ প্রদান করে, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষ ও স্ত্রী ভৃত্যদেরকে তাদের স্নান ও পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন। হে ভরতকুলনন্দন, ভগবান তখন রাজা সহদেবকে দিয়ে রাজার পক্ষে উপযুক্ত সকল বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্পমাল্য ও চন্দন লিপ্তির অর্পণ দ্বারা তাদের সম্মানীত করলেন। তারা যথাযথভাবে স্নাত ও শোভিত

হওয়ার পর, তাঁরা যাতে উত্তম ভোজন সহকারে ভোজন করে শ্রীকৃষ্ণ তা দর্শন করলেন। তিনি রাজাদের সুখোপভোগী বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন তাম্বুল ইত্যাদি প্রদান করলেন। তখন কুসুম দ্বারা সম্মানিত এবং কষ্টের দুর্দশা হতে মুক্ত রাজাগণ দীপ্তিমান রূপে শোভা পাচ্ছিল, তাদের কুণ্ডলসমূহ চকচক করছিল, ঠিক যেমন চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহসমূহ বর্ষা ঋতুর শেষে আকাশে দীপ্তিমান রূপে শোভিত হয়।"

"অতঃপর ভগবান রাজাদের উত্তম অশ্ব দ্বারা আকর্ষিত এবং রত্ন ও স্বর্ণে বিভূষিত রথে উপবেশনের আয়োজন করে, তিনি তাদের যার যার নিজ রাজ্যে প্রেরণ করলেন। এইভাবে কৃষ্ণ দ্বারা সকল কষ্ট থেকে মুক্ত পরম মহাত্মা রাজাগণ গমন করলে, তাদের যাত্রাপথে তারা কেবল জগদীশ্বর ও তাঁর আচরণসমূহের ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান যা করেছিলেন রাজাগণ তাদের মন্ত্রী ও অন্যান্য পার্ষদদের তা বর্ণনা করলেন এবং তিনি তাদের যা নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তারা তা অধ্যবসায়ের সঙ্গে তা পালন করেছিল। ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধকে নিহত করার আয়োজনের পর, ভগবান কেশব রাজা সহদেবের কাছ থেকে পূজা গ্রহণ করে পৃথার দুই পুত্র সহ প্রস্থান করলেন। বিজয়ী বীরগণ ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করে, তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের আনন্দ ও তাদের শত্রুদের দুঃখ আনয়নকারী শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই ধ্বনি শ্রবণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন কারণ তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে এখন মগধের রাজা নিহত হয়েছে। রাজা যুধিষ্ঠির অনুভব করেছিলেন যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা এখন পূর্ণ হল। ভীম, অর্জুন ও জনার্দন, রাজাকে তাঁদের বন্দনা নিবেদন পূর্বক তাঁরা যা করেছিলেন তার বৃত্তান্ত সম্পূর্ণভাবে তাঁকে বর্ণনা করলেন। তাঁকে কৃপাপূর্বক প্রদর্শিত ভগবান কেশবের মহানুকম্পিত তাদের বর্ণনা শ্রবণ করে ধর্মরাজ আনন্দাশ্রু মোচন করলেন। তিনি এমনই প্রেম অনুভব করলেন যে তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না।"

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল উদ্ধার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে জরাসন্ধ বধ ও সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের অপূর্ব প্রভাব শ্রবণ করে, রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভগবানকে বললেন—ত্রিলোকের সকল শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক গুরুগণসহ বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীগণ ও লোকপালগণ দুর্লভ লব্ধ আপনার নির্দেশ তাদের মস্তকে বহন করেন। হে কৃষ্ণ, সেই আপনি, কমললোচন ভগবান, যারা নিজেদের শাসকরূপে মনে করে সেই দীন, মূর্খদের আদেশ স্বীকার করেন যা আপনার পক্ষে এক পরম ছল মাত্র। কিন্তু অবশ্যই অদ্বিতীয় পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মের শক্তির, তাঁর কার্যের দ্বারা কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, ঠিক যেমন সূর্যের গতিবেগ দ্বারা তার শক্তির কোন তারতম্য হয় না। হে অজিত, হে মাধব, আপনার ভক্তবৃন্দও 'আমি' ও 'আমার', 'আপনি' ও 'আপনার' এই দ্বন্দ্বের ভেদ করেন না, কারণ এটি পশুদের বিকৃত মানসিকতা।"

"এইভাবে বলে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞের জন্য হাতে কাজ যথার্থ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য দক্ষ বেদ-ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণদের তিনি যোগ্য পুরোহিতরূপে নির্বাচিত করলেন। তিনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গৌতম, অসিত সহ বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিতকে মনোনীত করলেন। তিনি বিশ্বামিত্র, বামদেব,

সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল ও পরাশর, সেই সঙ্গে গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব, কশ্যপ, ধৌম্য, ভার্গববংশের রাম, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন এবং অকৃতব্রণকেও মনোনীত করলেন।"

"হে রাজন, অন্যান্য যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তারা হলেন দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, তার পুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্র, জ্ঞানী বিদুর এবং অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ, যারা সকলেই যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সকল রাজারা তাদের অনুগামীগণ সহ এসেছিলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ অতঃপর স্বর্ণ লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞস্থলকে কর্ষণ করে যজ্ঞের বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দীক্ষিত করলেন। পুরাকালে বরুণের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের মতোই যজ্ঞে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ স্বর্ণ নির্মিত ছিল। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্য অনেক লোকপালগণ, তাদের পার্ষদগণ সহ সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ, বিদ্যাধরগণ, মহানাগগণ, মুনিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস, দিব্য পক্ষীসমূহ, কিন্নরগণ, চারণগণ, এবং মর্ত্যের রাজারা—সকলেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং সমস্ত তারা সকল দিক থেকে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আগমন করেছিলেন। তারা যজ্ঞের ঐশ্বর্য দর্শন করে একটুকু বিস্মিত হননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্তের জন্য তা সুসঙ্গত ছিল। দেবতুল্য শক্তিশালী পুরোহিতগণ বৈদিক বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, ঠিক যেমন অতীতে দেবতাগণ বরুণের জন্য তা সম্পাদন করেছিলেন। সোমরস নিষ্কাশন করার দিন, রাজা যুধিষ্ঠির যথাযথভাবে এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে, পুরোহিত ও সভার সদস্যবৃন্দ ব্যক্তিদেরকে পূজা করলেন। তাদের মধ্যে কে অগ্রপূজার যোগ্য তখন সভার সদস্যগণ তা বিচার করতে লাগলেন, কিন্তু যেহেতু সেখানে এই সম্মানের যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি ছিলেন, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারল না।"

শেষ পর্যন্ত সহদেব বললেন—"নিশ্চিতরূপে যাদব প্রধান পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত এই সর্বোচ্চ পদের যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, তিনি স্বয়ং দেশ, কাল ও দ্রব্যাদি সহিত যজ্ঞে পূজিত সকল দেবতার মূল। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন এই মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তাদের পবিত্র অগ্নি, আহুতি ও মন্ত্র দ্বারা তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্য ও যোগ উভয়েরই লক্ষ্য অদ্বিতীয় তিনি। হে সভাসদগণ, সেই অজ, অদ্বিতীয় ভগবান তাঁর নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন আর এইভাবে একমাত্র তাঁর উপরেই এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। তিনি এই জগতের বহু কার্যকলাপ সৃষ্টি করেন এবং এইভাবে তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা সমগ্র জগৎ ধর্মের অনুশীলন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও মুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। সুতরাং আমাদের ভগবান কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা উচিত। আমরা যদি তা করি, তাহলে আমরা সমস্ত জীবকে এবং আমাদের নিজেদেরকেও সম্মান প্রদর্শন করব। যে কেউই, যিনি কামনা করেন যে তার প্রদত্ত সম্মান অক্ষয় হবে, তার উচিত পূর্ণরূপে শান্ত, সকল জীবের পরম আত্মা এবং অনন্যদর্শী ভগবান কৃষ্ণকে সম্মান জ্ঞাপন করা।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"এই বলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব হৃদয়ঙ্গমকারী সহদেব শান্ত হলেন এবং তার কথা শ্রবণ করার পর উপস্থিত সকল সজ্জন ব্যক্তিগণ 'সাধু! সাধু!' ধ্বনিতে তাকে অভিনন্দন প্রদান করলেন। রাজা ব্রাহ্মণদের এই ঘোষণা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন, যার থেকে তিনি সমগ্র সভার ভাব হৃদয়ঙ্গম করলেন। প্রেমে অভিভূত হয়ে তিনি সর্বতোভাবে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রক্ষালন করার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দিতভাবে তার মস্তকে সেই জল ছিটালেন এবং অতঃপর তার পত্নী, ভ্রাতাগণ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও মন্ত্রীগণের মস্তকে তা ছিটিয়ে দিলেন। সেই জল সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী। যখন তিনি ভগবানকে পীত রেশমী বস্ত্র ও মহামূল্যবান রত্নালঙ্কার দ্বারা সম্মানিত করছিলেন, তার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে তাকে সরাসরি ভগবানকে দর্শন করায় থেকে বাধা দিচ্ছিল। তারা যখন এইভাবে ভগবান কৃষ্ণকে সম্মানিত হতে দর্শন করলেন, উপস্থিত প্রায় সকলেই তাদের কৃতাঞ্জলিপুটে 'আপনাকে নমস্কার করি। আপনার জয় হোক!' ধ্বনি দিলেন এবং অতঃপর তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। স্বর্গ হতে পুষ্প বর্ষণ হল।"

"শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় গুণাবলীর মহিমা কীর্তন শ্রবণ করে দমঘোষের অসহিষ্ণু পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে তার আসন থেকে উঠে ক্রুদ্ধভাবে তার বাহুদ্বয় উত্তোলিত করে নির্ভয়ে সভামধ্যে ভগবানের বিরুদ্ধে এইসব কর্কশ কথা বলতে লাগল, সময় হচ্ছে সকলের দুর্দশা নিয়ন্তা, বেদের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য প্রমাণিত হল, কারণ জ্ঞানী বৃদ্ধদের বুদ্ধি এখন বালক মাত্রের বাক্য দ্বারা বিচলিত হয়ে উঠল। হে সভাপতিগণ, আপনারা শ্রেষ্ঠতম অবগত যে কে সম্মানীত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী। সুতরাং একটি শিশু যখন দাবী করছে যে কৃষ্ণ পূজিত হওয়ার যোগ্য, তার কথা আপনাদের কর্ণপাত করা উচিত নয়। এই সভার পরমোন্নত সদস্য তপশ্চর্যার ক্ষমতা সম্পন্ন, দিব্য দৃষ্টি ও ব্রতনিষ্ঠ, জ্ঞান দ্বারা নষ্টপাপ, লোকপালগণ দ্বারাও পূজিত পরমব্রহ্মে উৎসর্গীকৃত পরম ঋষিগণকে আপনি কিভাবে অতিক্রম করতে পারেন? কিভাবে এই কুলদূষণ গোপবালক একটি কাকের পবিত্র পুরোডাশ খাওয়ার যোগ্যতার মতো আপনাদের পূজা পাওয়ার যোগ্য? কিভাবে একজন, যে সমাজ ও পারমার্থিক আশ্রমের অথবা পারিবারিক নৈতিকতার কোন সূত্রই অনুসরণ করে না, যে সকল ধর্মীয় কর্তব্য বিবর্জিত, যে তার ইচ্ছামত আচরণ করে এবং যার কোন ভাল গুণ নেই—সে পূজার যোগ্য হবে? এই সকল যাদবগণের বংশকে যযাতি অভিশাপ দিয়েছিল এবং সেই থেকে তারা সজ্জনগণ দ্বারা সমাজ পরিত্যক্ত এবং পানাসক্ত। তাহলে, কিভাবে এই কৃষ্ণ পূজার যোগ্য হতে পারে? এই সকল যাদবগণ সাধু ঋষিগণের পবিত্র অধিবাসস্থল পরিত্যাগ করেছিল এবং পরিবর্তে সমুদ্রের মধ্যে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যে স্থানে কোন ব্রাহ্মণোচিত নীতিসমূহ পালিত হয় না। সেখানে ঠিক দস্যুর মতো তারা তাদের প্রজাদের পীড়ন করেছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"সকল সৌভাগ্য বঞ্চিত শিশুপাল এই সমস্ত এবং আরও অপমানজনক কথা বলেছিল। কিন্তু ঠিক যেমন একটি সিংহ একটি শৃগালের ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে সেইভাবে ভগবান কিছু বললেন না। এরূপ অসহ্য ভগবৎ-নিন্দা শ্রবণ করে সভার কিছু সংখ্যক সদস্য তাদের কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করে ক্রুদ্ধভাবে চেদি-রাজাকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন। যে কেউই অথবা তাঁর বিশুদ্ধ ভক্ত, যে ভগবৎ নিন্দা শ্রবণ করেও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়, অবশ্যই তার পুণ্য ফল থাকা সত্ত্বেও সে পতিত হবে। তখন পাণ্ডুর পুত্রগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং মৎস্য, কৈকয় এবং সৃঞ্জয় বংশজগণের যোদ্ধাদের সঙ্গে উদ্যত অস্ত্র নিয়ে তাদের আসন থেকে উত্থিত হয়ে শিশুপালকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন। হে ভরত, অবিচলিত, শিশুপাল তখন সমবেত সকল রাজার মধ্যে তার তরবারি ও বর্ম গ্রহণ করল এবং কৃষ্ণপক্ষীয়গণকে অপমান করতে লাগল। সেই সময় ভগবান উঠে তাঁর ভক্তবৃন্দকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি তখন তাঁর তীক্ষ্ণধার সম্পন্ন চক্রকে ক্রুদ্ধভাবে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর আক্রমণোদ্যত শত্রুর মস্তক ছেদন করলেন। এইভাবে শিশুপাল যখন নিহত হল, শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক মহা কোলাহল উঠল। সেই গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করে শিশুপালের সমর্থক কতিপয় রাজা সত্বর তাদের জীবনের ভয়ে সভা ত্যাগ করল। এক জ্যোতির্ময় আলো শিশুপালের দেহ থেকে উত্থিত হল এবং সর্বসমক্ষে তা আকাশ থেকে পৃথিবীতে একটি উল্কার পতিত হওয়ার মতো শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করল। তিন জন্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ ভাবনায় রত হয়ে শিশুপাল ভগবানের চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চেতনা দ্বারাই জীবের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হয়। সম্রাট যুধিষ্ঠির যজ্ঞের পুরোহিত ও সভাসদদের বেশ নির্দিষ্টভাবে সম্মান জ্ঞাপন করে উদারভাবে উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি অবভৃথ স্নান করলেন।"

"এইভাবে যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের হয়ে এই মহাযজ্ঞের সফল সম্পাদন করিয়েছিলেন। অতঃপর তাদের বিনীত প্রার্থনায় ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদগণের সঙ্গে সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করলেন। অতঃপর ভগবান দেবকী-পুত্র, রাজার অনিচ্ছাসত্ত্ব অনুমোদন গ্রহণ করে তাঁর মহিষী ও মন্ত্রীগণসহ তাঁর নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।"

"আমি ইতিমধ্যে আপনাকে বিস্তারিতভাবে বৈকুণ্ঠের দুই অধিবাসীর ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জড় জগতে বারবার জন্মগ্রহণ করার ইতিহাস বর্ণনা করেছি। সফলতার সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্ত হওয়া যা চিহ্নিত

করে সেই চূড়ান্ত অবভৃথ অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সভার সমবেত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে স্বয়ং দেবরাজের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। দেবতা, মনুষ্য এবং খেচরগণ সকলে রাজা দ্বারা যথাযথভাবে সম্মানিত হয়ে মহা আনন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি গান গাইতে গাইতে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে সুখে গমন করলেন। কলির অংশসম্ভূত ও কুরুবংশের ব্যাধি স্বরূপ পাপিষ্ঠ দুর্যোধন ব্যতীত সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। সে পাণ্ডুপুত্রের ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি দর্শন করে সহ্য করতে পারল না। যিনি শিশুপাল বধ, রাজাদের উদ্ধার এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান সহ ভগবান বিষ্ণুর এই সমস্ত কার্যাবলী কীর্তন করেন তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন।"

卐 卐 卐

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনার কাছ থেকে যা শ্রবণ করেছি সেই অনুসারে একমাত্র দুর্যোধন ব্যতীত সমবেত সকল রাজা, ঋষি ও দেবতারা অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অপূর্ব উৎসবমত্ততা দর্শন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। হে প্রভু, দয়া করে আমাকে বলুন, কেন এমন হয়েছিল।"

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"আপনার মহাত্মা পিতামহের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে তাঁর বিনীত সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। ভীম রান্নাঘরের তত্ত্বাবধান করতেন, দুর্যোধন কোষাগার দেখাশোনা করতেন এবং সহদেব শ্রদ্ধার সাথে সমাগত অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করতেন। নকুল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেন। অর্জুন গুরুজনদের সেবা গ্রহণ করতেন এবং কৃষ্ণ প্রত্যেকের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করতেন আর দ্রৌপদী খাদ্য পরিবেশন করতেন ও দাতা কর্ণ উপহার প্রদান করতেন। আরও অনেকে যেমন যুযুধান, বিকর্ণ, হার্দিক্য, বিদুর, ভূরিশ্রবা ও বাহ্লীকের অন্যান্য পুত্ররা এবং সন্তর্দন একইভাবে মহাযজ্ঞের সময় যেচ্ছায় বিভিন্ন কর্তব্য করেছিলেন। হে রাজেন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার আগ্রহের জন্যই তারা তা করেছিলেন। পুরোহিতরা, বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা, শ্রেষ্ঠ সাধুরা এবং রাজার পরম অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষীরা সকলে মধুর বচন, পবিত্র নৈবেদ্য ও পারিশ্রমিকরূপে বিভিন্ন উপহারাদি দ্বারা যথাযথরূপে সম্মানিত হলে এবং সাত্বতদের প্রভুর পাদপদ্মে চেদিরাজ প্রবেশ করলে পরে দিব্য নদী যমুনায় অবভৃথ স্নান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।"

"অবভৃথ উৎসবের সময় মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, দুন্দুভি, আনক ও গোমুখ শিঙা সহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল। নর্তকীরা আনন্দে নৃত্য করছিল এবং গায়কেরা দলবদ্ধভাবে গান করছিল আর বীণা, বেণু ও করতালের উচ্চ ধ্বনি স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। সকল রাজারা স্বর্ণ কণ্ঠহার পরিধান করে অতঃপর যমুনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রঙের এক দণ্ড ও দুই দণ্ডের পতাকা এবং তারা সুসজ্জিত রাজকীয় হস্তী, রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য আর পদাতিক বাহিনী সমন্বিত ছিলেন। যদু, সৃঞ্জয়, কম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশলদের সৈন্যরা পৃথিবী কম্পিত করে শোভাযাত্রায় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুগমন করলেন। সভার পারিষদ, পুরোহিত ও অন্যান্য উত্তম ব্রাহ্মণেরা পুনঃ পুনঃ বৈদিক মন্ত্রসমূহ ধ্বনিত করছিলেন এবং দেবতা, দিব্য ঋষি, পিতৃপুরুষ ও গন্ধর্বরা স্তুতি গান করছিলেন ও পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। চন্দন, পুষ্প মাল্য, রত্নালঙ্কার ও সুন্দর বসনে সুশোভিত সকল নর-নারীরা পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্ন রসে অভিষিক্ত ও অনুলিপ্ত

করে ক্রীড়া করেছিলেন। পুরুষেরা জলাশয়ের যথেষ্ট তেল, দধি, সুগন্ধী জল, হলুদ ও গুঁড়ো কুঙ্কুম লেপন করে দিলেন এবং বারাঙ্গনারাও ক্রীড়াচ্ছলে সেই একই বস্তুসমূহ পুরুষদের লেপন করলেন। প্রহরী পরিবৃত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাণীরা উৎসব দর্শন করার জন্য তাদের রথে আরোহণ করে নির্গত হলেন, ঠিক যেভাবে দেবতাদের পত্নীরা দিব্য আকাশযানে আকাশে উপস্থিত হন। মাতুল পুত্র ও অন্তরঙ্গ সখারা রাণীদের জলে অভিষিক্ত করলে পর সলজ্জ হাস্যযুক্ত প্রফুল্ল বদন, রাণীদের দীপ্তিময় সৌন্দর্যকে বর্ধিত করছিল। রাণীরা পিচকারী দ্বারা তাদের দেবর ও অন্যান্য পুরুষ সখীদেরকে অভিষিক্ত করলে তাদের শিথিল বসন তাদের বাহুদ্বয়, স্তনদ্বয়, ঊরু ও কোমরকে প্রকাশিত করে সিক্ত হয়ে উঠল। উত্তেজনাবশত তাদের শিথিল খোঁপা থেকে ফুল পতিত হল। এই সকল মধুর ক্রীড়া দ্বারা তারা কলুষ চেতনা সম্পন্নদের ক্ষোভিত করেছিলেন।"

"সম্রাট তার স্বর্ণ গলবন্ধনী পরিহিত শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহ দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ পূর্বক তাঁর মহিষীদের সঙ্গে, ঠিক যেন বিভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা পরিবৃত উজ্জ্বল রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় দীপ্তিমান রূপে শোভিত হয়েছিলেন। পুরোহিতেরা পত্নী সংযাজ ও অবভৃথ নামক শেষ ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে রাজাকে অগ্রগণ্যা রাণী দ্রৌপদী সহ আচমন ক্রিয়া ও গঙ্গায় স্নান করালেন। মনুষ্যের দুন্দুভির সঙ্গে দেবতাদের দুন্দুভিও ধ্বনিত হল। দেবতা, ঋষি, পূর্বপুরুষ ও মানুষেরা সকলে পুষ্প বৃষ্টি করলেন। বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত সকল পুরবাসীরা তারপর সেই স্থানে স্নান করলেন যেখানে স্নান করে চরম পাপীও তৎক্ষণাৎ সকল পাপকর্মফল থেকে মুক্ত হতে পারে। অতঃপর রাজা নূতন রেশমী বস্ত্র পরিধান করলেন এবং নিজেকে সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত করলেন। তারপর তিনি পুরোহিত, সভাসদ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ঋত্বিকদেরকে অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রদান করে সম্মানিত করলেন। যিনি সর্বতোভাবে তার জীবন ভগবান নারায়ণকে উৎসর্গ করেছেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির বিভিন্নভাবে অবিরত তার আত্মীয়, জ্ঞাতি, অন্যান্য রাজা, তার মিত্র ও সুহৃদ এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। সেখানকার সকল পুরুষদের দেবতার মতো দেখাচ্ছিল। তারা মণিময় কুণ্ডল, পুষ্পমালা, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, রেশমী ধুতি ও মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহারে শোভিত ছিলেন। নারীরা যথাযথই কুণ্ডল ও অলক দ্বারা তাদের সুন্দর মুখমণ্ডলকে আরও সুন্দর করে তুলেছিলেন এবং তারা সকলেই স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন।"

"হে রাজন, তখন উচ্চ-নৈতিকতার পুরোহিতেরা, মহান বৈদিক তত্ত্ববিদেরা যারা যজ্ঞের সাক্ষীরূপে সেবা করছিলেন, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত রাজারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, দেবতা, ঋষি, পূর্বপুরুষ ও ভূতেরা এবং জনসমূহের প্রধান শাসকগণ ও তাদের অনুচরেরা—রাজা যুধিষ্ঠির দ্বারা পূজিত সকলেই তার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাদের নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান করলেন। ভগবানের ভক্তের সেবক ও পরম মহাত্মা রাজা দ্বারা সম্পাদিত অপূর্ব রাজসূয় যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করেও তাদের তৃপ্তি হচ্ছিল না, ঠিক যেমন একজন সাধারণ মানুষ অমৃত পান করে কখনও তৃপ্ত হন না। সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান কৃষ্ণসহ তার কিছু সংখ্যক সুহৃৎ, জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয়দেরকে প্রস্থান থেকে বিরত করলেন। প্রেমবশত যুধিষ্ঠির তাদের যেতে দিতে পারছিলেন না কারণ তিনি আসন্ন বিরহ বেদনা অনুভব করছিলেন। হে পরীক্ষিৎ, প্রথমে সাম্ব ও অন্যান্য যদুবীরদের দ্বারকায় প্রেরণ করার পর রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভগবান সেখানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করলেন। এইভাবে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তার বিশাল ও দুস্তর কামনার সমুদ্র সফলতার সঙ্গে পার হয়ে তার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।"

"একদিন দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদের ঐশ্বর্যসমূহ নিরীক্ষণ করতে করতে রাজসূয় যজ্ঞ ও তার অনুষ্ঠানকারী অচ্যুত-আত্মা রাজা, উভয়েরই মহিমা দর্শনে অত্যন্ত সন্তাপ অনুভব করেছিলেন। সেই প্রাসাদে বিশ্বস্রষ্টা ময়দানব দ্বারা আনীত মানব, দানব ও দেবতাদের রাজাদের সকল সংগৃহীত ঐশ্বর্যসমূহ উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছিল। সেই সকল ঐশ্বর্যের মধ্যে দ্রৌপদী তার পতিদের সেবা করছিলেন এবং যেহেতু কুরুরাজ দুর্যোধন তার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তিনি সন্তপ্ত হলেন। ভগবান মধুপতির সহস্র রাণীরাও সেই প্রাসাদে অবস্থান

করছিলেন। তাদের নিতম্বভারে তাদের চরণতল ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছিল আর মধুরভাবে চরণের নূপুর ধ্বনিত হচ্ছিল। তাদের মধ্যভাগ ছিল সুরম্য, তাদের স্তনের কুঙ্কুম থেকে তাদের মুক্তার কণ্ঠহার রঞ্জিত হয়েছিল এবং তাদের দোদুল্যমান কুণ্ডল ও উড়ন্ত অলকরাশি তাদের মুখমণ্ডলের অসাধারণ সৌন্দর্যকে বর্ধিত করছিল।"

"একদিন এমন ঘটল যে ধর্মপুত্র সম্রাট যুধিষ্ঠির ময়দানব নির্মিত সভাগৃহে ঠিক ইন্দ্রের মতো স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তার সঙ্গে তার অনুচরেরা, তার পরিবারের সদস্যেরা এবং তার বিশেষ চক্ষু স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ করে রাজা যুধিষ্ঠির সভা কবিদের দ্বারা স্তুত হচ্ছিলেন। হে রাজন, অহংকারী দুর্যোধন তার হাতে একটি তরবারি ধারণ করে এবং একটি মুকুট ও কণ্ঠহার পরিধান করে তার ভ্রাতাদের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে দ্বার-রক্ষীদের অপমান করতে করতে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করলেন। ময়দানবের জাদুর মাধ্যমে সৃষ্ট মায়া দ্বারা বিমোহিত দুর্যোধন শক্ত মেঝেকে জল বলে ভুল করেছিলেন এবং তার বস্ত্রের প্রান্তভাগ উত্তোলন করেছিলেন এবং অন্য এক স্থানে তিনি জলকে শক্ত মেঝে মনে করে ভুল করে জলের মধ্যে পতিত হলেন। হে পরীক্ষিৎ, তা দেখে ভীম হেসে উঠেছিলেন এবং রমণীরা, রাজারা ও অন্যান্যরাও হেসে উঠেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুমোদন প্রদর্শন করলেন। অপমানিত হয়ে রোষে জ্বলতে জ্বলতে দুর্যোধন তার মুখ নীচু করে, কোন শব্দ উচ্চারণ না করে নির্গত হলেন এবং হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। উপস্থিত সাধু ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে "হায়! হায়!" করে উঠলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও কেমন বিমর্ষ হলেন। কিন্তু ভগবান, যাঁর দৃষ্টিপাত দুর্যোধনকে বিভ্রান্ত করেছিল মাত্র, তাঁর ভূ-ভার হরণের উদ্দেশ্যের জন্য নিশ্চুপ রইলেন। হে রাজন, কেন দুর্যোধন মহান রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অসন্তুষ্ট ছিলেন সেই বিষয়ে তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি তার উত্তর প্রদান করলাম।"

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়

শাল্ব ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে যুদ্ধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, দিব্য লীলা উপভোগের জন্য যিনি তাঁর মনুষ্যতুল্য দেহে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সম্পাদিত অন্য একটি অদ্ভুত কর্মের কথা এখন শ্রবণ কর। শোন, কিভাবে তিনি সৌভপতিকে নিহত করেছিলেন।"

"শাল্ব ছিল শিশুপালের বন্ধু। সে যখন রুক্মিণীর বিবাহে উপস্থিত হয়েছিল তখন জরাসন্ধ ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তাকেও যদু যোদ্ধারা পরাজিত করেছিলেন। শাল্ব সকল রাজাদের উপস্থিতিতে প্রতিজ্ঞা করেছিল—'আমি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করব। আপনারা কেবল আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করুন।' এইভাবে তার প্রতিজ্ঞা করে সেই মূর্খ রাজা প্রতিদিন একমুঠি ধূলি ছাড়া অন্য কিছু না ভক্ষণ করে দেবাদিদেব পশুপতিকে (শিব) তার ঈশ্বররূপে পূজা করতে শুরু করল। মহাদেব উমাপতি 'আশুতোষ' রূপে পরিচিত, তবুও এক বৎসরের শেষে তাঁর শরণাগত শাল্বকে একটি বর প্রার্থনা করতে বলে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। শাল্ব একটি যান প্রার্থনা করল যা দেবতা, দানব, মানব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসদের দ্বারাও অবিনাশী, সে যেখানে যেতে ইচ্ছা করবে সেখানেই তা ভ্রমণ করতে পারবে এবং যা বৃষ্ণিদের আতঙ্কিত করবে। দেবাদিদেব শিব বললেন, 'তাই হোক।' তাঁর নির্দেশে ময়দানব, যিনি তাঁর শত্রুর

তার অস্ত্রটি শ্রীভগবানের সারথির দিকে নিক্ষেপ করল। যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দিয়ে উড়ে আসতে আসতে অস্ত্রটি ভয়ানকভাবে গর্জন করছিল। শাল্বের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমস্ত আকাশকে এক শক্তিশালী উল্কার মতো আলোকিত করল, কিন্তু শ্রীভগবান শৌরি সেই মহা অস্ত্রকে তাঁর বাণ দ্বারা শত শত খণ্ডে ছিন্ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন শাল্বকে ষোলটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করলেন এবং আকাশে বিচরণশীল সৌভ বিমানকে অজস্র তীরের প্রবাহে বিদ্ধ করলেন। তীর নিক্ষেপরত শ্রীভগবান যেন তাঁর কিরণ দিয়ে আকাশ প্লাবিতকারী সূর্যের মতো প্রকাশিত হলেন। শাল্ব তখন শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গ ধনুক ধারণকারী বাম বাহুকে বিদ্ধ করতে সক্ষম হল এবং অদ্ভুতভাবে তাঁর হাত থেকে শার্ঙ্গ পতিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলে হাহাকার করে উঠলেন। তখন সৌভপতি উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করে ভগবান জনার্দনকে বলেছিল, তুমি মূর্খ—কারণ আমাদের সামনে তুমি আমাদের বন্ধু, তোমার নিজ ভ্রাতা, শিশুপালের বধূকে অপহরণ করেছিলে এবং যেহেতু তুমি পরে তার অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে পবিত্র সভার মধ্যে হত্যা করেছ, আজকে আমার তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাব। যদিও তুমি নিজেকে অপরাজেয় বলে মনে কর, কিন্তু তুমি যদি আমার সামনে এখন দাঁড়াবার সাহস কর, তা হলে আমি তোমাকে হত্যা করবই।"

শ্রীভগবান বললেন—"হে মূঢ়, তুমি বৃথা দম্ভ করছ, কারণ তোমার কাছে দাঁড়ানো মৃত্যুকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। যথার্থ বীরেরা বেশি কথা বলে না, বরং তাদের কাজের মধ্যেই পৌরুষ প্রদর্শন করে।"

"এই কথা বলে ক্রুদ্ধ শ্রীভগবান তাঁর গদাটি ভয়ঙ্কর শক্তি ও বেগে সঞ্চালিত করে শাল্বের কণ্ঠদেশে আঘাত করলেন যার ফলে শাল্বের রক্ত বমন হয়ে সর্বশরীর প্রকম্পিত করেছিল। কিন্তু ভগবান অচ্যুত তাঁর গদা প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে শাল্ব অন্তর্হিত হল এবং এক মুহূর্ত পরে একটি লোক শ্রীভগবানের কাছে এল। তার মাথা নত করে তাকে প্রণতি নিবেদন করে সে ঘোষণা করল, 'দেবকী আমাকে পাঠিয়েছেন' এবং ক্রন্দন করতে করতে পরবর্তী কথাগুলি সে বলতে লাগল—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে মহাবাহো, হে পিতৃ-মাতৃবৎসল! কসাই যেমন পশুকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যায়, সেভাবে শাল্ব আপনার পিতাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। যখন তিনি এই অপ্রিয় সংবাদ শুনলেন, তখন কপট মানুষের ভূমিকায় লীলা অভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ ও দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর পিতামাতার জন্য স্নেহবশত সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মার মতো তিনি কথাগুলি বলেছিলেন—বলরাম চিরসতর্ক এবং কোন দেবতা বা দানবই তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। তা হলে কিভাবে এই তুচ্ছ শাল্ব তাঁকে পরাজিত করে আমার পিতাকে অপহরণ করল? নিঃসন্দেহে, ভাগ্যই সর্বশক্তিমান। গোবিন্দ এই সকল কথা বলার পর, [illegible] বসুদেবকে শ্রীভগবানের সামনে উপস্থিত করে, সৌভপতি আবার আবির্ভূত হল। শাল্ব তখন বলতে লাগল—এই হচ্ছে তোমার প্রিয় পিতা, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে এবং যার জন্য তুমি এই জগতে জীবিত রয়েছ। তোমার চোখের সামনে আমি এখন তাকে হত্যা করব। ওহে দুর্বল, যদি পার তাকে রক্ষা কর। শ্রীভগবানকে এইভাবে ভর্ৎসনা করার পর, মায়াবী শাল্ব যেন তার তরবারি দ্বারা বসুদেবের মস্তক ছিন্ন করল। মস্তকটি তার সঙ্গে গ্রহণ করে আকাশে পরিভ্রমণরত সৌভযানে সে প্রবেশ করল।"

"প্রকৃতিগতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান এবং মহানুভব। তবুও এক মুহূর্তের জন্য, তাঁর প্রিয়জনের প্রতি পরম স্নেহবশত, তিনি এক সাধারণ মানুষের ভাবে নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি স্মরণ করলেন যে, এই সমস্ত কিছুই ময়দানব দ্বারা নির্মিত ও শাল্ব দ্বারা প্রয়োগিত এক আসুরিক মায়া। এখন প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ভগবান অচ্যুত যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সামনে না দূত, না তার পিতার শরীর কিছুই লক্ষ্য করলেন না। এটি যেন ছিল তাঁর স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠারই মতো। ঊর্ধ্বে তাঁর শত্রুকে সৌভবিমানে উড্ডীয়মান লক্ষ্য করে, শ্রীভগবান তখন তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলেন।"

"হে রাজর্ষি, কতিপয় ঋষি এমনই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যাঁরা নিজেরা এমন অযৌক্তিকভাবে পরস্পরবিরোধী কথা বলেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের পূর্বের বক্তব্য বিস্মৃত হয়েই থাকেন। অনন্ত জ্ঞান বিজ্ঞান-ঐশ্বর্যশালী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানের উপর কিভাবে

অজ্ঞতাবশত জাত সকল শোক, মোহ, স্নেহ বা ভয় আরোপিত হতে পারে? তাঁর পাদপদ্মের সেবা প্রসাদের দ্বারা উৎকর্ষিত আত্মোপলব্ধির শক্তি দ্বারা, শ্রীভগবানের ভক্তগণ অনাদিকাল হতে আত্মাকে বিভ্রান্তকারী জীবনের দেহগত ভাবনাগুলি দূরীভূত করেন। এইভাবে তাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সঙ্গের মহিমা অর্জন করেন। তা হলে, কিভাবে, সকল প্রকৃত সাধুগণের গতি সেই পরম ব্রহ্ম, মায়ার বিবশ হতে পারেন?"

"শাল্ব যখন ক্রমাগত তাঁর প্রতি বিশাল বাহিনী দ্বারা স্রোতের মতো অস্ত্র নিক্ষেপ করছিল, তখন অমোঘবিক্রম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের প্রতি তাঁর তীরসমূহ নিক্ষেপ করে তাকে আহত করে, তার বর্ম, ধনুক ও শিরোমণি মণি চূর্ণ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান তাঁর গদা দিয়ে তাঁর শত্রুর সৌভবিমানটি ধ্বংস করলেন। শ্রীকৃষ্ণের গদার আঘাতে সহস্র খণ্ডে ছিন্ন হয়ে সৌভ বিমানটি জলের মধ্যে পড়ে গেল। শাল্ব সেটি ছেড়ে স্বয়ং ভূমিতে নেমে তার গদা গ্রহণ করল এবং ভগবান অচ্যুতের দিকে ধেয়ে এল। শাল্ব যখন তাঁর দিকে ধাবিত হল তখন শ্রীভগবান একটি ভল্ল নিক্ষেপ করে যে হাতে গদা ধারণ করেছিল সেটি ছেদন করলেন। অবশেষে শাল্বকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রলয়কালীন সূর্যের মতো তাঁর সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। উজ্জ্বলরূপে শোভিত শ্রীভগবান উদয়াচলের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক যেমন বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদনের জন্য পুরন্দর তার বজ্রকে ব্যবহার করেছিল, তেমনি তাঁর চক্রকে নিযুক্ত করে শ্রীহরি কুণ্ডল ও মুকুটসহ সেই মহা-মায়াবীর মস্তক ছেদন করলেন। তা দেখে শাল্বের সকল অনুগামী 'হায়, হায়!' করে কেঁদে উঠল। পাপিষ্ঠ শাল্ব এখন মৃত, এবং তার সৌভবিমান ধ্বংস হয়েছে, দেবতারা স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদিত করলেন। তখন দন্তবক্র, তার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধভাবে শ্রীভগবানকে আক্রমণ করল।"

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

দন্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহর্ষণ বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, পরলোকগত শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের জন্য কর্তব্যোচিত আচরণ পূর্বক দুর্মতি দন্তবক্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। সম্পূর্ণরূপে একা, পদব্রজে এবং তার হাতে একটি গদা ধারণ করে সেই বলশালী যোদ্ধা তার পদক্ষেপ দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল। দন্তবক্রকে সমাগত দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ সত্বর তাঁর গদা তুলে নিয়ে তাঁর রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে সমুদ্রতট যেভাবে সমুদ্রকে বাধা প্রদান করে সেভাবে তাঁর অগ্রসরমান প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করলেন। তার গদা উত্থিত করে করূষের সেই বেপরোয়া রাজা ভগবান মুকুন্দকে বলল, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!—আজ তুমি আমার সামনে এসেছ। কৃষ্ণ, তুমি আমার মামাতো ভাই, কিন্তু তুমি আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করেছিলে এবং এখন তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও। অতএব, হে মূর্খ, আমার বজ্রতুল্য গদা দ্বারা আমি তোমাকে বধ করব। হে অজ্ঞ, অতঃপর বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, আমার দেহের এক ব্যাধির ন্যায়, এক ছদ্মবেশী আত্মীয়রূপী আমার শত্রু তোমাকে হত্যার দ্বারা তাদের ঋণ শোধ করব।' এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে কর্কশ বাক্যের মাধ্যমে বিরক্ত করার চেষ্টা করে তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ দিয়ে হাতীকে বিদ্ধ করার মতো দন্তবক্র শ্রীভগবানের

মস্তকে তার গদা দিয়ে আঘাত করেছিল এবং সিংহের মতো গর্জন করেছিল। দন্তবক্রের গদার আঘাত পেলেও যদুকুলোদ্ধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান থেকে একটুকুও বিচলিত হলেন না। বরং শ্রীভগবান তাঁর গুরুভার কৌমোদকী গদা দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করলেন। গদার আঘাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হলে দন্তবক্র রক্ত বমন করল এবং অবিন্যস্ত চুল আর বিক্ষিপ্ত বাহু ও দুই পা নিয়ে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। এক অতি সূক্ষ্ম ও অদ্ভুত আলোর জ্যোতি তখন (দানবের দেহ থেকে বেরিয়ে) সর্বসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করল, হে রাজন, ঠিক যেমন শিশুপাল নিহত হওয়ার সময় হয়েছিল। কিন্তু তখন দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথ, তার ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকে নিমগ্ন হয়ে, জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অসি ও বর্ম হাতে উপস্থিত হল। সে ভগবানকে বধ করতে চেয়েছিল।"

"হে রাজেন্দ্র, বিদূরথ তাঁকে আক্রমণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ক্ষুরধার সুদর্শন চক্র ব্যবহার করে কিরীট ও কুণ্ডল সহ তার মস্তক ছেদন করলেন। সকল বিশেষজ্ঞগণের কাছে যারা অপরাজেয় ছিল সেই শাল্বও তার সৌভ বিমান সহ দন্তবক্র ও তার কনিষ্ঠভ্রাতা এইভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হলে, দেব, মানব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহানাগ, অপ্সরা, পিতৃপুরুষ, যক্ষ, কিন্নর ও চারণগণ সকলেই শ্রীভগবানের স্তুতিগান করলেন। তাঁরা যখন তাঁর মহিমা কীর্তন ও তাঁর উদ্দেশ্যে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন, তখন বৃষ্ণীশ্রেষ্ঠগণের সঙ্গে শ্রীভগবান তাঁর সুসজ্জিত উৎসবময় রাজধানী নগরীতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে যোগেশ্বর ও জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চির-বিজয়ী। কেবলমাত্র যারা পশুবৎ দৃষ্টিসম্পন্ন, কেবলমাত্র তারাই মনে করে যে, তিনি কখনও কখনও পরাজিত হন।"

"শ্রীবলরাম তখন শ্রবণ করলেন যে, কুরুগণ পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিরপেক্ষ হয়ে, তিনি তীর্থস্থানসমূহে স্নান করতে যাওয়ার ছলে প্রস্থান করলেন। প্রভাসে স্নান, দেব, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও বিশিষ্ট মানবদের তর্পণ করার পর তিনি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে পশ্চিমদিকের সমুদ্রে প্রবাহিত সরস্বতীর অংশে গমন করলেন। শ্রীবলরাম বৃহৎ বিন্দু সরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশাল, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ এবং পূর্বদিকে প্রবাহিত সরস্বতীতে গমন করলেন। হে ভারত, তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীর বরাবর সকল পবিত্র স্থানগুলিতেও গিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি নৈমিষারণ্যে এলেন যেখানে মহান ঋষিগণ এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন।"

"শ্রীভগবানের আগমনে তাঁকে চিনতে পেরে, দীর্ঘ দিনের জন্য তাঁদের যজ্ঞপালনে নিয়োজিত মুনিগণ উঠে এসে প্রণাম নিবেদন করে তাঁকে যথাযথভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন ও তাঁর পূজা করলেন। এইভাবে তাঁর অনুগামীদের পূজা পাওয়ার পরে, শ্রীভগবান সম্মানিত আসন গ্রহণ করলেন। তখন তিনি লক্ষ করলেন যে, ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ আসনে বসে আছে। যেভাবে এই সূত জাতির সদস্য উত্থিত হতে এবং প্রণাম নিবেদন করতে কিংবা যুক্ত করা হতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং যেভাবে সে সকল বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উচ্চে উপবিষ্ট ছিল তা দর্শন করে ভগবান বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।"

ভগবান বলরাম বললেন—"যেহেতু প্রতিলোমজাত এই দুর্মতি এই সকল ব্রাহ্মণগণের এবং ধর্মপালক আমারও উচ্চে উপবেশন করেছে, তাই সে বধযোগ্য। যদিও সে ব্যাসদেবের একজন শিষ্য এবং তাঁর কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্মনীতি, পৌরাণিক ইতিহাস ও পুরাণ সহ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু এই সকল অধ্যয়ন তার মধ্যে সদ্‌গুণাবলী উৎপন্ন করেনি। বরং তার শাস্ত্র অধ্যয়ন একজন অভিনেতার পাঠ অধ্যয়নের মতো, কারণ সে জিতেন্দ্রিয় বা বিনীত নয়। সে তার নিজের মনকে জয় করতে ব্যর্থ হয়েও বৃথাই নিজেকে পণ্ডিত মনে করছে। এই জগতে আমার অবতরণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ধরনের ধার্মিকতার ভানকারী ভণ্ডদের বধ করা। প্রকৃতপক্ষে তারা অত্যন্ত পাতকী।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"যদিও ভগবান বলরাম পাপীদের হত্যায় নিবৃত্ত ছিলেন কিন্তু রোমহর্ষণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই, এইভাবে বলে, শ্রীভগবান একটি কুশ তুলে নিয়ে তার অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করে তাকে বধ করলেন। সকল মুনিগণ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'হায়, হায়' করে উঠলেন। তাঁরা ভগবান সঙ্কর্ষণকে বললেন, 'হে প্রভু, আপনি একটি অধর্মোচিত আচরণ করলেন!' "

"হে যদুনন্দন, আমরা তাকে গুরুদেবের আসন প্রদান করেছিলাম এবং যতদিন এই যজ্ঞ চলবে ততদিন পর্যন্ত তাকে দীর্ঘ জীবন ও দৈহিক পীড়া হতে মুক্তি প্রদান করেছিলাম। আপনি না জেনে এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছেন। অবশ্যই, শাস্ত্রের বিধিসমূহও যোগেশ্বর আপনার উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। তা সত্ত্বেও যদি স্বেচ্ছায় এই এক ব্রাহ্মণ বধের জন্য নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পালন করেন, হে জগৎপাবন, আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণ মানুষ পরম কল্যাণ লাভ করবে।"

ভগবান বললেন—"যেহেতু আমি সাধারণ মানুষকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার কামনা করি, তাই আমি অবশ্যই এই হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করব। অতএব, প্রথমে যা যা আচার পালন করতে হবে আমাকে তা নির্দেশ করুন। হে মুনিগণ, আপনারা তার কাছে যা সব দান করেছিলেন—দীর্ঘ আয়ু, বল ও ইন্দ্রিয় শক্তি—আমাকে কেবল তা বলুন, আমার যোগ শক্তি দ্বারা সমস্ত কিছুই আমি পুনরুদ্ধার করব।"

ঋষিগণ বললেন—"হে রাম, দয়া করে দেখুন যাতে আপনার শক্তি ও আপনার কুশ অস্ত্র এবং সেই সঙ্গে আমাদের সংকল্প ও রোমহর্ষণের মৃত্যু, সকলই যথাযথ থাকে।"

ভগবান বললেন—"বেদ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কারও আত্মা পুনরায় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তাই রোমহর্ষণের পুত্র পুরাণ বক্তা হবেন এবং তিনি দীর্ঘ জীবন, দৃঢ় ইন্দ্রিয়সমূহ ও শক্তি প্রাপ্ত হবেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের অভিলাষ আমাকে বলুন, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব। হে জ্ঞানী আত্মাগণ, যেহেতু আমি সঠিক জানি না তাই যত্নসহকারে আমার যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন।"

ঋষিরা বললেন—"ইল্বলের পুত্র বল্বল নামক এক ভয়ঙ্কর দানব এখানে প্রতি পর্বদিনে আগমন করে এবং আমাদের যজ্ঞ দূষিত করে। হে দশার্হ বংশজ, দয়া করে আমাদের উপর পুঁজ, রক্ত, মল, মূত্র, মদ ও মাংস বর্ষণকারী সেই পাপিষ্ঠ দানবকে বধ করুন। এটি শ্রেষ্ঠ সেবা যা আপনি আমাদের জন্য করতে পারেন। অতঃপর, বারো মাসের জন্য আপনি সমাহিত চিত্তে ভারত ভূমি পরিক্রমা করে কৃচ্ছ্রসাধন করবেন ও বিভিন্ন পবিত্র তীর্থস্থানে স্নান করবেন। এইভাবে, আপনি বিশুদ্ধ হবেন।"

• • •

একোনাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের তীর্থে গমন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অতঃপর, পর্বদিনে, হে রাজন, সর্বত্র ধূলি বিক্ষিপ্ত করে ও পুঁজের গন্ধ ছড়িয়ে এক প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর বায়ু উত্থিত হল। অতঃপর, যজ্ঞস্থলে বল্বল দানব প্রেরিত দুর্গন্ধময় বস্তুসমূহের এক বর্ষণ আরম্ভ করল, এরপরে দানব স্বয়ং ত্রিশূল হাতে আবির্ভূত হল। সেই বিশাল দানবটি ছিল দগ্ধ অঙ্গার সদৃশ কালো। তার শিখা ও শ্মশ্রু ছিল তপ্ত তামার মতো এবং তার মুখে ছিল ভয়ানক বিকটাকৃতি ও দাঁতযুক্ত ভ্রু। তাকে দর্শন করে ভগবান বলরাম তাঁর শত্রুসৈন্যদের খণ্ড খণ্ড করে বিদীর্ণকারী তাঁর গদা এবং দানবদের শাস্তিদানকারী তাঁর লাঙ্গল অস্ত্রের স্মরণ করলেন। এইভাবে আহূত হয়ে তাঁর অস্ত্রদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল। শ্রীবলরাম তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে আকাশচারী দানব বল্বলকে আকর্ষণ করলেন এবং তাঁর গদা দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে সেই ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নকারীর মস্তকে আঘাত করলেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় বল্বল ক্রন্দন করে উঠে ভূপাতিত হল, তার কপাল বিদীর্ণ হয়েছিল এবং প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল তাকে

বহুদূরস্থ অরুণবর্ণের পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল। মুনিশ্রেষ্ঠগণ অত্যধিক স্তুতি দ্বারা শ্রীরামের পূজা করলেন এবং তাঁকে অব্যর্থ আশীর্বাদ প্রদান করলেন। অতঃপর তারা তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান করলেন, ঠিক যেমন বৃত্রাসুরকে বধের পর দেবতারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন। যেখানে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন সেই অম্লান-পদ্মের এক বৈজয়ন্তীমালা তাঁরা শ্রীবলরামকে প্রদান করলেন এবং তারা তাঁকে এক জোড়া দিব্য বসন ও আভরণও প্রদান করলেন।"

"অতঃপর, ঋষিগণ দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে, ভগবান ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে কৌশিকী নদীতে গমন করে স্নান করলেন। সেখান থেকে তিনি সেই সরোবরে গমন করলেন যেখান থেকে সরযূ নদী প্রবাহিত হয়েছে। ভগবান সরযূ নদীর প্রবাহ অনুসরণ করে প্রয়াগে এলেন, সেখানে তিনি স্নান করলেন এবং তারপর দেবতা ও অন্যান্য জীবের তর্পণ সম্পাদন করলেন। এরপর তিনি পুলহ ঋষির আশ্রমে গমন করলেন। ভগবান বলরাম গোমতী, গণ্ডকী ও বিপাশা নদীসমূহে স্নান করলেন এবং তিনি শোণ নদীতেও ডুব দিয়েছিলেন। তিনি গয়ায় গমন করে সেখানে তাঁর পূর্বপুরুষগণের পূজা করলেন এবং গঙ্গার সঙ্গম স্থলে তিনি শুদ্ধ স্নান সম্পাদন করলেন। মহেন্দ্র পর্বতে তিনি শ্রীপরশুরামকে দর্শন করলেন এবং তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি গোদাবরী নদীর সাতটি শাখায় স্নান করলেন এবং বেণা, পম্পা ও ভীমরথী নদীসমূহেও তিনি স্নান করলেন। এরপর ভগবান বলরাম স্কন্দদেবের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং ভগবান গিরিশের ধাম শ্রীশৈল দর্শন করলেন। দ্রাবিড় দেশ নামে পরিচিত দক্ষিণ অঞ্চলে ভগবান পবিত্র বেঙ্কট পর্বত এবং কামকোষ্ণী ও কাঞ্চী নগরী, নদীশ্রেষ্ঠা কাবেরী ও ভগবান হরি যেখানে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন সেই পরম পবিত্র ক্ষেত্র শ্রীরঙ্গ দর্শন করলেন। সেখান থেকে তিনি ঋষভ পর্বতে ও ভগবান কৃষ্ণের ক্ষেত্র, দক্ষিণ মথুরায় গমন করলেন। অতঃপর তিনি সেতুবন্ধে আগমন করলেন, যেখানে অত্যন্ত কঠিন পাপসমূহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সেতুবন্ধে [রামেশ্বরম্] ভগবান হলায়ুধ ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র গাভী দান করলেন। তিনি অতঃপর কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী নদী ও বিশাল মলয় পর্বতে গমন করেছিলেন। মলয় পর্বতমালায় ভগবান বলরাম অগস্ত্য ঋষিকে ধ্যানে আসীন প্রাপ্ত হলেন। ঋষিকে প্রণাম নিবেদন করার পর, ভগবান তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন এবং তারপর তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। অগস্ত্যের অনুজ্ঞাক্রমে, তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরের দিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে তিনি দেবীদুর্গাকে তাঁর কন্যাকুমারী রূপে দর্শন করলেন।"

"অতঃপর তিনি ফাল্গুন তীর্থে গমন করলেন এবং পবিত্র পঞ্চাপ্সরা সরোবরে অবগাহন করলেন, যেখানে ভগবান বিষ্ণু প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেই স্থানে তিনি আরও দশ সহস্র গাভী দান করেছিলেন। ভগবান অতঃপর কেরল ও ত্রিগর্ত দেশ ভ্রমণ করে যেখানে ভগবান ধূর্জটি (শিব) সাক্ষাৎভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, ভগবান শিবের সেই পবিত্র গোকর্ণ নগরী গমন করলেন। দ্বীপবাসিনী দেবী পার্বতীকেও দর্শন করার পর, শ্রীবলরাম পবিত্র জেলা শূর্পারকে গমন করলেন এবং তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যা নদীসমূহে স্নান করলেন। অতঃপর তিনি দণ্ডক অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং মাহিষ্মতী প্রতিষ্ঠিত নগরী সহ, রেবা নদীতে গমন করলেন। তারপর তিনি মনু-তীর্থে স্নান করলেন এবং অবশেষে প্রভাসে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিভাবে কুরু ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধে যুক্ত সকল রাজাগণ হত হয়েছিল কয়েকজন ব্রাহ্মণের কাছে ভগবান তা শ্রবণ করলেন। তা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে পৃথিবী এখন তার ভার মুক্ত হয়েছে। তখন শ্রীবলরাম যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে গমন করলেন। যখন যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল ও সহদেব শ্রীবলরামকে দর্শন করলেন তারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না, ভাবলেন 'তিনি এখানে আমাদের কি বলতে এসেছেন?' শ্রীবলরাম দুর্যোধন ও ভীমকে, তাদের হাতে গদা সহ দেখলেন এবং তারা উভয়ে ক্রুদ্ধভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য সংগ্রামরত দক্ষতার সঙ্গে মণ্ডলাকারে পরিক্রমণশীল ছিলেন। তখন ভগবান তাদের বললেন—রাজা দুর্যোধন! এবং ভীম! শ্রবণ কর! যুদ্ধের বিরুদ্ধে তোমরা দুই যোদ্ধাই সমান। আমি জানি

যে তোমাদের মধ্যে একজন দৈহিকভাবে অধিক বলশালী, আর অন্যজন প্রয়োগকৌশলেও শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তোমরা যুদ্ধ বিদ্যায় এতটাই সমানভাবে তুল্য, তাই আমি দেখতে পাচ্ছি না যে, কিভাবে তোমাদের দুইজনের একজন জয়ী বা পরাজিত হবে। সুতরাং এই নিষ্ফল যুদ্ধ বন্ধ কর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"হে রাজন, যদিও শ্রীবলরামের অনুরোধটি ছিল যুক্তিযুক্ত, কিন্তু তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ছিল অপরিবর্তনীয়, তাই তারা তা গ্রহণ করল না। উভয়ের প্রত্যেকে নিরন্তর একে অপরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অপমান ও ক্ষতিসাধনের কথা স্মরণ করতে লাগল। যুদ্ধটি ছিল ভাগ্যের আয়োজন, এই বিচার করে, শ্রীবলরাম দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাকে দর্শনে প্রীত উগ্রসেন ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়গণ দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় নৈমিষক্ষেত্রে উপস্থিত হলে ঋষিগণ অধিকন্তু বিগ্রহ হতে নিবৃত্তচিত্ত এবং যজ্ঞমূর্তিস্বরূপ বলদেবের দ্বারা যজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সর্বশক্তিময় ভগবান বলরাম ঋষিগণকে বিশুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করলেন, যার দ্বারা তাঁরা সমস্ত বিশ্বকে তাঁর মধ্যে এবং তাঁকেও সমস্তকিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত দর্শন করতে পারলেন। তাঁর পত্নী সহ অবভৃথ স্নান সম্পাদনের পর সুন্দররূপে বসন পরিহিত ও অলঙ্কৃত শ্রীবলরাম তাঁর পরিবারের নিকট আত্মীয় ও বন্ধুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ জ্যোতির্ময় রশ্মি পরিবৃত চন্দ্রের মতো দীপ্তিমান রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। অনন্ত ও অপ্রমেয় ভগবান, যাঁর মায়াশক্তি তাঁকে এক মনুষ্যরূপে প্রকাশিত করেছে, সেই বলশালী বলরাম দ্বারা এ রকমের অন্যান্য অসংখ্য লীলা সম্পাদিত হয়েছিল। অনন্ত ভগবান বলরামের সকল কার্যকলাপই অদ্ভুত। যিনি নিয়মিত প্রভাতে ও সায়ংকালে তা স্মরণ করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হন।"

অশীতিতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ সুদামার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পরিদর্শন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"হে প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ, যাঁর শৌর্য অনন্ত, আমি তাঁর সম্পাদিত অন্যান্য বীরত্বপূর্ণ কর্ম শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। হে ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞবরে শ্রেষ্ঠ, যিনি জীবনের সার অবগত ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে করতে বিরক্ত, পুনঃ পুনঃ ভগবান উত্তমশ্লোকের চিন্ময় কথাসমূহ শ্রবণ করার পর তা পরিত্যাগ করতে পারেন? প্রকৃত বাক্য হচ্ছে তা, যা ভগবানের গুণসমূহ বর্ণনা করে, প্রকৃত হস্ত হচ্ছে তা, যা তাঁর জন্য কর্ম করে, একটি প্রকৃত মন হল সেই, যা সর্বদা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর মধ্যে বসবাসী তাঁকে স্মরণ করে, এবং সেই সকল কর্ণই হচ্ছে প্রকৃত কর্ণ যা তাঁর বিষয়ে পুণ্য কথাসমূহ শ্রবণ করে। প্রকৃত মস্তক হচ্ছে সেটি যা ভগবানকে, স্থাবর জঙ্গম জীবের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে প্রণাম নিবেদন করে, প্রকৃত চক্ষু হচ্ছে তা, যা কেবল ভগবানকে দর্শন করে এবং সেই সমস্ত অঙ্গই হচ্ছে প্রকৃত অঙ্গ যা নিয়মিত ভগবান কিংবা তাঁর ভক্তগণের পাদধৌত জলকে সম্মান করে।"

সূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে রাজা বিষ্ণুরাত দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্নচিত্ত শক্তিশালী ঋষি বাদরায়ণি উত্তর প্রদান করলেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীকৃষ্ণের কোন এক ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন (সুদামা নামক), যিনি বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত পণ্ডিত এবং সকল ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে

নিরাসক্ত ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন প্রশান্ত চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়। গৃহস্থরূপে জীবন যাপনকারী তিনি অনায়াসলব্ধ বস্তু দ্বারা নিজেকে প্রতিপালন করতেন। সেই জীর্ণ বসন পরিহিত ব্রাহ্মণের পত্নীও তাঁর সঙ্গে ক্ষুধা ভোগ হেতু কৃশকায়া ছিলেন। দারিদ্র্য পীড়িত ব্রাহ্মণের পতিব্রতা পত্নী একদিন তাঁর ক্লেশজনিত মলিন মুখে তাঁর কাছে আগমন করে ভয়ে কম্পিতা হয়ে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, এটা কি সত্যি নয় যে লক্ষ্মীপতি হচ্ছেন আপনার ব্যক্তিগত বন্ধু? সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ ভগবান কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তাদেরকে তাঁর আশ্রয় প্রদান করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। হে মহাভাগ, দয়া করে সকল সাধুদের প্রকৃত আশ্রয় তাঁর কাছে গমন করুন। তিনি নিশ্চিতরূপে আপনার মতো এরূপ এক পীড়িত গৃহস্থকে প্রচুর ধন প্রদান করবেন। ভগবান কৃষ্ণ এখন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের শাসক এবং তিনি দ্বারকায় অবস্থান করছেন। যেহেতু কেবলমাত্র তাঁর পাদপদ্মের স্মরণকারীকে তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করেন তাই তাঁর ঐকান্তিক ভজনকারীকে, জগদ্গুরু তিনি যে সৌভাগ্য ও অনভীষ্ট জাগতিক সুখ প্রদান করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—"এইভাবে তাঁর পত্নী যখন বারবার তাঁকে বিভিন্ন ভাবে প্রার্থনা করছিলেন, ব্রাহ্মণ স্বয়ং ভাবলেন, 'ভগবান কৃষ্ণকে দর্শন করা প্রকৃতপক্ষে জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।' এইভাবে তিনি যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন, 'কল্যাণী, উপহার রূপে নিয়ে যাওয়ার মতো গৃহে যদি কিছু থাকে আমাকে তা প্রদান কর।' সুন্দরী পত্নী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের থেকে চার মুষ্টি চিড়া ভিক্ষা করলেন এবং তা একটি জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রূপে তার পতিকে প্রদান করলেন। চিড়া গ্রহণ করে সেই সাধু ব্রাহ্মণ সর্বক্ষণ 'কিভাবে আমি কৃষ্ণের দর্শন লাভে সমর্থ হব?' চিন্তা করতে করতে দ্বারকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কয়েকজন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তিনটি রক্ষী স্থান ও তিনটি দ্বার অতিক্রম করলেন এবং তারপর সাধারণের অগম্য ভগবান কৃষ্ণের নিষ্ঠ ভক্তগণ অন্ধক ও বৃষ্ণীগণের গৃহের মধ্য দিয়ে হেঁটে, এরপর শ্রীহরির ষোড়শ সহস্র রাণীর প্রাসাদসমূহের মধ্যে এক ঐশ্বর্যময় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন আর তখন তিনি যেন মুক্তির আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন অনুভব করলেন।"

"সেই সময় ভগবান অচ্যুত তাঁর প্রিয়ার শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। কিছুটা দূর থেকে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে, ভগবান তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়ে মহানন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের দেহ স্পর্শ করে কমলনয়ন ভগবান অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলেন আর তাই তিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু সুদামাকে পর্যঙ্কে উপবেশন করালেন। অতঃপর সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী ভগবান, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে বিভিন্ন অর্ঘ্য নিবেদন করলেন ও তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করলেন, হে রাজন্, তারপর তিনি তাঁর নিজ মস্তকে সেই জল ছিটিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে দিব্য সুগন্ধী, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম লেপন করলেন এবং আনন্দিতভাবে সুগন্ধী ধূপ ও সারিবদ্ধ দীপ দ্বারা পূজা করলেন। অবশেষে তাঁকে সুপারি নিবেদন ও একটি গাভী উপহার প্রদান করার পর, তিনি মধুর বাক্যে তাঁকে স্বাগত জানালেন। তাঁর চামর দিয়ে তাকে বাতাস করে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং, জীর্ণ ও মলিন বসন পরিহিত, অত্যন্ত কৃশকায় ও শিরাজালব্যাপ্তদেহ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সেবা করলেন। মলিন বসন পরিহিত এই ব্রাহ্মণকে নির্মল কীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে পূজিত হতে দেখে রাজপ্রাসাদের মানুষেরা বিস্মিত হয়েছিল।"

প্রাসাদের অধিবাসীরা বললেন—"এই মলিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পুণ্যকর্ম করেছেন? জনসাধারণ তাকে অধম ও নিন্দিত বিবেচনা করলেও ত্রিভুবনগুরু, শ্রীনিবাস তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করছেন। তার পর্যঙ্কে উপবিষ্ট লক্ষ্মীদেবীকে ত্যাগ করে ভগবান এই ব্রাহ্মণকে এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন যেন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হে রাজন, কৃষ্ণ ও সুদামা পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্বক তাঁদের গুরুকুলে এক সময় তাঁরা কিভাবে একসঙ্গে বাস করতেন সেই বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।"

ভগবান বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, ধর্মের উপায় সকল তুমি ভালোভাবে অবগত। আমাদের গুরুদেবকে গুরুদক্ষিণা নিবেদনের পর গুরুকুল থেকে গৃহে ফিরে এসে তুমি এক সুযোগ্যা পত্নীকে বিবাহ করেছ কি না? যদিও তোমাকে গৃহস্থ কর্মে প্রায়ই যুক্ত থাকতে হয়, কিন্তু তোমার মন জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত নয়। হে বিজ্ঞ, জড় সম্পদ বিষয়েও তুমি খুব একটা সুখ লাভ কর না। এটা আমি ভালভাবে জানি। ভগবানের মায়া শক্তি থেকে উদ্ভূত সকল জাগতিক প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক, জড়কামনা দ্বারা অবিচলিত চিত্তে কেমন কোন মানুষ তাদের কর্তব্যসমূহ পালন করেন। সাধারণ মানুষের শিক্ষার নিমিত্ত আমি যেভাবে আচরণ করি, তাঁরা সেইভাবে আচরণ করেন। হে ব্রাহ্মণ, আমরা কিভাবে গুরু-কুলে একসঙ্গে বাস করতাম তুমি তা স্মরণ কর কি? যখন কোন দ্বিজ ছাত্র তার গুরুর কাছ থেকে সকল শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষাগ্রহণ করে, সে সকল অজ্ঞতার অতীত পারমার্থিক জীবন উপভোগ করতে পারে। হে প্রিয় সখা, যিনি কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জন্ম প্রদান করেন তিনি তার প্রথম গুরুদেব এবং যিনি তাকে দ্বিজ ব্রাহ্মণরূপে দীক্ষিত করে তাকে ধর্মীয় কর্তব্যে যুক্ত করেন, তিনি আরো সাক্ষাৎরূপে তার গুরুদেব। কিন্তু যিনি সকল আশ্রমীদেরকে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি চূড়ান্ত গুরুদেব। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমার আপন স্বরূপ। হে ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রম পদ্ধতি সকল অনুগামীদের মধ্যে যারা গুরুরূপে উপস্থিত আমার বাক্যসমূহের সুযোগ গ্রহণ করেন নিশ্চিতরূপে তারাই তাদের নিজ প্রকৃত কল্যাণ হৃদয়ঙ্গমকারী এবং এইভাবে সহজেই তারা ভব সাগর সমুদ্র অতিক্রম করেন। আমি, সমস্ত জীবের আত্মা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগত পূজা, উপনয়ন, তপশ্চর্যা বা আত্মসংযম দ্বারা ততটা সন্তুষ্ট হই না যতটা কেবল গুরুদেবের প্রতি বিশ্বস্ত সেবা প্রদানের দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই।"

"হে ব্রাহ্মণ, আমরা যখন আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে বাস করতাম, তখন আমাদের কি ঘটেছিল তোমার তা মনে পড়ে কি? একদিন আমাদের গুরুপত্নী আমাদের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আমরা বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করার পর, হে দ্বিজবর, প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, বর্ষণ ও কঠোর মেঘগর্জন সহ ঝঞ্ঝা উত্থিত হল। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হলে অরণ্যের সমস্ত দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল এবং সমস্ত কিছু জলময় হওয়ায় আমরা উঁচু নীচু স্থানের পার্থক্য করতে পারিনি। অবিরাম শক্তিশালী ঝঞ্ঝা ও বর্ষণে অবরুদ্ধ হয়ে জলপ্লাবনের মধ্যে আমরা আমাদের দিক হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা কেবল পরস্পরের হাত ধরে ছিলাম এবং অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে বনের মধ্যে পরিভ্রমণ করছিলাম। আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনি, আমাদের সংকটাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে, সূর্যোদয়ের পর, তাঁর শিষ্য, আমাদের অন্বেষণের জন্য গমন করলেন ও আমাদের পীড়িত অবস্থায় প্রাপ্ত হলেন।"

সান্দীপনি মুনি বললেন—"হে পুত্রগণ, তোমরা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছ। দেহ হচ্ছে সকল জীবের অত্যন্ত প্রিয় কিন্তু তোমরা আমার প্রতি এতই অনুরক্ত যে তোমরা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের আপন স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাহ্য করেছ। বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের সম্পদ এমন কি জীবনও গুরুদেবকে অর্পণ করার মাধ্যমে তাদের গুরুদেবের প্রত্যুপকার সাধন করা নিঃসন্দেহে সকল প্রকৃত শিষ্যের কর্তব্য। তোমরা বালকেরা প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট। তোমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হোক এবং তোমাদের অধীত বৈদিক মন্ত্রসমূহের অর্থ যেন তোমাদের জন্য ইহকালে বা পরকালেও অটুট থাকে।"

শ্রীকৃষ্ণ বলে চললেন—"আমাদের গুরুদেবের গৃহে থাকাকালীন আমাদের এমন অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। গুরুদেবের কৃপার দ্বারাই কেবল একজন পুরুষ জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়।"

ব্রাহ্মণ বললেন—"হে দেবদেব, হে জগদ্গুরো, যেহেতু আমি আমাদের গুরু-গৃহে ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ মনোরথ তোমার সঙ্গে বাস করতে সমর্থ হয়েছিলাম, আমার অপ্রাপ্তির আর কি রয়েছে? হে সর্বশক্তিমান ভগবান, জীবনের সকল মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের উৎস তোমার দেহ, বেদ রূপে পরম ব্রহ্মকে ধারণ করছে। সেই তুমি গুরুকুলে বাস করেছিলে এটি তোমার মনুষ্যরূপে অভিনয়কারী একটি লীলা মাত্র।"

পরিত্যাগ করার পর তার আসক্তি শূন্য হয়ে তাঁকে প্রবন্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়সমূহ তিনি তাঁর পত্নী সহযোগে ভোগ করছিলেন। ভগবান হরি সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সকল যজ্ঞের পতি ও পরম প্রভু। কিন্তু তিনি সাধু ব্রাহ্মণগণকে তাঁর প্রভু রূপে গ্রহণ করেন আর তাই তাদের চেয়ে কোন পরম দেবতা বিদ্যমান নেই। অপরাজেয় হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ভগবান তাঁর নিজ ভক্তদের দ্বারা বিজিত হন তা দর্শন করে ভগবানের প্রিয় ব্রাহ্মণসখা নিরন্তর ভগবানের ধ্যানবেশ দ্বারা তাঁর হৃদয় মধ্যস্থ জড় আসক্তিপ অবশিষ্ট বন্ধনসমূহ ছিন্ন করতে সমর্থ হলেন। অচিরেই তিনি মহান সাধুগণের গতি, ভগবান কৃষ্ণের পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান সর্বদা ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, ভগবানের প্রতি তার প্রেম বৃদ্ধি পাবে এবং এইভাবে তিনি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।"

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—কোন এক সময়ে, বলরাম ও কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করছিলেন ঠিক যেন ভগবান ব্রহ্মার একদিনের অবসানের মতো এক মহান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল। পূর্ব হতে এই গ্রহণের কথা অবগত হয়ে, হে রাজন, পুণ্য অর্জনের জন্য বহু মানুষ স্যমন্ত-পঞ্চক নামক পবিত্র স্থানে গমন করেছিলেন। শ্রেষ্ঠযোদ্ধা ভগবান পরশুরাম পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করার পর রাজাদের রক্ত থেকে স্যমন্ত-পঞ্চকে এক বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন। যদিও তিনি কখনও কর্মফল দ্বারা কলুষিত হন না, সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দানের জন্য ভগবান পরশুরাম সেখানে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে পাপমুক্ত করার চেষ্টারত একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি আচরণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের সকল অংশ থেকে এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ এখন তীর্থের জন্য সেই স্যমন্ত-পঞ্চকে সমাগত হলেন। হে ভরতের বংশধর, তাদের পাপ মুক্ত হওয়ার আশায় সেই পবিত্র তীর্থে আগমনকারীগণের মধ্যে অনেক বৃষ্ণিগণও ছিলেন, যেমন গদ, প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব, অক্রূর, বসুদেব, আহুক ও অন্যান্য রাজারাও সেখানে গমন করেছিলেন। তাদের সেনাপতি কৃতবর্মার সঙ্গে নগরীকে রক্ষার জন্য সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সঙ্গে অনিরুদ্ধ দ্বারকায় অবস্থান করেছিলেন।"

"শক্তিশালী যাদবেরা পরম মর্যাদার সঙ্গে পথ অতিক্রম করেছিলেন। মেঘের মতো বিশাল বৃহদাকার গজ, এক ঢেউময় চলন্ত তরঙ্গের গতিশীল অশ্ব ও স্বর্গের বিমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী রথসমূহে আরোহণকারী তাদের সৈন্যদ্বারা তারা পরিবৃত ছিলেন। স্বর্গের বিদ্যাধরগণের মতো দ্যুতিসম্পন্ন বহু পদাতিক সৈন্যও তাদের সঙ্গে ছিলেন। যাদবগণ স্বর্ণ কণ্ঠহার, পুষ্পমালা দ্বারা শোভিত হয়ে এবং সুন্দর বর্ম পরিধান করে অত্যন্ত দিব্যভাবে সজ্জিত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা যখন তাঁদের পত্নীগণসহ পথে গমন করছিলেন তাঁদেরকে আকাশে বিচরণশীল দেবতাদের মতো মনে হচ্ছিল। সাধুস্বভাব যাদবেরা স্যমন্ত-পঞ্চকে স্নান করলেন এবং তারপর যত্নের সঙ্গে উপবাস পালন করলেন। এরপর তাঁরা ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, পুষ্পমালা ও স্বর্ণ কণ্ঠহার দ্বারা শোভিত গাভী প্রদান করলেন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বৃষ্ণি বংশীয়গণ অতঃপর আরেকবার ভগবান পরশুরামের হ্রদে স্নান করলেন এবং উত্তম ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করালেন। তাঁরা সকলেই প্রার্থনা করলেন, "কৃষ্ণের প্রতি যেন আমাদের ভক্তি হয়।" অতঃপর, তাঁদের পরম আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে বৃষ্ণিগণ উপবাস ভঙ্গ করে ভোজন করলেন এবং সুশীতল ছায়া প্রদায়ী বৃক্ষসমূহের মূলে উপবেশন করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। যাদবগণ দেখলেন যে উপস্থিত বহু রাজারা ছিলেন তাদের পুরানো বন্ধু ও আত্মীয়, যেমন—মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কৈকয়, মদ্র, কুন্তী, আনর্ত ও কেরলরাজগণ। তারা তাদের পক্ষ ও প্রতিপক্ষ, উভয়পক্ষের অন্যান্য বহু রাজাদের দেখতে পেলেন। অধিকন্তু, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারা তাদের প্রিয় সখা নন্দ মহারাজ ও দীর্ঘকাল যাবৎ উৎকণ্ঠিত গোপ-গোপীদেরও দেখতে পেলেন। একে অপরকে দর্শন করার মহা-আনন্দ তাদের হৃদয় ও মুখ-পদ্মকে নব-সৌন্দর্যে বিকশিত করল। পুরুষেরা একে অপরকে উৎসাহভরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের নয়ন থেকে অশ্রু-বর্ষণ করতে করতে পুলকিত গাত্রে ও রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা সকলে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন। রমণীরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিময় বন্ধুত্বের নির্মল হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাত করলেন। আর যখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন তাঁদের কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনসমূহ পীড়িত হয়েছিল ও তাঁদের নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল। তারপর তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠবর্গকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং পরিবর্তে তাঁদের কনিষ্ঠ আত্মীয়দের থেকে প্রণাম গ্রহণ করলেন। একে অপরের কাছ থেকে তাঁদের যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন। রাণী কুন্তী তাঁর ভ্রাতা ভগিনী ও তাদের পুত্রদের সঙ্গে, তাঁর পিতামাতা, তাঁর ভ্রাতৃবধূ এবং ভগবান মুকুন্দের সঙ্গেও মিলিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি তাঁর শোক বিস্মৃত হয়েছিলেন।"

রাণী কুন্তী বললেন—"হে আমার ভ্রাতা, আমি মনে করি যে আমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ অপূর্ণ কারণ যদিও তোমরা সকলে অতি সজ্জন কিন্তু আমার বিপৎকালে তোমরা আমায় বিস্মৃত হয়েছিলে। যার দৈব আর অনুকূল নয় এরূপ ব্যক্তিকে তার বন্ধুগণ ও পরিবারের সদস্যগণ—এমন কি পুত্র, ভ্রাতা ও পিতা-মাতাগণও বিস্মৃত হন।"

শ্রীবসুদেব বললেন—"প্রিয় ভগিনী, আমাদের উপর রাগ কর না। আমরা সাধারণ মানুষ মাত্র, ভাগ্যের ক্রীড়ার সামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তার নিজের মতো করেই কার্য করুক অথবা অন্যদের দ্বারা বাধ্য হয়েই কার্য করুক, সে সর্বদাই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। হে ভগিনী, কংস দ্বারা পীড়িত হয়ে আমরা সকলেই বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেছিলাম, কিন্তু দৈবানুগ্রহে অবশেষে এখন আমরা আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হয়েছি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বসুদেব, উগ্রসেন ও অন্যান্য যদুগণ, ভগবান অচ্যুতকে দর্শন করে পরমানন্দ ও শান্তি লাভকারী বিভিন্ন রাজাদের সম্মানিত করেছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও তার পুত্রগণ, পাণ্ডবগণ ও তাদের পত্নীগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য, কুন্তীভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, মহান নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্মা, তার পার্ষদবর্গ ও তাদের পুত্রগণ সহ বাহ্লিক এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য রাজাগণ সহ উপস্থিত সকল রাজাগণ, হে রাজেন্দ্র, তারা সকলেই, তাঁর মহিষীগণ সহ তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান সকল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের আলয় ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উদারভাবে তাঁদের সম্মানিত করার পর অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এই সকল রাজারা শ্রীকৃষ্ণের নিজ পার্ষদ, বৃষ্ণিবংশের সদস্যদের প্রশংসা করতে শুরু করলেন।"

রাজারা বললেন—"হে ভোজরাজ, মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি একমাত্র এক প্রকৃত উত্তম জন্ম প্রাপ্ত হয়েছেন, কারণ আপনি মহান যোগিগণেরও দুর্লভ দর্শন ভগবান কৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করেন। বেদ দ্বারা কীর্তিত তাঁর যশ, তাঁর চরণধৌত জল এবং শাস্ত্ররূপে কথিত তাঁর বচন—এই সমস্তকিছু পরিপূর্ণরূপে এই জগতকে পবিত্র করে। যদিও কাল দ্বারা পৃথিবীর সৌভাগ্য নষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পাদপদ্মের স্পর্শ তা পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং তাই ধরিত্রী আমাদের উপর আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা বর্ষণ করছে। সেই একই ভগবান বিষ্ণু যিনি কাউকে স্বর্গ ও মুক্তির উদ্দেশ্য বিস্মৃত করান, যিনি অন্যভাবে পারিবারিক জীবনের নারকীয় পথে বিচরণ করেন, এখন আপনাদের সঙ্গে রক্ত ও বৈবাহিক সম্বন্ধে

পিতা সেই হত্যার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য ঋক্ষরাজকে পরাজিত করে স্যমন্তক মণিটি ফিরিয়ে আনলেন, যা অতঃপর তিনি আমার পিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তার অপরাধের কর্মফলের জন্য ভীত হয়ে আমার পিতা আমাকে ভগবানের কাছে নিবেদন করলেন, যদিও আমি ইতিমধ্যে অন্যানদের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম।"

জাম্ববতী বললেন—"শ্রীকৃষ্ণ যে তার নিজ প্রভু ও আরাধ্য বিগ্রহ সীতাপতি ছাড়া আর কেউ নন, তা জানতে না পেরে আমার পিতা তাঁর সঙ্গে সাতাশ দিন যাবৎ যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সম্বিৎ লাভ করলেন এবং ভগবানকে চিনতে পারলেন। তিনি তাঁর পাদপদ্ম জড়িয়ে ধরলেন এবং স্যমন্তক মণিসহ আমাকে তাঁর শ্রদ্ধার প্রতীক রূপে তাঁকে উপহার প্রদান করলেন। আমি ভগবানের দাসী মাত্র।"

কালিন্দী বললেন—"ভগবান জানতেন, একদিন তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করব এই আশায় আমি কঠোর তপশ্চর্যা পালন করছিলাম। তাই তিনি তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে আমার কাছে আগমন করে আমার পাণিগ্রহণ করলেন। এখন আমি তাঁর প্রাসাদে একজন মার্জনকারিণী রূপে যুক্ত রয়েছি।"

মিত্রবিন্দা বললেন—"আমার স্বয়ম্বর সভায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁকে অপমান করার স্পর্ধাসম্পন্ন আমার ভ্রাতা সহ উপস্থিত সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে, ঠিক যেমন একটি সিংহ একদল কুকুরের মধ্য থেকে তার শিকার হরণ করে, সেইভাবে তিনি আমাকে হরণ করলেন। এইভাবে লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় ভগবান কৃষ্ণ আমাকে তাঁর রাজধানীতে আনয়ন করেছিলেন। আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁর চরণদ্বয় প্রক্ষালনের দ্বারা তাঁর সেবার অনুমোদন লাভ করি।"

সত্যা বললেন—"অত্যন্ত বল ও বীর্য সম্পন্ন তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট সাতটি বৃষকে আমার পাণিপ্রার্থী রাজাদের বিক্রম পরীক্ষার জন্য আমার পিতা এনেছিলেন। যদিও এই সকল বৃষসমূহ বহু বীরের দর্পনাশ করেছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে তাদের দমন করে, শিশু যেমন ক্রীড়াচ্ছলে ছাগ শিশুকে বন্ধন করে সেইভাবে তাদের বন্ধন করলেন। এইভাবে তাঁর বীরত্বের মূল্যে তিনি আমাকে ক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি আমার দাসীগণ ও চতুরঙ্গিণীর এক পূর্ণ সেনাবাহিনীসহ আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁর বিরোধী সকল রাজাদের পরাজিত করলেন। আমি যেন সেই ভগবানের সেবার সুযোগ লাভ করি।"

ভদ্রা বললেন—"হে দ্রৌপদী, তার নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় আমার পিতা তার ভাগীনেয় কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করলেন, যাঁকে আমি ইতিমধ্যেই আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলাম। আমার পিতা এক অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী এবং আমার অনুগামী সখীগণ সহ আমাকে ভগবানের কাছে প্রদান করলেন। আমি কর্মফল বশত জন্মে জন্মে ভ্রমণ করলেও সর্বদা যেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করার অনুমোদন লাভ করি, এই আমার পরম প্রার্থনা।"

লক্ষ্মণা বললেন—"হে রাণী, আমি নারদমুনিকে বারবার অচ্যুতের আবির্ভাব ও আচরণসমূহ কীর্তন করতে শ্রবণ করেছিলাম, তার ফলে আমার হৃদয়ও সেই ভগবান মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, দেবী পদ্মহস্তাও বিভিন্ন গ্রহ শাসনকারী মহান দেবতাদের পরিত্যাগ করে, সযত্ন বিবেচনাপূর্বক তাঁকে তার পতি রূপে বরণ করেছিলেন। হে সাধ্বি, কন্যাবৎসল আমার পিতা বৃহৎসেন আমার মনোভাব জানতে পেরে, আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। হে রাণী ঠিক যেমন আপনার স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনকে আপনার পতিরূপে নিশ্চিত করতে একটি মৎস্য ব্যবহার করা হয়েছিল, তেমনি আমার অনুষ্ঠানেও একটি মৎস্য ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, তা চতুর্দিক থেকে গোপন ছিল এবং কেবলমাত্র নীচে একটি পাত্রের জলের মধ্যে তার প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল। এই কথা শ্রবণ করে অস্ত্রশস্ত্রে দক্ষ সহস্র সহস্র রাজারা তাঁদের সেনা-আচার্যগণ সহ সকল দিক থেকে আমার পিতার নগরীতে আগমন করলেন। আমার পিতা প্রত্যেক রাজাকে তাদের শক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে যথাযথভাবে সম্মান করলেন। অতঃপর আমাতে নিবদ্ধ হৃদয় রাজারা ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন এবং একে একে সভামধ্যে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করলেন। তাঁদের কেউ কেউ ধনুক গ্রহণ করেও তাতে জ্যা রোপণ করতে পারলেন না এবং তাই হতাশায় তাঁরা তা নিক্ষেপ করেছিলেন। কেউ কেউ ধনুকের

অগ্রভাগ পর্যন্ত ধনুকের ছিলাকে আকর্ষণ করতে পারলেও, সেই ধনুকের ছিলা ছিটকে এসে তাঁদের আঘাত করে ভূপতিত করল। কয়েকজন বীর—প্রখ্যাত জরাসন্ধ, শিশুপাল, ভীম, দুর্যোধন, কর্ণ এবং অম্বষ্ঠের রাজা ধনুকে জ্যা রোপণ করতে সক্ষম হলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই লক্ষ্যের অবস্থান জানতে পারেননি। তারপর অর্জুন জলে মৎস্যের আভাস দর্শন করে তার অবস্থান নির্ণয় করলেন। তিনি খুব সযত্নে সেখানে তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পারলেন না, সেটি স্পর্শ করেছিলেন মাত্র। সকল গর্বিত রাজারা হতদর্প হয়ে নিবৃত্ত হওয়ার পর পরমেশ্বর ভগবান ধনুক তুলে নিয়ে অনায়াসে তাতে জ্যা আরোপ করলেন এবং তারপর লক্ষ্যের দিকে তাঁর তীর নিবদ্ধ করলেন। সূর্য যখন অভিজিৎ নক্ষত্রে অবস্থান করছিল, তিনি একবার মাত্র জলের মধ্যে মৎস্যের দিকে অবলোকন করে, তীর দিয়ে সেটি বিদ্ধ করে ভূপতিত করলেন। আকাশে দুন্দুভি ধ্বনিত হল এবং পৃথিবীর মানুষেরা "জয়! জয়!" ধ্বনি দিল। আনন্দে অভিভূত দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করলেন। ঠিক তখন আমি আমার পায়ের মধুর নূপুর ধ্বনি সহ সেই স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করলাম। আমি কোমর বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ সুন্দর নতুন রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলাম এবং স্বর্ণ ও রত্নে নির্মিত একটি উজ্জ্বল কণ্ঠহার বহন করছিলাম। আমার মুখমণ্ডলে ছিল সলজ্জ হাস্য এবং আমার চুলে ছিল ফুলের মালা। আমি আমার মুখ উত্তোলন করলাম, যা আমার ঘন কেশ রাশি দ্বারা আবৃত ছিল এবং আমার উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ের দীপ্তি আমার গণ্ডস্থল হতে প্রতিফলিত হল। সুশীতল হাস্যে আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তারপর সকল রাজাকে নিরীক্ষণ করতে করতে আমি ধীরে ধীরে আমার হৃদয় হরণকারী মুরারীর গলদেশে কণ্ঠহারটি অর্পণ করলাম। ঠিক তখন সেখানে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পটহ, ভেরী, আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল। নর-নারীরা নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন এবং গায়কেরা গান গাইতে শুরু করলেন।"

"হে দ্রৌপদী, সেখানে মুখ্য রাজারা আমার পরমেশ্বর ভগবানকে বরণ করা সহ্য করতে পারল না। কাম দ্বারা জ্বলতে জ্বলতে তারা কলহপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। ভগবান তখন আমাকে তাঁর উত্তম অশ্বচতুষ্টয় দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ করালেন। তাঁর বর্ম পরিধান করে এবং তাঁর শার্ঙ্গ ধনুক প্রস্তুত করে তিনি রথে দণ্ডায়মান হইলেন। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপকে প্রকাশ করেছিলেন। হে রাণী, দারুক পশুরা যেভাবে অসহায়ভাবে একটি সিংহকে দর্শন করে, সেইভাবে দর্শন করেছিল। রাজাদের কুকুরেরা যেমন একটি সিংহের পশ্চাতে ধাবিত হয়, সেভাবে রাজারা ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হল। কোন কোন রাজা তাদের ধনুকসমূহ উদ্যত করে, তাঁর গমন পথে তাঁকে বাধা দানের জন্য পথিমধ্যে নিজেরা অবস্থান করছিল। এই সকল যোদ্ধারা ভগবানের শার্ঙ্গ ধনুক থেকে নিক্ষেপিত তীরের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। রাজাদের কেউ কেউ বাহু, পদ ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয়েছিল, অবশিষ্ট রাজারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছিল। যদুপতি অতঃপর স্বর্গে ও মর্ত্যে বর্ণিত তাঁর রাজধানী কুশস্থলীতে প্রবেশ করলেন। সেই নগরী ধ্বজ পট ও বিচিত্র তোরণ দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে বিশুদ্ধভাবে শোভিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রবেশ করলেন, তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যদেব তাঁর আলয়ে প্রবেশ করছেন। আমার পিতা মূল্যবান বস্ত্র, অলংকার, রাজকীয় শয্যা, সিংহাসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র দ্বারা তার বন্ধু, পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের পূজা করেছিলেন। যথার্থরূপে পরিপূর্ণ ভগবানকে ভক্তি সহকারে তিনি মহামূল্যবান অলংকারে শোভিত দাসীবৃন্দ প্রদান করলেন। এইসকল দাসীদের সঙ্গে ছিল পদাতিক, গজারোহী, রথারোহী ও অশ্বারোহী প্রহরীগণ। তিনি ভগবানকে অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্রসমূহও প্রদান করেছিলেন। এইভাবে, সকল জাগতিক সঙ্গ পরিত্যাগ করে এবং তপশ্চর্যা পালন করে, আমরা রাণীরা সকলে আত্মারাম ভগবানের নিজ দাসী হয়েছি।"

অন্যান্য মহিষীদের পক্ষে বলতে গিয়ে রোহিণীদেবী বললেন—"ভৌমাসুর ও তার অনুচরদের নিহত করার পর ভগবান, অসুরের কারাগারে আমাদের প্রাপ্ত হলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন যে, আমরা ছিলাম ভৌমাসুরের পৃথিবী বিজয়ের সময় তার দ্বারা পরাজিত রাজাদের কন্যা। ভগবান আমাদের মুক্ত করে দিলেন

এবং যেহেতু আমরা নিরন্তর জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তির উৎসস্বরূপ তাঁর পাদপদ্মের ধ্যান করতাম, তাই আত্মারাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের বিবাহ করতে সম্মত হলেন। হে সাধ্বী রমণী, আমরা সার্বভৌম পদ, ইন্দ্র পদ, অমৃতের ভোগ্য পদ, অণিমাদি সিদ্ধি, ব্রহ্মার পদ, মুক্তিপদ বা অনন্ত রাজ্যের প্রাপ্তিও চাই না। আমরা কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর বক্ষের কুঙ্কুম গন্ধ যাতে যুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের মহিমাময় ধূলি আমাদের মস্তকে বহন করতে ইচ্ছা করি। ব্রজ রমণীরা, গোপবালকেরা, এমন কি আদিবাসী পুলিন্দ রমণীরা তাঁর গোচারণের সময় তৃণলতায় পরিত্যক্ত যে ধূলি সমূহের স্পর্শের বাঞ্ছা করেন, আমরা সেই একই স্পর্শ বাঞ্ছা করি।"

চতুরশীতিতম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্রে ঋষিদের শিক্ষা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"অখিলাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাণীদের গভীর প্রেমের কথা শ্রবণ করে পৃথা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অন্যান্য রাজাদের পত্নীরা এবং গোপীরা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের নেত্র অশ্রু পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এইভাবে মহিলারা যখন নারীর সঙ্গে এবং পুরুষেরা পুরুষের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শনে আগ্রহী বেশ কয়েকজন মহান ঋষি সেখানে আগমন করলেন। তাঁরা হলেন দ্বৈপায়ন, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভগবান পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যগণ, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, কুমার চতুষ্টয়, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও বামদেব। ঋষিদের আগমন করতে দর্শন করা মাত্র পাণ্ডব ভ্রাতারা, কৃষ্ণ-বলরাম সহ উপবিষ্ট রাজারা ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়েরা তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন। তাঁরা সকলে তখন বিশ্ববন্দিত সেই ঋষিদেরকে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম এবং অন্যান্য রাজা ও নেতারা স্বাগত বচন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্পমালা, ধূপ ও বাটা চন্দন নিবেদনের মাধ্যমে যথাযথভাবে ঋষিদের পূজা করলেন। ধর্মীয় নীতিসমূহকে যাঁর চিন্ময় দেহ রক্ষা করে সেই ভগবান কৃষ্ণ, ঋষিরা সুখে উপবিষ্ট হওয়ার পর সেই মহাসভা মধ্যে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন। প্রত্যেকেই তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নীরবে শ্রবণ করছিলেন।"

ভগবান বললেন—"যেহেতু আমরা জীবনের পরম উদ্দেশ্য, দেব-দুর্লভ, মহান যোগেশ্বরদের দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি, প্রকৃতপক্ষে এখন আমাদের জীবন সার্থক হল। অল্প তপস্যা পরায়ণ সেইসব মানুষেরা যারা ভগবানকে কেবল মন্দিরের বিগ্রহেই চিনতে পারে, তারা এখন কিভাবে আপনাদের দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম, পাদার্চনা ও অন্যভাবে আপনাদের সেবা করবে? জলময় ক্ষেত্রসমূহ প্রকৃত পবিত্র তীর্থ নয়, মৃন্ময় ও শিলাময় বিগ্রহ সমূহও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। এইসমস্ত কিছু কাউকে কেবলমাত্র দীর্ঘ সময় পরে শুদ্ধ করে কিন্তু সাধু ঋষিরা দর্শন মাত্রে একজনকে শুদ্ধ করে। অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, মাটি, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা, তাদের ভেদবুদ্ধিকারী উপাসকদের পাপসমূহ দূর করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী ঋষিদের প্রতি মুহূর্তের সামান্য সেবাও তাদের পাপ বিনাশ করে। যে ব্যক্তি কফ, পিত্ত ও বায়ু—এই ত্রিধাতু-বিশিষ্ট দেহরূপ থলিটিকে আত্মা বলে মনে করে, স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্বজন বলে মনে করে, জন্মভূমিকে পূজ্য বলে মনে করে, তীর্থে গিয়ে তীর্থের জলকেই তীর্থ বলে মনে করে তাতে স্নান

করে অথচ তীর্থবাসী তত্ত্বজ্ঞ সাধুদের সঙ্গ করে না, সে একটি গরু বা গাধা থেকে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—অসীম জ্ঞানী ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে এরূপ দুর্বোধ্য বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ঋষিরা বিভ্রান্ত চিত্ত হয়ে নীরব রইলেন। অন্য জীবের মতো ভগবানের ব্যবহারে ঋষিরা কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য তিনি এভাবে আচরণ করেছিলেন। তাই তাঁরা হাসলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—আপনার মায়াশক্তি প্রজাপতিদের অধীশ্বর ও তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমাদেরও সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করেছে। অহো, পরমেশ্বরের আচরণ কি অদ্ভুত! আপনি নিজেকে আপনার মনুষ্যতুল্য আচরণ দ্বারা আবৃত রাখেন এবং পরম নিয়ন্ত্রণের বিষয় হওয়ার ভান করেন। ভূমি স্বরূপতঃ এক হলেও ঘট প্রভৃতি বিকারভেদে যেরূপ বিবিধ নাম ও আকৃতি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি স্বরূপতঃ এক এবং অক্রিয় হয়েও নিজ স্বরূপ দ্বারা বহুরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন, অথচ নিজে কর্মফলে বদ্ধ হন না। সেইরকম পরিপূর্ণ স্বরূপ আপনার জন্ম-চরিত আদি অনুকরণ মাত্র, বস্তুত সত্য নয়। তথাপি, উপযুক্ত সময়ে আপনার ভক্তদের সুরক্ষা ও দুষ্টের দমনের জন্য আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় রূপ ধারণ করেন। এইভাবে আপনি, বর্ণাশ্রম ধর্মের আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আনন্দময় লীলাসমূহ উপভোগের মাধ্যমে বেদের নিত্য পথটিকে পালন করেন। বেদসমূহ হচ্ছে আপনার অমলিন হৃদয় এবং তাদের মাধ্যমে তপশ্চর্যা, অধ্যয়ন ও আত্ম-সংযম দ্বারা কেউ ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং উভয়ের মধ্যেই চিন্ময় অস্তিত্বের শুদ্ধতা অনুভব করতে পারেন। অতএব, হে পরম ব্রহ্ম, আপনি ব্রাহ্মণকুলের সদস্যদের সম্মান প্রদর্শন করেন কারণ তাঁরাই বেদের প্রতিনিধি যাঁদের মাধ্যমে বেদসমূহের প্রমাণের দ্বারা কেউ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সেই কারণে আপনি ব্রাহ্মণদের অগ্রণী পূজক। আজ আমরা সাধুজনের পরম গতি আপনার সাক্ষাৎ করে বিদ্যা, তপস্যা, চক্ষু এবং জন্মের সাফল্য প্রাপ্ত হয়েছি। যেহেতু আপনি নিখিল মঙ্গলসমূহের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ। আমরা অকুণ্ঠ বুদ্ধি পরমাত্মাস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করি, যিনি তাঁর অন্তর্হিত যোগমায়া দ্বারা তাঁর মহিমাকে আবৃত করেছেন। এই সকল রাজারা অথবা আপনার অন্তরঙ্গ সঙ্গ উপভোগরত বৃষ্ণিরাও আপনাকে সর্বান্তর্যামী, কালদেব ও পরম নিয়ন্তারূপে জানতে পারে না। তাদের কাছে আপনি মায়ার যবনিকা দ্বারা আবৃত রয়েছেন। একজন নিদ্রিত ব্যক্তি, স্বপ্ন থেকে পৃথক তার আসল পরিচয় ভুলে গিয়ে, নিজেকে বিভিন্ন নাম ও রূপে দর্শন করে এক পরিবর্তিত বাস্তবতায় নিজেকে কল্পনা করে। একইভাবে, মায়া দ্বারা যার চেতনা বিভ্রান্ত সে কেবল জাগতিক বিষয়সমূহের নাম ও রূপসমূহ ধারণা করতে পারে। এইভাবে এরূপ ব্যক্তি তার স্মৃতি হারিয়ে আপনাকে জানতে পারে না। আজ আমরা সর্বপাপ ধৌতকারী পবিত্র গঙ্গার উৎস আপনার চরণযুগলকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছি। সিদ্ধ যোগীরা বড় জোর তাদের হৃদয় অভ্যন্তরে আপনার চরণযুগলের ধ্যান করতে পারে। কিন্তু যারা সর্বতোভাবে আপনাকে ভক্তি প্রদান করে কেবলমাত্র তারাই এইভাবে আত্মার আবরণ—জাগতিক মনকে—পরাজিত করে এবং তাদের পরম গতি রূপে আপনাকে প্রাপ্ত হয়। তাই দয়া করে আপনার ভক্ত, আমাদের উপর কৃপা প্রদর্শন করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজর্ষি, এইভাবে বলবার পর মুনিরা অতঃপর ভগবান দাশার্হ, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং তাদের আশ্রমসমূহে প্রস্থান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাদের প্রস্থানোদ্যত দর্শন করে মহাযশা বসুদেব মুনিদের সমীপস্থ হলেন। তাঁদের পাদপদ্ম স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করার পর সুসংস্কারে নির্বাচিত শব্দ দ্বারা তিনি তাঁদের বললেন—হে ঋষিগণ, সকল দেবতার আবাস স্বরূপ আপনাদের নমস্কার করি। আপনারা দয়া করে আমার কথা শ্রবণ করুন। কর্ম দ্বারা কিভাবে কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়, দয়া করে আমাকে তা বলুন।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"হে ব্রাহ্মণেরা, এটি তেমন বিচিত্র কিছু নয় যে, যেহেতু বসুদেব কৃষ্ণকে একটি বালক মাত্র বিবেচনা করছেন, তাই তাঁর জানবার আগ্রহ বশত তিনি তাঁর পরম মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন করেছেন। এই জগতে মানুষের খুব নিকটে অবস্থান করলেই

বারবার ঘোষণা করেছিলেন, "আমি আজ পরে গমন করব" এবং "আমি আগামীকাল গমন করব"। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি প্রেমবশত তিনি সেখানে সকল যদুগণ দ্বারা সম্মানিত হয়ে তিন মাস অবস্থান করলেন। তারপর বসুদেব, উগ্রসেন, কৃষ্ণ, উদ্ধব, বলরাম ও অন্যান্যরা তাঁর আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করলে এবং তাঁকে মূল্যবান অলঙ্কার, কৌষবস্ত্র ও বিভিন্ন অমূল্য পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করলে নন্দ মহারাজ সেই সকল উপহার গ্রহণ করে তাঁর বিদায় গ্রহণ করলেন। সকল যদুগণের দ্বারা বিদায় গ্রহণ করে তিনি তাঁর পরিবার ও ব্রজবাসীগণ সহ প্রস্থান করলেন। যেখানে তাঁরা তাঁদের সমর্পণ করেছিলেন, শ্রীগোবিন্দের সেই চরণকমল থেকে তাঁদের মনকে প্রত্যাহার করতে অসমর্থ নন্দ এবং গোপ ও গোপীরা মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁদের আত্মীয়বর্গ এইভাবে প্রস্থান করলে এবং বর্ষাঋতু সমাগত দর্শন করে, কৃষ্ণই যাদের একমাত্র ভগবান সেই বৃষ্ণিগণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। যদুপতি বসুদেব দ্বারা সম্পাদিত উৎসবের যজ্ঞসমূহ সম্বন্ধে, তাঁদের তীর্থযাত্রার সময়ে যা যা ঘটেছিল তার সমস্তকিছু বিষয়ে, বিশেষত কিভাবে তাঁরা তাঁদের সকল প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন সেই সব তাঁরা নগরীর জনসাধারণের কাছে বর্ণনা করলেন।"

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান ও দেবকীর পুত্রদের উদ্ধার

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—"একদিন বসুদেবের দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরাম তাঁর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আগমন করলেন। বসুদেব তাঁদের অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন এবং তাঁদের বললেন, তাঁর দুই পুত্রের শক্তি সম্বন্ধে মহান মুনিদের বাক্য শ্রবণ করে এবং তাঁদের শৌর্যবীর্যসমূহ দর্শন করে বসুদেব তাঁদের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাই তাঁদের নাম সম্বোধনপূর্বক তিনি তাঁদের বললেন, হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী, হে সনাতন-স্বরূপ সঙ্কর্ষণ, আমি জানি যে আপনারা দুজন হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সৃষ্টির উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ। আপনি পরমেশ্বর ভগবান যিনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্রষ্টা (মহাবিষ্ণু) উভয়ের অধীশ্বররূপে প্রকাশিত হন। যা কিছু বর্তমান, যেভাবে এবং যখনই তা উৎপন্ন হয়, তা আপনার মধ্যে, আপনার দ্বারা, আপনার থেকে, আপনার উদ্দেশ্যে এবং আপনার সম্বন্ধে সৃষ্ট হয়। হে অধোক্ষজ, আপনার থেকে আপনি এই সমগ্র বিচিত্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আপনার পরমাত্মা স্বরূপে তার মধ্যে আপনি প্রবেশ করেছেন। হে জন্মরহিত পরমাত্মা, এইভাবে সকলের প্রাণ ও জ্ঞানরূপে আপনি সৃষ্টিকে পালন করছেন। প্রাণ ও বিশ্বসৃষ্টির অন্যান্য পদার্থসমূহ যে শক্তিই প্রদর্শন করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে তা সকলই পরমেশ্বর ভগবানের নিজ শক্তি কারণ প্রাণ ও বস্তু উভয়ই তাঁর অধীন ও তাঁর উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পর হতে ভিন্নও। এইভাবে, জড়জগতে সক্রিয় সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। চন্দ্রের দীপ্তি, অগ্নির তেজ, সূর্যের প্রভা, নক্ষত্রসমূহের ঝিকিমিকি, বিদ্যুতের ঝলকানি, পর্বতের স্থিরত্ব এবং ভূমির আধার শক্তি ও গন্ধ—এই সমস্ত কিছু প্রকৃতপক্ষে আপনি।"

"হে প্রভু, আপনি জল ও জলের স্বাদ এবং তৃষ্ণার নিবৃত্তিকারক শক্তি ও জীবন প্রদাতা। আপনি বায়ুর ওজ, বল, চেষ্টা ও গতিরূপে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নিজের শক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন। আপনি দিকসমূহ ও তাদের সমন্বয়কারী শক্তি, সর্বব্যাপ্ত আকাশ ও তদাশ্রয় শব্দ-তন্মাত্র। আপনি আদি নাদ, বর্ণ, ওম এবং প্রাথ্য ভাষা যে শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বাক্যরূপ প্রাপ্ত হয়। আপনি ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় প্রকাশিকা শক্তি, তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং এই সকল দেবতাদের অধিষ্ঠান শক্তি। আপনি বুদ্ধির মীমাংসা শক্তি এবং জীবের যথার্থ প্রতিসন্ধান শক্তি। আপনি জড় উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ তামসিক অহংকার, আপনি দেহজ ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ-স্বরূপ রাজসিক অহংকার, আপনি সকল দেবতাদের কারণস্বরূপ সাত্ত্বিক অহংকার এবং আপনি সমস্ত কিছুর স্থিতিস্বরূপ অপ্রকাশিত সর্বাশ্রয় তত্ত্বশক্তি। মূল বস্তু থেকে প্রস্তুত রূপান্তরিত দ্রব্যের উপাদানসমূহ যেমন অপরিবর্তিত দৃশ্যমান হয়, তেমনই আপনিও এই জগতের সকল নশ্বর বস্তুর মধ্যে একমাত্র অবিনশ্বর সত্তা। সত্ত্ব, রজ, তম নামক জড় প্রকৃতির গুণসমূহ তাদের সামগ্রিক কার্যসমূহ সহ আপনার যোগমায়ার সুবিন্যস্ততা দ্বারা পরব্রহ্মস্বরূপ আপনার মধ্যে সাক্ষাৎ প্রকাশিত। এইভাবে এইসকল সৃষ্ট বস্তু, জড়প্রকৃতির রূপান্তর সমূহ, একমাত্র যখন জড়াপ্রকৃতি তাদেরকে আপনার মধ্যে প্রকাশ করে তখন স্বতন্ত্র বিদ্যমান থাকে না, সেই সময় আপনিও তাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু সৃষ্টির এরূপ একত্ব সময় ব্যতীত, আপনিই একমাত্র পরমার্থস্বরূপ রূপে বিরাজিত থাকেন। এই জগতের জাগতিক গুণাবলীর অনবরত প্রবাহ মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যারা আপনাকে, সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, তাদের পরম শ্রেষ্ঠ গতিরূপে জানতে ব্যর্থ হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। তাদের অজ্ঞতার জন্য জাগতিক কর্মবন্ধন এরূপ আত্মাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করতে বাধ্য করে। সৌভাগ্যক্রমে আত্মা এক সুস্থ মানব জীবন প্রাপ্ত হবার দুর্লভ সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পক্ষে কোনটি শ্রেয় সেই বিষয়ে যদি সে বিভ্রান্ত হয়, হে ভগবান, আপনার মোহিনী মায়া তার সমগ্র জীবন নষ্ট করার জন্য তাকে প্রভাবিত করবে। আপনি এই সমগ্র জগতকে স্নেহ বন্ধন দ্বারা বন্ধন করেন আর মানুষ যখন তাদের জড় দেহ বিষয়ে বিবেচনা করে, তারা মনে করে যে "এই আমি" এবং যখন তারা তাদের সন্তান ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিবেচনা করে তারা মনে করে "এই সকলই আমার"। আপনারা দুইজন বস্তুত আমাদের পুত্র নন, পরন্তু ভূভারভূত ক্ষত্রিয়দের বিনাশার্থ আপনারা প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর হয়েও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, যা আপনি পূর্বসময়ে বলেছিলেন। অতএব, হে দীনবন্ধু, এখন আমি আপনার পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি—যে পাদপদ্ম সকল শরণাগতজনের সংসারভয় দূরীভূত করে। যথেষ্ট ইন্দ্রিয় উপভোগের লালসা, যা আমাকে এই মর্তশরীরে আত্মবুদ্ধিযুক্ত করেছে। তাই হে ভগবান, আপনাকে আমার পুত্র বলে মনে করেছি। প্রকৃতপক্ষে সূতিকাগৃহে অবস্থানের সময়ে আপনি আমাদের বলেছিলেন যে, আপনি জন্মরহিত ভগবান, পূর্ববর্তী যুগেও কয়েকবার আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনার নিজ ধর্ম রক্ষার্থে এই সকল দিব্য দেহসমূহ প্রকাশের পর আপনি তাদের অন্তর্হিত করেন, এইভাবে আপনি মেঘের মতো প্রকাশিত ও অন্তর্হিত হন। হে পরম-বন্দিত সর্বব্যাপ্ত ভগবান, আপনার ঐশ্বর্যময় বিভূতির অতীন্দ্রিয় মোহিনী-শক্তিকে কে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁর পিতার কথা শ্রবণ করে সাত্বত শ্রেষ্ঠ ভগবান বিনয়ের সঙ্গে তাঁর মস্তক অবনত করে এবং শান্ত কণ্ঠে হাস্য সহকারে প্রত্যুত্তরে বললেন, হে পিতা, যেহেতু আপনি আপনার পুত্র, আমাদের উদ্দেশ্যে এই তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করেছেন তাই আপনার বক্তব্যকে আমি যথার্থ বলে মনে করি। হে যদুশ্রেষ্ঠ, কেবলমাত্র আমি নই, কিন্তু আমার অগ্রজ ভ্রাতা ও এই সকল দ্বারকাবাসীগণ সহ আপনিও এই একই দর্শনের আলোকে বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে, সচল অচল উভয়রূপ যা কিছু বর্তমান সমস্ত কিছুকেই যুক্ত করা উচিত। পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে এক। তিনি স্বপ্রকাশ, নিত্য, চিন্ময় এবং জড়গুণাতীত। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট সেই গুণাবলীর মাধ্যমে পরব্রহ্ম সেই সকল গুণাবলীর প্রকাশের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশিত হন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটির পদার্থসমূহ যেমন তাদের বিভিন্ন বস্তুতে প্রকাশ অনুসারে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, ক্ষুদ্র অথবা

নিমন্ত্রিত করে পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র এই সকল ঋষিগণ সকলেই ছিলেন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী। প্রলয়কালে যাঁর কাছে বেদসমূহ অবস্থান করেন, সেই ভগবানকে দর্শন করার জন্য তুমি যখন শ্বেতদ্বীপে গমন করেছিলে, সেইসময় জনলোকবাসীগণের মধ্যে পরম ব্রহ্মের প্রকৃতি বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তুমি এখন আমাকে যে প্রশ্ন করছ সেই একই প্রশ্ন তখন উত্থিত হয়েছিল। যদিও এই সকল ঋষিগণ বেদ অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যায় নিমিত্তে প্রত্যেকে প্রত্যেকের তুল্য ছিলেন এবং শত্রু মিত্র নিরপেক্ষজন হিসেবে সকলকেই সমভাবে দর্শন করতেন, তাঁরা তাদের একজনকে বক্তারূপে নির্বাচিত করে অবশিষ্টগণ আগ্রহী শ্রোতা হলেন।"

সনন্দন উত্তর প্রদান করলেন—"ইতিপূর্বে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তা প্রত্যাহার করার পর ভগবান যেন নিদ্রামগ্ন রূপে কিছু সময় শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত শক্তিই তাঁর মধ্যে সুপ্ত হল। যখন পরবর্তী সৃষ্টির সময় হল, ঠিক যেভাবে বন্দিগণ প্রত্যূষে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তার বিক্রমসমূহ আবৃত্তির মাধ্যমে রাজাকে জাগরিত করে রাজার সেবা করে, সেইভাবে মূর্তিমান বেদসকল ভগবানের মহিমা কীর্তনের দ্বারা তাঁকে জাগ্রত করলেন।"

শ্রুতিগণ বললেন—"হে অজিত, আপনার জয় হোক, জয় হোক! আপনার স্বরূপে আপনি সকল ঐশ্বর্য দ্বারা যথার্থরূপে পূর্ণ, তাই দয়া করে মায়ার নিত্য শক্তিকে পরাজিত করুন যিনি বদ্ধজীবের অসুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশে প্রকৃতির গুণসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। হে স্থাবর জঙ্গম সকল দেহীর শক্তিসমূহ জাগরণকারী, কখনও কখনও আপনার জাগতিক ও অপ্রাকৃত শক্তিসমূহের সঙ্গে যখন আপনি ক্রীড়া করেন বেদসমূহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। হে প্রভো, ঘটাদি বিকৃত পদার্থের যেমন মাটিতেই উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে, তেমনই যে অবিকৃত ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি-প্রলয়াদি সাধিত হয়ে সেই ব্রহ্মবস্তু (আপনি) একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, অতএব মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আপনার প্রতিই যাবতীয় মনোবাক্য চরিত অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যের তাৎপর্য এবং

অভিধানসমূহ নির্দিষ্ট করেছেন, কিন্তু তাঁরা বিষয় সমূহের উদ্দেশে তা নির্দিষ্ট করেননি। যেহেতু মানুষেরা মাটি পাথর, ইট ইত্যাদি যে স্থানেই পদার্পণ করে সে সমস্ত যেমন ভূমিতেই নিহিত হয়, তেমনই বেদমধ্যে কোন স্থলে নিকৃষ্ট দেবগণের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকলেও তা বস্তুত সর্বতত্ত্বের কারণস্বরূপ আপনারই প্রতিপাদক হয়ে থাকে। অতএব, হে ত্রিভুবনপতি, জ্ঞানীগণ, জগতের সকল কলুষ দূরকারী আপনার বিষয়ক কথামৃত সাগরের গভীরে ডুব দিয়ে সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হন। হে ভগবান, অতএব যারা পারমার্থিক শক্তির দ্বারা তাদের মনের দুঃ-অভ্যাস দূরীভূত করে ও নিজেদেরকে কাল মুক্ত করে, এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্ত হয়ে আপনার সত্য প্রকৃতিকে আরাধনা করতে সমর্থ হয়, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? বরং জীবিত প্রাণীদের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে শুধু যারা তারাই আপনার অনুগামী হয়, তা নাহলে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস কামারের হাপরের ন্যায় হয়ে থাকে। শুধু আপনার কৃপা বলেই মহৎ-তত্ত্ব ও মিথ্যা অহংকারজাত উপাদানসমূহ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে। অন্নময়াদিরূপে পরিচিত, জীবের সঙ্গে জীবের মতোই জড় দেহ ধারণকারী আবির্ভূত সকলের মধ্যে আপনিই পরম পুরুষ। স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে স্বতন্ত্র আপনিই প্রকৃত সত্য-পদার্থ বলে আখ্যাত। মহান ঋষিদের দ্বারা স্থাপিত পদ্ধতির অনুসারীদের মধ্যে সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উদরস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করে থাকেন, কিন্তু আরুণি সম্প্রদায় যাবতীয় নাড়ীসমূহের উৎসস্বরূপ হৃদয়ে অবস্থিত সূক্ষ্ম বস্তুরই উপাসনা করেন। হে অনন্ত প্রভু, এই সকল উপাসক সেই হৃদয় থেকে পরম জ্যোতির্ময় মস্তকে তাদের বিবেককে জাগ্রত করে, যেখানে তারা আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে চরম লক্ষ্যস্থলের দিকে গিয়ে সেই স্থলে পৌঁছয় যেখান থেকে তারা আর মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। আপনার সৃষ্ট উচ্চ ও নিম্নযোনি সমূহ বিভিন্ন প্রজাতির জীবদেহে প্রবেশ করে তাদের মতো করে আপনি নিজেকে প্রকাশ করে তাদের কার্যে উৎসাহ দান করেন, ঠিক অগ্নি যেরূপ দাহ্যবস্তুর আকার অনুসারে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। তাই নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধি সম্পূর্ণ জড় আসক্তি মুক্ত জীবেরা সকল

প্রকার জীবের মধ্যে আপনার অভিন্ন, অপরিবর্তনীয় সত্তাকে স্থায়ী সত্য বলে উপলব্ধি করেন। প্রত্যেক জীব বিভিন্ন শরীরে অবস্থান করে সমস্ত স্থূল বা সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা আবরণশূন্য হয়ে নিজ কর্ম বশে দেহ সৃষ্টি করছে। বেদসমূহের বর্ণনা মতে এর কারণ হল জীব সর্বশক্তিমান আপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটাকে সত্যের পরম্পরাগত ধাপে নির্ণয় করে অনুপ্রাণিত মনীষিগণ বিশ্বাস সহকারে এই পৃথিবীতে যাবতীয় বৈদিক কর্মসমূহের অর্পণ-স্থল ও মুক্তির উৎসস্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মের উপাসনা করে থাকেন।"

"হে ঈশ্বর, কীভাবে জীবিতগণকে দুর্বোধ্য আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে আপনার লীলারূপ বিশাল অমৃত-সমুদ্রে অবগাহনের দ্বারা জড় জীবনের শ্রান্তি দূর করেছেন এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মে হংসকুলের ন্যায় বিচরণশীল ভক্তগণের সঙ্গে গৃহসুখ ত্যাগ করেছেন, তেমন মহাত্মাগণ মুক্তিপদও কামনা করেন না। যে তত্ত্বে, এই মানব দেহ যখন আপনার সেবায় ব্যবহৃত হয়, তখন এই দিব্য দেহ আত্মা, সুহৃৎ এবং প্রিয়জনের ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যদিও আপনি বদ্ধ আত্মাদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করেন, স্নেহবশত তাদের সকল দিক দিয়েই সাহায্য করেন এবং আপনি তাদের প্রকৃত আত্মা হলেও সাধারণ লোকেরা আপনাতে আনন্দ পায় না। পরিবর্তে তারা মায়ার উপাসনা করে আত্মঘাতী হয়। হায়, যেহেতু তারা অসত্যের উপাসনায় আসক্ত হয়ে কৃতকার্য লাভের আশা করে, তাই তারা বিভিন্ন রকম নীচদেহ ধারণ করে মহাভয়সঙ্কুল সংসারে ভ্রমণ করে। মুনিগণ তাঁদের প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে দৃঢ়যোগযুক্ত হয়ে হৃদয়ে যে পরম তত্ত্বের উপাসনা করেন, আপনার শত্রুগণও শুধু আপনাকে স্মরণ করেই সেই একই তত্ত্ব লাভ করেছে। তেমনই, আমরা শ্রুতিগণও, যারা সাধারণভাবে আপনাকে সর্বব্যাপ্ত দেখি, আপনার চরণ কমল থেকে একই অমিয় সুধা লাভ করব। আপনার সর্পসদৃশ বাহুযুগলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রজবালাগণ সেই সুধা উপভোগে সক্ষম, কারণ আপনি আমাদের ও ব্রজনারীদের প্রতি একইভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করেন। এই বিশ্বে সম্প্রতি যাদের জন্ম হয়েছে, শীঘ্রই তারা মৃত্যুবরণ করবে। ব্রহ্মর্ষি

ব্রহ্মা আদি অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেবতা ও সকল প্রাণীর পূর্ব থেকেই যিনি বিদ্যমান সেই পূর্বসিদ্ধ পুরুষোত্তম আপনাকে কোন ব্যক্তি জানতে পারবে? তিনি যখন যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সংহার করে যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের সৃষ্ট স্থূল শরীর, কালবেগ অথবা প্রকাশিত শাস্ত্র-কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তত্ত্ব আধিকারিকগণ ঘোষণা করেন যে, অসৎ থেকে জীবের উৎপত্তি, আত্মার নিত্যতন্ত্র বিনাশশীল, বর্ণিত হল আত্মা ও পদার্থের পৃথক বৈশিষ্ট্যের মিলন, যা জড় কর্মাদিই বাস্তব সত্যতা সৃষ্টি করে—এই কারণ সকল আধিকারিকগণেরই উপদেশাবলী ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা নাকি সত্যকে গোপন করে। দ্বৈতবাদীদের ধারণা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিজাত জীব শুধুমাত্র অজ্ঞতার ফল। আপনার ভিতর এরূপ ধারণার কোন প্রকৃত ভিত্তি নেই, কেননা আপনি সকল ভ্রান্তির অতীত এবং সর্বদাই সম্পূর্ণ সচেতন। সকল ইন্দ্রিয়গোচর অসৎ বস্তু থেকে জটিল মানব দেহ পর্যন্ত এই ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতির সকলই এই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল অসৎ বস্তু সৎ বলে প্রতীয়মান হলেও, আপনার ওপর মনের প্রবল প্রভাব বশত এগুলি সৎ দিব্য সত্যের মিথ্যা প্রতিফলন মাত্র। তবুও, পরমতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমস্ত জড় সৃষ্টিকে পরমাত্মার রূপ সম্বন্ধযুক্ত কার্য বলেই মনে করেন। যেমন, সোনার তৈরি বস্তুকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করা হয় না। কারণ তার ভিতরের মূল বস্তুও প্রকৃত সোনা। সুতরাং আপনার সৃষ্ট ও তার ভিতর এই অনুপ্রবিষ্ট নিঃসন্দেহে আপনার থেকে পৃথক নয়। যাঁরা আপনাকে নিখিল জীবের আশ্রয়রূপে সেবা করেন, তাঁরাই মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে তার শিরে পদাঘাতপূর্বক সহজেই তাকে অতিক্রম করেন। যারা ভক্তিশূন্য, তারা পণ্ডিত হলেও বেদ বাক্যের দ্বারা পশুর ন্যায় আপনি তাদের এই কর্মবন্ধনেই আবদ্ধ করে থাকেন। যাঁরা আপনার প্রতি প্রেমভক্তিপরায়ণ, তাঁরাই নিজেকে এবং অপরকে পবিত্র করে থাকেন। আপনার বিরোধী অন্য কেউই এরূপে সক্ষম হয় না।"

"হে প্রভো, আপনি জড়ইন্দ্রিয়রহিত হলেও সকলের যাবতীয় ইন্দ্রিয় শক্তির পরিচালক। করদাতাদের অধিপতিরা যেরূপ তাঁদের অধীশ্বরকে কর প্রদান করেন

এবং নিজ নিজ প্রজাগণের প্রদত্ত উপহার ভোগ করেন, তেমনই দেবতাগণ ও জড়া প্রকৃতি স্বয়ং আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। এইভাবে সকল দেবগণ বিশ্বসৃষ্টিকর্তা আপনার ভয়ে ভীত হয়ে নিজেদের ওপর আরোপিত কর্ম সম্পাদন করছেন। হে নিত্যমুক্ত অতীন্দ্রিয় ভগবান, আপনার দৃষ্টিক্ষেপ মাত্র দ্বারা যখন মায়ার সঙ্গে আপনার লীলাবিলাস হয় তখন আপনার সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা চরাচরাত্মক বিভিন্ন প্রজাতির জীবের আবির্ভাব হয়। পরমকারুণিক আপনি আকাশের মতো সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত বলে কাউকে আপনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কাউকে অজানা ভিন্ন গোত্রীয় প্রাণীরূপে দেখেন না। এই অর্থে আপনি শূন্যগর্ভ সদৃশ। হে নিত্যস্বরূপ, অনন্ত জীব যদি সর্বব্যাপ্ত হয় এবং নিত্য রূপের অধিকারী হয় আপনি তবে সত্যবস্তু তাদের চূড়ান্ত শাসক হতে পারেন না। কিন্তু যেহেতু তারা আপনার নির্দিষ্ট অংশ থেকে জাত, এবং তাদের রূপ পরিবর্তনশীল বলে আপনার দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। নিশ্চয়ই কোন বস্তুর উপাদান সরবরাহকারী অপরিহার্যভাবে তার নিয়ামক, কারণ উপাদান ব্যতিরেকে উৎপাদন সম্ভব নয়। যে মনে করে যে সে জানে ভগবানের সকলরূপের মধ্যেই তিনি সমভাবে বর্তমান তার কাছে জ্ঞাত শুধুই মায়া, কেননা জাগতিক উপায়ে যে জ্ঞানই সে লাভ করুক সেটি অবশ্যই অসম্পূর্ণ। শুধু প্রকৃতি বা পুরুষের দ্বারা জীবের সৃষ্টি হয় না। জল ও বায়ুর মিশ্রণে যেমন বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। নদীসকল যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়। অথবা বিভিন্ন ফুলের রস মিশ্রিত হয়ে যেমন মধুর সৃষ্টি হয়, তেমনই সকল বদ্ধ আত্মা তাদের বিভিন্ন নাম ও গুণ সহ পরম পুরুষ আপনাতে লীন হয়। কিভাবে আপনার মায়াশক্তি জীবগণকে ভুল পথে চালিত করে, জ্ঞানিগণ সেটা বুঝতে পেরে আপনার প্রতি প্রীতিপূর্ণ সেবা দান করেন, জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তির উৎস আপনি। কিভাবেই বা সংসার জীবনের ভীতি আপনার বিশুদ্ধ সেবকদের প্রতি কার্যকরী হবে? অপরপক্ষে আপনার ভ্রূকুটি—সময়ের ত্রিগুণ বেড়যুক্ত চক্র—যারা আপনার শরণ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তাদের বার বার ভয় দেখায়। মন হল অসংযত ঘোড়ার মতো। যারা তাদের ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে জয় করেছেন, তাঁরাও মনরূপ ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। যারা গুরুচরণের আশ্রয় ছাড়া এই অশান্ত মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা বিভিন্ন প্রকার দুঃখের মধ্যে পড়ে শত শত বাধার সম্মুখীন হন। হে অজ, তাঁরা সমুদ্রমাঝে কর্ণধারবিহীন নৌকার বণিকদের মতো। আপনার শরণাগত ব্যক্তিদের কাছে আপনি পরমানন্দময় পরমাত্মারূপে প্রকাশিত। এরূপ ভক্তদের কাছে স্বজন, পুত্র, দেহ, স্ত্রী, ধন, গৃহ, ভূমি, প্রাণ এবং যানবাহনাদির কী প্রয়োজন? আপনার যথার্থ উপলব্ধিতে ব্যর্থ ইন্দ্রিয় তর্পণ সুখের পিছনে ধাবিত, এই ক্ষণস্থায়ী বিনশ্বর ও অন্তঃসারশূন্য সংসারে কোন কিছুই তাদের আনন্দ দিতে পারে কি? মিথ্যা দম্ভমুক্ত মুনিগণ যে তীর্থক্ষেত্র ও লীলাময় পরম পুরুষের লীলাক্ষেত্রসমূহের সেবা করেন। এরূপ ভক্তগণ আপনার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণহেতু তাঁদের পাদোদক সর্বপাপ বিনাশ করে। কেউ যদি একবার মাত্র তার মন আপনার প্রতি উন্মুখ করে, তবে নিত্যসুখময় পরমপুরুষ আর তাকে অন্ধ সংসার জীবনে নিমগ্ন হতে দেন না, কেননা সেই জীবন শুধু মানুষের সদ্গুণাবলী হরণ করে। উত্থাপন করা যেতে পারে যে, এই বিশ্ব নিত্য সৎ, কেননা, এটি নিত্য সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এরূপ যুক্তি তর্কশাস্ত্রের দ্বারা বিতার্য। কখনও কখনও কার্য-কারণের আপাত অভিন্নতা সত্য প্রমাণে ব্যর্থ হয়, আবার অন্য সময়ে কোন প্রকৃত সত্যের ফলও প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও এই বিশ্বজগৎ নিত্য সত্য হতে পারে না, কেননা এটি শুধু পরম সত্যের প্রকৃতিই গ্রহণ করে না, সত্য-আবৃতকারী মিথ্যাকেও গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই জগতের দৃশ্যরূপ কেবল অন্ধপরম্পরা কল্পিত বিন্যাস মাত্র; বস্তুত কোন বৈচিত্র্য নেই। এদের বিভিন্ন অর্থ ও তার প্রয়োগের দ্বারা, আপনার বেদ-বাণী যজ্ঞ-সমূহের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জাদুবিদ্যার কথা শুনে শুনে যাদের মন অসাড় হয়ে গেছে, তাদের সকলকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে এই জগৎ যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল না, বিনাশের পরেও থাকবে না, সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মধ্যবর্তী সময়েও যাঁর চিদানন্দ কখনও পরিবর্তিত হয় না সেই আপনার মধ্যে অজ্ঞানজনিত মিথ্যারূপে এটি এই জগতের প্রকাশ বই আর কিছু নয়। এই বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রূপে প্রপঞ্চিত বিশ্বকে আমরা পছন্দ করি। এই কল্পিত মিথ্যাবস্তুকে সত্যরূপে যারা বিশ্বাস করে তারা প্রকৃতই অল্প বুদ্ধির লোক। এই মায়ারূপ জড়া প্রকৃতি মুগ্ধ জীবকে তাকে আলিঙ্গন করতে আকৃষ্ট করে, এবং জীব তাই প্রকৃতির গুণের দ্বারা সৃষ্ট রূপ ধারণ করে। পরে সে-তার সমস্ত দিব্য শক্তি হারিয়ে বারবার মৃত্যু ভোগ করে। সাপের খোলস ফেলার মতো একইভাবে অবিদ্যাকে ত্যাগ করতে হবে। আট প্রকার সিদ্ধিযুক্ত পরম ঐশ্বর্যসহ আসীন হয়ে আপনি অপরিমেয় ঐশ্বর্য ভোগ করছেন।"

"হে ভগবান! যে যতিগণ হৃদয়স্থিত কামের মূল অর্থাৎ বাসনাগুলিকে যদি উৎপাটিত না করে তবে সেই অসাধুদের হৃদয়স্থিত হলেও আপনি তাদের দুষ্প্রাপ্য হন। কোন ব্যক্তির কণ্ঠে মণি থাকলেও সেকথা তার বিস্মরণ হওয়ায় তার পক্ষে সেই মণি দুষ্প্রাপ্য হয়। সেইরকম আপনি তাদের সাক্ষাৎ অনুভূত হন না। ইন্দ্রিয় ভোগ-পরায়ণ যোগীদের ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালেই অশুভ অর্থাৎ ইহকালে মৃত্যু ভয় ও পরকালে আপনাকে অপ্রাপ্তি জন্য ভয় হয়ে থাকে। হে ষড়ৈশ্বর্যশালি, আপনার সম্বন্ধে উপলব্ধি হলে অতীতের পাপ ও পুণ্য কর্মের ফলে উদ্ভূত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা থাকে না, কেননা আপনিই তখন এই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সাধারণ জীব তার নিজের সম্বন্ধে যা বলে থাকে এইরূপ বোকামিকেও তার অবমাননা করেন না। মনুষ্য উত্তরাধিকারিগণের দ্বারা যুগে যুগে আপনার গুণ কীর্তনকারী ব্যক্তিগণের অঙ্গ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার ফলে আপনি তাদের অন্তিম আশ্রয় মূল বা মুক্তিরূপে পরিগণিত হন। যেহেতু আপনি অসীম, তাই স্বর্গের দেবতা বা আপনি স্বয়ং কেউ আপনার মহিমার অন্ত পান না। আবরণে আবৃত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আকাশে ধূলিকণার ন্যায় কালচক্রের দ্বারা আপনার মধ্যে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ভগবান ভিন্ন সব কিছুরই আপনার মধ্যে লয় পাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রুতিগণ তাঁদের শেষ সিদ্ধান্তরূপে আপনার প্রকাশে সফল হয়।"

ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষি বললেন—"পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এই সকল নির্দেশ শ্রবণ করে ব্রহ্মার পুত্রগণ তাঁদের পরম লক্ষ্য উপলব্ধি করলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ তুষ্ট হয়ে সনন্দকে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করলেন। এইরূপে আকাশচারী প্রাচীন মুনিগণ নিখিল বেদ ও পুরাণসমূহের গোপন রহস্যের তাৎপর্যযুক্ত অমৃতরস সংগ্রহ করেছেন। হে ব্রহ্মার প্রিয় পুত্র নারদ, তুমিও ভক্তির সঙ্গে মানুষের বিষয় বিলাস বিনাশকারী এই পরমার্থ উপদেশ ধারণপূর্বক স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে বিচরণ কর।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে যখন শ্রীনারায়ণ ঋষি তাঁকে আদেশ করলেন, তখন সেই আত্ম-সংযত, দৃঢ়ব্রত নারদমুনি দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর আদেশ গ্রহণ করলেন। হে রাজন্, সকল বিষয়ে কৃতকৃত্য মুনি তখন তাঁর প্রশ্ন বিষয়ে চিন্তা করে উত্তর করলেন—যিনি সর্বজীবের সংসার মুক্তির জন্য সর্বমঙ্গল রূপসমূহ ধারণ করেন, সেই নিষ্কলঙ্ক পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকলেন—"এই কথা বলার পর, নারদ শ্রীনারায়ণ ঋষি এবং তাঁর সাধুতুল্য শিষ্যগণকে প্রণাম করলেন। অতঃপর তিনি আমার পিতা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের আশ্রমে ফিরে গেলেন। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে নারদ মুনিকে সংবর্ধনা জানিয়ে বসার আসন দিলে মুনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর নারদ মুনি শ্রীনারায়ণ ঋষির মুখ থেকে যা শুনেছিলেন ব্যাসদেবকে তা বর্ণনা করলেন।"

"হে রাজন্, এইরূপে জাগতিক ভাষার অবর্ণনীয় নির্গুণ ব্রহ্মে কি রূপে মন প্রবেশ করে, এ বিষয়ে তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তর আমি দিয়েছি। যিনি এই বিশ্বকে নিত্য পর্যবেক্ষণ করেন, যিনি সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তে বর্তমান ছিলেন, তিনিই সর্বব্যাপী ভগবান। তিনি জড়শক্তি ও চিদাত্মার প্রভু, তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করে জীবের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেছেন। সেখানে তিনি জড় দেহসমূহের সৃষ্টি করে তাদের নিয়ন্ত্রক হিসাবে অবস্থান করছেন। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন তার নিজ শরীরের কথা ভুলে যায়, তেমনই কেউ তাঁর শরণাগত হলে মায়ার বন্ধন মুক্ত হতে পারে। ভব-মুক্তিকামী ব্যক্তির অবিরাম ভগবান হরির ধ্যান করা উচিত, কেননা হরি সর্বদা পূর্ণতার সঙ্গে অবস্থান করছেন এবং তাঁর কখনও জড় জগতে জন্ম হয় না।"

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

বৃকাসুরের কাছ থেকে দেবাদিদেব শিব রক্ষা পেলেন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—"যে সকল দেবতা, দানব ও মানুষেরা কঠোর ভোগরহিত দেবাদিদেব শিবের অর্চনা করেন, তাঁরা সাধারণত ধন ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি উপভোগ করেন, অন্যদিকে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীহরির অর্চনকারীগণ তা করেন না। অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে ইচ্ছা করি। বস্তুত শ্রীভগবানের এই দুই বিপরীত স্বভাবের অর্চনকারীদের ফল প্রাপ্তি আশাতীতভাবেই অন্য ধরনের হয়ে থাকে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"দেবাদিদেব শিব সর্বদা তাঁর নিজ শক্তি, জড় প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে তিনি নিজেকে তিনটি রূপে প্রকাশ করে সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিবিধ জড় অহঙ্কারের মূল উৎসকে মূর্ত করেন। সেই অহঙ্কার হতে ষোলটি বিকার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। যখন দেবাদিদেব শিবের কোনও ভক্ত এই সকল পদার্থের যে কোনও একটির মধ্যে তাঁর প্রকাশকে আরাধনা করেন, তখন সেই ভক্ত অনুরূপ সকল প্রকার উপভোগ্য ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভগবান শ্রীহরির জড় গুণসমূহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি জড় প্রকৃতির অতীত, সর্বদর্শী নিত্য সাক্ষী স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান। যিনি তাঁকে আরাধনা করেন, তিনিও জড় গুণসমূহ থেকে একইভাবে মুক্ত হন। আপনার পিতামহ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপ্তির পর শ্রীভগবানের কাছ থেকে ধর্মনীতিসমূহের ব্যাখ্যা শ্রবণ করার সময়ে শ্রীঅচ্যুতকে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি জনগণের পরম কল্যাণের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি রাজার এই প্রশ্নে প্রীত হলেন। আগ্রহভরে শ্রবণরত রাজাকে শ্রীভগবান এই উত্তর প্রদান করলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যদি আমি কাউকে বিশেষ অনুগ্রহ করি, তখন ধীরে ধীরে আমি তাঁর ধন হরণ করি। তখন এরূপ এক দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আত্মীয় স্বজন তাকে পরিত্যাগ করে। এইভাবে সে একের পর এক দুর্দশা ভোগ করে। যখন সে তার অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টায় হতাশ হয় এবং পরিবর্তে আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে, আমি তাকে আমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করি। এইভাবে একজন ধীর ব্যক্তি পরম-ব্রহ্মকে পরম সত্য, পরম সূক্ষ্ম ও আত্মার বিশুদ্ধ প্রকাশ, অনন্ত চিন্ময় অস্তিত্ব রূপে সম্পূর্ণতঃ হৃদয়ঙ্গম করেন। এইভাবে পরম-ব্রহ্মকে তাঁর আপন অস্তিত্বের ভিত্তিরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে তিনি সংসার চক্র হতে মুক্ত হন। যেহেতু আমার আরাধনা করা কঠিন, সাধারণত মানুষ তাই আমাকে পরিত্যাগ করে পরিবর্তে অল্পেই সন্তুষ্ট অন্যান্য দেবতাদের পূজা করে। যখন এই সকল দেবতাদের কাছ থেকে মানুষ রাজকীয় ঐশ্বর্য লাভ করে, তখন তারা উদ্ধত, অহঙ্কারে মত্ত হয় এবং তাদের কর্তব্যে উপেক্ষাকারী হয়ে ওঠে। তারা তাদের বরপ্রদানকারী দেবতাদেরও অপমান করতে ভয় পায় না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, দেবাদিদেব শিব ও অন্যান্যরা কাউকে অভিশাপ বা আশীর্বাদ প্রদানে সমর্থ। হে প্রিয় রাজন, দেবাদিদেব শিব ও শ্রীব্রহ্মা অত্যন্ত সত্বর শাপ বা বর প্রদান করেন, কিন্তু ভগবান অচ্যুত তেমন নন। এই প্রসঙ্গে এক প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা, কিভাবে বৃকাসুরকে তার পছন্দ মত বর নিবেদন করে কৈলাশাধিপতি সঙ্কটে পড়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে। একবার পথিমধ্যে শকুনির পুত্র বৃক নামক এক অসুর নারদের সঙ্গে মিলিত হল। সেই দুর্মতি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল প্রধান তিন দেবতাদের মধ্যে কাকে অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট করা যায়। নারদ তাকে বললেন—দেবাদিদেব শিবের পূজা কর, তা হলে তুমি শীঘ্রই সফলতা অর্জন করবে। তিনি তাঁর আরাধনাকারীর সামান্য গুণ দর্শনের ফলেই শীঘ্র সন্তুষ্ট হন এবং সামান্য দোষ দর্শনের দ্বারা শীঘ্রই ক্রুদ্ধ হন। বন্দিগণের মতো তারা প্রত্যেকে যখন তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিল, তখন তিনি দশ মস্তক বিশিষ্ট রাবণ ও বাণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দেবাদিদেব শিব তাদের প্রত্যেককে অতুল ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন এবং উভয়ক্ষেত্রেই ফলস্বরূপ তাঁকে মহাসঙ্কটে পড়তে হয়েছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এইভাবে উপদেশ লাভ করে অসুর তার নিজ দেহ থেকে মাংস খণ্ড গ্রহণ করে তা দেবাদিদেব শিবের মুখ স্বরূপ অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করে তাঁর পূজা শুরু করল। দেবাদিদেব শিবের দর্শন লাভে ব্যর্থ হয়ে বৃকাসুর হতাশ হল। অবশেষে সপ্তম দিনে কেদারনাথের পবিত্র জলে তার কেশরাশি অভিষিক্ত করার পর সে একটি খড়্গ গ্রহণ করে তার মস্তক ছিন্ন করতে উদ্যত হল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পরম কারুণিক দেবাদিদেব শিব যজ্ঞাগ্নি থেকে স্বয়ং অগ্নিদেবের মতোই উত্থিত হয়ে, ঠিক যেমন আমরা কাউকে নিবৃত্ত করি, সেইভাবে অসুরকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তার হাত দুটি ধারণ করলেন। দেবাদিদেব শিবের স্পর্শে বৃকাসুর পুনরায় পরিপূর্ণ অবয়ব হয়ে উঠল।"

দেবাদিদেব শিব তাকে বললেন—"হে বৎস, দাঁড়াও, থামো! আমার কাছ থেকে তুমি যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করব। হায়, তুমি অযথা তোমার দেহকে অত্যন্ত পীড়ন করেছ, কারণ আমার শরণাগতজনের সামান্য জল নিবেদনেই আমি সন্তুষ্ট হই।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"দেবাদিদেবের কাছ থেকে পাপাত্মা বৃক যে বর প্রার্থনা করেছিল, তা সকল জীবকে শঙ্কিত করল। বৃক বলল, 'আমার হাত দিয়ে আমি যার মস্তকে স্পর্শ করব তার যেন মৃত্যু হয়।' তা শ্রবণ করে, দেবাদিদেব রুদ্রকে যেন কিছুটা বিচলিত মনে হল। তবুও, হে ভরতকুলনন্দন, তিনি যেন একটি বিষধর সাপকে দুগ্ধ প্রদান করছেন এইভাবে অট্টহাস্য সহ বৃককে বরটি অনুমোদন করে তাঁর সম্মতিসূচক ওম্ ধ্বনি করলেন। দেবাদিদেব শম্ভু প্রদত্ত বরটি পরীক্ষার জন্য অসুরটি তখন দেবাদিদেব শিবের মস্তকেই তার হাত স্থাপনের চেষ্টা করল। ফলে, শিব তাঁর নিজ কৃতকর্ম হেতু ভীত হলেন। অসুর তাঁর পশ্চাৎ ধাবন করলে শিব দ্রুতবেগে তাঁর ধাম থেকে পলায়ন করে কম্পিত হয়ে উত্তরদিকে পলায়ন করলেন। যতদূর পর্যন্ত পৃথিবী, আকাশ ও জগতের দিকসমূহের সীমা, তিনি ততদূর ধাবিত হলেন। এই বরের প্রতিকার জানা না থাকায় শ্রেষ্ঠ দেবতাগণও নীরব রইলেন। অতঃপর শিব সকল অন্ধকারের অতীত বৈকুণ্ঠের সমুজ্জ্বল রাজ্যে উপনীত হলেন, যেখানে স্বয়ং নারায়ণ অবস্থান করেন। সেই রাজ্য অন্যান্য জীবের প্রতি বলপ্রয়োগ পরিত্যাগী, শান্ত সাধুগণের শরণ্যস্থল। সেখানে গমন করলে, কেউই আর ফিরে আসে না। ভক্ত দুর্দশাহারী ভগবান দূর থেকে শিবকে সঙ্কটাপন্ন দর্শন করলেন। তাই তাঁর অচিন্ত্য যোগমায়াবলে তিনি মেখলা, অজিন, দণ্ড, জপমালা সমন্বিত এক ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করলেন। ভগবানের জ্যোতি অগ্নিতুল্য উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান ছিল। তাঁর হাতে কুশ ধারণ করে তিনি অসুরকে বিনীতভাবে অভিনন্দিত করলেন।"

ভগবান বললেন—"হে শকুনি নন্দন, আপনাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আপনি কেন এত দূরে আগমন করেছেন? দয়া করে ক্ষণিক বিশ্রাম করুন। শেষ পর্যন্ত এই দেহই সকল অভিলাষ পূরণ করে। হে শক্তিমান, আমরা যদি আপনি কি করতে চান তা শুনবার যোগ্য হই, দয়া করে আমাদের তা বলুন। সাধারণত কেউ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেই তার উদ্দেশ্যসমূহ সাধন করে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অমৃত বর্ষণকারী বচন দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে, বৃক নিজেকে ক্লান্তিমুক্ত অনুভব করল। সে ভগবানের কাছে তার কৃত কর্মের সমস্তকিছুই বর্ণনা করল।"

শ্রীভগবান বললেন—"এই যদি হয়ে থাকে তাহলে শিবের কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। দক্ষ যাকে পিশাচ হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিল, সেই শিব হচ্ছে প্রেত ও পিশাচদের অধীশ্বর। হে দানবশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি জগদ্গুরু, তাই তোমার যদি তাঁর উপর কোন বিশ্বাস থাকে, তা হলে আর দেরী না করে তোমার হাত তোমার মস্তকে স্থাপন করে দেখ কী হয়। যদি দেবাদিদেব শম্ভুর বাক্য কোন প্রকারে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, হে দানব শ্রেষ্ঠ, তা হলে সেই মিথ্যাবাদীকে হত্যা কর যাতে সে পুনরায় মিথ্যা বলতে না পারে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মনোহর কথাশৈলী দ্বারা মোহিত হয়ে মূর্খ বৃক সে কি করছে তা হৃদয়ঙ্গম না করে তার নিজ মস্তকে তার হাত স্থাপন করল। তৎক্ষণাৎ তার মস্তক যেন বজ্রাঘাতে আহত প্রাপ্ত হয়ে বিদীর্ণ হল এবং দানব নিহত হয়ে ভূপতিত হল। আকাশ হতে 'জয়!' 'প্রণাম!' ও 'সাধু!' ধ্বনিসমূহ শোনা যাচ্ছিল। পাপাত্মা বৃকাসুরের নিহত হওয়াকে উদ্‌যাপন করতে দেব-ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবর্ষণ করলেন। এখন দেবাদিদেব শিব তার মুক্ত হলেন।"

"পরম পুরুষোত্তম ভগবান অতঃপর সঙ্কটমুক্ত দেবাদিদেব গিরিশকে সম্বোধন করে বললেন—"হে মহাদেব, আমার প্রভু, কিভাবে এই দুষ্ট লোকটি তার আপন পাপ কর্মের দ্বারা নিহত হয়েছে তা দর্শন করুন। প্রকৃতপক্ষে, কোন জীব তার সৌভাগ্যের আশা করতে পারে যদি সে কোন মহাত্মার প্রতি অপরাধ করে? জগদ্‌গুরু ভগবানের প্রতি অপরাধের আর কি কথা?" ভগবান হরি হচ্ছেন সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও অচিন্ত্যনীয় শক্তিসমূহের অনন্ত সাগর স্বরূপ। তিনি শিবকে রক্ষা করার জন্য এই লীলা শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন তিনি সকল শত্রু ও জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্ত হন।"

একোননবতিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে উদ্ধার করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, একবার সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ সম্পাদনরত একদল ঋষির মধ্যে একটি বিতর্ক উপস্থিত হল যে, প্রধান তিন অধীশ্বরগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। এই প্রশ্নের সমাধানের আগ্রহে, হে রাজন, ঋষিগণ ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুকে যথার্থ উত্তর অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলে প্রথমে তিনি তাঁর পিতার সভায় গমন করলেন। ব্রহ্মা কতখানি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তা পরীক্ষার জন্য ভৃগু তাঁকে প্রণাম বা তাঁর উদ্দেশে স্তব নিবেদন করলেন না। ব্রহ্মা তাঁর তেজে প্রজ্বলিত হয়ে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যদিও তাঁর পুত্রের প্রতি ক্রোধ তাঁর হৃদয় হতেই উত্থিত হয়েছিল, ব্রহ্মা তাঁর বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা তা সংবরণ করতে সমর্থ হলেন, ঠিক যেভাবে অগ্নি তার নিজ উৎপাদন, জল দ্বারা নির্বাপিত হয়।"

"এরপর ভৃগু কৈলাস পর্বতে গমন করলেন। সেখানে ভগবান শিব আনন্দের সঙ্গে উত্থিত হয়ে তাঁর ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু 'তুমি উন্মার্গগামী' তাঁকে এই বলে ভৃগু তাঁর আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করলেন। এর ফলে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং ভয়ঙ্করভাবে তাঁর নয়ন জ্বলতে লাগল। তিনি তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে ভৃগুকে যখন হত্যা করতে উদ্যত হলেন, তখন দেবী পার্বতী তাঁর পদতলে পতিত হয়ে তাঁকে শান্ত করার জন্য কিছু কথা বললেন। ভৃগু তখন সেই স্থান ত্যাগ করে ভগবান জনার্দনের নিবাস বৈকুণ্ঠে গমন করলেন।"

"ভগবান যেখানে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর কোলে মাথা রেখে শায়িত ছিলেন, ভৃগু মুনি সেখানে গিয়ে ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করলেন। ভগবান তখন লক্ষ্মীদেবী সহ শ্রদ্ধার সাথে উত্থিত হলেন। তাঁর শয্যা হতে অবতরণ করে সকল ভক্তজনের পরম গতি, ভূমিতে মস্তক অবনত করে মুনিকে প্রণামপূর্বক বললেন, "স্বাগতম, ব্রাহ্মণ। দয়া করে এই আসনে উপবেশন করুন এবং অল্পকাল বিশ্রাম করুন। হে প্রভু, আপনার আগমন লক্ষ্য না করার জন্য দয়া করে আমাদের মার্জনা করুন।"

"দয়া করে আপনার পাদধৌত জল দ্বারা আমাকে, আমার লোকপালগণ জগৎ পালকদের এবং আমার ভক্তদের পবিত্র করুন। এই পবিত্র জল নিঃসন্দেহে সমস্ত তীর্থস্থানকে পবিত্র করে। হে প্রভু, আজ আমি লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয় হলাম, কারণ আপনার পদ আমার বক্ষের পাপসমূহ বিনষ্ট করেছে, তাই তিনি আমার বক্ষে বাস করতে সম্মত হবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"বৈকুণ্ঠনাথ দ্বারা কথিত গম্ভীর বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ভৃগু আনন্দ ও সন্তোষ অনুভব করলেন। ভক্তিভাবে বিহ্বল হয়ে তিনি মৌন রইলেন, তাঁর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। হে রাজন, ভৃগু এরপর জ্ঞানী বৈদিক তত্ত্ববেত্তাদের যজ্ঞ স্থলে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। ভৃগুর বর্ণনা শ্রবণ করে বিস্মিত মুনিগণ সকল সংশয় হতে মুক্ত হয়ে নিশ্চিত হলেন যে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ অধীশ্বর। তাঁর থেকেই শান্তি, অভয়, ধর্ম, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও অষ্টবিধ যোগ-ঐশ্বর্যের উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন মনের সকল অপবিত্রতা মার্জন করে। শান্ত ও সমভাবাপন্ন নিঃস্বার্থ, ন্যাসদেহধন্য, জ্ঞানী সাধুগণের পরমগতিরূপে তিনি পরিচিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ। পারমার্থিক শান্তি প্রাপ্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁর অর্চনা করেন। রাক্ষস, অসুর ও সুর, এই ত্রিবিধ মূর্তিতে ভগবান প্রকাশিত হন—যারা সকলেই ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়া শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই জীবনের চরম সফলতা প্রাপ্তির উপায়। সরস্বতী নদীর তীরবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সকল মানুষের সংশয় দূরীভূত করার জন্য এই সিদ্ধান্তে এলেন। তারপর তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করে তাঁর আলয় প্রাপ্ত হলেন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ঋষি ব্যাসদেব পুত্র শুকদেব গোস্বামীর মুখপদ্ম থেকে এই সুগন্ধি অমৃত নিঃসৃত হয়েছিল। পরম পুরুষের এই অপূর্ব মহিমা কীর্তন সংসারের সমস্ত ভয় বিনাশ করে। যে পথিক তাঁর কর্ণ গহ্বরের মাধ্যমে এই অমৃত নিরন্তর পান করেন, তিনি জাগতিক জীবন পথের ভ্রমণজনিত ক্লান্তি বিস্মৃত হন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"কোনও এক সময়ে, দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণের পত্নী একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু হে ভারত, সদ্যজাত শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মৃত্যু হল। ব্রাহ্মণ সেই মৃতদেহটি নিয়ে এসে রাজা উগ্রসেনের রাজ সভার দ্বারে স্থাপন করলেন। তারপর পীড়িত ও দুঃখিতভাবে বিলাপ করতে করতে তিনি বলতে লাগলেন—এই সকল শঠতাপূর্ণ, লোভী, ব্রাহ্মণদের শত্রু, বিষয়াসক্ত অযোগ্য শাসকের কর্তব্য সম্পাদনের কিছু দোষের জন্য আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। হিংসায় আনন্দ লাভ করে এবং নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে পারে না, এমন খল রাজার আশ্রিত প্রজাগণের নিরন্তর দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করাই নিয়তি। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই দুঃখদায়ক ঘটনা ভোগ করলেন। প্রত্যেকবার তিনি তাঁর মৃত পুত্রকে রাজদ্বারে পরিত্যাগ করে সেই একই বিলাপ সঙ্গীত গাইতেন। যখন নবম শিশুটির মৃত্যু হল, তখন ভগবান কেশবের কাছে উপস্থিত অর্জুন ব্রাহ্মণের বিলাপ শুনতে পেলেন। তাই অর্জুন ব্রাহ্মণকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, কি হয়েছে? কোনও অধম ক্ষত্রিয়ও কি কেউ নেই যে অন্তত আপনার গৃহের সামনে ধনুক হাতে দাঁড়াতে পারে? এই সকল ক্ষত্রিয়গণ এমন আচরণ করছেন যেন তাঁরা নিতান্তই যজ্ঞে নিযুক্ত অলস ব্রাহ্মণ। যে সকল রাজ্য শাসকের কাছে ব্রাহ্মণগণ ধন পত্নী পুত্র হারিয়ে বিলাপ করে, তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য রাজার ভূমিকায় অভিনয় করা ভণ্ড মাত্র। হে প্রভু, এরূপ দুঃখ ভোগরত আপনার সন্তান ও পত্নীকে আমি রক্ষা করব। আর, যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হই, তবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি অগ্নিতে প্রবেশ করব।"

ব্রাহ্মণ বললেন—"সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরগণ কেউই অথবা অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা অনিরুদ্ধ আমার পুত্রগণকে রক্ষা করতে পারেনি। তা হলে কেন তুমি মূর্খের মতো এই দুঃসাধ্য কার্যের চেষ্টা করছ যা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর করতে পারেন নি? তাই আমরা তোমার উপরে ভরসা করতে পারছি না।"

অর্জুন বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমি শ্রীবলরাম নই কিম্বা শ্রীকৃষ্ণ নই, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রও নই। বরং আমি গাণ্ডীব ধনুকের পরিচালক অর্জুন। হে ব্রাহ্মণ,

ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট, আমার সামর্থ্যের অবজ্ঞা করবেন না। হে প্রভু, যদি যুদ্ধে স্বয়ং মৃত্যুকেও আমার পরাজিত করতে হয়, তবু আমি আপনার পুত্রকে ফিরিয়ে আনব। হে শত্রুসন্তাপক, এইভাবে অর্জুনের কাছে আশ্বাস পেয়ে, নিজ বিক্রম বিষয়ে অর্জুনের ঘোষণা শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করলেন। যখন আবার সৎ সেই ব্রাহ্মণের পত্নীর পুনরায় সন্তান প্রসবের সময় হল, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে অর্জুনের কাছে গমন করে প্রার্থনা করলেন, 'দয়া করে আমার সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর।' তখন অর্জুন আচমন করে ভগবান মহেশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর দিব্য অস্ত্রের মন্ত্রাবলী স্মরণ করে তাঁর গাণ্ডীব ধনুকে জ্যা সংযোগ করলেন। অর্জুন বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্রযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে সূতিকা-গৃহকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ শরের নিম্নমুখ, ঊর্ধ্বমুখ ও পার্শ্বিকসমূহ আচ্ছাদিত করে তিনি একটি সুরক্ষিত খাঁচা নির্মাণ করলেন। ব্রাহ্মণ পত্নী অতঃপর জন্ম দান করলেন কিন্তু নবজাত শিশুটি কিছুক্ষণ ক্রন্দন করার পর সহসা সে সশরীরে আকাশে অন্তর্হিত হল। ব্রাহ্মণ তখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অর্জুনকে ভর্ৎসনা করলেন, 'আমার মূর্খতা দর্শন করুন, আমি এক ক্লীবের দম্ভোক্তিতে বিশ্বাস করেছিলাম। যখন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, রাম কিংবা কেশব কেউই একজনকে রক্ষা করতে পারেন না, তখন অন্য কে তাকে রক্ষা করতে সমর্থ হতে পারেন? সেই মিথ্যাবাদী অর্জুনকে ধিক্। তার সেই ধনুকের দম্ভোক্তিকে ধিক্! সে এতই মূর্খ যে, মোহবশত সে ভাবছিল—দৈব যাকে নিয়ে গেছে, তাকে সে ফিরিয়ে আনতে পারবে।' বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যখন তাঁর উপর অপমান পুঞ্জীভূত করছিলেন, তখন অর্জুন ভগবান যমরাজের নিবাস দিব্য সংযমনী নগরীতে তৎক্ষণাৎ যাওয়ার জন্য এক অতীন্দ্রিয় বিদ্যার প্রয়োগ করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রকে সেখানে দেখতে না পেয়ে অর্জুন অগ্নি, নির্ঋতি, সোম, বায়ু ও বরুণের নগরী গুলিতেও গিয়েছিলেন। উদ্যত অস্ত্র নিয়ে পাতাল থেকে স্বর্গ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহলোক জুড়ে তিনি অনুসন্ধান করলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে কোথাও না পেয়ে, অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে, পবিত্র অগ্নিতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি যখন তা করতে যাবেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করে বললেন—আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রদের প্রদর্শন করাব, তাই তুমি এইভাবে নিজেকে অবজ্ঞা কোরো না। যারা এখন আমাদের সমালোচনা করছে, শীঘ্রই তারাই আমাদের নিষ্কলঙ্ক যশ প্রতিষ্ঠা করবে। অর্জুনকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান অর্জুন সহ তাঁর দিব্য রথে আরোহণ করে, তাঁরা একত্রে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। ভগবানের রথ ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত সাগর ও সাতটি প্রধান পর্বত সহ সপ্ত দ্বীপকে অতিক্রম করলেন। তারপর তা লোকালোকের সীমানা অতিক্রম করে ঘোর অন্ধকারের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। সেই অন্ধকারে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক রথের অশ্বগুলি পথভ্রষ্ট হল। তাদের এই অবস্থা দেখে, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহস্র সূর্যসম উজ্জ্বল সুদর্শন চক্রকে রথের সম্মুখভাগে প্রেরণ করলেন। শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র তাঁর প্রজ্বলিত জ্যোতি দ্বারা অন্ধকার ভেদ করতে লাগল। মনের গতিবেগের মতোই সে সৃষ্টির আদি বস্তু থেকে প্রকাশিত সেই গভীর, ভয়ঙ্কর অন্ধকারকে ভেদ করতে লাগল, যেন শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক থেকে নিক্ষেপিত তাঁর তীব্র শর শত্রু সৈন্যদের ভেদ করছিল।"

"সুদর্শন চক্রকে অনুসরণ করে রথ অন্ধকারের অতীত অনন্ত দিব্য আলোকময় সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিতে উপস্থিত হল। এই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করা মাত্র অর্জুনের চক্ষু আহত হল, তাই তিনি চোখ বন্ধ করলেন। সেখান থেকে তাঁরা প্রবল বায়ু বেগে সঞ্চালিত মহাতরঙ্গশালী জলমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই সাগরমধ্যে অর্জুন তাঁর ইতিপূর্বে দর্শন করা যে কোন কিছুর চেয়েও অধিকতর উত্তম দ্যুতি বিশিষ্ট এক অদ্ভুত প্রাসাদ দর্শন করলেন। দীপ্তিময় মণিমাণিক্য খচিত সহস্র শোভন স্তম্ভ দ্বারা তার সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছিল। সেই প্রাসাদের মধ্যে ছিলেন সহস্র ফণাযুক্ত বিশাল অনন্ত শেষ নাগ। তাঁর সহস্র ফণায় অবস্থিত মণিসমূহ ও তাঁর দ্বিসহস্র ভয়ঙ্কর নয়নের প্রতিফলন থেকে প্রকাশিত দ্যুতি দ্বারা তিনি উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছিলেন। তাঁকে শুভ্র কৈলাস পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল এবং তাঁর কণ্ঠ ও জিহ্বা ছিল ঘন নীল বর্ণের। অর্জুন তখন সর্পশয্যার সুখাসনে উপবিষ্ট সর্বব্যাপ্ত ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর

ভগবান মহা-বিষ্ণুকে দর্শন করলেন। তাঁর দীপ্তি ছিল বর্ষার ঘন মেঘের মতো, তিনি পীত বসন পরিধান করেছিলেন, তাঁর প্রসন্ন বদন, আয়ত নয়ন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তিনি সুদীর্ঘ অষ্টবাহু সমন্বিত ছিলেন। তাঁর অলংকৃত কেশ-গুচ্ছে তাঁর মুকুট ও কুণ্ডলের সুশোভিত মহামূল্যবান রত্নরাজির প্রভা প্রতিফলিত হচ্ছিল। তিনি কৌস্তুভ মণি, শ্রীবৎস চিহ্ন ও বনফুলের মালা পরিধান করেছিলেন। সুনন্দ ও নন্দ প্রমুখ তাঁর নিজ পার্ষদগণ, মূর্তিমান তাঁর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ, পুষ্টি, শ্রী, কীর্তি ও অজা নামক তাঁর শক্তিসকল এবং তাঁর অন্যান্য বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় শক্তিসমূহ সেই পরমেশ্বর, তাঁর সেবা করছিলেন। এই অনন্তরূপী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন এবং অর্জুনও ভগবান মহা-বিষ্ণুর দর্শনে বিস্মিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর জগতের সকল রক্ষকগণেরও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান মহাবিষ্ণু সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান তাঁদের উদ্দেশে তিনি হাসলেন এবং গভীর কণ্ঠে বললেন—আমি ব্রাহ্মণ পুত্রদের এখানে এনেছি, কারণ ধর্ম রক্ষার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ আমার অংশপ্রকাশ তোমাদের দুজনকে আমি দর্শন করতে চেয়েছিলাম। পৃথিবীর ভার স্বরূপ অসুরদের হত্যা করা মাত্র সত্বর এখানে আমার কাছে ফিরে এস। যদিও তোমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়েছে, হে সর্বলোকোত্তমদ্বয়, সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্মাচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে নর ও নারায়ণ ঋষি রূপে তোমরা আচরণ কর।"

"সর্বলোকেশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ এইভাবে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন 'ওম্' কীর্তন দ্বারা সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান ভগবান মহা-বিষ্ণুকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে তাঁদের সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁরা যে পথ ধরে আগমন করেছিলেন সেই পথ ধরে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাঁরা ব্রাহ্মণের পুত্রদের ঠিক যেরকম শিশু দেহে তারা হারিয়ে গিয়েছিল, সেই রকম অবস্থায় ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন।"

"ভগবান বিষ্ণুর ধাম দর্শন করে অর্জুন সম্পূর্ণ বিস্মিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যা কিছু অসাধারণ শক্তি কোনও মানুষ প্রদর্শন করতে পারে, তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই করুণার প্রকাশ মাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন অন্যান্য বহু বীরত্বব্যঞ্জক লীলা এই জগতে প্রদর্শন করেছেন। তিনি আপাতভাবে সাধারণ মনুষ্য জীবনের সুখ উপভোগ করেছেন এবং তিনি মহাশক্তিশালী যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করেছেন। ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ ও তাঁর অন্যান্য প্রজাবর্গের উপর, ঠিক যেমন ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন, সেভাবে সকল আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বর্ষণ করেন। এখন সেই তিনি বহু দুষ্ট রাজাদের হত্যা করেছেন এবং অর্জুনের মতো ভক্তদের অন্যান্যদের হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করেছেন, আর সহজেই যুধিষ্ঠিরের মতো পুণ্যবান ব্যক্তিগণের দ্বারা ধর্ম সম্পাদন নিশ্চিত করেছেন।"

নবতিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসমূহের সংক্ষিপ্তসার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"লক্ষ্মীপতি সকল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, শ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিগণ ও ভক্তদের উত্তম বেশসম্পন্ন পত্নীদের দ্বারা বিদ্যমান, তাঁর রাজধানী নগরী দ্বারকায় সুখে বাস করছিলেন। এই সকল প্রস্ফুটিত যৌবনা সুন্দরী রমণীরা যখন নগরীর প্রাসাদের উপর ছাদে বল ও অন্যান্য খেলনা নিয়ে খেলা করতেন, তখন তাদের

বিদ্যুতের দ্যুতির মতো উজ্জ্বল মনে হত। নগরীর প্রধান পথ সর্বদা মদস্রাবী হাতী, অশ্বারোহী সৈন্য, সুসজ্জিত পদাতিক সেনা ও স্বর্ণঘারা উজ্জ্বলরূপে সুসজ্জিত রথারোহী সৈন্যদ্বারা আকীর্ণ থাকত। কুসুমিত বৃক্ষরাজি যুক্ত নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনকারী বহু উদ্যান ও উপবন ছিল, যেখানে মৌমাছি ও পাখিরা সমবেত হয়ে চতুর্দিকে তাদের গানে মুখর করে তুলত। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর ষোল হাজার পত্নীর একমাত্র প্রিয়তম। নিজেকে ষোল হাজার বিগ্রহ রূপে বিস্তার করে তিনি তাঁর প্রত্যেক পত্নীর সঙ্গে তাদের নিজ নিজ সম্পদে সমৃদ্ধ পুরীতে আনন্দ উপভোগ করতেন। এই সকল প্রাসাদ অঙ্গনে ছিল প্রস্ফুটিত উৎপল, কহ্লার, কুমুদ ও অম্ভোজ পদ্মসমূহের সৌরভে সুরভিত এবং কূজনরত পাখী কুলে পূর্ণ হ্রদ। সর্বশক্তিমান ভগবান সেই সকল হ্রদে ও বিভিন্ন নদীতে প্রবেশ করে জলক্রীড়া উপভোগ করতেন এবং তাঁর পত্নীরা যখন তাঁকে আলিঙ্গন করতেন, তখন তাঁর দেহ তাদের স্তনের কুঙ্কুম দ্বারা লিপ্ত হত। গন্ধর্বগণ যখন আনন্দের সঙ্গে মৃদঙ্গ, পণব ও আনক বাদ্য সহ তাঁর গুণগান করত এবং সূত, মাগধ ও বন্দি নামক পেশাদার কবিগণ বীণা বাদন সহ তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলে ক্রীড়া করতেন। হাসতে হাসতে তাঁর রাণীরা পিচকারি দিয়ে তাঁর গায়ে জল সিঞ্চন করতেন এবং তিনিও তাঁদের প্রতি প্রতিসিঞ্চন করতেন। যক্ষরাজ যেভাবে যক্ষীদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেইভাবে তাঁর রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন। রাণীদের সিক্ত বসনের অন্তরাল থেকে তাঁদের উরু ও স্তন স্পষ্ট হয়ে উঠত। তাঁরা যখন তাঁদের প্রিয়তমকে জল সিঞ্চন করতেন, তাঁদের বৃহৎ কবরীতে আবদ্ধ ফুলগুলি স্খলিত হত এবং তাঁর পিচকারিটি অপহরণের জন্য তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলে তাঁর স্পর্শে তাঁদের কামভাব বর্ধিত হওয়ায় তাঁদের মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হত। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা দীপ্তিমান সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ফুলমালা তাঁদের স্তনের কুঙ্কুমে লিপ্ত হয়ে উঠত এবং তাঁর কুন্তলরাশি ক্রীড়াভিনিবেশের হেতু অবিন্যস্ত হয়ে পড়ত। হস্তিরাজ যেমন তাঁর হস্তিনী দলের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে, তেমনিভাবে শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁর যুবতী পত্নীদের প্রতি জল সিঞ্চন করে এবং তাঁরাও শ্রীভগবানের দিকে জলসিঞ্চন করে আনন্দ উপভোগ করতেন। পরে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীরা তাঁদের জলক্রীড়ার কালীন পরিধেয় অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ, গান করে ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সেইসব নট ও নটীদের প্রদান করতেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে তাঁর ইশারা, কথোপকথন, দৃষ্টিপাত এবং হাস্য পরিহাসযুক্ত ক্রীড়া ও আলিঙ্গনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে তাঁদের চিত্তকে মোহিত করতেন। কৃষ্ণগতচিত্ত রাণীরা ভাববিহ্বলতায় হতবুদ্ধি হয়ে যেতেন। তখন, তাঁদের পদ্মলোচন প্রভুকে চিন্তা করতে করতে তাঁরা উন্মত্তের মতো কথা বলতেন। আমি তাঁদের সেই সকল কথা বর্ণনা করছি, দয়া করে শ্রবণ করুন।"

রাণীরা বললেন—"হে কুররী পাখি, তুমি বিলাপ করছ। এখন রাত্রিকাল এবং পৃথিবীর কোনও এক গুপ্ত স্থানে ভগবান নিদ্রা যাচ্ছেন। কিন্তু হে সখি, নিদ্রায় অসমর্থ হয়ে তুমি জেগে আছ। কমলনয়ন ভগবানের উদার, লীলাময় হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা আমাদের মতো, তোমার হৃদয়ও কি বিদ্ধ হয়েছে? দুঃখী চক্রবাকী, তোমার চোখ বন্ধ করার পরও তুমি সারা রাত্রি ধরে তোমার অদর্শিত পতির জন্য করুণভাবে ক্রন্দন করছ। অথবা এটা কি ঠিক যে তুমি আমাদের মতো অচ্যুতের দাসী হয়েছ এবং তাঁর পাদ-স্পর্শে ধন্য ফুল মালাকে তোমার খোঁপায় পরিধান করার জন্য লালায়িত হয়েছ? হে সাগর, তুমি সর্বদা রাত্রে না ঘুমিয়ে গর্জন করছ। তুমি কি অনিদ্রায় ভুগছ? অথবা আমাদের মতো, মুকুন্দ তোমারও চিহ্ন সকল অপহরণ করেছে কি এবং তুমি তাদের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে নিরাশ কি? হে চন্দ্র, ভয়ঙ্কর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে তুমি এতটাই ক্ষীণ হয়েছ যে, তোমার কিরণ দ্বারা অন্ধকার দূর করতে পারছ না। অথবা আমাদের মতো কোন এক সময় তোমার প্রতি মুকুন্দকৃত উৎসাহজনক মন্তব্যসমূহ তুমি স্মরণ করতে পারছ না বলে আমাদের কাছে তুমি স্তব্ধবাক রূপে প্রতীয়মান হচ্ছ কি? হে মলয় পবন, তোমাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য আমরা কি এমন করেছি যে, গোবিন্দের কটাক্ষ দৃষ্টিপাত দ্বারা ইতিমধ্যে বিদীর্ণ আমাদের হৃদয়ে

তুমি কামকে প্রেরণ করছ? হে শ্রীমান মেঘ, তুমি নিঃসন্দেহে শ্রীবৎস চিহ্নধারী যাদব প্রধানের অতি প্রিয়। আমাদের মতো তুমি প্রেম দ্বারা তাঁর প্রতি আবদ্ধ হয়ে তাঁকে স্মরণ করছ। তোমার হৃদয় আমাদের হৃদয়ের মতো অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় পীড়িত এবং পুনঃ পুনঃ তাঁকে স্মরণ করতে করতে তুমি অশ্রুধারা বর্ষণ করছ। কৃষ্ণ সঙ্গ এমনই দুঃখ নিয়ে আসে। হে মধুর কণ্ঠী কোকিল, মৃতসঞ্জীবনী স্বরে তুমি সেই একই শব্দ ধ্বনিত করছ যা আমরা একসময় পরম রমণীয় বক্তা, আমাদের প্রিয়তমের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। দয়া করে বল, তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আজ আমি কি করতে পারি। হে উদার পর্বত, তুমি সচলও নও এবং কথাও বলছ না। তুমি নিশ্চয়ই মহান গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছ। অথবা, তুমি কি আমাদের মতো বসুদেবের প্রিয় পুত্রের পদদ্বয় তোমার স্তনে ধারণ করতে আকাঙ্ক্ষা করছ? হে সাগরপত্নী নদীগণ, তোমাদের হ্রদ এখন শুষ্ক হয়েছে। হায়, তোমরা জল শূন্যরূপে কৃশ হয়েছ এবং তোমাদের পদ্মের সম্পদ অদৃশ্য হয়েছে। তা হলে কি তোমরা আমাদেরই মতো, যে আমরা আমাদের হৃদয় প্রবঞ্চনাকারী, মধুপতি, আমাদের প্রিয়তম স্বামীর প্রেমময় দৃষ্টিপাতের অভাবে কৃশ হয়ে যাচ্ছি? হে হংস, স্বাগতম। এখানে উপবেশন কর এবং কিছু দুধ পান কর। দূর বলো আমাদের প্রিয়জনের কিছু সংবাদ প্রদান কর। আমরা জানি তুমি তাঁর দূত। সেই অজেয় ঈশ্বর ভাল আছেন তো এবং আমাদের সেই অস্থিরমতি সখা দীর্ঘদিন পূর্বে আমাদের বলা তাঁর কথাগুলি এখনও স্মরণ করেন কি? আমরা কেন তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর পূজা করব? ওহে ক্ষুদ্র প্রভুর সেবক, যাও, লক্ষ্মীদেবী ব্যতীত তাঁকে এখানে এসে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে বল। লক্ষ্মীদেবীই কি তাঁর প্রতি একনিষ্ঠচিত্ত একমাত্র রমণী?"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রেমময়ী ভাব দ্বারা আচরণ করে এবং কথা বলে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীরা জীবনের পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অসংখ্য সঙ্গীত অসংখ্যভাবে শ্রীভগবানকে স্তুতি করেছে, যাঁর কথা শ্রবণ করা মাত্র সকল রমণীদের হৃদয় বলপূর্বক আকর্ষিত হয়। অতএব যে রমণীরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন তাদের আর কি কথা? যে সকল রমণীরা শুদ্ধ পরমানন্দময় প্রেমের সঙ্গে সেই জগদ্‌গুরুকে উপযুক্তভাবে সেবা করেছেন, তাদের সেই পরম তপশ্চর্যার বর্ণনা করা কারও পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তাঁকে তাঁরা স্বামীভাবে তাঁর পদদ্বয় মর্দনের মতো অন্তরঙ্গ সেবা করেছিলেন। এভাবে বেদে উল্লেখিত কর্তব্যের সূত্রসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সাধু ভক্তদের পতি শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কেউ গৃহে অবস্থান করেও ধর্মের উদ্দেশ্যসমূহ, আর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সংযত কাম অর্জন করতে পারে, তা বারবার প্রদর্শন করেছেন। ধার্মিক গৃহস্থ জীবনের পরম মান পূর্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার এক শতাধিক পত্নীকে প্রতিপালন করেছিলেন। এই সকল রত্নসদৃশ রমণীদের মধ্যে রুক্মিণী প্রমুখ আটজন ছিলেন প্রধান। হে রাজন, আমি ইতিপূর্বে তাঁর পুত্রগণসহ পর্যায়ক্রমে তাদের বর্ণনা প্রদান করেছি। যাঁর প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহু পত্নীর প্রত্যেকের গর্ভে দশটি করে পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এইসকল পুত্রগণের মধ্যে সকলেই ছিলেন অনন্ত বিক্রমের অধিকারী, তার মধ্যে আঠারোজন ছিলেন মহাকীর্তিশালী মহারথ। এখন আমার কাছ থেকে তাঁদের নাম শ্রবণ করুন। তাঁরা হলেন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি ও ন্যগ্রোধ।"

"হে রাজেন্দ্র, মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের এই সকল পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার মতো। মহারথের প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যাকে (রুক্মবতী) বিবাহ করেছিলেন, যিনি দশ সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী অনিরুদ্ধকে জন্মদান করেন। রুক্মীর দৌহিত্র অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রী রোচনাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর থেকে বজ্রের জন্ম হল, যিনি যদুগণের মধ্যে মুষলের পর জীবিত অল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন ছিলেন। বজ্র থেকে প্রতিবাহুর জন্ম হয়েছিল, যাঁর পুত্র ছিলেন সুবাহু। সুবাহুর পুত্র শান্তসেন, যাঁর থেকে শতসেনের জন্ম হয়েছিল। এই বংশে কোন দরিদ্র বা অল্প সন্তানযুক্ত, অল্পায়ু, দুর্বল এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন একজন কেউই জন্মগ্রহণ করেন নি।"

যদুবংশের প্রতি অভিশাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"যাদবগণ পরিবৃত হয়ে, শ্রীবলরামের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু দৈত্য বধ করেছিলেন। তারপরে, পৃথিবীর ভার আরও লাঘবের উদ্দেশ্যে, কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে অকস্মাৎ যে প্রবল হিংস্র কলহের উৎপত্তি ঘটে, তা থেকে শ্রীভগবান কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের আয়োজন করেন। দুর্যোধন প্রভৃতি শত্রুদের কপট দ্যূতক্রীড়া, বিবিধ অবহেলা তিরস্কার, দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ, এবং অন্যান্য নানাপ্রকার নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহারে পাণ্ডুপুত্রেরা বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই পরমেশ্বর ভগবান পাণ্ডুপুত্রদের নিমিত্ত করে তাঁর অভিলাষ কার্যকরী করতে উদ্যত হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রাজারা পৃথিবীর ভার অসহনীয় সৃষ্টি করেছিল, তাদের সকলকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে কুরুক্ষেত্রের মাঝে পরস্পরবিরোধী শক্তিস্বরূপ উপস্থিত করেন, এবং শ্রীভগবান যখন সেই যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে তাদের বিনাশ করালেন, তখন পৃথিবী ভারমুক্ত হল। যে সমস্ত রাজারা তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, তাদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর নিজ বাহুবলে সুরক্ষিত যদুবংশকে উপযোগ করেছিলেন। তখন অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেন, 'অনেকে হয়তো বলছে যে, এখন পৃথিবী ভারমুক্ত হয়েছে, কিন্তু দুর্ধর্ষ যাদবকুল এখনও রয়ে গেছে বলেই, আমার মতে, এখনও তা সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়নি। নিরন্তর আমার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত এবং তাঁদের বীর্য ঐশ্বর্য বৈভবাদির ফলে উদ্ধত এই যদুবংশের সদস্যদের বাইরের কোনও শক্তি পরাভূত করতে কখনই পারবে না। তবে যদি এই বংশের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে দিই, তা হলে বাঁশবনের মধ্যে বাঁশগুলির পরস্পর সংঘর্ষণের ফলে যেমন আগুন সৃষ্টি হয়, তেমনই তাদের অন্তর্কলহ ঠিক সেইভাবে যদুবংশ ধ্বংস করাতে পারবে, এবং তখনই আমার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে আর আমি নিজধামে ফিরে যাব।' "

"হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, পরম নিয়ন্তা সত্যসংকল্প শ্রীভগবান যখন এইভাবে মনস্থির করলেন, তখন তিনি কোনও এক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অভিশাপের ছলনায় তাঁর নিজ যাদবকুল বিলুপ্ত করেছিলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। যা কিছু মনোহর, তা সবই তাঁর থেকেই উৎসারিত হয়, এবং তাঁর অবয়ব এমনই সুন্দর যে, অন্য সকল বিষয় থেকে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে সব কিছুই তাঁর সৌন্দর্যের তুলনায় হতশ্রী হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মর্ত্যলোকে বিরাজমান ছিলেন, তখন তিনি সকল মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ কথা বলতেন, তখন তাঁর স্মরণপুষ্ট সকল মানুষেরই মন তাতে আকৃষ্ট হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে তাঁর প্রতি তারা প্রভাবিত বোধ করত, এবং তার ফলে তাঁর অনুগামী হয়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে তাদের সকল ক্রিয়াকর্মগুলি সমর্পণ করতে অভিলাষী হত। এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসেই তাঁর পুণ্যকীর্তি বিস্তারের মাধ্যমে অতি মনোরম এবং অপরিহার্য বৈদিক কাব্যধারা সৃষ্টি করে বিশ্বব্যাপী হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বদ্ধজীবকুল ঐ সকল মাহাত্ম্য শুধুমাত্র শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমেই অজ্ঞানতার অন্ধকারময় সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারবে। এই আয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর অভীষ্ট গমনে তিনি চলে যান।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন—"হে মুনিবর! ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য, বৃদ্ধজনসেবারত, কৃষ্ণগতচিত্ত যাদবদের উপরেও ব্রহ্মশাপ কি জন্য সংঘটিত হয়েছিল, তা অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন। এই অভিশাপের উদ্দেশ্য কী ছিল? হে দ্বিজবর, এই অভিশাপ কী রকম হয়েছিল? আর, জীবনের একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যাদবেরা একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ঐ রকমের মতভেদ সৃষ্টি হতে পেরেছিল? কৃপা করে আমাকে এই সব বিষয়ে বলুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"শ্রীভগবান নিখিলবিশ্বের সমস্ত কিছু সুন্দর বিষয়বস্তুর সমাবেশাশ্রিত তাঁর রমণীয় দেহবিগ্রহ ধারণ করে পৃথিবীতে অতীব শ্রেষ্ঠ সুমঙ্গলময় ক্রিয়াকর্ম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করে থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর সকল অভিলাষ পূরণ হলেও, তাঁর ধামে অবস্থানকালে এবং জীবনধারা উপভোগ করতে থাকলেও, শ্রীভগবান, যাঁর মহিমা স্বতঃ উদ্ভাসিত, এবার তাঁর কর্তব্যকর্ম তখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে বিবেচনা করে তাঁর নিজবংশ সংহারের সংকল্প করেন।"

"বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি এবং বশিষ্ঠ, একদা শ্রীনারদমুনি এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায়, কল্যাণকারী কিছু যজ্ঞকর্মাদি অনুষ্ঠান করেন, কারণ এগুলির মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয় এবং পুণ্যফল অর্জন করা যায়। পরে, ঐগুলি কলিযুগের পাপাদি হরণ করে সার্থক জীবনধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিগণিত হত। ঋষিবর্গ যথাযথভাবে বিবিধ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম অনুসারে যদুবংশের প্রধান বসুদেব তথা শ্রীকৃষ্ণের জনকের কল্যাণার্থে যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের গৃহে অবস্থানের পরে ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠানাদির শেষে মুনিবর্গ বিদায় গ্রহণ করে তাঁরা পিণ্ডারকতীর্থে গমন করেন। সেই পুণ্যভূমিতে, যদুবংশের কুমার বালকেরা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করে নিয়ে এসেছিল। সেখানে সমবেত মহান ঋষিবর্গের সামনে ক্রীড়াচ্ছলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধতস্বভাব হলেও বালকেরা মুনিবর্গের পাদস্পর্শ করে কপট বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করেছিল, "হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, এই সুনীলনয়না গর্ভবতী নারী আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতে চান। তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করতে লজ্জিত হচ্ছেন। তিনি আসন্নপ্রসবা এবং পুত্রসন্তান লাভে বিশেষভাবে ইচ্ছুক। যেহেতু আপনারা সকলেই অব্যর্থ দৃষ্টিসম্পন্ন মহামুনি, তাই কৃপা করে বলুন—ইনি পুত্র বা কন্যা কী প্রসব করবেন।"

"হে মহারাজ, এইভাবে ছলনার মাধ্যমে উপহাস-বাক্যে কুপিত হয়ে মুনিবর্গ বললেন, "ওরে নির্বোধেরা! এই রমণী তোমাদের জন্য একটি লোহার মুষল প্রসব করবে, আর সেটাই তোমাদের সম্পূর্ণ বংশটিকে ধ্বংস করে দেবে।" ঋষিবর্গের অভিশাপ শুনে, ভীতসন্ত্রস্ত বালকগুলি তাড়াতাড়ি সাম্বের উদরের আবরণ উন্মোচন করল, এবং বাস্তবিকই তারা সেইখানে একটি লোহার মুষল দেখতে পেল। যদুবংশের কুমারগণ বলল, "হায়, আমরা কী করলাম! আমরা কী হতভাগ্য! আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের কী বলবে?" এইভাবে বলতে বলতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে, তারা মুষলটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সম্পূর্ণ ম্লানমুখে যদুবালকেরা মুষলটিকে রাজসভায় নিয়ে এসেছিল, এবং সমস্ত যাদবদের সামনে তারা রাজা উগ্রসেনকে বলল—কী ঘটনা ঘটেছিল।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দ্বারকাবাসীরা যখন অব্যর্থ ব্রাহ্মণদের কথা শুনল এবং মুষলটি দেখতে পেল, তখন তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং বিস্মিত হয়ে উঠল। যদুবংশের রাজা আহুক (উগ্রসেন) স্বয়ং সেই মুষলটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমস্ত লৌহখণ্ডগুলি সমেত সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কোনও একটি মাছ তখন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লোহার খণ্ডটিকে গ্রাস করেছিল এবং লোহার চূর্ণগুলি সমুদ্র তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয়ে তীরে এসে এরকা নামে এক প্রকার সরপতগুচ্ছ কাঠির ঝোপ সৃষ্টি করল। মৎস্যজীবীদের জালে অন্যান্য মাছের সঙ্গে সমুদ্রের মধ্যে সেই মাছটি ধরা পড়েছিল। মাছটির পেটের মধ্যে যে লোহার খণ্ডটি ছিল, সেটি নিয়ে জরা নামে একজন ব্যাধ তার বাণের অগ্রভাগে তীরের ফলার মতো আটকিয়ে নিয়ে ছিল। পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত এবং তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করতে সমর্থ হলেও, কিছু করতে চাইলেন না। বরং, শ্রীভগবান তাঁর মহাকালরূপী অভিপ্রকাশের মাধ্যমে সানন্দে ঐ সমস্ত ঘটনাবলী অনুমোদন করেছিলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিমি মহারাজের সাথে নবযোগেন্দ্রের সাক্ষাৎ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের লালসা নিয়ে শ্রীনারদমুনি নিরন্তর শ্রীগোবিন্দের বাহুর দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে নিরন্তর বাস করতেন।" হে রাজন্! জড় জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বদ্ধ জীবগণ মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে। তাই, মহান মুক্তপ্রাণ শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিদেরও উপাস্য ভগবান শ্রীমুকুন্দের পাদারবিন্দে কোন্ প্রাণী আরাধনা না করে থাকতে পারে? একদা দেবর্ষি নারদ বসুদেবের বাড়িতে এসেছিলেন। শ্রীনারদ মুনিকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা-অর্চনা জানিয়ে, তাঁকে সুখে উপবেশন করিয়ে, বিনীতভাবে প্রণাম নিবেদনের পর বসুদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে প্রভু, সন্তানদের কাছে পিতার পরিদর্শনের মতো আপনার এই পরিদর্শন সকল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত। ভগবান উত্তমশ্লোকের মার্গগামী উত্তম ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখী কৃপণগণকেও আপনি বিশেষরূপে সহায়তা প্রদান করেন। দেবতাদের আচরণে প্রাণীদের জীবনে সুখ-দুঃখ উভয়ই ঘটে থাকে, কিন্তু আপনার মতো মহর্ষিদের কার্যকলাপের ফলে সকল জীবেরই সুখ উৎপাদন হয়, কারণ আপনারা চির অচ্যুত শ্রীভগবানকেই আপনাদের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ স্বীকার করেছেন। মানুষ যেভাবে দেবতাদের আরাধনা করে, দেবতারাও সেইভাবে অনুরূপ ফল প্রদান করে থাকেন। মানুষের ছায়ার মতোই, দেবগণও কর্মের তারতম্য অনুসারে কৃপা করেন, কিন্তু সাধুগণ সর্বত্রবিহারী সকল ক্ষেত্রেই পতিত দীনজনের প্রতি কৃপাময় থাকেন। হে ব্রাহ্মণ, যদিও শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, তা সত্ত্বেও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্তব্যকর্ম আছে, সেইগুলি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। যে কোনও মর্ত্যজীব শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সহকারে ঐ সকল বিষয়ে শ্রবণ করলে সকল প্রকার ভয় হতে পরিত্রাণ লাভ করে। এই পৃথিবীতে আমার বিগত এক জন্মে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের আরাধনা করেছিলাম, কারণ তিনি একমাত্র মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তবে যেহেতু আমি একটি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তাই মুক্তি লাভের জন্য তাঁকে আরাধনা করতে পারিনি। এভাবে শ্রীভগবানের মায়ায় আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। হে পরম প্রিয় সুব্রতধারী, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে আপনি সর্বদাই অবিচল থাকেন। কৃপা করে সুস্পষ্টভাবে আপনি আমাকে পরামর্শ প্রদান করুন যাতে নানাবিধ বিপদসঙ্কুল এবং বিবিধ প্রকার ভয়াবহ জাগতিক পরিবেশ থেকে আপনার কৃপায় আমি মুক্তি লাভ করে অনায়াসে অপলক সকলাতে বিভ্রান্ত না হই।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজা, বিশেষভাবে বুদ্ধিমান বসুদেবের প্রশ্নগুলি শুনে দেবর্ষি নারদ খুশি হয়েছিলেন। কারণ সেই প্রশ্নগুলির মধ্যে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা আভাসিত হয়েছিল, সেইগুলির মধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ শ্রীনারদমুনির স্মরণে এসেছিল। তাই শ্রীনারদমুনি তখন বসুদেবকে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—হে সাত্বত শ্রেষ্ঠ, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের নিত্য কর্তব্য বিষয়ে আপনি যথার্থ প্রশ্নই করেছেন। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসেবা নিবেদনের মূল্য এতই গভীর যে, তা অনুশীলনের ফলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়ে উঠতে পারে। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা অনুষ্ঠান এমনই আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন যে, ঐ ধরনের অপ্রাকৃত পারমার্থিক সেবাধর্মের বিষয়ে শুধুমাত্র শ্রবণের মাধ্যমেই, সেই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে, সেই প্রসঙ্গে মনোনিবেশের মাধ্যমে, সেই সকল কথাবলী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে স্বীকারের মাধ্যমে, কিংবা অন্যাসকলের ভগবদ্ভক্তির কথা প্রশংসার মাধ্যমে, এমন কি যারা দেবতাদের ঘৃণা করে, তারা এবং অন্য সমস্ত জীবও অচিরে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। আজ আপনি পরমানন্দময় পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান এমনই শুভময় কল্যাণপ্রদ যে, তাঁর প্রসঙ্গ যে কেউ শ্রবণ এবং যশোকীর্তনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পুণ্যপবিত্র হয়ে ওঠে। ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে মুনি-ঋষিরা মহাত্মা বিদেহরাজ জনক এবং ঋষভপুত্রগণের মধ্যে যে কথোপকথনের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তা আপনি শ্রবণ করুন।"

"স্বায়ম্ভুব মনুর এক পুত্রের নাম মহারাজ প্রিয়ব্রত, এবং প্রিয়ব্রতের পুত্রদের মধ্যে ছিলেন আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্রের পুত্র ছিলেন নাভি, যাঁর পুত্র ঋষভদেব নামে পরিচিত ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের অংশপ্রকাশরূপে শ্রীঋষভদেবকে গণ্য করা হয়ে থাকে। যে সব শাস্ত্র ধর্মসম্মত বিধিনিয়মাদি সকল জীবের মুক্তির পথ সুগম করে থাকে, সেই শাস্ত্রবিধিগুলি এই জগতে প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শত পুত্র ছিল, তাঁরা সকলেই বৈদিক শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞানবান ছিলেন। ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভরত শ্রীনারায়ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। ভরতের নাম বশ অনুসারেই এখন এই গ্রহের প্রসিদ্ধি হয়েছে ভারতবর্ষ নামে। রাজা ভরত এই জড় জগতের সকল প্রকার ভোগসুখই অস্থায়ী এবং অনর্থক বিবেচনা করেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ এই সংসারের সব কিছু পরিত্যাগ করে, তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রতা সহকারে তপস্যার মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করতে থাকেন এবং তিন জন্মের পরে তত্ত্বাবস্থায় প্রাপ্ত হন। ঋষভদেবের অপর নয়জন পুত্র ভারতবর্ষের নয়টি দ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন, এবং তাঁরা এই পৃথিবী গ্রহটি সম্পূর্ণ শাসনাধিকার ভোগ করতেন। একাশী জন পুত্র দ্বিজ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। ঋষভদেবের অবশিষ্ট নয়জন পুত্র মহাপুণ্যবান, এবং পরম তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে তৎপর ছিলেন। তাঁরা দিগম্বর হয়ে নির্ভয়ে ভ্রমণ করতেন এবং পারমার্থিক বিজ্ঞানে অতীব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন। এই মুনিগণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার সর্বপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্মাত্মক সামগ্রী সমেত পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই স্বরূপ-বিকাশ এবং নিজ সত্তা থেকে অভিন্ন উপলব্ধি করে, পৃথিবী পর্যটন করতেন। নব যোগেন্দ্রগণ মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁরা অবাধে কোথাও আসক্ত না হয়ে সুর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, মুনি, চারণ, ভূতাধিপতি, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গাভীদের জন্য নির্দিষ্ট গ্রহলোকগুলিতে স্বেচ্ছামতো পরিভ্রমণ করতেন। একদা তাঁরা ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে করতে এই ভারতবর্ষে (পূর্বে 'অজনাভ' নামে পরিচিত) যে স্থানে মহাত্মা মহারাজ নিমি যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হন।"

"হে রাজন্, তখন সূর্যের মতো অতি তেজস্বী ঐ সকল মহাভাগবতদের দর্শন করে, যজমান, ব্রাহ্মণেরা, এমন কি যজ্ঞের অগ্নিও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিদেহরাজ [নিমি] জানতেন যে, ঐ নয়জন ঋষি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্তগণ। তাই, তাঁদের আগমনে পরম প্রীতিসহকারে তিনি তাঁদের যথাযথভাবে আসন প্রদান করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যেভাবে মানুষ পূজা করে থাকে, সেইভাবেই যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে তাঁদের পূজা-অর্চনা করলেন। মহারাজ নিমি অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নতশিরে বিনয়াবনত হয়ে ঐ নয়জন মুনিকে প্রশ্ন করতে আগ্রহী হলেন। এই নয়জন মহাত্মা তাঁদের দেহকান্তি নিয়ে শোভমান হয়েছিলেন এবং সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রদেরই মতো প্রতিভাত ছিলেন।"

বিদেহরাজ নিমি বললেন—"মধু-দানবের বিনাশকারী প্রখ্যাত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদরূপে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের চিনতে পেরেছি। অবশ্যই, শ্রীবিষ্ণুর শুদ্ধ ভক্তগণ এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে আপন স্বার্থচিন্তা অভ্যন্তরে সকল বদ্ধ জীবকুলের বিশুদ্ধি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পর্যটন করে থাকেন। বদ্ধ জীবগণের পক্ষে মানব দেহ লাভ করা অতীব কঠিন, এবং তা যে কোনও মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি যে, মানব জীবন লাভ করেছে যারা, তাদের পক্ষে ভগবান শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রিয়তম শুদ্ধ বৈষ্ণবভক্তগণের সাহচর্যও অতিশয় দুর্লভ। অতএব, হে পূর্ণ নিষ্পাপ মহাপুরুষগণ, আমি প্রশ্ন করছি—কৃপা করে পরম মঙ্গল বিষয়ে আমাকে কিছু বলুন। বাস্তবিকই, জন্ম এবং মৃত্যুর এই জগতের

মাঝে ক্ষণার্ধকালের জন্যও কোন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সংসঙ্গ লাভ করা গেলে, যে কোনও মানুষের জীবনেই তা সর্বনিধি লাভ স্বরূপ আনন্দজনক হয়। এই সকল বিষয় যথাযথভাবে শ্রবণের জন্য যদি আমাকে আপনারা যোগ্য বিবেচনা করেন, তা হলে কৃপা করে আমাকে বলুন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবাকর্মে কিভাবে আত্মনিয়োগ করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে যখন কোনও জীব উদ্যোগী হয়, তখন অচিরেই শ্রীভগবান প্রীতিলাভ করেন, এবং তার বিনিময়ে শরণাগত জীবকে নিজ স্বরূপ পর্যন্ত প্রদান করে থাকেন।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"হে বসুদেব, যখন মহারাজ নিমি এইভাবে নবজন যোগেন্দ্র ঋষিবর্গের কাছে ভগবদ্ভক্তি সেবা সম্পর্কে অবগত হতে চেয়েছিলেন, তখন মহাপ্রভাবশালী মুনিগণ প্রীতিসহকারে রাজাকে অভিনন্দিত করলেন এবং যজ্ঞে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও ব্রাহ্মণ ঋত্বিকগণকে বলতে লাগলেন।"

শ্রীকবি বললেন—"হে রাজন! এই জগৎ-সংসারে দেহাদি অসৎ বিষয়ে নিরন্তর আত্মবুদ্ধি স্বরূপ বিভ্রান্তির জন্যই মানুষের কল্যাণার্থে আমি মনে করি যে, মানুষ শুধুমাত্র অচ্যুত অক্ষয় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পাদপদ্মের আরাধনা করলেই সর্বপ্রকার ভয় ভীতির কবল থেকে যথার্থ মুক্তি অর্জন করতে পারে। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই সকল ভয় সম্পূর্ণ দূর হয়। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং যে সকল পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন, তা অনুসরণ করলে অজ্ঞ জনও পরমেশ্বর ভগবানকে অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যে পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, তাকে ভাগবত-ধর্ম অর্থাৎ, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রেমভক্তি নিবেদনের উপায় স্বরূপ স্বীকার করতে হয়।"

"হে রাজা, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতির মাধ্যমে যে-মানুষ আশ্রয় নেয়, এই পৃথিবীতে সে কখনই তার পথভ্রষ্টপথে বিভ্রান্ত হবে না। এমন কি, চোখ বন্ধ করে পথ চললেও তার কখনই পদস্খলন হবে না। বদ্ধ জীবনযাত্রার মাঝে নিজ নিজ বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী, মানুষ তার দেহ, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা শুদ্ধ চেতনার দ্বারা যা কিছু করে, তা সবই "ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে করছি", এই ভাবনায় উৎসর্গ করা উচিত। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াবলে আচ্ছন্ন হয়ে যখন জীব দেহাত্মবুদ্ধির ফলে জড় জাগতিক দেহটিকে স্বরূপ সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন ভয় জাগে। যখন এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিষয়ে বিমুখ হয়, তখন শ্রীভগবানের সেবকরূপে তার স্বরূপসত্তাও বিস্মৃত হয়। মায়া মাঝে অভিহিত বিভ্রান্তির প্রভাবেই এমন বিপর্যয়মূলক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে আরাধ্য-দেবতা এবং একান্ত প্রিয়তম জেনে অনন্য ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের আরাধনা করবেন। জড়জগতে দ্বৈতভাব যদিও শেষ পর্যন্ত থাকে না, তা সত্ত্বেও বদ্ধ জীব তার নিজের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে সেই দ্বৈত সত্তাকেই প্রকৃত সত্য বলে মনে করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্তা থেকে পৃথক বলে প্রতিভাত এই জগতটির কল্পনাশ্রিত অস্তিত্বকে স্বপ্নদর্শন এবং কাল্পনিক অভিলাষাদির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বদ্ধ জীব যখন রাতে কোনও অবাঞ্ছিত কিংবা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে থাকে, কিংবা যখন সে দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকে যে, কোন্ বিষয়টি সে পেতে চায় অথবা বর্জন করতে চায়, তখন সে এমন একটি বাস্তবতা সৃষ্টি করতে থাকে, যেটি তার নিজের কল্পনার বাইরে একেবারেই অস্তিত্বহীন। মনের প্রবণতাই এমন যে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুকূলে নানা বিষয় গ্রহণ কিংবা বর্জনের চিন্তা চলতে থাকে। সুতরাং মন যাতে শ্রীকৃষ্ণবিহীন কোনও কিছু চিন্তা ভাবনা দর্শনের মোহমায়া থেকে নিরাসক্ত হতে পারে, বুদ্ধিমান মানুষ সেইভাবেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যখন মন এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন মানুষ যথার্থ ভয়শূন্যতার আনন্দ আস্বাদন করতে পারে। স্থিরবুদ্ধি নির্ভীক মানুষ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন এবং দেশ-জাতি স্বরূপ সমস্ত জড় জাগতিক আসক্তি বর্জন করে রথাঙ্গপাণি শ্রীভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ কীর্তনে নিয়োজিত হয়ে অনাসক্ত এবং অকুণ্ঠভাবে সর্বত্র বিচরণ করবেন। পবিত্র কৃষ্ণনাম সুমঙ্গলময়, কারণ বদ্ধ জীবকুলের মুক্তির উদ্দেশ্যে এই জগতে তিনি জন্ম-কর্ম ও বিবিধ লীলা বিলাস যেভাবে প্রকটিত করেন, তা সবই নাম কীর্তনের মাধ্যমে বর্ণনা

করা হয়ে থাকে। এইভাবেই সারা পৃথিবীতে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন প্রচার করা হচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের ফলে মানুষ ভগবৎ প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত হয়। তখন মানুষ ভগবদ্ভক্ত হয়ে উঠে, শ্রীভগবানের নিত্যসেবক রূপে প্রতিষ্ঠালাভ হয়, এবং ক্রমশ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশেষ নাম ও রূপের চিন্তা অনুশীলনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এইভাবে তার হৃদয় যতই প্রেমের ভাবোচ্ছ্বাসে বিগলিত হতে থাকে, ততই উন্মাদের মতো উচ্চহাস্য কিংবা ক্রন্দন তথা চিৎকার করে শ্রীভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। কখনও বা ঐভাবে বিভোর হয়ে পাগলের মতো মানুষ লোকনিন্দায় অবিচল থেকে নৃত্যগীত করতে থাকে। ভগবদ্ভক্ত কোনও কিছুকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন মনে করেন না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সকল প্রাণী, দিঙ্‌মণ্ডল, বৃক্ষগুল্মাদি, নদী এবং সমুদ্রাদি—যা কিছুই ভক্ত দেখতে পান, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব-প্রকাশ বলেই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে সৃষ্টির মাঝে যা কিছু বিদ্যমান তা লক্ষ্য করে সেগুলিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শরীররূপে স্বীকার করে, শ্রীভগবানের সমস্ত শরীর প্রকাশকে তাঁর অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করাই ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য। ভোজনকারী মানুষের প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গেই যেমন তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তি একই সাথে সাধিত হতে থাকে, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত মানুষও ভাবৎ-ভজনায় সময়ে একই সঙ্গে প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির স্ফূর্তি এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট বিষয়াদি থেকে নিরাসক্তি বৈরাগ্যের ভাব উপলব্ধি করতে থাকে। হে রাজন্, পরমেশ্বর অচ্যুত অক্ষয় শ্রীভগবানের চরণকমল যে ভক্ত নিত্য প্রয়াসে আরাধনা করতে থাকে, তার ফলেই তিনি নিরন্তর ভক্তিভাব, অনাসক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করেন। এইভাবে ভজনশীল ভগবদ্ভক্ত পরম দিব্য শান্তি লাভ করতে পারেন।"

মহারাজ নিমি বললেন—"পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের সম্পর্কে বিশদভাবে এখন আমাকে কৃপা করে সব বলুন। কিভাবে আমি উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং কনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি, সেই সকল স্বাভাবিক লক্ষণাদি বিষয়ে আমাকে বলুন। বৈষ্ণবগণের বিশেষ ধরনের ধর্মাচরণাদি কি প্রকার হয় এবং তিনি কিভাবে বাক্যালাপ করে থাকেন? বিশেষত, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে কিভাবে বৈষ্ণবেরা প্রিয়জন হয়ে ওঠেন, সেই লক্ষণাদি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি আমাকে বর্ণনা করুন।"

শ্রীহবি মুনি বললেন—"অতি উত্তম শ্রেণীর ভক্ত সকল বস্তুর মধ্যেই সকল আত্মার পরমাত্মাস্বরূপ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান দর্শন করতে পারেন। তার ফলে, তিনি সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কযুক্ত বলে বিচার করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, যা কিছু বর্তমান, সবই শ্রীভগবানেরই মধ্যে বিরাজিত রয়েছে। যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে থাকেন, সকল ভগবদ্ভক্তের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন, নিরীহ প্রকৃতির অজ্ঞজনকে কৃপা প্রদর্শন করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিদ্বেষী সকলকে উপেক্ষা করেন, তাঁকে মধ্যম অধিকারী ভাগবত ব্যক্তিরূপে মধ্যম তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভক্ত বলা হয়ে থাকে। যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রীঅর্চাবিগ্রহের পূজায় নিয়োজিত থাকেন, কিন্তু অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী কিংবা জনসাধারণের প্রতি যথাযথ আচরণ করেন না, তাঁকে প্রাকৃত ভক্ত তথা নিম্নাধিকারী বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলেও, যিনি এই সমগ্র জগতটিকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তির অভিপ্রকাশরূপে দর্শন করে থাকেন, তিনি কোনও কিছুতেই ক্ষেদ বা হর্ষযুক্ত হন না। তিনি অবশ্যই ভক্ত সমাজে উত্তম ভাগবত ব্যক্তি। জড় জগতের মাঝে মানুষের দেহ নিয়তই জন্ম এবং জরাব্যাধির নিয়মাধীন হয়ে চলে। তেমনই, প্রাণশক্তিও ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হয়, মন নিয়ত উদ্বিগ্ন হয়, দুর্লভ বিষয়াদি অর্জনে বুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি জড়া প্রকৃতির মাঝে অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অবশেষে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। যে মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অনিবার্য দুঃখকষ্টে বিভ্রান্ত না হয়, এবং শুধুমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমল স্মরণের মাধ্যমে ঐ সবকিছু থেকে নিস্পৃহ থাকে, তাকেই ভাগবতপ্রধান, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত বলে মান্য করা উচিত। যিনি

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি জড়জাগতিক কামনা-বাসনাদির উপর নির্ভরশীল সকলপ্রকার ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকেন। বস্তুত, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকেও মুক্তিলাভ করে থাকেন। যৌনতৃপ্তিভিত্তিক জীবনযাপন, সামাজিক মান-মর্যাদা এবং অর্থ লাভের কোনও পরিকল্পনাও তাঁর মনে জাগে না। তাই, তাঁকে ভাগবতোত্তম, অর্থাৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সম্ভ্রান্ত পরিবারগোষ্ঠীতে জন্মলাভ এবং পবিত্র শুদ্ধ ধর্মাচরণের ফলে মানুষের মনে অবশ্যই গর্ববোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তেমনই, যদি কারও পিতা-মাতা বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অতীব উচ্চস্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হওয়ার ফলে সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে থাকে, তা হলে তার পক্ষে বিশেষ অহমিকা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের বিশেষ জড়জাগতিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বিন্দুমাত্র অহমিকা বোধ না করে, তা হলে তাকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম প্রীতিভাজন রূপে মান্য করতে হবে। যে সমস্ত স্বার্থচিন্তার মাধ্যমে মানুষ মনে করে "এটা আমার সম্পত্তি, আর ওটা তার", সেই সমস্ত ভাবনা যখন কোনও ভগবদ্ভক্ত বর্জন করেন, এবং যখন তিনি তাঁর নিজের পার্থিব দেহটির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান বিধানের ব্যাপারে আর আগ্রহী হন না কিংবা অন্যেরও স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে বিমুখ থাকেন না, তখন তিনি পরিপূর্ণ শান্তিময় এবং সুখময় হয়ে ওঠেন। তখন তিনি নিজেকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে অন্য সকল জীবেরই সমান মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেন এমনই তৃপ্তিময় বৈষ্ণবকে ভগবদ্ভক্তির পরম উৎকর্ষতার নিদর্শন বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিজেদের জীবনসর্বস্বরূপ জ্ঞান করে ব্রহ্মা এবং শিব প্রমুখ মহান দেবতাগণও সেই পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমল অভিলাষ করে থাকেন। সেই চরণকমল কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কোনও অবস্থায় কখনই বিস্মৃত হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য অধিকার এবং উপভোগের আশীর্বাদ লাভেরও বিনিময়ে কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলাশ্রয় ত্যাগ করবে না। তেমন ভগবদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা যিনি করেন, তাঁর হৃদয়মাঝে জড় জাগতিক সন্তাপ কিভাবে থাকতে পারে কেমন করে? শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অগণিত মহাবিক্রমপূর্ণ কার্য সমাধা করেছেন, এবং তাঁর শ্রীচরণপদ্মের সুন্দর নখগুলি মহার্ঘ মণিরত্নময়। ঐ নখাগ্র থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন সুশীতল চন্দ্রালোকেরই মতো, শুদ্ধভক্তের হৃদয়-সন্তাপ অচিরেই দূর করে, যেমন চন্দ্রের সুশীতল কিরণে সূর্যের প্রচণ্ড তাপযন্ত্রণা প্রশমিত হয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান বদ্ধ জীবগণের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণের মাধ্যমে যদি তাঁকে অনিচ্ছায় কিংবা অসাবধানতার আহ্বান করা হয়, তা হলে তাদের অন্তরের অগণিত পাপময় কর্মফল বিনাশে তিনি উদ্যোগী হন। সুতরাং, যখনই কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলাশ্রয় স্বীকার করেন এবং যথার্থ প্রেমভক্তিসহকারে পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন, তখন পরম পুরুষোত্তম ভগবান কখনই তেমন ভক্তজনের হৃদয়াসন পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারেন না। এইভাবে অনায়াসে যিনি তাঁর হৃদয়মাঝে পরমেশ্বর ভগবানকে ধারণ করে রেখেছেন, তাঁকেই ভাগবতপ্রধান, তথা শ্রীভগবানের মহত্তম ভক্তরূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে।"

তৃতীয় অধ্যায়

মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ

নিমিরাজ বললেন—"প্রবল মায়াশক্তির অধিকর্তা যোগীদেরও বিভ্রান্ত করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের যে মায়া, সেই বিষয়ে এখন আমরা কিছু জ্ঞান লাভ করতে অভিলাষী হয়েছি। হে মুনিবৃন্দ, সেই বিষয়ে আমাদের কৃপা করে কিছু বলুন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা বিষয়ে আপনার অমৃতবাণী আমি যদিও পান করছি, তবু আমার তৃষ্ণা এখনও তৃপ্তিলাভ করেনি। শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তগণের সম্পর্কিত ঐ ধরনের অমৃতময় কিরণী আমার মতো যারা জড়জাগতিক সৃষ্টির ক্লেশজনিত দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, সেই সকল বদ্ধ জীবদের যথার্থ ঔষধি স্বরূপ।"

শ্রীঅন্তরীক্ষ বললেন—"হে মহাবলশালী রাজা, পার্থিব উপাদানগুলিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে, সকল সৃষ্টির পরমাত্মা সমস্ত জীবকে উচ্চ এবং নীচ প্রজাতিগুলিতে প্রেরণ করেছেন, যাতে ঐ বদ্ধ জীবগণ তাদের অভিপ্রায় অনুসারে ইন্দ্রিয় উপভোগ অথবা পরম মুক্তিলাভের অনুশীলন করতে পারে। এইভাবে সৃষ্ট জীবের পার্থিব শরীরগুলির মধ্যে পরমাত্মা প্রবেশ করেন, তাতে মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় করেন, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগের জন্য জড়জাগতিক প্রকৃতি ত্রিবিধ গুণবৈশিষ্ট্যের প্রতি বদ্ধ জীবকে অগ্রসর হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে থাকেন। পরমাত্মার দ্বারা উজ্জীবিত পার্থিব ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে পার্থিব শরীরের প্রভু হয়ে জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সমন্বিত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য বস্তুগুলি ভোগ করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। এইভাবে প্রকৃতির সৃষ্ট পার্থিব শরীরটিকে সে জন্মরহিত নিত্য স্বরূপ ভ্রান্তি বোধ করে এবং শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কবলে আবদ্ধ হয়ে থাকে। উত্তরোত্তর পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে, শরীরধারী জীব সকল ধরনের ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে তার সক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলি নিয়োজিত করে, তখন সে সুখ এবং দুঃখ বলতে যা বোঝায়, তেমন অনুভূতি নিয়ে সারা জগতে বিচরণ করতে করতে তার পার্থিব ক্রিয়াকর্মের ফল ভোগ করতে থাকে। এইভাবেই বদ্ধ জীব বারে বারে জন্ম এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে বাধ্য হয়। তার নিজেরই কর্মফলের কবলে আবদ্ধ হয়ে, সে বাধ্য হয়ে এক অশুভ পরিস্থিতি থেকে অন্য এক অশুভ পরিবেশের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পরিভ্রমণ করতে থাকে—সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে বিশ্ব প্রলয়ের সময় পর্যন্ত দুর্দশা ভোগ সে করতেই থাকে। পার্থিব উপাদানগুলির বিনাশ সমাসন্ন হলে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর অনাদি অনন্ত মহাকালের গর্ভে সর্বপ্রকার অভিব্যক্ত সৃষ্টি রূপই স্থূল এবং সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাদিসহ প্রত্যাহৃত করে থাকেন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন অব্যক্ত অবস্থায় বিলীন হয়ে যায়। যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীতে একশতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির প্রকোপ হয়। একশত বর্ষ সূর্যের তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তার অধিবর তাপে ত্রিভুবন দগ্ধ হতে শুরু করে। পাতাল লোক থেকে শুরু করে, সেই আগুন ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ থেকে উদ্গীরণ হতে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী সেই অগ্নিশিখা প্রবলবেগে বায়ুতাড়িত হয়ে সর্বদিকে দগ্ধ প্রবাহ বিস্তার করতে থাকে। সম্বর্তক নামে প্রলয়ঙ্কর মেঘরাশি একশত বর্ষব্যাপী বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করতে থাকে। হাতির শুঁড়ের মতো সুদীর্ঘ এক-একটি বৃষ্টিবিন্দুর ভয়াবহ প্রবল ধারায় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হয়ে যায়।"

"হে নিমিরাজ, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপের অন্তরাত্মা শ্রীবৈরাজ ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মাণ্ডরূপী শরীর ত্যাগ করেন, এবং আগুনের ইন্ধন নিঃশেষিত হওয়ার ফলে যেমন হয়, সেইভাবেই তিনি সূক্ষ্ম অব্যক্ত 'প্রধান' প্রকৃতির মাঝে অনুপ্রবেশ করে থাকেন। বায়ুর দ্বারা ক্ষিতির সুগন্ধি গুণ অপহৃত হলে, তা জলে পরিণত হয়, এবং সেই বায়ুর দ্বারা জলের রসাস্বাদন অপহৃত হলে, তা অগ্নিতে পরিণত হয়। অন্ধকারের দ্বারা অগ্নির স্বরূপ অপহৃত হলে তা বায়ুতে পরিণত হয়। মহাশূন্যের প্রভাবে বায়ু যখন তার স্পর্শানুভূতি হারিয়ে ফেলে, তখন তা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যখন মহাশূন্যের যথার্থ গুণাবলী পরমাত্মা

অপহরণ করে নেন, তখন মহাকালের প্রভাবে সেই মহাশূন্য তামস অহঙ্কারে পরিণত হয়।"

"হে মহারাজ, তমোগুণের প্রভাবে উৎপন্ন মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে সকল প্রকার পার্থিব অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিলীন হয়ে যায়; এবং দেবতাদের সঙ্গে সমস্ত সত্ত্বগুণের মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। তারপরে সমগ্র মিথ্যা অহম্ বোধ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যাদি সমেত মহৎ-তত্ত্বের মাঝে বিলুপ্ত হয়। এখন আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মায়াশক্তির বর্ণনা করছি। জড় প্রকৃতির তিন প্রকার গুণ সমন্বিত মায়ার এই প্রকার প্রভাব শ্রীভগবানের দ্বারাই তাঁর জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় লীলা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তেজোসম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এখন, আপনি আরও বেশি কী শুনতে অভিলাষ করেন?"

নিমিরাজ বললেন—"হে মহর্ষি, যারা আত্মসংযমী নয়, তাদের পক্ষে সর্বদাই অনতিক্রম্য পরমেশ্বর ভগবানের যে মায়াশক্তি, তা কিভাবে যেকোনও নির্বোধ জড়বাদী মানুষও অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে, কৃপা করে তা বলুন।"

শ্রীপ্রবুদ্ধ বললেন—"মানুষের সমাজে নারী ও পুরুষেরা ভূমিকা অনুসারেই বদ্ধ জীবরূপ মিথুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই তারা অনবরতই জাগতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের দুঃখ-অশান্তি দূর করতে চায় এবং তাদের সুখ অফুরন্ত করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, অনিবার্যভাবেই তারা ঠিক বিপরীত ফলই লাভ করে থাকে। পক্ষান্তরে, অনিবার্য কারণেই তাদের সুখ অন্তর্হিত হয়, এবং তারা যতই বড় হতে থাকে, ততই তাদের জাগতিক অবস্থা বেড়ে চলে। ধনসম্পদ নিত্য দুঃখের কারণ, সেই সম্পদ আহরণ করা খুব কঠিন, এবং তা আত্মবিনাশ ঘটায়। মানুষ তার ধনসম্পদ থেকে কী সুখ যথার্থভাবে পায়? তেমনই, মানুষ তার কষ্টোপার্জিত অর্থ দিয়ে যে সমস্ত ঘরবাড়ি, সন্তানাদি, আত্মীয়স্বজন এবং গৃহপালিত পশুপাখিদের প্রতিপালন করে, তা থেকে কেমন করে চরম তথা চিরস্থায়ী সুখ ভোগ করতে পারে? যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মাদির ফলে পরজন্মে কেউ যদি স্বর্গলাভও করে, তবুও সেখানে চিরস্থায়ী সুখশান্তি সে পেতে পারে না। এমনকি স্বর্গলোকেও যে সকল জীব বাস করে, তারাও জাগতিক শত্রু-বিদ্বেষের মাঝে এবং বরিষ্ঠদের প্রতি ঈর্ষার পরিণামে বিচলিত বোধ করে। আর যেহেতু তাদের পুণ্যফল ক্ষয় হতে থাকে, তখন স্বর্গবাসের সুযোগ হ্রাস পায় এবং তার ফলে স্বর্গবাসীরা তাদের স্বর্গীয় জীবন ধারা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই সাধারণ নাগরিকদের কাছে প্রশংসিত রাজাদের মতোই তারা নিত্য শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের কাছে নিগৃহীত হয় এবং তার ফলে তারা কখনই শান্তি পায় না।"

"সুতরাং যথার্থ সুখশান্তি এবং কল্যাণ আহরণে আগ্রহী যে কোনও মানুষকেই সদ্গুরুর আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। সদ্গুরুর যোগ্যতা হল এই যে, গভীরভাবে অনুধ্যানের মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রাদির সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং অন্য সকলকেও এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম। এমন মহাপুরুষগণ যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সকল জাগতিক বিচার-বিবেচনা বর্জন করেছেন, তাঁদেরই যথার্থ পারমার্থিক সদ্গুরুরূপে বিবেচনা করা উচিত। পারমার্থিক সদ্গুরুকে আপন জীবনের পরম আশ্রয় এবং আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ স্বীকার করার মাধ্যমে, তাঁর কাছ থেকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পদ্ধতি প্রক্রিয়াদি শিক্ষা লাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি সকল জীবাত্মার পরমাত্মাস্বরূপ তাঁর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে নিজেকে বিকশিত করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। অতএব, কোনও প্রকার ছলচাতুর্য বর্জন করে শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে পারমার্থিক সদ্গুরুর কাছ থেকে পদ্ধতি প্রক্রিয়াদি শিক্ষালাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য এবং সেইভাবে নিষ্ঠাভরে পরম আনুকূল্য সহকারে ভগবদ্ভক্তি সেবা চর্চা করলে পরমেশ্বর ভগবান প্রীতি লাভ করেন এবং তখন তিনি নিষ্ঠাবান শিষ্যের কাছে ধরা দেন। নিষ্ঠাবান শিষ্য সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে মনঃসংযোগ ছিন্ন করতে অবশ্যই শিখবে এবং তার পারমার্থিক গুরুদেব আর অন্যান্য শুদ্ধভাবাপন্ন ভক্তদের সঙ্গ অনুশীলন করতে দৃঢ়ভাবে সচেষ্ট হবে। তার চেয়ে নিম্নতর মর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি তাকে কৃপাময় হতে

হবে, সমমর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে এবং উচ্চতর পারমার্থিক মর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি বিনম্র সেবা মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। এইভাবেই সকল জীবের সঙ্গে যথাযথভাবে আচরণ করতে তার শেখা উচিত। পারমার্থিক গুরুর সেবার উদ্দেশ্যে শিষ্যকে অবশ্যই শীত তাপ, সুখ-দুঃখের মতো জাগতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিবেশের মাঝে শুচিতা, তপশ্চর্যা, ধৈর্য-তিতিক্ষা, বেদ অধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, এবং সমভাব চর্চা করতে হবে। নিজেকে নিত্যস্বরূপ বিশিষ্ট চিন্ময় আত্মারূপে বিবেচনা করে সর্বদা চিন্ময় আত্মার এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সর্ববিষয়ের অধিকর্তারূপে নিয়ন্তারূপে স্বীকার করে ধ্যানমগ্ন হওয়ার অনুশীলন করা উচিত। ধ্যানচর্চা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, নির্জন স্থানে বসবাস করা উচিত এবং নিজগৃহ তথা গৃহস্থালীর ক্রিয়াকর্মে অনাবশ্যক আসক্তি বর্জন করতে হবে। অনিত্য জড়দেহী পার্থিব শরীরটিকে সাজপোশাকে ভূষিত করা পরিত্যাগ করে, মানুষের উচিত জনশূন্য স্থান থেকে পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড এনে তাই দিয়েই নিজের শরীর আচ্ছাদন করা কিংবা গাছের ছাল দিয়ে দেহ আবৃত রাখা। এইভাবেই যে কোনও পার্থিব অবস্থার মাঝে সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষা লাভ করা মানুষের উচিত।"

"পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মহিমা-বর্ণনা যে সকল শাস্ত্রাদির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, সেইগুলি অনুসরণের মাধ্যমে জীবনে সকল সার্থকতা অর্জন করা যাবে, সেই বিষয়ে গভীর বিশ্বাস মানুষের থাকা উচিত। সেই সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রাদির নিন্দাবাদ পরিহার করতেও হবে। মানুষকে তার সকল কাজকর্মই কায়মনোবাক্যে সংযত করতে হবে, সদা সত্য কথা বলতে হবে এবং দেহ ও মন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। শ্রীভগবানের পরমাশ্চর্য চিন্ময় অপ্রাকৃত লীলাবিস্তার সম্পর্কিত কাহিনী সকলেরই শোনা, কীর্তন করা এবং ধ্যান চিন্তা করা উচিত। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আবির্ভাব, লীলাবিস্তার, ক্রিয়াকলাপ, গুণবৈশিষ্ট্যাদি এবং দিব্য পবিত্র নাম মহিমার আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা উচিত। সেইভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করবার মাধ্যমে, মানুষ তার দৈনন্দিন সকল কাজকর্ম শ্রীভগবানেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। কেবলমাত্র শ্রীভগবানেরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষ সকল প্রকার পূজা-অর্চনা, দান-ধ্যান, যাগযজ্ঞ এবং ব্রত-প্রায়শ্চিত্ত সবই নিবেদন করবে। ঠিক তেমনই, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই শুধুমাত্র মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যথাযথ মন্ত্রাদি উচ্চারণ করবে। আর মানুষের সমস্ত ধর্মাচরণ সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য সাধন করবে। মানুষ যা কিছু সুখকর কিংবা উপভোগ্য মনে করবে, তা অবশ্যই অনতিবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করবে, এবং পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পাদপদ্মে এমনকি তার স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সম্পদ এবং প্রাণবায়ুও সমর্পণ করে চলবে। যিনি তাঁর চরম স্বার্থ সিদ্ধি করতে অভিলাষী, তাঁকে অবশ্যই এমন মানুষের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে, যে সব মানুষ শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের জীবনের প্রভু রূপে স্বীকার করেছেন। তাছাড়াও মানুষকে সকল জীবের প্রতি সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে যারা মানব জীবন লাভ করেছে আর তাদেরও মধ্যে যারা ধর্মাচরণের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে প্রয়াসী হওয়া মানুষমাত্রেরই উচিত। ধার্মিক মানুষদের মধ্যেও বিশেষত পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তদের প্রতি সেবা নিবেদন করা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত। শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তদের সাথে মিলিত হয়ে কিভাবে তাদের সঙ্গলাভ করতে হয়, তা মানুষ মাত্রেরই শেখা উচিত। এই ধরনের সঙ্গলাভ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে শুদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের মধ্যে প্রেমময় সখ্যতা গড়ে তুলতে থাকলে, তাঁরা পারস্পরিক সুখ এবং সন্তোষ বোধ করতে থাকেন। আর এইভাবেই পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাঁরা দুঃখ-দুর্দশার কারণ স্বরূপ জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অভ্যাস বর্জন করতে সক্ষম হন। ভগবদ্ভক্তগণ সদাসর্বদাই নিজেদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আলোচনা করে থাকেন। এইভাবেই তাঁরা নিয়ত শ্রীভগবানকে স্মরণ করেন এবং পরস্পরকে তাঁর গুণাবলী ও লীলামাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেন। এইভাবেই, ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার ফলে, ভক্তগণ পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং তার ফলে, শ্রীভগবান তাঁদের জীবন থেকে

সর্বপ্রকার জড়ত্ব বিকারাদি দূর করে থাকেন। সকল প্রকার বিঘ্ন থেকে শুদ্ধ হয়ে, ভক্তবৃন্দ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন, এবং এই জগতের মাঝেও, তাঁদের চিন্ময় ভাবাপন্ন শরীরে রোমাঞ্চ প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভাবোল্লাস লক্ষ্য করা যায়।"

"শ্রীভগবানের প্রেমস্পর্শ লাভ করার ফলে, ভক্তগণ অনেক সময়ে অক্লান্ত অথবা ভগবানের চিন্তায় বিভোর হয়ে মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠেন। কখনও তাঁরা হাসেন, মহোল্লাস বোধ করেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে কথা বলেন, নৃত্য বা গীত করেন। ঐ ধরনের ভক্তবৃন্দ জাগতিক বদ্ধ জীবনধারার ঊর্ধ্বে অবস্থানের মাধ্যমে কখনও-বা অদ্ভুত জন্মরহিত শ্রীভগবানের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণে অভিনয় করে থাকেন। আর কখনও-বা, তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ফলে, তাঁরা শান্ত ও নীরব হয়ে থাকেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিশেষ প্রকার জ্ঞান আহরণ করে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে বাস্তবিকই আত্মনিয়োগ করে, ভক্ত মাত্রেই ভগবৎ-প্রেমের পর্যায়ে উপনীত হন। আর পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে পূর্ণভক্তি নিবেদনের মাধ্যমে, ভক্ত অতি অনায়াসেই দুরতিক্রম্য মায়ার বিভ্রান্তিকর শক্তির জাল অতিক্রম করে।"

মহারাজ নিমি বললেন—"কৃপা করে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অবস্থান সম্পর্কে আমাকে বুঝিয়ে দিন, যিনি পরমতত্ত্ব এবং প্রত্যেক জীবের পরমাত্মা স্বরূপ। আপনারাই এই বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, কারণ এই দিব্য জ্ঞানে আপনারাই সর্বাধিক অভিজ্ঞ।"

শ্রীপিপ্পলায়ন বললেন—"পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ, তা সত্ত্বেও তাঁর আনুপূর্বিক কোনও কারণ ছিল না। তিনি জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে কালক্ষেপ করে থাকেন অথচ সেই সকল পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। পরমাত্মা রূপে তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রবেশ করে দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়াদি ও মানসিক ক্রিয়াকলাপ সঞ্জীবিত করেন এবং ঐভাবেই দেহের সকল সূক্ষ্ম আর স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সেগুলির কাজ শুরু করে। হে রাজা, সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই পরমতত্ত্ব বলে জানবেন। মূল অগ্নি থেকে যে সমস্ত ক্ষুদ্র অগ্নিকণা সৃষ্টি হয়, তা যেমন অগ্নির উৎসস্থানকে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, তেমনি মন, বাক্য, দৃষ্টি, বুদ্ধি, প্রাণবায়ু কিংবা কোনও ইন্দ্রিয়ই পরম তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম নয়। এমনকি বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য তাবাও পরম তত্ত্বের যথাযথ বর্ণনা দিতে পারে না, যেহেতু বেদসম্ভারের মধ্যেই পরমতত্ত্বের অভিব্যক্তি প্রকাশ সম্পর্কে বেদেরই তাদের অক্ষমতা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বৈদিক শব্দ সম্পদের পরোক্ষ প্রভাবে পরমতত্ত্বের প্রমাণ সম্পর্কে আভাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যেহেতু পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব ব্যতীত বেদশাস্ত্রসম্ভারের মধ্যে বিধিনিষেধ অনুশাসনের কোনই চরম উদ্দেশ্য থাকত না। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র পরব্রহ্ম ত্রিবিধরূপে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তমো নামে আপনাকে প্রকটিত করেন, আর আরও নানাভাবে আপনার শক্তি প্রসারিত করেন, এবং এইভাবে কর্মশক্তি ও চেতনাশক্তি প্রকটিত হয় আর সেই সঙ্গে মিথ্যা অহংকার বদ্ধ জীবের স্বরূপ আবৃত করে রাখে। এইভাবেই, পরম ব্রহ্মের বহু শক্তির প্রসার হওয়ার মাধ্যমে দেবতাগণ জ্ঞানের আধারস্বরূপ, জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি সহ সেইগুলির লক্ষ্য এবং জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ফলাফল—দুঃখ, সুখ ও দুঃখ সমেত আবির্ভূত হন। এইভাবে সূক্ষ্ম কারণরূপে এবং স্থূল জড় জাগতিক সামগ্রীর রূপ নিয়ে জড়জাগতিক চাক্ষুষ কারণরূপে জড় জগতের প্রকাশ ঘটে। সমস্ত সূক্ষ্ম এবং স্থূল সৃষ্টি প্রকাশের উৎস ব্রহ্ম একই সাথে পরম সৎ রূপে ঐ সব কিছুরই অতীত। ব্রহ্মরূপে শাশ্বত আত্মার কখনই জন্ম হয়নি এবং কখনই মৃত্যু হবে না, এবং তার বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় হয় না। সেই চিন্ময় আত্মাই প্রকৃতপক্ষে জড় জাগতিক শরীরের পরিবর্তনশীল যৌবন, প্রৌঢ়তা এবং মৃত্যুর তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত। তাই আত্মাকেই শুদ্ধ চেতনা স্বরূপ সর্বত্র সর্বকালের জন্যই বিদ্যমান এবং অক্ষয় সত্তা বলে জানতে হয়। শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ু একটি হলেও তা যেমন বিভিন্ন জড়েন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে বহুরূপে অভিব্যক্ত হতে থাকে, তেমনই একটি আত্মা জড় দেহের সংস্পর্শে এসে বিবিধ জড় জাগতিক অস্তিত্ব গ্রহণ করে থাকে। পার্থিব জগতে চিন্ময় আত্মা বিভিন্ন প্রকার জীব প্রজাতির মাঝে জন্ম

গ্রহণ করে থাকে। কতকগুলি প্রজাতি ডিম্বাদি থেকে উৎপন্ন হয়, অন্যগুলি ঘাম থেকে, আরও অনেকগুলি শুক্রাণুজাত বীজ থেকে, এবং বাকি সব গর্ভকোষ থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। তবে জীব-প্রজাতির সকল ক্ষেত্রেই প্রাণবায়ু অপরিবর্তিতই থাকে এবং এক শরীর থেকে অন্য এক শরীরে চিন্ময় আত্মার অনুসরণ করতে থাকে। সেইভাবেই, চিন্ময় আত্মা জড়জাগতিক জীবনধারার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নিত্যকাল নির্বিকার অপরিবর্তনীয় ভাবেই বিরাজিত থাকে। এই সম্পর্কে আমাদের বাস্তব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। যখন আমরা স্বপ্ন না দেখেই গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে থাকি, তখন জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, এবং মন ও অহংকারও সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং মিথ্যা অহম্ বোধ যদিও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তবুও জাগ্রত হয়ে মানুষ নিদ্রা থেকে উত্থানের পরে মনে করতে পারে যে, আত্মারূপে সে শান্তিতে নিদ্রামগ্নই ছিল। যখন মানুষ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে তার হৃদয়ের মাঝে শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল চিন্তায় মনোনিবেশ করে, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তখন জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে তার অন্তরে পূর্বকৃত ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মের পরিণাম স্বরূপ সঞ্চিত অসংখ্য কলুষ বাসনাদি সে বিনষ্ট করতে পারে। যখন এইভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, তখন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে এবং নিজের স্বরূপকে দিব্য সত্তা রূপে উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবেই মানুষ যেমন সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সূর্যকিরণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, ঠিক তেমনই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিন্ময় দিব্য উপলব্ধির ক্ষেত্রেও সার্থক সাফল্য অর্জন করে।"

নিমিরাজ বললেন—"হে মহামুনিগণ, কৃপা করে কর্মযোগের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের অবহিত করুন। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে বাস্তব জীবনের সকল ক্রিয়াকর্মের ফলাফল অর্পণ করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া ইহজীবনের সকল কাজকর্ম পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং তার ফলে মানুষ দিব্যস্তরে শুদ্ধজীবন উপভোগ করে। অতীতকালে আমার পিতা ইক্ষ্বাকু মহারাজার সমক্ষে বন্দনার চতুষ্পুর মহর্ষিবর্গের কাছে এমনই এক প্রশ্ন আমি উত্থাপন করেছিলাম। তবে তাঁরা আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। কৃপা করে আপনি তার কারণ বর্ণনা করুন।"

শ্রীআবির্হোত্র উত্তর দিলেন—"নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম পালন এবং সেই বিষয়ে ব্যর্থতা ও নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত থাকার বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে প্রামাণ্য পাঠ চর্চার মাধ্যমে মানুষ যথাযথভাবে সবকিছু জানতে পারে। কোনও প্রকার জাগতিক কল্পনার মাধ্যমে এই দুরূহ তত্ত্ব কখনই উপলব্ধি করা যায় না। প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানেরই বাণী-অবতার স্বরূপ, এবং সেই কারণেই বৈদিক জ্ঞান অভ্রান্ত। মহা বিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিকতা অবহেলা করলে কর্মবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির প্রচেষ্টা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। শিশুসুলভ এবং মূর্খ মানুষেরা জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই আসক্ত হয়ে থাকে, যদিও ঐ ধরনের সকল প্রকার কাজকর্ম থেকে মুক্ত হওয়াই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। সুতরাং, বৈদিক অনুশাসনাদি পরোক্ষভাবে প্রথমে ফলাশ্রয়ী ধর্মাচরণের বিধান দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে পরম মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, ঠিক যেভাবে পিতা তাঁর শিশুসন্তানকে মিষ্টদ্রব্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে শিশুকে ঔষধ গ্রহণে আগ্রহান্বিত করে তোলেন। যদি কোনও অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞ মানুষ বৈদিক অনুশাসনগুলি পালন না করে, তাহলে অবশ্যই সে পাপকর্ম এবং অধর্মোচিত কার্যকলাপে লিপ্ত হবে। এইভাবেই জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে পতিত হওয়াই তার পরিণাম হবে। নিরাসক্তভাবে বৈদিক অনুশাসন অনুসারে বিধিবদ্ধ কাজকর্ম সম্পন্ন করে, তার ফলাফল পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলে, মানুষ জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের সার্থকতা অর্জন করে। দিব্য শাস্ত্রাদির মধ্যে যে সকল জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বৈদিক জ্ঞানসম্পদের যথার্থ লক্ষ্য নয়, বরং সেইগুলির মাধ্যমে কর্মরত মানুষের আগ্রহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়ে থাকে। চিন্ময় আত্মাকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখে যে মিথ্যা অহম্ বোধ, সেই বন্ধন দ্রুত ছিন্ন করতে যে ব্যক্তি আগ্রহী হন, তিনি তন্ত্রাদির মতো বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত বিধিনিয়মাদি অবলম্বনে পরমেশ্বর

ভগবান শ্রীকেশবের পূজা-আরাধনা অবশ্যই করে থাকেন। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের অনুশাসনাদি নিবেদন করে প্রকাশ করেন যে পারম্পর্যিক গুরুদেব, তাঁর কৃপাশক্তির মাধ্যমে ভক্ত তাঁর নিজের কাছে সর্বাকর্ষক শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীভগবানের বিশেষ স্বরূপ বিবেচনা করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। পবিত্রস্নান-পরিষ্কার হয়ে, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে শুদ্ধিকরণের পরে, এবং আবরণার্থে দেহে পবিত্র তিলক চিহ্ন অঙ্কনের মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে আরাধনা করা উচিত। শ্রীবিগ্রহের অর্চনার জন্য যা কিছু উপকরণ প্রয়োজন, সেইগুলি ভক্তের সংগ্রহ করা উচিত, নৈবেদ্য প্রস্তুত করা উচিত, ভূমিতল, তার মন এবং শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত করা উচিত, উপবেশনের স্থানে জল সিঞ্চন করে শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন এবং স্নানের জল এবং অন্যান্য উপাচারাদি প্রস্তুত করা উচিত। তারপরে ভক্তের শ্রীবিগ্রহটিকে যথাস্থানে যথারূপে এবং মনোযোগযুক্ত মানসিকতায় স্থাপন করা প্রয়োজন, এবং তিলকের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের হৃদয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান পবিত্রভাবে অঙ্কন করা উচিত। তারপরে যথাযথ মন্ত্র সহকারে পূজা নিবেদন করা উচিত। শ্রীবিগ্রহের দিব্য শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ, তাঁর সুদর্শন চক্রাদি অস্ত্রশস্ত্র, তাঁর অন্যান্য উপাঙ্গ বৈচিত্র্য সহ এবং তাঁর পার্ষদবর্গসমেত সকল বিষয়েই পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করা উচিত। নিজ মন্ত্র সহকারে শ্রীভগবানের এই সকল দিব্য আভরণের প্রত্যেকটির আরাধনা করতে হয় এবং সেই সঙ্গে পাদ প্রক্ষালনের জন্য জল নিবেদন করতে হয়, সুগন্ধি জল, মুখ প্রক্ষালনের জল, স্নানের জন্য জল, সূক্ষ্ম বস্ত্রসম্ভার ও অলঙ্কারাদি, সুগন্ধি তৈলাদি, মূল্যবান কণ্ঠহারসমূহ, পূর্ণ শস্যদানা, পুষ্পমাল্যাদি, সুগন্ধি ধূপ এবং দীপমালা অর্ঘ্য প্রদান করতে হয়। বিধিবদ্ধ রীতি অনুসারে এইভাবে সকল বিষয়ে পূজা সমাপন করে, ভগবান শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন সহকারে প্রার্থনাদি জানিয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাতে হয়। নিজেকে শ্রীভগবানের নিত্যদাস বিবেচনা করে পূজারীকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ হতে এবং শ্রীবিগ্রহ তাঁর অন্তরেও অবস্থান করছেন, তা স্মরণ করে যথার্থভাবে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করতে হয়। তারপরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনার উপকরণাদি তথা নৈবেদ্যের অবশিষ্টাংশ, যথা, পুষ্পমাল্য, তাঁর মাথায় ধারণ করতে হয় এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীবিগ্রহ তাঁর যথাস্থানে স্থাপন করে, পূজা সমাপন করতে হয়। সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীভগবানের আরাধনাকারীর উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপী সত্ত্বা এবং সেই কারণে তাঁকে অগ্নি, সূর্য, জল এবং অন্যান্য সকল উপাদানের মধ্যে, গৃহে আগত অতিথির হৃদয়ের মধ্যে, এবং নিজ হৃদয়েরও মাঝে আরাধনা করা উচিত। এইভাবেই আরাধনাকারী ব্যক্তির মুক্তিলাভ করে।"

✿ ✿ ✿

চতুর্থ অধ্যায়

নিমিরাজকে দ্রুমিল শ্রীভগবানের অবতারসমূহের ব্যাখ্যা শোনান

নিমিরাজ বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সাহায্যে এবং তাঁর নিজ অভিলাষ অনুসারে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন। সুতরাং, ভগবান শ্রীহরি অতীতে যে সকল লীলা বিস্তার করেছিলেন, এখন যে সকল লীলা প্রদর্শন করছেন এবং ভবিষ্যতে এই জগতে যে সকল লীলা তাঁর বিবিধ অবতার রূপে উপস্থাপন করবেন, সেই সকল বিষয়ে আমাদের বলুন।"

শ্রীদ্রুমিল বললেন—"অনন্ত পরমেশ্বর শ্রীভগবানের

অনন্ত গুণরাশির পূর্ণতালিকা অথবা বর্ণনা দিতে যে চেষ্টা মানুষেরা শিশুসুলভ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। যদি কখনও মহা গুণবান কোনও ভাবে বহুকালের প্রচেষ্টার পরে, পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল ধূলিকণা গণনা করতে কেউ সক্ষমও হতে পারে, তবুও সেই মনীষী কখনই সর্বশক্তির উৎস অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানের চিত্তাকর্ষক গুণাবলী কখনই গণনা করে উঠতে পারবে না। যখন আদিদেব শ্রীনারায়ণ তাঁর থেকেই সৃষ্ট পঞ্চভূতাদি দ্বারা উদ্ভূত তাঁর ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর সৃষ্টি করলেন এবং তারপরে তাঁরই আপন অংশপ্রকাশের মাধ্যমে সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন, তখন সেইভাবেই তিনি পুরুষ রূপে অভিহিত হলেন। তাঁর শরীরের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিভুবন মণ্ডলের সুবিন্যস্ত আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর দিব্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সকল দেহধারী জীবের জ্ঞান ও কর্ম সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর তত্ত্ব চেতনা থেকে বদ্ধ জীবের জ্ঞান, এবং তাঁর শক্তিমান শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া থেকে দেহধারী জীবাত্মার শারীরিক ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষমতা এবং দেহগত সীমায়িত ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টি হতে থাকে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণাদির আধারের মাধ্যমে তিনিই একমাত্র গতিনির্ধারক সত্তা। আর সেইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধিত হয়ে থাকে।"

"প্রথমে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জড়া প্রকৃতির রজোগুণের মাধ্যমে ব্রহ্মারূপে আদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান প্রকাশিত হন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান তাঁর যজ্ঞেশ্বররূপে শ্রীবিষ্ণু হয়ে দ্বিজ ব্রাহ্মণবর্গের ত্রাতা এবং তাঁদের ধর্মকর্মের পোষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আর যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ প্রয়োজন, তখন সেই একই পরমেশ্বর ভগবান তমোগুণের প্রয়োগের মাধ্যমে রুদ্ররূপে অভিব্যক্ত হন। সৃষ্টি মধ্যে সকল জীবপ্রাণী সর্বদা এইভাবে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের শক্তিরাজির অধীনস্থ থাকে। ধর্মরাজ ও তাঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা মূর্তির পুত্র রূপে ঋষি প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীনরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঋষি নরনারায়ণ সকল জাগতিক কর্মে বিরত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করেন এবং তিনি স্বয়ং এই জ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন সম্পন্ন করেন। তিনি আজও জীবিত রয়েছেন এবং মহর্ষিগণ তাঁর শ্রীচরণকমলের সেবা করে থাকেন। শ্রীনরনারায়ণ ঋষি তাঁর কঠোর তপস্যার দ্বারা অতিশয় শক্তিমান হয়ে উঠে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নেবেন, এই আশঙ্কায় দেবরাজ আতঙ্কিত হন। তাই ইন্দ্র ভগবানের অবতারের দিব্য মহিমা না জেনে মদন ও তাঁর পারিষদগণকে বদরীকাশ্রমে ঋষির বাসস্থানে পাঠিয়ে দেন। যেহেতু বসন্তকালের মৃদুমন্দ সমীরণে অতি মনোরম পরিবেশ রচিত হয়েছিল, তাই তখন মদনদেব স্বয়ং সেই মহর্ষিকে সুন্দরী নারীদের অপ্রতিরোধ্য কটাক্ষ স্বরূপ তাঁর বাণগুলি দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। আদি পরমেশ্বর ভগবান তখন ইন্দ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধ উপলব্ধি করলেও বিস্মিত হলেন না। বরং তিনি সহাস্যে মদনদেব ও তাঁর কম্পমান ভয়ভীত অনুচরদের বলেছিলেন, "হে শক্তিমান মদনদেব, হে পবনদেব এবং দেবপত্নীগণ, ভীত হবেন না। বরং আমাদের এই সকল উপহারসামগ্রী কৃপা করে গ্রহণ করুন এবং আপনাদের আবির্ভাবে আমার আশ্রম পবিত্র করুন।"

"হে প্রিয় নিমিরাজ, যখন ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীনরনারায়ণ এইভাবে বললেন, যাতে দেবতাদের ভয় দূর হয়ে যায়, তখন তাঁরা লজ্জায় মাথা নিচু করে শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করে তাঁকে বললেন—'হে ভগবান, আপনি মায়ার অতীত নিত্য শাশ্বত সত্তা, তাই আপনি নিত্য অবিকৃত থাকেন। আমাদের অপরাধ সত্ত্বেও আপনি আমাদের যেভাবে অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করলেন, তা আপনার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়, যেহেতু অগণিত মহর্ষিগণ আত্মতৃপ্ত নৈষ্ঠিক হয়ে আপনার পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে থাকেন। দেবতাদের অধিকৃত ধাম অতিক্রম করে আপনার পরমধামে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাঁরা আপনার আরাধনা করেন, দেবতাগণ তাঁদের পথে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকেন। যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দেবতাদের জন্য নির্ধারিত অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকেন, তাঁরা কোনও প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন না। কিন্তু যেহেতু আপনার ভক্তবৃন্দকে আপনি সাক্ষাৎ প্রতিরক্ষা করে থাকেন, তাই দেবতাগণ যে কোনও প্রকার বাধাবিঘ্নই ভক্তের সামনে সৃষ্টি করুন, তা সবই সে অতিক্রম করে যেতে পারে। অনন্ত সমুদ্রের সীমাহীন তরঙ্গের মতো ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম এবং অন্যান্য পরিস্থিতি যা নানা সময়ে কামনা,

বাসনা, হিংসা ও লোভাদির আকর্ষণের মাধ্যমে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তা সবই অতিক্রম করার জন্য কিছু মানুষ কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন করে থাকে। তা সত্ত্বেও, কঠোর সাধনার মাধ্যমে এইভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগের সমুদ্র অতিক্রম করলেও, নির্বোধের মতো ঐ মানুষেরা অবশ্য ক্রোধের বশীভূত হয়ে সামান্য গোষ্পদের মতো তৈলপূর্ণিমাকে নিমজ্জমান হয়। এইভাবে তাদের কঠোর সাধনার সুফল তারা বৃথা অপচয় করে থাকে। এইভাবে যখন দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের স্তুতিবাদে নিয়োজিত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান তাঁদের চোখের সামনে বহু নারীর সৃষ্টি প্রকাশ করলেন, যাঁরা সুসজ্জিত, সুন্দর বস্ত্রাদি ও অলঙ্কারে শোভিত হয়ে, সকলে শ্রীভগবানের সেবায় পরম নিষ্ঠভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। দেবতাদের অনুচরবৃন্দ যখন শ্রীনরনারায়ণ ঋষির সৃষ্ট নারীদের অপরূপ সৌন্দর্য এবং তাদের শরীরের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হলেন, তখন তাঁদের মন বিচলিত হয়ে উঠল। অবশ্যই, ঐ সকল রূপসী নারীদের দর্শন করে দেবতাদের অনুচরবৃন্দ তাঁদের রূপের মহিমায় একেবারেই হতগৌরব হয়ে পড়লেন। তখন সকল দেবতাবর্গের পরমেশ্বর শ্রীভগবান ঈষৎ হাসলেন এবং তাঁর সামনে প্রণত স্বর্গের প্রতিনিধিদের বললেন, আপনাদের মনোমত একজন নারীকে আপনারা এই সকল নারীদের মধ্যে থেকে অনুগ্রহ করে নির্বাচন করে নিন। তিনি স্বর্গরাজ্যের ভূষণ হয়ে থাকবেন। পুনঃ পুনঃ ওঁ উচ্চারণ করে, দেবতাদের অনুচরবৃন্দ অপ্সরাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উর্বশীকে মনোনীত করলেন। শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে তাঁদের সামনে রেখে, তাঁরা স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবতাদের অনুচরবৃন্দ পৌঁছলেন, এবং তখন, সেখানে সমবেত ত্রিভুবনের সকলের সামনে শুনিয়ে, তাঁরা ইন্দ্রকে শ্রীনারায়ণের পরম শক্তির পরিচয় ব্যাখ্যা করে শোনালেন। যখন ইন্দ্র এইভাবে শ্রীনরনারায়ণ ঋষির বিষয়ে অবগত হলেন এবং তাঁর বিরক্তির কথা শুনলেন, তখন তিনি বিস্মিত হলেন।"

"অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই পৃথিবীতে তাঁর বিবিধ অংশাবতার, যথা—শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীদত্তাত্রেয়, চতুষ্কুমার এবং আমাদের নিজ পিতা মহাশক্তিমান শ্রীঋষভদেবের রূপে। এই সকল অবতারসমূহের মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর শ্রীহয়গ্রীব অবতাররূপে তিনি মধুদানবকে বধ করেন এবং নরকলোক পাতাললোক থেকে বেদপ্রজ্ঞাবলী উদ্ধার করে আনেন। শ্রীভগবান তাঁর মৎস্য-অবতাররূপে সত্যব্রত মনু, পৃথিবী গ্রহ এবং তাঁর যাবতীয় ঔষধি সামগ্রী রক্ষা করেছিলেন। মহাপ্রলয়ের জলরাশি থেকে তিনি এসব রক্ষা করেন। বরাহ অবতাররূপে শ্রীভগবান, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষকে বধ করে প্রলয় সমুদ্র থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। আর কূর্ম অবতাররূপে তিনি মন্দার পর্বতটিকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেছিলেন যাতে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উত্তোলন করা যায়। হস্তিরাজ গজেন্দ্র যখন কুমিরের গ্রাসে তীব্র কষ্ট পাচ্ছিল, তখন শ্রীভগবান তাকে রক্ষা করেন। যখন বালখিল্য নামে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বামন ঋষিবর্গ গোষ্পদের গর্তের জলে পড়ে গেলে ইন্দ্র পরিহাস করছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। তারপরে ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরকে বধ করে পাপের ফলে অন্ধকার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। যখন দেবপত্নীগণ নিরাশ্রিতরূপে অসুরদের প্রাসাদে বন্দিনী হয়েছিলেন। শ্রীভগবানই তখন তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীনৃসিংহ অবতারের মাধ্যমে শ্রীভগবান দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করে সাধুভক্তবৃন্দকে ভয় থেকে মুক্ত করেন।"

"পরমেশ্বর শ্রীভগবান অসুরদের নেতাগণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ সর্বদাই গ্রহণ করে থাকেন। এইভাবে শ্রীভগবান প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালে তাঁর বিবিধ অবতাররূপের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করে দেবতাদের উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। শ্রীভগবান বামন রূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি ভিক্ষার ছলনায় পৃথিবী অধিকার করেন। তারপরে শ্রীভগবান সমগ্র পৃথিবী অদিতির পুত্রগণকে সমর্পণ করেন। ভগবান শ্রীপরশুরাম ভৃগুবংশে শ্রীভৃগুবংশে আবির্ভূত হয়ে হৈহয় বংশ ভস্মীভূত করেন। এইভাবে শ্রীপরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে সকল ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্য থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেই ভগবানই শ্রীরামচন্দ্ররূপে সীতাদেবীর স্বামী হয়ে দশানন রাবণকে শ্রীলঙ্কার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিহত করেন। পৃথিবীর কলুষ হরণকারী শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক। পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য, জন্মরহিত শ্রীভগবান যদুবংশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং দেবতাদেরও অসাধ্য কীর্তি সাধন করবেন। নানা মতবাদের অবতারণার মাধ্যমে শ্রীভগবান বুদ্ধরূপে তিনি বৈদিক যজ্ঞকর্তাদের অযোগ্যতা প্রমাণ করে তাদের বিমোহিত করবেন। আর কল্কি অবতাররূপে শ্রীভগবান শূদ্রশ্রেণীর শাসকবর্গকে কলিযুগের অবসানে নিধন করবেন। হে মহাভাগ্যশালী মহারাজ, যেভাবে আমি বর্ণনা করলাম, সেইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অগণিত আবির্ভাব ও লীলার প্রকরণ আছে, যা আমি এখনই বর্ণনা করেছি। বস্তুতপক্ষে, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের মহিমা অনন্ত।"

পঞ্চম অধ্যায়

বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদ মুনির উপদেশের শেষাংশ

নিমিরাজ আরও জানতে চাইলেন—"হে প্রিয় যোগেশ্বরবর্গ, আপনারা সকলেই আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী। তাই, যারা জীবনের অধিকাংশ সময়েই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভজনা করেনি এবং যারা তাদের জাগতিক কামনা-বাসনার তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হয়নি এবং যারা তাদের আত্মসংযম করতে শেখেনি, তাদের গতি কি হবে, সেই বিষয়ে আমাকে কৃপা করে অবহিত করুন।"

শ্রীচমস মুনি বললেন—"পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের মাধ্যমে তাঁর মুখ, হাত, ঊরু এবং পদযুগল থেকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ প্রমুখ বিভিন্ন সামাজিক চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল। সেইভাবেই চার প্রকার পারমার্থিক সমাজ চতুরাশ্রম ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছিল। চাতুর্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রমের কোনও মানুষ যদি তাদের সৃষ্টির মূল সত্তাস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে পূজা-আরাধনা জানাতে ব্যর্থ হয় কিংবা ইচ্ছাপূর্বক অবমাননা করে, তবে তারা নিজ মর্যাদার অবস্থান থেকে পতন হয়ে নারকীয় জীবন যাপন করে। বহু লোক আছেন যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাই শ্রীভগবানের অক্ষয় কীর্তি গাথা উচ্চারণ তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। সেই রকমের নারী, শূদ্র এবং অন্যান্য পতিতজনের সর্বদাই আপনার মতো মহানুভব ব্যক্তিদের কৃপা অভিলাষী হয়ে থাকে। অন্যদিকে, ব্রাহ্মণেরা, রাজন্যবর্গ এবং বৈশ্যগণ বৈদিক দীক্ষানুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিজত্ব গ্রহণের পরেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হতে পারলেও, বিভ্রান্ত হয়ে নানা প্রকার জড়জাগতিক দর্শনাদির পন্থা অবলম্বন করতে পারে। অনাসক্তি কামকর্মের বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই ধরনের গর্বোদ্ধত মূর্খলোকেরা বেদশাস্ত্রের মধুর বাক্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করে আত্মম্ভরিতা দেখায় এবং দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে চাটুকারী প্রার্থনাদি নিবেদন করে থাকে। রজোগুণের প্রভাবে, বৈদিক শাস্ত্রের জড়জাগতিক অনুসারীদের মধ্যে উগ্র মানসিকতা জাগে এবং তারা অত্যন্ত কামপরায়ণ হয়ে থাকে। তাদের ক্রোধ সাপের মতো উগ্র হয়। প্রবঞ্চক, অহঙ্কারী এবং পাপাচারী এই সব মানুষেরা ভগবান শ্রীঅচ্যুতের প্রিয় ভক্তদের পরিহাস করে থাকে। বৈদিক যাগযজ্ঞাদির জড়জাগতিক অনুসরণকারীরা শ্রীভগবানের উপাসনা বর্জন করে, তার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জীবনে তাদের স্ত্রীদেরই ভজনা করতে থাকে, এবং তার ফলে তাদের গৃহজীবন

একেবারেই মৈথুনাসক্তিময় হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই ধরনের জড়জাগতিক গৃহস্থ পরিবারবর্গ পরস্পরকে একই রকমের অবিনাশ্য জীবনধারায় অভ্যস্ত হতে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি সবই দৈহিক প্রতিপালনের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম মনে করার ফলে, ঐ সব গৃহস্থেরা এমন ধরনের অবৈধ উৎসব অনুষ্ঠানাদি পালন করতে থাকে, যেখানে ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য কিংবা দান বিতরণের কোনই ব্যবস্থা থাকে না। তার পরিবর্তে, তারা নিষ্ঠুরভাবে ছাগ ইত্যাদি নিরীহ পশু হত্যা করে থাকে এবং তাদের সেই ধরনের কুকর্মের বিষময় প্রতিফলনের কথা কোনভাবেই বুঝতে পারে না। বিপুল সম্পদ, ঐশ্বর্য, পারিবারিক আভিজাত্য, শিক্ষাদীক্ষা, ত্যাগ, রূপ-সৌন্দর্য, দেহবল এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মে সফল সার্থক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মিথ্যা অহমিকায় খল চরিত্রের মানুষদের বুদ্ধি লোপ পায়। এইরকম বৃথা গর্ববোধের ফলে, খলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর নিন্দামন্দ করতে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক দেহধারী জীবের অন্তরে নিত্য বিরাজমান থাকেন; তা সত্ত্বেও ভগবান পৃথকভাবেও বিরাজ করেন, ঠিক যেমন আকাশ সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও, কোনও বিশেষ জড় বস্তুর সঙ্গে একেবারে মিশে যায় না। এইভাবেই শ্রীভগবান পরম আরাধ্য এবং সব কিছুরই পরম নিয়ন্তা। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে তাঁকে বিশদভাবে গুণান্বিত করা হয়েছে, কিন্তু যারা বুদ্ধিভ্রষ্ট, তারা শ্রীভগবান সম্পর্কিত ঐ সব গুণাবলী শুনতেই চায় না। তাদের নিজেদের মানসিক কল্পনাপ্রসূত আলোচনার প্রসঙ্গাদি তা অবধারিতভাবেই মৈথুনাচার এবং আমিষাহারের মতো স্থূল জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংক্রান্ত কথাবার্তা, সেইগুলি নিয়েই তাদের সময়ের অপব্যয় করা তারা পছন্দ করে। এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে বদ্ধ জীব সর্বদাই মৈথুন অভ্যাস, আমিষ আহার এবং নেশাভাং বিষয়ে প্রবণতা লাভ করে থাকে। অতএব ধর্মশাস্ত্রাদিতে কখনই বস্তুত ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপের উৎসাহ দেওয়া হয় না। যদিও শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদির দ্বারা পবিত্র বিবাহরীতির মাধ্যমে মৈথুনাচারের সুযোগ, যজ্ঞার্চনার মাধ্যমে নিবেদিত পশুমাংসের আহারের রীতি, এবং যজ্ঞশেষে শাস্ত্রসম্মত সোমরস পানের রীতি অনুমোদিত হয়েছে, তবে ঐ সকল অনুষ্ঠানাদি কোনও মতেই নিরাসক্ত বৈরাগ্য সাধনের চরম উদ্দেশ্য সাধনে সহায়করূপে অনুমোদিত হয় না। যে ধর্ম হতে বিজ্ঞান ও মোক্ষসাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্মকৃত্য সম্পাদনোপযোগী ধনকে যারা কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের জন্য ব্যবহার করে, তাহারা দুরন্তবীর্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না।"

"বৈদিক অনুশাসন অনুসারে, যখন যজ্ঞানুষ্ঠানের উৎসবাদিতে সুরা নিবেদন করা হয়, তা যজ্ঞের পরে ঘ্রাণের মাধ্যমে আস্বাদন করতে হয়, পান করা হয় না। সেইভাবেই, পশুকে আহুতিস্বরূপ নিবেদন করার বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু নির্বিচারে ব্যাপকভাবে প্রাণিহত্যার কোনও ব্যবস্থাই নেই। ধর্মাচরণের মাধ্যমে মৈথুন জীবনযাপনেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনের মধ্যমে সন্তানাদির জন্যেরই জন্য এবং দৈহিক সুখতৃপ্তি উপভোগের জন্য অনুমোদিত হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত, অসৎ খলবুদ্ধি সম্পন্ন জড়বাদীরা বুঝতে পারে না যে, শুদ্ধভাবে পারমার্থিক স্তরেই তাদের জীবনধারা পরিচালনা করাই উচিত। সেই সমস্ত পাপাচারী মানুষ যথার্থ ধর্মনীতি বিষয়ে অজ্ঞ হলেও নিজেদের সম্পূর্ণ ধার্মিক মনে করে, তাই নির্বিচারে ঐ সব নিরীহ পশু যারা তাদের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে থাকে, তাদের উপর হিংসাত্মক আচরণ করে থাকে। তাদের পরজন্মে, এই সমস্ত পাপাচারী মানুষগুলিকে ঐই পশুগুলিই আবার হত্যা করে ভক্ষণ করে থাকে। বদ্ধজীবগণ সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনে তাদের নিজেদেরই মৃতদেহবৎ জড় শরীরাদির সাথে এবং তাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই ধরনের মহাদম্ভময় এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট অবস্থায়, বদ্ধ জীবগণ অন্য সকল জীব, এমন কি সকল জীবের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতিও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তার ফলে ঈর্ষাবশে সকলকে মনোকষ্ট দেওয়ার ফলে, বদ্ধজীবগণ ক্রমশই নরকে অধঃপতিত হতে থাকে।"

"যারা পরম তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়নি, অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার অন্ধকার অতিক্রম করেছে, তারা সাধারণত ধর্ম, অর্থ ও কাম নামে অভিহিত পুণ্য পবিত্র জড়জাগতিক জীবনযাপনের ত্রিবিধ মার্গ অনুসরণ করে থাকে। অন্য কোনও প্রকার উচ্চ পর্যায়ের উদ্দেশ্য সাধনে ভাবনাচিন্তা করবার মতো সময় তারা পায় না বলেই আপনার আত্মার গুরুতর হননকারী জীব হয়ে যায়। আত্মহননকারী জীব কখনই সুখী হয় না, কারণ তারা মনে করে যে, জড়জাগতিক জীবনধারা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যেই মূলত মানুষের বুদ্ধি কাজে লাগাতে হয়। তাই যথার্থ চিন্ময় পারমার্থিক কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে তারা সর্বদা দুঃখভোগ করতেই থাকে। বিপুল আশা এবং স্বপ্নে তারা পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিয়তই এই সব কিছুই কালের দুর্দমনীয় পদক্ষেপে ধ্বংস হয়ে যায়। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবাধীন হয়ে যারা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি বিমুখ হয়ে রয়েছে, তার পরিণামে তারা বাধ্য হয়ে তাদের বসবাটি, সন্তানাদি, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-প্রেমিকা জগতে যা কিছু যেথায়, পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট সেই সব কিছুই তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীর তমসাময় প্রদেশে তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রবিষ্ট হতে থাকে।"

"নিমিরাজ প্রশ্ন করলেন, বিভিন্ন যুগের প্রত্যেকটিতে পরমেশ্বর ভগবান কি কি বর্ণে এবং কোন কোন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, এবং কি কি নামে ও কি ধরনের বিধিনিয়মাদি সহকারে মানব সমাজে শ্রীভগবান পূজিত হন?"

শ্রীকরভাজন উত্তর দিলেন—"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই প্রত্যেকযুগে ভগবান শ্রীকেশব নানাবর্ণে, নামে এবং আকারে আবির্ভূত হন এবং সেইভাবে বিবিধ প্রক্রিয়ায় আরাধ্য হয়ে থাকেন। সত্যযুগে ভগবান শ্বেতবর্ণ ও চতুর্ভুজরূপে জটাধারী বল্কলপরিহিত হন। তিনি কৃষ্ণহরিণের চর্ম, পবিত্র উপবীত, জপমালা, দণ্ড ও ব্রহ্মচারীর কমণ্ডলু বহন করেন। সত্যযুগে মানুষ শান্ত প্রকৃতিসম্পন্ন, ঈর্ষাবর্জিত, সর্বজীবে মিত্রভাবাপন্ন এবং সর্ব বিষয়ে সুস্থির থাকে। তারা তপস্যা এবং বহিরিন্দ্রিয়াদি ও অন্তরিন্দ্রিয়াদি সংযমের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। শ্রীভগবান সত্যযুগে হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা নামে অভিহিত হন। ত্রেতাযুগে শ্রীভগবান রক্ত দেহবর্ণে আবির্ভূত হন। তাঁর চতুর্ভুজ, স্বর্ণবর্ণ কেশরাজি থাকে এবং তিনটি বেদশাস্ত্রের প্রত্যেকটিতে দীক্ষিত হওয়ার লক্ষণ স্বরূপ তিনটি মেখলা পরিধান করেন। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানের উপাসনা সম্বলিত ঋক, সাম ও যজুঃ বেদশাস্ত্রগুলির প্রতীকস্বরূপ যজ্ঞ উপকরণাদি স্রুক, স্রুব এবং অন্যান্য সামগ্রী তিনি ধারণ করে থাকেন। ত্রেতাযুগে যে সকল মানুষ ধর্মাচরণে অবিচল হয় এবং আন্তরিকভাবে পরমতত্ত্বজ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হয়, তারা যে ভগবান শ্রীহরির মাঝে সকল দেবতা অবস্থিত থাকেন, তাঁকেই পূজা করে। তিনটি বেদশাস্ত্রের মাধ্যমে নির্দেশিত যজ্ঞক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করা হয়ে থাকে। ত্রেতাযুগে শ্রীভগবানকে বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় নামে বর্ণিত হয়ে থাকেন।"

"দ্বাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান পীত বস্ত্র পরিধান করে শ্যাম বর্ণে অবতরণ করেন। এই অবতরণে ভগবানের দেহ শ্রীবৎস ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যমূলক অলঙ্কার দ্বারা চিহ্নিত থাকে এবং তিনি তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহের প্রকাশ ঘটান। হে রাজন্, পরম ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানকে দ্বাপর যুগের যে সকল মানুষ অবগত হতে অভিলাষী হতেন, তাঁরা বৈদিক শাস্ত্রাদি এবং তন্ত্রশাস্ত্রাদি উভয়ের বিধানাদি অনুসরণে পরম ভোক্তার মর্যাদায় ভগবানকে মহারাজের সম্মান জানিয়ে পূজা করে থাকেন।

"হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব, আপনাকে প্রণতি জানাই, এবং আপনার অভিপ্রকাশ-রূপ শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন এবং শ্রীঅনিরুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকারে প্রণতি জানাই। হে শ্রীনারায়ণ ঋষি, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পরম পুরুষোত্তম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, এবং যথার্থ বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, হে সর্বভূতাত্মা, আপনাকে সর্বপ্রকারে নমস্কার জানাই।" হে রাজন, এইভাবে দ্বাপরযুগের মানুষেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির বন্দনা করতেন। কলিযুগেও মানুষ দিব্য শাস্ত্রাদির বিবিধ বিধিনিয়মাদি অনুসরণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। এখন কৃপা করে আমার কাছে এই বিষয়ে শ্রবণ করুন।"

"কলিযুগে যেসব বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবৎ-আরাধনার উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁরা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের নামগানের মাধ্যমে ভগবৎ-অবতারের আরাধনা করে থাকেন। যদিও তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ নয়, তা হলেও তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে পার্ষদরূপে রয়েছেন তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা, সেবকগণ, অস্ত্র এবং সহযোগীবৃন্দ। হে প্রভু, আপনি মহাপুরুষ, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, এবং ধ্যানমগ্ন হওয়ার একমাত্র নিত্য বিষয়রূপে আপনার শ্রীচরণপদ্ম আমি বন্দনা করি। এই চরণ দুখানি জড়জাগতিক জীবনের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটায় এবং জীবাত্মার সর্বোচ্চ বাসনা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অভিলাষ পূরণ করে। প্রিয় প্রভু, আপনার শ্রীচরণকমল সকল তীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তির সকল তীর্থক্ষেত্র ও সকল মহাপুরুষবর্গের ভক্তিসেবার আশ্রয় প্রদান করে এবং দেবাদিদেব শিব ও ব্রহ্মার মতো শক্তিমান দেবতাদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। হে প্রভু, আপনি এমনই কৃপাময় যে, যে সকল মানুষ শ্রদ্ধাভরে আপনার কাছে প্রণত হয়, তাদের সকলকেই আপনি সানন্দে সুরক্ষিত রাখেন, এবং আপনার সেবকদের সকল দুঃখদুর্দশা আপনি প্রশমন করে থাকেন। পরিশেষে, হে প্রভু, জন্মমৃত্যুর ভবসাগর পাড়ি দিতে হলে আপনার শ্রীচরণকমলই যথার্থ তরণীস্বরূপ, তাই দেবাদিদেব শিব এবং ব্রহ্মাও আপনার শ্রীচরণ কমলের আশ্রয় অভিলাষ করে থাকেন। হে মহাপুরুষ, আপনার শ্রীচরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি। যে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গ এবং তাঁর সকল ঐশ্বর্য ত্যাগ করা অতীব কঠিন কাজ এবং দেবতাগণও যা অর্জন করতে আগ্রহী, আপনি সেই সকলই বর্জন করেছেন। ধর্মপথের একনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে আপনি তাই ব্রাহ্মণের অভিশাপ অনুযায়ী বনগমন করেছেন। একান্ত কৃপাবশে আপনি মায়ামৃগ সম অধঃপতিত বদ্ধ জীবগণের অনুধাবন করে চলেছেন, এবং সেই সঙ্গে আপনার ঈপ্সিত লক্ষ্য ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দরের অনুসন্ধানে নিয়োজিত রয়েছেন। এইভাবেই, হে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণপ্রদাতা। বিভিন্ন যুগে শ্রীভগবানের যে সকল বিশেষ রূপ এবং নামের মাধ্যমে প্রকাশিত হন, বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর আরাধনা করেন। যথার্থ জ্ঞানবান উন্নত শ্রেণীর মানুষেরা এই কলিযুগের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই ধরনের জ্ঞানবান মানুষেরা কলিযুগের প্রশংসাই করে থাকেন, যেহেতু এই অধঃপতনের যুগে নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে অনায়াসেই জীবনের সকল বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়। অবশ্যই, এই জড় জগতের সর্বত্র ভ্রাম্যমাণ থাকতে বাধ্য বদ্ধ জীবাত্মাদের পক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সঙ্কীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে নিজের পরম শান্তি লাভ এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারার চেয়ে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নেই।"

"হে রাজন্, সত্যযুগ এবং অন্যান্য যুগের মানুষেরা পরমাগ্রহে এই কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করতে চায়, যেহেতু এই যুগে পরমেশ্বর ভগবানের অনেক ভক্ত হবেন। বিভিন্ন স্থানে এই সকল ভক্তগণ আবির্ভূত হবেন, কিন্তু বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতেই অগণিত ভক্ত থাকবেন। হে নরপতি, কলিযুগে যে সকল মানুষ তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, অতীব পবিত্র কাবেরী এবং প্রতীচী মহানদীর জল পান করেন, তাঁরা অধিকাংশই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবাসুদেবের নির্মল হৃদয় ভক্ত হবেন। হে রাজন্, যিনি সকল প্রকার জড়জাগতিক কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং সকলের আশ্রয়দাতা শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি কোনও দেব-দেবতা, মুনিঋষি, সাধারণ জীব, লোকজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মানবজাতি কিংবা পরলোকগত পিতৃপুরুষদের কাছেও কোনওভাবে ঋণী হয়ে থাকেন না। যেহেতু ঐ সমস্ত শ্রেণীর জীবগণই পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশমাত্র, তাই শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিবেদিত মানুষকে আর ঐ সমস্ত মানুষদের পৃথকভাবে সেবা করবার প্রয়োজন থাকে না। এইভাবে যিনি অন্য সকল প্রকার নিত্যকর্ম বর্জন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ভগবানের অতীব প্রিয়জন। তবে, যদি ঐ ধরনের কোনও আত্মসমর্পিত জীব ঘটনাচক্রে কোনও পাপকর্ম করে থাকে, তা হলে সকলের হৃদয়াসনে বিরাজিত পরমেশ্বর ভগবান অচিরেই সেই ধরনের পাপের কর্মফল হরণ করে নিয়ে থাকেন।"

শ্রীনারদ মুনি বললেন—"এইভাবে ভগবদ্ভক্তিসেবার বিজ্ঞান কথা শ্রবণ করে মিথিলার রাজা শ্রীনিমি

বিপুলভাবে প্রীতিলাভ করেন, এবং যজ্ঞের পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে, তিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীজয়ন্তীর ঋষিতুল্য পুত্রদের প্রতি পূজা নিবেদন করলেন। তখন উপস্থিত সকলের চোখের সামনে থেকে সিদ্ধপুরুষগণ অন্তর্হিত হলেন। তাঁদের কাছ থেকে নিমিরাজ পারমার্থিক জীবনধারার যে সকল নীতি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা নিষ্ঠা সহকারে পালনের মাধ্যমে তিনি জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন। হে পরম ভাগ্যবান শ্রীবসুদেব, আপনি ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক নীতিকথা যা কিছু শুনলেন, তা বিশ্বস্তভাবে কেবল অনুসরণ করুন এবং তা হলেই, জড়জাগতিক সঙ্গ মুক্ত হয়ে আপনি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে গমন করবেন। অবশ্যই, সমগ্র জগৎ আপনার এবং আপনার পত্নীর মহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি আপনার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে প্রিয় বসুদেব, আপনাদের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করার ফলে, আপনি এবং আপনার পত্নী দেবকী অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধভাবে দিব্য প্রেমভাব অভিব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই, আপনারা সকল সময়ে শ্রীভগবানকে দেখেছেন, তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন, তাঁর সাথে কথা বলেছেন, তাঁর সাথে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন, তাঁর সাথে উপবেশন করেছেন এবং তাঁর সাথে আহার ভোজন করেছেন। এই শ্রীভগবানের সাথে স্নেহপূর্ণ নিবিড় সম্বন্ধের ফলে নিঃসন্দেহে আপনারা উভয়ে আপনাদের হৃদয়গুলি সম্পূর্ণভাবেই শুদ্ধ করে নিয়েছেন। অন্যভাবে বলা চলে, আপনারা ইতিমধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছেন। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক এবং শাল্ব প্রমুখ শত্রুভাবাপন্ন রাজারা সকল সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রতিকূল চিন্তাভাবনা করত। এমনকি যখন তারা শয়নে, উপবেশনে কিংবা অন্য কোনও কাজকর্মে নিয়োজিত থাকত, তখনও শ্রীভগবানের শারীরিক গতিবিধি, তাঁর ক্রীড়া বিনোদন, তাঁর ভক্তগণের প্রতি প্রেমময় দৃষ্টিপাত, এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় ভাববিলাসের প্রতি মন ঈর্ষাভরে আকৃষ্ট এবং মগ্ন হত। এইভাবে সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় তাদের মন মগ্ন থাকার ফলে, তারা ভগবদ্ধামে দিব্য মুক্তি অর্জন করেছিল। তা হলে যারা অনুকূলভাবে প্রেমময় মনোনিবেশ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় তাঁদের মন সকল সময়ে মগ্ন রাখে, সেই সকল অনুরাগী ভক্তজনের কথা আর কী বলার আছে? শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ শিশু মনে করবেন না, কারণ তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, অব্যয় অচ্যুত, সর্বজনেরই পরমাত্মাস্বরূপ। শ্রীভগবান অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য গোপন রেখে, সাধারণ মানুষের মতোই আবির্ভূত হয়ে থাকেন। পৃথিবীর ভার বৃদ্ধিকারী আসুরিক রাজাদের বধ করে অবিচ্ছিন্ন ভক্তদের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। অবশ্য, অসুর এবং ভক্তবৃন্দ উভয়কেই শ্রীভগবৎ-কৃপায় মুক্তি প্রদান করা হয়। এইভাবেই, তাঁর দিব্য যশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রসারলাভ করে থাকে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"এই বর্ণনা শুনে, মহাভাগ্যবান শ্রীবসুদেব বিস্ময়ে সম্পূর্ণ হতবাক হলেন। এইভাবে তিনি এবং তাঁর মহাভাগ্যবতী স্ত্রী শ্রীমতী দেবকী সমস্ত উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি বর্জন করে তাঁদের হৃদয় শান্ত করলেন। এই পুণ্য পবিত্র ঐতিহাসিক উপাখ্যানে যিনি একাগ্র মনে ধ্যানমগ্ন হন, তিনি ইহজীবনের সমস্ত কলুষতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং পরম পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে থাকেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাদবদের প্রভাসে প্রস্থান

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তখন শ্রীব্রহ্মা তাঁর আপন পুত্রদের নিয়ে দেবতাবৃন্দ ও মহান প্রজাপতিদের সাথে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সকল জীবের প্রতি শুভপ্রদায়ী দেবাদিদেব শিবও বহু ভূতপ্রেতাদি পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরম শক্তিমান দেবরাজ ইন্দ্র তখন মরুৎগণ, আদিত্যগণ, বসুদেবগণ, অশ্বিনীগণ, ঋভুরাদি বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গুহ্যকগণ, মহর্ষিগণ, পিতৃপুরুষগণ এবং বিদ্যাধরগণ ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আশায় দ্বারকা নগরীতে উপস্থিত হলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্যরূপে সকলকে বিমুগ্ধ করলেন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজ যশ ঘোষণা করলেন। শ্রীভগবানের গৌরবগাথার মহিমা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই কলুষতা হরণ করে থাকে। সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যমণ্ডিত অতি সমৃদ্ধিশালী সেই দ্বারকা নগরীতে, দেবতাগণ তাঁদের অতৃপ্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য রূপ অবলোকন করলেন। স্বর্গের উদ্যানগুলি থেকে আনা পুষ্পমাল্যাদিতে দেবতাগণ পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করেন। তারপরে তাঁরা তাঁর গুণগান করেন, বাক্যগুলির শ্রেষ্ঠ শব্দ রূপে বিচিত্র মনোহর বাক্য এবং ভাবসমন্বিতগণের সহায়ে।"

দেবতাগণ বলতে লাগলেন—"আমাদের প্রিয় ভগবান, কঠোর জড়জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসে উন্নত যোগীরা তাঁদের অন্তরে আপনার পাদপদ্মে গভীর ভক্তি নিবেদন সহকারে ধ্যান করে থাকেন। আমরা, দেবতারা আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণবায়ু, মন ও বাক্যের দ্বারা আপনার শ্রীচরণকমলে প্রণতি জ্ঞাপন করি। হে অজেয় প্রভু, স্বয়ং আপনারই মধ্যে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সৃষ্টি মায়াশক্তির মাধ্যমে অচিন্তনীয় রূপে প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনি সৃষ্টি, রক্ষা এবং বিলুপ্ত করে থাকেন। মায়াশক্তির পরম অধিকর্তারূপে সেই জড়া প্রকৃতির গুণাদির পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আপনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে; তবে, কখনই আপনি জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মাদির মাঝে জড়িত হয়ে পড়েন না। বস্তুত, আপনি বিনাবাধায় সদাসর্বদা আপনার নিজ সচ্চিদানন্দ সুখে নিমগ্ন থাকেন এবং তাই হে অতুলনীয় শ্রীভগবান, কোনও প্রকার জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের কলাফলে আপনি কখনই সংশ্লিষ্ট হন না। হে পূজনীয় শ্রেষ্ঠপুরুষ, যাদের চেতনা মায়ার দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তারা কেবলমাত্র সাধারণ পূজা-আরাধনার মাধ্যমেই নিজেদের পবিত্র করে তুলতে পারে না, কিংবা বেদশাস্ত্রাদি পাঠ-অধ্যয়ন, দানধ্যান, কৃচ্ছ্র সাধন এবং যাগযজ্ঞ করেও তারা শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। হে ভগবান, যে সকল শুদ্ধাত্মাপুরুষ আপনার গুণমহিমার সুদৃঢ় নিষ্ঠা আস্থা পোষণ করতে শিখেছে, তারাই শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার শুদ্ধ সত্তায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ প্রাপ্তির আশায় মহান ঋষিবর্গ সদাসর্বদাই তাঁদের ভগবৎ-প্রেমার্দ্র অন্তরে আপনার শ্রীচরণকমলের বন্দনা করে থাকেন। তেমনই, আপনার আত্মসংযমী ভক্তগণ আপনার সমপর্যায়ের বিভূতি লাভের জন্য স্বর্গের জড়জাগতিক রাজ্য অতিক্রম করে যাওয়ার মানসে প্রতিদিন প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে এবং অপরাহ্ণে ত্রিসন্ধ্যায় আপনার শ্রীচরণকমল বন্দনা করে থাকেন। এইভাবে আপনার চতুর্ব্যূহ অংশপ্রকাশের রূপের মাধ্যমে আপনার প্রভুত্বের চেতনায় ধ্যানমগ্ন পূজা আরাধনা করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার অশুভ বাসনা ভস্মীভূত করে যে যজ্ঞ অগ্নি, আপনার শ্রীচরণকমল তারই মতো। ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদ অনুসারে যজ্ঞের অগ্নিতে যাঁরা আহুতি প্রদানে উদ্যত হন, তাঁরা আপনারই শ্রীচরণকমলের ধ্যান করে থাকেন। তেমনই, অপ্রাকৃত যোগতত্ত্বানুশীলনপ্রাপ্ত আপনার দিব্য যোগশক্তির বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আশায় আপনার শ্রীচরণপদ্মে ধ্যানমগ্ন হন, এবং অতি উত্তম শুদ্ধ ভক্তগণ আপনার সত্তার যথাযথ অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষায় যথাযথভাবে আপনারই শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করে থাকেন।"

"হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আপনি আমাদের মতো ভৃত্যদের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, আপনার বক্ষে আমরা যে ক্লিষ্ট জীর্ণ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেছি, তাই আপনি গ্রহণ করেছেন। যেহেতু লক্ষ্মীদেবী আপনার দিব্য বক্ষোপরি তাঁর অধিষ্ঠান সুরক্ষিত করে রয়েছেন, তাই তিনি নিঃসন্দেহে উপর্যুপরি উপপত্নীর মতোই সেই স্থানে আমাদের নিবেদনের অবস্থান লক্ষ্য করে চাঞ্চল্য বোধ করবেন। তা সত্ত্বেও আপনি এমনই কৃপাময় যে, আপনার নিত্যসঙ্গিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকেও অবহেলা করবেন এবং আমাদের নৈবেদ্য পুষ্পমাল্য অতীব চমৎকার পূজার অর্ঘ্যস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। হে করুণাময় প্রভু, আপনার শ্রীচরণকমল যেন নিত্যকাল অনন্ত ধূমকেতুর মতোই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অশুভ কামনা-বাসনাদি গ্রাস করতে থাকে। হে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান, আপনার শ্রীত্রিবিক্রম অবতাররূপে, আপনি পতাকাদণ্ডের মতো আপনার পাদপদ্ম উত্তোলন করে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিলেন, যাতে পবিত্র গঙ্গানদীর জলধারা বিজয়পতাকার মতো সমগ্র ত্রিভুবনের সর্বত্র ত্রিধারায় প্রবাহিত হতে পারে। আপনার পাদপদ্মের তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা আপনি বলি মহারাজের ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন। আপনার পাদপদ্ম দৈত্যদানবদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে এবং তাদের নরকে প্রেরণ করে, আপনার ভক্তমণ্ডলীকে স্বর্গীয় জীবনযাত্রার সার্থকতা উত্তীর্ণ করে এবং নির্ভয় সৃষ্টি করে। হে ভগবান, আমরা আপনাকে বন্দনার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করে থাকি, সুতরাং আপনার শ্রীচরণকমল যেন আমাদের সকল পাপকর্মফল থেকে মুক্ত করে। আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনি জড়া প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ভোগকারী জীবদেরও শ্রেষ্ঠ দিব্য সত্তা। আপনার শ্রীচরণপদ্ম দিব্য আনন্দ আমাদের উপরে বিতরণ করুন। ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত মহান দেবতারা সকলেই জীবসত্তা। আপনার কালের গতিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে তারা যেন রজ্জুবদ্ধ নাসিকাবিদ্ধ বলদের মতোই আকৃষ্ট হয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। মহাকালরূপে, জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও অভিব্যক্ত অবস্থা এবং প্রত্যেক জীবের অন্তরে আপনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। মহাকালের ত্রিনাভি যুক্ত চক্ররূপে আপনার অলক্ষিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সকল বস্তু বিনাশ সাধন করে থাকেন এবং তাই আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।"

"হে প্রভু, আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু আপনারই সৃষ্টিশক্তি থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এইভাবে অব্যর্থ শক্তির সহায়তায় তিনি জড়া প্রকৃতিকে বীর্যবতী করেন এবং তাতে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। তারপরে মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সম্মিলিত জড়াপ্রকৃতি ভগবানের শক্তি সম্পন্ন হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্ণময় আদি অণ্ডকোষ উৎপন্ন করেন, যা থেকে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের আবরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হতে থাকে। হে ভগবান, আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম স্রষ্টা এবং সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর পরম নিয়ন্তা। আপনি সকল ইন্দ্রিয় প্রক্রিয়ার পরম নিয়ন্তা হৃষীকেশ। তাই, জড় সৃষ্টির অভ্যন্তরে অসংখ্য ইন্দ্রিয়জাত ক্রিয়াকলাপের মাঝে আপনার পর্যবেক্ষণের মাঝেও আপনি কখনই কোনও প্রকারেই কলুষিত কিংবা সংশ্লিষ্ট হন না। পক্ষান্তরে, অন্যান্য জীবগণ, যথা যোগীগণ এবং দার্শনিকগণও তাঁদের জ্ঞানান্বেষণের সময়ে পরিত্যক্ত জাগতিক বিষয়গুলি শুধুমাত্র স্মরণের ফলেই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। হে ভগবান, আপনি ষোল হাজার অনিন্দ্যসুন্দরী মনোহারী মহিষীদের সাথে বাস করছেন। তাঁদের মনোহারী ভ্রূভঙ্গী, স্মিতহাস্য, অপ্রতিরোধ্য আহ্বানের মাধ্যমে তাঁদের ঐকান্তিক মধুর রস আস্বাদনের আকুলতা জানিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের নিক্ষিপ্ত মদনবাণের আঘাতে আপনার মন এবং ইন্দ্রিয়াদি বিচলিত করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে থাকেন। আপনার সম্পর্কিত অমৃতকথার স্রোতধারা, এবং আপনার শ্রীচরণকমল ধৌত হয়ে উৎসারিত পবিত্র নদীধারাগুলিও, ত্রিভুবনের সকল কলুষতা নাশ করতে পারে। যাঁরা শুদ্ধতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন, তাঁরা শ্রবণের মাধ্যমে আপনার গুণমহিমার পুণ্য বর্ণনার সাথে পবিত্র ভাবের দ্বারা মানসিক সঙ্গলাভ করেন, তাঁরা আপনার শ্রীচরণকমল থেকে প্রবাহিত পবিত্র নদীগুলিতে অবগাহনের মাধ্যমে শারীরিক শুচিতা অর্জন করে থাকেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—"ব্রহ্মা সহ দেবাধিদেব শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানোর পরে, ব্রহ্মা স্বয়ং আকাশমার্গে অবস্থিত হলেন এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন—হে ভগবান, পূর্বে আমরা আপনাকে পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। হে অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেই অনুরোধ সুনিশ্চিতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। হে ভগবান, নিরত সত্যসন্ধানী যে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাদের মধ্যে আপনি ধর্মনীতি পুনঃস্থাপন করেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে আপনার মহিমাও আপনি প্রচার করেছেন, এবং তাই এখন সমগ্র জগৎ আপনার বিষয় শ্রবণের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠতে পারবে। যদুরাজের বংশে অবতরণ করে, আপনার অতুলনীয় দিব্যরূপ আপনি প্রকাশ করেন, এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আপনি মহিমান্বিত দিব্য ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেছিলেন।"

"হে ভগবান, কলিযুগের যে সকল সাধু সজ্জন ব্যক্তি আপনার দিব্য ক্রিয়াকলাপের কথা শোনেন এবং সেই সকল বিষয়ের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তাঁরা অনায়াসেই কলিযুগের অন্ধকারময় অজ্ঞানতা অতিক্রম করে যান। হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, হে আমার প্রভু, আপনি যদুবংশে অবতরণ করেছেন, এবং তাই ঐভাবে আপনার ভক্তবৃন্দের সাথে একশত পঁচিশটি শরৎকাল অতিবাহিত করেছেন। হে ভগবান, এই মুহূর্তে দেবতাদের অনুকূলে আপনার পক্ষে আর কিছুই করবার নেই। আপনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আপনার বংশ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। হে ভগবান, আপনি সব কিছুর মূল উৎস, এবং যদি আপনি তেমন অভিলাষ করেন, কৃপা করে চিৎজগতে আপনার নিজ ধামে এখন আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। সেই সঙ্গে, আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন। আমরা আপনার বিনম্র সেবকবৃন্দ, এবং আপনার প্রতিভূস্বরূপ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনা সামলে নিয়ে থাকি। আমাদের গ্রহলোকসমূহ এবং অনুগামীদের নিয়ে আমরা নিত্য আপনার সুরক্ষা প্রার্থনা করে থাকি।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে দেবগণের নিয়ন্তা ব্রহ্মা, আমি আপনার প্রার্থনা এবং অনুরোধ উপলব্ধি করেছি। পৃথিবীর ভার লাঘবের পরে, আপনাদের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন ছিল, তা সবই আমি সম্পন্ন করেছি। যে যদুবংশে আমি আবির্ভূত হয়েছিলাম, সেটাই এমনই সকল বিষয়ে, বিশেষত ঐশ্বর্যে, শৌর্যে এবং বীর্যে বিশালাকার ধারণ করেছিল যে, তারা সমগ্র জগৎ আত্মসাতের উদ্যত প্রকাশ করেছিল। সুতরাং যেভাবে তীরভূমিতে মহাসমুদ্র রুদ্ধ হয়ে থাকে, সেইভাবেই আমি ওদের রুদ্ধ করে দিয়েছি। যদুবংশের অতিদর্পী উদ্ধত সদস্যদের সংহার না করে যদি আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করতাম, তা হলে ওদের বাহুল্যে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। এখন ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে, আমার বংশের বিনাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। হে নিষ্পাপ ব্রহ্মা, যখন এই ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং শ্রীবৈকুণ্ঠধামের অভিমুখে আমি চলে যাব, তখন আমি আপনার আলয়ে গিয়ে কথকের জন্য সাক্ষাৎ করব।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি লোকনাথের বক্তব্য শ্রবণের পরে ভগবানের শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানালেন। অতঃপর সমস্ত দেবতাগণ পরিবৃত হয়ে মহান ব্রহ্মা তাঁর নিজধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর, পরমেশ্বর ভগবান পবিত্র দ্বারকা নগরীর মধ্যে বিপুল উপদ্রব সৃষ্টি হতে দেখলেন। তাই ভগবান যদুবংশের সমবেত বয়োবৃদ্ধ অধিকর্তাদের বললেন—ব্রাহ্মণদের দ্বারা আমাদের রাজবংশ অভিশপ্ত হয়েছে। এই ধরনের অভিশাপ অপ্রতিরোধ্য। তাই আমাদের চতুর্দিকেই বিপুল উপদ্রব উপস্থিত হচ্ছে। হে শ্রদ্ধাস্পদ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ, যদি আমরা বেঁচে থাকতে আগ্রহী থাকি, তা হলে এই জায়গায় আর আমাদের বাস করা উচিত নয়। চলুন, আজই আমরা প্রভাসতীর্থের মতো পুণ্য পবিত্র ধামে চলে যাই। আর দেরি করা আমাদের উচিত নয়। একদা ব্রহ্মার অভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র প্রভাসক্ষেত্রে অবগাহন স্নানের ফলেই চন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর পাপকর্মফল থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন এবং পুনরায় তাঁর বিভিন্ন কলাগুলিও ফিরে পেয়েছিলেন। প্রভাসক্ষেত্রে স্নান করে, সেখানে পিতৃপিতামহ এবং দেবতাদের উদ্দেশে তর্পণ প্রদানে সুখী হবে, আরাধ্য ব্রাহ্মণবর্গকে বিবিধ প্রকার উপাদেয়

সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী ভোজনে পরিতৃপ্ত করে এবং গুণবতী দানপাত্রের উৎকর্ষ যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করে ঐশ্বর্যমণ্ডিত দানসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে, আমরা ঐ ধরনের পুণ্যকর্মের ফলে, সুনিশ্চিতভাবে এই সকল বিপদগুলিই অতিক্রম করব, ঠিক যেভাবে যথোপযুক্ত নৌকার সাহায্যে মানুষ মহাসাগর অতিক্রম করে থাকে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লাভ করার পরে, যাদবেরা পুণ্যতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছিল, এবং তাই ওদের রথগুলিতে অশ্ব যোজনা করল। হে প্রিয় রাজন্, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন শ্রীউদ্ধব। যাদববর্গের প্রস্থান আসন্ন লক্ষ করে, তাদের কাছে ভগবানের নির্দেশাদির কথা শ্রবণ করে এবং অশুভ লক্ষণাদি অনুধাবন করে, তিনি সংগোপনে পরমেশ্বর ভগবানের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্তার শ্রীচরণকমলে নতমস্তকে করজোড়ে প্রণত হয়ে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে বললেন—হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান, দেবাধিদেব, কেবলমাত্র আপনার দিব্য মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমেই যথার্থ ধর্মভাব জাগ্রত হয়ে থাকে। হে ভগবান, মনে হয় যে, এখন আপনার রাজ্য আপনি সংবরণ করে নেবেন, এবং সেইভাবেই আপনি অবশেষে এই বিশ্বজগতে আপনার লীলাবিস্তার পরিত্যাগ করবেন। আপনি পরম নিয়ন্তা এবং সকল যৌগিক শক্তির অধিপতি। কিন্তু আপনার রাজবংশের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবর্গের অভিশাপের প্রতিবিধান করতে আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম হলেও, আপনি তা করছেন না, এবং তাই আপনার অন্তর্ধান আসন্ন হয়েছে। হে ভগবান কেশব, আমার প্রিয় প্রভু, এক মুহূর্তের জন্যও আমি আপনার শ্রীচরণকমল পরিত্যাগ করে থাকা সহ্য করতে পারি না। আমি প্রার্থনা করি, কৃপা করে আপনি আমাকে আপনার নিজ ধামে নিয়ে চলুন। হে প্রিয় কৃষ্ণ, আপনার লীলাবৈচিত্র্য মানুষের পক্ষে একান্ত শুভপ্রদ এবং শ্রবণের পক্ষে পরম কল্যাণময় অমৃত। ঐসকল লীলার আস্বাদনের মাধ্যমে, অন্য সকল বিষয়ে মানুষের বাসনাদি বর্জন করে। হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা, তাই আপনি আমাদের পরম প্রিয়। আমরা আপনার ভক্তবৃন্দ, তাই কিভাবে আমরা আপনাকে বর্জন করে কিংবা আপনাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি? যখনই যেভাবে আমরা শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, দণ্ডায়মান হয়ে, স্নানে, বিশ্রামে, আহারে, কিম্বা যে কোনও কাজে মগ্ন থাকি, আমরা সদা সর্বদাই আপনারই সেবায় নিয়োজিত রয়েছি। আপনি যে সকল পুষ্পমাল্য, সুগন্ধি তৈল, বস্ত্রাদি, এবং অলঙ্কারাদি ইতিপূর্বে উপভোগ করেছেন, শুধুমাত্র সেইগুলির কথা আমাদের সজ্জিত করে, এবং আপনার ভোজনের অবশিষ্টাংশ আহার করে, আমরা আপনার দাসেরা সুনিশ্চিতভাবেই আপনার মায়াশক্তিকে জয় করব। যে সকল দিগম্বর সন্ন্যাসীরা পারমার্থিক অনুশীলনে কঠোর প্রচেষ্টা করেন, যাঁরা তাঁদের বীর্য ঊর্ধ্বগামী করেন, যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমের শান্ত এবং নিষ্পাপ, তাঁরা ব্রহ্মলোক লাভ করে থাকেন। হে যোগীশ্রেষ্ঠ, যদিও আমরা ফলাশ্রয়ী কর্মের পথে বদ্ধজীবের মতোই বিচরণ করছি, তবুও জানি আপনার ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে শুধুমাত্র আপনার লীলাকথা শ্রবণের মাধ্যমেই এই জড় জগতের অন্ধকার আমরা অবশ্যই উত্তীর্ণ হব। তাই আমরা সর্বদাই আপনার লীলাকথা ও বিস্ময়কর বাণী শ্রবণ এবং মহিমা প্রচারের মাধ্যমে প্রীতিলাভ করে থাকি। আমরা পরমোল্লাসে আপনার প্রেমময় লীলাবিলাস স্মরণ করে থাকি এবং আপনার ভক্তবৃন্দের সাথে তা আলোচনা করি। হে ভগবান, আপনার সুমধুর লীলা এই জড়জগতেরই সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতোই আশ্চর্যভাবে সম্পন্ন বলে মনে হতে থাকে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে শোনার পরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীপুত্র, তাঁর শুদ্ধ সেবক প্রিয় শ্রীউদ্ধবকে একান্তে উত্তর দিতে লাগলেন।"

সপ্তম অধ্যায়

উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, পৃথিবী থেকে যদুবংশ উৎখাত করে বৈকুণ্ঠধামে আমার নিজধামে ফিরে যাওয়ার জন্য অভিলাষের কথা তুমি যথাযথই লক্ষ করেছ। তাই ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব এবং অন্য সকল গ্রহমণ্ডলীর অধিপতিরা এখন বৈকুণ্ঠে আমার নিজধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করছেন। ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে, আমি এই পৃথিবীতে অবতরণকালে আমার অংশপ্রকাশ শ্রীবলদেবের সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম, এবং দেবতাদের পক্ষে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করি। এখানে আমার নির্দিষ্ট কাজ এখন শেষ হয়েছে। এখন ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ অবশ্যই নিজেদের মধ্যে কলহের ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং আজ থেকে সপ্তম দিনে সমুদ্রের জল উত্থিত হবে এবং এই দ্বারকা নগরী প্লাবিত হয়ে যাবে। হে সজ্জন উদ্ধব, অদূর ভবিষ্যতে আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করব। তখন, কলিযুগের প্রভাবে পরিপূর্ণ হয়ে পৃথিবী সকল প্রকার সৎগুণাবলী বর্জিত হীন হয়ে উঠবে।"

"হে প্রিয় উদ্ধব, আমি এই জগৎ পরিত্যাগ করলে তোমার পক্ষে আর এইখানে থাকা উচিত হবে না। হে প্রিয় ভক্ত, তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু কলিযুগে মানুষ সকল প্রকার পাপকর্মে আসক্ত হবে, অতএব এখানে থেকো না। এখন তোমার সকল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সকল প্রকার স্নেহ-ভালবাসার আসক্তি বর্জন করা উচিত এবং আমার প্রতি মন সমর্পণ করা প্রয়োজন। এইভাবে তুমি আমার প্রতি নিত্য আবিষ্ট হয়ে তুমি সব কিছু সমদৃষ্টিতে দর্শন করতে থাকবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে। হে প্রিয় উদ্ধব, তোমার মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে যে জড়জাগতিক বিশ্বজগৎ লক্ষ করছ, তা নিয়তই মায়াময় সৃষ্টি, যাকে মানুষ মায়ার প্রভাবে সত্য বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার জানা উচিত যে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে যত সবকিছুই অনিত্য অস্থায়ীমাত্র। যে মানুষের চেতনা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তার কাছে সব কিছুর মূল্য এবং ব্যাখ্যা নানাভাবে প্রতিভাত হতে থাকে। তার ফলে সে জাগতিক ভাল-মন্দের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে এবং সেই প্রকার ধারণায় আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই ধরনের জাগতিক উভয় প্রকার ভাবনাচিন্তার ফলে মানুষ বিধিবদ্ধ কর্মে অবহেলা (অকর্ম), নিষিদ্ধ কর্মে আগ্রহ (বিকর্ম) এবং কর্ম (অবশ্য কর্তব্য) সম্পাদনেরও চেষ্টা করে চলে। অতএব, তোমার সকল ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণাধীন করে এবং সেইভাবে মনকে অবদমিত করে, তুমি সমগ্র পৃথিবীকে তোমার নিজ আত্মার মধ্যে বিস্তারিত রয়েছে দেখতে পাবে, সেই আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, এবং এই ব্যক্তিসত্তা আত্মাকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান আমার মধ্যেও দেখতে পাবে। বৈদিক জ্ঞানের সারতত্ত্ব আহরণ করে এবং জ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি অর্জন করে, তারপরে আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হবে, এবং এইভাবে মন সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তখন তুমি সকল দেবতাপ্রমুখ জীবেরই প্রিয়ভাজন হবে, এবং জীবনের কোনও বাধাবিপত্তি তোমার প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। জড়জাগতিক ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে যে উত্তীর্ণ হয়েছে, স্বভাবতই সে ধর্মাচরণের অনুশাসনাদি মতো কাজ করে থাকে এবং নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার করে। নিষ্পাপ শিশুর মতোই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধরনের কাজ করতে থাকে, এবং জড়জাগতিক ভাল-মন্দের বিচারের মাধ্যমে সে ঐভাবে কাজ করে, তা নয়। যিনি সর্বজীবের প্রতি সদয় শুভাকাঙ্ক্ষী, যিনি জ্ঞানে এবং আত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত, তিনি আমাকে সর্বব্যাপ্ত লক্ষ করে থাকেন। তিনি কখনই জন্ম এবং মৃত্যুর আবর্তে আর পতিত হন না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত উদ্ধব ভগবৎ-তত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হলে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উদ্ধব তখন ভগবানকে দণ্ডবৎ

প্রণিপাত জানিয়ে বললেন—হে ভগবান, একমাত্র আপনিই যোগকর্মের সুফল প্রদান করেন, এবং আপনিই কৃপা করে আপনার ক্ষমতাবলে যোগ অনুশীলনের সার্থকতা আপনার ভক্তকে অর্পণ করেন। সুতরাং আপনি যোগের মাধ্যমে উপলব্ধ পরমাত্মা, এবং আপনিই সকল যোগ শক্তির উৎস। আমার পরম কল্যাণার্থে, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের মাধ্যমে জড়জাগতিক পৃথিবী পরিত্যাগ করে যাওয়ার পদ্ধতি আপনি ব্যাখ্যা করেছেন। হে ভগবান, হে পরমাত্মা, যাদের মন ইন্দ্রিয় উপভোগে আসক্ত, এবং বিশেষত যারা আপনার প্রতি ভক্তিভাবশূন্য, তাদের পক্ষে এইভাবে জাগতিক ভোগ-উপভোগ বর্জন করা অতীব কষ্টসাধ্য। এটিই আমার অভিমত। হে ভগবান, আমি নিজেই অতীব নির্বোধ, কারণ আমার জড়জাগতিক দেহ এবং দেহসম্পর্কিত বিষয়াদিতে আমি আপনার মায়াবলে মগ্ন হয়ে রয়েছি। তাই, আমি মনে করছি, "এই দেহটি আমি, এবং এই সমস্ত মানুষই আমার আত্মীয় স্বজন।" অতএব, হে ভগবান, আপনার দাসকে কৃপা করে উপদেশ প্রদান করুন। কৃপা করে আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন যাতে অনায়াসে আপনার নির্দেশ পালন করতে পারি। হে ভগবান, আপনি পরমতত্ত্ব, পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং আপনার ভক্তমণ্ডলীর কাছে আপনাকে প্রকাশিত করে থাকেন। আপনার ভগবত্তা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে আমি যথাযথ জ্ঞান যথেষ্ট মনে করি না—অন্য কেউ আমাকে যথার্থ জ্ঞান বোঝাতে পারে না। এমন কি স্বর্গের দেবতাদের মাঝে তেমন যথার্থ শিক্ষক লক্ষ করা যাবে না। যতকিছুই, ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবতারা সকলেই আপনার মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরাও বদ্ধ জীবের মতো নিজেদের জড়দেহ ধারণ করেন এবং তাঁদের দৈহিক অংশপ্রকাশই সর্বোত্তম বলে মনে করে। সুতরাং, হে ভগবান, জড়জাগতিক জীবনে বিপর্যস্ত হয়ে এবং তার মাঝে দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে, এখন আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আপনি যথার্থ প্রভু, আপনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সকল দুঃখকষ্ট থেকে বিবর্জিত বৈকুণ্ঠধামে আপনার চিন্ময় আবাস। বস্তুত, আপনি শ্রীনারায়ণ রূপে সকল জীবের যথার্থ মিত্ররূপে সুবিদিত।"

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—"সচরাচর যে সব মানুষ দক্ষতার সঙ্গে জড় জগতের যথার্থ পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে, তারা তুচ্ছ জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগময় অশুভ জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে নিজেদের উন্নীত করে তুলতে সক্ষম হয়। কোনও বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর চারদিকের জগৎ পর্যবেক্ষণে দক্ষ হলে এবং যথার্থ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে সক্ষম হলে, তাঁর নিজ বুদ্ধিবলে যথাযথ উপকার লাভ করতে পারেন। এইভাবেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও মানুষ নিজেই নিজের পারমার্থিক শিক্ষাগুরুরূপে জীবনচর্যায় সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন। মানব জীবনে যাঁরা আত্মসংযমী এবং সাংখ্যযোগে অভিজ্ঞ, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমার সকল শক্তির মাধ্যমে আমাকে দর্শন করতে পারেন। এই জগতে নানা ধরনের শরীর সৃষ্টি হয়েছে—কোনটি একপদ, অন্যেরা দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ কিংবা বহুপদবিশিষ্ট, আবার আরও অনেকের কোন পা থাকে না—তবে এই সকলের মধ্যে, মানব রূপই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। যদিও পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমাকে সাধারণ ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতির মাধ্যমে কখনই বিবৃত করা যায় না, তবু মনস্বীজন যাতে সৌভাগ্যক্রমে জীবনে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আমাকে দর্শন করতে এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন লক্ষণাদির মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করে থাকে। এই প্রসঙ্গে, মুনিঋষিগণ মহাবলশালী যদুরাজ এবং এক অবধূতের কথোপকথন বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করেন। একদা মহারাজ যদু এক অতি তরুণ এবং জ্ঞানবান, নির্ভীকভাবে ভ্রমণশীল ব্রাহ্মণ অবধূত সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেন। রাজা স্বয়ং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন বলে ঐ তরুণের কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।"

শ্রীযদু বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, আমি লক্ষ করছি যে, আপনি কোনও প্রকার ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নন, এবং তা সত্ত্বেও এই জগতের সব কিছু এবং সব মানুষের সম্পর্কেই আপনি অতি উদার জ্ঞান আহরণ করেছেন। মহাশয়, আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন—কেমন করে এমন অসাধারণ বুদ্ধি আপনি লাভ করেছেন এবং ঠিক একজন শিশুর মতো সারা পৃথিবীময় ভ্রমণে

পর্যটন করছেন কেন? সাধারণত মানুষ ধর্মাচরণের জন্য, আর্থিক প্রগতির উদ্দেশ্যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনায় এবং পারমার্থিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনায় কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। আর, তাদের সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে আয়ু বৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি এবং জাগতিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধি তথা সেইগুলির পরিপূর্ণ উপভোগ। অবশ্য, আপনি যদিও কর্মক্ষম, সুশিক্ষিত, সুশ্রী এবং সুবক্তা, তবু আপনি কোনও কাজেই নিয়োজিত নেই, কোনও কিছুই বাসনা করেন না, এবং আপনাকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, উন্মাদ বলে মনে হয়, যেন আপনি ভূত পিশাচের মতো প্রাণী ছিলেন। যদিও জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে সর্বত্র সমস্ত মানুষ কামনা-বাসনার মহা দাবাগ্নিতে জ্বলছে, তখন আপনি মুক্তভাবে বিচরণ করছেন এবং অগ্নিজ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন না। আপনি যেন ঠিক দাবাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গানদীর জলে দাঁড়িয়ে থেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। হে ব্রাহ্মণ, আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনি জড়জাগতিক কোনও প্রকার ভোগ-উপভোগের সম্পর্কশূন্য এবং আপনি নিঃসঙ্গভাবে কোনও সাথী-সহযোগী কিংবা পরিবার-পরিজন বর্জন করেই ভ্রমণ করছেন। তাই, আমরা যেহেতু আকুলভাবে আপনার কাছে অনুসন্ধান করছি, সেই কারণে আপনার মধ্যে যে পরম আনন্দ আপনি উপভোগ করছেন, কৃপা করে আপনি সেই বিষয়ে তার কারণহেতু বর্ণনা করুন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—"বুদ্ধিমান মহারাজ যদু ব্রাহ্মণদের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে, সাধুজনকে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং মহারাজের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, সেই ব্রাহ্মণ বলতে শুরু করলেন—হে প্রিয় মহারাজ, আমার বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে বহু পারমার্থিক গুরুবর্গের আশ্রয় আমি গ্রহণ করেছি। তাঁদের কাছ থেকে পারমার্থিক দিব্য জ্ঞানের উপলব্ধি অর্জন করে, এখন আমি মুক্তভাবে জগতে বিচরণ করছি। আমি যেভাবে সেই সব কথা বর্ণনা করছি, কৃপা করে তা শ্রবণ করুন।"

"হে মহারাজ, আমি চব্বিশজন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তাঁরা হচ্ছেন—পৃথিবী, বাতাস, আকাশ, জল, আগুন, চাঁদ, সূর্য, পায়রা এবং অজগর সাপ; সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি, হাতি এবং মধুচোর; হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বারাঙ্গনা, কুরর পাখি এবং শিশু; এবং বালিকা, তীরন্দাজ, সাপ, মাকড়সা ও ভ্রমর। হে রাজা, তাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে আমি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছি। হে মহারাজ যযাতি, হে ব্যাঘ্রসম পুরুষ, এই সকল গুরুর কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি, তা আপনাকে বর্ণনা করছি।"

"যখনই কোনও ধীরস্থির ব্যক্তি অন্যান্য জীবের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন তাঁর বোঝা উচিত যে, আক্রমণকারীরা ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণে অসহায়ভাবে কাজ করছে, তাই তার পক্ষে উন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত। পৃথিবী থেকে এই শিক্ষা আমি লাভ করেছি। অন্যের সেবায় নিজের সকল প্রচেষ্টা উৎসর্গ করা এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার মূল উদ্দেশ্যস্বরূপ অন্য সকলের কল্যাণ সাধন করার আদর্শ পর্বতের কাছ থেকেই সাধুপুরুষের শিক্ষালাভ করা উচিত। তেমনই, বৃক্ষের শিষ্য রূপেও, অন্য সকলেরই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা তাঁকে শিখতে হবে। কোনও জ্ঞানবান মুনি সরলভাবে জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট থাকেন এবং জড়েন্দ্রিয়-গুলিকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তৃপ্তি সুখ পেতে চান না। পরোক্ষভাবে, জড়-জাগতিক শরীরটিকে এমনভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, যাতে যথার্থ জ্ঞানচর্চা বিপর্যস্ত না হতে পারে এবং মন ও বাক্য কখনই আত্মজ্ঞান উপলব্ধির পথ থেকে বিচ্যুতি না ঘটাতে পারে। পরমার্থ বিষয়ে জ্ঞানী এবং আত্মসংযমী ব্যক্তিও চতুর্দিকে অগণিত ভাল এবং মন্দ জড় বিষয়াদি পরিবেষ্টিত হয়েই থাকে। অবশ্যই, যিনি জাগতিক ভাল এবং মন্দ বিষয়াদির প্রভাব অতিক্রম করেছেন, তিনি কোনও মতেই জড়বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হন না; বরং তিনি যেন বাতাসের মতোই নির্লিপ্ত হয়ে চলেন। যদিও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীবাত্মা এই জগতে বিভিন্ন জড়জাগতিক শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে, সেগুলির বিবিধ গুণাবলী ও কার্যপদ্ধতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে, তা সত্ত্বেও সে কখনও তাতে জড়িত হয়ে পড়ে না, ঠিক যেভাবে বাতাস বিবিধ গন্ধ বহন করলেও বস্তুত তাদের সাথে মিশে যায় না। মননশীল মুনিঋষি জড়জাগতিক দেহধারী হলেও নিজেকে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা রূপেই তাঁর উপলব্ধি করা উচিত। সেইভাবেই, প্রত্যেক মানুষেরই বোঝা উচিত যে, চিন্ময় আত্মা সচল এবং

নিশ্চল সকল প্রকার জীবরূপের মধ্যেই প্রবেশ করে, এবং প্রত্যেক আত্মাই এই কারণে সর্বব্যাপী। মুনিঋষির পক্ষে এমনও উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান একই সাথে সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজমান থাকেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে আকাশের প্রকৃতির সঙ্গে—যদিও আকাশ সর্বব্যাপী এবং সব কিছুই আকাশের মধ্যে বিরাজ করে আছে, তবু আকাশ কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা কোনও কিছুর দ্বারা তাকে বিভক্ত করাও সম্ভব হয় না। যদিও প্রচণ্ড বাতাসে মেঘ এবং ঝড় আকাশের প্রান্তে উড়ে যায়, তবু এই সব ক্রিয়াকর্মের দ্বারা আকাশ কখনও ভারাক্রান্ত কিংবা যুক্ত হয়ে ওঠে না। তেমনই, চিন্ময় আত্মা জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে বাস্তবিকই পরিবর্তিত কিংবা প্রভাবিত হয় না। যদিও জীব ক্ষিতি, অপ ও তেজ দ্বারা গঠিত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, এবং মহাকালের দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে তা প্রভাবিত হয়, তা হলেও তার নিত্য শাশ্বত চিন্ময় প্রকৃতি বাস্তবিকই কখনও কলুষিত হয় না।"

"হে মহারাজ, কোনও মুনিঋষি ঠিক জলের মতো, কারণ তিনি সকল প্রকার কলুষমুক্ত, শান্তস্বভাব প্রকৃতির মানুষ, এবং মিষ্ট বচনের মাধ্যমে জল প্রবাহের মতো মনোরম ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করেন। এই জলের সাধু পুরুষকে দর্শন, স্পর্শ কিংবা বন্দনার মাধ্যমেই জীব শুদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক যেভাবে পবিত্র জলস্পর্শে মানুষ শুদ্ধতা অর্জন করে থাকে। তাই ঠিক কোনও তীর্থস্থানের মতোই, কোনও সাধুপুরুষ তাঁর সঙ্গে যারই সম্পর্ক লাভ হয়, তাদের সকলকেই পবিত্র করে তোলেন, কারণ তিনি নিত্যই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন।"

"সাধুপুরুষেরা তপস্যার মাধ্যমে তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের চেতনা অবিচল থাকে, কারণ তাঁরা জড়জগতের কিছুই উপভোগের প্রয়াসী হন না। এই ধরনের স্বভাবসিদ্ধ মুক্ত ঋষিগণ ভাগ্যক্রমে যতটুকু তাঁদের কাছে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, সেইমাত্র আহার্য গ্রহণ করে থাকেন, এবং যদি ঘটনাক্রমে কলুষিত খাদ্য তাঁদের গ্রহণ করতেও হয় তাঁদের কোনই ক্ষতি হয় না, যেন তাঁরা আগুনের মতোই সমস্ত কলুষিত সামগ্রী দহন করে ফেলেন। সাধু পুরুষ, যেন ঠিক আগুনের মতো, কখনও প্রকাশ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেন আবার কখনও নিজেকে গোপন করে রাখেন। যথার্থ পুণ্যপ্রাপ্তির অভিলাষী বদ্ধ জীবগণের কল্যাণে, সাধু পুরুষ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পূজনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন, এবং সেইভাবে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনকারীদের অর্ঘ্য স্বীকার করে তাদের সকল প্রকার অতীত এবং ভবিষ্যতের পাপময় কর্মফল আগুনের মতো ভস্মীভূত করেন। বিভিন্ন আকারের ও প্রকৃতির জ্বালানী কাঠের মধ্যে আগুন যেমন বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনই সর্বশক্তিমান পরমাত্মাও উত্তম শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন জীবরূপের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর নিজ শক্তিবলে, প্রত্যেকের স্ব স্ব পরিচিতি ধারণ করে থাকেন।"

"জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুতে বিনাশ পর্যন্ত এই জড় জীবনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির সবই দেহের বিকার মাত্র, তার তা আত্মাকে কোনভাবে প্রভাবিত করে না। ঠিক যেমন আপাত প্রতীয়মান চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি স্বয়ং চন্দ্রকে কখনই প্রভাবিত করে না। কালের অব্যক্ত শক্তির দ্বারা এই পরিবর্তন সকল ঘটে থাকে। অগ্নিশিখা প্রতিমুহূর্তে জ্বলে এবং নেভে, তবু এই সৃষ্টির আর বিনাশের কাজ সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় না। তেমনই, মহাকালের শক্তিশালী তরঙ্গগুলি নদীর স্রোতের মতোই নিত্য প্রবহমান হয়েছে, এবং সকলের অলক্ষ্যে অগণিত জড় দেহের জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করে চলেছে। আর তা সত্ত্বেও, আত্মা প্রতিনিয়ত তার অবস্থান মর্যাদা পরিবর্তনের জন্য বাধ্য হয়ে থাকলেও, কালের গতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। ঠিক যেভাবে সূর্য তার প্রচণ্ড জ্যোতিপ্রভায় প্রচুর পরিমাণে জলরাশি বাষ্পীভূত করে নেয় এবং পরে বৃষ্টিধারার আকারে সেই জল পৃথিবীকে ফিরিয়ে দেয়, তেমনই ঋষিতুল্য মানুষ তাঁর জড়েন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সকল প্রকার জড়জাগতিক বিষয়াদির সামগ্রী গ্রহণ করে থাকেন, এবং যথাসময়ে, যথোপযুক্ত মানুষ তাঁর কাছে এসে যখনই সেই সকল বিষয়ে প্রার্থনা জানায়, তখন তিনি সেই সকল সামগ্রী আকারে তাকে প্রত্যর্পণ করে থাকেন। এইভাবে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড়জাগতিক বিষয়াদি গ্রহণ এবং প্রত্যর্পণের সময়ে তিনি কোনও বিষয়ে আসক্ত হন না। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সূর্য প্রতিবিম্বিত হলেও, তা

তখনই নিঃশুক হয় না কিংবা প্রতিবিম্বের মধ্যে তা মিশে যায় না। যাদের স্থূলবুদ্ধি, তারাই সূর্যকে এইভাবে ধারণা করে থাকে। ঠিক তেমনই, বিভিন্ন জড়দেহের মাধ্যমে আত্মা প্রতিবিম্বিত হলেও, আত্মা সর্বদাই অবিভাজ্য এবং জড়সত্তাবিহীন হয়ে থাকে। কোনও কিছু বা কারও জন্য অত্যধিক স্নেহ বা আসক্তি পোষণ করা কারও উচিত নয়, না হলে বুদ্ধিহীন কপোতের মতো অনেক দুঃখ পেতে হয়।"

"একটি কপোত তার কপোতীর সঙ্গে বনে বাস করত। একটি গাছে সে বাসা বেঁধেছিল এবং অনেক বছর যাবৎ কপোতীর সঙ্গে সেখানে থাকত। দুই কপোত-কপোতী তাদের গার্হস্থ্য কাজকর্মে খুবই আসক্ত হয়ে উঠেছিল। মন ও দৃষ্টি দিয়ে তারা পরস্পরকে দৃষ্টি বিনিময়ে, শরীর ও মনের আদানপ্রদানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। এইভাবে, তারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরকে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। সরল মনে ভবিষ্যতের বিশ্বাস নিয়ে, বনের গাছপালার মধ্যে প্রেমময় দম্পতির মতো তারা বিশ্রাম, আহার-বিহার, চলাফেরা, কথাবার্তা, খেলাধুলা এবং সব কিছু করত। হে মহারাজ, কপোতী যখনই কোনও কিছু বাসনা করত, তখন অনুকম্পার মাধ্যমে কপোতকে সন্তুষ্ট করার ফলে, বহু কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও সব কিছুই কপোত তাকে এনে দিত। তার ফলে, কপোতীর সংসর্গে কপোত তার ইন্দ্রিয়গুলি সংযম করতে পারত না। তারপরে কপোতী তার প্রথম শাবক সন্তানদের অর্জন করল। যখন সময় হল, তখন সাধ্বী স্ত্রী বাসাতেই কতকগুলি ডিম তার পতির উপস্থিতিতে বাসার মধ্যে প্রসব করেছিল। যথাসময়ে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্যনীয় শক্তির মাধ্যমে সেই ডিমগুলি থেকে কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পালক সমেত কপোত শাবকেরা জন্মলাভ করল। দুই কপোত-কপোতী তাদের শাবকদের নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের কলরব শুনে আনন্দলাভ করত। তাই ভালবাসার মাধ্যমে তাদের সদ্যজাত ছোট পাখিগুলিকে নিয়ে বড় করে তুলতে লাগল। কপোত-কপোতী শিশুবাচ্চা তাদের শাবকদের কোমল ডানাগুলি দেখে, তাদের কলরব শুনে, বাসার মধ্যে চারদিকে তাদের সুন্দরভাবে সরল আকস্মিক আর লাফিয়ে উঠে উঁচুতে চলার চেষ্টা লক্ষ্য করে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের শাবকদের প্রফুল্ল দেখে পিতামাতাও প্রফুল্লচিত্ত হল। মূর্খ পাখিগুলি তাদের অন্তরের স্নেহবন্ধনে ভগবান বিষ্ণুর মায়াশক্তিবলে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তাদের প্রজাতি অনুসারে নবজাত শাবকগুলিকে সযত্নে লালন-পোষণ করতে লাগল। একদিন কপোত-দম্পতি শাবকদের আহার-অন্বেষণে দুজনে মিলে বেরিয়েছিল। তাদের শাবকদের ভালভাবে আহার জোগানের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে, তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বনের সর্বত্র বিচরণ করছিল। সেই সময়ে বনের মধ্যে বিচরণশীল কোনও এক শিকারী সেই কপোত শাবকগুলিকে তাদের বাসার কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখল। তার জাল ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সকলকে সে ধরে নিয়েছিল। কপোত এবং তার কপোতী তাদের বাচ্চাদের লালন পোষণের জন্য নিত্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত, এবং সেই উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াত। যথাযথ খাদ্যাদি পেলে, তারা তখন তাদের বাসায় ফিরে আসত। যখন কপোতী শিকারীর জালের মধ্যে তার নিজ শাবকদের বন্দী অবস্থায় দেখতে পেল, তখন সে দুঃখে কাতর হয়ে তাদের দিকে ছুটে গেল, এবং শাবকরাও চিৎকার করতে লাগল। কপোতী নিয়তই গভীর জাগতিক মায়ামমতার স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাইত, এবং তাই তার মন ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হল। ভগবানের মায়াবলে আবদ্ধ হয়ে, সে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তার অসহায় শাবকদের দিকে উড়ে গেল আর অচিরেই শিকারীর জালে সেও আবদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রাণাধিক প্রিয় শাবকদের সঙ্গে প্রিয়তমা কপোতীকে শিকারীর জালে মরণাপন্ন হয়ে আবদ্ধ থাকতে দেখে, হতভাগ্য কপোত দুঃখের সঙ্গে আক্ষেপ করতে থাকল।"

কপোত বলল—"হায়, আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল! আমি অবশ্যই মহামূর্খ, কারণ আমি যথার্থ পুণ্যকর্ম পালন করি নি। আমি নিজেকে সন্তুষ্ট করতেও পারিনি এবং জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতেও পারলাম না। আমার জীবনের ধর্ম, অর্থ এবং কাম চরিতার্থের ভিত্তিস্বরূপ গার্হস্থ্য পরিবারই আমার সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। আমার স্ত্রী এবং আমি আদর্শ যুগল ছিলাম। সে সদাসর্বদা আমাকে মান্য করে চলত এবং কার্যতিকই আমাকে তার আরাধ্য দেবতার মতোই মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু এখন, তার শাবকদের হারিয়ে এবং তার বাসা খালি হয়ে যেতে দেখে, আমাকে সে ফেলে গেল এবং আমাদের সাধুসম শাবকদের নিয়ে স্বর্গে চলে গেল। শূন্য বাসায় আমি এখন দীনহীনের মতো রয়েছি। আমার কপোতী মরে গেছে, আমার শাবকেরা মৃত। তবে আমি জীবন ধারণ করে থাকতে চাইব কেন? আমাদের পরিবারবর্গের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমার হৃদয় এমনই বেদনাময় হয়েছে যে, জীবনটাই নিতান্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। জালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থায় করুণভাবে মুক্তিলাভের চেষ্টায় সংগ্রামরত হতভাগ্য শাবকদের হতাশভাবে লক্ষ্য করে দীন কপোতের মন উদাস হয়ে গেল, এবং তাই সে নিজেও শিকারীর জালের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নিষ্ঠুর শিকারী সেই কপোত-কর্তা, তার কপোতী-স্ত্রী এবং সব কয়টি শাবককে বন্দী করে নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যেতে, তার গৃহ অভিমুখে যাত্রা করল। এইভাবেই, গার্হস্থ্য জীবনে যে অত্যধিক আসক্ত হয়, অন্তরে সে অসন্তোষ বোধ করতে থাকে। পাখিদের মতোই, তুচ্ছ মৈথুন সুখের আকর্ষণে সে অনন্যকর্তৃত্ব অন্বেষণ করে। অতি লোভী মানুষ তার নিজ আত্মীয়পরিজনদের প্রতিপালনে নিয়োজিত থাকার ফলে, তার সকল পরিবারবর্গকে নিয়েই নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতেই থাকে। মানব জন্ম যে লাভ করেছে, তার জন্য মুক্তির সকল দ্বার অবারিত মুক্ত রয়েছে। কিন্তু এই কাহিনীর মূর্খ পাখির মতো যদি কোনও মানুষ শুধুমাত্র তার গার্হস্থ্য জীবনেই আত্মনিয়োগ করে থাকে, তা হলে মনে করতে হবে যে, কেবলই পদস্খলিত হয়ে অধঃপতিত হওয়ার জন্যই এক অতি উচ্চস্থানে সে আরোহণ করেছে।"

অষ্টম অধ্যায়

পিঙ্গলা কাহিনী

অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন—"হে মহারাজ, দেহধারী জীব মাত্রই স্বর্গে বা নরকে আপনা হতেই সুখ ভোগ করতে থাকে। তেমনই, কেউ না চাইলেও, দুঃখের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষ এই ধরনের জাগতিক সুখ লাভের কোনও প্রচেষ্টাই করে না। অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে, জড়জাগতিক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং অনায়াসে যতটুকু গ্রাসাচ্ছাদন লাভ হয়, তা গ্রহণ করা উচিত, সেই খাদ্য সুস্বাদু বা বিস্বাদ যাই হোক, কম কিংবা বেশি যেমনই হোক। কখনও যদি আহার নাও জোটে, তা হলে সাধু পুরুষ কোনও চেষ্টা না করেই বহুদিন অনাহারে থাকেন। তাঁর বোঝা উচিত যে, ভগবানেরই ব্যবস্থা রূপে তাঁকে অবশ্যই উপবাস করতে হবে। তাই অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর পক্ষে শান্ত হয়ে থাকাই উচিত। সাধুর পক্ষে শান্ত এবং জাগতিক ক্রিয়াকর্মে রহিত হয়ে থাকা উচিত, তার শরীর অত্যধিক প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রতিপালন করা প্রয়োজন। সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের ক্ষমতা থাকলেও, জড়জাগতিক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধুর কখনই উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়, কেবল সর্বদাই যথার্থভাবে নিজ পারমার্থিক স্বার্থে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।"

"অধিকন্তু সাধু তাঁর বাহ্যিক আচরণে সুখী এবং সন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করে থাকেন, তবে অন্তরে তিনি বিশেষ গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং চিন্তাশীল হন। যেহেতু তাঁর জ্ঞান অপরিমেয় এবং অনন্ত, তাই তিনি কখনই বিচলিত হন না, এবং সকল বিষয়ে তিনি অতলান্ত এবং অকূল সমুদ্রের প্রশান্ত জলরাশির মতোই ধীর স্থির হয়ে থাকেন। বর্ষাকালে উচ্ছ্বসিত নদীগুলি সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়ে

থাকে, এবং গ্রীষ্মকালে শীর্ণকায় নদীগুলির জলধারা অত্যন্ত হ্রাস পায়; তা সত্ত্বেও বর্ষাকালে সমুদ্র স্ফীত হয়ে ওঠে না কিংবা গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয়ে যায় না। সেইভাবেই, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞ তাঁর জীবনে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে পরম লক্ষ্য রূপে স্বীকার করেছেন বলেই কখনও ভগবৎ কৃপায় বিপুল জড়জাগতিক ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন, এবং কখনও জাগতিক সম্পদশূন্য হয়ে যেতেও পারেন। তবে এই ধরনের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কখনই ঐশ্বর্যবান হলেও উৎফুল্ল হন না, তেমনই দারিদ্র্যপীড়িত হলেও বিমর্ষ হন না।"

"যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে পরমেশ্বর ভগবানের মায়াবলে সৃষ্ট নারীরূপ দেখামাত্রই তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ বোধ করে। অবশ্যই যখন নারী মনোলোভা কথা বলে, ছলনাময়ী হাসি হাসে এবং তার কামোদ্দীপক শরীর সঞ্চালন করে, তখনই তার মন প্রলুব্ধ হয়, এবং অগ্নিশিখার দিকে অন্ধভাবে পতঙ্গ যেমন উন্মত্তের মতো ধাবিত হয়, সেই ভাবেই সেই মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অন্ধকারে অন্ধের মতোই পতিত হয়।"

"যে কোনও অবিবেচক নির্বোধ মানুষ স্বর্ণালঙ্কার শোভিতা, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা এবং অন্যান্য প্রসাধনে মনোরমভাবে সুসজ্জিতা কোনও ছলনাময়ী রমণীকে দেখলেই তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত বোধ করে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আগ্রহ নিয়ে, এই ধরনের নির্বোধ মানুষ সমস্ত বুদ্ধি হারায় এবং জ্বলন্ত অগ্নি অভিমুখে ধাবমান পতঙ্গের মতোই ধ্বংস হয়ে যায়। শরীর এবং আত্মা সজীব রাখার উদ্দেশ্যে স্বল্প সামান্য আহার গ্রহণ করাই সাধুদের কর্তব্য। গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে যৎসামান্য আহার্য সংগ্রহ করাই তাঁর উচিত। এইভাবে মৌমাছির মতো জীবিকা অর্জনের অভ্যাস করা তাঁর কর্তব্য। মৌমাছি যেভাবে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্ত ফুল থেকেই মধু আহরণ করে থাকে, বুদ্ধিমান মানুষেরও তেমনই সকল ধর্ম শাস্ত্রাদি থেকে সারতত্ত্ব সংগ্রহ করা উচিত। সাধুব্যক্তির চিন্তা করা অনুচিত, 'এই খাদ্য আমি রাতে খাওয়ার জন্য রেখে দেব এবং ঐ অন্য খাবারটি আমি আগামী কাল খাওয়ার জন্য সঞ্চয় করে রাখব।' পক্ষান্তরে সাধুব্যক্তি কখনই ভিক্ষালব্ধ খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করে রাখবেন না। বরং তাঁর নিজের হাতগুলি কাজে লাগিয়ে হাতেই যতটুকু ধরা যায়, ততটুকু খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। তাঁর একমাত্র আধার হওয়া উচিত তাঁর উদর, এবং যতটুকু খাদ্য তাঁর উদরে স্থান পেতে পারে, ততটুকুই তাঁর সঞ্চয় করা উচিত। তাই যে লোভী মৌমাছি পরমাগ্রহে কেবলই আরও বেশি মধু সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতে থাকে, তাকে অনুকরণ করা মানুষের পক্ষে অনুচিত কার্য হবে। কোনও পরিব্রাজক সাধুর পক্ষে দিনের শেষে কিংবা পরের দিনে খাওয়ার উদ্দেশ্যে আহার্য সংগ্রহ করাও অনুচিত। তিনি যদি এই অনুশাসন অমান্য করেন এবং মৌমাছির মতো কেবলই বেশি বেশি সুস্বাদু খাদ্য সংগ্রহ করতেই থাকেন, তাহলে সেই সংগ্রহ তথা সঞ্চয়ের ফলে তার জীবনে ধ্বংস নেমে আসবে।"

"কোনও সাধু সজ্জন মানুষেরই তরুণী বালিকাকে স্পর্শ করাও উচিত নয়। এমন কি, নারীমূর্তির কোনও কাঠের পুতুলেও যেন তাঁর চরণ পর্যন্ত স্পর্শ না করে। নারীর শরীর স্পর্শের ফলে অবশ্যই তিনি মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন, ঠিক যেভাবে হস্তিনীর শরীর স্পর্শের আকাঙ্ক্ষার ফলে হস্তি বন্দিদশা বরণ করতে বাধ্য হয়। বুদ্ধি বিচার সম্পন্ন মানুষ কখনই তার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে নারীর মনোরম রূপ উপভোগ করতে চেষ্টা করে না। কোনও হস্তি যখন কোনও হস্তিনীকে উপভোগ করতে চেষ্টা করে, তখন অন্যান্য যে সকল হস্তি সেই হস্তিনীকেই সঙ্গিনী রূপে পেতে চায়, তারা যে কোনও মুহূর্তে হাতিটিকে হত্যা করতে পারে। তেমনই, কোনও মানুষ যখন নারী সঙ্গ লাভ করতে চায়, তখন সেই নারীর প্রতি আসক্ত অন্যান্য অধিকতর বলবান পুরুষেরা তাকে হত্যা করতেও পারে।"

"লোভী মানুষ বিপুল সংগ্রাম এবং কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে বিরাট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে থাকে, কিন্তু এই সম্পদ আহরণের জন্য যে মানুষ এত সংগ্রাম করে, সে সব সময়ে তা নিজে ভোগ করতে পারে না কিংবা অন্যকে দান ধ্যান করতেও পারে না। লোভী মানুষ ঠিক মৌমাছিরই মতো যেন বিপুল পরিমাণে মধু সংগ্রহ করতেই থাকে, তারপরে তা এমন কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, যে নিজে ভোগ করে কিংবা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। যেভাবেই যত্ন সহকারে মানুষ তার কষ্টার্জিত ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখতে কিংবা সঞ্চিত করতে চেষ্টা

করুক, তেমনই আরও কিছু চতুর মানুষ তার সন্ধান পেয়ে ঠিক সেগুলি অপহরণ করে নেয়। মৌমাছিদের পরিশ্রমে তৈরি মধু যেমন শিকারী নিয়ে চলে যায়, তেমনই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের মতোই সাধু পরিব্রাজকেরাও গৃহমেধী গৃহস্থদের কষ্টার্জিত সম্পদ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করেন।"

"বনবাসী সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে জাগতিক আনন্দ বিধানের উপযোগী গান বাজনা শোনা অনুচিত। অবশ্যই সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ সহকারে হরিণের দৃষ্টান্ত অনুসরণের প্রয়াস করা উচিত, কারণ শিকারীর শিঙার শব্দ শুনে বিভ্রান্ত হয় এবং তাই ধরা পড়ে প্রাণ হারায়। সুন্দরী স্ত্রীলোকদের জাগতিক গান, নৃত্য এবং বাজনার অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয়ে মৃগীমুনির পুত্র মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গও পালিত পশুর মতো তাদের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন।"

"মাছ যেভাবে তার জিহ্বার আস্বাদনের লোভে টোপবেঁধা বঁড়শিতে মারাত্মকভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তেমনই মূর্খ লোকেও জিহ্বার অতি লোভময় আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত হয়ে বিনষ্ট হয়। উপবাসের মাধ্যমে জ্ঞানী মানুষ অতি শীঘ্র জিহ্বা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারে কারণ আহারাদি সংযমের মাধ্যমে ঐ ধরনের মানুষ রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কিলিত হয়ে থাকে। যদিও মানুষ তার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করতে পারে, তবু যতক্ষণ না তার জিহ্বাকে জয় করা যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে জিতেন্দ্রিয় বলা চলে না। অবশ্যই জিহ্বা সংযম করতে যে সক্ষম হয় তখনই বুঝতে হবে সকল ইন্দ্রিয়েরই পূর্ণ সংযমী সে হয়েছে।"

"হে রাজপুত্র, পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বারনারী বাস করত। এখন কৃপা করে শুনুন, সেই নারীর কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি। একদা সেই বারনারী তার ঘরে গ্রাহককে নিয়ে আসার জন্য রাত্রি কালে তার মনোহারী রূপ সৌন্দর্য নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই বারনারী খুবই অর্থলোভী ছিল, এবং যখন সে রাত্রিবেলায় পথে দাঁড়িয়ে থাকত, তখন পথ দিয়ে যত মানুষ যেত, তাদের সকলকেই দেখত আর মনে করত, 'আহা, এই লোকটির নিশ্চয়ই টাকা আছে। জানি, এ লোকটি পয়সা খরচ করতে পারে, আর আমার নিশ্চিত মনে হয় আমার সাথে থাকলে ওর খুব আনন্দ হবে।' এই ভাবে পথের সব মানুষদের নিয়ে চিন্তা করত। বারনারী পিঙ্গলা গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে বহু লোক তার বাড়ির কাছ দিয়ে আসত যেত। তার একমাত্র জীবিকা ছিল বেশ্যাবৃত্তি, এবং তাই সে উদ্বিগ্ন হয়ে মনে করত, 'এখন যে লোকটা আসছে, ওর নিশ্চয় অনেক টাকা পয়সা আছে। আহা, ও-তো থামল না, কিন্তু অন্য কেউ নিশ্চয়ই আসবে। এই যে লোকটা আসছে, এখন সে আমার আদর ভালবাসার জন্যে নিশ্চয়ই অনেক টাকাপয়সা দেবে।' এইভাবে বৃথা আশা নিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকত, তার কাজ হত না এবং ঘুমানোও হত না। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কখনও সে রাস্তার দিকে বেরত আবার কখনো তার ঘরের মধ্যে ঢুকে যেত। এই ভাবেই, ক্রমশ মধ্যরাত্র এসে পড়ত। রাত্রি গভীর হলে অর্থাকাঙ্ক্ষী বারনারী বিষম হতাশা বোধ করতে লাগল এবং তার মুখ শুকিয়ে গেল। এইভাবে অর্থের আশায় তার মনে গভীর উৎকণ্ঠা জাগল এবং সেই অবস্থা থেকে তার মনে বিপুল নিরাসক্তির সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার ফলে তার মনে শান্তি জাগে। সেই বারনারী তার জীবনের জড়জাগতিক দুরবস্থায় বিরক্ত হয়ে বিশেষভাবে নিরাসক্ত বোধ করতে লাগল। বাস্তবিকই, নিরাসক্তি যেন তরবারির মতোই জড়জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন করে দেয়। সেই অবস্থায় বারনারী যে গানটি গেয়েছিল আমার কাছে তা শ্রবণ করুন।"

"হে রাজা, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বর্জিত মানুষ যেমন তার সব জাগতিক বিষয়াদির মিথ্যা অধিকার বর্জন করতে চায় না, তেমনই, যে মানুষের নিরাসক্তির মনোভাব জাগেনি, সে কখনই জড় দেহের বন্ধন পরিত্যাগ করতে চায় না।"

বারনারী পিঙ্গলা বলল—"দেখুন, আমি কতখানি বিভ্রান্ত হয়ে আছি! যেহেতু আমি মন সংযত করতে পারিনি, তাই আমি সামান্য মানুষের কাছ থেকে মূর্খের মতো কামসুখ আশা করে থাকি। আমি এতই নির্বোধ যে, আমার যথার্থ প্রিয় যে পুরুষ আমার অন্তরে নিত্য বিরাজ করছেন, তাঁর সেবায় আমি অবহেলা করেছি। সেই পরম প্রিয় পুরুষ বিশ্বজগতের অধিপতি, যিনি যথার্থ সুখ ও শান্তির দাতা এবং সকল সমৃদ্ধির উৎস। যদিও

তিনি আমার অন্তরে বিরাজ করছেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে আমি সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। তার পরিবর্তে যে সমস্ত নগণ্য মানুষগুলি কোনও দিনই আমার যথার্থ বাসনা পরিতৃপ্ত করতে পারবে না এবং যারা কেবলই আমাকে অশান্তি, ভয়, আতঙ্ক, দুঃখ আর বিভ্রান্তি এনে দিয়েছে, আমি অজ্ঞতার মাধ্যমে তাদেরই সেবা পরিতৃপ্তি প্রদান করেছি। আহা, আমার আত্মাকে আমি কতই না অনর্থক ব্যথা দিয়েছি। অত্যন্ত লোভী মানুষ যারা করুণার পাত্র, তাদের কাছে আমার শরীর আমি বিক্রি করেছি। এইভাবে অতি দুর্ভাগ্যজনক বারনারী বৃত্তি অবলম্বন করে, আমি অর্থ এবং মৈথুন সুখ লাভের আশা করেছিলাম। এই জড়জাগতিক দেহটি একটি গৃহের মতো, যার মধ্যে আমি বাস করছি। আমার মেরুদণ্ড, হৃৎপিণ্ড, হাত এবং পাগুলি গৃহের কড়ি, বরগা ও থামেরই মতো, এবং মল ও মূত্রে পরিপূর্ণ সমগ্র অবয়বটি চর্ম, চুল ও নখ দ্বারা আবৃত রয়েছে। এই দেহের নয়টি দ্বার থেকে নিরন্তর দূষিত পদার্থ নির্গমন হচ্ছে। আমি ছাড়া কোন্ নারী এমনই মূর্খ, যে এই জড় শরীরটিকে এত মূল্য মর্যাদা আরোপ করে, কারণ সে মনে করে যে, এই কলাকৌশল থেকেই আনন্দ ও প্রেমভালবাসা পাওয়া যায়?"

"অবশ্যই এই বিদেহ নগরের মধ্যে আমিই সম্পূর্ণ নির্বোধ। যিনি আমাদের সব কিছু, এমনকি আমাদের যথার্থ চিন্ময় রূপটিও প্রদান করেছেন, সেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকেই আমি অবহেলা করেছি, এবং তার পরিবর্তে বহু পুরুষের সঙ্গে ইন্দ্রিয় উপভোগ বাসনা করেছি। পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্পূর্ণভাবেই সকল জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র, কারণ তিনি প্রত্যেকেরই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং প্রভু। তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা। সুতরাং আমি এখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মূল্য প্রদান করব, এবং এই ভাবে ভগবানকে ক্রয় করে নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর মতোই আনন্দ উপভোগ করব। পুরুষেরা নারীদের ইন্দ্রিয় সুখ প্রদান করে থাকে, কিন্তু এই সকল পুরুষদেরও এবং স্বর্গের দেবতাদেরও শুরু এবং শেষ আছে। তারা সকলেই অস্থায়ী সৃষ্টি, যারা সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাবে। সুতরাং তাদের স্ত্রীদের চিরকাল যথার্থই সুখ শান্তি তারা দিতে পারে?"

"যদি জড় জগতটিকে উপভোগের জন্য আমি দুরন্ত আশা করেছিলাম, কিন্তু কোনও প্রকারে আমার হৃদয়ে অনাসক্তি জেগেছে, আর তাতে আমি খুব সুখী হয়েছি। অতএব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবশ্যই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তা না জানলেও তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমাকে কিছু করতেই হবে। অনাসক্তি জাগলে মানুষ জড়জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা সব ত্যাগ করতে পারে, এবং বিপুল দুঃখ ভোগের পরে মানুষ ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে জড়জাগতিক বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নির্বিকার হয়ে পড়ে। তাই, আমার বিষম দুঃখ ভোগের ফলে, তেমনই নিরাসক্তি আমার হৃদয়ে জেগেছে। তা সত্ত্বেও বাস্তবিকই আমি যদি দুর্ভাগী হতাম, তা হলে কেন কৃপাময় আমাকে দুঃখকষ্ট ভোগ করালেন? সুতরাং, বাস্তবিকই আমি ভাগ্যবতী এবং ভগবৎকৃপা লাভ করেছি। কোনও ভাবে নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভগবান আমার প্রতি যে মহা কৃপা প্রদর্শন করেছেন, ভক্তি সহকারে তা আমি গ্রহণ করেছি। অতি তুচ্ছ ইন্দ্রিয় উপভোগের পাপময় সকল ইচ্ছা বর্জনের ফলে আমি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এখন আমি সম্পূর্ণ তৃপ্ত এবং সুখী, এবং ভগবানের কৃপায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে। সুতরাং স্বচ্ছন্দভাবে যা কিছু ঘটে, আমি তার দ্বারাই জীবন ধারণ করে থাকব। শুধুমাত্র ভগবানকে নিয়েই আমি জীবন যাপন করব, কারণ তিনিই সকল প্রেম ভালবাসা এবং সুখ সমৃদ্ধির যথার্থ উৎস। ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে জীবের বুদ্ধি অপহৃত হয়ে যায়, এবং তার ফলে সে জড়জাগতিক অন্ধকূপে পতিত হয়। সেই কূপের মধ্যে মহাকাল সর্প তাকে গ্রাস করে থাকে। এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি থেকে দুর্ভাগা জীবকে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে পারেন? যখন জীব লক্ষ্য করে যে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহাকাল সর্পের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তখন সেই উপলব্ধির ফলে, সে সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা থেকে নিরাসক্ত হয়ে শান্তিলাভ করে। সেই পরিস্থিতিতে জীব নিজের ত্রাণ লাভে যোগ্যতা অর্জন করে।"

অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন—"এইভাবে, পিঙ্গলা সম্পূর্ণভাবে তার কাম্য স্থির করে নিয়ে, তার প্রেমিকদের

সঙ্গে মৈথুন সুখ উপভোগের সকল প্রকার পাপময় ইচ্ছা ত্যাগ করেছিল এবং সে যথার্থ সুখময় পরিবেশে বিরাজ করতে পেরেছিল। তখন তার শয্যায় সে উপবেশন করেছিল। জড়জাগতিক বাসনা নিঃসন্দেহে বিপুল দুঃখের কারণ হয়, এবং সেই বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারলেই বিপুল সুখ লাভ করা যায়। সুতরাং পিঙ্গলা তার প্রেমিকদের সঙ্গে সকল প্রকার উপভোগের বাসনা বর্জন করে সুখে নিদ্রা উপভোগ করেছিল।"

নবম অধ্যায়

জড় জাগতিক সবকিছু থেকে নিরাসক্তি

সাধু ব্রাহ্মণ বললেন—"প্রত্যেকেই এই জড়জগতের মাঝে কোনও কোনও জিনিসকে তার খুবই প্রিয় বলে মনে করে থাকে, এবং ঐসব জিনিসের প্রতি আসক্তির ফলে, পরিণামে মানুষ দুঃখ পায়। এই বিষয়টি যে বুঝতে পারে, সে জড়জাগতিক সব অধিকারবোধ পরিত্যাগ করে এবং সকল প্রকার আসক্তি বর্জনের ফলে সে অনন্ত সুখ শান্তির অধিকারী হয়। একদা এক ঝাঁক বড় বড় বাজপাখি শিকার খুঁজে না পেয়ে অন্য একটি দুর্বল বাজপাখির কাছে কিছুমাংস রয়েছে দেখতে পেয়ে, তাকে আক্রমণ করেছিল। তখন সেই বাজপাখিটি তার জীবন বিপন্ন হয়েছে বুঝে তার মাংসের টুকরোটি বর্জন করেছিল এবং তখন সে যথার্থ সুখ অনুভব করেছিল। গার্হস্থ্য জীবনে, পিতামাতারা সর্বদা তাঁদের গৃহ, সন্তানাদি এবং মান যশ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারে আমার কিছুই চিন্তা নেই। কোনও পরিবারের চিন্তা আমার মোটেই নেই, এবং আমি মান সম্মানেরও প্রত্যাশা করি না। আমি শুধুমাত্র আত্মার জীবনধারা উপভোগ করে থাকি, এবং চিন্ময় স্তরের ওপরে আমি প্রেমের যথার্থ অভিজ্ঞতা অনুভব করে থাকি। এইভাবেই পৃথিবীতে আমি শিশুর মতো বিচরণ করে থাকি। এই জগতে দু'ধরনের মানুষ সর্বপ্রকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে পরম আনন্দে মগ্ন থাকে—যে জড়বুদ্ধি শিশুর মতো নির্বোধ এবং জড়প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অতীত পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যে মনপ্রাণ অর্পণ করেছে।"

"একদা কোনও এক বিবাহযোগ্যা কুমারী বালিকা তার বাড়িতে একা ছিল, কারণ তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনেরা সেইদিন অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন লোক বাড়িতে এসে বিশেষ করে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা জানিয়েছিল। সে সকল প্রকার আতিথ্য সহকারে তাদের প্রীতি সম্পাদন করেছিল। বালিকাটি অন্তরমহলে গিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল যাতে অনাহূত অতিথিরা কিছু আহার করতে পারেন। সে যখন চাল ঝাড়ছিল, তখন তার হাতের শাঁখা চুড়িগুলি পরস্পর ঠুকায় খুব শব্দ হচ্ছিল। বালিকাটি আশঙ্কা করেছিল যে, লোকগুলি হয়ত তাদের পরিবারবর্গকে দরিদ্র মনে করতে পারে যেহেতু কন্যাটি চাল ঝাড়ার মতো সামান্য কাজে রত হয়েছে। তাই খুব বুদ্ধিমতী বলেই, লজ্জিত হয়ে বালিকাটি তার হাতের শাঁখাগুলি ভেঙে ফেলল, শুধুমাত্র প্রত্যেক হাতে দুটি করে শাঁখা রেখে দিল যাতে আর কোনও শব্দ না হয়। অতঃপর, কুমারী ধান কুটতে থাকলে তার উভয় হাতের দুটি করে কঙ্কণের ক্রমাগত ঘর্ষণে শব্দ হতে লাগলো। তাই সে উভয় হাত থেকে একটি করে কঙ্কণ খুলে রাখলে পর উভয় হাতের একটি মাত্র কঙ্কণ হতে আর কোন শব্দ উৎপন্ন হল না। হে শত্রুদমনকারী, এই জগৎ প্রকৃতি সম্পর্কে নিত্য শিক্ষা লাভের মাধ্যমে আমি সারা জগৎ পরিভ্রমণ করে চলেছি, এবং তাই আমি স্বতঃ এই বালিকাটির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছি। যখন বহু লোক এক জায়গায় বাস

করে, তখন সেখানে নিঃসন্দেহে কলহ-বিবাদ হবে। আর যদি দু'জন মাত্র লোকও একসাথে বাস করে, তা হলে চটুল বাক্যালাপ এবং মতভেদ হবে। অতএব, সংঘাত বর্জনের জন্যই, একাকী বসবাস করা উচিত, যা আমরা তরুণী বালিকার শাঁখার দৃষ্টান্ত থেকে শিখতে পারি।"

"যোগাসন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অভ্যাসের মাধ্যমে এবং শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে, বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় যোগচর্চার ফলে অনাসক্তির সাহায্যে মন স্থির করতে পারা যায়। এইভাবেই সযত্নে যোগাভ্যাসের একমাত্র লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মন নিবদ্ধ হলে তখন তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুস্থির অবস্থা লাভ করার ফলে, জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কলুষিত বাসনাদি থেকে মন মুক্তিলাভ করে; এইভাবে সত্ত্বগুণের প্রভাব শক্তিশালী হলে তখন রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে, এবং ক্রমশ সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে থাকে। যখন মন জড়াপ্রকৃতির ইন্ধন থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে, তখন তার জড়জাগতিক অস্তিত্বের আগুন নিভে যায়। তখন মানুষ তার ধ্যানের মূল লক্ষ্য স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভের পিপাসুর প্রাপ্ত হয়। এইভাবে, যখনই পরমতত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণভাবে মানুষ অভিনিবিষ্ট হয়, তখন সে আর কোনও ভাবেই অন্তরে কিংবা বাহিরে কিছুমাত্র বৈতভাব বা কোনও দ্বিধা অনুভব করে না। তাই এখানে একজন তীরন্দাজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, সেই মানুষটি একটি তীর যথাযথ সোজাভাবে তৈরি করার কাজে এমনই অভিনিবিষ্ট হয়ে কাজ করছিল যে, স্বয়ং রাজাও তার ঠিক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে কিংবা অনুভব করতে পারেনি।"

"কোনও পবিত্রাত্মা মানুষ অবশ্যই একাকী দিনযাপন করেন এবং সর্বদাই নির্দিষ্ট বাসস্থান না রেখেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করতে থাকেন। সদাসতর্ক হয়ে তিনি নিঃসঙ্গ দিনযাপন করেন এবং সকলের অলক্ষ্যে কাজ করে থাকেন। সঙ্গীবিহীন হয়ে ভ্রমণ করেন বলেই, তাঁকে প্রয়োজনের বেশি কথা বলতে হয় না। যখন কোনও মানুষ একটা অস্থায়ী অনিত্য জড় দেহের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও একটা সুখী গৃহকোণ তৈরী করতে চায়, তখন তা নিষ্ফল হয় এবং দুঃখ-দুর্দশারই সৃষ্টি করে। অথচ সাপ অন্য কারও তৈরি বাড়িতে ঢুকে সুখেই দিনযাপন করতে থাকে।"

"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীনারায়ণ সকল জীবেরই আরাধ্য দেবতা। কোনও প্রকার সাহায্য ছাড়াই, তাঁর নিজ শক্তি বলে তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রলয়কালে তাঁর কালশক্তিরূপ মহাকালের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ সাধন করেন এবং তিনি স্বয়ং সকল জীবগণসহ ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু নিজ মধ্যেই আবার বিলীন করেন। এই কারণেই, তাঁরই অনন্ত সত্তা সকল শক্তির উৎস এবং আধার স্বরূপ বিরাজমান রয়েছে। সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্তা স্বরূপ সূক্ষ্ম প্রধান শক্তি ভগবানের মাঝেই সুরক্ষিত থাকে এবং এইভাবেই তাঁর সত্তা হতে এই শক্তি ভিন্ন সত্তা নয়। প্রলয়পর্বের শেষে ভগবান একমাত্র সত্তা রূপে বিরাজিত থাকেন। যখন পরমেশ্বর ভগবান মহাকালের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর আপন শক্তির অভিপ্রকাশ করেন এবং সত্ত্বগুণাদির মতো তাঁর জড়জাগতিক শক্তিসমূহ পরিচালিত করেন, তখন তিনি প্রকৃতির নির্বিকার 'প্রধান' রূপ নামে অভিহিত শক্তিরাজির পরম নিয়ন্তা হয়ে থাকেন। তাছাড়া সমস্ত মুক্ত পুরুষ, দেবতাগণ ও সাধারণ জীবাত্মাসহ সকল সত্তারই তিনি পরমারাধ্য লক্ষ্য হয়ে থাকেন। ভগবান সর্ব প্রকার জড়জাগতিক উপাধি থেকে নিত্য বিবর্জিত সত্তা রূপে বিরাজ করেন, এবং চিদানন্দের পূর্ণতা নিয়েই তাঁর সেই সত্তা, যাঁর দর্শনের উদ্দেশ্যে মানুষ তাঁর শ্রীচরণের প্রতি দৃষ্টিপাতের অনুশীলন করে। এইভাবেই ভগবান 'মুক্তি' শব্দটির সম্পূর্ণ অভার্থ উদ্ঘাটিত করে থাকেন।"

"হে অরিন্দম, সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দিব্যশক্তিকে মহাকাল রূপে প্রসারিত করেন, এবং জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দ্বারা রচিত তাঁর মায়া শক্তিকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। মহর্ষিগণের মতানুসারে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের যা ভিত্তি, এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা থেকে অভিব্যক্ত হয়, তাকে বলা হয় সূত্র কিংবা মহত্তত্ত্ব। বাস্তবিকই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মহত্তত্ত্বের উপরেই নির্ভর করে রয়েছে, এবং এর শক্তিবলেই জীব জড়জাগতিক অস্তিত্ব উপভোগ করে থাকে। যেভাবে মাকড়সা তার নিজের মধ্য থেকে তার মুখ দিয়ে জালের সূক্ষ্ম বিস্তার করে, কিছুকাল তাই নিয়ে খেলা করে এবং অবশেষে তা গ্রাস করে নেয়, তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর নিজ সত্তার ভিতর থেকে তাঁর আপন শক্তি বিস্তার করে থাকেন। সেইভাবেই ভগবান মহাবিশ্বের অভিব্যক্তি দিয়ে সৃষ্টিজাল বিস্তার করেন, তাঁর উদ্দেশ্য বিধানে তার উপযোগ করেন এবং অন্তিমকালে সম্পূর্ণভাবে তা তিনি আপনার মধ্যে প্রত্যাহার করে নেন।"

"যদি প্রেম, ঘৃণা কিংবা ভয়ের বশে কোনও বদ্ধজীব তার মন ও বুদ্ধি সহকারে কোনও বিশেষ শারীরিক অবয়ব ধারণের বাসনায় মনোনিবেশ করে থাকে, তা হলে যেমন রূপ লাভের জন্য সে অভিনিবিষ্ট হয়েছে, অবশ্যই সেই রূপটি সে অর্জন করে থাকে। হে রাজা, একদা একটি ভ্রমর বলপূর্বক একটি দুর্বল কীটকে তার বাসার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল এবং সেখানে তাকে বন্দী করে রেখেছিল। নিদারুণ ভয়ে দুর্বল কীটটি নিরন্তর তার বন্দীকের জন্য ভ্রমরটির কথা গভীর ভাবে চিন্তা করত, এবং তার শরীরটি ত্যাগ না করা সত্ত্বেও, সে ক্রমশ সেই ভ্রমরটির মতোই জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি.। এইভাবে মানুষ যে অবধারা নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করতে থাকে, ক্রমশ সেই রকম জীবনই সে লাভ করে।"

"হে রাজা, এই সকল গুরুবর্গের কাছ থেকে আমি বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছি। এখন কৃপা করে শুনুন, আমার নিজ শরীর থেকে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, তা বর্ণনা করে বোঝাচ্ছি। জড় দেহটিও আমার পারমার্থিক গুরু কারণ এরই মাধ্যমে আমি অনাসক্তি শিক্ষালাভ করে থাকি। সৃষ্টি এবং বিনাশের অধীনস্থ বলেই, এই দেহটি শেষ পর্যন্ত নিয়তই কষ্টভোগ করতে থাকে। তাই, শিক্ষালাভ লাভের জন্য আমার শরীর নিয়োজিত করা হলেও, আমি সর্বদা স্মরণে রাখি যে, এই দেহটিকে শেষ পর্যন্ত অন্য সকল উপাদানেই আত্মসাৎ করে নেবে এবং তাই নিরাসক্ত হয়ে, আমি এই জগতে বিচরণ করতে থাকি। দেহের প্রতি আসক্ত মানুষ বিপুল সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে যাতে তার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, সম্পত্তি, গৃহপালিত পশু, দাস দাসী, বাসগৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এবং অন্যান্য সব কিছুর মর্যাদা রক্ষা করা যায়। এই সবকিছুই সে নিজের শরীরটির প্রীতিসাধনের জন্যই করে থাকে। বৃক্ষ যেভাবে মৃত্যুর পূর্বে ভবিষ্যতের বৃক্ষটির জন্য বীজ সৃষ্টি করে, তেমনই মৃত্যুমুখী দেহটিও নিজের সঞ্চিত কর্মফলের মাধ্যমে পরজন্মের জড় দেহটির বীজ সৃষ্টি করে থাকে। এইভাবে জড়জাগতিক অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে জড় দেহটি অবসন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে। বহুপত্নী থাকলে মানুষকে তাদের জন্য নিত্য বিব্রত হতে হয়। তাদের ভরণ-পোষণের জন্য তাকে দায়ী থাকতে হয়, এবং সমস্ত পত্নীরা তাকে বিভিন্ন দিকে নিত্য বিব্রত করতে থাকে, নিজ নিজ স্বার্থে বিবাদে রত হয়। ঠিক সেইভাবেই জড়েন্দ্রিয়গুলিও একই সঙ্গে বদ্ধজীবটিকে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ বিকর্ষণের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করতে থাকে। একদিকে জিহ্বা সুস্বাদু আহারাদির আয়োজনের জন্য তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে, তারপরে তৃষ্ণা তাকে মনের মতো পানীয় গ্রহণের জন্য টেনে নিয়ে যায়। একই সাথে যৌনাঙ্গগুলি তৃপ্তিসুখের জন্য বিব্রত করতে থাকে, আর স্পর্শেন্দ্রিয় পেতে চায় কোমল, ইন্দ্রিয় সুখকর বিষয়বস্তুর সংস্পর্শ। উদর যতক্ষণ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ তাকে বিচলিত করতে থাকে, কানগুলি মনোমুগ্ধকর ধ্বনি শ্রবণের দাবি জানাতে থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় লুব্ধ হয় স্নিগ্ধ তৃপ্তিকর সুগন্ধের প্রতি, আর চঞ্চল চোখগুলি লালায়িত হয় মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের জন্য। এইভাবেই ইন্দ্রিয়াদি, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সকলেই তৃপ্তিসুখের বাসনায় জীবকে চতুর্দিকে টেনে নিয়ে যায়।"

"বদ্ধ জীবাত্মা সকলের বসবাসের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর আপন মায়াময় শক্তি বিস্তারের মাধ্যমে অসংখ্য জীব-প্রজাতি সৃষ্টি করেছিলেন। বৃক্ষাদি, সরীসৃপকুল, পশু পাখি, সাপ ইত্যাদি নানা রূপ সৃষ্টি করবার পরেও ভগবান তাঁর অন্তরে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। তখন তিনি মানবজীবন সৃষ্টি করেন, যার মাধ্যমে বদ্ধজীব যথার্থ বুদ্ধি অর্জনের ফলে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে। বহু বহু জন্ম ও মৃত্যুর পরে কোনও জীব অতি দুর্লভ মানব রূপ লাভ করতে পারে, আর যদিও এই মানব জন্ম অস্থায়ী, তা হলেও এই মানব জন্মের মাধ্যমেই জীব তার জীবনের চরম সার্থকতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে

থাকে। তাই যে কোনও স্থিরবুদ্ধি মানুষেরই যথাশীঘ্র সম্ভব উদ্যোগী হয়ে এই অনিত্য অস্থায়ী দেহটির পতন এবং মৃত্যুর পূর্বেই জীবনের পরম সার্থকতা অর্জনের জন্য দ্রুত চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবিকই, অতি জঘন্য জীবন প্রবাহেও ইন্দ্রিয় উপভোগের সুযোগ থাকে, কিন্তু কৃষ্ণকথামৃতের আস্বাদন একমাত্র মানবজাতির পক্ষেই সম্ভব হয়। আমার পারমার্থিক গুরুবর্গের কাছ থেকে শিক্ষালাভের মাধ্যমে, আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছি এবং পারমার্থিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত অর্জন করে, নিঃসঙ্গভাবে নিরহঙ্কার হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছি। পরমতত্ত্ব যদিও এক এবং অদ্বিতীয়, তা সত্ত্বেও ঋষিবর্গ সেই পরমতত্ত্বকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করেছেন। সেই কারণেই কোনও একজন মাত্র গুরুর কাছ থেকে সুদৃঢ় অর্থাৎ সুসম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা কারও পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"এইভাবে যদুরাজকে কথার পরে, জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ সেই রাজার প্রণতি ও বন্দনা গ্রহণ করে প্রীতিলাভ করলেন। তারপরে বিদায় জানিয়ে তিনি যেভাবে এসেছিলেন, সেইভাবেই চলে গেলেন। হে উদ্ধব, অবধূতের কথাগুলি শুনে, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রপিতামহ ঋষিতুল্য যদুরাজ সকল প্রকার জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হলেন, এবং তাই তাঁর মন পারমার্থিক স্তরে যথাযথভাবে স্থিত হল।"

দশম অধ্যায়

সকাম কর্মের প্রকৃতি

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"আমার কাছে পূর্ণ আশ্রয় নিয়ে, আমি যেভাবে বলেছি সেইভাবে ভক্তিমূলক সেবায় সযত্নে মনোনিবেশের মাধ্যমে, বর্ণাশ্রম প্রথা নামে অভিহিত সামাজিক ও বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কোনও প্রকার ব্যক্তিগত বাসনা বর্জন করে মানুষকে জীবনযাপন করতে হবে। শুদ্ধাত্মা পুরুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, বদ্ধ জীবগণ যেহেতু ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে জীবন উৎসর্গ করে, তাই তারা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের সব কিছুকেই অনর্থক সত্যরূপে স্বীকার করে থাকে, যার ফলে তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাই অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্নের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বহু জিনিস দেখতে পারে, কিন্তু ঐসকল সুখকর সব কিছুই নিতান্ত মানসিক কল্পনা মাত্র এবং তাই শেষপর্যন্ত অহেতুক। সেইভাবেই, জীবমাত্রই তার চিন্ময় পারমার্থিক সত্তা সম্পর্কে নিদ্রামগ্ন হয়ে থাকে, তার দৃষ্টিতেও বহু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদি আসে, কিন্তু ঐসকল অস্থায়ী উপভোগের অগণিত বিষয়বস্তু নিতান্তই ভগবানের মায়াবলে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেগুলির কোনই স্থায়ী সত্তা নেই। ঐগুলি নিয়ে যে মানুষ মনোনিবেশ করে থাকে, ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় সে অনর্থক তার বুদ্ধি বৃত্তির অপব্যয় করতে থাকে। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে আমাকে সুদৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে যে স্থান দিতে পেরেছে, তার পক্ষে ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল কামকর্ম বর্জন করা উচিত এবং তার পরিবর্তে বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি অনুসারে উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করা কর্তব্য। অবশ্য যখন আত্মার পরমতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ যথার্থ অনুসন্ধিৎসু হয়, তখন তাকে সকাম কর্ম সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি আর পালন করবার প্রয়োজন হয় না। জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে আমাকে যে স্বীকার করেছে, তার পক্ষে পাপকর্মাদি পরিহার সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি অবশ্যই নিষ্ঠাভরে পালন করা উচিত এবং যথাসম্ভব শুচিতা রক্ষার মতো সামান্য বিধিনিষেধগুলিও প্রতিপালন করা প্রয়োজন। অবশেষে, মানুষকে অবশ্যই কোনও পারমার্থিক সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে, যিনি আমার মতোই সর্বজ্ঞানে গুণান্বিত, যিনি প্রশান্ত এবং যিনি পারমার্থিক দিব্য চেতনার মাধ্যমে আমা হতে অভিন্ন। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সেবক অর্থাৎ শিষ্যকে অবশ্যই মিথ্যা অহমিকামুক্ত হতে হবে এবং কখনই নিজেকে সকল কর্মের কর্তা বিবেচনা করা চলবে না। তাকে সকল সময়ে কর্মদক্ষ এবং নিরলস হতে হবে আর তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, গৃহ ও সমাজ সকল বিষয়ে মমতাশূন্য ও প্রভুত্ববোধহীন হওয়া প্রয়োজন। তার পারমার্থিক গুরুর প্রতি প্রেমময় সখ্যভাবাপন্ন হতে হবে এবং কখনই বিভ্রান্ত বা বিপথগামী হলে চলবে না। সেবক তথা শিষ্যরূপে তাকে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে, কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হলে চলবে না এবং বাজে কথা বলা প্রয়োজন। জীবনের সকল পরিবেশের মধ্যেই মানুষকে আপন যথার্থ শুদ্ধ স্বার্থের প্রতি যত্নশীল হতে হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই স্ত্রীপুত্র, পরিবার পরিজন, ঘরসংসার, জমিবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধনসম্পদ এবং সবকিছু থেকেই অনাসক্ত থাকা উচিত।"

"আগুন যেমন দহনের মাধ্যমে আলোক প্রদান করে, অথচ তা দাহ্য কাঠ থেকে ভিন্ন, তবু কাঠ দহনের মাধ্যমে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে, তেমনই শরীরের মধ্যে যে দর্শক রয়েছে, তা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন চিন্ময় আত্মা এবং তা জড় শরীর থেকে ভিন্ন হলেও চেতনার দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে রয়েছে। তাই চিন্ময় আত্মা এবং শরীর ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যেমন আগুন বিভিন্নভাবে সুপ্ত, উগ্র, ক্ষীণ, উজ্জ্বল এবং আরও নানাভাবে দাহ্য পদার্থের অবস্থাভেদে প্রকাশ পেতে পারে, তেমনই, চিন্ময় আত্মা কোনও জড় দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিশেষ দৈহিক গুণাবলী যুক্ত করে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি থেকে বিস্তারিত জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে থাকে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহগুলি। যখন জীব স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহগুলিকে তার নিজেরই যথার্থ প্রকৃতি সম্মত বলে ভ্রান্ত ধারণা করে তখনই জড়জাগতিক অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে অবশ্যই এই মায়াময় পরিস্থিতির বিনাশ ঘটানো যেতে পারে। সুতরাং, জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে তার অন্তরে বিরাজমান পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। ভগবানের শুদ্ধ পারমার্থিক দিব্য সত্তা উপলব্ধির মাধ্যমে জড় জগতটিকে স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা রূপে ভ্রান্তধারণা বর্জন বর্জনের চেষ্টা করা উচিত।"

"পারমার্থিক গুরুদেবকে যজ্ঞাগ্নিতে ব্যবহৃত অরণি কাঠের আদি কাষ্ঠ স্বরূপ মনে করা উচিত, শিষ্যকে সর্বোপরি জ্বালানী কাষ্ঠ এবং গুরুদেবের উপদেশাবলীকে এই দুইয়ের মাঝে অবস্থিত তৃতীয় মধ্যকাষ্ঠ রূপে বিবেচনা করা চলে। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে প্রদত্ত পারমার্থিক জ্ঞান শিষ্যের কাছে আসে যেন যজ্ঞের উপর দিয়ে কাঠের সংঘর্ষজনিত আগুনের মতো, যে আগুন অজ্ঞানতার অন্ধকার পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, ফলে গুরু ও শিষ্য উভয়ই পরম আনন্দ লাভ করেন। সুদক্ষ পারমার্থিক গুরুদেবের কাছ থেকে বিনীতভাবে শ্রবণের মাধ্যমে, সুদক্ষ শিষ্য শুদ্ধ জ্ঞান বিকশিত হওয়ার ফলে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য থেকে উৎপন্ন জড়জাগতিক মায়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। অবশেষে এই শুদ্ধ জ্ঞান আপনা হতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, যেভাবে জ্বালানী কাঠ শেষ হয়ে গেলে আগুনও নিভে যায়।"

"হে উদ্ধব, এইভাবেই তোমার কাছে আমি শুদ্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি। অবশ্য কিছু দার্শনিক আছেন, যাঁরা আমার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন যে, সকাম কামকর্মে নিয়োজিত থাকাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং তাঁরা জীবকে তার নিজের কর্ম থেকে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখের ভোক্তা বলে মনে করে থাকেন। এই জড়জাগতিক দর্শন অনুসারে, পৃথিবী, সময়, দিব্য শাস্ত্রাদি এবং আত্মা সবই বৈচিত্র্যময় এবং নিত্যস্থিত সত্তা, যেগুলি অবিরাম পরিবর্তনের ধারায় অব্যাহত থাকে। তা ছাড়া, জ্ঞান কখনই একমাত্র বিষয় কিংবা নিত্যস্থিত হতে পারে না, কারণ তা বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিষয়বস্তু থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে, তাই জ্ঞান মাত্রই নিত্য পরিবর্তন সাপেক্ষ হয়। যদিও তুমি এই ধরনের দার্শনিক মতবাদ স্বীকার কর, হে উদ্ধব, তা হলেও নিত্যকালের জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি থাকবেই, যেহেতু কালের প্রভাব মতো জড় দেহ অবশ্যই সকল জীবকে স্বীকার করতেই হবে। যদিও সকাম কর্মী অনন্ত সুখের বাসনা করে, তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায় যে,

জড়জাগতিক কর্মীরা প্রায় অসুখী হয়ে থাকে এবং কেবল মাঝে মাঝেই সন্তোষলাভ করে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন স্বতন্ত্র নয় কিংবা পরিণামে নিয়ন্ত্রণ করতেও অক্ষম। যখন কোনও মানুষ অন্য কারও প্রভুত্বময় নিয়ন্ত্রণে সর্বদা চলতে থাকে, তবে সে কেমন ভাবে তার নিজের সকাম ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে কোনও মূল্যবান সুফল আশা করতে পারে? জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে লক্ষ করা যায় যে, অনেক সময়ে বুদ্ধিমান মানুষও সুখী হয় না। তেমনই, কখনও এক মহামূর্খও সুখী হয়। জড়জাগতিক কাজকর্ম সম্পাদনের দক্ষতার মাধ্যমেই সুখী হয়ে ওঠার ধারণা নিতান্তই মিথ্যা অহমিকার অনর্থক অভিপ্রকাশ মাত্র। যদিও মানুষ জানে কিভাবে সুখ অর্জন করতে হয় এবং দুঃখ পরিহার করতে হয়, তবু তারা জানে না কোন পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্যু তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। মৃত্যু কখনই সুখকর নয়, এবং যেহেতু প্রত্যেক মানুষকেই ঠিক যেন মৃত্যুদণ্ড অপরাধীর মতোই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাই জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলি থেকে যা সুখতৃপ্তি ভোগ করা যেতে পারে, তা থেকে কতখানি সুখই বা মানুষ পেতে পারে? যে জড়জাগতিক সুখের কথা শোনা যায়, যেমন, স্বর্গলোকে সুখভোগ, তা সবই আমরা যে সকল জড়জাগতিক সুখের পরিচয় পেয়েছি, তারই মতো। সবই ঈর্ষা, দ্বেষ, জরা এবং মৃত্যুর দ্বারা কলুষিত। অতএব তেমনই শস্য আহরণ করাও বৃথা হয়, যদি শস্যের ব্যাধি, কীটের আক্রমণ কিংবা অনাবৃষ্টির মতো বহু সমস্যা থাকে, আর সেই রকমই পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গলোকে যেখানেই হোক, অগণিত বাধাবিপত্তির কারণেই সর্বদাই কোনওখানেই জড়জাগতিক সুখ আহরণের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে থাকে।"

"যদি কেউ বৈদিক অনুশাসনাদি মতো বিধিবদ্ধ ভাবে যাগযজ্ঞাদি পালন করে, তা হলে পরজন্মে তার স্বর্গসুখ লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এমন সুফল লাভ সত্ত্বেও, সকাম যাগযজ্ঞাদি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হলেও, কালের প্রভাবে তা সবই বিলীন হয়ে যায়। এই বিষয়ে শ্রবণ কর। যদি কেউ এই পৃথিবীতে দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তা হলে স্বর্গলোকে গমন করে, সেখানে, দেবতাদের মতোই, তার যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত স্বর্গসুখ ভোগের সৌভাগ্য উপভোগ করতে থাকে। স্বর্গলোক লাভ করবার পরে, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা পৃথিবীতে তার পুণ্য কর্মের ফলে প্রাপ্ত সমুজ্জ্বল বিমানে ভ্রমণ করতে থাকে। গন্ধর্বগণের দ্বারা বাদ্য গীতের মাধ্যমে অভ্যর্থিত হয়ে, এবং মনোরম বেশভূষা পরিধান করে, সে স্বর্গের দেবীগণ পরিবৃত হয়ে জীবন সুখ উপভোগ করতে থাকে। কঙ্কনের ঝোড়া ঘণ্টা মালায় সুশোভিত যথেচ্ছ গমনরত বিমানে স্বর্গের নারীগণের সাথে প্রমোদ কাননগুলিতে আচ্ছাদিত, বিশ্রামরত এবং মহাসুখে অতিবাহিত করার সময়ে, তারা বিবেচনা করেনা যে, তার পুণ্যফল সে ব্যয় করে ফেলছে এবং অনতিবিলম্বে জড় জগতে সে অধঃপতিত হবে। যজ্ঞকর্মের পুণ্যফল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, স্বর্গলোকে সে জীবন উপভোগ করতে থাকে। অবশ্য যখন পুণ্যফল ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন সে স্বর্গের প্রমোদ কাননগুলি থেকে অধঃপতিত হয়, এবং অনন্ত কালের প্রভাবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে পরিচালিত হতে হয়।"

"যদি কোনও মানুষ পাপময়, ধর্মবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, অসৎসঙ্গ কিংবা ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষমতার জন্য, তাহলে তাকে অবশ্যই জড়জাগতিক কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতে হয়। তার ফলে অন্য সকলের প্রতি তার আচরণ হয় কৃপণহীন লোভময় এবং সর্বদাই নারীদেহ সম্ভোগে উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। মন কলুষিত হলে মানুষ হিংসাত্মক এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে আর বৈদিক অনুশাসন ব্যতিরেকেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করে। ভূতপ্রেতাদির পূজা করার ফলে, বিভ্রান্ত মানুষ অননুমোদিত কাজকর্মে পটুত্বলাভ করে এবং তার ফলে তার নরকগতি হয়, যেখানে সে তমোগুণাবিষ্ট জড়জাগতিক শরীর লাভ করে। তেমন নিম্নস্তরের শরীর নিয়ে সে দুর্ভাগ্যবশত অশুভ ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে থাকে যার ফলে ভবিষ্যতের অশান্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তাই সে আবার একটি অনুরূপ শরীর অর্জন করে। এই ধরনের যেসব কাজকর্মের মাধ্যমে অবধারিতভাবে মৃত্যুর মাঝে ইহজীবনে পর্যবসিত হবে, তার মধ্যে কি ধরনের

সুখের আশা করা সম্ভব হতে পারে? সমস্ত গ্রহলোকে স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত, এবং সমস্ত মহান দেবতাগণ যাঁরা এক হাজার যুগচক্রকাল জীবিত থাকেন, তাঁদের মনে আমার মহাকাল সম্পর্কে বিলক্ষণ ভয়ভীতি রয়েছে। এমনকি ব্রহ্মাও যাঁর পরম আয়ুষ্কাল ৩,১১০,৪০,০০,০০,০০,০০০ বছর, তিনিও আমাকে ভয় করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি পাপ অথবা পুণ্যময় জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের উদ্ভব ঘটায় এবং জড়প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য ধারায় কর্মেন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি এবং জড়াপ্রকৃতির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়ে জীব সকাম ক্রিয়াকলাপের বিবিধ ফলের অভিজ্ঞতা ভোগ করতে থাকে। যতক্ষণ জীব মনে করে যে, জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, ততদিন তাকে বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং বিবিধ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা সে অর্জন করবে। তাই প্রকৃতির গুণাবলীর অধীনস্থ হয়ে সকাম ক্রিয়াকলাপের উপরেই জীবকে সম্পূর্ণ ভরসা করে চলতে হয়। জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অধীন সকাম কর্ম সম্পাদনে যে বদ্ধজীব নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তার পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে আমাকে সমীহ করতে থাকবেই, যেহেতু আমিই সকল জীবের সকাম ক্রিয়াকর্মের কর্মফল অর্পণ করে থাকি। যারা প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের বৈচিত্র্যময়তাকে বাস্তবরূপে জ্ঞান করে, জড়জাগতিক জীবনধারা স্বীকার করে নেয়, তারা জড়জাগতিক ভোগ উপভোগের মাঝে আত্মোৎসর্গ করে থাকে বলেই সর্বদাই দুঃখ-দুর্দশার মাঝে মগ্ন হতে বাধ্য হয়। প্রকৃতির জড়গুণাবলীর প্রভাবে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জীব আমাকে নানাভাবে বর্ণনা করতে থাকে, কখনও মহাকাল, আত্মা, বেদ, ব্রহ্মাণ্ড, স্বভাব, ধর্মনীতি এবং আরও নানাভাবে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান, জড় দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবকে ঘিরে থাকে জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী এবং এই সকল গুণাবলীর দ্বারা সৃষ্ট কর্মফলের সুখ ও দুঃখ। তাহলে এই জড়জাগতিক আবর্তের মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে না, তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? আরও বলা যেতে পারে যে, জীব যথার্থই দিব্য সত্তা এবং জড় জগতের মাঝে তার করণীয় কিছুই নেই। তবে কেন সে চিরকাল জড় প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে? হে ভগবান অচ্যুত, একই জীবকে কখনও নিত্যবদ্ধ এবং কখনও নিত্যমুক্ত রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাই, জীবের যথার্থ অবস্থা আমি উপলব্ধি করতে পারি না। হে ভগবান, দার্শনিক প্রশ্নাদির উত্তর প্রদানে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিত্যমুক্ত জীব এবং নিত্যবদ্ধ জীবের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধির লক্ষণগুলি কৃপা করে আমাকে বুঝিয়ে দিন। তারা কি কি বিভিন্ন উপায়ে জীবন উপভোগ করে, আহার গ্রহণ করে, মল বর্জন করে, শয়ন করে, উপবেশন করে কিংবা বিচরণ করে, তা সবই বর্ণনা করুন।"

একাদশ অধ্যায়

বদ্ধ ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে প্রিয় উদ্ধব, আমার নিয়ন্ত্রণাধীন জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাবে জীব কখনও বদ্ধ এবং কখনও মুক্ত আখ্যা পায়। বস্তুত, আত্মা কখনই বদ্ধ কিংবা মুক্ত হয় না, এবং জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর মূল কারণস্বরূপ মায়াশক্তির আমিই যেহেতু পরমেশ্বর, তাই আমাকেও কখনই মুক্ত কিংবা বদ্ধ বলে মনে করা চলে না। স্বপ্ন যেমন মানুষের নিতান্ত বুদ্ধি প্রসূত সৃষ্টি, কিন্তু বাস্তবে তার কোনই সত্যতা নেই,

তেমনই, জড়জাগতিক শোকদুঃখ, মায়ামোহ, সুখ, বিষাদ এবং মায়ার অধীনে জড়দেহ ধারণও সবই আমার মায়াশক্তিরই সৃষ্টি। অন্যভাবে বলা চলে, মায়াময় অস্তিত্বের কোনই বাস্তব উপযোগিতা নেই। হে উদ্ধব, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই মায়ার সৃষ্টি, তা আমারই শক্তির অভিপ্রকাশ। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই অনাদি অনন্ত স্বরূপ এবং দেহধারী জীবগণকে তা নিত্যকাল মুক্তি এবং বন্ধন দশা ভোগ করায়। হে মহাবুদ্ধিমান উদ্ধব, জীব আমারই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, কিন্তু অজ্ঞানতার প্রভাবে তাকে অনাদিকাল যাবৎ জড়জাগতিক বন্ধনদশায় কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। অবশ্য জ্ঞানের সাহায্যে সে মুক্তিলাভ করতে পারে।"

"হে প্রিয় উদ্ধব, এইভাবেই একই জড়দেহের মধ্যে আমরা বিপুল সুখ এবং দুঃখ দুর্দশার মতো বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকি। তার কারণ এই যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান যিনি নিত্যমুক্ত নিত্য সত্ত্ব, আর সেই সঙ্গে বদ্ধ জীবাত্মা উভয়েই দেহের মধ্যে রয়েছে। এখন আমি তোমার কাছে তাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদির কথা বলব। ঘটনাক্রমে দুটি পাখি একই গাছে একসঙ্গে বাসা করেছে। দুটি পাখিই বন্ধু আর সমপ্রকৃতি। অবশ্য, তাদের মধ্যে একজন গাছটির ফল খাচ্ছে, অন্যদিকে অন্য পাখিটি যে ফল খাচ্ছে না, সে নিজ শক্তির বলে উত্তম মর্যাদায় অবস্থান করছে। যে পাখিটি গাছটির ফল ভক্ষণ করে না, সেটি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি তাঁর সর্বজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর আপন মর্যাদা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন এবং ফল ভক্ষণকারী পাখিটির মতো বদ্ধজীবেরও সত্তাও উপলব্ধি করেন। অপর দিকে ঐ জীব নিজেকে উপলব্ধি করে না কিংবা ভগবানকেও অনুভব করে না। সে অজ্ঞানতার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে এবং তাই তাকে নিত্য বদ্ধ বলা হয়ে থাকে, আর পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন বলেই তিনি নিত্য মুক্ত পুরুষ রূপে বিরাজমান থাকেন। জড় দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকলেও, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দেহের বাইরেও নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, ঠিক যেমন স্বপ্ন থেকে উত্থিত মানুষ স্বপ্নে দেখা শরীরের সাথে আত্মস্থ হয়ে থাকা বর্জন করতে পারে। অবশ্য, নির্বোধ মানুষ তার জড় দেহটির সাথে একাত্ম না হলেও, তা থেকে অতীত সত্তা হওয়া সত্ত্বেও, মনে করে সে শরীরটির মধ্যেই রয়েছে, ঠিক যেমন স্বপ্নমগ্ন মানুষ নিজেকেই একটা কাল্পনিক শরীরের মধ্যে দেখতে পায়। জড়জাগতিক বাসনার কলুষতা থেকে মুক্ত যে কোনও বিদ্বান ব্যক্তি দৈহিক ক্রিয়াকলাপের কর্মীরূপে নিজেকে মনে করেন না, বরং সে জানে যে, ঐ ধরনের সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই শুধুমাত্র জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী থেকে উদ্ভূত ইন্দ্রিয়গুলিই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলির সঙ্গে সংযোগ সাধন করছে। প্রারব্ধ কর্মফলের পরিণামে দেহমধ্যে আবদ্ধ বুদ্ধিহীন মানুষ মনে করে, "আমি সকল কাজের কর্তা!" অহঙ্কারে বিভ্রান্ত তেমন নির্বোধ মানুষ তাই সকল ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণাবলীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে থাকে।"

"বিদ্বান জ্ঞানবান মানুষ অনাসক্তির অভ্যাসে দৃঢ়চিত্ত হলে তাঁর শরীরটিকে শোয়া, বসা, চলাফেরা, স্নান করা, দেখা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, আহার করা, শোনা এবং এই ধরনের সব কাজেই উপযোগ করেন, কিন্তু কখনই সেই ধরনের কাজকর্মে আসক্ত হয়ে পড়েন না। অবশ্য, সকল প্রকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী হয়ে থাকলেও তিনি সেই সকল কাজের বিষয়বস্তুগুলির সঙ্গে তিনি শুধুমাত্র তাঁর শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলিকেই নিয়োজিত রাখেন এবং বুদ্ধিহীন মানুষদের মতো সেই সকল কাজের মধ্যে বিজড়িত হয়ে পড়েন না। যদিও আকাশ, অর্থাৎ মহাশূন্য সব কিছুরই আশ্রয়স্থল, তা হলেও আকাশ কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা আসক্ত হয়ে পড়ে না। তেমনই, অসংখ্য জলাশয়ের মধ্যে সূর্য প্রতিফলিত হলেও তা জলের মধ্যে মোটেই আসক্ত হয় না, শক্তিশালী বাতাস সর্বত্র বয়ে চলতে থাকলেও অগণিত প্রকার গন্ধের দ্বারা তা বিকৃত হয় না, বা যে সব পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়ে যায়, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সেইভাবেই আত্মজ্ঞানবান মানুষও জড়দেহ থেকে এবং চারপাশের জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত থাকেন। তিনি যেন স্বপ্নোত্থিত মানুষের মতোই থাকেন। অনাসক্তির দ্বারা সুতীক্ষ্ণ সুদক্ষ দর্শন শক্তির সাহায্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মানুষ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সকল প্রকার বিধাদ্বন্দ্ব ছিন্ন

করেন এবং জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের প্রসারণ থেকে তাঁর চেতনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে থাকেন। যখন কোনও মানুষের কোনও প্রকার জড়জাগতিক কামনা-বাসনা ছাড়াই তার প্রাণশক্তি, ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির কাজ চলতে থাকে, তখন তাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়জাগতিক শরীরাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সেই ধরনের মানুষ শরীরের মধ্যে অবস্থিত থাকলেও, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। কখনও আপাত কারণ ব্যতিরেকেই হিংস্র মানুষ কিংবা পশুর দ্বারা কারও শরীর আক্রান্ত হয়ে থাকে। অন্য কোনও সময়ে বা অন্যক্ষেত্রে, অকস্মাৎ মানুষ বিপুল সম্মান কিংবা বন্দনায় ভূষিত হতে পারে। যে মানুষ আক্রান্ত হলেও ক্রুদ্ধ হয় না কিংবা বন্দনা লাভ করলেও উল্লসিত হয় না, তাকেই যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ বলা চলে।"

"কোনও মুনিঋষি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং তাই জড়জাগতিক বিচারে যা ভাল বা মন্দ, তাকে বিচলিত হন না। অবশ্য, অন্যের ভাল মন্দ কাজ করছে, এবং তারা অবস্থা ও যথার্থ কথালাপ করছে, তা তিনি লক্ষ্য করলেও ঋষিতুল্য মানুষ কাউকেই প্রশংসা কিংবা নিন্দা করেন না। মুক্ত পুরুষ ঋষিতুল্য মানুষের পক্ষে তাঁর শরীর রক্ষার প্রয়োজনে, জড় জাগতিক ভাল কিংবা মন্দ বিচারের মাধ্যমে কোনও কাজ করা, কথা বলা কিংবা চিন্তা ভাবনা করা অনুচিত। বরং অবশ্যই তাঁকে সকল প্রকার জড়জাগতিক পরিবেশ থেকে অনাসক্ত থাকতে হবে এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াসে আনন্দময় অনুভবের মাধ্যমে তাঁকে এই ধরনের মুক্ত জীবনধারার মধ্যে আত্মনিয়োগ করে পরিভ্রমণ করে চলতে হবে, যেন তিনি জড়বুদ্ধি মানুষের মতো অন্য সকলের কাছে প্রতীয়মান হতে থাকেন। সযত্নে বেদ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে যদি কেউ বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মনোনিবেশ না করে, তা হলে যে গাভী দুধ দান করে না, তার রক্ষণাবেক্ষণে কঠোর পরিশ্রমী মানুষের মতোই তার অবস্থা হয়। অন্যভাবে বলা চলে যে, বৈদিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমসাধ্য অধ্যয়ন করলে তা শুধুই পণ্ডশ্রম হয়। তা থেকে অন্য কোনও কার্যকরী ফললাভ হয় না।"

"হে প্রিয় উদ্ধব, যে মানুষ এমন এক গাভীর যত্ন করে, যে দুধ দেয় না, এমন স্ত্রীর ভরণপোষণ করে, যে অসতী, এবং অন্যের উপরে নির্ভরশীল, অকর্মণ্য সন্তানাদি জন্ম দিয়ে ভরণপোষণ করে কিংবা যথাযোগ্য সেবায় ধনসম্পদ কাজে লাগায় না, তেমন মানুষ অবশ্যই অতি দুর্ভাগা। তেমনই, আমার মাহাত্ম্য বর্জিত বৈদিক জ্ঞানের চর্চা যে করে সেও অতি দুর্ভাগা। হে প্রিয় উদ্ধব, আমার যে সকল ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করে তোলে, সেইগুলির বর্ণনা যে সব শাস্ত্রাদিতে নেই, সেইগুলি বুদ্ধিমান মানুষ কখনই সমর্থন করে না। আমিই তো সমগ্র জড়জাগতিক অভিব্যক্তির সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংস সাধন করে থাকি। আমার সকল লীলাবতারগণের মধ্যে সর্বজনপ্রিয় হলেন কৃষ্ণ ও বলরাম। আমার এই সকল ক্রিয়াকলাপ যে জ্ঞানসম্পদের মধ্যে গ্রাহ্য হয়নি, তা নিতান্তই অসার এবং যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। সকল জ্ঞানের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের যে ভ্রান্ত ধারণা মানুষ আত্মার উপরে প্রয়োগ করে, তা বর্জন করা উচিত এবং সেইভাবেই তার জড়জাগতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। তখন আমাতে মনোনিবেশ করা উচিত কারণ আমিই সর্বব্যাপ্ত সত্তা। হে প্রিয় উদ্ধব, যদি তুমি সকল প্রকার জড়জাগতিক বিপর্যয় থেকে তোমার মন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে না পার এবং পারমার্থিক চিন্তাভাবনার পর্যায়ে মগ্ন হতে না পার, তা হলে তোমার সকল ক্রিয়াকলাপ আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করো এবং তার ফল ভোগের চেষ্টা করো না।"

"হে প্রিয় উদ্ধব, আমার লীলাবিলাস ও গুণবৈশিষ্ট্যের বর্ণনা অতীব শুভঙ্কর এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তা পবিত্র করে তোলে। ভগবত্তত্ত্বে বিশ্বাসী যে মানুষ সদাসর্বদা সেই সকল অপ্রাকৃত দিব্য লীলাকাহিনী শ্রবণ করে, মহিমা কীর্তন করে এবং স্মরণ করে থাকে, ও নাটকীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আমার লীলা-বিলাসের জীবন্ত রূপ পরিবেশন করে, আমার আবির্ভাবের সূচনা দিয়ে যে অনুষ্ঠানের উদযাপন হয় এবং যে তার সমস্ত ধর্মবিষয়ক, ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং বৃত্তিমূলক কাজকর্মের ফল আমারই প্রীতিবিধানে উৎসর্গ করে থাকে, সে অবশ্যই নিত্য তত্ত্ব স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমার প্রতি

প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের সামর্থ্য লাভ করে। আমার ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন করে মানুষ আমার উপাসনায় নিত্য যুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে আমার শুদ্ধভক্তদের দ্বারা অতিব্যাপ্ত আমার পরম ধামে সে অনায়াসে গমন করে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান, হে পরম পুরুষোত্তম, কি ধরনের মানুষকে আপনি যথার্থ ভক্তরূপে বিবেচনা করেন, এবং মহান শুদ্ধভক্তগণ হতে পারেন কোন্ ধরনের মানুষ ও কি ধরনের ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক আচরণ আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে বলে শুদ্ধভক্তগণ বিবেচনা করে থাকেন? হে বৈকুণ্ঠপতি, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ, আমি আপনার ভক্ত, এবং প্রেমাসক্ত, তাই আপনি ব্যতীত অন্য কোথাও আমার আশ্রয় নেই। তাই কৃপা করে এই বিষয়ে আমাকে বলুন। হে ভগবান, পরমতত্ত্ব স্বরূপ আপনি জড়া প্রকৃতির প্রভাবের অতীত, এবং আকাশের মতো আপনি কোনও কিছুর সাথে কোনও ভাবেই সম্পৃক্ত হন না। তা সত্ত্বেও, আপনার ভক্তবৃন্দের প্রেমবন্ধনে আবিষ্ট হয়ে, আপনার ভক্তবৃন্দের বাসনামতো বহু বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে উদ্ধব, সাধুব্যক্তি কৃপাময় হন এবং অন্যকে মর্মাহত করেন না। অন্যেরা উগ্রস্বভাব হলেও, তিনি সহনশীল হন এবং সর্বজীবে ক্ষমা প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর জীবনের শক্তি ও সামর্থ্য আসে পরম সত্য থেকে, তিনি সকল ঈর্ষা থেকে মুক্ত হন, এবং তাঁর মন সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন থাকে। তাই, তিনি অন্য সকলের কল্যাণে কাজ করার জন্য সময় উপযোগ করেন। জড়জাগতিক কামনা-বাসনায় তাঁর মন ও বুদ্ধি কখনও বিভ্রান্ত হয় না, এবং তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়াদি দমন করতে পেরেছেন। তাঁর আচরণ সদা শান্ত, প্রীতিপূর্ণ, কখনও কর্কশ হয় না এবং সর্বদা অনুসরণযোগ্য, তিনি লোভবর্জিত হন। তিনি জড়জাগতিক সাধারণ কাজকর্মে কখনও উদ্যোগী হন না, এবং কঠোরভাবে তিনি আহারাদির সংযম করে থাকেন। তাই তিনি সদাসর্বদাই শান্ত এবং স্থিরচিত্ত হয়ে থাকেন। সাধুব্যক্তি চিন্তাশীল হন এবং আমাকেই তাঁর একমাত্র আশ্রয় বলে স্বীকার করে থাকেন। এই ধরনের মানুষ সদাসর্বদাই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে বিশেষ সতর্ক হন এবং কখনও সংকীর্ণমনা হয়ে মনোভাব পরিবর্তন করেন না, কারণ তিনি দৃঢ়চিত্ত এবং উদার মনোভাবাপন্ন মানুষের মতোই জটিল পরিস্থিতিতেও সক্রিয় থাকেন। তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, মোহ, জরা ও মৃত্যুর মতো ছয় দোষে বিচলিত হন না। তিনি মান সম্মানের সকল বাসনা থেকে মুক্ত থাকেন এবং অন্য সকলকে সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি অন্য সকলের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ এবং তাই কখনও কোন মানুষকে প্রবঞ্চনা করেন না। বরং, তিনি সকলেরই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হন এবং কৃপাপরায়ণ হন। এই ধরনের সজ্জন মানুষকে যথেষ্ট জ্ঞানী পুরুষ বলেই মনে করা উচিত। তিনি যথাযথই উপলব্ধি করেন যে, বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে আমার দ্বারা অনুমোদিত সাধারণ ধর্মাচরণগুলির মাধ্যমে যে সকল সদ্গুণাবলীর অভ্যাস নির্দিষ্ট হয়েছে, সেইগুলি মানুষকে পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং তিনি জানেন যে, সেই কর্তব্যকর্মগুলিতে অবহেলা প্রদর্শন করলে মানুষের জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য আমার শ্রীচরণপদ্মে সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে সাধু সজ্জনগণ অবশেষে ঐ সমস্ত সাধারণ ধর্মাচরণগুলি বর্জন করে এবং আমাকেই শুধুমাত্র ভজনা করে থাকে। এইভাবেই সকল জীবকুলের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে গণ্য করা হয়। আমার ভক্তবৃন্দ হয়ত জানতে পারে কিংবা যথার্থভাবে না জানতেও পারে—আমি কি, আমি কে এবং আমি কিভাবে বিরাজ করি, কিন্তু তবু যদি তারা অনন্য প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, তখন আমি তাদের ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে মনে করে থাকি।"

"হে উদ্ধব, নিম্নরূপ ভক্তি সেবামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষ তার মিথ্যা অহমিকা ও মর্যাদাবোধ পরিত্যাগ করতে পারে। শ্রীবিগ্রহের আকারে আমার রূপের প্রতি এবং আমার শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর প্রতি দর্শন, স্পর্শন, বন্দন, সেবা এবং গুণকীর্তন ও প্রণিপাতের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে। তা ছাড়া, আমার দিব্য গুণাবলী এবং ক্রিয়াকলাপের মহিমা কীর্তন করা, আমার গুণগাথা প্রেম ও বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করা এবং আমার চিন্তায় নিত্য মগ্ন থাকা উচিত। যা কিছু

অর্জন করা যায়, তা সবই আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত এবং নিজেকে আমার নিত্য সেবকরূপে স্বীকার করা কর্তব্য, যাতে আমার উদ্দেশ্যেই নিজের সর্বকিছু উৎসর্গ করা যেতে পারে। আমার জন্ম ও কর্ম বিষয়ে সদাসর্বদা আলোচনা ও ধ্যান করা এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যে সকল উৎসব অনুষ্ঠানের দ্বারা আমার লীলা পরিচয়ের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, সেইগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করা উচিত। আমার মন্দিরেও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের সাথে সম্মিলিতভাবে আমার বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এবং নৃত্য গীত বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশগ্রহণ করাও উচিত। উৎসব-অনুষ্ঠান, তীর্থভ্রমণ এবং পূজা নিবেদনাদির মধ্যমে নিয়মিতভাবে বার্ষিক জনসমাবেশের উদ্‌যাপন করা উচিত। একাদশী তিথি উদ্‌যাপনের মতো ধর্মানুষ্ঠানগুলিও পালন করা প্রয়োজন এবং বৈদিক শাস্ত্রাদি, পঞ্চরাত্র তথা অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষাগ্রহণাদি অনুষ্ঠান পালন করা উচিত। বিশ্বাস ভরে, এবং প্রেমসহকারে আমার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সমর্থন জানানো উচিত, এবং আমার লীলাবিলাস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে এককভাবে কিংবা অন্য সকলের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে পুষ্পকাননময় মন্দির গঠনের কাজে উদ্যোগী হওয়া এবং পুষ্পকানন, ফলের বাগান ও আমার লীলাবিলাস উদ্‌যাপনের উপযোগী বিশেষ অঙ্গন গঠন করা উচিত। কোনও প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে, আমার বিনীত সেবকরূপে নিজেকে চিন্তা করতে শেখা উচিত, এবং সেইভাবে আমার গৃহস্বরূপ মন্দির মার্জনায় সহযোগিতা করাও কর্তব্য। প্রথমে সম্মার্জন ও ধূলি পরিষ্কার করা উচিত এবং তার পরে গোময় ও জল দিয়ে আরও পরিষ্কার করা উচিত। মন্দির শুষ্ক করার পরে, মন্দিরে সুগন্ধি জল সিঞ্চন করা উচিত এবং মণ্ডলচিত্র তথা, আলপনা অঙ্কনের দ্বারা মন্দির শোভিত করা প্রয়োজন। এইভাবেই আমার সেবকরূপে কাজ করা উচিত। কোনও ভগবদ্ভক্ত কখনই তার ভক্তিমূলক কার্যকলাপের প্রচার বিজ্ঞাপিত করবে না; সেইভাবেই তার সেবা কার্য থেকে মিথ্যা অহমিকা সৃষ্টি হবে না। আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রদীপগুলি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হবে না, সেইভাবেই অন্য ব্যক্তিকে নিবেদিত বা অন্য জনের ব্যবহৃত কোনও সামগ্রী কখনই আমাকে নিবেদন করা উচিত নয়। এই জগতে যা কিছু নিজের কাছে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত, এবং যা কিছু সবচেয়ে প্রিয়, তা সবই আমাকে নিবেদন করা উচিত। সেই ধরনের উৎসর্গের ফলেই মানুষ নিত্য শাশ্বত শুদ্ধ জীবন লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।"

"হে সজ্জন উদ্ধব, তুমি জেনে রাখো যে, সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণগণ, গাভীকুল, বৈষ্ণবজন, আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, জীবাত্মা এবং সকল জীবগণের মাধ্যমে তুমি আমাকে আরাধনা করতে পার। হে প্রিয় উদ্ধব, নির্দিষ্ট বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণের মাধ্যমে এবং পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন সহকারে সূর্যের আলোকের মধ্যে আমার বন্দনা করা উচিত। অগ্নির মধ্যে ঘৃতাহুতি অর্পণের মাধ্যমেও আমাকে পূজা করা যায়, এবং ব্রাহ্মণেরা অনাহূত এলেও অতিথির মতোই তাঁদের শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের মধ্যেও আমাকে পূজা করা চলে। গাভীদের তৃণ এবং অন্যান্য শস্যাদি সহ তাদের সন্তুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে উপকরণাদি প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যেও আমার পূজা অর্চনা করা চলে, এবং বৈষ্ণবদের প্রতি প্রেমময় সখ্যতা জানিয়ে এবং সর্বপ্রকার শ্রদ্ধাসহকারে তাঁদের মান্যতা প্রদানের মাধ্যমে আমাকে বন্দনা করতে পারা যায়। নিরন্তর একাগ্রভাবে ধ্যান জপের মাধ্যমে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমার অর্চনা করা চলে, এবং প্রাণ বায়ু সকল উপাদানের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করে যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে বায়ুর মধ্যেও আমার বন্দনা করা যায়। জলের মধ্যেও আমাকে শুধুমাত্র জল এবং পুষ্প-তুলসী নিবেদনের সাহায্যেও পূজা করা চলে, এবং মাটির মধ্যেও যথোপযুক্ত বীজমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে আমাকে অর্চনা করতে পারে। খাদ্য সামগ্রী ও ভোগ্য বিষয়াদি অর্পণের মাধ্যমে যে কোনও জীবের মধ্যেও পরমাত্মা স্বরূপ আমাকে বন্দনা করা যায়, এবং সকল জীবের মধ্যে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে, তাদের সকলের মধ্যে পরমাত্মার অবস্থান উপলব্ধির মাধ্যমে সকল জীবের মধ্যেই আমার পূজা করা উচিত। এইভাবে পূর্বে উল্লিখিত অর্চনাক্ষেত্রগুলিতে এবং আমার বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে, আমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী প্রশান্ত রূপের

ধ্যানে মগ্ন থাকা উচিত। এইভাবেই, একাগ্র মনোযোগে আমার পূজা অর্চনা করা বিধেয়। আমার শ্রীঅর্চাবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্ত পূজানিবেদনাদি এবং পুণ্যকর্ম সকল যিনি করেন এবং সেইভাবে অনন্যচিত্তে আমাকে আরাধনা করে থাকেন, তিনি আমার প্রতি অবিচল ভক্তি লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত ঐভাবে উত্তম সেবার অনন্য গুণাবলীর ফলে আমার সম্পর্কে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করেন। হে উদ্ধব, আমিই স্বয়ং সাধুভাবাপন্ন মুক্তাত্মা পুরুষগণের পরম আশ্রয় এবং জীবনের গতি, এবং তাই যদি আমার প্রতি তারা প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত না হয়, আমার ভক্তবৃন্দের সাথে সৎসঙ্গের মাধ্যমে যদি তার অনুশীলন না করা হয়, তা হলে কার্যক্ষেত্রে, জড়জাগতিক জীবনধারার অস্তিত্ব থেকে মুক্তিলাভের কোনই যথার্থ পন্থা তার জন্য থাকে না। হে প্রিয় উদ্ধব, হে যদুনন্দন, যেহেতু তুমি আমার সেবক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃৎ, তাই এখন আমি তোমাকে অতীব গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করব। এই সকল মহা গুহ্যরহস্যাদি সম্পর্কে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা শোনাব।"

দ্বাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের ঊর্ধ্বে

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে প্রিয় উদ্ধব, আমার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গসান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্তি বিনাশ করা যায়। ঐভাবে শুদ্ধ সঙ্গলাভের মাধ্যমে আমাকে আমার ভক্তের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হয়। অষ্টাঙ্গ যোগ প্রক্রিয়া অভ্যাস, জড়প্রকৃতির উপাদান সমূহের দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের চর্চায় আত্মনিয়োগ, অহিংসাব্রত উদ্‌যাপন এবং সন্ন্যাসের অন্যান্য সাধারণ নীতিনিয়মাদি উদ্‌যাপন, বেদপাঠাদি উচ্চারণ, ব্রতাদি উদ্‌যাপন, সন্ন্যাস আশ্রমে জীবন যাপন, যজ্ঞাদিপালন এবং কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন, ধর্মাচরণ, কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন, দেবতাদের পূজা অর্চনা, গুপ্তমন্ত্রাদি উচ্চারণ, তীর্থস্থান দর্শন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ নিয়মনিষ্ঠাদি বিষয়ক অনুশাসনাদি পালন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ অভ্যাস অনুশীলন করতে পারে, কিন্তু ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও কেউ আমাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই রজো এবং তমোগুণান্বিত বহু জীব আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ করে থাকে। সেইভাবে, দৈত্যগণ, রাক্ষসেরা, পশুপাখি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্পেরা, সিদ্ধগণ, চারণেরা, গুহ্যকেরা এবং বিদ্যাধরগণ, [illegible], বৈশ্য, শূদ্র, নারী এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাও আমার পরমধাম লাভ করে থাকে। বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং তাঁদের মতো অন্যেরাও আমার ভক্তগণের মাধ্যমে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়েছে, তা ছাড়া বৃষপর্বা, বলি মহারাজ, বাণাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, বৃন্দাবনের গোপীগণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের পত্নীগণও সেইভাবে উদ্ধার লাভ করেছে। যে সকল মানুষদের বিষয়ে আমি উল্লেখ করেছি, তারা মনোযোগ সহকারে বৈদিক শাস্ত্রাদি চর্চা করেনি, তারা মহা মুনিঋষিদেরও আরাধনা করেনি, কিংবা নিষ্ঠাভরে ব্রত পালনাদিও করেনি। শুধুমাত্র আমার সঙ্গে এবং আমার ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভের মাধ্যমে তারা আমাকে লাভ করেছিল।"

"শ্রীবৃন্দাবনধামের গোপীগণ, গাভীগণ, যমল অর্জুন বৃক্ষাদির মতো স্থাবর নিশ্চল প্রাণীগণ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লতাগুল্মসকল, এবং কালিয় প্রভৃতি সর্পেরা সকলেই আমার প্রতি অনন্য প্রেমের মাধ্যমে জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করেছিল এবং তার ফলে তারা অতি সহজে আমাকে লাভ করতে পেরেছিল। যদি কেউ গভীর অধ্যবসায় সহকারে অলৌকিক যোগচর্চা, দার্শনিক চিন্তাভাবনা, দানধ্যান, ব্রতাদি পালন, তপস্যা সাধন, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, সকলকে বৈদিক মন্ত্রাদি শিক্ষাদান, বৈদিক শাস্ত্রাদি স্বাধ্যায় চর্চা, কিংবা সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা অনুশীলনও করে, তবুও আমাকে লাভ করতে পারে না। গোপীজন প্রমুখ বৃন্দাবনবাসীরা গভীর প্রেমবন্ধনে আমার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হয়েছিলেন। তাই, যখন আমার পিতৃব্য অক্রূর আমার ভাই বলরাম এবং আমাকে মথুরা নগরীতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন বৃন্দাবনবাসীরা আমার বিরহে গভীর মনোব্যথা পেয়েছিলেন এবং অন্য কোনও ভাবে শান্তিসুখ উপভোগ করতে পারেননি। হে প্রিয় উদ্ধব, শ্রীবৃন্দাবন ধামে গোপিকাগণ তাদের পরম প্রিয়তমরূপে আমাকে পেয়ে যে রাত্রিগুলি অতিবাহিত করেছিল, সেইগুলি সবই তাদের কাছে ক্ষণার্ধের মতোই মনে হয়েছিল। অবশ্যই, আমার সঙ্গবিহনে গোপিকাগণ ঐ রাত্রিগুলিকেই ব্রহ্মার এক-একটি দিনের মতোই সুদীর্ঘকাল মনে করেছিল। হে উদ্ধব, মহামুনিগণ যেভাবে যোগমগ্ন হয়ে, সমুদ্রে নদনদীর মিলিত হওয়ার মতো একাত্ম হয়ে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে থাকেন, এবং জড়জাগতিক নাম ও রূপাদি সম্পর্কে সচেতন থাকেন না, তেমনভাবেই, বৃন্দাবনের গোপিকারাও তাঁদের মনঃসংযোগের মাধ্যমে আমার প্রতি এমনই একান্তভাবে আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন কিংবা এই জগতের সম্পর্কে এমনই নির্বিকার হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের নিজেদের শরীরের কথা, কিংবা এই জগতের কথা, কিংবা তাঁদের পরকালের কথাও চিন্তা করতে পারেননি। তাঁদের সমস্ত চেতনা একান্তভাবেই আমার মাঝে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সমস্ত শত সহস্র গোপীরা আমাকে তাঁদের পরম রমণীয় প্রেমিকরূপে আকাঙ্ক্ষা করার ফলে আমার স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছিলেন। তবুও আমার সাথে একান্তভাবে সঙ্গলাভের মাধ্যমেই গোপিকাগণ আমাকে পরমতত্ত্বরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। সুতরাং, হে প্রিয় উদ্ধব, বৈদিক মন্ত্রাবলী তথা বৈদিক শাস্ত্রাদির

অনুশাসিক পদ্ধতিগুলি এবং সেগুলির অন্তর্গত নৈমিত্তিক ও ইতিবাচক অনুশাসনাদি সবই বর্জন কর। যা কিছু শ্রবণযোগ্য এবং যা কিছু শ্রবণ করেছ, সবই পরিত্যাগ কর। শুধুমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর, কারণ সকল বদ্ধ জীবের অন্তরে অবস্থিত আমিই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। সর্বাত্মক ভক্তিভরে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, এবং আমারই কৃপাবলে সর্ববিষয়ে নির্ভয় লাভ কর।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে সকল যোগেশ্বরের পরমেশ্বর, আপনার বাণী আমি শ্রবণ করেছি, কিন্তু আমার অন্তরের বিভ্রান্তি এখনও দূর হয়নি, তাই আমি এখনও সন্দেহাকুল হয়ে রয়েছি।"

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন—"হে প্রিয় উদ্ধব, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক জীবকে প্রাণ দেন এবং প্রত্যেকের অন্তরে প্রাণবায়ু ও শব্দকম্পন সহকারে অবস্থান করে থাকেন। মনের সাহায্যে প্রত্যেকেই অন্তরে ভগবানকে তাঁর সূক্ষ্ম রূপে উপলব্ধি করা যায়, যেহেতু দেবাদিদেব শিবের মতো মহান দেবতাদেরও মনের মধ্যে এবং সকলের মনের মধ্যে অবস্থান করে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বৈদিক শাস্ত্রাদির বিভিন্ন শব্দের মধ্যে দীর্ঘ এবং হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন স্বরমাত্রার পরমেশ্বর ভগবান রূপ লাভ করে থাকেন। যখন যজ্ঞাগ্নি কাঠের খণ্ডগুলি প্রবলভাবে ঘর্ষণ করা হয়, তখন বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তাপ সৃষ্টি হয়, এবং একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। একবার অগ্নি প্রজ্বলিত হলেই, তাতে ঘি দিতে হয় এবং তখন আগুন জ্বলে ওঠে। ঠিক সেইভাবেই, বৈদিক শাস্ত্রাদির শব্দতরঙ্গের মধ্যে আমি অভিব্যক্ত হয়ে থাকি। কর্মেন্দ্রিয়গুলি—বাক্-ইন্দ্রিয়, হাত, পা, উপস্থ ও পায়ুর ক্রিয়াকলাপ—এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের ক্রিয়াকলাপ—তার সাথে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার সকল মনের সূক্ষ্ম চেতনার ক্রিয়াকলাপ, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রধান অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ ও ত্রিগুণের প্রভাব—এই সবকিছুই আমার জড়জাগতিক অভিপ্রকাশ রূপ বলে জানতে হবে। যখন বহু বীজ একটি কৃষিক্ষেত্রে বপন করা হয়, তখন ঐ একটি উৎস, মাটি থেকেই অসংখ্য গাছপালা, ঝোপঝাড়, শাক সবজি, এবং কত কিছুর উদ্ভব ঘটে থাকে। সেইভাবেই, পরম

পূরক)। ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে এনে, পর্যায়ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। মূলাধার চক্র থেকে শুরু করে, হৃদয়ের যে স্থানে ঘণ্টা ধ্বনির মতো পবিত্র ওঁ অবস্থিত রয়েছে, সেখান পর্যন্ত, পদ্মের নালের তন্তুর মতো প্রাণবায়ুকে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে পবিত্র ওঙ্কারকে আরও দ্বাদশ আঙ্গুল ঊর্ধ্বে উপনীত করলে, তা সেখানে অবস্থিত অনুস্বারজাত পঞ্চদশটি ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়। ওঙ্কারে নিবিষ্ট হয়ে, সূর্যোদয়ে, দুপুরে এবং সূর্যাস্তে দশবার করে যত্ন সহকারে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। এইভাবে একমাস পরে তিনি প্রাণবায়ুকে বশে আনতে পারবেন। আমাদের উচিত অর্ধনিমীলিত চোখে নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, উদ্দীপিত ও সচেতনভাবে হৃৎপদ্মের ধ্যান করা। এই পদ্মের আটটি পাপড়ি রয়েছে এবং এটি একটি দণ্ডায়মান পদ্মের নালের ওপর অবস্থিত। এই পদ্মের কর্ণিকার ওপর সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিকে একের পর এক অধিষ্ঠিত করে, তাদের ধ্যান করতে হবে। আমার দিব্য রূপকে অগ্নির মধ্যে স্থাপন করে, সমস্ত ধ্যানের মঙ্গলময় লক্ষ্য হিসাবে ধ্যান করবে। সেই রূপ হচ্ছে সম্পূর্ণ সমানুপাতিক, ভদ্র এবং আনন্দময়। তাঁর থাকবে সুন্দর, দীর্ঘ চতুর্ভুজ, একটি মনোরম, সুন্দর গ্রীবা, সুন্দর ললাট, শুদ্ধ মৃদু হাস্যযুক্ত, উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণদ্বয়কে বিভূষিত করবে। সেই সুন্দর রূপ হবে বর্ষাকালীন মেঘের বর্ণের এবং তাঁর পরিধানে থাকবে স্বর্ণাভ হলুদ রঙের রেশম বস্ত্র। সেই রূপের বক্ষদেশ হচ্ছে শ্রীবৎস এবং লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল, আর সেই রূপ থাকবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং বনমালা দ্বারা বিভূষিত। উজ্জ্বল পাদপদ্মদ্বয় নূপুর ও বলয় শোভিত, আর তা হবে কৌস্তুভ মণি ও জ্যোতির্ময় চূড়া সমন্বিত। কোমরে শোভা পাচ্ছে স্বর্ণ নির্মিত কোমরবন্ধ, এবং বাহুদ্বয় মূল্যবান বলয়সমূহ দ্বারা শোভিত। তাঁর সুন্দর অঙ্গসমূহ মনকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর কৃপাদৃষ্টি সমন্বিত। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিরত করে, গম্ভীর এ আত্মসংযত হয়ে বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মনকে দৃঢ়ভাবে আমার দিব্যরূপের অঙ্গসমূহের প্রতি নিবিষ্ট করতে হবে। এইভাবে আমার পরম কমনীয় দিব্যরূপের ধ্যান করা উচিত।"

"ভগবানের দিব্যরূপের অঙ্গসমূহ থেকে তার চেতনাকে ফিরিয়ে নিয়ে, তখন তার উচিত ভগবানের অপূর্ব হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলের ধ্যান করা। ভগবানের মুখমণ্ডলের ধ্যানে অধিষ্ঠিত হলে, তার চেতনাকে প্রত্যাহার করে, আকাশে নিবিষ্ট করতে হবে। অতঃপর এইরূপ ধ্যান পরিত্যাগ করে, আমাতে অধিষ্ঠিত হয়ে, সমস্ত প্রকার ধ্যানই ত্যাগ করতে হবে। যে তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে নিবিষ্ট করেছে, তার উচিত নিজের আত্মার মধ্যে আমাকে দেখা, এবং পরমপুরুষ ভগবানের মধ্যে তার নিজের আত্মাকে দেখা। এইভাবে সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, তেমনই সে দেখবে আত্মা পরম আত্মার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। যোগী যখন এইরূপ গভীর মনোনিবেশ সহকারে ধ্যানস্থ হয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তার জড় দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক মিথ্যা পরিচিতি খুব সত্বর তিরোহিত হয়।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগসিদ্ধি বর্ণন

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, যে যোগী ইন্দ্রিয় দমন, মন সংযম এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে তার মনকে আমাতে নিবিষ্ট করেছে, সেই যোগসিদ্ধি লাভ করতে পারে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান অচ্যুত, কী পদ্ধতিতে যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়, সেই সিদ্ধিগুলি কী রূপ? কত প্রকার অলৌকিক সিদ্ধি রয়েছে? এগুলি আমাকে বর্ণনা করুন। বস্তুত, আপনিই হচ্ছেন সকল যোগসিদ্ধির প্রদাতা।"

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—"যোগপারদর্শী ঋষিগণ ঘোষণা করেছেন যে, আঠারো প্রকারের যোগসিদ্ধি ও ধ্যান রয়েছে। তার মধ্যে আমাকে আশ্রয় করার ফলে আটটি হচ্ছে মুখ্য। আর দশটি হচ্ছে গৌণ, যেগুলি প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন। আট প্রকারের মুখ্য সিদ্ধির মধ্যে, তিনটির দ্বারা নিজের শরীরকে পরিবর্তিত করা যায়, যেমন, অণিমা বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়া; মহিমা বা বৃহত্তর অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া; আর লঘিমা বা সর্বাপেক্ষা হালকা অপেক্ষা হালকা হওয়া। প্রাপ্তি সিদ্ধির মাধ্যমে যা ইচ্ছা তা-ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর প্রাকাম্য সিদ্ধির মাধ্যমে তিনি যে কোন ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। ঈশিতা সিদ্ধির মাধ্যমে মায়ার আনুষঙ্গিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছা মতো প্রয়োগ করা যায়, আর নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি, যাকে বলে বশিতা-সিদ্ধি, তার দ্বারা তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা বিঘ্নিত হন না। যিনি কামাবসায়িতা সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি সম্ভাব্য যা কিছুই, যে কোনও স্থান থেকে লাভ করতে পারেন। প্রিয় ভদ্র উদ্ধব, এই অষ্ট সিদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই এখানে রয়েছে বলে মনে করা হয় এবং এগুলি এই বিশ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জড়া প্রকৃতির গুণজাত দশটি গৌণ অলৌকিক সিদ্ধি হচ্ছে, নিজেকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অন্যান্য দৈহিক উপদ্রব থেকে মুক্ত করা, বহু দূরের বস্তু দর্শন করার ক্ষমতা, সুদূরবর্তী কোনও কথা শ্রবণ করার ক্ষমতা, মনের বেগে শরীরকে চালিত করা, ইচ্ছামতো রূপ পরিগ্রহ করা, অন্যের শরীরে প্রবেশ করা, ইচ্ছামৃত্যু, দেবতা এবং স্বর্গীয় যুবতী অপ্সরাদের লীলা দর্শন করা, নিজের সঙ্কল্প সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করা এবং প্রদত্ত আদেশ নির্বিঘ্নে পূর্ণরূপে পালিত হওয়া। অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে জানার ক্ষমতা; শীত, উষ্ণ এবং অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলি সহ্য করার ক্ষমতা; অন্যদের মনের কথা জানতে পারা; অগ্নি, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির প্রভাব পরীক্ষা করার ক্ষমতা; এবং অন্যদের দ্বারা অপরাজিত থাকা—এই পাঁচটি হচ্ছে যোগ এবং ধ্যানের সিদ্ধি। আমি শুধুমাত্র এগুলির নাম এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে তালিকা প্রদান করলাম। নির্দিষ্ট ধ্যানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সিদ্ধি কীভাবে লাভ হয় আর তার পদ্ধতিই বা কী, এই সকল বিষয় এখন আমার নিকট থেকে জেনে নাও।"

"যে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানের উপর ব্যাপ্ত আণবিক রূপের উপাসনা করে এবং তাতেই কেবল মনোনিবেশ করে, সে অণিমা সিদ্ধি লাভ করে। যে তার মনকে মহৎ তত্ত্বের নির্দিষ্ট রূপে মগ্ন করে এবং সমগ্র জড় অস্তিত্বের পরমাত্মা রূপে আমার ধ্যান করে, সে মহিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এর পরেও আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ইত্যাদি জড় উপাদানের পরিস্থিতির উপর পৃথক পৃথকভাবে মনকে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে সেই সেই জড় উপাদানের উপর একাধিক্রমে প্রাধান্য লাভ করে। আমি সব কিছুর মধ্যে বর্তমান, তাই আমি হচ্ছি জড় উপাদানের আণবিক সারস্বরূপ। যোগী আমার এই রূপে সংযুক্ত করে, যোগী লঘিমা সিদ্ধি লাভ করতে পারে, আর তার মাধ্যমে সে কালের সূক্ষ্ম আণবিক সারবস্তুকে উপলব্ধি করে। সত্ত্বগুণজাত অহংকারের উপাদানের মধ্যস্থ আমাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করে যোগী প্রাপ্তি সিদ্ধি লাভ করে। এর দ্বারা যোগী সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়। যেহেতু তার মন আমাতে মগ্ন থাকে, তাই

সে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করে। মহত্তত্ত্বের যে অংশে সকাম কর্মের শৃঙ্খল প্রকাশিত হয়, আমাকে তার পরমাত্মারূপে জেনে যখন যোগী তার সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপকে সেই আমাতে নিবিষ্ট করে, অব্যক্তজন্ম আমি তখন সেই যোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকাম্য সিদ্ধি প্রদান করি। যে ব্যক্তি পরমাত্মা, পরম চালক, ত্রিগুণাতীত বশিত্বা শক্তির অধীশ্বর, শ্রীবিষ্ণুতে তার চেতনাকে নিবিষ্ট করে, সে এমন এক অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার দ্বারা অন্য বদ্ধ জীবদের, তাদের জড় শরীর এবং অন্যের দৈহিক উপাধিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। যে যোগী আমার সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, তুরীয় নামে খ্যাত, নারায়ণ রূপে মনকে নিবিষ্ট করে, সে আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, আর এইভাবে বশিতা সিদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি তার শুদ্ধ মনকে আমার নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ প্রকাশে নিবিষ্ট করে, সে পরমানন্দ লাভ করে, তখন তার সমস্ত বাসনা সম্যকরূপে পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি আমাকে ধর্মের রক্ষক, শুদ্ধতার মূর্ত প্রতীক এবং শ্বেতদ্বীপাধিপতি রূপে জেনে তার মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে, সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্মক্ষয়, মৃত্যু, শোক এবং মোহরূপ ষড় ঊর্মি অর্থাৎ ছয় প্রকার জাগতিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত শুদ্ধ জীব তাদের মনকে মূর্তিমান আকাশ এবং সম্পূর্ণ প্রাণবায়ু রূপে, আমার মধ্যে সংঘটিত অসাধারণ শব্দ ধ্বনিতে মনোনিবেশ করে, তারা আকাশের মধ্যে সমস্ত জীবের কথা অনুভব করতে পারে। নিজের দৃষ্টিশক্তিকে সূর্যলোকে সংযোগ করে এবং সূর্যকে চোখে সংযোগ করে, উভয় সংযোগের মধ্যে আমি রয়েছি জেনে তার উচিত আমার ধ্যান করা। এইভাবে সে বহু দূরের জিনিস দর্শন করার শক্তি লাভ করে। যে যোগী তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন করে, জড় শরীরকে আমাতে মগ্ন করতে মনের অনুসরণকারী বায়ুকে ব্যবহার করে, সে আমার প্রতি ধ্যানের ক্ষমতা বলে একটি অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার ফলে তার মন যেখানেই যায় তার শরীর তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করে। যোগী যখন তার মনকে কোনও নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করে, কোনও একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে ইচ্ছা করে, সেই রূপ তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হয়। আমার অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তির আধারে মনকে যুক্ত করে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব, এই শক্তির দ্বারা আমি অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করি। কোনও সিদ্ধযোগী যখন অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, তার উচিত অন্যের শরীরে নিজের আত্মার ধ্যান করা। তারপর মৌমাছি যেমন খুব সহজে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে যায়, তেমনই নিজের স্থূল দেহ ত্যাগ করে, বায়ুপথে সে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। স্বেচ্ছামৃত্যু নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত যোগী তার গুহ্যদ্বার পায়ের গোড়ালী দিয়ে বন্ধ করে, তারপর হৃদয় থেকে আত্মাকে বক্ষে আনয়ন করে, তারপর কণ্ঠে এবং শেষে মস্তকে উপনীত করে। ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত হয়ে যোগী তার দেহ ত্যাগ করে এবং বাঞ্ছিত লক্ষ্যে আত্মাকে চালিত করে। যে যোগী দেবতাদের প্রমোদ উদ্যানে উপভোগ করতে চায়, তার উচিত আমাতে অবস্থিত শুদ্ধ সত্ত্বের ধ্যান করা। তা হলে সত্ত্বগুণজাত স্বর্গীয় রমণীগণ বিমানে চেপে তার নিকট উপস্থিত হবে। যে যোগীর আমাতে বিশ্বাস আছে, আমাতে মনোনিবেশ করেছে এবং আমাকে সত্য সঙ্কল্প বলে জানে, যে পন্থা অনুসরণ করতে সে সঙ্কল্প করেছে, তার দ্বারাই তার উদ্দেশ্য সর্বদা সিদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আমার ধ্যান করে, সে আমার মধ্যেই পরম শাসক এবং নিয়ামকের ভাব প্রাপ্ত হয়। আমার মতো তার আদেশও কখনই বিফল হয় না। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে বিশুদ্ধ করেছে, যে ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে নিপুণ, সে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। তাই সে তার নিজের এবং অন্যদের জন্ম এবং মৃত্যু দর্শন করতে পারে। জলজ প্রাণীর দেহকে যেমন জল দ্বারা আহত করা যায় না, ঠিক তেমনই যে যোগীর চেতনা আমার প্রতি ভক্তির প্রভাবে শান্ত, যোগ বিজ্ঞানে যে প্রকৃত উন্নত, তার শরীরকে আগুন, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না। শ্রীবৎস, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রাদি এবং পতাকা, রাজকীয় ছত্র ও ব্যজনাদি রাজকীয় উপকরণে সজ্জিত আমার ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবতারদের ধ্যান করে, আমার ভক্তরা অজেয় হয়।"

"যে বিদ্বান ভক্ত যোগধ্যানের মাধ্যমে আমার উপাসনা করে, সে নিশ্চিতরূপে আমি যে সব যোগ সিদ্ধির কথা বললাম সে সমস্তই লাভ করে। যে মুনি তার ইন্দ্রিয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও মনকে জয় করেছে, আত্মসংযত এবং সর্বদা আমার ধ্যানে মগ্ন, তার কাছে কি কোন সিদ্ধি দুর্লভ হতে পারে? ভক্তিযোগে নিপুণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ বলেন যে, আমি যে সমস্ত যোগসিদ্ধির কথা বললাম, এ সবই বস্তুতঃ প্রতিবন্ধক, আর তা সময়ের অপচয় মাত্র। কেবল ভক্তিযোগ অনুশীলনকারী আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জীবনের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ করতে পারে। জ্ঞান জন্ম, ঔষধি, তপস্যা এবং মন্ত্রের দ্বারা যা কিছু অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা যায়, আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা সে সমস্তই লাভ করা যায়, বস্তুতঃ, অন্য কোনও উপায়ে প্রকৃত যোগসিদ্ধি লাভ করা যায় না। প্রিয় উদ্ধব, আমিই সকল সিদ্ধি, যোগ, সাংখ্য, নিষ্কামকর্ম এবং ব্রহ্মবাদীদের কারণ, রক্ষক এবং প্রভু। সমস্ত জড় দেহের অন্তরে এবং বাইরে যেমন একই জড় উপাদান বর্তমান, তেমনই অনাবৃত পরমাত্মা রূপে আমি সব কিছুর অন্তরে এবং সর্বব্যাপক রূপে সমস্ত কিছুর বাইরে অবস্থান করি।"

ষোড়শ অধ্যায়

পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান, আপনার আদিও নেই এবং অন্তও নেই, আপনি স্বয়ং পরম সত্য, কোনও কিছুর দ্বারা সীমিত নন। আপনিই রক্ষক এবং প্রাণ দাতা, আপনিই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি এবং প্রলয়। হে ভগবান, আপনি যে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সমস্ত সৃষ্টিতে অবস্থিত, সে কথা অধার্মিকদের পক্ষে বোঝা কঠিন হলেও, বৈদিক সিদ্ধান্তে নিপুণ যথার্থ জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ যথাযথভাবে আপনার আরাধনা করেন। মহান ঋষিরা ভক্তিযুক্তভাবে আপনার সেবা করে যে সিদ্ধি লাভ করেন তা অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। আপনার বিভিন্ন রূপের কোনটি তাঁরা উপাসনা করেন তাও বর্ণনা করুন। হে ভগবান, হে ভূতভাবন, সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে আপনি লুক্কায়িত থাকেন। এইভাবে আপনার মায়া বিমোহিত হয়ে, জীবেরা আপনাকে দেখতে পায় না, যদিও আপনি তাদের দর্শন করছেন। হে পরম শক্তিমান ভগবান, পৃথিবী, স্বর্গ, নরক এবং বস্তুতঃ সমস্ত দিকে প্রকাশিত আপনার অসংখ্য শক্তি সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন। সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মে আমি আমার বিনীত প্রণাম জানাই।"

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—"হে শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন কর্তা, তুমি এখন যে প্রশ্ন করছ, সেই একই প্রশ্ন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধকামী অর্জুন আমার নিকট উপস্থাপন করেছিল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন ভেবেছিল যে, তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা নিহত হলে, তা হবে এক ঘৃণ্য, পাপকর্ম, যা কেবলই রাজ্য লাভের দুরাশার জন্য। তাই সে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে ভেবেছিল, "আমি আমার আত্মীয় স্বজনের হত্যার কারণ হব। তারা বিনাশ হবে।" এইভাবে অর্জুন জাগতিক চেতনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সেই সময় নরব্যাঘ্র অর্জুনকে যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রবোধিত করেছিলাম, আর তখনই সেই রণাঙ্গনে অর্জুন আমাকে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিল, যেমনটি তুমি এখন করছ।"

"প্রিয় উদ্ধব, আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই আমি তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরম নিয়ামক। সমস্ত জীবের স্রষ্টা, পালন কর্তা এবং প্রলয় কর্তা হওয়ার ফলে আমি তাদের থেকে অভিন্ন। আমিই হচ্ছি প্রগতিকামীদের অন্তিম লক্ষ্য, নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে আমি কাল। জড় প্রকৃতির গুণসমূহের সাম্য আমিই

এবং পুণ্যবানদের মধ্যে আমিই স্বাভাবিক সদ্‌গুণ। গুণসমন্বিত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি প্রকৃতির মুখ্য প্রকাশ, এবং মহান বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সমগ্র জড় সৃষ্টি। সূক্ষ্মবস্তুসমূহের মধ্যে আমি আত্মা, এবং দুর্জয় বস্তুসমূহের মধ্যে আমি মন। বেদসমূহের মধ্যে, আমি হচ্ছি তাদের আদি শিক্ষক ব্রহ্মা, এবং সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে আমি ত্রি-অক্ষর সমন্বিত ওঁকার। অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি প্রথম অক্ষর, "অ," এবং পবিত্র ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী মন্ত্র। দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, এবং বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি। অদিতিপুত্রগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, এবং রুদ্রগণের মধ্যে আমি শিব। ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু এবং রাজর্ষিগণের মধ্যে আমি মনু। দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ এবং গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু। সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিলদেব, এবং পক্ষীগণের মধ্যে গরুড়। মনুষ্যের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে আমি দক্ষ, এবং পিতৃপুরুষগণের মধ্যে আমি অর্যমা।"

"প্রিয় উদ্ধব, দৈত্যদের মধ্যে আমাকে প্রহ্লাদ বলে জানবে, যিনি হচ্ছেন অসুরদেরও প্রভু। নক্ষত্র এবং ওষধি সমূহের মধ্যে আমি তাদের প্রভু চন্দ্রদেব, এবং যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি হচ্ছি ধনেশ্বর কুবের। শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, এবং জলজ প্রাণীসকলের মধ্যে আমি সমুদ্রের দেবতা বরুণদেব। তাপ এবং আলোক প্রদানকারী বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সূর্য, আর মনুষ্যগণের মধ্যে আমি রাজা। অশ্বগণের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা এবং ধাতুসমূহের মধ্যে আমি স্বর্ণ। সংযমকারী ও শাস্তি প্রদানকারীদের মধ্যে আমি যমরাজ এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি নাগ।"

"হে নিষ্পাপ উদ্ধব, শ্রেষ্ঠ সর্পগণের মধ্যে আমি অনন্তদেব, এবং ধারালো শিং এবং দাঁতবিশিষ্ট পশুদের মধ্যে আমি সিংহ। আশ্রমের মধ্যে আমি সন্ন্যাস এবং বর্ণের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ। পবিত্র এবং প্রবহমান বস্তুসমূহের মধ্যে আমি পবিত্র গঙ্গানদী এবং স্থির জলরাশির মধ্যে আমি সমুদ্র। অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি ধনুক এবং ধনুর্ধারীগণের মধ্যে আমি শিব। বাসস্থান সমূহের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত এবং দুর্গম স্থানসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি পবিত্র বটবৃক্ষ এবং উদ্ভিদসমূহের মধ্যে আমি যব। পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বসিষ্ঠমুনি এবং বৈদিক সংস্কৃতির সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি। মহান সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্তিকেয় এবং জীবনে যাঁরা শ্রেষ্ঠতর পথে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি হচ্ছি বেদাধ্যয়ন এবং সমস্ত ব্রতের মধ্যে আমি অহিংসা। বিশোধকসমূহের মধ্যে আমি হচ্ছি বায়ু, অগ্নি, সূর্য, জল এবং বাক্য। যোগের আটটি ক্রমপর্যায়ের মধ্যে আমি সমাধি, যে অবস্থায় আত্মা সম্পূর্ণরূপে মায়া মুক্ত হয়। জয়েচ্ছুগণের মধ্যে আমি হচ্ছি পরিণামদর্শী রাজনৈতিক উপদেশ এবং নিপুণ বিচারবোধের পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আমি আত্মবিজ্ঞান, যার দ্বারা জড় থেকে চিৎবস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। সমস্ত মনোধর্মী দার্শনিকগণের মধ্যে আমি হচ্ছি বিকল্প অনুভূতি। নারীদের মধ্যে আমি শতরূপা এবং পুরুষদের মধ্যে তার স্বামী, স্বায়ম্ভুব মনু। ঋষিদের মধ্যে আমি নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারীদের মধ্যে আমি সনৎকুমার। ধর্মীয় নিয়মাবলীর মধ্যে আমি সন্ন্যাস এবং সমস্ত প্রকার নিরাপত্তার মধ্যে আমি হচ্ছি মনোমধ্যে নিজ আত্মচেতনা। গোপনীয়তার মধ্যে আমি মনোরম বাক্য ও মৌন এবং মিথুনগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা। সতর্ক কালচক্রসমূহের মধ্যে আমি বৎসর, ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত। মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং নক্ষত্রসমূহের মধ্যে আমি মঙ্গলময় অভিজিৎ। যুগের মধ্যে আমি সত্যযুগ, এবং ধীর ঋষিগণের মধ্যে আমি দেবল ও অসিত। বেদের বিভাজনকারীদের মধ্যে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে আমি পারমার্থিক বিজ্ঞানের জ্ঞাতা শুক্রাচার্য। যাঁরা ভগবান নামে আখ্যায়িত, তাঁদের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং ভক্তদের মধ্যে উদ্ধব তুমিই হচ্ছ আমার প্রতিনিধি। কিম্পুরুষগণের মধ্যে আমি হনুমান এবং বিদ্যাধরগণের মধ্যে আমি সুদর্শন। রত্নসমূহের মধ্যে আমি পদ্মরাগ মণি এবং সুন্দর বস্তুসকলের মধ্যে আমি পদ্মকোষ। সমস্ত ঘাসের মধ্যে আমি পবিত্র কুশ এবং সমস্ত আহুতির মধ্যে আমি ঘৃত এবং গাভী থেকে প্রাপ্ত সমস্ত উপকরণ। ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আমি সৌভাগ্য এবং প্রতারকদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া। সহিষ্ণুগণের মধ্যে আমি ক্ষমা এবং সাত্ত্বিকগণের মধ্যে আমি সদ্‌গুণাবলী।

তেজস্বীগণের মধ্যে আমি দৈহিক এবং মানসিক বল এবং আমার ভক্তদের ভক্তিযুক্তকর্ম আমি। আমার ভক্তরা আমাকে নয়টি বিভিন্ন রূপে উপাসনা করে থাকে, তার মধ্যে আমি প্রথম বাসুদেব। গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি বিশ্বাবসু এবং স্বর্গীয় অপ্সরাগণের মধ্যে আমি পূর্বচিত্তি। পর্বতসমূহের মধ্যে স্থৈর্য, আর পৃথিবীর সুগন্ধ আমি। জলের মিষ্টি স্বাদ আমি এবং উজ্জ্বল বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সূর্য। সূর্য, চন্দ্র এবং তারকার জ্যোতি আমি এবং আকাশের ধ্বনির মধ্যে দিব্য শব্দ আমি। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি বিরোচনপুত্র বলি এবং বীরগণের মধ্যে আমি অর্জুন। বস্তুতঃ সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আমিই।"

"আমি গমন, সম্ভাষণ, উৎসর্গ, গ্রহণ, আনন্দক্রিয়া, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ এবং আঘ্রাণকরণ। যে শক্তির দ্বারা প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার বিশেষ ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই শক্তিও আমি। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, একাদশ ইন্দ্রিয়, জীব, জড়া প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ এবং ভগবান। এই উপাদানগুলি, তাদের নিজ নিজ লক্ষণের জ্ঞানসহ দৃঢ় বিশ্বাস—এই সমস্তই ঐ জ্ঞানের ফল, আমার প্রতীক। পরমেশ্বর ভগবান রূপে জীব, প্রকৃতির গুণ এবং মহত্তত্ত্বের ভিত্তি আমি। এইভাবে আমিই সবকিছু এবং আমি ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যদিও কেউ কিছুকাল চেষ্টা করলে হয়তো ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণুগুলিকে গুনতে পারবে, কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত আমার বিভূতি সমূহ আমি গণনা করতে পারব না। যেখানেই তেজ, সৌন্দর্য, খ্যাতি, ঐশ্বর্য, বিনয়, বৈরাগ্য, মানসিক আনন্দ, সৌভাগ্য, বল, সহিষ্ণুতা বা পারমার্থিক জ্ঞান লক্ষিত হবে, তা আমারই ঐশ্বর্যের প্রকাশ। আমার সমস্ত চিন্ময় ঐশ্বর্য এবং আমার সৃষ্টির অসাধারণ জড় রূপ, যাকে মন দিয়ে অনুভব করা যায় এবং পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায়, তা আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। সুতরাং, বাক্য, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর, এবং শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ কর। এইভাবে তুমি আর কখনও জড় জাগতিক জীবন পথে পতিত হবে না। যে পরমার্থবাদী উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তার বাক্য ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত না করে, তার পারমার্থিক ব্রত, তপস্যা এবং দান সমস্তই না-পোড়ানো মাটির পাত্রে রক্ষিত জলের মতো নির্গত হয়ে যাবে। আমার নিকট শরণাগত হয়ে, ভক্তের উচিত বাক্য, মন এবং প্রাণবায়ুকে সংযত করা। এইভাবে প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল করতে পারবে।"

卐 卐 卐

সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বর্ণন

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে প্রভু, পূর্বে আপনি বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের, এবং এমনকি সাধারণ নিয়মশৃঙ্খলাবিহীন মানুষদের জন্যও অনুশীলনীয় ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। হে অরবিন্দাক্ষ, সমগ্র মনুষ্যসমাজ, তাদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, কীভাবে আপনার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে পারে সে সম্বন্ধে এখন আমাকে কৃপাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন। হে প্রভু, হে মহাবাহো, পূর্বে আপনি আপনার হংসাবতার-রূপে শ্রীব্রহ্মার নিকট পরম সুখ প্রদানকারী ধর্মের কথা বলেছিলেন। হে মাধব, হে শত্রু নিধনকারী, বহুকাল

অতীত হয়ে গিয়েছে, পূর্বে আপনি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা অতি সত্বর বাস্তবিকই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। হে ভগবান অচ্যুত, এই পৃথিবীতেই হোক অথবা কোন সমুদ্রের নিবাসস্থল ব্রহ্মাজীর সভাস্থল হোক না কেন, প্রভু আপনি ব্যতীত পরম ধর্মের প্রবক্তা, স্রষ্টা এবং রক্ষক কেউ নেই। প্রিয় মধুসূদন, এইভাবে যখন পারমার্থিক জ্ঞানের প্রবক্তা, রক্ষক এবং প্রকৃত স্রষ্টা আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করে চলে যাবেন, তখন পুনরায় কে এই বিনাশ প্রাপ্ত জ্ঞানের কথা বলবে। অতএব, হে প্রভু, আপনিই যেহেতু ধর্মের জ্ঞাতা, মনুষ্যগণ যাতে আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে পারে, আর তা কীভাবে সম্পাদিত হবে, তা আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট বর্ণনা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম ভক্ত শ্রীউদ্ধব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রীতি সহকারে সমস্ত বদ্ধ জীবের কল্যাণের জন্য সেই সনাতন ধর্মের বর্ণনা করলেন।"

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, যথার্থ ধর্ম অনুসারেই তুমি প্রশ্ন করেছ, যা সাধারণ মানুষ এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের শুদ্ধভক্তির যোজক এবং তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে। এখন অনুগ্রহ করে আমার কাছে সেই পরম ধর্ম কথা শ্রবণ কর।"

"শুরুতে, সত্যযুগে সমস্ত মানুষের জন্য একটিই বর্ণ ছিল, যাকে বলে হংস। সেই যুগের মানুষ জন্মগতভাবেই ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত, তাই বিদ্বান পণ্ডিতগণ এই প্রথম যুগকে বলেন কৃতযুগ, যা সে যুগে ধর্মীয় আচরণগুলি যথাযথরূপে পালিত হয়। সত্যযুগে ওঁকারের মাধ্যমে অবিভক্ত বেদ প্রকাশিত হয়, এবং তখন আমিই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপের একমাত্র লক্ষ্য। আমি বৃষরূপী চতুষ্পাদ ধর্ম রূপে প্রকাশিত হই। এইভাবে সত্যযুগের তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপ মানুষেরা হংস রূপে আমার আরাধনা করে।"

"হে মহাভাগ্যবান, ত্রেতাযুগের শুরুতে প্রাণবায়ুর নিবাসস্থল, আমার হৃদয় থেকে ঋক্, সাম, এবং যজুরূপে তিনটি বিভাগে বেদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তারপর সেই জ্ঞান থেকে আমি ত্রিবিধ যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হই। ত্রেতাযুগে ভগবানের বিরাট রূপ থেকে চতুর্বর্ণ প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণরা ভগবানের মুখমণ্ডল থেকে, ক্ষত্রিয়রা ভগবানের বাহুদ্বয় থেকে, বৈশ্যরা ভগবানের ঊরু থেকে এবং শূদ্ররা তাঁর বিরাট রূপের চরণ থেকে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ দায়িত্ব এবং ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেকের বর্ণ নির্ধারিত হয়। গৃহস্থ আশ্রম আমার বিরাট রূপের জঘনদেশ থেকে প্রকাশিত, এবং ব্রহ্মচারীরা এসেছে আমার হৃদয় থেকে। বনবাসী জনগণ প্রাপ্ত জীবন এসেছে আমার বক্ষস্থল থেকে এবং সন্ন্যাস জীবনটি অবস্থিত আমার বিরাট রূপের মস্তকে।"

"প্রত্যেকের জন্মের পরিস্থিতি অনুসারে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট স্বভাব প্রকাশিত হয় আর সেই অনুসারেই মনুষ্য সমাজে বর্ণ এবং আশ্রম প্রকাশিত হয়েছে। শান্তি, আত্মসংযম, তপস্যা, পরিচ্ছন্নতা, সন্তুষ্টি, সহনশীলতা, সরলতা এবং সততা, আমার প্রতি ভক্তি, দয়া এবং সত্যবাদিতা—এইগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক গুণাবলী। তেজ, দৈহিক শক্তি, ধৃতনিষ্ঠা, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, পূর্ণ উদ্যম, স্থৈর্য, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি এবং নেতৃত্ব, এগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক গুণাবলী। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস, দানপরায়ণতা, দম্ভশূন্যতা, ব্রাহ্মণ সেবা এবং অধিক ধন সংগ্রহের বাসনা, এইগুলি হচ্ছে বৈশ্যদের স্বাভাবিক গুণাবলী। ব্রাহ্মণ, গাভী, দেবতা এবং অন্যান্য পূজ্য ব্যক্তিদের প্রতি অকপট সেবা এবং এই সমস্ত সেবার দ্বারা যা কিছু অর্থ লাভ হয় তাতেই পূর্ণসন্তুষ্টি হচ্ছে শূদ্রদের স্বাভাবিক গুণাবলী। অশুচিতা, অসততা, চৌর্য, অবিশ্বাস, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষা, এগুলি হচ্ছে বর্ণাশ্রম বহির্ভূত অন্ত্যজদের জন্য স্বাভাবিক। অহিংসা, সত্যবাদিতা, সততা, সুখেচ্ছা, আর সকলের কল্যাণ, কাম-ক্রোধ এবং লোভশূন্যতা, এই সমস্ত গুণাবলী সমাজের সমস্ত সদস্যদের থাকা উচিত। ব্রাহ্মণের গর্ভজাত সংস্কারের পর্যায়ক্রমে গায়ত্রী দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিজত্ব লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা আহূত হয়ে, সে তাঁর আশ্রমে অবস্থান করে দম ও আত্মসংযম করে যত্নসহকারে বৈদিকশাস্ত্র চর্চা করবে।"

"ব্রহ্মচারী নিয়মিতভাবে মৃগচর্মের বসন এবং কুশঘাসের কোমরবন্ধ পরিধান করবে। তার জটা থাকবে, হাতে থাকবে দণ্ড এবং কমণ্ডলু, গলায় অক্ষমালা এবং উপবীত ধারণ করবে। হাতে কুশ ধারণ করে, সে কখনও বিলাসবহুল ও আরামদায়ক আসন গ্রহণ করবে না। সে অনর্থক দাঁত মাজবে না বা বস্ত্রকে বেশি উজ্জ্বল বা ইস্ত্রি করবে না। ব্রহ্মচারীদের স্নান, আহার, যজ্ঞ সম্পাদন, জপ বা মলমূত্র ত্যাগের সময় মৌন অবলম্বন করা উচিত। তার নখ কাটা এবং বগল ও উপস্থ সহ কোনও স্থানের লোম বা চুল কাটা উচিত নয়। যে ব্রহ্মচারী ব্রত অবলম্বন করেছে, তার কখনও বীর্যপাত করা উচিত না। যদি হঠাৎ আপনা থেকেই বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে তার তৎক্ষণাৎ জলে স্নান করে, প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত। শুদ্ধ এবং নিবিষ্ট চিত্তে ব্রহ্মচারীর অগ্নি, সূর্য, আচার্য, গাভী, ব্রাহ্মণ, গুরু, বয়স্ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং দেবতাদের পূজা করা উচিত। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তে উচ্চারণ না করে, মৌনভাবে বা মৃদু স্বরে যথাযথ মন্ত্র জপ করা উচিত।"

"আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনও কোনভাবে তাকে অশ্রদ্ধা করা উচিত না। তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা সে সমস্ত দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপ। সকালে ও সন্ধ্যায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্য যা কিছু ভিক্ষা করে এনে তার উচিত তার গুরুদেবের নিকট অর্পণ করা। তারপর, আত্মসংযত হয়ে আচার্যের নিকট থেকে নিজের জন্য অনুমোদিত দ্রব্যই গ্রহণ করা উচিত। গুরুদেবের সেবার সময় আমাদের বিনীত সেবক রূপে থাকা উচিত, গুরুদেব যখন গমন করেন, শিষ্যের উচিত বিনীতভাবে তাঁর অনুগমন করা। গুরুদেব যখন বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন, তখন শিষ্যের উচিত নিকটেই শয়ন করে, তাঁর পাদসম্বাহনাদি সেবা করা। গুরুদেব যখন তাঁর আসনে উপবেশন করবেন, শিষ্য তখন গুরুদেবের আদেশের অপেক্ষায় তাঁর নিকটেই করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকবে। আমাদের উচিত এইভাবে সর্বদা গুরুদেবের অর্চন করা। যতক্ষণ না বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ছাত্রের উচিত গুরুদেবের আশ্রমে নিয়োজিত থাকা। তাকে অবশ্যই (ব্রহ্মচর্য) ব্রত ভঙ্গ না করে, কড় ইন্দ্রিয়তর্পণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। কোনও ব্রহ্মচারী যদি মহর্লোক বা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হতে চায়, তবে তাকে তার সমস্ত কার্যকলাপ গুরুদেবের নিকট অর্পণ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে হবে। তাকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে উচ্চতর বৈদিক শিক্ষা

অনুশীলনে কৃতী হতে হবে। এইভাবে বৈদিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে, গুরুদেবের সেবা করার মাধ্যমে সমস্ত প্রকার পাপ এবং দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে, তাকে অগ্নির মধ্যে, গুরুদেবের মধ্যে, তার নিজের মধ্যে এবং সমস্ত জীবের মধ্যে পরমাত্মা রূপে অবস্থিত আমার উপাসনা করতে হবে। যাঁরা বিবাহিত নয়—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচারীদের—কখনও স্ত্রীলোকদের প্রতি নিরীক্ষণ করে, স্পর্শ করে, বার্তালাপ, পরিহাস বা খেলাধুলা করে সঙ্গ করা উচিত না। আবার মৈথুনরত কোনও প্রাণীর সঙ্গ করাও তাদের উচিত নয়।"

"প্রিয় উদ্ধব, শুচিতা, আচমন, স্নান, সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে এবং সূর্যাস্তে করণীয় ধর্মকর্ম, আমার অর্চন, তীর্থদর্শন, জপ করা, অস্পৃশ্য, অখাদ্য এবং অকথ্য বর্জন করা ও পরমাত্মা রূপে সর্বজীবে আমার অস্তিত্ব স্মরণ করা—এইগুলি সমাজের সমস্ত সদস্যের কায়মনোবাক্যে পালন করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যের মহাব্রত পালন করে, সে অগ্নির মতো উজ্জ্বল হয়, আর তাঁর তপস্যা জড় কর্ম সম্পাদনের প্রবণতাকে ভস্মীভূত করে। জড় বাসনার কলুষ মুক্ত হয়ে সে আমার ভক্ত হয়।"

"ব্রহ্মচারী বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা করলে, গুরুদেবকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করে, স্নান, ক্ষৌরকর্ম, ও যথাযথ বসনাদি পরিধান করবে। তারপর গুরুদেবের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। জড় বাসনা চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক ব্রহ্মচারীর উচিত পরিবারের সঙ্গে গৃহে বাস করা, যে গৃহস্থ তার চেতনাকে শুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সে বনে গমন করবে, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণের উচিত সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা। যে আমার প্রতি শরণাগত নয়, তার উচিত পর্যায় ক্রমে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে উন্নীত হওয়া, কখনও অন্যথা আচরণ করা উচিত নয়। যে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে চায়, তার উচিত সবর্ণা এবং তার অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা, অনিন্দনীয়া কন্যাকে বিবাহ করা। কেউ যদি বহু স্ত্রী বিবাহ করতে চায়, তবে তার প্রথমা স্ত্রীর পরবর্তী স্ত্রীরা হবে ক্রমান্বয়ে নিম্নতর বর্ণের।"

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—সমস্ত দ্বিজগণ—অবশ্যই যজ্ঞ সম্পাদন করবে, বৈদিক শাস্ত্র চর্চা এবং দান করবে। কেবল ব্রাহ্মণরা, দান গ্রহণ করবে, বৈদিক জ্ঞান

শিক্ষা দেবে এবং অন্যদের হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করবে। যে ব্রাহ্মণ মনে করে যে, অন্যদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করলে তাঁর তপস্যা, ব্রহ্মতেজ এবং যশ বিনষ্ট হবে, তার উচিত অন্যদের জন্য দুটি পেশা অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞান প্রদান করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করা। যদি সেই ব্রাহ্মণ মনে করে যে, এই দুটি পেশাও তার পারমার্থিক পথের পক্ষে আপস করার মতো, তবে তার অন্য কারও উপর নির্ভর না করে ক্ষেতে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত। ব্রাহ্মণের শরীর এসব তুচ্ছ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়; বরং তার জীবনে কঠিন তপস্যা গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করার পর অসীম আনন্দ উপভোগ করবে। কৃষিক্ষেত্রে বা বাজারে পরিত্যক্ত শস্য দানা সংগ্রহ করে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মানসিক ভাবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ব্যক্তিগত বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে, উদার ধর্মনীতি অনুশীলন করে আমাতে তার চেতনা নিবিষ্ট রাখা উচিত। এইভাবে গৃহস্থ রূপে ব্রাহ্মণ অত্যধিক আসক্ত না হলে গৃহে থেকে সে মুক্তি লাভ করে।"

"জাহাজ যেমন সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, তেমনই পরিস্থিতিই অবস্থা থেকে কোনও ব্রাহ্মণ বা ভক্তকে যারা উদ্ধার করে, তাদেরকে আমি সমস্ত বিপর্যয় থেকে অচিরেই উদ্ধার করি। প্রধান পুরুষ হাতি যেমন দলের অন্য সমস্ত হাতিদের রক্ষা করে, এবং নিজেকেও রক্ষা, তেমনই, নির্ভয় রাজা, পিতার মতো, বিপদ থেকে সমস্ত প্রজাদেরকে রক্ষা করবে এবং নিজেকেও সুরক্ষিত রাখবে। এইভাবে যে রাজা প্রজাগণকে এবং নিজেকে তার রাজ্য থেকে সমস্ত পাপ দূরীভূত করে সুরক্ষিত রাখে, সে অবশ্যই সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রদেবের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে। যদি কোনও ব্রাহ্মণ তাঁর স্বাভাবিক কর্তব্য সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতে না পারে, এবং কষ্ট পায়, তবে সে ব্যবসা করে, কেনা বেচা ক্রয়-বিক্রয় করে এই দুরবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ী হয়েও যদি সে চরম দারিদ্র্য ভুগতে থাকে, তবে সে তলোয়ার ধারণ করে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে কোনও অবস্থাতেই একজন সাধারণ প্রভু গ্রহণ করে, কুকুরের মতো হতে পারে না।"

"রাজা বা রাজ পরিবারের লোক, তার সাধারণ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে সমর্থ না হলে, বৈশ্য হতে পারে, শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, অথবা ব্রাহ্মণের মতো অন্যদের বৈদিক শিক্ষা প্রদান করতে পারে। কিন্তু সে যেন কোনও অবস্থাতেই শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন না করে।"

"যে বৈশ্য, অর্থাৎ ব্যবসায়ী, নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না, সে শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে, আর যে শূদ্র মালিক পায় না, সে ঝুড়ি বানানো বা মাদুর তৈরির মতো কোনও সাধারণ কার্য করতে পারে। তবে, যে সমস্ত মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে নিকৃষ্ট একটি বিকল্প পেশা গ্রহণ করে, তাদের উচিত বিপর্যয় অতিক্রান্ত হলেই তা ত্যাগ করা।"

"গৃহস্থ জীবনে মানুষের উচিত প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করে ঋষিদের, যথা মন্ত্র অর্পণ করে পিতৃপুরুষদের, স্বাহা মন্ত্র অর্পণ করে দেবতাদের, নিজের আহারের কিছু অংশ অর্পণ করে সমস্ত জীবদের, শস্য এবং জল অর্পণ করে মানুষের পূজা করা। এইভাবে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ, জীবেরা এবং মনুষ্যগণকে আমার শক্তির প্রকাশ রূপে জেনে, তার প্রতিদিন এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত। গৃহস্থ তার অনায়াস লব্ধ বা সদুপায়ে অর্জিত অর্থের দ্বারা পরিবার পরিজনকে ভালভাবে পালন করবে। ক্ষমতা অনুসারে, তার যজ্ঞ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা উচিত। যে গৃহস্থ অনেক পোষ্য পরিজন পরিজনের পালন করছে, সে যেন তাদের প্রতি জাগতিক ভাবে আসক্ত হয়ে না পড়ে, আবার নিজেকে মালিক মনে করেও সে যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে। বুদ্ধিমান গৃহস্থ দেখবে যে, সে যে সমস্ত সুখ ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে যা লাভ হবে, এ সমস্তই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। সন্তানাদি, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ লাভ হচ্ছে একটি পথিকের ক্ষণিক সমাগমের মতো। ঘুম শেষ হলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত কিছুই হারিয়ে যায়, তেমনই দেহ পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সমস্ত সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়। প্রকৃত পরিস্থিতির সম্বন্ধে গভীরভাবে মনন করে, মুক্তাত্মার উচিত ঠিক একজন অতিথির মতো মমত্ববুদ্ধিশূন্য এবং নিরহংকার

হয়ে গৃহে বাস করা। এইভাবে সে পারিবারিক ব্যাপারে বদ্ধ হয়ে বা জড়িয়ে পড়বে না। যে গৃহস্থভক্ত তার পরিবারের দায়িত্ব পালন করে আমার আরাধনা করে সে গৃহেই থাকতে পারে, তীর্থস্থানে যেতে পারে, অথবা তার যদি দায়িত্ববান পুত্র থাকে, তাহলে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যে গৃহস্থের মন তার গৃহের প্রতি আসক্ত, টাকা পয়সা এবং সন্তানাদি নিয়ে উপভোগ করার জন্য উদ্গ্রীব, কামাসক্ত, কৃপণ মনোভাব সম্পন্ন, আর যে মূর্খের মতো চিন্তা করে, "সবই আমার আর আমিই সবকিছু", সে সুনিশ্চিতরূপে মায়ার দ্বারা বদ্ধ। আহা, আমার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুসন্তান কোলে আমার স্ত্রী, আমার অন্যান্য নাবালক সন্তানেরা। আমি ছাড়া ওদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই, আর ওরা অসহনীয় দুঃখ ভোগ করবে। আমাকে ছাড়া আমার হতভাগ্য আত্মীয়-স্বজন কী করে বাঁচবে? এইভাবে মূর্খ মনোভাবের ফলে যে গৃহস্থের হৃদয় পরিবারের প্রতি আসক্তিতে বিহ্বল, সে কখনও সন্তুষ্ট নয়। প্রতিনিয়ত তার পরিবারের চিন্তায় মৃত্যুবরণ করে সে অজ্ঞতার অন্ধকারে প্রবেশ করে।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চায়, তার উচিত স্ত্রীকে যোগ্য পুত্রদের হাতে ন্যস্ত করে অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই শান্ত মনে বনে প্রবেশ করা। বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে মানুষ কন্দ, মূল ও বনজ ফল আহার করে জীবন ধারণ করবে। সে পরিধান করবে গাছের বাকল, ঘাস, পাতা অথবা পশুচর্ম। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী তার চুল, দাড়ি, লোম এবং নখ কাটবে না, অসময়ে মলত্যাগ বা প্রস্রাব করবে না ও দাঁতের পরিচর্যার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করবে না। দিনে তিন বার জলে স্নান করে খুশি থাকবে, আর ভূমিতে শয়ন করবে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে চতুর্পার্শে অগ্নি প্রজ্বলিত করে প্রখর সূর্যের তাপে অবস্থান করবে, বর্ষাকালে প্রচণ্ড বর্ষণের সময় বাইরে থাকবে, আর শীতকালের প্রচণ্ড শীতে নিজেকে শীতলজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখবে। বানপ্রস্থ আশ্রমে মানুষ এইভাবে তপস্যা করবে। সে আগুনে রান্না করা শস্য অথবা যথা সময়ে পক্ক ফল আহার করতে পারে। সেই খাদ্য সে কোনও কিছু দিয়ে পেষাই করে অথবা নিজের দাঁত দিয়ে পেষাই করেও খেতে পারে। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারীর উচিত, স্বয়ং সংগ্রহ করে দেশ, কাল এবং নিজের ক্ষমতা অনুসারে তার শরীর নির্বাহের জন্য নিজেই সবকিছু সংগ্রহ করা। ভবিষ্যতের জন্য তার কোনও কিছু সঞ্চয় করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছে, সে বন্য শস্য এবং জল দিয়ে পিষ্টক বানিয়ে, চরু সহ ঋতু অনুসারে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করবে। সেই ব্যক্তি কখনও আমাকে পশুযজ্ঞ অর্পণ করবে না, এমনকি তা যদি বেদেও উল্লেখ থাকে। বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনকারী অগ্নিহোত্র, দর্শ এবং পৌর্ণমাস যজ্ঞ সম্পাদন করবে, যেমনটি সে গৃহস্থ আশ্রমে করত। সে চাতুর্মাস্য ব্রত সম্পাদন করবে, যেহেতু এগুলি দক্ষ বেদজ্ঞদের দ্বারা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনকারীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এইভাবে কঠোর তপস্বী বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী, জীবন ধারণের জন্য অতি সামান্যই কোনও কিছু গ্রহণ করে। সে এত শীর্ণকায় হয়ে যায় যে, তাকে কেবল অস্থি চর্মসার বলে মনে হয়। এইভাবে কঠোর তপস্যার দ্বারা আমার আরাধনা করে, সে

মহর্লোকে গমন করে আর তারপর সরাসরি আমাকে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নগণ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্তিম মুক্তিদান এই কষ্টসাধ্য কিন্তু উৎকৃষ্ট তপস্যা সাধন করে, সে একটি মহামূর্খ। সেই বানপ্রস্থী যদি বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং তার শরীরে কম্পন হেতু তার নিয়মিত সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তার উচিত ধ্যানের মাধ্যমে যজ্ঞাগ্নিকে তার হৃদয়ে স্থাপন করা। তারপর তার মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে, সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করবে।"

"সেই বানপ্রস্থী যদি বুঝতে পারে যে, এমনকি ব্রহ্মলোকে উপনীত হলেও কষ্টদায়ক পরিস্থিতি বজায় থাকে, তখন সে তার সমস্ত সম্ভাব্য সকাম কর্মের ফল থেকে অনাসক্ত হয়, তখনই তার সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা উচিত। শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার পূজা করে, সমস্ত সম্পদ যজ্ঞপুরোহিতদের দান করে, তার উচিত যজ্ঞাগ্নিকে নিজের মধ্যে স্থাপন করা। এইভাবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত মনে তার সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত। "সন্ন্যাস অবলম্বনকারী এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিক্রম করে ভগবদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছে।" এইরূপ চিন্তা করে, দেবতারা সেই সন্ন্যাসীর সামনে তাঁর পূর্বের স্ত্রী বা অন্য কোন স্ত্রীলোক এবং আকর্ষণীয় বস্তু রূপে উপস্থিত হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দেবতা এবং তাদের সৃষ্ট কোনও কিছুর প্রতি সেই সন্ন্যাসীর ভ্রূক্ষেপ না করা উচিত। সন্ন্যাসী যদি শুধু কৌপীন ছাড়া কোন কিছু পরিধান করতে চায়, তবে কৌপীনকে আবৃত করার জন্য একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা সে তার কোমর এবং নিতম্ব আবৃত করবে। অন্যথায়, কোনও বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে দণ্ড আর কমণ্ডলু ছাড়া সে আর কিছুই রাখবে না। সাধু ব্যক্তি ভূমিতে পদক্ষেপ করার পূর্বে তার চক্ষু দ্বারা সুনিশ্চিত হবে, যাতে সেখানে কোনও পোকা-মাকড় না থাকে, অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পরিশ্রুত করেই কেবল সে জল পান করবে, কেবল সত্য পূত কথাই বলবে। তদ্রূপ, তার মন দ্বারা যত্ন সহকারে সুনিশ্চিত শুদ্ধ আচরণই তার করণীয়। অনর্থক বাক্যালাপ বর্জন, অনর্থক কার্যকলাপ বর্জন এবং প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ, এই তিন প্রকারে আত্মসংযম না করে কেবল বংশদণ্ড বহন করলেই কেউ যথার্থ সন্ন্যাসী বলে স্বীকৃত হয় না। কলুষিত এবং অস্পৃশ্য গৃহগুলি বর্জন করে, পূর্ব সংকল্প না করেই সে সাতটি গৃহে যাবে এবং সেখানে ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ হবে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। প্রয়োজন অনুসারে সে সমাজের চারটি বর্ণের প্রতি গৃহেও যেতে পারে। ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু সঙ্গে নিয়ে সে জনবহুল এলাকা ত্যাগ করে একটি নির্জন জলাশয়ের নিকট গমন করবে। সেখানে স্নান করে, ভালভাবে হাত ধুয়ে কেউ অনুরোধ করলে সেই খাদ্যের কিছু অংশ তাদের নিকট বিতরণ করবে। সে এসব করবে মৌনাবলম্বন করে। তারপর অবশিষ্টাংশ ভালভাবে ধুয়ে ভবিষ্যতে আহার করার জন্য কিছুই না রেখে তার থালার সম্পূর্ণটাই আহার করবে। জড় আসক্তিশূন্য সংযতেন্দ্রিয় হয়ে, উৎসাহের সঙ্গে ভগবৎ উপলব্ধি এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে, সাধু ব্যক্তি পৃথিবীতে একা বিচরণ করবে। সর্বত্র সমদর্শী হয়ে সে চিন্ময় স্তরে অবিচল থাকবে। নিরাপদ এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করে, নিরন্তর আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে শুদ্ধ মনে, মুনি কেবল আত্মনিষ্ঠ হবে, এবং উপলব্ধি করবে যে, আত্মা আমা থেকে ভিন্ন নয়। অবিচলিত জ্ঞানের দ্বারা মুনি আত্মার বন্ধন এবং মুক্তির স্বভাব স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করবে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন ইন্দ্রিয় তর্পণের দিকে ধাবিত হয়, তখন আত্মার বন্ধন, এবং সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম হচ্ছে মুক্তি। অতএব মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে কৃষ্ণভাবনার দ্বারা সম্যকরূপে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, মুনি অন্তরে দিব্য আনন্দ অনুভব করে নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করবে। সাধু পবিত্র স্থান, প্রবহমান নদী, পর্বত এবং বনের নির্জন স্থানে ভ্রমণ করবে। তার একমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য সে শহর, গ্রাম ও চারণভূমিতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করবে।"

"বানপ্রস্থ আশ্রমীকে সর্বদা অন্যদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করা অভ্যাস করতে হবে, কেননা তার দ্বারা সে মোহ থেকে মুক্ত হয় এবং সত্বর পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে যে এইরূপ বিনীত উপায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে, সে শুদ্ধতা লাভ করে। বিনাশশীল জড় বস্তুকে আমাদের কখনই পরম বাস্তব রূপে দেখা উচিত নয়। জড় আসক্তিশূন্য চেতনার দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে জাগতিক উন্নতির সকল

কার্যকলাপ থেকে আমাদের বিরত হওয়া উচিত। যুক্তি তর্কের মাধ্যমে আমাদের বিচার করা উচিত ভগবানে অবস্থিত এই ব্রহ্মাণ্ড, এবং মন, বাক্য এবং প্রাণবায়ু সমন্বিত নিজের জড় দেহ, সবই হচ্ছে সর্বোপরি ভগবানের মায়াশক্তি সম্ভূত। এইভাবে আত্মস্থ হয়ে এই সমস্ত বস্তুর প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করা এবং এইসব বস্তুকে পুনরায় কখনও আমাদের ধ্যেয় বলে মনে করা উচিত নয়।"

"জ্ঞানানুশীলন রত এবং বাহ্যিক উপাদানের প্রতি অনাসক্ত বিদ্বান পরমার্থবাদী, এবং মুক্তি কামনারহিত আমার ভক্ত—এরা উভয়েই বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অথবা সামগ্রী ভিত্তিক কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে। এইভাবে তাদের সমস্ত আচরণই বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। পরমহংস, পরম জ্ঞানী হলেও মান-অপমান বোধশূন্য হয়ে শিশুর মতো জীবন উপভোগ করবেন, পরম দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি জড় এবং অক্ষমের মতো আচরণ করবেন, অত্যন্ত শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি অজ্ঞের মতো কথা বলবেন, এবং বৈদিক বিধি-বিধান সম্বন্ধে শিক্ষিত পণ্ডিত হয়েও, তিনি অবাধ আচরণ করতে থাকবেন। ভক্তের কখনও বেদে বর্ণিত কর্মকাণ্ডীয় সকাম আনুষ্ঠানিকতায় রত হওয়া, বা নাস্তিক হওয়া, অথবা বেদের সিদ্ধান্ত বিরোধী কার্য করা, এমনকি কথা বলাও উচিত নয়। তদ্রূপ, তার নিছক তার্কিক অথবা সন্দেহবাদী, কিংবা কোনও অনর্থক তর্কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা কখনও উচিত নয়। সাধু ব্যক্তির কারও নিকট থেকে কখনও ভীত বা বিব্রত হওয়া উচিত নয়, তেমনই অন্য লোকদের ভীত বা বিব্রত করাও তার উচিত নয়। সে অন্যদের দ্বারা অপমানিত হলে তা সহ্য করবে এবং কাউকে কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। নিজের জড় শরীরের জন্য সে কারও সঙ্গে বিরোধিতা করবে না যেহেতু সেটি পশুর আচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই হবে না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জড় দেহে এবং প্রত্যেকের আত্মায় অবস্থিত। একই চন্দ্র যেমন অসংখ্য জলের পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি এক পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে উপস্থিত। এইভাবে প্রতিটি জড় দেহই নির্মিত হয়েছে সর্বোপরি পরমেশ্বরের শক্তির দ্বারা। কখনও কখনও সে যদি উপযুক্ত খাদ্য না পায়, বিষণ্ণ হবে না, এবং উপাদেয় খাদ্য পেলেও সে উৎফুল্ল হবে না। দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে সে উপলব্ধি করবে, উভয় পরিস্থিতিই ভগবানের নিয়ন্ত্রণে। প্রয়োজনবোধে যথেষ্ট খাদ্য বস্তু লাভের চেষ্টা করা উচিত, কেননা তা আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সর্বদা প্রয়োজন। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণবায়ু সুস্থ থাকে, তখন আমরা পারমার্থিক সত্যের মনন করতে পারি, এবং এই সত্য উপলব্ধি করে আমরা মুক্তি লাভ করি। সাধু ব্যক্তির পক্ষে খাদ্য, বস্ত্র এবং শয্যা উৎকৃষ্ট হোক অথবা নিকৃষ্ট মানের হোক, যা অনায়াসে লাভ করে, তাই গ্রহণ করা উচিত। পরমেশ্বর হলেও আমি যেমন স্বেচ্ছায় আমার নিত্যকৃত্য সম্পাদন করি, তদ্রূপ যে আমাকে উপলব্ধি করেছে তারও সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, আচমন, স্নান এবং অন্যান্য নিত্যকৃত্যগুলি স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পাদন করা উচিত। আত্ম উপলব্ধ ব্যক্তি আর আমার থেকে নিজেকে ভিন্ন রূপে দেখে না। কেননা আমার সম্বন্ধে তার উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তার এইরূপ মায়িক অনুভূতি বিনষ্ট হয়েছে। জড় দেহ এবং মন পূর্বে যেহেতু এইরূপ অনুভূতিতে অভ্যস্ত ছিল, সময় সময় তা পুনরায় প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর সময় আত্ম উপলব্ধ ব্যক্তি আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে।"

"যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল দুঃখজনক জেনে, তা থেকে অনাসক্ত হয়েছে, এবং যে পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধি লাভে ইচ্ছুক, কিন্তু আমাকে লাভ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তার উচিত জ্ঞানী এবং যথার্থ গুরুদেবের নিকট গমন করা। ভক্ত যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে ততক্ষণই তার উচিত পরম বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পূর্ণ অহিংস হয়ে আমা হতে অভিন্ন শ্রীগুরুদেবকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা। যে ব্যক্তি তার ষড়রিপু যথা (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য), এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নেতা বুদ্ধিকে সংযত করেনি, জড় বস্তুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরহিত হওয়া সত্ত্বেও জীবিকা নির্বাহের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে, পূজ্য দেবতা, নিজ আত্মা, এবং তার মধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বরকে অস্বীকার করে, ধর্মের বিধ্বংস ডেকে আনে এবং জড় কলুষের দ্বারা প্রতারিত থাকে, সে পতিত এবং তার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়। সন্ন্যাসীর মূল ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে সমতা এবং অহিংসা, আবার বানপ্রস্থীর প্রধান ধর্ম হচ্ছে তপস্যা এবং

দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী দার্শনিক জ্ঞান আহরণ করা। গৃহস্থদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবকে আশ্রয় প্রদান করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করা, আর ব্রহ্মচারীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানত শ্রীগুরুদেবের সেবায় ব্রতী হওয়া।"

"গৃহস্থ ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনের জন্যই কেবল অনুমোদিত সময়ে তার স্ত্রীর নিকট যৌন সঙ্গের জন্য গমন করবে। অন্যথায় সেই গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন, তপস্যা, দেহ ও মনের শুদ্ধতা বজায় রাখা, সাধারণ অবস্থায় সন্তুষ্ট এবং সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন থাকা। বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উচিত আমার আরাধনা করা। যে ব্যক্তি তার কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে আমার অর্চনা করে, যার অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি সর্বজীবে উপস্থিত জেনে আমার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সে আমার প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করে।"

"প্রিয় উদ্ধব, আমি সর্বলোকের পরম ঈশ্বর এবং আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, লয়ের অন্তিম কারণ। এইভাবে আমিই হচ্ছি পরম সত্য আর যে ব্যক্তি অব্যর্থভাবে আমার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে, সে আমার নিকট আগমন করে। এইভাবে, যে তার স্বধর্ম পালনের দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে শুদ্ধ করেছে, যে সম্পূর্ণরূপে আমার পরমপদ উপলব্ধি করেছে এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্জন করেছে, সে অচিরেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীরা ধর্মকে যথাযথ ব্যবহারের অনুমোদিত রীতিনীতি রূপে গ্রহণ করে। যখন এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা রূপে উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে। প্রিয় ভক্ত উদ্ধব, তোমার প্রশ্নানুসারে আমার ভক্ত, যে পদ্ধতির দ্বারা তার স্বধর্মে নিযুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে পারে তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করলাম।"

❂ ❂ ❂

ঊনবিংশতি অধ্যায়

পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—"যে আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি, জ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য শাস্ত্র অনুশীলন করেছে এবং নির্বিশেষবাদের অনর্থক কল্পনা পরিত্যাগ করে উপলব্ধি করেছে যে, জড় ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে কেবলই মায়া, তার উচিত তার সেই জ্ঞান এবং জ্ঞানলাভের পন্থাসহ আমার নিকট আত্মসমর্পণ করা। বিদ্বান আত্ম-উপলব্ধ দার্শনিকের একমাত্র উপাস্য, তাদের জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি এবং সমস্ত জ্ঞানের অন্তিম সিদ্ধান্ত হচ্ছি আমি। বস্তুত আমি যেহেতু তাদের সুখ এবং দুঃখ মুক্তির কারণ, তাই এরূপ বিদ্বান ব্যক্তিদের জীবনে আমি ছাড়া আর কোনও কার্যকরী উদ্দেশ্য বা প্রিয় বস্তু নেই। যারা দার্শনিক এবং উপলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছে তারা আমার পাদপদ্মকে পরম দিব্যবস্তু রূপে উপলব্ধি করে। এইভাবে বিদ্বান পারমার্থবাদী আমার নিকট পরম প্রিয় এবং সিদ্ধজ্ঞানের মাধ্যমে আমাকে প্রীতিবিধান করে থাকে। পারমার্থিক জ্ঞানের স্বল্পমাত্র অনুশীলনের দ্বারা যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় তা তপশ্চর্যা, পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ, নিঃশব্দে জপ, দান অথবা পুণ্যকর্মের কলও তার সমকক্ষ নয়। অতএব প্রিয় উদ্ধব, জ্ঞানের মাধ্যমে যথার্থ আত্ম-উপলব্ধি লাভ করে তোমার উচিত বৈদিক জ্ঞানের স্পষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমে প্রেমভক্তি সহকারে আমার অর্চনা করা। পূর্বে মুনিগণ বৈদিক জ্ঞান যজ্ঞ এবং পারমার্থিক জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে সমস্ত

যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রত্যেকের হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে জেনে, তাদের অন্তরে তারা আমার উপাসনা করেছে। এইভাবে আমার নিকট উপনীত হয়ে, এই সমস্ত মুনিগণ পরম সিদ্ধি লাভ করেছে। প্রিয় উদ্ধব, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত জড় দেহ ও মন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, কিন্তু এরা যেহেতু কেবল বর্তমানে আবির্ভূত হয়, এদের শুরু বা শেষে কোনও অস্তিত্ব নেই, তাই বাস্তবে এসবই মায়া। তা হলে জন্ম, বৃদ্ধি, সন্তানাদি উৎপাদন, স্থিতি, ক্ষয় এবং মৃত্যু দেহের বিভিন্ন পর্যায় কিভাবে তোমার নিত্য আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, তা কিভাবে সম্ভব? এই সমস্ত পর্যায় কেবল তোমার জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত, এরা পূর্বে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। দেহ কেবল বর্তমানেই থাকে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্তে! অনুগ্রহ করে সেই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করুন, যা আপনা হতেই বৈরাগ্য এবং সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রদান করে, যা দিব্য, এবং যা পারমার্থিক মহান দার্শনিকদের নিকট চিরাচরিত। আপনার প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত সেবামূলক এই জ্ঞান মহান ব্যক্তিগণ অন্বেষণ করে থাকেন। প্রিয় প্রভু, যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুর চক্রে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতিত হয়ে ত্রিতাপ দ্বারা প্রতিনিয়ত বিহ্বল হয়ে পড়েছে, তাদের জন্য উপদেশ অমৃত বর্ষণকারী ছত্রের ন্যায় শান্তিপ্রদ আপনার চরণযুগল ব্যতীত আর কোন আশ্রয় লক্ষিত হয় না। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, অনুগ্রহ পূর্বক এই জড় অস্তিত্বের অন্ধকার গর্তে পতিত কালরূপ সর্পের দ্বারা দংশিত হতভাগ্য জীবকে কৃপাপূর্বক উদ্ধার করুন। তার এরূপ দুঃস্থ অবস্থা সত্ত্বেও, এই হতভাগ্য জীব নগণ্যতম জড় সুখ আস্বাদন করার জন্য অত্যধিক আগ্রহী। হে প্রভু, আপনার চিন্ময় মুক্তি প্রদানকারী উপদেশামৃত বর্ষণ করে অনুগ্রহ পূর্বক আমায় রক্ষা করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, তুমি যেমন এখন আমার নিকট প্রশ্ন করছ, পূর্বকালে অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির ঠিক সেইভাবে ধর্মের মহান রক্ষক ভীষ্মদেবের কাছে এইরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। তখন আমরা সকলে মনোনিবেশ সহকারে তা শ্রবণ করেছিলাম। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের শেষে, যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর অনেক স্নেহের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তখন ধর্মনীতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ শ্রবণ করার পর, অবশেষে তিনি মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। ভীষ্মদেবের শ্রীমুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে বৈদিক জ্ঞানের ধর্মনীতি, বৈরাগ্য, আত্ম উপলব্ধি, বিশ্বাস, এবং ভক্তিযোগের কথা শ্রবণ করেছিলাম আমি এখন তোমাকে তা বর্ণনা করব।"

"যে জ্ঞানের দ্বারা নয়, এগারো, পাঁচ এবং তিনটি উপাদানের সমন্বয় এবং এই আঠাশটির মধ্যে সর্বোপরি একটির উপস্থিতি সমস্ত জীবের মধ্যে দর্শন করা হয় তা আমি স্বয়ং অনুমোদন করি। যখন কেউ একটি মাত্র কারণ থেকে উদ্ভূত আঠাশটি জড় উপাদানকে ভিন্নভাবে আর দর্শন করে না, বরং সেই কারণটিকেই অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে, তখন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাকে বলে বিজ্ঞান, অথবা আত্ম-উপলব্ধি। সৃষ্টি, লয় এবং পালনের বিভিন্ন স্তর হচ্ছে জড় কারণ-সম্ভূত। এক সৃষ্টির সময় থেকে অপর সৃষ্টির সময় পর্যন্ত বিভিন্ন জড় পর্যায়গুলিতে যা অবিচ্ছিন্নভাবে সঙ্গে থাকে এবং এই সমস্ত জড় অবস্থাগুলি যখন শেষ হয়ে যায়, তখনও অবশিষ্ট থাকে, সেটিই হচ্ছে নিত্য। বৈদিক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং তার্কিক অনুমান,—এই চার প্রকার প্রমাণ থেকে মানুষ জড় জগতের ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং অসারত্ব উপলব্ধি করতে পারে, আর তার দ্বারা সে এই জগতের দ্বন্দ্ব থেকে অনাসক্ত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির দেখা উচিত, যে কোন জড় কর্মই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এমনকি ব্রহ্মলোকেও এইভাবে দুঃখ বর্তমান। বস্তুত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, যা কিছু সে দেখেছে, সে সবই যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সব কিছুরই শুরু এবং শেষ আছে।"

"হে নিষ্পাপ উদ্ধব, তুমি যেহেতু আমায় ভালবাস, পূর্বে আমি তোমার নিকট ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলাম। এখন আমি তোমার নিকট পুনরায় আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা লাভ করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বর্ণনা করব। আমার আনন্দময় লীলা বর্ণনে দৃঢ় বিশ্বাস, নিরন্তর আমার মহিমা কীর্তন, দীনতার সহকারে আমার অর্চনে অপ্রতিহত আসক্তি, সুন্দর মন্ত্রের মাধ্যমে আমার প্রশংসা করা, আমার ভক্তিযোগের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, সর্বাঙ্গ দ্বারা

প্রণাম জ্ঞাপন, পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভক্তের অর্চনা করা, সর্বভূতে আমার চেতনা লক্ষ্য করা, সাধারণ দৈহিক কার্যকলাপ আমার সেবায় অর্পণ করা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণকীর্তন করা, আমাতে মন অর্পণ করা, সমস্ত জড় বাসনা ত্যাগ করা, আমার ভক্তিযুক্ত সেবার জন্য অর্থ দান করা, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং সুখ বর্জন করা, ব্রত, দান, যজ্ঞ, জপাদি, এবং তপস্যা-আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত ধর্মকর্ম সম্পাদন হচ্ছে যথার্থ ধর্মাচরণ। এই সমস্ত আচরণের দ্বারা যারা আমার প্রতি শরণাগত হয়, তারা স্বাভাবিকভাবে আমার প্রতি ভালবাসা অর্জন করে। আমার ভক্তদের এ ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকতে পারে? যখন কারও শান্ত চেতনা, সত্ত্বগুণ দ্বারা বলীয়ান হয়ে পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তখন সে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য লাভ করে। যখন আমাদের চেতনা জড় দেহ, গৃহ এবং এইরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য অন্যান্য বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়, তখন আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়, জড় বস্তুর পিছনে ধাওয়া করে জীবন কাটাই। রজোগুণের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়ে আমাদের চেতনা তখন অনিত্য বস্তুর জন্যই উৎসর্গীত হয়। এইভাবে অধর্ম, অজ্ঞতা, আসক্তি এবং দুর্ভাগ্য উৎপন্ন হয়। প্রকৃত ধর্ম বলতে, যা আমার ভক্তিযুক্ত সেবায় উপনীত করে তাকেই বোঝায়। যে চেতনা আমার সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি প্রকাশ করে তা-ই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। অনাসক্তি হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা, এবং ঐশ্বর্য বলতে বোঝায়, অণিমা-আদি অষ্টসিদ্ধি।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"প্রিয় কৃষ্ণ, হে পরন্তপ, আমায় অনুগ্রহপূর্বক বলুন কত প্রকার সংযমের বিধান এবং নিত্যকৃত্য রয়েছে। হে প্রভু, এ ছাড়াও আমায় বলুন, মানসিক সাম্য কী, আত্মসংযম কী, সহিষ্ণুতা এবং সততার প্রকৃত অর্থ কী, দান কী, তপস্যা, বীরত্ব, বাস্তবতা এবং সত্যকে কীভাবে বর্ণনা করা যাবে? বৈরাগ্য কী এবং ঐশ্বর্য কী? কাম্য কী, যজ্ঞ কী, এবং ধর্মীয় পারিতোষিক কী? প্রিয় কেশব, হে পরম সৌভাগ্যবান, বল, ঐশ্বর্য এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির লাভ আমি কীভাবে বুঝব? শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কী, যথার্থ বিনয় কী, প্রকৃত সৌন্দর্য কী? সুখ এবং দুঃখ কী, পণ্ডিত কে, মূর্খ কে? জীবনের ঠিক এবং ভুল পথ কী, স্বর্গ এবং নরক কী? প্রকৃত বন্ধু কে, এবং প্রকৃত গৃহ কী? ধনবান কে, দরিদ্র কে? দুর্ভাগা কে, এবং প্রকৃত ঈশ্বর কে? হে ভক্তগণের পতি, এই সমস্ত বিষয় এবং এর বিপরীত বিষয়গুলিও অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন।"

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—"অহিংসা, সত্যবাদিতা, অন্যের সম্পদ অপহরণ বা চুরি না করা, অনাসক্তি, বিনয়, কর্তৃত্ব বোধ থেকে মুক্ত, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা, এবং নির্ভয়তা—এই বারোটি হচ্ছে সংযমের মুখ্য বিধান। আন্তরিক শুদ্ধতা, বাহ্যিক শুদ্ধতা, ভগবন্নাম জপ করা, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, অতিথিপরায়ণতা, আমার উপাসনা, তীর্থস্থান দর্শন, ভগবানের স্বার্থেই কেবল আচরণ এবং বাসনা করা, সন্তুষ্টি, এবং গুরুদেবের সেবা—এই বারোটি হচ্ছে নিয়মিত অনুমোদিত কর্তব্য। এই চব্বিশটি বিষয় যারা সর্বান্তঃকরণে পালন করে, তাদের ওপর সমস্ত কাম্য আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।"

"মানসিক সাম্য এবং সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সংযম করে বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে আত্মসংযম। সহিষ্ণুতার অর্থ হচ্ছে দুঃখ সহ্য করা, এবং যখন কেউ জিহ্বা এবং উপস্থকে জয় করতে পারে তখনই তাকে বলা হয় সৎ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে অন্যদের উপর আক্রমণ না করা, এবং কামবাসনা পরিত্যাগ করাকেই প্রকৃত তপস্যা বলে। প্রকৃত বীরত্ব হচ্ছে স্বাভাবিক জড়জীবন উপভোগের প্রবণতাকে জয় করা, এবং বাস্তবতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করা। সত্যবাদিতার অর্থ হচ্ছে মনোরঞ্জনক ভাবে সত্য কথা বলা, মুনিগণ এইরূপই বলেছেন। পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে সকাম কর্মের প্রতি অনাসক্তি, আর বৈরাগ্য হচ্ছে সন্ন্যাস জীবন। মানুষের জন্য যথার্থ কাম্য সম্পদ হচ্ছে ধর্মপরায়ণতা এবং পরম পুরুষ ভগবান, আমিই যজ্ঞ। দক্ষিণা হচ্ছে আচার্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত পারমার্থিক উপদেশ অন্যদের প্রদান করা, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হচ্ছে প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ।"

"প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে অসীম মাত্রায় ষড়ৈশ্বর্য প্রদর্শনকারী, পরমেশ্বর ভগবানরূপী আমার নিজের স্বভাব। জীবনের পরম প্রাপ্তি হচ্ছে আমার প্রতি

ভক্তিযোগ, এবং প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে জীবের অন্তরের মিথ্যা অনুভূতি দূরীভূত করা। প্রকৃত শালীনতা হচ্ছে অসৎ কার্য থেকে পৃথক থাকা, এবং সৌন্দর্য হচ্ছে, বৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া। প্রকৃত সুখ হচ্ছে জড় সুখ এবং দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া, এবং প্রকৃত কষ্ট হচ্ছে যৌন সুখান্বেষণে জড়িয়ে পড়া। বন্ধন মুক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিই পণ্ডিত, আর যে জড় দেহ আর মনকে নিজের পরিচয় বলে মনে করে, সেই মূর্খ। আমার নিকট উপনীত হওয়ার পদ্ধতিই প্রকৃত জীবনপথ, আর ইন্দ্রিয়তর্পণ হচ্ছে ভুলপথ, কেননা তার দ্বারা চেতনা বিভ্রান্ত হয়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হচ্ছে প্রকৃত স্বর্গ, এবং তমোগুণের প্রাধান্য হচ্ছে নরক। সমগ্র জগতের গুরুরূপে আচরণ করে আমিই হচ্ছি প্রত্যেকের যথার্থ বন্ধু, এবং মানব দেহই হচ্ছে নিজালয়। প্রিয় সখা উদ্ধব, যে সদ্‌গুণাবলী দ্বারা ভূষিত, তাকেই বলা হয় প্রকৃত ধনী, আর যে জীবনে সন্তুষ্ট নয়, সেই প্রকৃত দরিদ্র। যে নিজের ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না, সে হতভাগ্য, পক্ষান্তরে যে ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি আসক্ত নন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর। যে নিজেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যুক্ত রাখে, সে তার বিপরীত, ক্রীতদাস। হে উদ্ধব, এইভাবে তুমি যে সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছ তার বিশদ ব্যাখ্যা করলাম। এই সমস্ত ভাল এবং মন্দ গুণাবলীর আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন নেই, কেননা সর্বদা ভাল আর মন্দ গুণ দর্শন করাটাই একটি খারাপ গুণ। শ্রেষ্ঠগুণ হচ্ছে জড় ভাল-মন্দ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া।"

● ● ●

বিংশতি অধ্যায়

শুদ্ধভক্তি ঃ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে অরবিন্দাক্ষ কৃষ্ণ, আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর, বিধি এবং নিষেধাত্মক আপনার বিধান বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। এই সমস্ত শাস্ত্র কর্মের সৎ এবং অসৎ গুণাবলীর ওপর আলোকপাত করে। বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বর্ণাশ্রম নামক মনুষ্য সমাজে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপ বৈচিত্র্য পাপ এবং পুণ্যজনিত পরিবার পরিকল্পনা প্রসূত। জড় উপাদান, স্থান, বয়স, সময় ইত্যাদি সমন্বিত একটি পরিস্থিতির ব্যাপারে বৈদিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে সর্বক্ষণের আলোচ্য বিষয়। বাস্তবে বেদই স্বর্গ এবং নরকের বিষয়ে প্রকাশ করেছেন, যা হচ্ছে অবধারিতভাবে পাপ-পুণ্যভিত্তিক। বেদে পুণ্যকর্ম করার বিধান এবং পাপকর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। পুণ্য এবং পাপের মধ্যে পার্থক্য দর্শন না করে, মানুষ কীভাবে তোমার নিজের বেদবাণী নির্দেশ বুঝতে পারবে, যা পাপকর্ম থেকে বিরত এবং পুণ্যকর্মে রত করাবে? এছাড়াও, সর্বোপরি মুক্তিপ্রদ এইরূপ অনুমোদিত বৈদিক সাহিত্য ব্যতিরেকে কীভাবে মনুষ্য জীবন সার্থক হবে?"

"হে প্রভু, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অতীত মুক্তি অথবা স্বর্গলাভ এবং জড় ভোগ, এ সমস্ত উপলব্ধি করা হচ্ছে, আমাদের বর্তমান ক্ষমতার বাইরে—আর সাধারণ ভাবেও সব কিছুর অভিধেয় এবং প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং মনুষ্যগণকে অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে, কেননা সেগুলি আপনার নিজস্ব বিধান, আর তা হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রমাণ এবং প্রকাশ সমন্বিত। হে প্রভু, আপনার প্রদত্ত বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়, সেগুলি আপনা থেকে আসেনি। একই বৈদিক শাস্ত্র যদি পাপ

ও পুণ্যের মধ্যে পার্থক্যকে খণ্ডন করে, তা হলে অবশ্যই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, আমি মানুষের মঙ্গল লাভের সুবিধার্থে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ এই তিনটি পন্থা প্রদর্শন করেছি। এই তিনটি পন্থা ব্যতিরেকে ঊর্ধ্বগতি লাভের আর অন্য কোনও উপায় নেই। এই তিনটি মার্গের মধ্যে যারা জড়জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং সাধারণ সকাম কর্মের প্রতি অনাসক্ত, তাঁদের জন্য জ্ঞানযোগ অনুমোদিত হয়েছে। যাঁরা জড় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হননি, এখনও বহু বাসনা অপূর্ণ রয়েছে, তাঁদের উচিত কর্মযোগের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের অন্বেষণ করা। কোন না কোন সৌভাগ্যের ফলে কেউ যদি আমার গুণ-মহিমা শ্রবণ কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে অথচ জড় জীবনের প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ বা অনাসক্ত হয়, তাদের উচিত আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করা। যতক্ষণ না কেউ সকাম কর্ম থেকে বিরত হতে আমার কথা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে ভগবৎ-সেবার রুচি অর্জন করতে পারছে, ততক্ষণই তাকে বৈদিক নিয়মানুসারে বিধি-বিধান পালন করতে হবে।"

"প্রিয় উদ্ধব, যে ব্যক্তি স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে বৈদিক যজ্ঞের মাধ্যমে উপাসনা করছেন কিন্তু এইরূপ পূজার কোনও ফল আশা করেন না, তিনি স্বর্গে গমন করবেন না; তদ্রূপ, নিষিদ্ধ কর্ম না করার ফলে তিনি নরকেও যাবেন না। যে ব্যক্তি স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে নিষ্পাপ এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত, সে এই জগতেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে অথবা সৌভাগ্যবশে আমার প্রতি ভক্তিযোগ লাভ করে। স্বর্গবাসীগণ এবং নরকবাসীগণ উভয়েই ভূলোকে মনুষ্য জন্ম কামনা করে। কেননা মনুষ্য জীবন দিব্যজ্ঞান এবং ভগবৎ প্রেম লাভে সহায়তা করে, পক্ষান্তরে স্বর্গীয় অথবা নারকীয় কোন দেহই কার্যকরীভাবে এরূপ সুযোগ প্রদান করে না। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির স্বর্গ অথবা নরকবাসের বাসনা করা উচিত নয়। এই পৃথিবীর স্থায়ী বাসিন্দা হতেও কারও বাসনা করা উচিত নয়, কেননা এইভাবে জড়দেহে মগ্ন হওয়ার ফলে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বার্থের প্রতি মূর্খের মতো অবহেলা পরায়ণ হন। জড় দেহ বিনাশশীল হওয়া সত্ত্বেও তা আমাদের জীবনের সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম জেনে, জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে, মূর্খের মতো অবহেলা করা উচিত নয়। যমতুল্য নির্দয় মনুষ্য কোনও বৃক্ষকে ছেদন করলে, যে সমস্ত পক্ষী তাতে বাসা বেঁধেছিল তারা অনাসক্তভাবে তা ত্যাগ করে অন্যত্র সুখ লাভ করে। একইভাবে দিন এবং রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের আয়ুষ্কালও ক্ষয় হচ্ছে, এই ব্যাপারে অবগত হয়ে আমাদের ভীত-কম্পিত হওয়া উচিত। এইভাবে সমস্ত জড় আসক্তি এবং বাসনা ত্যাগ করে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি।"

"জীবনের সর্ব কল্যাণপ্রদ অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য দেহ, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আপনা থেকেই লাভ হয়ে থাকে। এই মনুষ্যদেহকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্মিত একখানি নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে শ্রীগুরুদেব রয়েছেন কাণ্ডারীরূপে এবং পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশাবলীরূপ বায়ু তাকে চলতে সহায়তা করছে, এই সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার মনুষ্য জীবনকে ভবসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হতে উপযোগ না করে, তাকে অবশ্যই আত্মঘাতী বলে মনে করতে হবে। জাগতিক সুখের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে, পরমার্থবাদী সম্পূর্ণরূপে সংযতেন্দ্রিয় এবং অনাসক্ত হন। পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে তার মনকে দিব্য স্তর থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য নিবিষ্ট করা উচিত। মনকে পারমার্থিক স্তরে নিবিষ্ট করার সময়, যখনই তা অকস্মাৎ দিব্যস্তর থেকে বিপথগামী হয়, তখন বিধি-বিধান অনুসারে যত্ন সহকারে তাকে বশে আনা উচিত। মনের কার্যকলাপের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে কখনই ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়, বরং, প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করে, সত্ত্বগুণ দ্বারা শোধিত বুদ্ধিমত্তার উপযোগ করে, মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। দক্ষ অশ্বারোহী দুর্দান্ত অশ্বকে বশে আনতে কিছুক্ষণের জন্য অশ্বটিকে তার যেমন ইচ্ছা চলতে দেয়, আর তারপর লাগাম টেনে ধীরে ধীরে তাকে অভীষ্ট পথে আনে। তদ্রূপ, শ্রেষ্ঠ যোগ পদ্ধতি তাকেই বলে যার দ্বারা যোগী তাঁর মনের গতিপ্রকৃতি এবং বাসনা যত্নসহকারে লক্ষ্য করে ক্রমে তাকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। যতক্ষণ না মন পারমার্থিক বিষয়ে নিশ্চলতা লাভ করছে, ততক্ষণই মহাজাগতিক, জাগতিক অথবা পারমাণবিক, সমস্ত জড় বস্তুর ক্ষণস্থায়ী স্বভাব বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সাধারণ প্রবর্তনশীল কার্যের মাধ্যমে সৃষ্টির পদ্ধতি এবং পশ্চাদগামী কার্যের দ্বারা প্রলয়ের পদ্ধতি প্রতিনিয়ত অনুধাবন করা উচিত। যখন কোন ব্যক্তি এই জগতের ক্ষণস্থায়ী মায়াময় স্বভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং তা থেকে অনাসক্ত হয় এবং তার মন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ মতো পরিচালিত করে, তখন সে এই জগতের স্বভাব সম্বন্ধে বার বার চিন্তা করে, অবশেষে তার জড় পরিচিতি ত্যাগ করে। যোগ পদ্ধতির বিভিন্ন যম-নিয়মাদি এবং পুরশ্চরণের মাধ্যমে তর্ক এবং পারমার্থিক শিক্ষার অথবা আমার প্রতি উপাসনা এবং শ্রদ্ধাদি দ্বারা তার উচিত পরম পুরুষ ভগবানের স্মরণে মনকে নিরন্তর নিয়োজিত রাখা। এই উদ্দেশ্যে অন্য কোনও পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয়। সাময়িক অনবধানতাহেতু যোগী যদি আকস্মিকভাবে গর্হিত কর্ম করে, তবে সেই পাপের প্রতিক্রিয়াকে যোগাভ্যাসের দ্বারাই ভস্মীভূত করা উচিত। কখনও অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করা তার উচিত নয়। দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে যে, পরমার্থবাদীদের নিজ নিজ পারমার্থিক পদে অবিচলিতভাবে অধিষ্ঠিত থাকাই যথার্থ পুণ্য, আর যখন পরমার্থবাদী তার অনুমোদিত কর্তব্যে অবহেলা করে সেটিই হচ্ছে পাপ। আন্তরিকতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করার মানসে যে ব্যক্তি পাপ এবং পুণ্যের এই মানকে গ্রহণ করে, সে স্বভাবতই অতীব জড় কর্ম দমন করতে সক্ষম হয়।"

"আমার গুণকীর্তনের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করে, সমস্ত জাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি বিরক্ত হয়ে, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল দুঃখজনক জেনেও সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ ত্যাগে অসমর্থ হলে, আমার ভক্তের উচিত পরম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় সহকারে আমার ভজনা করে সুখী থাকা। সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয় ভোগে রত আমার ভক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল দুঃখদায়ক জেনে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন আমার মত অনুসারে সর্বদা ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, তখন তার হৃদয় আমাতে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এইভাবে তার হৃদয়স্থ জাগতিক বাসনার বিনাশ হয়। পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি যখন দৃষ্ট হই, তখন হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন ভিন্ন হয়, এবং সকাম কর্মের বন্ধন খণ্ডিত হয়। সুতরাং, যে ভক্ত নিবিষ্ট চিত্তে আমার প্রেমময়ী সেবায় রত হয়েছে, ইহলোকের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণত জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অনুশীলনের পন্থা তার জন্য নয়। সকাম কর্ম, তপস্যা, জ্ঞানচর্চা, বৈরাগ্য অনুশীলন, যোগাভ্যাস, দান, ধর্মকর্ম এবং জীবনে সিদ্ধি লাভের অন্য বহুবিধ পন্থার মাধ্যমে যা কিছু লাভ করা যায়, তা আমার ভক্ত আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন। কোনও ভাবে আমার ভক্ত যদি স্বর্গলোক, মুক্তি অথবা আমার ধামে বাস করতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সহজেই এইরূপ আশীর্বাদ লাভ করেন। আমার ভক্তরা সাধু ব্যবহার সম্পন্ন এবং তারা গভীর ভাবে বুদ্ধিমান, তারা সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট সমর্পিত হন, আর আমাকে ছাড়া তারা কোন কিছুই কামনা করে না। সেইজন্য আমি তাদেরকে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি প্রদান করলেও, তারা তা গ্রহণ করে না। বলা হয় যে, পূর্ণ বৈরাগ্য হচ্ছে মুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়। সুতরাং যার ব্যক্তিগত বাসনা নেই, এবং ব্যক্তিগত পুরস্কারের অন্বেষণ করে না, সে আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত প্রেমময়ী সেবা লাভ করে। আমার শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে এই জগতের ভাল এবং মন্দ থেকে উদ্ভূত জড় পুণ্য এবং পাপ থাকতে পারে না, কেননা সে জড় আকাঙ্ক্ষা রহিত, সর্বদা দিব্য চেতনায় অধিষ্ঠিত। এক কথায়, এই সমস্ত ভক্তরা জড় বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্ত কিছুর অতীত পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি আমাকে লাভ করার পদ্ধতি গুরুর আমার নিকট থেকে শিখেছে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালন করে, তারা মায়া থেকে মুক্ত হয় এবং আমার নিজধামে উপনীত হয়ে পরম সত্যকে যথাযথরূপে উপলব্ধি করে।"

একবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিক পথের ব্যাখ্যা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"যারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পন্থা, যেমন ভক্তিযোগ, বিশ্লেষণাত্মক দর্শন এবং নিয়মিতভাবে নিজ ধর্ম পালন—এই সবই ত্যাগ করে, আর তার পরিবর্তে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়ে নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই ব্রতী হয়, সে নিশ্চয় একাদিক্রমে জাগতিক জীবনচক্রে চলতে থাকবে। নিজ অধিকারের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণতাই যথার্থ পুণ্য বলে খ্যাত। পক্ষান্তরে নিজ অধিকার থেকে বিচ্যুতিই হচ্ছে পাপ। এই দুটি বিষয় এই ভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়।"

"হে নিষ্পাপ উদ্ধব, জীবনে কোনটি যথার্থ, তা উপলব্ধি করতে প্রথমে সমান বস্তুর মধ্যেও মূল্যায়ন করতে হবে। এইভাবে ধর্মনীতি বিশ্লেষণে শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার থাকবে। তেমনই, আমাদের সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা, এবং দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য শুভ অশুভ বিচার করতেই হবে। যারা জাগতিক ধর্মনীতির বোঝা বহন করছে, তাদের জন্য আমি এই জীবন পথ প্রদর্শন করেছি। প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্থাবর জীব পর্যন্ত সমস্ত বদ্ধ জীবের দেহ হচ্ছে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, এই পাঁচটি প্রাকৃতিক উপাদান সমন্বিত। এই সমস্ত উপাদানই এসেছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে।"

"প্রিয় উদ্ধব, সমস্ত জড় দেহ একই পঞ্চ উপাদানে গঠিত আর এইভাবে সবই এক হওয়া সত্ত্বেও দেহের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র তাদের বিভিন্ন নাম এবং রূপের কল্পনা করেছেন, যার মাধ্যমে জীব তাদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হবে। হে মহাত্মা উদ্ধব, জড় কার্যকলাপ সংযত করার জন্য সমস্ত জড় বস্তু, কাল, দেশ এবং সমস্ত ভৌতিক উপাদানের মধ্যে আমিই ভাল ও মন্দের বিচার স্থাপন করেছি। স্থানের মধ্যে, কৃষ্ণসার মৃগ বিহীন, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশূন্য, আবার যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ রয়েছে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নেই, কীকটের মতো রাজ্য এবং যেখানে শুদ্ধতা ও শুচিতাপূর্ণ পদ্ধতি অবহেলিত হয়, মাংসাহারী অধ্যুষিত অথবা যে দেশের জমি অনুর্বর, এ সবই কলুষিত স্থান বলে পরিগণিত। নিজের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই হোক অথবা উপযুক্ত সামগ্রী প্রাপ্ত করার মাধ্যমেই হোক, যে নির্দিষ্ট সময় যথোপযুক্ত, তাকেই শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। যে সময় নিজ কর্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাকেই মনে করা হয় অশুদ্ধ। কোন দ্রব্যের শুদ্ধতা অথবা অশুদ্ধতা নির্ধারিত হয় বাক্যের দ্বারা, অনুষ্ঠানের দ্বারা, কালের প্রভাবের দ্বারা অথবা আপেক্ষিক মহত্ত্ব অনুসারে অপর একটি দ্রব্যের প্রয়োগের মাধ্যমে। কোন ব্যক্তির ক্ষমতা বা দুর্বলতা, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ, স্থান এবং দৈহিক অবস্থা অনুসারে কোন অশুদ্ধ বস্তু তার উপর পাপের প্রতিক্রিয়া আরোপ করতে পারে, আবার না করতেও পারে। শস্য, কাষ্ঠনির্মিত বাসনাদি, অস্থি নির্মিত বস্তু, সুতো, তরল পদার্থ, অগ্নিজাত দ্রব্য, চর্ম এবং মৃত্তিকাজাত দ্রব্য, এই সমস্ত বিভিন্ন দ্রব্য, কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা ভিন্নভাবে অথবা সংমিশ্রণের দ্বারা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। কোন শুদ্ধিসাধক উপাদানের প্রয়োগে যখন কোন অশুদ্ধ বস্তুর দুর্গন্ধ দূর হয়, অথবা নোংরা বস্তুর আবরণ দূর করে তার আদি স্বরূপ পুনঃপ্রকাশ করে, তখনই তাকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। স্নান, দান, তপস্যা, বয়স, ব্যক্তিগত ক্ষমতা, শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান, অনুমোদিত কর্তব্য এবং সর্বোপরি, আমার স্মরণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য দ্বিজগণের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের পূর্বে যথাবিধি শুদ্ধ হওয়া উচিত। যথাযথ জ্ঞান সহকারে উচ্চারিত মন্ত্রই শুদ্ধ, এবং আমাকে অর্পিত হলে কর্ম শুদ্ধ হয়। এইভাবে স্থান, কাল, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র এবং কর্মের শুদ্ধিকরণের দ্বারা মানুষ ধর্মপরায়ণ হন, এবং এই ছয়টি বিষয়ে অবহেলা পরায়ণ ব্যক্তিকে অধার্মিক বলা হয়।"

"কখনও কখনও পুণ্য পাপ হয়ে যায় আবার সাধারণভাবে যা পাপ, তা বৈদিক বিধানবলে পুণ্য রূপে

পরিগণিত হয়। এইরূপ বিশেষ বিধান কার্যকরী হলে তা পাপ এবং পুণ্যের স্পষ্ট পার্থক্য দূরীভূত করে। উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্য যে কার্য পতনের কারণ, সেই কার্য পতিত ব্যক্তির জন্য তা নয়। বাস্তবে, যে মাটিতে শায়িত, তার আরও নীচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তার ক্ষেত্রে নিজের স্বভাবজাত জাগতিক সঙ্গকেই সদ্গুণ বলে মনে করা হয়। বিশেষ কোন পাপকর্ম অথবা জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ তার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইরূপ বৈরাগ্য সম্পন্ন জীবন পথ হচ্ছে মানুষের ধার্মিক এবং মঙ্গলময় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ, আর তা সমস্ত প্রকার ক্লেশ, মোহ এবং ভয় দূর করে।"

"যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীকে কাম্য বলে মনে করে, সে নিশ্চয় তার প্রতি আসক্ত হবে। এইরূপ আসক্তি থেকে কামের উদ্ভব হয়, আর এই কাম মানুষের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে। কলহ থেকে অসহ্য ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তার পরেই আসে অজ্ঞতার অন্ধকার। মানুষের উন্নত বুদ্ধিকে এই অজ্ঞতা অতি শীঘ্র গ্রাস করে।"

"হে মহাত্মা উদ্ধব, প্রকৃত জ্ঞান রহিত ব্যক্তিকে সর্বহারা বলে মনে করা হয়। তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সে ঠিক মৃত ব্যক্তির মতো জড় হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন থাকার জন্য, জীব নিজেকে অথবা অন্য কাউকে চিনতে পারে না। সে বৃক্ষের মতো অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যর্থ জীবন যাপন করে, আর হাপরের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। শাস্ত্রে সকাম কর্মের যে সমস্ত ফলশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, তাতে মানুষের পরম কল্যাণের কথা বলা হয়নি, বরং সেগুলি হচ্ছে শিশুকে ভাল ওষুধ খাওয়াতে মিষ্টি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মতোই কল্যাণজনক ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রলোভন প্রদর্শন মাত্র। কেবল জাগতিক জন্ম লাভ করে মানুষ মনে মনে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, দীর্ঘায়ু, ইন্দ্রিয় কর্ম, দৈহিক বল, যৌন ক্ষমতা এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আসক্ত হয়। যা কিছু জীবনের প্রকৃত স্বার্থকে প্রতিহত করে, সেই সবের প্রতি তখন তাদের মন মগ্ন হয়ে থাকে। যারা প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা জড় জীবন পথে ভ্রমণ করে, ক্রমশ অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে। মূর্খ হলেও, তারা যদি বেদের বিধানগুলি বিনীতভাবে পালন করে, তবে বেদশাস্ত্র কেন তাদেরকে পুনরায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উৎসাহিত করবেন? বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানে না, তারা প্রচার করে যে, জড় ফল লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী পুষ্পিত বাক্যই হচ্ছে বেদের সর্বোচ্চ জ্ঞান। প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও এই ধরনের কথা বলে না। যারা কাম বাসনা, ধনলিপ্সা এবং লোভে পূর্ণ, তারা কেবল ফুলকেই জীবনের যথার্থ ফল মনে করে ভুল করে। অগ্নির তেজে বিভ্রান্ত হয়ে এবং তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হওয়ার উপক্রমে তারা তাদের নিজের প্রকৃত পরিচিতিই বুঝে ওঠে না।"

"প্রিয় উদ্ধব, বৈদিক আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্রতী মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত, আর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমা থেকে অভিন্ন এবং আমা হতে উৎপন্ন। বাস্তবে, যাদের দৃষ্টি কুয়াশার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে, এরা হচ্ছে তাদের মতো। যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, তারা আমার দ্বারা বর্ণিত বৈদিক জ্ঞানের গোপনীয় সিদ্ধান্ত বুঝতে পারে না। হিংসার মাধ্যমে আনন্দ পেতে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ পশুকে যজ্ঞে বলি দেয়। আর এইভাবে তারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, এবং ভূতপ্রেতের নেতাদের পূজা করে। বৈদিক যজ্ঞ পদ্ধতিতে এইরূপ হিংসার জন্য রজোগুণকে কখনই উৎসাহিত করা হয়নি। মূর্খ ব্যবসায়ী যেমন অনর্থক মনগড়া ব্যবসায়ে তার আসল অর্থ ব্যয় করে, তেমনই মূর্খ লোকেরা জীবনের যথার্থ মূল্যবান সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, আর তার পরিবর্তে স্বর্গে উপনীত হতে চেষ্টা করে। সেই সম্বন্ধে শ্রবণ করতে খুব সুন্দর হলেও বাস্তবে তা অসত্য, স্বপ্নের মতো। এইরূপ বিভ্রান্ত মানুষ তাদের হৃদয়ে কল্পনা করে যে, তারা সমস্ত প্রকার জড় আশীর্বাদ লাভ করবে। যারা জাগতিক সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে অধিষ্ঠিত, তারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ প্রকাশকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং অন্যান্য বিশেষ বিগ্রহের উপাসনা করে থাকে। তবে, সুষ্ঠুরূপে আমার উপাসনা করতে কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। দেবতা উপাসকরা ভাবে, "আমরা এই জীবনে দেবতার পূজা করব, আর আমাদের সম্পাদিত যজ্ঞের ফলে আমরা স্বর্গে গমন করে সেখানে উপভোগ করব। যখন

তোগ শেষ হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীতে ফিরে এসে সম্ভ্রান্ত বংশে মহান গৃহস্থ রূপে জন্ম গ্রহণ করবে।" অত্যন্ত পণ্ডিত এবং লোভী হওয়ার জন্য এই সমস্ত লোকেরা বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবান হিসাবে আমার বিষয়ে তারা আকৃষ্ট নয়। তিনভাগে বিভক্ত বেদ প্রকাশ করে যে, জীব হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। বেদ- তত্ত্বদ্রষ্টাগণ এবং মন্ত্র, কিন্তু এই বিষয়ে পরোক্ষভাবে আলোচনা করে, আর এইরূপ গোপনীয় বর্ণনায় আমিও খুশি। বেদের দিব্য শব্দ উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ এবং তা প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনের বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়। বেদের এই শব্দ অসীম, অত্যন্ত গভীর এবং ঠিক সমুদ্রের মতো অপরিমেয়। অসীম, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান রূপে সর্বজীবের হৃদয়ে নিবাস করে, ব্যক্তিগতভাবে আমি সমস্ত জীবের মধ্যে ওঁকার রূপী বৈদিক শব্দধ্বনি প্রতিষ্ঠিত করি। পদ্মফুলের তন্তুর সূতোর মতো, সূক্ষ্মরূপে একে অনুভব করা যায়। ঠিক একটি মাকড়সা যেমন তার হৃদয়োত্থিত লালা দ্বারা মুখের মাধ্যমে জাল বিস্তার করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান দিব্য আনন্দপূর্ণ এবং সমস্ত বৈদিক ছন্দ সমন্বিত আদি প্রাণবায়ুর অনুরণন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। এইভাবে ভগবান তাঁর হৃদয় আকাশ থেকে মনের মাধ্যমে মহান এবং অসীম বৈদিক শব্দ সৃষ্টি করেন, যা হচ্ছে স্পর্শাদি দিব্য শব্দ সমন্বিত। ওঁকার থেকে ব্যঞ্জন, স্বর, উষ্ম এবং অন্তঃস্থ বর্ণমালা সমন্বিত বৈদিক শব্দ সহস্র শাখায় বিস্তৃত। তারপর বেদকে অনেক বিচিত্র বাক্য দিয়ে বিস্তারিত করা হয়েছে, যা আবার বিভিন্ন ছন্দে, প্রত্যেকটি পূর্বেরটির অপেক্ষা চারটি করে আরও বর্ণসমন্বিত। অবশেষে ভগবান তাঁর নিজের মধ্যে বৈদিক শব্দের প্রকাশকে পুনরায় সংবরণ করে নেন। বৈদিক ছন্দসমূহ হচ্ছে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অত্যষ্টি, অতিজগতী এবং অতিবিরাট। সারা বিশ্বে একমাত্র আমি ছাড়া বৈদিক জ্ঞানের গুপ্ত উদ্দেশ্য যথাযথ কেউ বোঝে না। কর্মকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক বিধানে বেদ প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে, যা উপাসনা কাণ্ডে যে পূজা পদ্ধতি পাওয়া গিয়েছে তাতে কী বস্তুকে আসলে সূচিত করছে, অথবা বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিভাগে বিভিন্ন অনুমানের মাধ্যমে কোন বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, মানুষ তা জানে না। আমিই বেদ কর্তৃক আদিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং আমিই উপাস্য বিগ্রহ। বিভিন্ন দার্শনিক অনুমান রূপে আমাকেই উপস্থাপন করা হয়, এবং আমিই দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা খণ্ডিত হই। দিব্য শব্দতরঙ্গ, এইভাবে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান সারার্থ রূপে আমাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। বেদসমূহ, সমস্ত জড় দ্বন্দ্বকে আমার মায়াশক্তি ছাড়া কিছুই নয়, এইরূপে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে, অবশেষে এই সমস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের নিজ নিজ সন্তুষ্টি লাভ করেন।"

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

জড় সৃষ্টির উপাদান

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন—"হে ভগবান, হে জগৎপতি, ঋষিগণ সৃষ্টির কতগুলি বিভিন্ন উপাদান গণনা করেছেন? আমি স্বয়ং আপনাকে বর্ণনা করতে শুনেছি সেগুলি হচ্ছে সর্বমোট আঠাশটি—ঈশ্বর, জীবাত্মা, মহত্তত্ত্ব, মিথ্যা অহংকার, পাঁচটি স্থূল উপাদান, দশটি ইন্দ্রিয়, মন, অনুভূতির পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান, এবং প্রকৃতির তিনটি গুণ। কোন কোন মহাজনগণ বলেন যে, ছাব্বিশটি উপাদান রয়েছে, কেউ বলেন পঁচিশটি, নয়টি, ছয়টি, চারটি অথবা এগারোটি,

আবার কেউ কেউ বলেন, সতেরো, ষোল, অথবা তেরোটি। ঋষিগণ যখন এত ভিন্নভাবে সৃষ্টির উপাদানগুলির হিসাব করলেন, তখন তাঁদের নিজ নিজ মনে কী ছিল? হে পরম নিত্য, অনুগ্রহ করে এটি আমায় ব্যাখ্যা করুন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—"জড় উপাদানগুলি সর্বত্র বর্তমান থাকার জন্য, বিভিন্ন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বিভিন্নভাবে তার বিশ্লেষণ করাও যুক্তিযুক্ত। এইরূপ সমস্ত দার্শনিকরা আমার অলৌকিক শক্তির আশ্রয় থেকেই কথা বলেন, তাই তাঁরা সত্যের বিরোধ না করে যা কিছুই বলতে পারেন। দার্শনিকরা যখন তর্ক করে, "তুমি যেভাবে করে থাকো, সেইভাবে আমি এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা পছন্দ করি না"; কেবলমাত্র আমার দুরতিক্রমণীয়া শক্তিসমূহ তাদেরকে বিশ্লেষণাত্মক বিরোধ করতে প্ররোচিত করে। আমার শক্তির মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যাদের বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট, এবং সংযতেন্দ্রিয়, তাদের নিকট থেকে পৃথক অনুভূতি বিদূরীত হয় এবং তার ফলে তর্কের কারণটিই তিরোহিত হয়। হে নরশ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে, দার্শনিকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে প্রাথমিক জড় উপাদানগুলির সংখ্যা বিভিন্ন ভাবে হিসাব করতে পারেন। জড় সৃষ্টির সূচনা হয় ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উপাদানের প্রকাশের মাধ্যমে, তাই সমস্ত সূক্ষ্ম জড় উপাদান কার্যতঃ তাদের স্থূল কার্যের মধ্যে বর্তমান, আর সমস্ত স্থূল উপাদান তাদের সূক্ষ্ম কারণের মধ্যেই রয়েছে। এইভাবে যে কোন একক উপাদানের মধ্যে সমস্ত জড় উপাদান আমরা পেতে পারি। অতএব এই সমস্ত চিন্তাবিদ্‌দের যাঁরাই বলুন, আর তাঁদের হিসাবের মধ্যে জড় উপাদানকে পূর্বের সূক্ষ্ম কারণের মধ্যে অথবা তাঁদের পরবর্তী প্রকাশের উৎপাদনের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট রাখুন না কেন, তাঁদের সিদ্ধান্তকে আমি যথার্থ বলে মনে করি, কেননা প্রতিটি বিভিন্ন তত্ত্বের জন্য তার্কিক ব্যাখ্যা সর্বদাই প্রদান করা যায়। যে ব্যক্তি অনাদিকাল থেকে অজ্ঞতার দ্বারা আবৃত রয়েছে তার পক্ষে আত্মোপলব্ধি লাভ করা সম্ভব হয় না, অন্য কোন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তাকে পরম সত্যের জ্ঞান প্রদান করে থাকে। জাগতিক সত্ত্বগুণের জ্ঞান অনুসারে জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের ধারণা হচ্ছে অনর্থক কল্পনা মাত্র। জড় ত্রিগুণের সমতারূপে শুরু থেকেই প্রকৃতি বর্তমান, যা কেবল প্রকৃতির জন্যই প্রযোজ্য, চিন্ময় জীবাত্মার জন্য নয়। সত্ত্ব, রজ, এবং তম—এই গুণগুলি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের জন্য কার্যকরী কারণ। এই জগতে সত্ত্বগুণকে জ্ঞানরূপে, রজোগুণকে সকাম কর্মরূপে এবং তমোগুণকে অজ্ঞতারূপে বোঝা যায়। কাল অনুভূত হয় প্রকৃতির গুণগুলির বিক্ষুব্ধ মিথস্ক্রিয়া রূপে, এবং সমগ্র কার্যকরী প্রবণতা গুলি হচ্ছে আদিসূত্র অথবা মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত। আমি নয়টি প্রাথমিক উপাদানের বর্ণনা করেছি, সেগুলি হচ্ছে ভোক্তারূপী আত্মা, প্রকৃতি, প্রকৃতির আদি প্রকাশ মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি।"

"হে প্রিয় উদ্ধব। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক, এই পাঁচটি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, উপস্থ, পায়ু এবং পদযুগল, এই পাঁচটি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়। মন উভয় বিভাগেই রয়েছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ এগুলি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর বিষয়, এবং গতি, কথন, মলমূত্র ত্যাগ, এবং নির্মাণ এগুলি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সূক্ষ্ম কারণ এবং স্থূল প্রকাশের মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে। পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকাশের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল মাত্র প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। মহৎ তত্ত্ব আদি জড় উপাদানগুলি পরিবর্তিত হয়ে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ থেকে তারা বিশেষ বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির শক্তির দ্বারা মিশ্রিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে।"

"কোন কোন দার্শনিকের মতে সাতটি উপাদান রয়েছে, যেমন—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, তার সঙ্গে রয়েছেন চেতন জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, যিনি হচ্ছেন জড় উপাদান সমূহ এবং সাধারণ জীবাত্মা উভয়েরই ভিত্তি স্বরূপ। এই তত্ত্ব অনুসারে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ বায়ু এবং সমস্ত জড় প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়েছে এই সাতটি উপাদান থেকে। অন্যান্য দার্শনিকগণ বলেন যে, 'ছয়টি উপাদান রয়েছে—পাঁচটি ভৌতিক উপাদান (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ) এবং ষষ্ঠ উপাদান হচ্ছেন

পরমেশ্বর ভগবান। উপাদানসমূহ সমন্বিত সেই পরমেশ্বর নিজের শরীর থেকে উপাদানগুলিকে প্রকাশ করে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন এবং তারপর তিনি স্বয়ং তার মধ্যে প্রবেশ করেন। কোন কোন দার্শনিক চারটি প্রাথমিক উপাদানের অস্তিত্বের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, যার তিনটি হচ্ছে—অগ্নি, জল এবং ভূমি—সেগুলি চতুর্থ অর্থাৎ স্বরূপ থেকে প্রকাশিত। এই উপাদানগুলির অস্তিত্বের ফলেই প্রপঞ্চের প্রকাশ সাধন করে থাকেন, যার মধ্যে সমস্ত জড় সৃষ্টি সংঘটিত হয়। কেউ কেউ সতেরটি প্রাথমিক উপাদানের অস্তিত্বের হিসাব করে থাকেন, যেমন পাঁচটি স্থূল উপাদান, পাঁচটি অনুভূতির উপাদান, পাঁচটি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা হচ্ছে সপ্তদশ উপাদান। ষোলটি উপাদানের হিসাব অনুসারে, পূর্বের তত্ত্ব থেকে পার্থক্য হচ্ছে, কেবলমাত্র মনকে আত্মার সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে। আমরা যদি পাঁচটি ভৌতিক উপাদান, পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন, একক আত্মা এবং পরমেশ্বর—এই অনুসারে চিন্তা করি তাহলে তেরোটি উপাদান পাওয়া যায়। এগারোটির গণনায়, রয়েছে আত্মা, স্থূল উপাদান এবং ইন্দ্রিয় সকল। আটটি সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানের সঙ্গে পরমেশ্বর যুক্ত হয়ে নয়টি হয়। এইভাবে মহান দার্শনিকগণ জড় উপাদানকে বহুবিধ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের সমস্ত প্রস্তাবই ন্যায়-সঙ্গত, কেননা সে সমস্তই যথেষ্ট যুক্তিসহকারে উপস্থাপিত। বস্তুতে, যথার্থ বিদ্বানগণের নিকট থেকে এই রূপ দার্শনিক যুক্তিসঙ্গতই কাম্য।"

শ্রীউদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—"হে কৃষ্ণ, প্রকৃতি এবং জীবাত্মা স্বরূপতঃ পৃথক হলেও, মনে হয় উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা দেখা যায় যে, এরা একে অপরের মধ্যে অবস্থান করে। এইভাবে মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে আত্মা এবং আত্মার মধ্যে প্রকৃতি বর্তমান। হে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ! হে সর্বজ্ঞ ভগবান! আপনি অনুগ্রহ করে আমার হৃদয়স্থ মহা সন্দেহকে আপনার ন্যায় বিচারে অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশক নিজ বাক্য দ্বারা ছেদন করুন। কেননা আপনার নিকট হতেই জীবের জ্ঞানের উদয় হয়, আবার আপনার শক্তির দ্বারা সেই জ্ঞান অপহৃত হয়। বাস্তবে, আপনিই কেবল আপনার মায়া শক্তির প্রকৃত স্বভাব বুঝতে সক্ষম।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভবশতঃ এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রিয় উদ্ধব, আমার ত্রিগুণান্বিত জড়া শক্তি, গুণ সমূহের মাধ্যমে বহুবিধ সৃষ্টি, আর তা অনুভব করার জন্য বহুবিধ চেতনার প্রকাশ করে। জড় পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশিত ফলকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই তিনভাবে বোঝা যায়। দৃষ্টি শক্তি, দৃশ্যমান রূপ, এবং চক্ষু রন্ধ্রের মধ্যে প্রতিফলিত সূর্যের রূপ, এই সকলে একত্রে কাজ করে একে অপরকে প্রকাশিত করে। কিন্তু স্বয়ং সূর্য আকাশে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকে। তেমনই সমস্ত জীবের আদি কারণ, পরমাত্মা, যিনি সকলের থেকে ভিন্ন, তিনি তাঁর নিজের দিব্য অভিজ্ঞতার আলোকে পরস্পর প্রকাশমান বস্তু সমূহের প্রকাশের অন্তিম উৎস। তেমনই, জ্ঞানেন্দ্রিয়, যেমন ত্বক্‌, কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা, এবং নাসিকা—সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া, যেমন বদ্ধ চেতনা, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই সমস্তকেই ইন্দ্রিয়, অনুভূতির বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতা দেব, এইরূপ ত্রিবিধ পার্থক্য অনুসারে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রকৃতির তিন গুণ বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, তা পরিবর্তন হয়ে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই ত্রিবিধ পর্যায়ে অহংকার নামক উপাদান উৎপন্ন হয়। অপ্রকাশিত প্রধান থেকে মহৎ তত্ত্ব, আর এই মহৎ তত্ত্ব থেকে অহংকার উৎপন্ন হয়ে সমস্ত প্রকার জড় মায়া এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দার্শনিকদের জল্পনা যুক্তি-তর্ক—'এই জগৎ সত্য,' 'না, এটি সত্য নয়'—হচ্ছে পরমাত্মা সম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞানভিত্তিক, আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বস্তুকে উপলব্ধি করা। এইরূপ তর্ক অর্থহীন হলেও, যারা আমার প্রতি বিমুখ হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছে, তারা তা ত্যাগ করতে অক্ষম।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে পরম প্রভু, যাদের বুদ্ধি সকাম কর্মের প্রতি উৎসর্গিত, তারা নিশ্চয় আপনার প্রতি বিমুখ হয়েছে। এইরূপ ব্যক্তিরা তাদের জড়কর্মের জন্য কীভাবে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ ধারণ করে এবং সেই সমস্ত দেহ ত্যাগ করে তা আমার নিকট অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন। হে গোবিন্দ, মূর্খ লোকেদের জন্য এই সমস্ত বিষয় বোঝা অত্যন্ত কঠিন। ইহজগতের মায়ার দ্বারা প্রতারিত হয়ে, তারা সাধারণত এই সমস্ত ব্যাপারে সচেতন হয় না।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"মানুষের জড় মন তৈরি হয় সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। পঞ্চেন্দ্রিয় সহ সে এক জড় দেহ থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করে। চিন্ময় আত্মা, এই মন থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করে। সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ায় বদ্ধ মন সর্বদা যেগুলি এ জগতে দেখা যায় এবং বেদবিদগণের নিকট থেকে শ্রুত, উভয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিষয়েরই ধ্যান করে। তার ফলে মন তার অনুভূতির বিষয় সহ সৃষ্টি হয় এবং বিনাশের ক্লেশ ভোগ করে বলে মনে হয়, আর এইভাবে তার অতীত এবং ভবিষ্যতের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা অপহৃত হয়। জীব যখন বর্তমান শরীর থেকে নিজ কর্ম সৃষ্ট পরবর্তী শরীরে গমন করে, তখন সে নতুন দেহের আনন্দজনক এবং দুঃখপ্রদ অনুভূতিতে মগ্ন হয় এবং পূর্ব দেহের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। যে কোন না কোন কারণে সংঘটিত পূর্বের জড় পরিচিতির সার্বিক বিস্মৃতিকে বলা হয় মৃত্যু।"

"হে শ্রেষ্ঠ দাতা উদ্ধব, নতুন দেহের সঙ্গে জীবের সম্যক পরিচিতিকেই কেবল জন্ম বলে। স্বপ্ন বা উদ্ভট ব্যাপারকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলে গ্রহণ করার মতো জীব নতুন দেহ গ্রহণের অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে থাকে। কোন ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নের অভিজ্ঞতা লাভ করে পূর্বের স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নের কোন কিছুই মনে রাখে না, তেমনই বর্তমান দেহে অবস্থিত ব্যক্তির পূর্বে অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সে মনে করে যে, তার আবির্ভাব অতি সাম্প্রতিক। ইন্দ্রিয় সমূহের বিশ্রাম স্থল মন একটি নতুন দেহের সঙ্গে পরিচিতির সৃষ্টি করেছে, যা হচ্ছে ত্রিবিধ জড় বৈচিত্র্য যথা উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন শ্রেণী সমন্বিত, আর তা দেখে মনে হয়, আত্মার বাস্তবতার মধ্যে তা উপস্থিত। এইভাবে তা সবই নিজ সৃষ্ট অসৎ পুত্রের জন্ম দান করার মতো, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।"

"প্রিয় উদ্ধব, সময়ের প্রবাহে জড়দেহের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়ে চলেছে, যার গতি অনুভব যোগ্য নয়। কিন্তু কালের সূক্ষ্মত্ব হেতু, কেউ তা দেখতে পায় না। মোমবাতির শিখা, নদীর স্রোত অথবা বৃক্ষের ফলের মতো সমস্ত জড় দেহের বিভিন্ন পর্বে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। দীপের আলোক অসংখ্য কিরণের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি, পরিবর্তন এবং ধ্বংসে প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মায়াগ্রস্ত বুদ্ধি সম্পন্ন, আলোক দেখেই অনর্থক বলে উঠবে, 'এই তো দীপের আলোক।' চলমান নদীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিনিয়ত নতুন জল আসছে আর বহুদূরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বোকা লোকেরা নদীর একটি স্থানের দেখে অনর্থক বলে উঠবে, 'এই তো নদীর জল।' তেমনই, মানুষের জড় দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকলেও, যারা তাদের জীবনকে অনর্থক অপচয় করছে, তারা ভাবে, আর বলে যে, মানুষের দেহের প্রতিটি অবস্থাই বাস্তব পরিচয় জ্ঞাপক। বস্তুতে মানুষ তার অতীত কর্মের বীজ থেকে জন্মায় না, আবার অমর হওয়া সত্ত্বেও মারা যায়, তা-ও নয়। ঠিক যেমন জ্বালানী কাঠের সংস্পর্শে আগুনকে দেখে মনে হয় তার শুরু হল আর তারপর শেষ হয়ে গেল, তেমনই মায়ার দ্বারা জীব জন্মাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে এইরূপ প্রতিভাত হয়। গর্ভসঞ্চার, গর্ভধারণ কাল, জন্ম, শৈশব, কৌমার, যৌবন, মধ্য বয়স, বার্ধক্য এবং মৃত্যু এই নয়টি হচ্ছে দেহের পর্যায়। জড় দেহ আত্মা থেকে ভিন্ন হলেও জড় সঙ্গ প্রভাবে অজ্ঞতা হেতু জীব নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ বলে মনে করেন। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এইরূপ মনঃকল্পিত ধারণা ত্যাগ করতে সক্ষম হন। নিজের পিতার বা পিতামহের মৃত্যুর দ্বারা নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে অনুমান করা যায়, এবং নিজের পুত্র জন্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের নিজের জন্মের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারি। যে ব্যক্তি জড়দেহের সৃষ্টি এবং বিনাশ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি আর এই সমস্ত দ্বন্দ্বে প্রভাবিত হন না। যে ব্যক্তি বীজ থেকে বৃক্ষের জন্ম এবং অবশেষে পরিপক্ক অবস্থায় বৃক্ষটির মৃত্যু পর্যন্ত দর্শন করতে পারেন, তিনি নিশ্চিতরূপে সেই বৃক্ষটি থেকে পৃথক এবং স্পষ্ট পর্যবেক্ষক হতে পারেন। একইভাবে যিনি জড়দেহের জন্ম এবং মৃত্যুর সাক্ষী হতে পারেন, তিনি তা থেকে পৃথক থাকেন। বুদ্ধিহীন মানুষ নিজেকে জড়া প্রকৃতি থেকে ভিন্ন রূপে বুঝতে অক্ষম হয়ে ভাবে প্রকৃতিই বাস্তব। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে সে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয় এবং জাগতিক জীবন চক্রে প্রবেশ করে। সকাম কর্মের জন্য বদ্ধজীবকে বিভিন্ন যোনিতে

গ্রহণ করানো হয়, সত্ত্বগুণের সংযোগে সে ঋষি বা দেবতাদের মধ্যে, রজোগুণের সংযোগে দেবতা অথবা মানুষরূপে এবং তমোগুণের সঙ্গ প্রভাবে সে ভূতপ্রেত অথবা পশু রূপ লাভ করে। কাউকে নৃত্য করতে বা গাইতে দেখে যেমন মানুষ অনুকরণ করতে পারে, তেমনই, আত্মা কখনই জড় কর্মের কর্তা নয়, তা সত্ত্বেও সে জড় বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে, সেই গুণগুলির অনুকরণ করতে বাধ্য হয়।"

"হে দশার্হ বংশজ, আন্দোলিত জলে প্রতিফলিত বৃক্ষের কম্পমান ছায়া, অথবা নিজে ঘুরতে থাকলে পৃথিবী ঘুরছে বলে মনে হওয়া, অথবা কল্পনা বা স্বপ্ন জগতের মতো আত্মার জড় জীবন এবং তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিজ্ঞতা, এ সবই বাস্তবে মিথ্যা। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ধ্যানে, জড় জীবনের ভাবনায় মগ্ন, সেই ব্যাপারগুলির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও, ঠিক দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতার মতো তা তার মন থেকে বিদূরীত হয় না। সুতরাং, হে উদ্ধব, জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে চেষ্টা করো না। দেখ জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক মায়া কীভাবে আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অসৎ লোকেদের দ্বারা অবহেলিত, অপমানিত, উপহাসিত অথবা হিংসিত হলেও, অথবা অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা বার বার প্রহারের দ্বারা ক্ষোভিত, বন্ধনগ্রস্ত হয়ে, অথবা নিজের পেশা থেকে বঞ্চিত হয়ে, থু থু বা প্রস্রাবের দ্বারা কলুষিত হলেও, যিনি জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে বাসনা করেন, এই সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পারমার্থিক স্তরে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে শ্রেষ্ঠ বক্তা, অনুগ্রহ করে আমায় বলুন, কীভাবে আমি এটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারব। হে বিশ্বাত্মা, জড় জীবনে ব্যক্তিগত বাসনা অত্যন্ত বলবান, তাই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে, তা সহ্য করা, এমনকি বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসহ হয়। কেবলমাত্র আপনার ভক্তরা যাঁরা আপনার প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন, এবং যাঁরা আপনার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে শান্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই এইরূপ অপরাধ সহ্য করতে সক্ষম।"

■ ■ ●

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

অবন্তী ব্রাহ্মণের গীত

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"মুখ্য দাশার্হ, ভগবান মুকুন্দকে তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব, এইরূপ সশ্রদ্ধভাবে অনুরোধ করলে, তিনি তাঁর সেবকের বাক্যের যথার্থতা স্বীকার করেন। তখন ভগবান, যাঁর বীর্য গাথা শ্রেষ্ঠ শ্রবণীয়, তিনি তাঁকে উত্তর দিতে শুরু করলেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"হে বৃহস্পতি শিষ্য, প্রাকৃতিক অর্থে এ জগতে এমন কোন সাধু নেই, যিনি অসভ্য লোকেদের অপমানজনক কথায় বিব্রত হওয়ার পর তাঁর মনকে পুনরায় সুস্থির করতে সক্ষম। তীক্ষ্ণ বাণ বক্ষ ভেদ করে হৃদয়ে প্রবেশ করলে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় অসভ্য লোকের অপমানজনক কটু বাক্যবাণ হৃদয়ে অবস্থান করে তদপেক্ষা অধিক যন্ত্রণার কারণ হয়। প্রিয় উদ্ধব, এই ব্যাপারে একটি খুব মূল্যবান কাহিনী রয়েছে, আমি এখন তোমাকে সেটি বর্ণনা করব। তুমি অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।"

"একদা জনৈক সন্ন্যাসী অসৎ লোকেদের দ্বারা বহুভাবে অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি কিন্তু দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করছিলেন যে, তিনি অতীতের নিজকর্মের ফল ভুগছেন। তিনি কী বললেন, তারই কাহিনী আমি এখন তোমার নিকট বলব। এক সময় অবন্তী নগরে

একজন সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত খুব ধনী ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কৃপণ—কামুক, লোভী এবং ক্রোধপ্রবণ। তাঁর ধর্মকর্ম এবং বৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণ রহিত গৃহে, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও অতিথিরা কখনও, এমনকি মৌখিকভাবেও যথাযথ সম্মান লাভ করেননি। যথা সময়ে তাঁর নিজের দৈহিক পরিতৃপ্তিও তিনি অনুমোদন করতেন না। তিনি এত কঠোর হৃদয় এবং কৃপণ ছিলেন যে, তাঁর পুত্রগণ, কুটুম্বগণ, স্ত্রী, কন্যা এবং ভৃত্যরা তাঁর প্রতি শত্রুতা বোধ করতে শুরু করেন। এইভাবে বিরক্ত হয়ে তারা কখনও তাঁর সঙ্গে স্নেহযুক্ত ব্যবহার করত না। এইভাবে সেই যক্ষের সম্পদ রক্ষির মতো কৃপণ ব্রাহ্মণের উপর পারিবারিক পঞ্চযজ্ঞের অধিদেবতা ক্রুদ্ধ হন, তার ফলে সেই ব্রাহ্মণ ইহলোক এবং পরলোকে কোনপ্রকার সদগতি প্রাপ্ত না হয়ে ধর্মকর্ম এবং সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণে বঞ্চিত হন। হে মহানুভব উদ্ধব, তাঁর এইরূপে দেবতাগণের প্রতি অবহেলার জন্য তিনি সমস্ত প্রকার পুণ্য এবং সম্পদ রহিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পুনঃপুন অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা সঞ্চিত সমস্ত কিছুই বিনষ্ট হয়েছিল। হে উদ্ধব, সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণের সম্পদের কিছু অংশ তাঁর আত্মীয় স্বজন দখল করেছিল, কিছু অংশ নিয়েছিল চোরেরা, কিছু অংশ দৈব-দুর্বিপাকে নষ্ট হয়েছিল, কিছুটা নষ্ট হয়েছিল কালের প্রভাবে, কিছু অংশ নিয়েছিল জনসাধারণ আর কিছু অংশে নিয়েছিল প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা। অবশেষে সেই ধর্মকর্ম ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি রহিত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হলে, তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে দুঃসহ উদ্বেগে পতিত হয়েছিলেন। সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা এবং অনুশোচনা বোধ করছিলেন। অশ্রুধারায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে, তিনি তাঁর ভাগ্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করতে থাকেন। তখন তাঁর মধ্যে এক তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়।"

সেই ব্রাহ্মণ বললেন—"হায়, কি মহাদুর্ভাগ্য আমার! অর্থের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে নিজেকে কেবল বৃথা কষ্ট প্রদান করেছি, আর সে অর্থ কিন্তু আমার ধর্মকর্ম অথবা জাগতিক ভোগের জন্যও উদ্দিষ্ট ছিল না। সাধারণত, কৃপণের ধন কখনও তাকে সুখ প্রদান করে না। ইহজগতে তা আত্মক্লেশের কারণ হয়, আর তারা মারা গেলে সেই ধন তাদেরকে নরকে প্রেরণ করে। একটুখানি শ্বেত কুষ্ঠের দাগে যেমন মানুষের আকর্ষণীয় দৈহিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয়, ঠিক তেমনই খ্যাতিমান মানুষের যাবতীয় সুখ্যাতি এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে যা কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলী দেখা যায়, তা সবই নষ্ট হয়ে যায় কেবল একটুখানি লোভের জন্য। সম্পদ উপার্জনে, তা লাভ করে, বর্ধন করে, রক্ষা করতে, ব্যয় করতে, তার লোকসান হলে এবং তা ভোগ করতে গিয়ে, সমস্ত মানুষই প্রচণ্ড পরিশ্রম, ভয়, উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তি অনুভব করে থাকে। সম্পদের লোভে মানুষ পনেরটি অবাঞ্ছিত গুণের দ্বারা কলুষিত হয় যেমন, চৌর্য, হিংস্রতা, মিথ্যা ভাষণ, কপটতা, কাম বাসনা, ক্রোধ, বিভ্রান্তি, গর্ব, কলহ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, হিংসা, এবং স্ত্রীলোকের দ্বারা সংঘটিত বিপদসমূহ। এই সমস্ত গুণাবলী অবাঞ্ছিত হলেও মানুষ ভ্রান্তভাবে সেগুলির প্রতি মূল্য আরোপ করে। সুতরাং যিনি জীবনের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে অবাঞ্ছনীয় জড় ঐশ্বর্য থেকে দূরে থাকা। মানুষের ভ্রাতা, ভার্যা, পিতামাতা এবং বন্ধুবান্ধব, যারা তার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্কে আবদ্ধ, এমনকি তারাও একটি মুদ্রা নিয়ে শত্রুতা করে তৎক্ষণাৎ তাদের স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে। সামান্য কিছু অর্থের জন্যও এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো খুব সত্বর তারা প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের অবসানে, সব ত্যাগ করে মুহূর্তমধ্যে একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করে, হত্যা পর্যন্ত করতে পারে।"

"যাঁরা দেবগণের প্রার্থনীয় মনুষ্য জীবন লাভ করে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। তাঁরা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগের অবহেলা করেন, তবে তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের প্রকৃত স্বার্থ বিনষ্ট করবেন, আর এইভাবে তাঁরা চরম দুর্ভাগ্য লাভ করেন। স্বর্গ এবং মুক্তির দ্বারস্বরূপ, এই মনুষ্য জীবন লাভ করে কোন্ মরণশীল ব্যক্তি জড় সম্পদ রূপ, অনর্থময় জগতের প্রতি স্বেচ্ছায় আসক্ত হবেন? যে ব্যক্তি তার সম্পত্তির বৈধ অংশীদার, যেমন—দেবগণ, ঋষিগণ, পূর্বপুরুষগণ এবং সাধারণ জীবেরা, আর সেই সঙ্গে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী, কুটুম্ব এবং সেই ব্যক্তি স্বয়ং—

তাদের নিকট সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করতে অসমর্থ হয়। সে তার সম্পত্তি কেবল যক্ষের মতো রক্ষা করবে যার দ্বারা তার পতন হবে। সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁদের অর্থ, যৌবন এবং দৈহিক শক্তি সিদ্ধি লাভের জন্য উপযোগ করতে সক্ষম। কিন্তু আমি বিফল হয়ে, আরও অর্থের জন্য প্রচেষ্টা করে এই সমস্তই বৃথা অপচয় করেছি। এখন আমি বৃদ্ধ, আর কী লাভ করতে পারব। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থ লাভের প্রচেষ্টায় কেন প্রতিনিয়ত বৃথা ক্লেশ ভোগ করবেন? বাস্তবে, সারা জগতই কারও মায়া শক্তির দ্বারা অত্যন্ত বিভ্রান্ত। যে ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারা কবলিত তার জন্য ধন অথবা ধন দাতার, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দাতা, অথবা সেই বস্তু, যা কোন প্রকার সকাম কর্ম, যা তার এই জগতে পুনরায় জন্ম গ্রহণের কারণ মাত্র হয়, তার এই সমস্ত কিছুর কী প্রয়োজন?"

"সর্বদেব সমন্বিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরি নিশ্চয় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাকে এই ক্লেশদায়ক অবস্থায় আনয়ন করেছেন এবং আমাকে বৈরাগ্য অনুভব করতে বাধ্য করেছেন, যে বৈরাগ্য হচ্ছে আমাকে ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ করার জন্য নৌকাস্বরূপ। আমার জীবনের যদি কোনও সময় বাকী থাকে তবে আমি তপস্যা করে জোরপূর্বক একান্ত অপরিহার্য দৈহিক প্রয়োজনের মাধ্যমে জীবন ধারণ করব। আর বিভ্রান্ত না হয়ে আমি আমার জীবনের সর্বাঙ্গীন আত্মকল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করে আত্মতুষ্ট থাকব। এইভাবে ত্রিভুবনের অধিষ্ঠাতাদেবগণ যেন আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক করুণা প্রদর্শন করেন। বস্তুত, খট্বাঙ্গ মহারাজ মুহূর্তমধ্যে চিন্ময় জগতে উপনীত হয়েছিলেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে থাকলেন—"এইভাবে দৃঢ়চিত্ত হয়ে অবন্তী নগরের সেই পরম পুণ্যবান ব্রাহ্মণ তাঁর হৃদয়গ্রন্থী সকল উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তখন একজন শান্ত, মৌনী ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকল এবং প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সারা বিশ্বে ভ্রমণ করেছিলেন। ভিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি বিভিন্ন নগর ও গ্রামে একা ভ্রমণ করতেন। তিনি তাঁর উন্নত পারমার্থিক পদের কোন প্রচার না করার জন্য, অন্যদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিলেন।"

"হে কৃপালু উদ্ধব, তাঁকে বৃদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন ভিখারি দেখে, অভদ্র লোকেরা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে অসম্মান এবং অপমান করত। এই সমস্ত লোকদের কেউ তাঁর সন্ন্যাস দণ্ড, আবার কেউ তাঁর ভিক্ষাপাত্র রূপে ব্যবহৃত কমণ্ডলু অপহরণ করত। কেউ তাঁর অজিন আসন, কেউ জপের মালাটি, আবার কেউ তাঁর ছেঁড়া কাঁথা-কম্বল চুরি করত। তাঁকে এই সমস্ত দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার ভান করে, সেগুলো আবার লুকিয়ে রাখত। যখন তিনি তাঁর ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু আহারের জন্য নদীর তীরে উপবেশন করতেন, তখন সেই সমস্ত পাপিষ্ঠ মূর্খরা এসে তাতে প্রস্রাব করে দিত, আর এমনকি তাঁর মস্তকে তারা থুতু দিতেও দ্বিধাবোধ করত না। তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করলেও, তারা তাঁকে কথা বলাতে চেষ্টা করতো, তিনি কথা না বললে তারা তাঁকে লাঠি দিয়ে প্রহার করতো। অন্যেরা তাঁকে 'এই লোকটি আসলে চোর'—বলে ভর্ৎসনা করতো। আবার অন্যেরা, 'ওকে বাঁধ! ওকে বাঁধ!' বলে চিৎকার করে দড়ি দিয়ে বাঁধতো। এই লোকটি আসলে একটি ভণ্ড এবং প্রতারক। ধন-সম্পত্তি হারালে, তার পরিবারের লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করায়, সে এখন ধর্মের বৃত্তি অবলম্বন করেছে। এই সব বলে তারা তাঁকে উপহাস এবং অপমান করতো। দেখ তিনি একজন মহা তেজস্বী মুনি। হিমালয় পর্বতের মতো ধৈর্যশীল। বকের মতো তবুও দৃঢ়নিষ্ঠার সঙ্গে মৌন অবলম্বন করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করছেন।—এইরূপ বলে তারা তাঁকে পরিহাস করতো। অন্যেরা তাঁর প্রতি অধোবায়ু ত্যাগ করতো। আবার কেউ কেউ সেই দ্বিজ ব্রাহ্মণকে পালিত পশুর মতো তাঁকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতো।"

"ব্রাহ্মণ বুঝেছিলেন যে, অন্যান্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ, প্রকৃতির উর্ধ্বতন শক্তি থেকে এবং তাঁর নিজ দেহ থেকে—যা কিছু ক্লেশ লাভ হচ্ছে, এ সবই অনিবার্য, কেননা এ সবই তাঁর ভাগ্যের লিখন। যে সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাঁর পতন ঘটানোর চেষ্টা করছিল, তাদের দ্বারা অপমানিত হলেও তিনি তাঁর পারমার্থিক কর্তব্যে অবিচলিত ছিলেন। সত্ত্বগুণে তাঁর নিষ্ঠা স্থির করে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন।"

ব্রাহ্মণ বললেন—"এই সমস্ত লোকেরা আমার সুখ এবং দুঃখের কারণ নয়। আমার দেবগণ, আমার নিজদেহ, গ্রহ-নক্ষত্র, আমার অতীত কর্ম, অথবা কাল কোনটিই নয়। বরং, সুখ-দুঃখ ঘটাবার এবং জড় জীবন চক্রের একমাত্র কারণ হচ্ছে মন। শক্তিশালী মন প্রকৃতির গুণাবলীর কার্য সংঘটিত করে, যা থেকে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন ধরনের জড় কর্মের উৎপত্তি হয়। প্রতিটি গুণের প্রভাব হেতু সেই সেই প্রকার জীবন ধারার উৎপত্তি হয়। জড় দেহে সংগ্রামী আত্মার সঙ্গে উপস্থিত থাকলেও পরমাত্মা কিন্তু নির্লিপ্তই, কেননা তিনি দিব্যচেতনায় উদ্ভাসিত রয়েছেন। আমার বন্ধু রূপে আচরণ করে, তিনি তাঁর দিব্য পদে থেকে কেবলই সাক্ষী থাকেন, আমি অতীব ক্ষুদ্র চিন্ময় আত্মা, পক্ষান্তরে জড় জগতের রূপ প্রতিফলনকারী দর্পণের মতো মনকে আলিঙ্গন করে রয়েছি। এইভাবে আমি কামনার ভোগে রত হয়ে প্রকৃতির গুণ সংসর্গে জড়িয়ে পড়েছি। দান করা, কর্তব্য সম্পাদন, মুখ্য এবং গৌণ বিধি-বিধান পালন, শাস্ত্রশ্রবণ, পুণ্য কর্ম এবং শুদ্ধি করণের জন্য ব্রত—এই সকলেরই অন্তিম এবং চরম লক্ষ্য হচ্ছে মনকে দমন করা। বাস্তবে, মনকে পরমেশ্বরে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ। মন যদি সুন্দরভাবে নিবিষ্ট এবং শান্ত থাকে, তবে আনুষ্ঠানিক দান এবং অন্যান্য পুণ্য অনুষ্ঠানের কী প্রয়োজন রয়েছে? আর মন যদি অসংযতই থেকে যায়, অজ্ঞান অন্ধকারে মগ্ন থাকে, তবে তার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থাপনার কী প্রয়োজন? অনাদিকাল থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে মনের অধীনে, আর মন নিজে কখনও কারও কর্তৃত্বাধীন হয় না। সে পরম শক্তিমান থেকেও শক্তিশালী, আর তার ভয়ঙ্করী শক্তি অবধার। সুতরাং, যে ব্যক্তি মনকে বশে আনতে পারেন, তিনি গোস্বামী হতে পারেন। দুর্দম্য নিগ্রহ, অসহ্য বেগবান, দুর্জয় শত্রু, মনকে বশে আনতে না পেরে বহু লোক সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে অন্যদের সঙ্গে অনর্থক কলহ করে। এইভাবে তারা সিদ্ধান্ত করে যে, অন্য লোকেরা হয় তাদের বন্ধু, নয়তো তাদের শত্রু অথবা তাদের প্রতি উদাসীন। যে সকল ব্যক্তি জড় মন থেকে সৃষ্ট দেহকে আমি বলে মনে করে, তাদের বুদ্ধি অন্ধের মতো, তারা কেবল "আমি" আর "আমার"—এই অনুসারেই চিন্তা করে। তাদের জন্য "এইটি আমি কিন্তু এটি অন্য কেউ" এই রূপে চিন্তা করার ফলে তারা অসীম অন্ধকারে ভ্রমণ করে।"

"যদি বল, এই লোকেরা আমার সুখ বা দুঃখের কারণ, তবে এই ধারণায় আত্মার স্থান কোথায়? এই সুখ-দুঃখ আত্মাকে নিয়ে নয়, বরং জড় দেহ সমূহের মিথষ্ক্রিয়ার জন্য। কেউ যদি নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিহ্বায় কামড় দেয়, তখন তার কষ্টের জন্য কার উপর সে ক্রুদ্ধ হবে? যদি বল—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ দুঃখের কারণ, তবে আত্মার উপর তা কিভাবে বর্তায়? এই ধরনের আচরণ করা এবং আচরিত হওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয় এবং তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের মিথষ্ক্রিয়ার জন্য। যখন দেহের একটি অঙ্গ অপর অঙ্গকে আক্রমণ করে, তখন ঐ দেহ স্থিত ব্যক্তি কার উপর ক্রুদ্ধ হবেন? আত্মা নিজেই যদি সুখ-দুঃখের কারণ হতো, তবে আমরা অন্যদের দোষ দিতে পারতাম না, যেহেতু তাতে সুখ দুঃখ হতো আত্মার স্বভাব। এই সূত্র অনুসারে, একমাত্র আত্মা ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমরা যদি আত্মা ছাড়া অন্য অনুভব করার চেষ্টা করি, তবে তা হবে মায়া। সুতরাং, এই ধারণায় সুখ-দুঃখ যদি বাস্তবে না-ই থাকে, তবে আমরা একের উপর বা অপরের উপর কেন ক্রুদ্ধ হব? গ্রহগুলি হচ্ছে আমাদের সুখ এবং দুঃখের প্রাথমিক কারণ—এই অনুমানের বিচার করলে, তা হলেও আমাদের নিত্য আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়? বস্তুতপক্ষে যা কিছু জন্মগ্রহণ করে, তার উপরেই কেবল গ্রহের প্রভাব কার্যকরী হয়। এ ছাড়াও, অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণ বর্ণনা করেছেন, কীভাবে গ্রহগুলিই একে অপরের যন্ত্রণার কারণ হচ্ছে। সুতরাং, জীবাত্মা, গ্রহগণ এবং জড় দেহ থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য, সে কার প্রতি ক্রোধ আরোপ করবে? আমরা যদি ধারণা করি যে, সকাম কর্মই সুখ এবং দুঃখের কারণ, তবুও তা আত্মা তত্ত্বই বিচার করা হচ্ছে। যখন চিন্ময় চেতন কর্তা এবং জড় দেহ এইরূপ কর্মের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখের দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে থাকে, তখনই জড় কর্মের ধারণার উদ্ভব ঘটে। যেহেতু দেহের প্রাণ নেই, দেহ সুখ-দুঃখের প্রকৃত গ্রাহক হতে পারে না, আবার জড় দেহ থেকে পৃথক, সর্বোপরি সম্পূর্ণ চিন্ময়

আছাও তা হতে পারে না। দেহে অথবা আত্মার কর্মের সর্বোপরি কোন ভিত্তি না থাকায়, কার প্রতি তবে সে ক্রুদ্ধ হবে? কালকে যদি আমরা সুখ-দুঃখের কারণ হিসাবে গ্রহণ করি, সেই ধারণাও চিন্ময় আত্মার প্রতি প্রযোজ্য নয়, কেননা কাল হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রকাশ, আবার জীবও হচ্ছে কালের মাধ্যমে প্রকাশিত ভগবানের চিন্ময় শক্তি। অগ্নি নিশ্চয় তার নিজের শিখা অথবা স্ফুলিঙ্গকে পোড়ায় না আবার শৈত্য তার নিজের কোমল তুষার অথবা শিলা বৃষ্টির ক্ষতি সাধন করে না। বাস্তবে, জীব সত্তা হচ্ছে চিন্ময়, আর তা হচ্ছে জড় সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে। তাহলে কার প্রতি সে ক্রুদ্ধ হবে? মিথ্যা অহংকার মায়াময় বদ্ধ দশাকে বাস্তবায়িত করে, আর এইভাবে জাগতিক সুখ এবং দুঃখ অনুভূত হয়। জীব সত্তা অবশ্য অপ্রাকৃত, সে কখনই কোনও স্থানে, কোন অবস্থায় অথবা কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বাস্তবে জড় সুখ এবং দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যিনি এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর আর জড় সৃষ্টিকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবায় দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট হয়ে দুরতিক্রম্য অবিদ্যা সমুদ্র অতিক্রম করব। যে সমস্ত পূর্বাচার্য পরমাত্মা, পরম পুরুষ ভগবানের ভক্তিতে দৃঢ় নিষ্ঠ হয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারা এই পদ্ধতি অনুমোদিত।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"সম্পদহারা হওয়ার পর অনাসক্ত হয়ে এই ঋষি তাঁর বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করেছিলেন। গৃহত্যাগ করে, সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেন। মূর্খ অসৎ লোকেদের দ্বারা অপমানিত হলেও তিনি তাঁর কর্তব্যে অবিচলিত থেকে এই গানটি গেয়েছিলেন। নিজের মনের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কোন শক্তিই জীবকে সুখ-দুঃখ অনুভব করায় না। তার বন্ধু, নিরপেক্ষ দল এবং শত্রু জ্ঞাপক অনুভূতি ও তার অনুভূতি সৃষ্ট সমস্ত জড়বাদী জীবন হচ্ছে কেবলই অজ্ঞতা প্রসূত।"

"প্রিয় উদ্ধব, তোমার বুদ্ধিকে আমাতে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করে, মনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনয়ন কর। এটিই হচ্ছে যোগ বিজ্ঞানের নির্যাস। বিজ্ঞান সম্মত পরম জ্ঞান, এই ভিক্ষু গীত, যে কেউ নিজে শ্রবণ করবেন, বা অন্যদের নিকট পাঠ করে শ্রবণ করাবেন, এবং পূর্ণ মনোনিবেশে এর ধ্যান করবেন, তিনি কখনও দ্বন্দ্বের জড় সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে বিমোহিত হবেন না।"

○ ○ ○

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

সাংখ্য দর্শন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"এখন পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত সাংখ্য বিজ্ঞান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব। এই বিজ্ঞান উপলব্ধি করে মানুষ তৎক্ষণাৎ জড় দ্বন্দ্বের বিভ্রম ত্যাগ করতে পারে। আদিতে, কৃতযুগে, যখন সমস্ত মানুষই পারমার্থিক পার্থক্য নিরূপণে অত্যন্ত দক্ষ ছিল, এবং তার পূর্বে প্রলয়ের সময়ে, দৃশ্য বস্তু থেকে অভিন্ন, দর্শক একা বিদ্যমান ছিলেন। জড় দ্বন্দ্ব শূন্য এবং অবাঙ্মানসগোচর সেই পরম সত্য নিজেকে জড়া প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির প্রকাশকে ভোগকারী জীবরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন। এই দুই প্রকার প্রকাশের, একটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতি, যা হচ্ছে সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং পদার্থের প্রকাশিত উৎপাদন সমন্বিত। অন্যটি হচ্ছে, চেতন জীব সত্তা, যাকে বলা হয় ভোক্তা। জড়া প্রকৃতি যখন আমার ঈক্ষণে ক্ষোভিতা হয়েছিল, তখন বদ্ধ জীবেদের অবশিষ্ট বাসনাগুলি পূর্ণ করার জন্য সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি জড়গুণ প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত গুণ থেকে মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত আদি সূত্র উৎপন্ন হয়। মহৎ তত্ত্বের পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবের বিভ্রান্তির কারণ, মিথ্যা অহংকার উৎপন্ন হয়েছিল। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ চিন্ময় এবং জড় অহংকার, দৈহিক অনুভূতি, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনের প্রকাশ ঘটায়। তামসিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম দৈহিক অনুভূতি, তা থেকে উৎপন্ন হয় স্থূল উপাদানগুলি। রাজসিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সকল, এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ দেবগণের উৎপত্তি হয়। আমার দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে এই সমস্ত উপাদান সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠুরূপে কার্য করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে, যেটি হচ্ছে আমার উত্তম নিবাস স্থল।"

"আমি স্বয়ং কারণ জলে ভাসমান সেই অণ্ডটির মধ্যে আবির্ভূত হই, এবং আমার নাভি থেকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার জন্মস্থান বিশ্বাত্মক পদ্মের উৎপত্তি হয়। রজোগুণ দ্বারা প্রভাবিত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ব্রহ্মা আমার কৃপায় কঠোর তপস্যা সম্পাদন করে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ নামক ত্রিলোক এবং তাদের অধিদেবগণের সৃষ্টি করেন। স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবগণের নিবাসের জন্য, ভুবর্লোক ভূতপ্রেতদের জন্য, আর ভূলোক হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য মর্ত্য জীবেদের জন্য, মুমুক্ষুগণ এই ত্রিভুবনের ঊর্ধ্বে উন্নীত হন। শ্রীব্রহ্মা পৃথিবীর নীচের অংশটি সৃষ্টি করেছেন অসুর এবং নাগগণের জন্য। এইভাবে প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কর্মের সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া অনুসারে ত্রিভুবনের বিভিন্ন স্থানে জীবের গতি নির্ধারিত হয়। যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনকারীদের শুদ্ধ গতি হয় মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকে। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্ত আমার দিব্য ধামে উন্নীত হন। কালরূপে আচরণকারী, পরম কর্তা আমার দ্বারা এই জগতে সমস্ত সকাম কর্মের ফল ব্যবস্থাপিত হয়েছে। এইভাবে জীব প্রকৃতির প্রবল গুণস্রোতের নদীতে, কখনও ভেসে ওঠে, আবার কখনও নিমজ্জিত হয়।"

"এ জগতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, কৃশ অথবা স্থূল, যা কিছু লক্ষিত হয়—সব কিছুই হচ্ছে জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা জীবাত্মা সমন্বিত। আদিতে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা উপাদান রূপে রয়েছে। স্বর্ণ থেকে আমরা বালা, কর্ণকুণ্ডলাদি স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ করতে পারি এবং মৃত্তিকা থেকে আমরা মৃৎ পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি তৈরী করতে পারি। আদি উপাদান স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা, তাদের দ্বারা উৎপাদিত বস্তু পূর্বে থেকেই রয়েছে, আবার যখন উৎপাদনগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আদি উপাদান, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা থেকে যাবে। এইভাবে আদিতে এবং অন্তে যখন উপাদানগুলি বর্তমান থাকে, তার মধ্যেও অর্থাৎ, যে সময়ে তা থেকে বিশেষ কোন উৎপাদন, যাকে আমরা সুবিধামতো বালা, কর্ণকুণ্ডল, পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি বিশেষ কোন নাম প্রদান করি, সেইরূপে নিশ্চয় থাকবে। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে, উৎপাদন সৃষ্টির পূর্বে এবং তার বিনাশের পরেও যদি উপাদান কারণ বর্তমান থাকে, তবে প্রকাশিত পর্যায়েও নিশ্চয় তা উৎপাদনটির প্রকৃত ভিত্তি রূপে উপস্থিত থাকবে। মূল উপাদানে নির্মিত একটি জড় বস্তু, রূপান্তরের মাধ্যমে অন্য একটি জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি সৃষ্ট বস্তু অন্য একটি সৃষ্ট বস্তুর কারণ এবং ভিত্তি হয়ে থাকে। আদি-অন্ত সমন্বিত অন্য একটি বস্তুর মূল অবলম্বন কোনও বিশেষ বস্তুকে বাস্তব বলা যায়। আদি উপাদান এবং অন্তিম পর্যায়ের স্বতন্ত্র বিশিষ্ট জড় দ্রব্যগুলিকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে। কালশক্তির দ্বারা প্রকাশিত প্রকৃতির বিষয় মূল হচ্ছেন ভগবান মহাবিষ্ণু। এইভাবে প্রকৃতি, সর্বশক্তিমান বিষ্ণু এবং কাল, পরম অদ্বিতীয় সত্য, আমা হতে অভিন্ন।"

"পরম পুরুষ ভগবান যতক্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে চলেন, ততক্ষণই কৃত্য এবং বৈচিত্র্যময় জাগতিক সৃষ্টি প্রবাহ একাদিক্রমে প্রকাশ করার মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। বিভিন্ন লোক সমূহের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করার মাধ্যমে, অসীম বৈচিত্র্য প্রদর্শনকারী, বিরাটরূপের আধার হলাম আমি। সুতরাং সৃষ্ট পর্যায়ে সমস্ত লোক সমন্বিত আমার বিরাটরূপ, পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে সামঞ্জস্য বিধান করে সৃষ্ট জগতের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। প্রলয়ের সময় জীবের মর্ত্যদেহ অন্নে বিলীন হয়। অন্ন শস্যে বিলীন হয়, এবং শস্য ভূমিতে বিলীন হয়। ভূমি সূক্ষ্ম অনুভূতি গন্ধে বিলীন হয়। সুগন্ধ জলে বিলীন হয়, এবং জল আবার তার নিজ গুণ, রসে বিলীন হয়। রস বিলীন

হয় অগ্নিতে, তা আবার রূপে বিলীন হয়। রূপ বিলীন হয় স্পর্শে, এবং স্পর্শ বিলীন হয় আকাশে। আকাশ শেষে বিলীন হয় শব্দানুভূতিতে। হে মহানুভব উদ্ধব, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ তাদের নিজ নিজ উৎস অধিদেবগণের সঙ্গে, আর তারা নিয়ামক মনের সঙ্গে বিলীন হয়, তা আবার সাত্ত্বিক অহংকারে বিলীন হয়। শব্দ তামসিক অহংকারে এবং প্রথম ভৌতিক উপাদান সর্বশক্তিমান অহংকার সমগ্র প্রকৃতিতে বিলীন হয়। ত্রিগুণের প্রাথমিক আধার, সমগ্র জড়া প্রকৃতি গুণের মধ্যে বিলীন হয়। প্রকৃতির এই গুণগুলি অতঃপর প্রকৃতির অপ্রকাশিত রূপে বিলীন হয় এবং সেই অপ্রকাশিত রূপ কালের সঙ্গে বিলীন হয়। কাল বিলীন হয় পরমেশ্বরের সঙ্গে, যিনি সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ, সমস্ত জীবের আদি কার্যকারক রূপে বর্তমান। সমস্ত জীবনের আদি—অজ, পরমাত্মা, একাই আত্মস্থ হয়ে অবস্থিত আমাতে বিলীন হয়। তাঁর থেকেই সমস্ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস প্রকাশিত হয়। সূর্যোদয় যেমন আকাশের অন্ধকার দূর করে, তেমনই, দৃশ্যমান জগতের প্রলয়াত্মক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ঐকান্তিক ভক্তের মনের মায়াময় দ্বন্দ্ব বিদূরীত করে। তাঁর হৃদয়ে কখনও মায়া প্রবেশ করলেও, তা সেখানে থাকতে পারে না। এইভাবে জড় এবং চিন্ময় সমস্ত কিছুর আদর্শ দ্রষ্টা, আমার দ্বারা সাংখ্য জ্ঞান বর্ণিত হল, সেই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়।"

* * *

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তদূর্ধ্বে

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এক একটি জড় গুণের সংস্রবের দ্বারা জীব কীভাবে বিশেষ কোন স্বভাব লাভ করে, তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব, অনুগ্রহ করে তা শ্রবণ কর। মনঃসংযম, সহিষ্ণুতা, পার্থক্য নিরূপণ, নিজ কর্তব্য-নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, দয়া, অতীত এবং ভবিষ্যতের সতর্ক অনুশীলন, যে কোন অবস্থায় সন্তুষ্টি, উদারতা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন, গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস, খারাপ কাজের জন্য লজ্জিত বোধ করা, দান, সরলতা, বিনয় এবং আত্মতুষ্টি এই সমস্ত হচ্ছে সত্ত্বগুণের লক্ষণ। জড়বাসনা, অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, স্পর্ধা, লাভ করা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি, মিথ্যা গর্ব, জাগতিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা, নিজেকে অন্যদের থেকে ভিন্ন এবং উৎকৃষ্টতর বলে মনে করা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যুদ্ধের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, আত্ম প্রশংসা শুনতে ভালো লাগা, অন্যদের প্রতি উপহাস করার প্রবণতা, নিজের ক্ষমতার প্রচার করা এবং নিজশক্তি সম্পাদিত কর্মের গুণগান করা—এই সমস্ত হচ্ছে রজোগুণের লক্ষণ। অসহ্য ক্রোধ, কৃপণতা, শাস্ত্রবহির্ভূত কথা বলা, হিংস্র বিদ্বেষ, পরগাছার মতো জীবন ধারণ, খামখেয়ালী, ক্লান্তি, কলহ, অনুশোচনা, মোহ, অসন্তুষ্টি, হতাশা, অতিরিক্ত নিদ্রা, মিথ্যা আশা, ভয় এবং আলস্য—এই সমস্ত হচ্ছে তমোগুণের প্রধান প্রধান লক্ষণ। এবার ত্রিগুণের মিশ্রণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর।"

"প্রিয় উদ্ধব, "আমি" এবং "আমার" এই মনোভাবের মধ্যে ত্রিগুণের সমন্বয় বর্তমান। এই জগতের সাধারণ আদান প্রদান, যা মন, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সকল এবং ভৌতিক দেহের প্রাণ বায়ুর দ্বারা সাধিত হয়, এই সবই গুণাবলীর সমন্বয় ভিত্তিক। যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে ধর্মকর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োজিত করে এবং তার ফলে যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ লাভ হয়, তা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের সংমিশ্রণের ফল প্রদর্শন করে। যখন কেউ পারিবারিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা করে, আর সেইজন্যেই

ধর্মীয় এবং পেশাগত কর্তব্যে অধিষ্ঠিত হয়, তখন প্রকৃতির গুণাবলীর সমন্বয় প্রকাশিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মসংযমাদি গুণাবলী প্রদর্শন করেন তাঁকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলে বুঝতে হবে। তেমনই, রাজসিক লোককে চেনা যায় তার কাম বাসনার দ্বারা, এবং ক্রোধাদি গুণাবলীর দ্বারা তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষকে চেনা যায়। যে কোন ব্যক্তি সে স্ত্রী হোক আর পুরুষ হোক, যে জড় ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে তার অনুমোদিত কর্তব্য আমার প্রতি নিবেদন করে প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাকে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে বুঝতে হবে। যখন কোন ব্যক্তি তার অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা জাগতিক লাভের আশায় আমার ভজনা করে তাকে রাজসিক স্বভাবের বলে বুঝতে হবে, আর যে অন্যদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করার বাসনা নিয়ে আমার ভজনা করে সে হচ্ছে তমোগুণী।"

"সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই ত্রিগুণ জীবসত্তাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু আমাকে না। মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে সেগুলি জীবাত্মাকে জড়দেহে এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্ত হতে প্ররোচিত করে। এইভাবে জীবাত্মা আবদ্ধ হয়। যখন প্রকাশক, শুদ্ধ এবং মঙ্গলময় সত্ত্বগুণ, রজ এবং তমোগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সুখ, ন্যায়নীতি, জ্ঞান এবং অন্যান্য সদ্‌গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয়। যখন আসক্তি, বিভেদ এবং কর্ম সৃষ্টিকারী রজোগুণ, তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সম্মান এবং সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করে। এইভাবে রজোগুণের প্রভাবে সে উদ্বেগযুক্ত সংগ্রাম করে চলে। যখন তমোগুণ, রজ এবং সত্ত্বগুণকে পরাস্ত করে, তখন তা মানুষের চেতনাকে আবৃত করে তাকে নির্বোধ ও মূর্খ পরিণত করে। মায়া এবং অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে তখন সে তমোগুণে অতিরিক্ত নিদ্রা যায়, মিথ্যা আশা করে চলে, এবং অন্যদের প্রতি হিংস্রতা প্রদর্শন করে।"

"চেতনা যখন স্বচ্ছ এবং ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তিনি জড়দেহে ভয়শূন্যতা এবং মনে অনাসক্তি অনুভব করেন। এই অবস্থাকে তুমি সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বলে জানবে, যার মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ হয়। অতিরিক্ত কার্যের ফলে বুদ্ধির বিকৃতি, জড় বস্তু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অক্ষমতা, দৈহিক কর্মেন্দ্রিয়গুলির অসুস্থ অবস্থা, এবং অস্থির মনের বিভ্রান্তি—এই সকল লক্ষণকে তুমি রজোগুণ বলে জানবে। যখন কারও উচ্চতর চেতনা ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয় এবং অবশেষে মনোনিবেশ করতে অক্ষম হয়, তখন তার মন বিভ্রান্ত হয়ে অজ্ঞতা এবং হতাশা প্রকাশ করে। এই অবস্থাকে তুমি তমোগুণের প্রাধান্য বলে জানবে।"

"হে উদ্ধব, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের বল বৃদ্ধি হয়। যখন রজোগুণ বর্ধিত হয় তখন অসুরদের শক্তি বর্ধিত হয়। আর তমোগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাপিষ্ঠ লোকেদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, সচেতন জাগ্রত অবস্থা আসে সত্ত্বগুণ থেকে, স্বপ্ন সহ নিদ্রা আসে রজোগুণ থেকে, এবং গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা আসে তমোগুণ থেকে। চেতনার চতুর্থ পর্যায়টি এই তিনটিকে ব্যাপ্ত করে এবং তা হচ্ছে নিত্য। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হন। পক্ষান্তরে তমোগুণ জীবকে নিম্ন থেকে নিম্নতর যোনিতে পতিত হতে বাধ্য করে। আর রজোগুণের দ্বারা সে মনুষ্য দেহের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে। যারা সত্ত্বগুণে ইহ জগৎ ত্যাগ করে, তারা স্বর্গলোকে গমন করে, যারা রজোগুণে দেহত্যাগ করে তারা মনুষ্য জগতেই অবস্থান করে, এবং যারা তমোগুণে দেহ ত্যাগ করে তারা অবশ্যই নরকে গমন করে থাকে। কিন্তু যারা প্রকৃতির এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত, তারা আমার নিকট আগমন করে। ফলাকাঙ্ক্ষা না করে আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মকে সাত্ত্বিক বলে বুঝতে হবে। ফল ভোগের বাসনা নিয়ে সম্পাদিত কার্য হচ্ছে রাজোগুণী। আর হিংস্রতা এবং হিংসার দ্বারা অর্জিত হয়ে সম্পাদিত কার্য মিশ্রিত হয় তমোগুণে। অবিমিশ্র জ্ঞান হচ্ছে সাত্ত্বিক, দ্বন্দ্বভিত্তিক জ্ঞান হচ্ছে রজোগুণ সম্ভূত এবং মূর্খ, জাগতিক জ্ঞান হচ্ছে তমোগুণজাত। আমার সম্পর্কিত জ্ঞান, কিন্তু, অপ্রাকৃত বলে জানবে। বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাসস্থান রজোগুণ সম্পন্ন, দ্যূতক্রীড়াগৃহ তমোগুণ প্রদর্শন করে, এবং আমি যে স্থানে বাস করি সেখানে বাস করা হচ্ছে গুণাতীত। আসক্তি

মুক্ত কর্তা সাত্ত্বিক, ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ কর্তা রজোগুণী এবং যে কর্তা কীভাবে ভুল থেকে ঠিকভাবে বলাতে হয় তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সে তমোগুণে রয়েছে। কিন্তু যে কর্তা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে বলে বুঝতে হবে। পারমার্থিক জীবনের প্রতি পরিচালিত শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ সমন্বিত, সকাম কর্ম ভিত্তিক শ্রদ্ধা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, অধার্মিক কর্মে রত শ্রদ্ধা হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন, কিন্তু আমার প্রতি ভক্তিযোগে যুক্ত শ্রদ্ধা হচ্ছে বিশুদ্ধ রূপে গুণাতীত। স্বাস্থ্যকর, শুদ্ধ এবং অনায়াস লব্ধ খাদ্য হচ্ছে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, যে খাদ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তাৎক্ষণিক সুখ প্রদান করে তা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, এবং অপবিত্র ও দুঃখজনক খাদ্যবস্তু হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন। আত্মা থেকে উৎপন্ন সুখ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিত্তিক সুখ হচ্ছে রাজসিক, এবং মোহ ও অধঃপতন মূলক সুখ হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন। কিন্তু আমার মধ্যে যে সুখ লাভ করা যায় তা হচ্ছে গুণাতীত। সুতরাং জড় দ্রব্য, স্থান, কর্মের ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, শ্রদ্ধা, চেতনার স্তর, জীবের প্রজাতি এবং মৃত্যুর পর গতি—এ সমস্তই জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ ভিত্তিক।"

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, জাগতিক সব স্তরই ভোক্তা আত্মা এবং জড়া প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত। দৃষ্ট, শ্রুত অথবা কেবলই মনে মনে অনুমিত, যাই হোক না কেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে প্রকৃতির গুণ সমন্বিত। বদ্ধ জীব, জড়া প্রকৃতির গুণ সম্ভূত কর্ম থেকে বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় উৎপন্ন হয়। যে জীব মন সম্ভূত, এই গুণাবলীকে জয় করতে পারে, সে ভক্তিযোগের মাধ্যমে নিজেকে আমার প্রতি নিবেদন করে, আমার জন্য শুদ্ধ প্রেম অর্জন করতে পারে। সুতরাং, পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সমন্বিত এই মনুষ্য জীবন লাভ করে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের উচিত নিজেদের প্রকৃতির গুণজাত সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করে ঐকান্তিকভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়া। অবিচল, সমস্ত জড় সঙ্গ মুক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত তার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার উপাসনা করা। নিজেকে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক কর্মে নিয়োজিত করে রজোগুণ এবং তমোগুণকে জয় করা তার কর্তব্য। অতঃপর, ভক্তিযোগে নিবিষ্ট হয়ে গুণাবলীর প্রতি উদাসীন হওয়ার মাধ্যমে সাধু ব্যক্তির জাগতিক সত্ত্বগুণকেও জয় করা উচিত। এইভাবে শান্ত মনে প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা, তার বদ্ধ দশার কারণটিকেই পরিত্যাগ করে আমাকে প্রাপ্ত হয়। জড় চেতনা জাত মন এবং প্রকৃতির গুণাবলীর সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, জীব আমার দিব্য রূপ অনুভব করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি লাভ করে। সে বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে আর ভোগের অনুসন্ধান অথবা তার মনে মনেও এই রূপ ভোগের স্মরণ বা চিন্তন করে না।"

ষড়বিংশতি অধ্যায়

ঐল গীত

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"কেউ আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ সম্পন্ন এই মনুষ্য জীবন লাভ করে, আমার প্রতি ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হলে সে সমস্ত আনন্দের আধার, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সবার কিছুর পরমাত্মা, আমাকে প্রাপ্ত হয়। যিনি দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি জড়প্রকৃতির গুণসম্ভূত মিথ্যা পরিচিতি পরিত্যাগ করে বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত হন। এই সমস্ত উৎপাদনগুলিকে কেবল মাত্র মায়াসম্ভূত হিসাবে দর্শন করে তিনি সে সমস্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেও প্রকৃতির গুণসম্ভূত বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। প্রকৃতির

গুণাবলী এবং তা থেকে উৎপন্ন কোন কিছুই যেহেতু বাস্তব নয়, তিনি সেগুলি গ্রহণ করেন না। যারা আমের উপস্থ এবং উদরকে তৃপ্ত করতে উৎসর্গীকৃত, কখনও সেই সমস্ত জড়বাদীদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তাদের অনুসরণ করলে একজন অন্ধের আর একজন অন্ধকে অনুসরণ করার মতো সে গভীরতম অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।"

"নিম্নবর্ণিত গানটি বিখ্যাত সম্রাট পুরূরবা গেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী উর্বশীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শোক সংবরণ করে তিনি অনাসক্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। উর্বশী যখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাজা পাগলের মতো নগ্ন অবস্থায় তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁকে গভীর আর্তি সহকারে, 'হে ভার্যা, হে ভয়ঙ্করী রমণী! অনুগ্রহ করে দাঁড়াও!' বলে ডেকেছিলেন। বহু বৎসর ধরে রাজা পুরূরবা সন্ধ্যা কালে যৌন আনন্দ উপভোগ করেও তিনি এই রূপ নগণ্য ভোগে তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁর মন উর্বশীর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিল যে, কীভাবে রাত্রি আসছে এবং যাচ্ছে, তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।"

রাজা ঐল বললেন—"হায়, আমি কত গভীর মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। এই দেবী আমাকে আলিঙ্গন করে আমার গলদেশ তার কবলে রেখেছিল। আমার হৃদয় কামবাসনার দ্বারা এতই কলুষিত হয়েছিল যে, কীভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। সেই রমণী আমাকে এমনই ভাবে প্রতারিত করেছে যে, আমি সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তও লক্ষ্য করিনি। হায়, বহু বছর ধরে, আমি আমার দিনগুলি বৃথা অতিবাহিত করেছি। হায়, আমি একজন মহান সম্রাট, বিশ্বের সমস্ত রাজাদের মুকুটমণি হলেও মোহ আমাকে কীভাবে রমণীর হাতের ক্রীড়ামৃগে পরিণত করেছিল! পরম ঐশ্বর্যশালী, তেজস্বী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও সেই রমণী আমাকে তৃণখণ্ড অপেক্ষা নগণ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছে। তবুও আমি নির্লজ্জ হয়ে নগ্ন অবস্থায় পাগলের মতো ক্রন্দন করে তার অনুসরণ করছিলাম। গর্দভী যেমন গর্দভের মুখে লাথি মারে, তেমনই সেই রমণী আমাকে ত্যাগ করে গেলেও আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলাম। আমার তথাকথিত প্রভাব, তেজ, কিরীটি প্রভাব, এ সমস্ত শক্তি কোথায়? উচ্চ শিক্ষা, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চা, নির্জনে বাস, মৌন ইত্যাদি পালন করা সত্ত্বেও, মন যদি রমণীর দ্বারা অপহৃত হয়, তবে এ সমস্ত কিছুর কী প্রয়োজন? আমাকে ধিক! আমি এতই মূর্খ যে, কিসে আমার কল্যাণ হয় তাও জানতাম না, অথচ নিজেকে গর্বভরে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম। ভগবানের মতো উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েও কাম না পারার মতো আমি নিজে রমণীগণের দ্বারা পরাভূত হতে রাজী হয়েছি। অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি দিয়ে যেমন অগ্নিকে কখনও নির্বাপিত করা যায় না, তেমনই উর্বশীর অধর নিঃসৃত তথাকথিত অমৃত, বহু বৎসর ধরে পান করেও, আমার হৃদয়ে কাম বাসনা বার বার জেগে উঠেছে, আর তা কখনও সন্তুষ্ট হয়নি। আত্মবিদদের দ্বারা উপাসিত আত্মার চেতনাকে একমাত্র আত্মারাম মুনিগণের প্রভু, জড় ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষ ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম? আমি আমার বুদ্ধিকে বিপথে চালিত হতে অনুমোদন করার ফলে এবং ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম হওয়ায়, উর্বশী স্বয়ং আমাকে সুন্দর বাক্যে জ্ঞানী পরামর্শ প্রদান করা সত্ত্বেও, আমার মন থেকে মহা মোহ বিদূরিত হয়নি। আমিই যখন আমার প্রকৃত পারমার্থিক স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞ, তখন আমার দুঃখের জন্য তাকে (উর্বশীকে) কীভাবে দোষারোপ করব? আমি আমার ইন্দ্রিয় সংযম করিনি, তাই আমার অবস্থা এখন, অহিকে রজ্জুকে সর্পজ্ঞানে দর্শনকারীর মতো হয়েছে।"

"এই কলুষিত শরীরটিই বা কী—জীবন্ত নোংরা আর দুর্গন্ধময়, তাই না? আমি রমণীদেহের সুগন্ধে আর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সমস্ত তথাকথিত দিকগুলি কী কী? সেগুলি হচ্ছে মায়া সৃষ্ট মনোরম আবরণ মাত্র। সেইটি বাস্তবে কার সম্পত্তি, তা কখনই নির্ধারণ করা যায় না। এটি কি জন্ম দাতা পিতামাতার, যাঁর আনন্দ প্রদায়িনী স্ত্রীর অথবা তার মালিকের, যিনি ইচ্ছামত দেহটিকে আদেশ করেন? এটি কি চিতার আগুনের অথবা কুকুর ও শৃগালদের, যারা শেষে সেটি খেয়ে ফেলবে, তাদের সম্পত্তি? এটা কি অন্তরে বসবাসকারী আত্মার, যে তার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, অথবা এই দেহটি কি উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদানকারী

ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের? নিশ্চিতভাবে দেহের অধিকারী নির্ধারণ না করেই, মানুষ এই দেহটির প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। ভৌতিক দেহটি হচ্ছে একটি নিম্নগতি সম্পন্ন, কলুষিত ভৌতিক রূপ মাত্র, তবুও যখন কোন পুরুষ মানুষ, কোন রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখতে থাকে, তখন সে ভাবে, "মেয়েটি দেখতে কত সুন্দর। তার নাকটি বড়ই মনোহর, আর দেখ কত সুন্দর তার মৃদু হাসি!" যে সমস্ত মানুষ চর্ম, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, চর্বি, মজ্জা, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পূঁজ সমন্বিত জড়দেহকে ভোগ করতে চেষ্টা করে তাদের মধ্যে আর সাধারণ কৃমিকীটের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?"

"দেহের যথার্থ স্বভাব তাত্ত্বিকভাবে উপলব্ধি করলেও, আমাদের কখনও স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সঙ্গে মেলা উচিত নয়। মোটের ওপর, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংযোগ হলে মন অনিবার্যভাবে ক্ষোভিত হয়। অদৃষ্ট বা অশ্রুত কোন কিছুর দ্বারা মন যেহেতু বিচলিত হয় না, তাই যে ব্যক্তি তাঁর জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন, তাঁর মন আপনা থেকেই জড়কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে শান্ত হবে। অতএব ইন্দ্রিয়গুলিকে কখনও অবাধে স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে দেওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাঁদের মনের ষড়রিপুকে বিশ্বাস করতে পারেন না, তবে আমার মতো মূর্খলোকদের আর কি কথা।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"এইভাবে গানটি গেয়ে দেব এবং মনুষ্যগণের মধ্যে বিখ্যাত মহারাজ পুরূরবা, তার উর্বশীলোককে লাভের পরিত্যাগ করে। দিব্যজ্ঞানের দ্বারা তার মোহ বিধৌত হলে সে তাঁর হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে আমাকে উপলব্ধি করে অবশেষে শান্তি লাভ করে। অতএব বুদ্ধিমান মনুষ্যের উচিত সমস্ত প্রকার অসৎ সঙ্গ পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা, যাতে তাঁদের বাক্যের দ্বারা তার মনের অত্যধিক আসক্তি ছিন্ন হয়। আমার ভক্তগণ আমার প্রতি মনোনিবেশ করে জাগতিক কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তারা সর্বদা শান্ত, সমদর্শী, আর তারা মমত্ববুদ্ধি, মিথ্যা অহংকার, দ্বন্দ্ব এবং লোভ থেকে মুক্ত।"

"হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, আমার এইরূপ শুদ্ধ ভক্তদের সম্মেলনে সর্বদা আমার বিষয়ে আলোচনা হয়, যারা আমার মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে অংশগ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। যে কেউ আমার বিষয়ে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ ও কীর্তন করলে, সে শ্রদ্ধা সহকারে আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়। সর্ব আনন্দ মূর্তি, অনন্ত গুণসম্পন্ন, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হলে, আদর্শ ভক্তের জন্য লাভ করার আর কী বাকী রইল? যজ্ঞের অগ্নির নিকট উপনীত ব্যক্তির যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই যাঁরা ভগবদ্ভক্তদের সেবায় রত হন তাঁদের জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা বিধ্বস্ত হয়। জাগতিক জীবনের ভয়ঙ্কর সমুদ্রে যারা বারবার পতিত এবং উত্থিত হচ্ছে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় হচ্ছে পরমব্রহ্মনিষ্ঠ, শান্ত ভগবৎ ভক্তগণ। এইরূপ ভক্তগণ ডুবন্ত মানুষদের উদ্ধার করতে আসা একখানি শক্তিশালী নৌকার মতো। অন্নই যেমন সমস্ত জীবের প্রাণ, আমিই যেমন আর্তদের জন্য অন্তিম আশ্রয়, এবং ধর্মই যেমন পরলোকগামীগণের সম্পদ, ঠিক তেমনই আমার ভক্তরা হচ্ছেন দুঃখজনক জীবনে পতিত হওয়ার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের জন্য একমাত্র আশ্রয়। আমার ভক্তগণ দিব্য চক্ষু প্রদান করে, আর সূর্য আকাশে উদিত হলেই কেবল বাহ্য দৃশ্য দর্শন করায়। আমার ভক্তগণ হচ্ছে সকলের উপাস্য বিগ্রহ এবং প্রকৃত স্বজন, তারাই সকলের আত্মস্বরূপ, এবং সর্বোপরি আমা থেকে অভিন্ন। এইভাবে উর্বশী লোকের অবস্থান করার বাসনার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে মহারাজ পুরূরবা সমস্ত জড়সঙ্গ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মতুষ্ট হয়ে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে শুরু করেন।"

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

শ্রীবিগ্রহ অর্চন বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে প্রভু, হে ভক্তগণের ঈশ্বর, আপনি আমার নিকট আপনার শ্রীবিগ্রহ অর্চনের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণনা করুন। যাঁরা শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করেন, তাঁদের কী যোগ্যতা থাকা উচিত, কিসের উপর ভিত্তি করে এইরূপ আরাধনা করা হয় এবং এই আরাধনার বিশেষ পদ্ধতি কী? সমস্ত মহর্ষিগণ বারবার ঘোষণা করেছেন যে, এইরূপ আরাধনা মনুষ্য জীবনের পরম কল্যাণ সাধন করে। এটিই হচ্ছে শ্রীনারদমুনি, মহর্ষি ব্যাসদেব এবং আমার গুরুদেব শ্রীবৃহস্পতির অভিমত। হে মহাবদান্য প্রভু, শ্রীবিগ্রহ আরাধনার পদ্ধতি বিষয়ক উপদেশ প্রথমে আপনার মুখপদ্ম থেকে নিসৃত হয়েছে। তারপর তা মহাপ্রভু ব্রহ্মা, তৃত আদি তাঁর পুত্রগণকে এবং মহাদেব তাঁর সহধর্মিণী পার্বতীকে বলেন। এই পদ্ধতি সমাজের সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের জন্য স্বীকৃত এবং উপযুক্ত। সুতরাং আমি মনে করি আপনার শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হচ্ছে স্ত্রী এবং শূদ্রগণসহ সকলের জন্য পরম কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক অনুশীলন। হে পদ্মনেত্র, হে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরগণের ঈশ্বর, আপনার ভক্তসেবকগণের নিকট অনুগ্রহপূর্বক এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, শ্রীবিগ্রহ অর্চনের জন্য অসংখ্য বিধানের কোনও অন্ত নেই, তাই আমি তোমার নিকট এই বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করব। বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র—এই ত্রিবিধ পদ্ধতির মধ্যে একটি বেছে নিয়ে, যথাসহকারে প্রত্যেকেরই আমার আরাধনা করা উচিত, যাতে সেই যজ্ঞ আমি গ্রহণ করি। দ্বিজত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যথার্থ বৈদিক বিধান অনুসারে ভক্তিযুক্ত হয়ে ঠিক কীভাবে আমার আরাধনা করবে, সে বিষয়ে আমি এখন বর্ণনা করব, তুমি শ্রদ্ধা সহকারে তা অনুগ্রহ করে শ্রবণ কর।"

"ব্রাহ্মণের উচিত নিষ্কপটে প্রেম ও ভক্তিযুক্তভাবে উপযুক্ত উপকরণের মাধ্যমে ভূমিতে, অগ্নিতে, সূর্যে, জলে অথবা উপাসকের নিজ হৃদয়ে উদিত আমার শ্রীবিগ্রহকে ইষ্টদেব রূপে আরাধনা করা। প্রথমে তার দন্তমার্জন এবং স্নান করার মাধ্যমে দেহ শুদ্ধি করা উচিত। তারপর সে তার দেহে বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে, মৃত্তিকা লেপন করে, তার দেহকে দ্বিতীয় বার শুদ্ধ করবে। মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপাদি করে বিভিন্ন অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা তার উচিত আমার আরাধনা করা। এরূপ আরাধনা বেদবিহিত এবং তা সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়া নিরসন করে। শিলা, কাষ্ঠ, ধাতু, ভূমি, আলেখ্য, বালুকা, মন এবং মণি এই অষ্টপ্রকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আবির্ভূত হতে পারেন।"

"প্রিয় উদ্ধব, সমস্ত জীবের আশ্রয়, ভগবানের অর্চাবিগ্রহ দুইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন—অস্থায়ী অথবা স্থায়ী। কিন্তু, স্থায়ী বিগ্রহকে আহ্বান করে আনার পর তাঁকে আর বিসর্জন দেওয়া যায় না। অস্থায়ী বিগ্রহগণকে আহ্বান করার এবং বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে কেবলমাত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রেই সে সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠান সর্বদা সম্পাদন করা সম্ভব। মৃত্তিকা নির্মিত, আলেখ্য অথবা কাষ্ঠময়ী বিগ্রহ ব্যতীত অন্যদেরকে জল দ্বারা স্নান করানো উচিত, তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে জল ছাড়াই তাঁদের মার্জন করার বিধান আছে। ভক্তের উচিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার অর্পণের মাধ্যমে আমার শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করা। কিন্তু সর্ব প্রকার জাগতিক বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভক্ত, সহজে যা কিছু পায়, তা দিয়ে আমার অর্চনা করে, এবং এমনকি মানসিকভাবেও বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে তার হৃদয়াভ্যন্তরে আমার অর্চন করতে পারে।"

"প্রিয় উদ্ধব, মন্দিরের বিগ্রহ অর্চনে স্নান এবং শৃঙ্গার করানো হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক নৈবেদ্য। পবিত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের জন্য তত্ত্ববিন্যাস পদ্ধতি হচ্ছে পরম প্রিয়। অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত তিল এবং যব আহুতি

প্রত্যাহিক পূজা এবং বিশেষ উৎসব যাতে চিরকাল চলতে থাকে তার জন্য বিগ্রহকে ভূমি, বাজার, শহর এবং গ্রাম উপহারস্বরূপে অর্পণ করে, সে আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে সারা বিশ্বের রাজা হতে পারে, ভগবানের মন্দির নির্মাণ করলে ত্রিভুবনের শাসক হতে পারে, বিগ্রহের সেবা-পূজা করলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে, আর যে ব্যক্তি এই তিনটি কার্যই সম্পাদন করে সে আমার নিজের মতো দিব্য রূপ লাভ করে। কিন্তু যে সকাম কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে কেবলই ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, সে আমাকেই লাভ করে। আমার দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতিতে যে আমার অর্চনা করবে অবশেষে সে আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগ লাভ করবে। নিজের অথবা অন্য কারও প্রদত্ত দেবতা অথবা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি যদি কেউ অপহরণ করে, সে ব্যক্তি দশ কোটি বৎসর ব্যাপী বিষ্ঠার কীট রূপে বাস করবে। কেবলমাত্র সেই চৌর্যকর্মের কর্তাই নয়, যে ব্যক্তি তাকে সহায়তা করবে, সেই কুকর্মে প্ররোচিত করবে, অথবা কেবল তার অনুমোদন করবে, পরবর্তী জীবনে তাকেও প্রতিক্রিয়ার ভাগী হতে হবে। যে, যে পরিমাণে তাতে জড়িত হবে, সে, সেই অনুসারে উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করবে।"

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"অন্য ব্যক্তিদের বদ্ধ স্বভাব এবং কার্যকলাপের প্রশংসা অথবা উপহাস কোনটিই করা উচিত নয়। বরং, এই জগৎকে আমাদের কেবল এক পরম সত্যভিত্তিক জড়া প্রকৃতি এবং ভোক্তা আত্মার সমন্বয় হিসাবে দর্শন করা উচিত। যে কেউ অন্যের গুণাবলী এবং ব্যবহারের প্রশংসা অথবা নিন্দা করবে, মায়াময় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার ফলে সে অবশ্যই খুব শীঘ্র নিজের পরম স্বার্থ থেকে বিচ্যুত হবে। ইন্দ্রিয়গুলি নশ্বর মায়া বা মৃত্যুবৎ গভীর নিদ্রাগ্রস্ত হলে দেহধারী জীবাত্মা যেমন বাহ্য চেতনা হারায়, তেমনই জড়বস্তুতে অভিনিবেশকারী ব্যক্তি মায়ার প্রভাবে মৃতের মতো অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জড় বাক্যের দ্বারা যা উক্ত হয় বা জড় মনের দ্বারা যা চিন্তা করা হয়, তা পরম সত্য নয়। তা হলে এই স্বপ্নময় অবাস্তব জগতে কোনটি যথার্থ ভাল বা মন্দ, আর এইগুলি কতটা ভাল বা মন্দ তা কীভাবে পরিমাপ করা যাবে? ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং মরীচিকা প্রকৃত বস্তুর মায়াময় প্রতিচ্ছবি হলেও এই অনুরূপ প্রতিচ্ছবি অর্থযুক্ত এবং ধারণাযোগ্য অনুভূতির সৃষ্টি করে। একইভাবে বদ্ধজীবের জড় দেহ, মন এবং অহংকারের মাধ্যমে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করার ফলে তা তার মধ্যে আমৃত্যু ভয়ের উদ্রেক করে। পরমাত্মাই কেবল এই জগতের যথার্থ নিয়ামক এবং স্রষ্টা, আবার তিনি একাই সৃষ্ট। তেমনই, সর্বাত্মা স্বয়ং পালন করেন এবং পালিত হন, প্রত্যাহৃত করেন এবং প্রত্যাহৃত হন। পরমাত্মা, যিনি প্রতিটি বস্তু এবং ব্যক্তি থেকে পৃথক, অন্য কেউ নিজেকে যথাযথরূপে পৃথকভাবে নির্ধারণ করতে পারে না। তাঁর মধ্যে ত্রিবিধ জড়া প্রকৃতির উদ্ভব রূপে যা অনুভূত হয় তা ভিত্তিহীন। বরং, তোমার বোঝা উচিত যে, ত্রিগুণ সমন্বিত এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে কেবলই তাঁর মায়াশক্তি সম্ভূত। যে ব্যক্তি এখানে আমার দ্বারা বর্ণিত সাংখ্য জ্ঞান এবং উপলব্ধ জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, সে জাগতিকভাবে কারও নিন্দা বা প্রশংসা কোনটিই করে না। প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অবরোহ পন্থা, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে তাকে জানতে হবে যে, এই জগতের আদি এবং অন্ত

রয়েছে, আর তাই তা চরমে বাস্তব নয়। তাই তাকে এই জগতে আসক্তি মুক্ত হয়ে চলতে হবে।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান, দ্রষ্টা আত্মা অথবা দৃশ্যবস্তু দেহ, কারও পক্ষেই এই জড় অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব নয়। এক দিকে আত্মা হচ্ছে সহজাতভাবে যথার্থ জ্ঞান সমৃদ্ধ, আর অপরদিকে দেহটি চেতন নয়। তাহলে জড় জাগতিক অভিজ্ঞতা কার উপর বর্তাবে? চিন্ময় আত্মা হচ্ছে অব্যয়, দিব্য, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ এবং জড়ের দ্বারা কখনও আবৃত নয়। সেটি আগুনের মতো। আর প্রাণহীন জড় দেহ হচ্ছে জ্বালানী কাঠের মতো অচেতন এবং অজ্ঞ। তা হলে এই জগতে প্রকৃতপক্ষে সংসার যাতনা কে ভোগ করে থাকে?"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"মূর্খ জীবাত্মা যতদিন পর্যন্ত তার জড় দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুর প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, চরমে অর্থহীন হলেও, ততদিনই তার সংসার-জীবন বর্ধিত হতে থাকবে। বাস্তবে, জীব হচ্ছে জড় অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্যের মনোভাবহেতু তার সংসারবদ্ধ দশা নিবৃত্ত হয় না, আর স্বপ্ন দেখার মতো সে তখন সমস্ত প্রকারের অসুবিধার দ্বারা আক্রান্ত হয়। স্বপ্নাবস্থায় কোন ব্যক্তি বহু অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ভোগ করলেও, জেগে ওঠার পর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা আর তাকে বিভ্রান্ত করে না। মিথ্যা অহংকার শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, বিভ্রান্তি এবং আকাঙ্ক্ষা, আর জন্ম-মৃত্যুও অনুভব করে, শুদ্ধ আত্মা নয়। যে জীবাত্মা নিজেকে তার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু এবং মনের সঙ্গে একীভূত করে সেই আবরণের মধ্যে বাস করে, সে তখন তার নিজের জড় বদ্ধ গুণ এবং কর্ম অনুসারে রূপ পরিগ্রহ করে। সমগ্র জড়া শক্তির দ্বারা বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়ে সে এইভাবে সংসার চক্রে মহাকালের কঠোর নিয়ন্ত্রণে যেখানে সেখানে ধাবিত হতে বাধ্য হয়। মিথ্যা অহংকার ভিত্তিহীন হলেও তা মন, বাক্য, প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু যথার্থ গুরুদেবের সেবার মাধ্যমে ধীমান হয়ে, দিব্য জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা প্রাজ্ঞ মুনি এই মিথ্যা পরিচিতি ছিন্ন করে সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি মুক্ত হয়ে এই জগতে বিচরণ করেন।"

"যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে জড় এবং চিন্ময়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উপর আধারিত, আর তা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, তপস্যা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পুরাণের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং তার্কিক অনুমানের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পরেও যিনি একা বর্তমান থাকেন, সেই পরম সত্য হচ্ছেন কাল এবং অন্তিম কারণ। এমনকি সৃষ্টির অস্তিত্বের মধ্য পর্যায়েও পরম সত্যই হচ্ছেন যথার্থ বাস্তব বস্তু। স্বর্ণ-নির্মিত বস্তু নির্মাণের পূর্বে স্বর্ণই থাকে, সেই নির্মিত বস্তুগুলি নষ্ট হয়ে গেলেও স্বর্ণ থেকে যায়; আবার বিভিন্ন নামের মাধ্যমে ব্যবহৃত হওয়ার সময়েও সেগুলি মূলত স্বর্ণই থাকে। তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে, তার ধ্বংসের পরে এবং স্থিতিকালেও একমাত্র আমি বর্তমান থাকি। জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরে জড় মনের অভিব্যক্তি ঘটে—সেগুলি হচ্ছে প্রকৃতির ত্রি-গুণ থেকে উৎপন্ন। মন পুনরায় তিনটি ভূমিকায় প্রতিভাত হয়—যিনি অনুভব করেন, অনুভূত এবং অনুভবের নিয়ামক রূপে। এইভাবে ত্রিবিধ উপাধির সর্বত্রই মন বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু চতুর্থ বিষয়টি এই সমস্ত থেকে ভিন্নভাবে অবস্থিত, আর সেইটিই কেবল পরম সত্য সমন্বিত। যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না এবং এই দুটির মধ্যবর্তী সময়েও যার অস্তিত্ব থাকে না, তবে তার শুধুমাত্র বাহ্যিক উপাধিরূপে বর্তমান থাকে। আমার মতে অন্য কিছুর দ্বারা যা-কিছুই সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হয়, বাস্তবে সেটি হচ্ছে অন্য কিছুমাত্র। বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকলেও রজোগুণ সৃষ্ট বিকারের প্রকাশকে বাস্তব বলে মনে হয়, কেননা স্বপ্রকাশ, স্বত-উদ্ভাসিত পরম সত্য—ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, মন এবং জড়া প্রকৃতির উপাদান-রূপী জড় বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রদর্শন করেন। এইভাবে বিবেকসম্পন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে, পরম সত্যের সর্বোৎকৃষ্ট গুণ, স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে মানুষের উচিত জড়ের সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি দক্ষতার সঙ্গে খণ্ডন করে আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করা। আত্মার স্বাভাবিক আনন্দে সন্তুষ্ট হয়ে, মানুষের জড় ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া উচিত।"

"মৃত্তিকা নির্মিত জড় দেহ, ইন্দ্রিয়গুলি, তাদের অধিদেবতা, প্রাণবায়ু, বাহ্যিক বায়ু, জল, আগুন, অথবা নিজের মন, কোনটিই যথার্থ আত্মা নয়। এই সমস্তই হচ্ছে জড়। তেমনই, নিজের বুদ্ধিমত্তা, জড় চেতনা, অহংকার, আকাশ, ভূমি, তন্মাত্র, এমনকি প্রকৃতির আদি অভিব্যক্তি পর্যায়কেও আত্মার যথার্থ পরিচয় বলে মনে করা যায় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছে, তার জড়গুণজাত ইন্দ্রিয়গুলি যদি সুসমাহিত হয়, তাতে কৃতিত্বের কী আছে? আর পক্ষান্তরে তার ইন্দ্রিয়গুলি যদি বিক্ষিপ্ত হয়, তাতেই বা তার দোষ কী? প্রকৃতপক্ষে মেঘের যাতায়াতে কি সূর্যের কিছু এসে যায়? আকাশ থেকে বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন গুণাবলী প্রকাশিত হয়ে, তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, সেই সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং উষ্ণের মতো গুণাবলী প্রতিনিয়ত আসে আর যায়। তবুও আকাশ এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হয় না। তেমনই, মিথ্যা অহংকারের জড় পরিবর্তনকারী সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের কলুষ দ্বারা পরম অবিনশ্বর সত্তা কখনও জড়িয়ে পড়েন না। তবুও, আমার প্রতি দৃঢ়রূপে ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যতক্ষণ না তার মন থেকে জড় রজোগুণের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমার মায়াশক্তি সম্ভূত জড় গুণাবলীর সঙ্গ, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে। কোন ব্যাধির ঠিকমত চিকিৎসা না হলে যেমন পুনরায় তা প্রকাশিত হয় এবং রোগীকে বারবার কষ্ট প্রদান করে, তেমনই যার মন বিকৃত প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়নি, যে জড় বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকবে এবং বারবার সেই অপক্ব ভক্ত তার দ্বারা আক্রান্ত হবে। পরিবার পরিজনের প্রতি আসক্তি, শিষ্য-শিষ্যা অথবা অন্যেরা, যাদেরকে ঈর্ষাপরায়ণ দেবতারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রেরণ করেন, তাদের দ্বারা অসিদ্ধ পরমার্থবাদীদের অগ্রগতি কখনও কখনও বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু তাদের সঞ্চিত অগ্রগতির বলে, এইরূপ অসিদ্ধ পরমার্থবাদীরা পরবর্তী জীবনে পুনরায় তাদের যোগাভ্যাস শুরু করেন। তারা আর কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।"

"সাধারণ জীবাত্মা জড় কর্ম সম্পাদন করে তার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এইভাবে সে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে, সকাম কর্ম করে চলে। জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু নিজের স্বাভাবিক আনন্দ অনুভব করে সমস্ত জড় বাসনা ত্যাগ করে এবং সকাম কর্মে নিয়োজিত হয় না। আত্মস্থ জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের দৈহিক কার্যকলাপেরও খেয়াল রাখেন না। যখন তিনি দণ্ডায়মান থাকেন, উপবেশন করেন, বিচরণ করেন, শয়ন করেন, মূত্রত্যাগ করেন, আহার অথবা অন্যান্য দৈহিক কর্ম সম্পাদন করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, দেহ তার নিজ স্বভাব অনুসারে আচরণ করছে। আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি কখনও কখনও অশুদ্ধ বস্তু বা কার্যকলাপ দর্শন করলেও সেটিকে বাস্তব বলে মনে করেন না। নিদ্রা থেকে জেগে উঠে মানুষ তার অস্পষ্ট স্বপ্নকে যেভাবে দর্শন করে, ঠিক সেইভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি তার্কিক জ্ঞানের মাধ্যমে অশুভ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে মায়াময়, জড় বস্তু ভিত্তিক, বাস্তবতা থেকে ভিন্ন এবং বিরোধী রূপে দর্শন করে। প্রকৃতির গুণের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বহুরূপে বিস্তৃত অবিদ্যাকে বদ্ধজীবেরা ভুল করে আত্মার মতোই ভেবে তা গ্রহণ করে। কিন্তু হে উদ্ধব, পারমার্থিক জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে মুক্তির সময় সেই একই অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, নিত্য আত্মা কখনও গৃহীত বা পরিত্যক্ত হয় না। সূর্য উদিত হয়ে মানুষের চোখকে আবৃতকারী অন্ধকার বিদূরিত করে, কিন্তু তাদের সম্মুখের দৃশ্যবস্তুগুলি সৃষ্টি করে না, বরং সেগুলি আগে থেকেই ছিল। তেমনই, আমার সম্বন্ধে সমর্থ এবং বাস্তব উপলব্ধি মানুষের যথার্থ চেতনা আচ্ছাদনকারী অন্ধকারকে বিনষ্ট করে।"

"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং উদ্ভাসিত, অজ এবং অপরিমেয়। তিনি হচ্ছেন পবিত্র চিন্ময় চেতনা এবং সমস্ত কিছু অনুভব করেন। তিনি অদ্বিতীয়, শব্দ বন্ধ হবার পরই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর শক্তিতে বাক্শক্তি এবং প্রাণবায়ু গতি প্রাপ্ত হয়। যা কিছু আপেক্ষিক দ্বন্দ্ব নিজের মধ্যে অনুভূত হয়, তা কেবল মনের বিভ্রান্তি। বস্তুত এইরূপ সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিজের আত্মা ব্যতীত ভিত্তিহীন। কেবল নাম এবং রূপ অনুসারে পাঁচটি জড় উপাদানের দ্বৈতত্ত্ব অনুভূত হয়। যারা

বলে, এই দ্বৈততাই বাস্তব, তারা হচ্ছে তথাকথিত পণ্ডিত, তারা কেবল বাস্তব ভিত্তিহীন, বৃথা আক্ষরিক তত্ত্বের প্রস্তাব করছে।"

"অনুশীলনে প্রচেষ্টাশীল অপক্ব যোগীর ভৌতিক শরীর কখনও কখনও বিভিন্নভাবে রোগাদির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। সেইজন্য এই পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকের কিছু কিছু সমস্যা যৌগিক ধ্যান বা আসনের দ্বারা শ্বাস নিয়ন্ত্রণের উপর ধ্যান অভ্যাসের মাধ্যমে, এবং সমস্যাগুলিকে বিশেষ বিশেষ তপস্যা, মন্ত্র অথবা ঔষধির দ্বারা দূরীভূত করা যায়। প্রতিনিয়ত আমায় স্মরণ করে, আমার পবিত্র নাম সংকীর্তন এবং শ্রবণ করার মাধ্যমে, অথবা মহান যোগ শিক্ষকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অশুভ প্রতিবন্ধকগুলিকে ধীরে ধীরে অপসারণ করা যাবে। কোন কোন যোগী বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের দেহকে ব্যাধি এবং বার্ধক্য মুক্ত করে সর্বদাই যৌবন সম্পন্ন রাখে। এইভাবে তারা জাগতিক অলৌকিক সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে যোগাভ্যাসে রত হয়। যারা দিব্যজ্ঞানে পণ্ডিত, তারা এইরূপ দৈহিক অলৌকিক সিদ্ধিকে উচ্চমূল্য দেয় না। বাস্তবে, তারা এইরূপ সিদ্ধির প্রচেষ্টাকে অনর্থক বলে মনে করে, কেননা আত্মা হচ্ছে বৃক্ষের মতো স্থায়ী, আর দেহটি হচ্ছে সেই বৃক্ষের বিনাশশীল ফলের মতো। বিভিন্ন প্রকার যোগ পদ্ধতির দ্বারা ভৌতিক দেহের উন্নতি হলেও আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে ভৌতিক দেহকে সিদ্ধ করার বিষয়ে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করবে না, আর বাস্তবে, সে এই সমস্ত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে। আমার আশ্রয় গ্রহণ করে আকাঙ্ক্ষামুক্ত যোগী অন্তরে আত্মসুখ অনুভব করে। এইভাবে যোগ পদ্ধতি অনুশীলন কালে, অন্তরায়ের দ্বারা কখনও সে পরাভূত হয় না।"

ॐ ॐ ॐ

উনত্রিংশতি অধ্যায়

ভক্তিযোগ

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে ভগবান অচ্যুত, আমার ভয় হচ্ছে যে, অসংযতমনা ব্যক্তিদের জন্য আপনার দ্বারা বর্ণিত যোগ পদ্ধতি বড়ই দুঃসাধ্য। সেইজন্য মানুষ যাতে আরও সহজে পালন করতে পারে, এইরূপ সরল ভাবে এই বিষয়ে আমার নিকট বর্ণনা করুন। হে ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ, যে সমস্ত যোগী মনঃসংযমের চেষ্টা করেন তাঁরা প্রায়ই সমাধিলাভে সিদ্ধ হতে না পেরে হতাশ হন। এইভাবে মনঃসংযমের প্রচেষ্টায় তাঁরা ক্লান্তিবোধ করেন। অতএব, হে কমলনয়ন বিশ্বেশ্বর, পরম হংসগণ সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস আপনার পাদপদ্মে সানন্দে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু যারা কর্ম এবং যোগানুশীলনে গর্ব বোধ করে, তারা আপনার আশ্রয় গ্রহণে অসমর্থ হয়ে আপনার মায়াশক্তির নিকট পরাভূত হয়।"

"হে ভগবান অচ্যুত, যে সমস্ত সেবক ঐকান্তিকভাবে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিকট আপনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গমন করেন, সেটি তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। সর্বোপরি আপনি যখন ভগবান রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মার মতো মহান দেবগণ আপনার চরণ রাখার আসনে পর্যন্ত তাঁদের উজ্জ্বল মুকুট সমূহের প্রান্তদেশ স্পর্শ করাতে সাহস পেতেন না। সেই সময়ও আপনি আপনার একান্ত আশ্রিত হনুমানের মতো বানরদের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেছেন। আশ্রিত ভক্তগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা, সকলের পরম প্রভু, পরম আদরণীয় উপাস্য বস্তু এবং স্বয়ং আত্মারূপী আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে কার সাহস হবে? আপনার দ্বারা অর্পিত কল্যাণ সম্বন্ধে অবগত হয়েও কে এমন অকৃতজ্ঞ

হতে পারে? জনকে বিস্মৃতিপ্রবণ জড় ভোগের জন্য আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য কিছুকে কে গ্রহণ করবে? আর আমরা, যারা আপনার পাদপদ্মের সেবায় ব্রতী হয়েছি তাদের কি কোনও অভাব আছে? হে ভগবান! ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ জীবন লাভ করলেও পারমার্থিক বিজ্ঞানে দক্ষব্যক্তিগণ এবং দিব্যভক্তের কবিগণ আপনার প্রতি যে কতটা ঋণী, তা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেননি, কেননা আপনি বাইরে আচার্যরূপে এবং অন্তরে, পরমাত্মারূপে এই দুইভাবে আবির্ভূত হয়ে আপনার নিকট কীভাবে উপনীত হতে হবে, সেই বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে দেহধারী জীবদের উদ্ধার করেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"পরম আদরণীয় উদ্ধবের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সমগ্র জগৎ যাঁর নিকট ক্রীড়নকের মতো এবং যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই ত্রিমূর্তি ধারণ করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার্দ্র চিত্তে তাঁর সর্বাকর্ষক মৃদু হাস্য প্রদর্শন করে উত্তর প্রদান করতে শুরু করলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হ্যাঁ, আমি তোমার নিকট আমার প্রতি ভক্তির নিয়মাবলী বর্ণনা করব, যা পালন করে মরণশীল মানুষ দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। আবেগ প্রবণ না হয়ে সর্বদা আমাকে স্মরণ করে ভক্তের উচিত তার সমস্ত কর্তব্য আমার জন্য সম্পাদন করা। মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করে, তার মনকে আমার প্রতি ভক্তিযোগের আকর্ষণে নিবিষ্ট করা উচিত। দেবগণ, অসুরগণ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমার ভক্তগণ আবির্ভূত হয়ে থাকে। মানুষের উচিত, সেই সমস্ত ভক্তগণ যে স্থানে বাস করে, সেই সমস্ত পবিত্র স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে উক্ত ভক্তগণের দৃষ্টান্তমূলক কার্যাবলীর দ্বারা পরিচালিত হওয়া। আমার আরাধনার জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত পবিত্র তিথি, আমার অনুষ্ঠান এবং উৎসবগুলি, একাকী অথবা জনসমাগমের মধ্যে, কীর্তন করে, নৃত্য এবং অন্যান্য রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উৎসবগুলির ব্যবস্থা করা উচিত। ভক্তের উচিত শুদ্ধ হৃদয়ে অন্তরে এবং বাইরে সর্বব্যাপ্ত আকাশের মতো, নিজের মধ্যে ও সমস্ত জীবের মধ্যে বর্তমান জড়কলুষশূন্য পরমাত্মারূপে আমাকে দর্শন করা।"

"হে দ্যুতিমান উদ্ধব, যে ব্যক্তি প্রতিটি জীবে আমার উপস্থিতি দর্শন করে, আর এই দিব্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে প্রত্যেককে শ্রদ্ধা করে, তাকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলে মনে করা হয়। এইরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ এবং পুক্কস, চোর ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক দাতা, সূর্য এবং ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ভদ্র আর নিষ্ঠুর সকলের প্রতি সমদর্শী। যে ব্যক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যে আমার উপস্থিতি অনুভব করে প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ-মনন করে, তার হৃদয় থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্ধা, ঈর্ষা, তিরস্কার করা আর সেইসঙ্গে মিথ্যা অহংকার খুব সত্বর বিনষ্ট হয়। নিজের সঙ্গী-সাথীদের উপহাস উপেক্ষা করে ভক্তের উচিত দেহাত্মবুদ্ধি আর আনুষঙ্গিক সঙ্কোচবোধ পরিত্যাগ করা। সকলকে—এমনকি কুকুর, চণ্ডাল, গাভী এবং গর্দভকেও ভূমিষ্ঠ হয়ে সকলের সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করা উচিত। সর্বজীবের মধ্যে আমার দর্শন যতক্ষণ না সম্ভব হয়, ততক্ষণই ভক্তের উচিত কায়মনোবাক্যে এই পদ্ধতিতে আমার উপাসনা চালিয়ে যাওয়া। সর্বব্যাপ্ত ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সর্বত্র পরম সত্যকে দর্শন করতে সক্ষম হয়। সমস্ত সন্দেহ মুক্ত হয়ে তখন সকাম কর্ম ত্যাগ করা উচিত। বাস্তবে, আমি মনে করি—সর্বজীবে আমাকে উপলব্ধি করার জন্য কায়, মন ও বাক্যের বৃত্তিগুলি ব্যবহারের—এই পদ্ধতিই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানলাভের সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।"

"প্রিয় উদ্ধব, ভক্তিযোগের এই পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রতিষ্ঠা করার ফলে তা হচ্ছে দিব্য এবং সমস্ত প্রকার জড় উদ্দেশ্য রহিত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ভক্ত নিঃসন্দেহে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, সাধারণ মানুষ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ক্রন্দন করে, ভয় পায় এবং অনুশোচনা করে—এই সমস্ত অনর্থক ভাবাবেগের ফলে পরিস্থিতির কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ নিঃস্বার্থভাবে আমার প্রতি অর্পিত কার্য, বাহ্যিকভাবে নিরর্থক মনে হলেও, তা যথার্থ ধর্মের সমতুল্য। এই পদ্ধতি হচ্ছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা এবং চতুর ব্যক্তিদের চাতুর্য, কেননা তা অনুসরণ করার ফলে জীব এই জীবনেই ক্ষণস্থায়ী এবং অবাস্তব বস্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে নিত্য বাস্তব বস্তু, আমাকে লাভ করতে পারে। এইভাবে আমি

তোমার নিকট সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে পরম সত্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করলাম। এমনকি দেবতাদের জন্যও এই বিজ্ঞান অত্যন্ত দুর্বোধ্য। স্পষ্টযুক্তি সহকারে বার বার আমি তোমার নিকট এই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করলাম। যে কেউ এই বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারলে, সমস্ত সন্দেহ মুক্ত হয়ে সে মুক্তি লাভ করবে। তোমার প্রশ্নের এই সমস্ত সুস্পষ্ট উত্তরের প্রতি যে কেউ মনোনিবেশ করবে, সে সনাতন বেদের গোপনীয় উদ্দেশ্য—পরম অবিমিশ্র সত্যকে লাভ করবে। যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদাতা, আর তাঁর নিকট আমি নিজেকেই প্রদান করি। যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে এই পরম নির্মল, এবং স্বচ্ছতাপ্রদ পরম জ্ঞান প্রচার করে, সে দিব্যজ্ঞানের বর্তিকার দ্বারা অন্যদের নিকট আমাকে প্রকাশ করার ফলে দিনে দিনে পবিত্র হয়। যে কেউ সর্বক্ষণ আমার শুদ্ধ ভক্তিতে নিয়োজিত হয়ে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে নিয়মিতভাবে এই জ্ঞান শ্রবণ করবে, সে কখনও জড় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হবে না।"

"প্রিয় সখা উদ্ধব, তুমি কি এই দিব্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ? তোমার মনে উদ্ভূত শোক এবং মোহ কি এখন বিদূরীত হয়েছে? দাম্ভিক, নাস্তিক, অসৎ অথবা যে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করবে না, অভক্ত, অথবা বিনীত নয়, তোমার উচিত তাদের কারও নিকট এই উপদেশ প্রদান না করা। যে সমস্ত ব্যক্তি এই সকল অসদ্‌গুণরহিত, ব্রাহ্মণ কল্যাণে উৎসর্গীকৃত, কৃপালু, সাধু এবং শুদ্ধ, তাদেরকে এই জ্ঞান প্রদান করা উচিত। আর যদি সাধারণ কর্মী এবং স্ত্রীলোকেরা ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়, তবে তাদেরকেও যোগ্য শ্রোতা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যখন কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্য জ্ঞাতব্য আর কিছুই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি পরম উপাদেয় অমৃত পান করে, সে আর তৃষ্ণার্ত থাকে না। সাংখ্য যোগের জ্ঞান, ধর্ম আনুষ্ঠানিক কর্ম, অলৌকিক যোগ সাধন, জাগতিক ব্যবসা এবং রাজনৈতিক শাসন—এসবের মাধ্যমে মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের পথে অগ্রগতি লাভ করতে চায়। কিন্তু তুমি যেহেতু আমার ভক্ত, মানুষ এই সমস্ত উপায়ে যা কিছু লাভ করে থাকে, তুমি আমার মধ্যে খুব সহজে তা প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি আমার প্রতি সেবা সম্পাদনের বাসনায় সমস্ত সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অর্পণ করে, সে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভ করে আমার নিজের ঐশ্বর্যের অংশীদার হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"সমগ্র যোগমার্গ প্রদর্শনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ করার পর প্রণাম জ্ঞাপন করার জন্য উদ্ধব কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমবশত তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে অশ্রুবিসর্জন হওয়ার ফলে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। প্রেমবিহ্বল মনকে স্থির করে যদুবংশের বীরশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। প্রিয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, উদ্ধব ভগবানের চরণারবিন্দে তাঁর মস্তক স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করার পর কৃতাঞ্জলি পুটে বললেন—হে অজ, আদি প্রভু, আমি যদিও মোহান্ধকারে পতিত হলেও আপনার করুণাময় সঙ্গের প্রভাবে এখন আমার অজ্ঞানতা বিদূরীত হয়েছে। যদুত, যে ব্যক্তি উজ্জ্বল সূর্যের কিরণ গমন করেন, তাঁর উপর শীত, অন্ধকার এবং ভয় কীভাবে তাদের ক্ষমতা আরোপ করবে? আমার নগণ্য শরণাগতির প্রতিদানে, আপনি আপনার সেবক আমার উপর করুণা পরবশ হয়ে দিব্যজ্ঞান রূপ প্রদীপ প্রদান করেছেন। সুতরাং, এতটুকুও কৃতজ্ঞতা বোধ সম্পন্ন আপনার এমন কোন্ ভৃত্য থাকতে পারে, যে আপনার পদারবিন্দ ত্যাগ করে অন্য কোন প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করবে? আপনার সৃষ্টি বর্ধনের উদ্দেশ্যে আদিতে আপনি আমার উপর আপনার মায়াশক্তি বিস্তার করে দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক এবং সাত্বত পরিবারগুলির প্রতি দৃঢ় স্নেহ-বন্ধনের রজ্জু দ্বারা আমাকে বন্ধন করেছেন। সেই বন্ধন এখন দিব্য আত্মজ্ঞান রূপ তরবারি দ্বারা ছিন্ন হয়েছে। হে পরম যোগী, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। কীভাবে আপনার পাদপদ্মে আমি স্থায়ী প্রীতি অর্জন করতে পারি, সে বিষয়ে আপনার এই শরণাগত সেবককে অনুগ্রহপূর্বক উপদেশ প্রদান করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় উদ্ধব, আমার আদেশ গ্রহণ করে তুমি বদরিকা নামক আমার আশ্রমে গমন কর। আমার পাদপদ্ম নিঃসৃত পবিত্র জলে স্নান এবং তা স্পর্শ করে তুমি নিজেকে পবিত্র কর। পবিত্র

অলকনন্দা নদী দর্শন করে সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হও। বল্কল পরিধান করে বনে অনায়াসে যা পাওয়া যায় তাই আহার কর। এইভাবে তুমি দিব্যজ্ঞান ও উপলব্ধি সমন্বিত, শান্ত, আত্মসংযত, সুশীল, নির্লিপ্ত এবং বাসনা মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট থাক। নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে তোমার নিকট প্রদত্ত আমার নির্দেশাবলীর প্রতিনিয়ত মনন করে, সেগুলির যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি কর। তোমার বাক্য এবং চিন্তাধারা আমাতে নিবিষ্ট করে, আমার দিব্য গুণাবলীর উপলব্ধি বর্ধন করতে সর্বদা চেষ্টা কর। এইভাবে তুমি প্রাকৃত ত্রিগুণের গতি অতিক্রম করে, অবশেষে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"ভবদুঃখহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে, শ্রীউদ্ধব ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, ভগবানের চরণে মস্তক স্থাপন করে প্রণিপাত করলেন। জড় দ্বন্দ্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধবের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল এবং তাঁর গমনের মুহূর্তে তিনি অশ্রু দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম সিক্ত করেছিলেন। যাঁর জন্য এরূপ অবিনাশী স্নেহ তিনি অনুভব করছিলেন তাঁর বিরহজনিত মহাভয়ে, উদ্ধব মানসিক কষ্টে উন্মত্ত প্রায় হয়ে ভগবানের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারেননি। অবশেষে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে তিনি ভগবানকে বার বার প্রণতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর প্রভুর পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করে প্রস্থান করেন। তারপর ভগবানকে হৃদয়াভ্যন্তরে গভীরভাবে স্থাপন করে পরম ভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি তপস্যা করে ভগবানের নিজধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেই ধামের কথা জগতের একমাত্র বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন। সমস্ত মহাযোগেশ্বরগণ যাঁর পাদপদ্মের সেবা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভক্তের নিকট সমস্ত দিব্য আনন্দসমুদ্র সমন্বিত এই অমৃতময় জ্ঞান প্রদান করেন। এই জ্ঞানামৃতের বিন্দুও পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই বর্ণনা শ্রবণ করলে, তিনি নিশ্চিতরূপে মুক্তিলাভ করবেন। সর্ব জীবের মধ্যে আদি এবং মহত্তম, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদের প্রণেতা। তাঁর ভক্তদের ভব ভয় হরণ করার জন্যই তিনি সমস্ত জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধির সারার্থ সমন্বিত এই অমৃত সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর বহু ভক্তকে আনন্দ সমুদ্রের অমৃত প্রদান করলেন, তাঁর কৃপায় ভাগবতগণ তা পান করেছেন।"

ত্রিংশতি অধ্যায়

যদুবংশের অন্তর্ধান

পরীক্ষিৎ মহারাজা বললেন—"মহাভাগবত উদ্ধব বনে গমনের পর সর্বজীবের রক্ষক, পরমপুরুষ ভগবান দ্বারকা নগরীতে কী করেছিলেন? ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে তাঁর নিজকুল বিধ্বস্ত হওয়ার পর সকলের নয়নমণি যদুশ্রেষ্ঠ কীভাবে অন্তর্ধান হলেন? ভগবানের দিব্যরূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে নারীগণ তা প্রত্যাহার করতে সমর্থ হত না, ঋষিগণের কর্ণে সেইরূপ প্রবেশ করলে তাঁদের হৃদয়ে তা দৃঢ়বদ্ধ হত, তা কখনও দূর হত না। খ্যাতি অর্জনের আর কি কথা, যে সমস্ত মহান কবি ভগবানের রূপের বর্ণনা করেছেন, তাঁরা প্রীতিপ্রদ দিব্য আকর্ষণে মত্ত হয়ে উপযুক্ত শব্দ সংযোজন করেছেন। আর অর্জুনের রথারূঢ় রূপ দর্শন করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত যোদ্ধারা সারূপ্য মুক্তিলাভ করেছিল।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আকাশে, ভূমিতে এবং মহাকাশে অনেক উৎপাত জনক লক্ষণ দর্শন করে সুধর্মা সভাগৃহে সমাগত যদুবংশীয়গণের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বক্তব্য রাখলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে যদুশ্রেষ্ঠগণ, অনুগ্রহ

করে লক্ষ্য কর, যমরাজের মৃত্যুপতাকার মতো ভয়ঙ্কর লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়েছে। আর এক মুহূর্তও আমাদের এখানে অবস্থান করা উচিত নয়। নারী, শিশু এবং বৃদ্ধগণ এই শহর পরিত্যাগ করে শঙ্খোদ্ধারে গমন করুক। আমরা পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করব। সেখানে আমরা শুদ্ধির জন্য স্নান করে, উপবাস করে, আমাদের মনকে সমাহিত করব। তারপর আমরা দেবমূর্তিগণকে স্নান করিয়ে, চন্দন লেপন করে, এবং বিভিন্ন নৈবেদ্য অর্পণ করে তাঁদের অর্চন করব। মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের সহায়তায় প্রায়শ্চিত্তমূলক কৃত্য সম্পাদন করে আমরা গাভী, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ এবং নিবাসস্থলাদি অর্পণ করে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের পূজা করব। এইটিই হচ্ছে আমাদের আসন্ন প্রতিকূলতা দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, আর তা নিশ্চয় পরম সৌভাগ্য আনয়ন করবে। এইরূপ দেব, দ্বিজ এবং গাভীর আরাধনার ফলে সমস্ত জীব সর্বশ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করতে পারে।"

"মধু দৈত্য হন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করে বয়স্ক যদুবংশীয়রা 'তা-ই হোক' বলে সম্মতি জানিয়েছিলেন। নৌকা করে সমুদ্র পেরিয়ে রথে চেপে তাঁরা প্রভাস অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমতো যাদবগণ পরম ভক্তি সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করেন। অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও তাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন। তারপর, তাঁরা অদৃশ্য দৈবশক্তির দ্বারা নষ্টবুদ্ধি হয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে নেশাগ্রস্ত করতে পারে এমন মৈরেয় নামক মিষ্টি পানীয় প্রচুর পরিমাণে পান করেছিলেন। যদুবংশীয় বীরগণ অতিমাত্রায় পানের ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে গর্বোদ্ধত হয়ে ওঠেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর কলহ সৃষ্টি হয়। ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁদের তীর-ধনুক, তলোয়ার, ভল্ল, গদা, তোমর, এবং বর্শা আদি উত্তোলন করে সেই সমুদ্রতীরে একে অপরকে আক্রমণ করেছিলেন। হস্তিসমূহ এবং উড্ডীয়মান পতাকাযুক্ত রথে, আবার গর্দভ, উষ্ট্র, বৃষ, মহিষ, খচ্চর, এমনকি মানুষের উপর আরোহণ করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণ একত্রিত হয়ে বনে হস্তি যেমন তাদের দাঁতের দ্বারা একে অপরকে আক্রমণ করে তেমনই একে অপরকে বাণসমূহের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করেছিলেন। শাম্বর বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করলেন, কুন্তিভোজের বিরুদ্ধে অক্রূর, সাত্যকীর বিরুদ্ধে অনিরুদ্ধ, সংগ্রাম জিতের বিরুদ্ধে সুভদ্র, সুদেবের বিরুদ্ধে সুমিত্র এবং দুই জন গদ, একের বিরুদ্ধে অপরে পরস্পর শত্রুতা উৎপন্ন করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান মুকুন্দ কর্তৃক সম্পূর্ণ রূপে বিমোহিত এবং নেশার দ্বারা অন্ধ হয়ে, নিশঠ, উল্মুক, সহস্রজিৎ, শতজিৎ এবং ভানু, তাঁরা লড়াই করে একে অপরকে হত্যা করে। দাশার্হ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকগণ, ভোজগণ, সাত্বত, মধু এবং অর্বুদগণ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জন, কুকুর এবং কুন্তিগণ—এই সমস্ত যদুবংশের গোষ্ঠীসমূহগণ তাঁদের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সৌহার্দ্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে, সকলেই একে অপরকে হত্যা করেন। এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পুত্রগণ পিতার সঙ্গে, ভ্রাতৃগণ ভ্রাতাদের সঙ্গে, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পিতৃব্যগণ এবং মাতুলগণের সঙ্গে এবং পৌত্রগণ পিতামহগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বন্ধুগণ বন্ধুগণের সঙ্গে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ শুভাকাঙ্ক্ষীগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এইভাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই একে অপরকে হত্যা করেন। তাঁদের সমস্ত ধনুক ভঙ্গ হলে এবং বাণসমূহ ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ শেষ হয়ে গেলে, তাঁরা বেত্রদণ্ডসমূহ মুক্ত হস্তে উঠিয়ে নেন। এই সমস্ত এরকাদণ্ড তাঁদের মুষ্টিতে ধারণ করা মাত্রই সেগুলি বজ্রের মতো কঠোর লৌহদণ্ডে পরিবর্তিত হয়। সেই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা যোদ্ধাগণ পুনঃপুনঃ একে অপরকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিলেন, এবং যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকে নিষেধ করলেন, তখন তাঁরা তাঁকেও আক্রমণ করেন।"

"হে রাজন্, বিভ্রান্ত অবস্থায় তাঁরা শ্রীবলরামকেও একজন শত্রুরূপে ভেবে, অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তাঁর দিকে ধাবিত হন। হে কুরুনন্দন, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তীব্রভাবে ক্রুদ্ধ হন। এরকা দণ্ড হাতে নিয়ে যুদ্ধের মধ্যে বিচরণ করে তাঁরা এই সমস্ত এরকা দণ্ড রূপ গদার দ্বারা হত্যা করতে শুরু করেন। বাঁশবনের দাবানল যেমন সমগ্র বনকে ধ্বংস করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত

এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হয়ে এই সমস্ত যোদ্ধাগণ ভয়ানক ক্রোধে তাঁদের নিজেদের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর নিজের বংশের সমস্ত সদস্যগণ বিনষ্ট হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবলেন যে, অবশেষে পৃথিবীর ভার বিদূরীত হয়েছে। তারপর ভগবান বলরাম সমুদ্রতটে উপবেশন করে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন করেছিলেন। নিজেকে নিজের মধ্যে বিলীন করে তিনি এই মর জগৎ পরিত্যাগ করেন।"

"ভগবান রামের অন্তর্ধান দর্শন করে দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃশব্দে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে ভূমিতে উপবেশন করেন। ভগবান তখন চতুর্ভুজ পরম উজ্জ্বল রূপ প্রদর্শন করছিলেন। তাঁর দেহ নির্গত দ্যুতি ছিল ঠিক ধোঁয়াহীন অগ্নির মতো, আর তাতে সমস্ত দিকের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল। তাঁর অঙ্গবর্ণ ছিল ঘন নীল মেঘের মতো, এবং তাঁর দেহ নির্গত জ্যোতি ছিল গলিতস্বর্ণের মতো, তাঁর সর্বমঙ্গলময় রূপ ছিল শ্রীবৎস সমন্বিত। মুখপদ্ম সুন্দরমৃদুহাস্য সমন্বিত, মস্তক গাঢ় নীলকেশদাম শোভিত। তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয় অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তাঁর মকরকুণ্ডল অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাঁর পরিধানে রয়েছে একজোড়া রেশম বস্ত্র, অলঙ্কৃত কোমরবন্ধ, উপবীত, হস্তবলয় এবং বাহুবন্ধ। মস্তকে চূড়া, বক্ষে কৌস্তুভমণি, হার, নূপুর আর সেইসঙ্গে তাঁর অঙ্গে ছিল রাজকীয় চিহ্নসকল। তাঁর শরীর ছিল পুষ্পমাল্য পরিবৃত এবং তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহ অঙ্গের স্ব স্ব রূপে বিরাজমান ছিল। তিনি তাঁর পদ্মলোহিত পদতল সমন্বিত বামচরণ, তাঁর দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন করে উপবেশন করেছিলেন। ভগবানের শ্রীচরণকে হরিণের মুখ মনে করে রামবন্ত জরা নামক এক শিকারি, তখন সেই স্থানে উপনীত হয়। শিকার প্রাপ্ত হয়েছে ভেবে, সাম্বর মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড থেকে নির্মিত বাণটি ঐ শিকারি কর্তৃক ভগবানের চরণে বিদ্ধ হয়। অতঃপর, চতুর্ভুজ পুরুষকে দর্শন করে সেই শিকারিটি তার দ্বারা কৃত অপরাধের জন্য অত্যন্ত ভীত হয়ে সে ভগবানের চরণে পতিত হয় এবং অসুরগণের শত্রুর শ্রীপদ্মপদে তার মস্তক স্থাপন করে।"

জরা বলল—"হে ভগবান মধুসূদন—আমি এক-জন অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। অজ্ঞানতাবশতঃ আমি এই কার্য করেছি। হে পরমপবিত্র ভগবান, হে উত্তমশ্লোক, অনুগ্রহপূর্বক এই পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন। হে প্রভু, আমি আপনার নিকট অপরাধ করেছি! হে ভগবান বিষ্ণু, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বলেন যে, নিরন্তর আপনার স্মরণকারী ব্যক্তির অজ্ঞান-অন্ধকার অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব, হে বৈকুণ্ঠপতি অনুগ্রহপূর্বক এই পাপিষ্ঠ পশুশিকারিকে অবিলম্বে হত্যা করুন, যাতে সে পুনরায় সাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এইরূপ অপরাধ না করে। শ্রীব্রহ্মা, তাঁর রুদ্রাদি পুত্রগণ, বা কোন বেদমন্ত্রবিৎ মহর্ষি, কেউই আপনার অলৌকিক শক্তির কার্যকলাপ উপলব্ধি করতে পারেন না। আপনার মায়াশক্তি তাঁদের দৃষ্টি আবৃত করে রাখায় কীভাবে আপনার অলৌকিক শক্তি কার্য করে, সে সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ থাকেন। সুতরাং, নিকৃষ্টকুলজাত আমার মতো ব্যক্তি, কি আর বলতে পারে?"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"প্রিয় জরা, ভয় পেয়ো না। তুমি ওঠো। যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আমারই অভিপ্রায়। আমার অনুমতিক্রমে তুমি এখন সুকৃতিগণের ধাম বৈকুণ্ঠ জগতে গমন কর। নিজের ইচ্ছামতো দিব্য দেহধারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, সেই শিকারি ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণতি জ্ঞাপন করে। তারপর তার জন্য আগত বিমানে আরোহণ করে শিকারি বৈকুণ্ঠ জগতে গমন করল। সেই সময় দারুক তার প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছিল। যে স্থানে ভগবান উপবিষ্ট ছিলেন তার নিকটবর্তী হতেই সেখান থেকে প্রবাহিত মৃদু বায়ুতে তুলসী মঞ্জরীর সুঘ্রাণ অনুভব করে দারুক সেই দিকেই গমন করে। দারুক তার প্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর উজ্জ্বল অস্ত্র-শস্ত্র পরিবৃত হয়ে অশ্বত্থ মূলে বিশ্রামরত অবস্থায় দর্শন করে, ভগবানের প্রতি তার হৃদয়স্থ স্নেহ সংবরণ করতে পারল না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে শীঘ্র রথ থেকে অবতরণ করে সে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হল।"

দারুক বলল—"চন্দ্রবিহীন রাত্রে অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে মানুষ যেমন রাস্তা খুঁজে পায় না, তেমনই আমি

এখন আপনার চরণাম্বুজের দর্শন হারিয়ে, হে প্রভু, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে আমি অন্ধকারে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি কোথায় যাব জানি না, অথবা শান্তিও পাচ্ছি না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজেন্দ্র, সারথি কথা বলতে বলতেই, তার চোখের সামনে ভগবানের গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত, অশ্ব এবং অশ্বপালসহ রথটি আকাশে উত্থিত হল। শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত দিব্য অস্ত্র উত্থিত হয়ে রথের অনুগমন করল। এই সমস্ত দর্শন করে পরম আশ্চর্যান্বিত রথের সারথিকে তখন ভগবান জনার্দন বললেন—হে সারথি, তুমি দ্বারকায় গমন করে কীভাবে তাদের প্রিয়জনেরা একে অপরকে বিনাশ করেছে, সেকথা আমাদের আত্মীয়স্বজনকে বলবে। সেই সঙ্গে তাদেরকে শ্রীসঙ্কর্ষণের অন্তর্ধান এবং আমার বর্তমান অবস্থা জানাবে। যদুবংশীয়দের রাজধানী দ্বারকায়, তুমি এবং তোমার আত্মীয় স্বজনগণের থাকা উচিত নয়, কেননা আমি ঐ নগর পরিত্যাগ করলেই সমুদ্র তাকে প্লাবিত করবে। তোমরা তোমাদের পরিবার এবং আমার পিতামাতা সহ, অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করবে। দারুক, তোমার উচিত দিব্য জ্ঞানে নিষ্ঠ এবং জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত থেকে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হওয়া। এই সমস্ত লীলাকে আমার মায়াশক্তির প্রদর্শন রূপে জেনে তোমার শান্ত থাকা উচিত। এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, দারুক ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, বার বার তাঁকে প্রণাম করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তার মস্তকে ধারণ করে দুঃখিত হৃদয়ে শহরে প্রত্যাবর্তন করেছিল।"

একত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তখন মহাদেব, তাঁর সঙ্গিনী ভবানী, ঋষিগণ, প্রজাপতিগণ এবং ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীব্রহ্মা প্রভাসে উপনীত হন। পরমেশ্বর ভগবানের অন্তর্ধান-লীলা দর্শনের অভিলাষে পরম আগ্রহী হয়ে পিতৃপুরুষগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং মহাসর্প, আর সেই সঙ্গে চারণগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, কিন্নরগণ অপ্সরাগণ এবং গরুড়দেবের আত্মীয়গণ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আগমনকালে এই সমস্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্নভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং কর্মের মহিমা কীর্তন করছিলেন। হে রাজন, তাঁরা বিমানসমূহে একত্রিত হয়ে পরম ভক্তিসহকারে তাঁরা সেখানে আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। তাঁর সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ডের পিতামহ ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর নিজের ঐশ্বর্যময় প্রকাশ, অন্যান্য দেবগণকে দর্শন করে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান নিজের মধ্যে তাঁর মনকে নিবিষ্ট করে তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয় মুদ্রিত করলেন। সর্ব জগতের সর্বাকর্ষক বিশ্রাম স্থল এবং সমস্ত প্রকার ধ্যান এবং মননের বিষয়, ভগবানের দিব্য শরীর, আগ্নেয়ী নামক অলৌকিক ধ্যানের প্রয়োগে দগ্ধ না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বীয় ধামে প্রবেশ করলেন।"

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য, ধর্ম, বিশ্বস্ততা, খ্যাতি এবং সৌন্দর্য অবিলম্বে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। স্বর্গে দুন্দুভি ধ্বনিত এবং আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষিত হচ্ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে প্রবেশ, অধিকাংশ দেবগণ এবং ব্রহ্মাদি অন্যান্য উচ্চস্তরের জীবগণ দর্শন করতে পারেননি, কেননা তিনি তাঁর গমন প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ তা দর্শন করে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ যেমন মেঘ নিসৃত বজ্রপাতের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে না, তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধাম প্রত্যাবর্তনের

গমনপথ দেবগণ নির্ণয় করতে পারেননি। শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীমহাদেব আদি কয়েকজন মাত্র ভগবানের অলৌকিক শক্তি কীভাবে কাজ করছে, তা নির্ধারণ করতে পেরে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। সমস্ত দেবগণ ভগবানের অলৌকিক শক্তির প্রশংসা করে তাঁরা নিজ নিজ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"প্রিয় রাজন, তোমার বোঝা উচিত যে, দেহধারী বদ্ধজীবের মতো পরমেশ্বরের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হচ্ছে অভিনেতার অভিনয়ের মতো তাঁর মায়াশক্তি কর্তৃক প্রদর্শিত একটি দৃশ্য। এই জগৎ সৃষ্টি করার পর, তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করেন, কিছুকালের জন্য এটি নিয়ে ক্রীড়ারত থাকেন, এবং শেষে তা গুটিয়ে নেন। তারপর ভগবান প্রাপঞ্চিক অভিব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত হয়ে তাঁর নিজ দিব্য মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে সেই দেহেই যমলোক থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, এবং তুমি যখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হচ্ছিলে তখন পরম রক্ষকরূপে তিনি তোমায় রক্ষা করেছিলেন। যমদূতগণের মৃত্যু স্বরূপ ভগবান শিবকেও তিনি যুদ্ধে জয় করেছিলেন, এবং জরা নামক শিকারিকে তিনি মনুষ্য দেহেই বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেছিলেন। তাহলে এইরূপ ব্যক্তি স্বয়ং কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসীম শক্তির অধিকারী, তিনি স্বয়ং সৃষ্টি, স্থিতি এবং অসংখ্য জীবের বিনাশের একমাত্র কারণ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি কেবল এই জগতে আর দেহধারণ করে থাকতে চাননি। এইভাবে তিনি আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গতি প্রকাশ করেছিলেন এবং এই জড়জগৎ যে অত্যাবশ্যকভাবে মূল্যবান কোন কিছু নয় তা প্রদর্শন করেছিলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে নিয়মিতভাবে যত্ন ও ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অন্তর্ধান মহিমা এবং তাঁর বৈকুণ্ঠ ধামে প্রত্যাবর্তন লীলা পাঠ করবেন, তিনি অবশ্যই সেই পরম গতি লাভ করবেন। দ্বারকায় পৌঁছানো মাত্রই দারুক বসুদেব এবং উগ্রসেনের চরণে পতিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হারানোর শোকে ক্রন্দন করে অশ্রু দ্বারা তাঁদের চরণ সিক্ত করেছিল।"

"হে পরীক্ষিৎ, দারুক এইভাবে সমগ্র বৃষ্ণিবংশের পূর্ণ অন্তর্ধানের ব্যাপারে বিবরণ প্রদান করলে, তা শ্রবণ করে জনগণের হৃদয় গভীর দুঃখে উদ্বেগ প্রায় হয়ে বেদনায় জড়বৎ হয়ে পড়ে। তখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহানুভূতিতে বিহ্বল হয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মুখমণ্ডলে আঘাত হেনে, যে স্থানে তাঁদের আত্মীয়দের দেহগুলি শায়িত ছিল, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে অতি শীঘ্র গমন করলেন। দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব তাঁদের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরামের দর্শন না পেয়ে, মহাদুঃখে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। ভগবানের বিরহে বিদীর্ণ হয়ে তাঁর পিতামাতা সেই স্থানেই তাঁদের প্রাণ ত্যাগ করেন। প্রিয় পরীক্ষিৎ, যাদব রমণীগণ তাঁদের পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, নিজ নিজ মৃত পতিকে আলিঙ্গন করেছিলেন। ভগবান বলরামের পত্নীগণও অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহ আলিঙ্গন করেছিলেন, এবং বসুদেবের পত্নীগণ তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহকে আলিঙ্গন করেন। ভগবান শ্রীহরির পুত্রবধূগণ এক এক করে প্রদ্যুম্ন আদি নিজ নিজ পতির চিতার অগ্নিতে প্রবেশ করেন। এরপর রুক্মিণীদেবী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণময়ী পত্নীগণ তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ করেন।"

"অর্জুন তাঁর পরম প্রিয় বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট ভগবান কর্তৃক গীতার মাধ্যমে প্রদত্ত দিব্য বাণী স্মরণ করে নিজেকে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন। তারপর অর্জুন, যে পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য অবশিষ্ট ছিল না, তাঁদের মৃত ব্যক্তিগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধান করলেন। তিনি একের পর এক প্রত্যেক যদুবংশীয় সদস্যের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করলেন।"

"হে রাজন, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেই মাত্র দ্বারকা পরিত্যাগ করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিবাসস্থান প্রাসাদটি ব্যতীত সমস্ত কিছু সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমধুসূদন দ্বারকায় নিত্য বর্তমান। সমস্ত মঙ্গলময় স্থানের মধ্যে এটি পরম মঙ্গলময়, এবং কেবলমাত্র তার স্মরণ করলে সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়। নারী, শিশু এবং বৃদ্ধগণ—যদুবংশের যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন, অর্জুন তাঁদেরকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করলেন, সেখানে তিনি যদুবংশের শাসকরূপে বজ্রকে অভিষিক্ত করলেন।"

"হে প্রিয় রাজন, তোমার পিতামহগণ অর্জুনের নিকট থেকে তাঁদের মিত্রগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে তোমাকে বংশধররূপে প্রতিষ্ঠিত করে, এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করার জন্য গমন করেছিলেন। যে ব্যক্তি সমস্ত দেবগণেরও প্রভু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা এবং অবতারগণের মহিমা শ্রদ্ধাসহকারে কীর্তন করেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বমঙ্গলময় অবতারগণের সর্বমঙ্গলময় বীর্যগাথা এবং তাঁর শৈশবলীলা শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। যে কেউ তাঁর লীলা কথা স্পষ্ট রূপে কীর্তন করবেন, তিনি পরমহংসগণের গতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেমভক্তি লাভ করবেন।"

একাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত

দ্বাদশ স্কন্ধ

(অধঃপতনের যুগ)
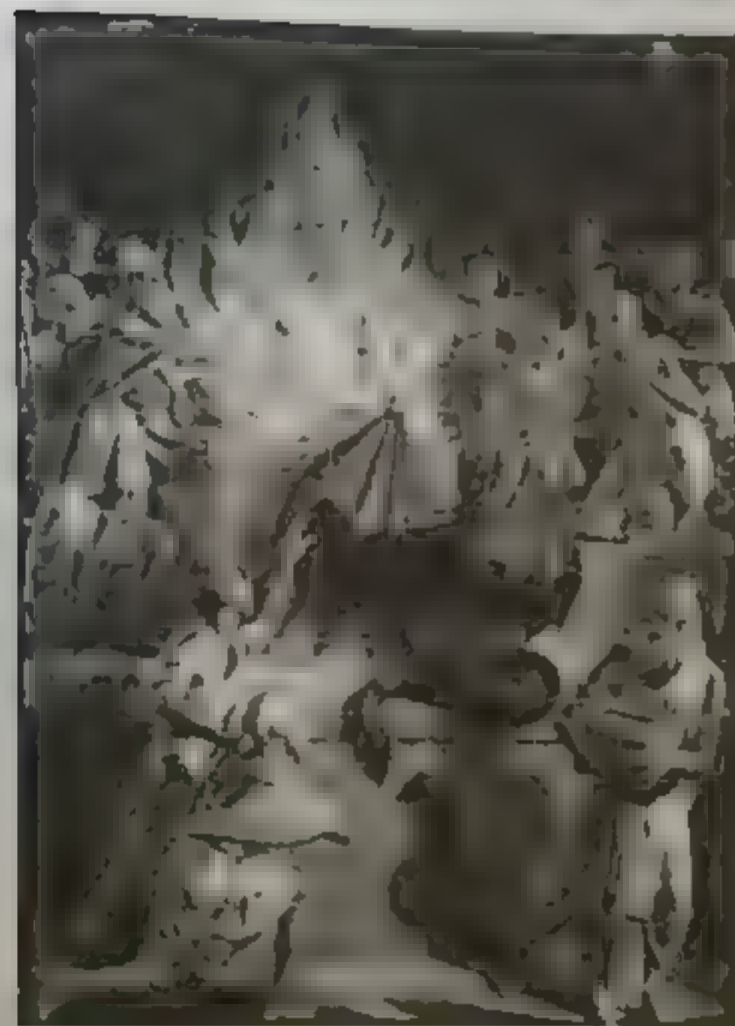
প্রথম অধ্যায়

কলিযুগের অধঃপতিত রাজবংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"আমাদের পূর্ববর্তী পর্যায়ে মগধ রাজ্যের শেষ রাজা হিসেবে পুরঞ্জয়ের কথা বলা হয়েছিল, যিনি বৃহদ্রথের বংশে জন্মগ্রহণ করবেন. পুরঞ্জয়ের মন্ত্রী শুনক তাঁকে হত্যা করবেন এবং নিজের পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। প্রদ্যোতের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করবেন পালক এবং পালকের পুত্র হবেন বিশাখযূপ, আর বিশাখযূপের পুত্র হবেন রাজক। রাজকের পুত্র হবেন নন্দিবর্ধন এবং এইভাবে প্রদ্যোতন নামে পাঁচজন নৃপতি একশত আটত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। শিশুনাগ নামে নন্দিবর্ধনের একটি পুত্র হবে এবং শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ নামে পরিচিত হবেন। কাকবর্ণের পুত্র হবেন ক্ষেমধর্মা এবং ক্ষেমধর্মার পুত্র হবেন ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞের পুত্র হবেন বিধিসার, এবং তাঁহার পুত্র হবেন অজাতশত্রু। দর্ভক নামে অজাতশত্রুর একটি পুত্র হবে, এবং দর্ভকের পুত্র হবেন অজয়। অজয় হবেন দ্বিতীয় নন্দিবর্ধনের পিতা, যার পুত্র হবেন মহানন্দি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কলিযুগে শিশুনাগ বংশের এই দশজন নৃপতি তিনশত ষাট বছর যাবৎ রাজত্ব করবেন। হে পরীক্ষিৎ, এক শূদ্রাণীর গর্ভে রাজা মহানন্দির ঔরসে একটি বলবান পুত্র জন্ম নেবে। তিনি নন্দ নামে পরিচিত হবেন এবং তাঁর অবিশ্বাস্য প্রচুর ধনসম্পদ ও বহু লক্ষ সৈন্য থাকবে। তিনি ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ হবেন। সেই সময় থেকেই রাজাগণ শূদ্রপ্রায় ও অধার্মিক হয়ে উঠবেন। মহাপদ্মের পতি নন্দ দ্বিতীয় পরশুরামের মতো অপ্রতিহত প্রভাবে একচ্ছত্র ভাবে সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। তাঁর ঔরসে সুমাল্য প্রভৃতি আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, যারা শক্তিশালী রাজা রূপে একশত বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দরাজ এবং তাঁর আট পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, এবং তাঁদের রাজ্য ধ্বংস করবেন। তাঁদের পতনের পর কলিযুগে মৌর্যরা রাজত্ব করবেন। সেই ব্রাহ্মণ চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করবেন। এরপর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার ও বারিসারের পুত্র অশোকবর্ধন রাজা হবেন। অশোকবর্ধনের পুত্র হবেন সুযশা, যার পুত্র হবেন সঙ্গত। সঙ্গতের পুত্র হবেন শালিশূক, শালিশূকের পুত্র হবেন সোমশর্মা, এবং সোমশর্মার পুত্র হবেন শতধন্বা। শতধন্বার পুত্র হবেন বৃহদ্রথ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই দশজন মৌর্য নৃপতি কলিযুগে একশত সাঁইত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অতঃপর রাজা হবেন অগ্নিমিত্র এবং তারপরে সুজ্যেষ্ঠ। সুজ্যেষ্ঠের পর রাজা হবেন যথাক্রমে বসুমিত্র, ভদ্রক এবং ভদ্রকের পুত্র পুলিন্দ। তারপরে পুলিন্দের পুত্র ঘোষ রাজা হবেন। ঘোষের পরবর্তী রাজারা হবেন যথাক্রমে বজ্রমিত্র, ভাগবত এবং দেবভূতি। এভাবে, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দশজন শুঙ্গ রাজা শত বছরের অধিক কাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। এরপর পৃথিবী অল্পগুণ বিশিষ্ট কণ্ব-বংশীয় রাজাদের হস্তগত হবে। পরস্ত্রীকামুক শেষ শুঙ্গ রাজা দেবভূতিকে তাঁর কণ্ববংশীয় বুদ্ধিমান মন্ত্রী বসুদেব হত্যা করবেন এবং স্বয়ং রাজা হবেন। বসুদেবের পুত্র হবেন ভূমিত্র, এবং ভূমিত্রের পুত্র হবেন নারায়ণ। কণ্ববংশীয় এই সকল রাজারা কলিযুগে ৩৪৫ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। শেষ কণ্ব-নৃপতি সুশর্মাকে বলী নামে তাঁর এক অন্ধ্র জাতীয় শূদ্রভৃত্য হত্যা করবে। এই মহাদুর্জন বলী কিছুকাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। বলীর ভাই কৃষ্ণ পৃথিবীর পরবর্তী রাজা হবেন। তার পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ এবং শ্রীশান্তকর্ণের পুত্র হবেন পৌর্ণমাস। পৌর্ণমাসের পুত্র লম্বোদর, তার পুত্র চিবিলক। চিবিলকের পুত্র মেঘস্বাতি এবং মেঘস্বাতির পুত্র হবেন অটমান। অটমানের পুত্র অনিষ্টকর্মা, তাঁর পুত্র হালেয় এবং হালেয়র পুত্র হবেন তলক। তলকের পুত্র পুরীষভীরু এবং তাঁর পুত্র হবেন রাজা সুনন্দন। সুনন্দনের পুত্র চকোর। চকোরের পর আরও আটজন রাজা হবেন। তাদের মধ্যে শিবস্বাতি হবেন প্রবল শত্রু দমনকারী রাজা। শিবস্বাতির পুত্র হবেন গোমতী। তাঁর পুত্র পুরীমান, পুরীমানের পুত্র হবেন মেদশিরা। মেদশিরার পুত্র শিবস্কন্দ, শিবস্কন্দের পুত্র যজ্ঞশ্রী, যজ্ঞশ্রীর পুত্র বিজয়। বিজয়ের দুইটি পুত্র হবে

চন্দ্রবিজ্ঞ ও লোমধি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই ত্রিশজন নৃপতি চারশত ছাপান্ন বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। তারপর অবভৃতি নগরীর সাত জন আভীরজাতীয় নৃপতি রাজত্ব করবেন, এবং তারপর দশজন গর্দভি রাজা রাজত্ব করবেন। এরপরে ষোলজন অতিলোভী কঙ্ক রাজা রাজত্ব করবেন। আটজন যবননৃপতি রাজত্ব করবেন। এদের পর চৌদ্দজন তুরস্কনৃপতি, দশজন গুরুণ্ড নৃপতি এবং এগারো জন মৌন বংশীয় নরপতি রাজত্ব করবেন। আভীর, গর্দভি এবং কঙ্ক নৃপতিগণ একসাথে নিরানব্বই বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন, এবং এগারজন মৌনরাজা তিনশ বছর রাজত্ব করবেন। তাদের অবসান হলে ভূতনন্দ, বঙ্গিরি, শিশুনন্দি, শিশুনন্দির ভ্রাতা যশোনন্দি, প্রবীরক—এঁরা কিলকিলা নগরীতে একশত ছয় বৎসর রাজত্ব করবেন। কিলকিলা নগরীতে এরপর রাজত্ব করবেন বাহ্লিকের তেরোজন পুত্র এবং তাদের পরে রাজা পুষ্পমিত্র, তাঁর পুত্র দুর্মিত্র, অন্ধ্রদেশীয় সাতজন রাজা, কোশল দেশীয় সাতজন রাজা, বিদুর দেশের অধিপতিগণ এবং নিষধ দেশের অধিপতিগণ একই সময়ে পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্য সমূহে রাজত্ব করবেন। তারপর বিশ্বস্ফূর্জি নামে পুরঞ্জয়ের মতো মগধ প্রদেশে এক রাজার আবির্ভাব হবে। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে ম্লেচ্ছতুল্য পুলিন্দ, যদু, মদ্রক আদি হীনজাতিতে পরিণত করবেন। দুর্মতি রাজা বিশ্বস্ফূর্জি বহু অধার্মিক প্রজাদের প্রতিপালন এবং ক্ষত্রিয় নিধন করে তাঁর ক্ষমতা প্রসার করবেন। তিনি তাঁর রাজধানী পদ্মবতী নগরীতে অবস্থান করে গঙ্গার উৎস থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের রাজ্য ভোগ করবেন। সেইসময় সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্বুদ এবং মালবদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের সমস্ত সদাচার থেকে ভ্রষ্ট হবেন এবং এই সমস্ত স্থানের রাজারা শূদ্রপ্রায় হয়ে যাবেন। সিন্ধুনদের তীর সংলগ্ন অঞ্চল, চন্দ্রভাগা, কৌন্তী ও কাশ্মীরমণ্ডল ম্লেচ্ছ, পতিত ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের দ্বারা শাসিত হবে। বৈদিক সদাচার পালন বর্জন করার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে পারমার্থিক শক্তি শূন্য হয়ে পড়বেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, একই সময়ে নানাস্থানে অনেক ম্লেচ্ছরাজা রাজত্ব করবেন, এবং তাঁরা সকলেই অধার্মিক, অসত্যপরায়ণ, অনুদারশীল ও উগ্র ক্রোধযুক্ত স্বভাবের হবেন। অতিরিক্তকামী এই ম্লেচ্ছগণ প্রজাপীড়ন করবেন, স্ত্রী, বালক, গাভী ও ব্রাহ্মণকে হত্যা করবেন এবং পরস্ত্রী ও পরধন ভোগ করবেন। স্বভাবগত দিক দিয়ে এরা অস্থির প্রকৃতির, চারিত্রিকভাবে অতি দুর্বল এবং অল্পায়ু হবেন। অধিকন্তু, বৈদিক সংস্কারবিহীন বিধিনিষেধের অনুশীলন বর্জিত হয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আবৃত হয়ে পড়বে। এই ম্লেচ্ছ রাজাদের আশ্রিত প্রজারাও তাদের চরিত্র, ব্যবহার ও ভাষাবিষয়ে অভিন্ন হবেন। এই সকল প্রজারা পরস্পর ও রাজাদের দ্বারা পীড়িত হয়ে বিনষ্ট হবেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিযুগের লক্ষণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, তারপর থেকে কলির প্রবল প্রভাবে ধর্ম, সত্যনিষ্ঠা, শুচিতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, দৈহিক বল এবং স্মরণশক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাবে। কলিযুগে ধনশীলতাই কেবল মানুষের শুভ জন্ম, যথার্থ ব্যবহার এবং সদগুণাবলীর চিহ্ন বলে বিবেচিত হবে। মানুষের গায়ের জোরের ভিত্তিতেই ধর্ম এবং আইন প্রয়োগ করা হবে শুধু বাহ্য আকর্ষণের ফলেই নারী এবং পুরুষ একত্রে

বসবাস করবে। বাণিজ্যে সাফল্য নির্ভর করবে প্রতারণার উপর। রতিক্রিয়ায় দক্ষতা অনুসারে নারীর ও পুরুষের নির্বাচন হবে এবং শুধুমাত্র পৈতে ধারণের মাধ্যমে কোন মানুষ ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে। শুধুমাত্র বাহ্য প্রতীক অনুসারে ব্যক্তির আশ্রম নির্ধারণ করা হবে এবং এই ভিত্তিতেই মানুষ এক আশ্রম থেকে পরবর্তী আশ্রমে স্থানান্তরিত হবে। যথেষ্ট উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির নৈতিকতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ আরোপ করা হবে, এবং যিনি খুব বাক্ চাতুর্য প্রদর্শন করতে পারবেন, তাকে বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে গণ্য করা হবে। কোন মানুষের হাতে যদি টাকা না থাকে, তাকে অসাধু বলে গণ্য করা হবে। ভণ্ডামিকে গুণ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এবং মানুষ মনে করবে যে শুধুমাত্র স্নান করলেই তিনি জনসমাজে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হয়েছেন। দূরে অবস্থিত জলাশয়কেই তীর্থরূপে গণ্য করা হবে এবং মানুষের কেশ বিন্যাসকেই সৌন্দর্য বলে মনে করা হবে। উদরপূর্তিই হবে জীবনের লক্ষ্য এবং ধৃষ্ট ব্যক্তিকে সত্যনিষ্ঠ বলে স্বীকার করা হবে। পরিবার ভরণপোষণে সক্ষম ব্যক্তিকে সুদক্ষ বলে গণ্য করা হবে এবং শুধুমাত্র খ্যাতি অর্জনের জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করা হবে। এইভাবে পৃথিবী যখন দুষ্ট প্রজাদের দ্বারা জনাকীর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে যিনিই নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনিই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবেন। ঐ সমস্ত লোভী, নিষ্ঠুর দস্যু স্বভাব রাজারা প্রজাদের স্ত্রী ও সম্পত্তি অপহরণ করবে এবং প্রজারা পর্বত-জঙ্গলে পলায়ন করবে। অতিরিক্ত কর এবং দুর্ভিক্ষের জ্বালা পীড়িত হয়ে মানুষ শাক পাতা, বৃক্ষমূল, মাংস, বন্যমধু, ফল, ফুল এবং ফলের বীজ খেতে শুরু করবে। খরায় পীড়িত হয়ে তারা পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। তুষারপাত, প্রবল বর্ষণ, প্রখর তাপ, ঝড় এবং ঠাণ্ডায় মানুষ অশেষ কষ্ট ভোগ করবে। ঝগড়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ এবং প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তারা আরও সন্তপ্ত হবে। কলিযুগে মানুষের সর্বোচ্চ পরমায়ু হবে পঞ্চাশ বছর।"

"কলিযুগ যখন শেষের পথে, তখন সমস্ত জীবের দৈহিক আকৃতি বিপুলভাবে কমে আসবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের ধর্মীয় বিধিনিষেধের সব নাশ হবে। মানব সমাজে বৈদিক পন্থা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে এবং তথাকথিত ধর্মগুলি হবে প্রধানতঃ নাস্তিক্যবাদী। রাজারা হবে দস্যুতস্কর প্রায়, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ এবং অনাবশ্যক হিংসা হবে মানুষের পেশা। সমস্ত বর্ণের মানুষ নিম্নতম শূদ্রস্তরে অধঃপতিত হবে। গাভীগুলি হবে প্রায় ছাগলের মতো, আশ্রম তপোবনগুলির সঙ্গে জড়বাদী বাড়ীঘরের কোন পার্থক্য থাকবে না, তাৎক্ষণিক বিবাহ বন্ধনই হবে পারিবারিক বন্ধন। অধিকাংশ বৃক্ষলতা হবে ক্ষুদ্র, সমস্ত গাছগুলি দেখতে হবে খর্বাকৃতি শমী গাছের মতো। মেঘে শুধু বিদ্যুৎ চমকানি দেখা যাবে, বাড়ীঘর হবে ধর্মহীন এবং সমস্ত মানুষ গাধার মতো হয়ে যাবে। সেই সময় পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের শক্তিতে কার্য করে তিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবেন।"

"চরাচর সমস্ত জীবের গুরু ও পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু ধর্মরক্ষার জন্য এবং সাধু-ভক্তদের জড় জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে ত্রাণ করার জন্য এ জগতে আবির্ভূত হন। ভগবান কল্কি শম্ভল গ্রামের মুখ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে আবির্ভূত হবেন। জগৎপতি ভগবান কল্কি তাঁর দ্রুতগামী দেবদত্ত নামক ঘোড়ায় চড়ে, হাতে অসি নিয়ে তাঁর আট প্রকার যোগৈশ্বর্য এবং আট প্রকার বিশেষ ভগবৎ-ঐশ্বর্য প্রকট করে পৃথিবীর উপর বিচরণ করবেন। তাঁর অপ্রতিম প্রভা প্রদর্শন করে এবং অতি দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে তিনি কোটি কোটি রাজপোশাক পরিহিত দস্যু তস্করদের হত্যা করবেন। দস্যু রাজাগণ নিহত হলে পুরবাসী এবং জনপদ বাসীরা ভগবান বাসুদেবের অঙ্গরাগ তথা চন্দন লেপনের অতি পবিত্র সুগন্ধ বহনকারী বায়ুর গন্ধ অনুভব করবেন এবং এর ফলে তাদের মন দিব্যভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে। ভগবান বাসুদেব যখন তাঁর শুদ্ধ সাত্ত্বিক দিব্য বিগ্রহরূপে তাঁদের হৃদয়ে আবির্ভূত হবেন, অবশিষ্ট নাগরিকেরা তখন পুনরায় এই পৃথিবীতে বিপুলভাবে প্রজা সৃষ্টি করবেন। কল্কিরূপে ধর্মপতি পরমেশ্বর ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন তখন সত্য যুগের সূচনা হবে এবং মানব সমাজ তখন সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট সন্তানদের জন্ম দান করবে। যখন চন্দ্র, সূর্য এবং বৃহস্পতি যুগপৎ কর্কট রাশিতে

অবস্থান করবে এবং এই তিনটিই একযোগে পুষ্যা নামক চান্দ্র নক্ষত্রে প্রবেশ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে সত্য তথা কৃতযুগের সূচনা হবে। এইভাবে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত রাজাদের সম্পর্কে আমি বর্ণনা করলাম, যাঁরা ছিলেন চন্দ্র এবং সূর্য বংশীয়। আপনার জন্ম থেকে নন্দ মহারাজের অভিষেক পর্যন্ত ১,১৫০ বছর অতিক্রান্ত হবে। সপ্তর্ষির সাতটি নক্ষত্রের মধ্যে পুলহ এবং ক্রতুই রাত্রির আকাশে প্রথম উদিত হয়। তাদের মধ্যবিন্দুতে যদি উত্তরমুখী এবং দক্ষিণমুখী একটি রেখা টানা হয়, যে কোন চান্দ্র নক্ষত্র যখন এই রেখার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ঐ নক্ষত্রকে সেই সময়কার তারামণ্ডলের অধিপতি বলে গণ্য করা হয়। সপ্তর্ষিগণ মানুষের একশত বছর সময় ঐ বিশেষ নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবেন। অধুনা, আপনার জীবদ্দশায়, তারা মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করছেন।"

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণনামে পরিচিত। যখন তিনি চিদাকাশে প্রত্যাবর্তন করলেন, কলি তখন এ জগতে প্রবেশ করল এবং তখন থেকে জনগণ পাপকর্মে আনন্দ লাভ করতে শুরু করল। যতদিন পর্যন্ত লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণকমল দিয়ে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কলি এই গ্রহকে পরাভূত করতে অক্ষম হয়েছিল। যখন সপ্তর্ষিদের নক্ষত্রগুলি এই মঘা নক্ষত্র অতিক্রম করে, তখন কলিযুগের শুরু হয়। দেবতাদের দ্বাদশ শতাব্দী এর অন্তর্ভুক্ত। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতজন মহান ঋষি যখন মঘা থেকে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপনীত হবে, তখন মহারাজ নন্দ ও তাঁর বংশ থেকে শুরু করে কলি তার পূর্ণপরাক্রম লাভ করবে। পুরাবিদগণ বলেন যে যেদিন থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্যধামে গমন করলেন, সেই দিন থেকে কলিযুগের প্রভাব আরম্ভ হয়েছে। কলিযুগের এক হাজার দিব্য বর্ষের অতিক্রান্ত হলে পুনরায় সত্যযুগের প্রকাশ হবে। ঐ সময় সমস্ত মানুষের মন স্বতঃ উদ্ভাসিত হবে। এইভাবে আমি পৃথিবীতে খ্যাত মনুর রাজবংশের বর্ণনা করলাম। অনুরূপভাবে বিভিন্ন যুগে বসবাসকারী বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণদের ইতিহাসও পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এই সকল মহাত্মাগণ এখন শুধু নামে মাত্র পরিচিত আছেন। শুধু অতীতের ইতিহাসেই তাদের অবস্থান এবং এই পৃথিবীতে শুধু তাদের কীর্তিই বর্তমান আছে। মহাত্মা শান্তনুর ভাই দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকুবংশজাত মরু—তারা দুজনেই মহা যোগবলে বলীয়ান এবং এমনকি এখনও তারা কলাপগ্রামে বাস করছেন। কলিযুগের শেষভাগে এই দুজন রাজা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে মানব সমাজে ফিরে আসবেন এবং পূর্ববৎ বর্ণাশ্রম সমন্বিত সনাতন ধর্ম পুনঃ প্রবর্তন করবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগের চক্র সাধারণ ঘটনা প্রবাহের পুনরাবৃত্তি করে এই পৃথিবীর জীবদের মধ্যে অবিরাম গতিতে চলতে থাকে।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে সমস্ত রাজা এবং অন্যান্য মানুষের কথা আমি বর্ণনা করলাম, তাঁরা এই পৃথিবীতে আসেন এবং তাঁদের মালিকানা চিহ্নিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকলকেই এই বিশ্ব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হয় এবং বিনাশপ্রাপ্তি লাভ করতে হয়। যদিও এখন কোন ব্যক্তির উপাধি 'রাজা' হতে পারে, পরিণামে এর নাম হবে 'কৃমি', 'মল' বা 'ভস্ম'। যিনি তাঁর দেহের জন্য অন্য জীবকে আঘাত করেন, তিনি তাঁর স্বার্থ সম্পর্কে কী জানতে পারেন? কারণ তাঁর কর্মসমূহ তাঁকে শুধু নরকের অভিমুখেই চালিত করছে। (জড়বাদী রাজা চিন্তা করেন) "এই অখণ্ড পৃথিবী আমার পূর্বপুরুষদের অধিকারে ছিল এবং এখন তা আমার আধিপত্যে আছে। এটি যাতে আমার পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য উত্তরসূরীদের হাতে থাকে কিভাবে আমি সেই ব্যবস্থা করতে পারি?" যদিও মূর্খরা ক্ষিতি, অপ এবং তেজ নির্মিত এই দেহকে 'আমি' এবং এই পৃথিবীকে 'আমার' বলে গ্রহণ করে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা পরিণামে তাদের দেহ এবং পৃথিবী—উভয়কেই ত্যাগ করে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে সকল রাজারা তাঁদের শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীকে ভোগ করার চেষ্টা করেছিলেন, কালের প্রভাবে তাঁরা শুধু ইতিহাসের কথা মাত্রই হয়ে রইলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমি গীতা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"তাঁকে জয় করার প্রচেষ্টায় মগ্ন পৃথিবীর এই রাজাদের দেখে বসুন্ধরা নিজেই হেসেছিলেন, তিনি বললেন, 'শুধু দেখ, বস্তুত মৃত্যুর হাতের ক্রীড়নক এই সমস্ত রাজাগণ কিভাবে আমাকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা করছে।' মহান নেতাগণ এমন কি পণ্ডিত হলেও জড় কামের বশবর্তী হয়ে হতাশা এবং ব্যর্থতাকে বরণ করেন। কামনার দ্বারা তাড়িত হয়ে এই সমস্ত রাজাগণ দেহ নামক মৃত মাংসপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করেন, যদিও এই জড় শরীর জলের ফেনার মতোই ক্ষণস্থায়ী। রাজা এবং রাজনীতিবিদগণ কল্পনা করেন—'প্রথমে আমি আমার মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করব, তারপর আমি আমার প্রধান মন্ত্রীগণকে দমন করব এবং আমার উপদেষ্টামণ্ডলী, প্রজা, বন্ধু ও আত্মীয়দের তথা হস্তীরক্ষকদের কণ্টক থেকে নিজেকে মুক্ত করব। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আমি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করব।' যেহেতু এই সকল নেতাদের হৃদয় বিপুল প্রত্যাশার বন্ধনে আবদ্ধ, তাই তাঁরা নিকটে অপেক্ষমান মৃত্যুকে দর্শন করতে ব্যর্থ হয়। আমার সমস্ত স্থলভাগ ভূমি জয় করার পর, এই সকল গর্বিত রাজারা সমুদ্র ভাগকেও জয় করার জন্য সবলে সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে আত্মসংযমের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক শোষণ, তাদের সেই আত্মসংযমের কী মূল্য আছে? আত্মসংযমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক মুক্তি।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বসুন্ধরা বলতে লাগলেন—'অতীতে যদিও মহান ব্যক্তি এবং তাঁদের উত্তরসূরীগণ আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন অসহায়ভাবে তাঁরা এই জগতে এসেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তবুও এমনকি আজও মূর্খ মানুষেরা আমাকে জয় করার চেষ্টা করছে। আমাকে জয় করবার জন্য জড়বাদী মানুষেরা পরস্পর যুদ্ধ করে। পিতৃগণ তাঁদের পুত্রদের সঙ্গে বিরোধিতা করেন, ভ্রাতাগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করেন, কেননা তাঁদের হৃদয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতি বদ্ধ হয়ে আছে। রাজনৈতিক নেতাগণ পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে—'এই সব ভূমি আমার। হে মূর্খ, এটি তোমার নয়।' এইভাবে তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে মৃত্যুবরণ করে। পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, কার্তবীর্য অর্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুহা, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্যাতি, শন্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, সমগ্র জগতে শোক সৃষ্টিকারী রাবণ, নমুচি, শম্বর, ভৌম, হিরণ্যাক্ষ এবং তারকের মতো রাজাগণ এবং অন্যদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মহান ক্ষমতার অধিকারী অন্যান্য বহু অসুর এবং রাজাগণ সকলেই ছিলেন সর্ববিদ্, বীর, সর্বজয়ী এবং অজেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হে সর্বশক্তিমান ভগবান, যদিও তাঁরা আমাকে জয় করার জন্য সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছিলেন, তবুও এই সকল রাজারা কাল প্রবাহের অধীন হয়েছিলেন, যে কাল তাদের সকলকেই শুধুমাত্র ইতিহাসের কথায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। তাঁদের কেউই স্থায়ীভাবে তাঁদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে শক্তিশালী পরীক্ষিৎ, আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত মহান রাজাদের কথা বর্ণনা করেছি যারা জগৎ জুড়ে তাঁদের খ্যাতির প্রসার করে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দিব্যজ্ঞান এবং বৈরাগ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। রাজাদের কাহিনী এই সমস্ত বর্ণনাকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু সেগুলি জ্ঞানের পরম বিষয় নয়। যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পক্ষে উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণ মহিমার কথা শ্রবণ করা উচিত, যাঁর অবিরাম নাম সংকীর্তন সর্ব অমঙ্গল বিনাশ করে। ভক্তের কর্তব্য প্রত্যহ সাধুসঙ্গে নিয়মিত হরিকথা শ্রবণে নিযুক্ত থাকা এবং সারাদিনই এই শ্রবণ চালিয়ে যাওয়া।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—"হে ভগবান, কলিযুগে বসবাসকারী মানুষেরা কিভাবে এই যুগের পুঞ্জীভূত কলুষ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবে? হে মুনিবর, অনুগ্রহ করে একথা আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন। অনুগ্রহ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন যুগসমূহের ইতিহাস, প্রতিটি যুগের বিশেষ গুণাবলী, ব্রহ্মাণ্ড পালনের স্থিতিকাল, প্রলয় এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি কাল প্রবাহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন, শুরুতে সত্যযুগে ধর্মের চারটি পা অক্ষত ছিল এবং তৎকালীন মানুষ তা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। শক্তিশালী ধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে সত্য, দয়া, তপস্যা এবং দান। সত্যযুগের মানুষেরা প্রায়শই আত্মতৃপ্ত, দয়াশীল, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, প্রশান্ত, ধীর এবং সহিষ্ণু। তাঁরা আত্মারাম, সমদর্শী এবং সর্বদাই পারমার্থিক পূর্ণতা লাভের জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচেষ্টা করেন। ত্রেতাযুগে ধর্মের প্রতিটি পা অধর্মের চারটি স্তম্ভের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এক চতুর্থাংশে কমে আসবে। অধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে—মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ এবং কলহ। ত্রেতাযুগে মানুষ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান এবং তপস্যার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ। তারা অতি হিংস্র বা অতি লম্পট নয়। তাদের স্বার্থ মূলত ধর্ম, অর্থ এবং নিয়ন্ত্রিত কামের মধ্যেই নিহিত। তিনটি বেদের নির্দেশ অনুসরণ করে তারা সমৃদ্ধি লাভ করে। হে রাজন, এই ত্রেতাযুগের সমাজ যদিও চারটি পৃথক বর্ণে বিকশিত, তবুও অধিকাংশ মানুষই ব্রাহ্মণ। দ্বাপর যুগে তপস্যা, সত্য, দয়া এবং দান—এই সকল ধর্ম লক্ষণগুলি তাদের প্রতিপক্ষীয় অধর্ম লক্ষণ অসন্তোষ, মিথ্যা, হিংসা এবং বিদ্বেষের দ্বারা অর্ধেক পরিমাণে হ্রাস পায়। দ্বাপরযুগের মানুষ যশ লাভে উৎসাহী এবং অতি মহান প্রকৃতির। তাঁরা বেদ অধ্যয়নে রত হয়, মহা সমৃদ্ধিশালী, বড় কুটুম্বে পূর্ণ বিশাল পরিবারের ভরণপোষণে রত এবং প্রাণবন্ত উৎফুল্ল জীবন উপভোগ করেন। চারটি বর্ণের মধ্যে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দেরই প্রাধান্য থাকে। কলিযুগে ধর্মের এক চতুর্থাংশ ভাগই শুধু অবশিষ্ট থাকে। নিত্য বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে সেই অবশিষ্ট ভাগটিও অবিরাম হ্রাস পেতে থাকবে এবং অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কলিযুগে মানুষ লোভপ্রবণ, দুরাচার ও নির্দয় এবং তারা কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়। জড় বাসনায় কলুষিত কলিযুগের দুর্ভাগা মানুষদের অধিকাংশই শূদ্র এবং বর্বরশ্রেণীর।"

"সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই জড় গুণগুলি, মানুষের মনের মধ্যে যাদের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়—কালের প্রভাবেই গতিশীল হয়ে ওঠে। যখন মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে স্থিত হয়, সেই সময়কে সত্যযুগ বলে বুঝতে হবে। সেই সময় মানুষ জ্ঞান এবং তপস্যায় আনন্দলাভ করে। হে বুদ্ধিমান, দেহবদ্ধ জীব যখন ব্যক্তিগত যশ লাভের অভিপ্রায়ে নিষ্ঠা সহকারে তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে, তখন তাকে ত্রেতা যুগের পরিস্থিতি বলে বুঝতে হবে। এই যুগে রজোগুণের প্রভাবই প্রাধান্য পায়। যখন লোভ, অসন্তোষ, অহংকার, কপটতা ও ঈর্ষা প্রাধান্য পায় এবং সেই সঙ্গে স্বার্থপর কর্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়, মিশ্র তম ও রজোগুণ প্রধান সেই যুগটিই হচ্ছে দ্বাপর যুগ। যখন প্রতারণা, মিথ্যাভাষণ, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয় এবং দারিদ্র প্রাধান্য পায়, তমোগুণ প্রধান সেই যুগই হচ্ছে কলিযুগ। কলিযুগের অসদ্গুণাবলীর জন্য মানুষ ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন, দুর্ভাগা, ভুরিভোজী, কামুক এবং দরিদ্র হবে। স্ত্রীজাতি অসতী হয়ে স্বেচ্ছাচারিণী ভাবে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে গমন করবে। জনপদগুলি দস্যুতস্করে অধ্যুষিত হবে, নাস্তিকদের কাল্পনিক ব্যাখ্যায় বেদ দূষিত হবে, রাজনৈতিক নেতারা বস্তুতপক্ষে প্রজাদের ভক্ষণ করবে, আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হবে শিশ্নোদর পরায়ণ। ব্রহ্মচারীরা তাদের ব্রতপালনে অক্ষম হবে এবং তারা শুচিতা বর্জিত হবে। গৃহস্থরা ভিক্ষা করতে থাকবে। বানপ্রস্থীরা গ্রামে বাস করবে এবং সন্ন্যাসীরা অতিশয় অর্থলোলুপ হবে। স্ত্রীদের দেহ হবে খর্বাকৃতি, তারা অতিরিক্ত আহার করবে, লালন পালনে অক্ষম হলেও তারা বহু সন্তান লাভ করবে এবং সম্পূর্ণভাবে নির্লজ্জ হবে। তারা সর্বদা কর্কশভাবে কথা বলবে এবং চৌর্যবৃত্তি, প্রতারণা এবং অনিয়ন্ত্রিত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে লিপ্ত হবে এবং প্রতারণার দ্বারা তাদের অর্থ উপার্জন করবে। এমন কি যখন কোনও জরুরী প্রয়োজন থাকবে না, তখনও মানুষ

হে রাজন্, তমোগুণাশ্রিত অহংকার ব্যোমের গুণ শব্দকে হরণ করে, তার পর ব্যোম অহংকারে বিলীন হয়ে যায়। রজোগুণাশ্রিত অহংকার ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করে এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত অহংকার দেবতাদের গ্রাস করে। তারপর সমগ্র মহৎ তত্ত্ব তার বিচিত্র কার্যাবলী সহ অহংকারকে গ্রাস করে এবং সেই মহৎ প্রকৃতির তিনটি মৌলিক গুণ সত্ত্ব, রজ এবং তমের দ্বারা গ্রস্ত হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এই সকল গুণগুলি পুনরায় কাল প্রেরিত হয়ে প্রকৃতির আদি এবং অব্যক্তরূপ প্রধানের দ্বারা গ্রস্ত হয়। সেই অব্যক্ত প্রকৃতি কালের প্রভাবে সংঘটিত ছয় প্রকার পরিবর্তনের অধীনস্থ হয় না। বরং, এর কোন আদি বা অন্ত নেই। এই হচ্ছে সৃষ্টির অব্যক্ত, নিত্য এবং অব্যয় কারণ। জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত প্রধান রূপে কোন বাক্যের প্রকাশ হয় না, মহৎ তত্ত্ব আদি সূক্ষ্ম উপাদানসমূহের প্রকাশ হয় না এবং মনের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখানে সত্ত্ব, রজ, তম গুণেরও অস্তিত্ব নেই। সেখানে প্রাণবায়ু বা বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব নেই, ইন্দ্রিয় সমূহ বা দেবতাগণও নেই। গ্রহপুঞ্জের নির্দিষ্ট কোনও সন্নিবেশ নেই এবং চেতনার নিদ্রা, জাগ্রত ও সুষুপ্তি আদি স্তরও নেই। ব্যোম, অপ, ক্ষিতি, মরুৎ, তেজ অথবা সূর্যও নেই। তা যেন ঠিক এক গভীর নিদ্রামগ্ন বা শূন্যময় অবস্থা। বস্তুতপক্ষে তা অবর্ণনীয়। পরমার্থ তত্ত্ববিদগণ ব্যাখ্যা করেন যে সেই প্রধানই যেহেতু আদি উপাদান, তাই এটিই হচ্ছে জড় সৃষ্টির যথার্থ ভিত্তি। এই প্রলয়কে প্রাকৃতিক প্রলয় বলে, যে সময় পরম পুরুষ ভগবানের শক্তিসমূহ এবং তাঁর অব্যক্ত জড়া প্রকৃতি কাল প্রভাবে বিশৃঙ্খলিত হয়ে শক্তিরহিত অবস্থায় সামগ্রিকভাবে একত্রে বিলীন হয়ে যায়। এই সেই পরম সত্য যিনি বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রকাশিত হন এবং যিনি এই সকলের পরম ভিত্তি। সীমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ বিষয় হওয়ার ফলে এবং তাঁর নিজ কারণ থেকে অভিন্ন হওয়ার ফলে যা কিছুই আদি এবং অন্তবৎ, তা-ই হচ্ছে অবস্তু। একটি প্রদীপ, সেই প্রদীপের আলোকে দর্শন করে যে চক্ষু এবং দৃষ্ট বস্তুর যে রূপ— এগুলি সবই তেজরূপ উপাদান থেকে মূলত অভিন্ন। অনুরূপভাবে, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভব—পরম সত্য থেকে এগুলির পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই, যদিও সেই পরম সত্য সম্পূর্ণরূপে এদের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। বুদ্ধির তিনটি স্তরকে জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তি বলা হয়। কিন্তু হে রাজন্, এই সকল বিভিন্ন স্তরের চেতনার দ্বারা শুদ্ধ জীবাত্মা যে নানা রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলি মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক যেমন আকাশের মেঘপুঞ্জ তাদের স্বরূপগত উপাদান সমূহের সংযোগ এবং বিয়োগের ফলে সৃষ্ট এবং অন্তর্হিত হয়, তেমনি এই জড় ব্রহ্মাণ্ড তার স্বরূপগত উপাদান সমূহের অংশের সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা পরম সত্যের মধ্যেই সৃষ্ট এবং ধ্বংস হয়।"

"হে রাজন্, (বেদান্ত সূত্রে) বলা হয় যে এই ব্রহ্মাণ্ডে উপাদান-কারণ যা কিছু ব্যক্ত বস্তুর সৃষ্টি করে, তাকে পৃথক সত্তারূপেও অনুভব করা যেতে পারে, ঠিক যেমন বস্ত্র সৃষ্টি করে যে সূত্র, সেগুলিকে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র থেকে পৃথকরূপে অনুভব করা যায়। সাধারণ কারণ এবং বিশেষ কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু উপলব্ধ হয়, তা অবশ্যই ভ্রম, কেননা এই কার্য এবং কারণ সমূহ শুধুমাত্র পরস্পর সাপেক্ষে বিদ্যমান। বস্তুতপক্ষে যা কিছুর আদি এবং অন্ত আছে, তা-ই অবাস্তব। রূপান্তরকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলেও, পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলে জড়া প্রকৃতির এমন কি একটিমাত্র পরমাণুর রূপান্তরেরও কোন পরম সংজ্ঞা থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে অস্তিত্বশীল বলে স্বীকার করতে হলে যে কোন বস্তুকে অবশ্যই শুদ্ধ আত্মার মতোই নিত্য অপরিবর্তিত চিৎগুণকে ধারণ করতে হবে। পরম সত্যে কোন জড়ীয় দ্বৈতভাব নেই। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি যে দ্বৈতভাব দর্শন করে, তা হচ্ছে একটি শূন্যপাত্রে অবস্থিত আকাশ এবং পাত্রের বাইরে অবস্থিত আকাশের পার্থক্যের মতো, কিংবা জলে প্রতিফলিত সূর্য এবং আকাশে অবস্থিত স্বয়ং সূর্যের পার্থক্যের মতো, অথবা কোন জীবদেহের অভ্যন্তরে স্থিত এবং অন্য দেহে স্থিত প্রাণবায়ুর পার্থক্যের মতো। উদ্দেশ্যের ভিন্নতা অনুসারে মানুষ বিভিন্নরূপে স্বর্ণের ব্যবহার করেন এবং তাই স্বর্ণকে বিভিন্নরূপে দর্শন করা হয়। অনুরূপভাবে, জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁকেও বিভিন্ন প্রকার বৈদিক এবং সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। যদিও মেঘ হচ্ছে সূর্যেরই সৃষ্টি এবং সূর্যের দ্বারাই দৃষ্ট

হয়, তা সত্ত্বেও সূর্যেরই আরেকটি অংশ বিভাগ এই দর্শনকারী চক্ষুর পক্ষে তা অন্ধকার সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে, পরম সত্যেরই একটি বিশেষ সৃষ্টি এই জড় এবং মিথ্যা অহংকার পরম সত্যের দ্বারাই দৃষ্ট হয়, এবং পরম সত্যেরই আর একটি অংশ প্রকাশ জীবাত্মার পক্ষে পরম সত্যের উপলব্ধির পথে তা বাধার সৃষ্টি করে। সূর্য থেকেই সৃষ্ট মেঘ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চক্ষু তখন সূর্যের প্রকৃত রূপকে দর্শন করতে পারে। অনুরূপভাবে, জীবাত্মা যখন দিব্য বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তার মিথ্যা অহংকারের আবরণকে ধ্বংস করতে পারে, তখন তিনি তাঁর আদি স্বরূপ চেতনাকে অনুস্মরণ করতে পারেন।"

"হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিবেক বিচারের জ্ঞানরূপ হাতিয়ার দিয়ে আত্মার বন্ধন সৃষ্টিকারী ভ্রমাত্মক এই মিথ্যা অহংকার যখন ছিন্ন হয়, এবং মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের উপলব্ধি বিকশিত করেন, তখন তাকে জড় জগতের আত্যন্তিক প্রলয় বলে। হে পরন্তপ, প্রকৃতির সূক্ষ্ম কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঘোষণা করেছেন যে ব্রহ্মা আদি সমস্ত সৃষ্ট জীবেরাই অবিরাম সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অধীন হয়। সমস্ত জড়-জাগতিক বস্তু রূপান্তরিত হয় এবং অবিরাম ও দ্রুত প্রবল কাল-প্রবাহের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জড় বস্তু সমূহ তাদের অস্তিত্বের যে সকল স্তর প্রকাশ করে, সেগুলি হচ্ছে তাদের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের নিত্যকারণ। পরমেশ্বর ভগবানের নৈর্ব্যক্তিক প্রতিনিধি আদি অন্তহীন কালের দ্বারা সৃষ্ট এই অবস্থাগুলি দৃশ্য নয়, ঠিক যেমন বাহ্য আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থার অতিসূক্ষ্ম তাৎক্ষণিক পরিবর্তনকে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এইভাবে কালের গতিকে নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং আত্যন্তিক—এই চার প্রকার প্রলয়ের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হল।"

"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি শুধু সংক্ষেপে তোমার কাছে জগৎ স্রষ্টা এবং সমস্ত অস্তিত্বের পরম উৎস ভগবান শ্রীনারায়ণের এই সকল লীলাকথা বর্ণনা করলাম। এমন কি ব্রহ্মা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে এইসকল লীলা বর্ণনা করতে অক্ষম। যে মানুষ অগণিত দুঃখের আগুনে জর্জরিত হচ্ছে এবং যিনি এই জড় অস্তিত্বের দুরতিক্রম্য সাগরকে অতিক্রম করতে আগ্রহী, তাঁর পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাকথার দিব্য রসের প্রতি ভক্তি অনুশীলন ছাড়া আর কোন উপযুক্ত নৌকা নেই। বহুকাল পূর্বে সমস্ত পুরাণের এই সার সংহিতা অচ্যুত ভগবান শ্রীনরনারায়ণ ঋষি নারদমুনিকে বলেছিলেন, যিনি তা পরবর্তীকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কাছে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। হে পরীক্ষিত মহারাজ, সেই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রীল ব্যাসদেব বেদসমূহের সমান গুরুত্ব সম্পন্ন এই একই শাস্ত্র তথা শ্রীমদ্ভাগবত আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমাদের সম্মুখে আসীন এই সেই সূত গোস্বামী যিনি নৈমিষারণ্যের সুদীর্ঘ যজ্ঞে সমবেত মুনিঋষিদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত কথা বর্ণনা করবেন। শৌনকাদি সভাসদদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি তা কীর্তন করবেন।"

পঞ্চম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরম উপদেশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবান বিশ্বাত্মা শ্রীহরির বিচিত্র লীলাকথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁর তুষ্টি থেকে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ থেকে রুদ্রের জন্ম হয়। হে রাজন্, "আমি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি"—এই পশুসুলভ মনোবৃত্তি ত্যাগ কর। দেহের যেরকম জন্ম হয়, তুমি সেরকম জন্মগ্রহণ করনি। অতীতে এমন কোন সময় ছিল না যখন তুমি ছিলে না, এবং তোমার বিনাশও হবে না। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তা নতুন বীজ উৎপন্ন করে সেই রকম তোমাকে পুনরায় তোমার পুত্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। বরং তুমি এই জড় দেহ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন অগ্নি তার জ্বালানী থেকে স্বতন্ত্র হয়। স্বপ্নে মানুষ দেখতে পারে যে তার নিজেরই মস্তক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এইভাবে সে বুঝতে পারে যে তার প্রকৃত আত্মা এই স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র। অনুরূপভাবে, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ দেখতে পারে যে তার দেহ হচ্ছে পাঁচটি জড় উপাদানে গঠিত। সুতরাং একথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে প্রকৃত আত্মা দ্রষ্টা দৃষ্ট দেহ থেকে স্বতন্ত্র এবং অজ ও অমর। একটি ঘট যখন ভেঙে যায়, ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশের অংশটি পূর্ববৎ ব্যোমরূপ উপাদানরূপেই থেকে যায়। অনুরূপভাবে, যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের মৃত্যু হয়, দেহাভ্যন্তরস্থ জীবাত্মা তার চিন্ময় স্বরূপে পুন প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবাত্মার জড় দেহ, গুণ এবং কার্যসমূহ জড় মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়। সেই মন স্বয়ং সৃষ্ট হয় পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা এবং এইভাবে আত্মা জড় অস্তিত্বকে ধারণ করে। প্রদীপ প্রদীপরূপে কাজ করে শুধুমাত্র জ্বালানী, তৈলাধার, পলিতা এবং অগ্নির সংমিশ্রণে। অনুরূপভাবে, আত্মার দেহাত্মবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জড়জীবন, দেহের উপাদান স্বরূপ জড় সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কার্যের দ্বারাই বিকশিত এবং বিনষ্ট হয়। দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা স্বয়ং জ্যোতির্ময়। তা ব্যক্ত স্থূলদেহ এবং অব্যক্ত সূক্ষ্ম দেহ থেকে স্বতন্ত্র। আকাশ যেমন জড় পরিবর্তনের স্থায়ী ভিত্তি, ঠিক তেমনি এই আত্মাও দেহগত পরিবর্তনের স্থির ভিত্তি। তাই আত্মা হচ্ছে অনন্ত এবং কোন জড় বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না।"

"হে রাজন্, অবিরাম পরমেশ্বর বাসুদেবের ধ্যান করে এবং স্বচ্ছ ও যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করে সতর্কভাবে তোমার প্রকৃত আত্মা সম্পর্কে এবং কিভাবে তা জড় দেহের মধ্যে অবস্থিত, সেই সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। ব্রাহ্মণের অভিশাপ প্রেরিত সেই নাগপক্ষী তক্ষক তোমার প্রকৃত আত্মাকে দহন করতে পারবে না। তোমার মতো আত্ম নিয়ন্ত্রণকারী প্রভুকে মৃত্যুর দূতেরা কখনই দহন করতে পারবে না, কেননা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে যাবতীয় বিপদকেই তুমি ইতিমধ্যেই জয় করেছ। তোমার বিচার করা উচিত—আমি পরম সত্য এবং পরম ধাম থেকে অভিন্ন এবং সেই পরম সত্য তথা পরম ধাম আমার থেকে অভিন্ন।"

"এইভাবে সমস্ত প্রকার জড় উপাধি থেকে মুক্ত পরমাত্মার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি এমন কি লক্ষ্যও করতে পারবে না যে কখন সেই নাগপক্ষী তক্ষক তোমার সম্মুখীন হয়ে তার বিষাক্ত দাঁত দিয়ে তোমার পায়ে দংশন করবে। তুমি তোমার মরণশীল দেহকে কিংবা তোমার চতুর্পার্শ্বস্থ জড় জগৎকেও দেখতে পাবে না, কেননা তুমি উপলব্ধি করে থাকবে যে তুমি ঐ সকল বিষয় থেকে স্বতন্ত্র। হে প্রিয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, তুমি বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাকথা সম্পর্কে প্রথমে আমাকে যা প্রশ্ন করেছিলে, আমি তা তোমাকে বর্ণনা করে শুনলাম। এখন তুমি আর কী শ্রবণ করতে চাও?"

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"শ্রীল ব্যাসদেবের সমদর্শী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ করার পর, মহারাজ পরীক্ষিত বিনীতভাবে তাঁর চরণকমলের সমীপবর্তী হলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরণে অবনত মস্তকে মহারাজ বিষ্ণুরাত, সমগ্র জীবন যিনি শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক সুরক্ষিত হয়েছেন, তিনি অঞ্জলি বদ্ধ অবস্থায় নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন।"

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—"আমি এখন আমার জীবনের লক্ষ্য লাভ করেছি, কেননা আপনার মতো মহান করুণাময় ব্যক্তি আমাকে এরকম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আদি অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির এই গুহ্যকথা ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমাকে বললেন। পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের ধ্যানে সদা নিমজ্জিত আপনার মতো মহাত্মার পক্ষে আমাদের মতো জড় জীবনের সমস্যা পীড়িত মূর্খ দেহবদ্ধ জীবকে করুণা প্রদর্শন করাকে আমি অতি অদ্ভুত কিছু বলে মনে করি না। আমি আপনার কাছে এই শ্রীমদ্ভাগবত, যা পরমেশ্বর উত্তমশ্লোক ভগবানকে সুচারুরূপে বর্ণনা করে এবং যা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের নিখুঁত সারকথা, তা শ্রবণ করলাম।"

"হে প্রভু, এখন আমার তক্ষক বা অন্য যে কোন জীব, এমন কি পুনঃপুনঃ মৃত্যুবরণ করার প্রতিও ভয় নেই, কেননা সকল প্রকার ভয় বিনাশকারী যে বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মের কথা আপনি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন আমি আমাকে সেই পরম সত্যে নিমগ্ন করেছি। হে ব্রাহ্মণ, অনুগ্রহপূর্বক আমার বাক্য এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলীকে ভগবান অধোক্ষজে স্থাপন করার অনুমতি দিন। কামবাসনা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র হয়ে আমার মন যেন তাঁর মধ্যে নিমগ্ন হয় এবং এইভাবেই যেন প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, সেই অনুমতি দিন। আপনি আমার কাছে ভগবানের পরম কল্যাণময় পরম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞান প্রকাশ করেছেন। আমি এখন আত্মজ্ঞান বিজ্ঞানে স্থিত হয়েছি এবং আমার অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে প্রার্থিত হয়ে শ্রীল ব্যাসদেবের সাধু পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর অনুমতি দান করলেন। তারপর রাজা এবং উপস্থিত অন্যান্য মুনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়ে, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। মহারাজ পরীক্ষিতও তখন গঙ্গা কূলে, দর্ভঘাসের ডগাগুলির প্রান্তভাগ পূর্বমুখী করে নির্মিত আসনে, স্বয়ং উত্তরমুখী হয়ে উপবিষ্ট হলেন। পূর্ণরূপে যোগসিদ্ধি লাভ করার পর, তিনি পূর্ণ ব্রহ্মভূত স্তর অনুভব করলেন এবং সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হলেন। রাজর্ষি পরীক্ষিত তাঁর বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর মনকে আত্মায় নিবদ্ধ করলেন এবং পরম সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তাঁর প্রাণবায়ু নিস্পন্দ হল এবং তিনি একটি গাছের মতো স্থিরতা লাভ করলেন।"

"হে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, তারপর ক্রুদ্ধ বিপ্রপুত্রের দ্বারা প্রেরিত তক্ষক যখন রাজাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তখন পথে তার সঙ্গে কশ্যপ মুনির সাক্ষাৎ হয়েছিল। তক্ষক মূল্যবান উপহার সামগ্রী দান দিয়ে দক্ষ বিষ চিকিৎসক কশ্যপ মুনির তোষামোদ করে, মহারাজ পরীক্ষিতের সুরক্ষা দান করার ব্যাপারে তাকে নিরস্ত করল। তারপর কামরূপী সেই নাগপক্ষী তক্ষক, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তাঁকে দংশন করল। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ যখন দর্শন করছিলেন, সেই সময় মহান আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাজর্ষির দেহটি মুহূর্তের মধ্যে সাপের বিষানলে ভস্মসাৎ হয়ে গেল। তখন পৃথিবী এবং স্বর্গের সমস্ত দিকে এক মহা হাহাকার রব উত্থিত হল এবং সমস্ত দেবতা, অসুর, মানুষ এবং অন্যান্য জীবগণ বিস্মিত হয়েছিলেন। দেব সভাতে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল এবং স্বর্গীয় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ গান গেয়েছিলেন। দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করে সাধুবাদ উচ্চারণ করেছিলেন। মহারাজ

জনমেজয় তাঁর পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ নাগরাজ তক্ষকের দ্বারা দংশিত হয়েছে, একথা শুনে প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা এক মহাশক্তিশালী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন যাতে তিনি জগতের সমস্ত সর্পকে যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেছিলেন। তক্ষক যখন দেখল যে সবচেয়ে শক্তিশালী সর্পও সেই সর্পযজ্ঞের জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হচ্ছিল, তখন সে ভয়ে ভীত হয়ে আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছিল। মহারাজ জনমেজয় যখন দেখলেন যে তক্ষক তাঁর যজ্ঞের আগুনে প্রবেশ করেনি, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করলেন, 'কেন উরগাধম তক্ষক এই অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে না?' "

ব্রাহ্মণগণ উত্তর দিলেন—"হে রাজেন্দ্র, তক্ষক এখনো যজ্ঞের অগ্নিতে পতিত হয়নি কারণ আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের শরণাগত হওয়ার ফলে সে এখন ইন্দ্র কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে।"

এই সমস্ত কথা শুনে বুদ্ধিমান রাজা জনমেজয় পুরোহিতদের উত্তর দিলেন—"হে প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, তাহলে তাঁর রক্ষক ইন্দ্র সহ তক্ষককে অগ্নিতে পতিত হতে বাধ্য করাচ্ছেন না কেন?"

এই কথা শুনে পুরোহিতগণ তখন ইন্দ্র সহ তক্ষককে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার জন্য এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—"হে তক্ষক, সমগ্র দেবতাকুল সমভিব্যাহারে ইন্দ্র সহ শীঘ্রই তুমি এই যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হও।" ব্রাহ্মণদের এই অপমানজনক বাক্যে ইন্দ্র যখন তাঁর বিমান এবং তক্ষক সহযোগে তাঁর পদ থেকে অকস্মাৎ নিক্ষিপ্ত হলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। অঙ্গিরা মুনির পুত্র বৃহস্পতি যখন দেখলেন যে ইন্দ্র তাঁর বিমানে তক্ষক সহযোগে আকাশ থেকে পতিত হচ্ছেন, তখন তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সমীপবর্তী হয়ে নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন। হে নরেন্দ্র, তোমার হাতে এই সর্পরাজের মৃত্যু হওয়া যথোচিত নয়, কেননা সে দেবতাদের অমৃত পান করেছে। ফলত, সে বার্ধক্য এবং মৃত্যুর সাধারণ লক্ষণগুলির অধীনস্থ নয়। জীবের জন্ম-মৃত্যু, এবং তার পরজন্মের গতি সবই নির্ধারিত হয় তার নিজের কর্মের দ্বারা। অতএব হে রাজন্, কোন জীবের সুখ বা দুঃখ সৃষ্টির জন্য অন্য কেউ দায়িত্বগতভাবে দায়ী নয়। যখন কোন দেহবদ্ধ জীব সর্পাঘাত, চোর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, ব্যাধি বা অন্য কোন কারণ থেকে মৃত্যুবরণ করে, তখন সে তার নিজের অতীত কর্মের ফল ভোগ করে। অতএব, হে রাজন্, অন্যের ক্ষতি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত এই যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ করুন। ইতিমধ্যেই বহু নির্দোষ সর্প অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সকল জীবই তাদের অতীত কর্মের অদৃশ্য ফল অবশ্যই ভোগ করবে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—"এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে মহারাজ জনমেজয় উত্তর দিলেন, 'তবে তাই হোক।' মহান সাধু বৃহস্পতির বাক্যের মর্যাদা দান করে তিনি সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান থেকে বিরত হলেন এবং বাচস্পতি বৃহস্পতির পূজা করলেন। বাস্তবিকই এ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অলক্ষ্য এবং অপ্রতিরোধ্য মহামায়া। যদিও স্বতন্ত্র জীবেরা হচ্ছে ভগবানেরই অংশ বিশেষ, তবু এই মহামায়ার প্রভাবে তারা বিভিন্ন জড় দেহাবয়বের দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু এক পরম তত্ত্ব রয়েছে যেখানে মায়াদেবী 'আমি এই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, কেননা সে কপট'—এরকম চিন্তা করে নির্ভয়ে তার আধিপত্য স্থাপন করতে পারে না। সেই পরম তত্ত্বে মোহযুক্তির বিতর্কবহুল দর্শনের কোনও স্থান নেই। বরং পারমার্থিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু যথার্থ শিক্ষার্থীগণ সেখানে অবিরাম প্রামাণিক তত্ত্বজিজ্ঞাসায় নিযুক্ত হয়। সেই পরম তত্ত্বে সংকল্প এবং বিকল্প ধর্মী জড় মনের কোনও প্রকাশ নেই। সৃষ্ট জড় বস্তু সমূহ, তাদের সূক্ষ্ম কারণ সমূহ এবং তাদের প্রয়োগে লব্ধ ভোগরূপ যে লক্ষ্য—সেগুলিও সেখানে নেই। অধিকন্তু সেই পরম তত্ত্বে অহংকার এবং জড় প্রকৃতির তিন গুণে আচ্ছাদিত বদ্ধ আত্মাও নেই। সেই পরম তত্ত্ব সমস্ত সীমিত বা সীমা নির্ধারণকারী বিষয়কে বর্জন করে। বিজ্ঞজনের কর্তব্য জড় জীবনের তরঙ্গকে রোধ করে সেই পরম সত্যে রমণ করা। মূলত অবাস্তব বিষয়কে পরিত্যাগ করতে আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম পদে প্রণতি করেন। তুচ্ছ জড়বাদ বর্জন করে, তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে সেই পরম সত্যের প্রতি তাদের প্রেম অর্পণ করেন এবং সমাহিত চিত্তে সেই পরম সত্যকে আলিঙ্গন করেন। সেই প্রকার ভক্তগণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য পরম পদ উপলব্ধি করতে পারেন কারণ তাঁরা দেহ এবং দেহ ভিত্তিক 'আমি' 'আমার' বোধের দ্বারা আর কলুষিত হন না। মানুষের কর্তব্য সমস্ত অবমাননা সহ্য করা এবং যে কোন ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে কখনোই গর্ব না করা। এই জড় দেহ আশ্রয় করে কারও সঙ্গেই বৈরিতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করি। শুধুমাত্র তাঁর চরণকমলের ধ্যান করেই আমি এই মহান ভাগবতী সংহিতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি।"

শ্রীশৌনক ঋষি বললেন—"হে সৌম্য সূত গোস্বামী, পৈল এবং শ্রীল ব্যাসদেবের অন্যান্য মহান শিষ্যগণ যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের আচার্য রূপে পরিচিত, তাঁরা কিভাবে বেদ বর্ণন এবং সম্পাদন করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের বলুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে ব্রাহ্মণ, প্রথমে পারমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সমাহিত মন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ থেকে দিব্য শব্দের সূক্ষ্ম তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল। কোন মানুষ যখন বাহ্য শ্রবণকে রোধ করে, তখন সে সেই সূক্ষ্ম তরঙ্গ অনুভব করতে পারে।"

"হে ব্রাহ্মণ, বেদের এই সূক্ষ্মরূপের আরাধনা করে যোগিগণ দ্রব্য, ক্রিয়া এবং কর্তার কলুষ থেকে উদ্ভূত তাদের হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা ধৌত করেন এবং এইভাবে তারা জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি লাভ করেন। সেই সূক্ষ্ম এবং দিব্য শব্দ তরঙ্গ থেকে তিনটি শব্দ বিশিষ্ট ওঁকার উত্থিত হল। এই ওঁ কারের অব্যক্ত শক্তি রয়েছে এবং তা বিশুদ্ধ হৃদয়ে স্বতই প্রকাশিত হয়। এই ওঁকার হচ্ছে পরম সত্যের তিনটি রূপ—নিরাকার ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান—এই সকলেরই প্রতিভূ। পরম তত্ত্বে অজড় এবং অব্যক্ত এই ওঁকার জড়কর্ণ ও অন্যান্য জড় ইন্দ্রিয় রহিত পরমাত্মা কর্তৃক শ্রুত হয়। সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের বিস্তৃতিই হচ্ছে হৃদয়াকাশে আত্মা থেকে প্রকাশিত এই ওঁকারেরই সম্প্রসারিত রূপ। এই হচ্ছে স্বতঃ উৎসারিত পরম সত্য তথা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ উপাধি এবং সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের গুহ্য সার এবং নিত্য বীজ স্বরূপ। ওঁকার অ, উ এবং ম এই তিনটি আদি বর্ণকে প্রকাশ করেছিল। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, এই তিনটি বর্ণ জড় প্রকৃতির তিনটি গুণসহ সমগ্র জড় অস্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি স্তর, ঋক্, যজুঃ এবং সাম বেদের নামসমূহ, ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ রূপে পরিচিত গন্তব্যসমূহ এবং জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্তিরূপে চেতনার তিনটি সক্রিয় স্তরকে ধারণ করে। সেই ওঁকার থেকে ব্রহ্মা অন্তঃস্থ, ব্যঞ্জন, অঘোষ বর্ণ, উষ্ম বর্ণ এবং অন্যান্য সকল বর্ণসমূহ হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা এই সমস্ত শব্দের সংযোগে তাঁর চারিটি মুখ থেকে ওঁকার সহ চারিটি বেদ এবং সপ্ত ব্যাহৃতি আবাহন উৎপন্ন করলেন। চারি বেদের পুরোহিতদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুসারে বৈদিক যজ্ঞের প্রবর্তন করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ব্রহ্মা বৈদিক আবৃত্তি শাস্ত্রে পারদর্শী পুত্রগণকে এই বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরাই আচার্যের ভূমিকা নিয়ে তাঁদের নিজ পুত্রগণকে এই বেদ প্রদান করেছিলেন। এইভাবে, চক্রাকারে আবর্তিত চারিটি যুগ ধরে পারমার্থিক জীবনে দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ বংশানুক্রমে গুরুপরম্পরার মাধ্যমে এই সকল বেদ লাভ করেছিলেন। প্রতিটি দ্বাপর যুগের শেষভাগে মহান ঋষিগণ এই বেদকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সম্পাদন করেন। কালের প্রভাবে ক্ষীণবল, ক্ষীণআয়ু এবং ক্ষীণমেধা সম্পন্ন মানুষদের দেখে মহান ঋষিগণ তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে, সুসংবদ্ধভাবে বেদকে বিভক্ত করেছিলেন।"

"হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান এই বৈবস্বত মন্বন্তরে, শিব, ব্রহ্মা প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের নেতৃবর্গ সমস্ত জগতের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানকে ধর্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। হে মহাভাগ শৌনক, সর্বশক্তিমান ভগবান তখন তাঁর অংশাংশ কলায় দিব্য স্ফুলিঙ্গ প্রদর্শন করে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই রূপে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস আবির্ভূত হয়ে একটি বেদকে চাররূপে বিভক্ত করেছিলেন। মানুষ যেমন রত্ন সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন বর্গের রত্নকে বাছাই করে স্তূপীকৃত করে, ঠিক তেমনি শ্রীল ব্যাসদেব ঋক্, অথর্ব, যজুঃ এবং সামবেদের মন্ত্র সমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি চারটি স্বতন্ত্র বেদ রচনা করেছিলেন।"

"হে ব্রাহ্মণ, মহান শক্তিধর মহামতি ব্যাসদেব তাঁর চারজন শিষ্যকে আহ্বান করে তাঁদের প্রত্যেকের উপর এই চার সংহিতার একটি করে অর্পণ করেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব পৈল ঋষিকে প্রথম সংহিতা ঋগ্বেদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই সংগ্রহকে বহ্বৃচ নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। বৈশম্পায়ন ঋষিকে তিনি নিগদ নামক যজুর্বেদের মন্ত্রের সংহিতা সম্পর্কে উপদেশ করেছিলেন। জৈমিনিকে ছন্দোগ সংহিতা নামক সামবেদের মন্ত্র সমূহের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য সুমন্তুকে অথর্ব বেদ বলেছিলেন। তাঁর সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রাজ্ঞ পৈল ঋষি ইন্দ্রপ্রমিতি এবং বাস্কলকে তা বলেছিলেন। হে ভার্গব, বাস্কল তাঁর সংহিতাকে আরও চারভাগে ভাগ করে সেগুলি তাঁর শিষ্য বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর এবং অগ্নিমিত্রকে উপদেশ করেছিলেন। আত্মসংযত ঋষি ইন্দ্রপ্রমিতি বিজ্ঞ যোগী মাণ্ডুকেয়কে তাঁর সংহিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যার শিষ্য দেবমিত্র ঋগ্বেদের শাখা সমূহকে সৌভরি এবং অন্যান্যদের কাছে হস্তান্তরিত করেছিলেন। মাণ্ডুকেয় ঋষির পুত্র শাকল্য স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য এবং শিশির নামক শিষ্যদের প্রত্যেককে একটি করে উপশাখা অর্পণ করেছিলেন। ঋষি জাতূকর্ণও শাকল্যের শিষ্য ছিলেন এবং শাকল্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংহিতাকে তিনভাগে ভাগ করার পর, তিনি একটি চতুর্থ বিভাগ—একটি বৈদিক শব্দাভিধান নিরুক্ত সংযুক্ত করেন। এই সকল অংশের প্রত্যেকটি অংশ তিনি—বলাক, দ্বিতীয় পৈল, জাবাল এবং বিরজ—তাঁর এই চার শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাস্কলি ঋগ্বেদের সমস্ত শাখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বালখিল্যসংহিতা রচনা করেছিলেন। বালায়নি, ভজ্য এবং কাশার এই সংহিতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইরূপে এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণ গুরু পরম্পরার ধারায় ঋগ্বেদের এই সকল বিভিন্ন সংহিতাকে সংরক্ষিত করেছিলেন। শুধু বৈদিক মন্ত্রের এই বিভাজন সম্পর্কিত বর্ণনা শ্রবণ করেই মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে। বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ অথর্ব বেদের আর পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। ব্রহ্ম-হত্যা জনিত পাপ থেকে তাঁদের গুরুকে মুক্ত করার জন্য কঠোর ব্রত সম্পাদন করেছিলেন বলে তাঁরা চরক নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। একদা বৈশম্পায়নের এক শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন—হে প্রভু, আপনার এই সকল দুর্বল শিষ্যদের ক্ষীণ প্রচেষ্টা থেকে কতটুকু সুফল লাভ হবে? আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু সুদুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করব। এইরূপে উক্ত হলে পর গুরু বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—এখান থেকে চলে যাও। হে বিপ্র-অবমাননাকারী শিষ্য! যথেষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু আমার কাছ থেকে তুমি যা কিছু শিখেছ—এই মুহূর্তে সব পরিত্যাগ কর। দেবরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য তখন যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ বমি করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। সমবেত শিষ্যরা এই সকল যজুর্বেদীয় মন্ত্র গুলিকে লালুপ চিত্তে দর্শন করে তিত্তির পাখীর রূপ পরিগ্রহ করে সেগুলি সবই তুলে নিয়েছিলেন। তাই যজুঃ বেদের এই শাখাটি তিত্তির পাখী দ্বারা সংগৃহীত অতি সুন্দর তৈত্তিরীয় সংহিতারূপে পরিচিতি লাভ করেছে। হে ব্রাহ্মণ শৌনক, যাজ্ঞবল্ক্য তখন এমন কি তাঁর গুরুরও অজ্ঞাত নতুন যজুঃ মন্ত্রের গবেষণা করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। মনের মধ্যে এই বাসনা নিয়ে তিনি যত্নে শক্তিশালী সূর্যদেবের আরাধনা করেছিলেন।"

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বললেন—"সূর্যদেবরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তৃণ পর্যন্ত প্রসারিত চার প্রকার জীবের নিয়ন্তারূপে আপনি উপস্থিত আছেন। আকাশ যেমন সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে বিদ্যমান, ঠিক তেমনি পরমাত্মারূপে আপনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে এবং কালরূপে বাহ্যত বিদ্যমান রয়েছেন। ঠিক যেমন আকাশে বিদ্যমান মেঘ আকাশকে আচ্ছাদিত করতে পারেনা, ঠিক তেমনি কোনও জড় উপাধি কখনই আপনাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। কালের ক্ষণ, লব এবং নিমেষরূপ সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ দ্বারা গঠিত সংবৎসর প্রবাহের মাধ্যমে জল শোষণ করে এবং বৃষ্টিরূপে তা প্রত্যর্পণ করে আপনি একাই এই জগতের ভরণ পোষণ করেন।"

"হে জ্যোতির্ময়, হে শক্তিশালী সূর্যদেব, আপনিই সমস্ত দেবতাদের প্রধান। আমি সতর্ক মনোযোগের সঙ্গে আপনার জ্বলন্ত গোলকের ধ্যান করি, কারণ প্রামাণিক

গুরু-পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত বৈদিক পন্থা অনুসারে যাঁরা প্রতিদিন তিনবার আপনার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেন, আপনি তাদের সমস্ত পাপ কর্ম, পরিণাম দুঃখ এবং এমন কি বাসনার আদি বীজকেও দহন করেন। যারা সর্বতোভাবে আপনার আশ্রয়ে নির্ভরশীল, সেই সকল স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের অন্তরে অন্তর্যামী প্রভু রূপে আপনি স্বয়ং উপস্থিত আছেন। বস্তুতপক্ষে, আপনিই তাদের জড় মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুকে কর্মে পরিচালিত করেন। এই জগৎ অন্ধকার নামক অজগরের ভয়ঙ্কর মুখগহ্বরের দ্বারা আক্রান্ত এবং গিলিত হয়ে মৃতবৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনুকম্পাবশতঃ এই জগতের নিদ্রিত মানুষদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আপনি তাদের দর্শন শক্তি দান করে জাগ্রত করেন। এইভাবে আপনিই হচ্ছেন মহা বদান্য। প্রতিটি দিনের পবিত্র ত্রিসন্ধ্যায় আপনি পুণ্যবান ব্যক্তিদের ধর্মকর্মে পরিচালিত করে তাদেরকে পরম কল্যাণের পথে নিযুক্ত করেন যা তাঁদের চিন্ময় স্থিতি দান করে। ঠিক একজন পার্থিব রাজার মতো, অসাধুদের ভয় উৎপাদন করে আপনি সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং সেই সময় শক্তিশালী দিক-পালগণ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে আপনাকে পদ্ম এবং অন্যান্য উপহার উৎসর্গ করেন। অতএব আমি প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে ত্রিলোকের গুরুবর্গ কর্তৃক অভিনন্দিত আপনার চরণ কমল সমীপে সমাগত হলাম, কেননা আমি আপনার কাছ থেকে যা অন্যের অজ্ঞাত যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করছি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এই রকম স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শক্তিশালী সূর্যদেব একটি ঘোড়ারূপ পরিগ্রহ করে, পূর্বে মানব সমাজে অজ্ঞাত নতুন মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করেছিলেন। যজুর্বেদের এই সকল অগণিত মন্ত্র শত শত উৎস থেকে শক্তিশালী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈদিক শাস্ত্রের পনেরটি নতুন শাখা প্রবর্তন করলেন। ঘোড়ার কেশর থেকে উৎপন্ন হয়েছিল বলে এগুলি বাজসনেয়ী সংহিতা রূপে পরিচিতি লাভ করে এবং কাণ্ব, মাধ্যন্দিন এবং অন্যান্য ঋষির অনুগামীদের গুরু-পরম্পরায় এই সকল সংহিতা স্বীকৃত হয়েছিল। সামবেদের আচার্য ঋষি জৈমিনির সুমন্তু নামে এক পুত্র ছিলেন এবং সুমন্তুর পুত্র ছিলেন সুত্বান। ঋষি জৈমিনি তাদের প্রত্যেককে সামবেদ সংহিতার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলেছিলেন। জৈমিনির অপর শিষ্য সুকর্মা ছিলেন এক মহান পণ্ডিত। তিনি সামবেদরূপী মহাবৃক্ষকে এক সহস্র সংহিতায় বিভক্ত করেছিলেন। তারপর, হে ব্রাহ্মণ, কৌশল পুত্র হিরণ্যনাভ, পৌষ্যঞ্জি এবং পরম জ্ঞানী আবন্ত্য নামে সুকর্মা ঋষির এই তিনজন শিষ্য সামবেদীয় মন্ত্রসমূহের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। পৌষ্যঞ্জি এবং আবন্ত্যের পাঁচ শত শিষ্য সামবেদের উদীচী গায়করূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের কেউ কেউ প্রাচ্য গায়করূপেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পৌষ্যঞ্জি, মাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ এবং কুক্ষি নামে পৌষ্যঞ্জির অন্য পাঁচজন শিষ্যের প্রত্যেকেই এক শত করে সংহিতা লাভ করেছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃত তাঁর স্বীয় শিষ্যগণকে চব্বিশটি সংহিতা বলেছিলেন এবং অবশিষ্ট সংহিতাগুলি আত্মবান আবন্ত্য ঋষি কর্তৃক বাহিত হয়েছিল।"

সপ্তম অধ্যায়

পৌরাণিক গ্রন্থাবলী

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"অথর্ব বেদের প্রামাণিক তত্ত্ববিদ সুমন্তু ঋষি তাঁর শিষ্য কবন্ধকে তার সংহিতা অধ্যাপন করিয়েছিলেন, যিনি পরে তা পথ্য এবং বেদদর্শকে বলেছিলেন। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ এবং পিপ্পলায়নি ছিলেন বেদদর্শের শিষ্য। পথ্যের শিষ্যবর্গের নামও আমার কাছে শ্রবণ কর। হে ব্রাহ্মণ, তাঁরা হচ্ছেন কুমুদ, শুনক এবং জাজলি যাঁদের সকলেই ছিলেন অথর্ব বেদের অত্যন্ত পারদর্শী তত্ত্ববিদ। শুনকের শিষ্য বভ্রু এবং সৈন্ধবায়ন তাঁদের গুরুদেব কর্তৃক গ্রথিত অথর্ব বেদের দুইটি ভাগ অধ্যয়ন করেছিলেন। সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণ এবং অন্যান্য মহর্ষিদের শিষ্যবর্গও অথর্ব বেদের এই সংস্করণটি অধ্যয়ন করেছিলেন। অথর্ববেদের আচার্যদের মধ্যে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, আঙ্গিরস আদি অন্যান্য ঋষিরাও ছিলেন। এখন, হে মুনিবর, আমি পৌরাণিকদের নাম বলছি, শ্রবণ করুন। ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত—এই ছয় জন হলেন পৌরাণিক। এঁদের প্রত্যেকেই শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য এবং আমার পিতা রোমহর্ষণের কাছ থেকে পুরাণের ছয়টি সংহিতার এক একটি করে অধ্যয়ন করেছিলেন। আমি এই ছয় জন পৌরাণিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাদের পৌরাণিক জ্ঞানের সমগ্র সংগ্রহকে সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছিলাম। শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ পুরাণকে চারটি মূল সংহিতায় বিভক্ত করেছিলেন। সাবর্ণি এবং রামের শিষ্য অকৃতব্রণের সঙ্গে ঋষি কশ্যপ এবং আমি এই চার ভাগ সংহিতা শিক্ষালাভ করেছি।"

"হে শৌনক, বেদশাস্ত্র অনুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক নিরূপিত পুরাণের লক্ষণসমূহ অনুগ্রহপূর্বক মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করুন।"

"হে ব্রাহ্মণ পৌরাণিক তত্ত্ববিদগণ পুরাণকে দশটি লক্ষণ সংযুক্ত বলে জানেন। সেগুলি হচ্ছে—এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, জীব এবং জগতের গৌণ সৃষ্টি, জীবের পালন, রক্ষণ, মন্বন্তর, মহান রাজবংশ, উক্ত বংশীয় রাজাদের চরিত, প্রলয়, অভিপ্রায় এবং পরম আশ্রয় সম্পর্কিত বর্ণনা। অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে মহাপুরাণ এই দশবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেখানে উপপুরাণগুলি পাঁচ প্রকার বিষয়ের আলোচনা করতে পারে। অব্যক্ত প্রকৃতির মূল গুণসমূহের বিক্ষোভ থেকে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার নামক উপাদান সৃষ্টি হয় যা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই ত্রিধা বিভক্ত অহংকারই পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম ভূত, ইন্দ্রিয় এবং স্থূল বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। এই সকল বিষয়ের উৎপত্তিকে বলা হয় সৃষ্টি। ভগবানের অনুগৃহীত গৌণ সৃষ্টি হচ্ছে জীবের বাসনারই ব্যক্ত সমাহার। বীজ থেকে যেমন নতুন বীজ উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনি অনুষ্ঠাতার জড় বাসনা বিকাশকারী কর্মসমূহ স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণীর উৎপাদন করে। বৃত্তি কথাটির অর্থ হচ্ছে পালন, যার দ্বারা জঙ্গম জীবগণ স্থাবর জীবদের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে। মানুষের পক্ষে বৃত্তি বলতে বিশেষভাবে তার ব্যক্তিগত স্বভাবের অনুকূল জীবিকা অর্জনের কর্মকেই বুঝায়। সেইরূপ কর্ম স্বার্থকেন্দ্রিক কামনার দ্বারাও চালিত হতে পারে বা ঈশ্বর প্রদত্ত নিয়ম অনুসারেও চালিত হতে পারে।"

"প্রতিটি যুগে, অচ্যুত ভগবান এই জগতে পশু, মনুষ্য, ঋষি এবং দেবতাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন। এই সকল অবতারে তাঁর কার্যাবলীর মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেন এবং বেদ বিদ্বেষী দৈত্যদের হত্যা করেন। প্রতিটি মন্বন্তরে, ভগবান শ্রীহরির প্রকাশরূপে ছয় প্রকার ব্যক্তির প্রকাশ হয়। তাঁরা হচ্ছেন—শাসনকারী মনু, প্রধান দেবতাগণ, মনুপুত্রগণ, ইন্দ্র, মহর্ষিগণ এবং পরমেশ্বর ভগবানের অংশাবতারগণ। ব্রহ্মা থেকে প্রসূত রাজবংশের ধারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে অবিরাম প্রসারিত হচ্ছে। এই সকল বংশের বিশেষত মুখ্য সদস্যদের চরিত কথাই বংশ চরিতের

আলোচ্য বিষয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চারপ্রকার প্রলয় সংঘটিত হয়। সেগুলি হচ্ছে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য এবং আত্যন্তিক—যাদের সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই বিষয়কে প্রলয় নামে আখ্যায়িত করেছেন। অজ্ঞতাবশতঃ জীব জড়কার্যের অনুষ্ঠান করে এবং এইভাবে এক অর্থে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ হয়। কোনও কোনও আপ্তপুরুষ এই জীবকে সৃষ্টির নেপথ্য ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেন আবার অন্য কেউ মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন অব্যক্ত আত্মা। পরম সত্য জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরের মধ্যে, মায়াময় এই জগতের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে, এবং সমস্ত জীবের কার্যাবলীর মধ্যে উপস্থিত আছেন। এই সকলের ঊর্ধ্বেও তাঁর পৃথক অস্তিত্ব আছে। এইরূপে তাঁর দিব্য স্তরে অবস্থিত হয়ে, তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর পরম এবং অনুপম আশ্রয়। যদিও জড় বস্তু বিভিন্ন নাম এবং রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তবুও তার মূল উপাদান সর্বদাই তার সত্তার ভিত্তিরূপে বর্তমান থাকে। তেমনি বীজ সঞ্চার কাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্ট জড় দেহের বিভিন্ন স্তর স্থূল, যুক্ত এবং বিযুক্ত—এই উভয়রূপেই পরম সত্য সদা বর্তমান আছেন। নিজে নিজেই হোক বা নিয়মিত পারমার্থিক অভ্যাসের মাধ্যমেই হোক—মানুষের মন জাগ্রত, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির জড় স্তরে কর্ম করা থেকে বিরত হতে পারে। তখন মানুষ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরে নিজেকে জড় প্রচেষ্টা থেকে নিবর্তিত করে। সুদক্ষ পৌরাণিক ঋষিগণ ঘোষণা করেছেন যে, পুরাণগুলিকে তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে আঠারোটি মুখ্য পুরাণ এবং আঠারোটি গৌণ পুরাণরূপে ভাগ করা যায়। আঠারোটি মুখ্য পুরাণ হচ্ছে—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। হে ব্রাহ্মণ, মহামুনি ব্যাসদেবের এই বেদ-পুরাণ শাখাবিস্তারে আপনার নিকট বর্ণনা করলাম। যাঁরা নিষ্ঠা প্রণিধানপূর্বক এই বর্ণনা শ্রবণ করেন তাঁদের পারমার্থিক শক্তি বিবর্ধিত হবে।"

卐 卐 卐

অষ্টম অধ্যায়

নরনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা

শ্রীশৌনক বললেন—"হে সূত গোস্বামী, আপনি চিরজীবী হোন। হে সাধু, হে শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী, অনুগ্রহপূর্বক কথা বলে চলুন। বস্তুতপক্ষে আপনিই কেবল অজ্ঞতার অন্ধকারে ভ্রমণশীল মানুষদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে পারেন। প্রামাণিক ব্যক্তিগণ বলেন যে মৃকণ্ডু পুত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি ছিলেন এক অসাধারণ দীর্ঘজীবী ঋষি। ব্রহ্মার দিবসান্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রলয়বারিতে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভার্গব সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি বর্তমান ব্রহ্মার জীবদ্দশায় আমার বংশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত ব্রহ্মার এই দিবসে আমরা কোনও পূর্ণ প্রলয় দর্শন করিনি। একথাও সর্বজন বিদিত যে মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন অসহায়ভাবে সেই মহা প্রলয় সমুদ্রে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি সেই ভয়ঙ্কর জলে বটপত্র সম্পুটে একাকী শায়িত চমৎকার এক নবীন শিশুকে দর্শন করেছিলেন। হে সূত গোস্বামী, এই মহা ঋষি মার্কণ্ডেয় সম্পর্কে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্তি এবং কৌতূহল বোধ করছি। হে মহাযোগী, সমস্ত পুরাণের একজন প্রামাণিক পৌরাণিকরূপে আপনি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমার বিভ্রম দূর করুন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে মহা ঋষি শৌনক,

আপনার এই প্রশ্নই প্রত্যেকের মোহ বিদূরিত করতে সহায়ক হবে, কেননা তা এই কলিযুগের মলিনতা শোধনকারী ভগবান শ্রীনারায়ণের কথাতেই পর্যবসিত হয়। মার্কণ্ডেয় ঋষির ব্রাহ্মণ দীক্ষার অনুকূলে, তাঁর পিতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমস্ত বিধিবদ্ধ আচার দ্বারা পবিত্র হওয়ার পর, তিনি বৈদিক মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং যথাযথভাবে বিধি নিষেধ পালন করেছিলেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং তপস্যায় প্রগতি সাধন করেছিলেন এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। জটা বন্ধন ধারণ করে, অতি প্রশান্তরূপে প্রতিভাত হয়ে, ভিক্ষুর কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত, ব্রহ্মচারী মেখলা, কৃষ্ণাজিন, পদ্মবীজের জপমালা এবং কুশগুচ্ছ সংযুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর পারমার্থিক প্রগতি সাধন করেছিলেন। দিনের পবিত্র সন্ধিক্ষণগুলিতে তিনি পাঁচটিরূপে নিয়মিত পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে—যজ্ঞাগ্নি, সূর্যদেব, শ্রীগুরু, ব্রাহ্মণ এবং হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। সকাল সন্ধ্যায় তিনি ভিক্ষার জন্য নির্গত হতেন, এবং ভিক্ষা থেকে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর সংগৃহীত সমস্ত খাদ্য তাঁর গুরুদেবকে উৎসর্গ করতেন। যদি তার গুরুদেব তাঁকে আমন্ত্রণ করতেন, কেবল তখনই তিনি দিবসে একবার মাত্র ভোজন গ্রহণ করতেন। অন্যথায় উপবাস করতেন। এইভাবে স্বাধ্যায় ও তপস্যায় নিরত হয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি অগণিত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হৃষীকেশ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি অজেয় মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা, ভৃগুমুনি, শিব, প্রজাপতি দক্ষ, ব্রহ্মার মহান পুত্রগণ, দেবতা, পিতৃপুরুষ, প্রেতাত্মা, এবং মানুষদের মধ্যে অনেকেই মার্কণ্ডেয় ঋষির এই প্রাপ্তিতে অতি বিস্মিত হয়েছিলেন। এইরূপে ভক্তিযোগী মার্কণ্ডেয় ঋষি তার তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং আত্মসংযমের মাধ্যমে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। এইভাবে সমস্ত ক্লেশ থেকে মনকে মুক্ত করে, অন্তর্মুখী হয়ে তিনি অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করেছিলেন। এই যোগিপুরুষ যখন তাঁর প্রবল যোগাভ্যাসের দ্বারা তাঁর মনকে স্থির করেছিলেন, সেই সময় ছয়টি মন্বন্তরের সুদীর্ঘ মহাকাল অতিক্রান্ত হয়েছিল।"

"হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান সময় তথা সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্রদেব মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান যোগ শক্তিতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষির পারমার্থিক অনুশীলনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র লোভ এবং মদের মূর্ত বিগ্রহ সমভিব্যাহারে কামদেব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, বসন্ত ঋতু এবং মলয় পর্বতের চন্দনের সুগন্ধ সংযুক্ত বায়ুকে প্রেরণ করেছিলেন। হে মহাশক্তিশালী শৌনক, তারা হিমালয় পর্বতের উত্তর পার্শ্বে, যেখানে বিখ্যাত চিত্রা নামক পর্বতশৃঙ্গের পাশ দিয়ে পুষ্পভদ্রা নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে উপনীত হয়েছিলেন। পুণ্যবৃক্ষের কুঞ্জসমূহ মার্কণ্ডেয় ঋষির পবিত্র আশ্রমকে সজ্জিত করেছিল এবং বহু সংখ্যক পবিত্র জলাশয় উপভোগ করে বহু ব্রাহ্মণ সন্তগণ সেখানে বাস করতেন। উন্মত্ত মধুকরের নৃত্যের সময়, উন্মত্ত অলিকুলের গুঞ্জনে এবং উত্তেজিত কোকিলদের কুহু কুহু রবে আশ্রমভূমি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বহু উন্মত্ত পক্ষিকুল সেই আশ্রমে সমবেত হয়েছিল। ইন্দ্র প্রেরিত বসন্ত বায়ু নিকটবর্তী নির্ঝরের শীতল জলকণা বহন করে সেখানে প্রবেশ করেছিল। বনপুষ্পের আলিঙ্গন সঞ্জাত সুগন্ধবায়ু সেই আশ্রমে প্রবেশ করে কামদেবের প্রতিবাসনা জাগ্রত করতে আরম্ভ করেছিল। অতঃপর, মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে বসন্ত ঋতুর সমাগম হল। বস্তুতপক্ষে উদীয়মান চন্দ্রের আলোকে উদ্ভাসিত সান্ধ্য আকাশ বসন্ত ঋতুর মুখমণ্ডলরূপেই পরিণত হয়েছিল। নবাঙ্কুর এবং পুষ্পমুকুল সমূহ বস্তুতপক্ষেই বৃক্ষলতার আলকে আচ্ছাদিত করেছিল। বহু সংখ্যক স্বর্গীয় রমণীদের পতি কামদেব তখন তাঁর তীরধনুক ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গীত এবং বাদ্যবাদনে রত গন্ধর্বের দল তাঁকে অনুসরণ করেছিল। ইন্দ্রদেবের ভৃত্যগণ মার্কণ্ডেয় ঋষিকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করার পর ধ্যানে সমাসীন অবস্থায় দর্শন করল। তাঁর চক্ষুদ্বয় সমাধিতে নিমীলিত হয়েছিল এবং তাঁকে দেখতে মূর্তিমান অগ্নিদেবের মতোই অজেয় বলে মনে হচ্ছিল। সেই ঋষির সম্মুখে রমণীগণ নৃত্য করেছিল, গন্ধর্বগণ মৃদঙ্গ, করতাল এবং বাঁশির মনোরম ঝংকার সহযোগে গান গেয়েছিল। তখন রজোগুণের পুত্র লোভ (লোভের মূর্ত বিগ্রহ), বসন্ত ঋতু, এবং ইন্দ্রের অন্যান্য ভৃত্যগণ সকলেই মার্কণ্ডেয় ঋষির মনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। কামদেব তখন তাঁর পঞ্চমুখী শর তাঁর ধনুকে সংযুক্ত করে গুণ আকর্ষণ করেছিলেন। পুঞ্জিকস্থলী নামে অপ্সরা কতগুলি খেলার বল নিয়ে ক্রীড়া করার অভিনয় করতে লাগল। তার গুরু স্তনভারে কটিদেশকে অবনমিত ও ক্লান্ত বলে মনে হয়েছিল। তার কেশে বিন্যস্ত পুষ্পমালা অবিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে যখন বলের পেছনে ধাবিত হয়েছিল, তখন তার সূক্ষ্ম বসনের কটি বন্ধন শিথিল হয়েছিল এবং অকস্মাৎ বায়ু তার বসনকে হরণ করেছিল। কামদেব সেই ঋষিকে জয় করেছেন বলে মনে করে তখন তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ঠিক যেমন একজন নাস্তিকের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, তেমনি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে ভ্রষ্ট করার এই সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। হে মুনিবর শৌনক, কামদেব এবং তাঁর অনুগামীগণ যখন ঋষির ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁরা নিজেরাই ঋষির তেজে জীবন্ত দগ্ধমান হওয়ার অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ঠিক যেমন শিশুরা একটি ঘুমন্ত সাপকে জাগিয়ে তোলে পরে নিরস্ত হয়, তেমনি অবশেষে তারা তাদের অপকর্ম বন্ধ করেছিল।"

"হে ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রের অনুগামীগণ নির্লজ্জভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা অহংকারের প্রভাবে আদৌ বশীভূত হননি। মহাত্মাদের পক্ষে এইরকম সহিষ্ণুতা আশ্চর্যের কিছু নয়। শক্তিশালী ইন্দ্র যখন মহান মার্কণ্ডেয় ঋষির যোগ শক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করলেন এবং দেখলেন যে কিভাবে তাঁর উপস্থিতিতে কামদেব এবং তার পার্ষদেরা নিস্তেজ হয়ে গেছে, তখন তিনি অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং সংযম পালনের দ্বারা আত্মোপলব্ধিতে পূর্ণরূপে স্থিরচিত্ত মার্কণ্ডেয় ঋষিকে কৃপা প্রদর্শন করার বাসনায় পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ঋষির সম্মুখে নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন শুক্লবর্ণ, অপরজন কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয়েই ছিলেন চতুর্ভুজ। তাঁদের চক্ষু ছিল প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ, তাঁরা কৃষ্ণাজিন, বল্কল এবং ত্রিগুণবিশিষ্ট উপবীত ধারণ করেছিলেন। তাঁদের পরম পবিত্র হস্তে তাঁরা সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু, বংশদণ্ড, পদ্মবীজ নির্মিত জপমালা এবং সকল জীবের পবিত্রকারী দর্ভ ঘাস গুচ্ছের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সুদীর্ঘ এবং তাঁদের মুকুট বর্ণের অঙ্গজ্যোতি ছিল বিচ্ছুরণশীল তড়িৎ বর্ণের মতো। তপস্যার মূর্ত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা মুখ্য দেবতাদের দ্বারা পূজিত হচ্ছিলেন। নর এবং নারায়ণ এই দুজন ঋষি ছিলেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের মূর্তরূপ। মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন তাঁদের দেখেছিলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদেরকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। তাঁদের দর্শন করার দিব্য আনন্দ পূর্ণরূপে মার্কণ্ডেয় ঋষির দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে তৃপ্ত করেছিল, তার লোম সমূহ রোমাঞ্চিত এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্লাবিত হয়েছিল। আনন্দে অভিভূত হয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেও অক্ষমতা বোধ করছিলেন। অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় উত্থিত হয়ে বিনম্র চিত্তে মস্তক অবনত করে মার্কণ্ডেয় ঋষি এমনই ঔৎসুক্য অনুভব করেছিলেন যে তিনি কল্পনার চোখে উভয় ঈশ্বরকেই আলিঙ্গন করছিলেন। আনন্দে গদ্গদ স্বরে তিনি পুন পুন বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের বিনীতভাবে প্রণাম করি।' তিনি তাঁদেরকে আসন প্রদান করে তাঁদের চরণ ধৌত করেছিলেন। তারপর অর্ঘ্য, চন্দনাদি উপলেপনদ্রব্য, সুগন্ধি তৈল, ধূপ এবং মাল্য সহযোগে তাঁদের পূজা করেছিলেন। সুখে সমাসীন, বর প্রদানে উন্মুখ পরম পূজনীয় সেই দুজন ঋষির চরণ কমলে মার্কণ্ডেয় ঋষি পুনরায় প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে বললেন—হে সর্বশক্তিমান ভগবান, কী করে আপনার বর্ণনা করব? আপনি প্রাণবায়ুকে সঞ্চারিত করেন যা জীবের মন, ইন্দ্রিয় এবং বাকশক্তিকে স্পন্দিত করে। একথা সমস্ত সাধারণ বদ্ধ জীবের পক্ষে সত্য এবং এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবের মতো মহান দেবতাদের ক্ষেত্রেও সত্য। সুতরাং আমার পক্ষে তা অবশ্যই সত্য। তা সত্ত্বেও, যাঁরা আপনার আরাধনা করেন, আপনি তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার এই বিগ্রহরূপ জড় দুঃখের নিবৃত্তি এবং মৃত্যুকে

জয় করার মাধ্যমে ত্রিলোকের পরম কল্যাণ সাধন করার নিমিত্ত আবির্ভূত হয়েছেন। হে ভগবান, যদিও আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং একে রক্ষা করার জন্য বিবিধ দিব্যরূপ পরিগ্রহ করেন, তবুও ঠিক যেমন একটি মাকড়শা জাল বুনার পর সেটি আত্মসাৎ করে থাকে, আপনিও সেইভাবে এই জগতকে আত্মসাৎ করে থাকেন। যেহেতু আপনিই সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের পরম রক্ষক ও নিয়ন্তা, তাই যে কেউ আপনার চরণকমলে আশ্রিত হলে কখনই জড় কর্ম, জড় গুণ ও কালের কলুষে কলুষিত হয় না। বেদসার হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে সব মহান ঋষিগণ, তাঁরা আপনাকে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেন। আপনার সঙ্গ লাভের জন্য তাঁরা সুযোগ পেলেই আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন, অবিরাম আপনার আরাধনা এবং ধ্যান করেন।"

"হে ভগবান, এমনকি ব্রহ্মা যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আয়ুষ্কাল ধরে তাঁর মহিমান্বিত পদ ভোগ করেন, তিনিও কাল প্রবাহকে ভয় করেন। তাহলে ব্রহ্মার সৃষ্ট বদ্ধ জীবদের আর কী কথা। তারা তো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই বিপদের সম্মুখীন হন। আমি অপবর্গের মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ আপনার চরণ কমলের আশ্রয় ছাড়া এই ভয় থেকে মুক্তির অন্য কোনও উপায় দেখি না। অতএব, জড় দেহাত্মবোধ এবং প্রকৃত আত্মাকে আচ্ছাদনকারী সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ করে আমি আপনার চরণকমলের আরাধনা করি। এই সকল অর্থহীন, অসৎ এবং ক্ষণস্থায়ী আচ্ছাদনগুলিকে সর্বসত্য ধারণকারী মনীষা সমন্বিত আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই গণ্য করা হয়। পরমেশ্বর ভগবান তথা জীবাত্মার প্রভু আপনাকে লাভ করার দ্বারা মানুষ সমস্ত কামনাই লাভ করতে পারে।"

"হে প্রভু, হে বদ্ধ জীবের পরম সুহৃদ, যদিও এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য আপনি আপনার মায়াময়ী সত্ত্ব, রজ এবং তম গুণকে স্বীকার করেন, তবুও আপনি বিশেষত সত্ত্বগুণকেই বদ্ধ জীবের মুক্তি প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেন। অন্য দুটো গুণ আমাদের দুঃখ, মোহ এবং ভয়ই কেবল নিয়ে আসে। হে ভগবান, যেহেতু শুদ্ধ সত্ত্বগুণের মাধ্যমে অভয়, চিদানন্দ, ভগবদ্ধাম সবই লাভ করা যায়, তাই আপনার ভক্তগণ এই গুণকেই আপনার সাক্ষাৎ প্রকাশ পরমেশ্বর ভগবান বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু কখনই রজ এবং তমোগুণকে সেভাবে গণ্য করেন না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের চিন্ময় রূপের পাশাপাশি আপনার শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রিত প্রেমময় দিব্য রূপেরই আরাধনা করেন। আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আমার বিনীত প্রণাম নিবেদন করি। তিনিই হচ্ছেন সর্বব্যাপক এবং সর্বাত্মক বিশ্বরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের গুরু। ঋষিরূপে অবতীর্ণ পরম আরাধ্যদেব ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষিকে আমি প্রণাম করি এবং বৈদিক শাস্ত্রের প্রচারক, পূর্ণরূপে সংযতবাক, শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আশ্রিত, নরোত্তম মহাপুরুষ শ্রীনর ঋষিকেও আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। বহুমায়াকারী ইন্দ্রিয়ের কর্ম দ্বারা বিকৃতবুদ্ধি জড়বাদী মানুষ আপনাকে জানতে পারে না, যদিও আপনি সর্বদাই তার নিজ ইন্দ্রিয়ে, হৃদয়ে এবং তার অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বস্তু সমূহের মধ্যেও উপস্থিত আছেন। তবে যদিও আপনার মায়াশক্তি মানুষের উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তবুও পরম শিক্ষক আপনার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ করার ফলে, সেও আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে। হে ভগবান, কেবল বৈদিক শাস্ত্রই আপনার ব্যক্তিস্বরূপের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে এবং এইরূপে ব্রহ্মাদি মতো মহান তত্ত্ববিদ পুরুষগণও অভিজ্ঞতামূলক পন্থায় আপনাকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় বিভ্রান্ত হন। প্রত্যেক দার্শনিক তাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট কল্পনা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনাকে উপলব্ধি করে। আমি সেই পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা করি যাঁর জ্ঞান বদ্ধজীবাত্মার চিন্ময় স্বরূপকে আচ্ছাদনকারী দৈহিক উপাধির দ্বারা আবৃত হয়ে আছে।"

নবম অধ্যায়

মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করলেন

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"নর সখা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ মহামতি ঋষি মার্কণ্ডেয় কর্তৃক যথার্থ স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হয়েছিলেন। এইরূপে ভগবান শ্রেষ্ঠ ভার্গবকে সম্বোধন করেছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—"হে প্রিয় মার্কণ্ডেয়, তুমি বাস্তবিকপক্ষেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। পরমাত্মার ধ্যানে সমাধি অভ্যাসের দ্বারা এবং আমার প্রতি তোমার অবিচলিত ভক্তিসেবা, তপস্যা, বেদপাঠ এবং সংযমের দ্বারা তুমি তোমার জীবনকে সফল করেছ। তোমার আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত অভ্যাসের প্রতি আমরা পূর্ণরূপে প্রসন্ন। তুমি তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। কেননা আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম। তুমি সমস্ত সৌভাগ্য উপভোগ কর।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন—"হে দেব-দেবেশ, আপনার জয় হোক। হে ভগবান অচ্যুত, আপনি আপনার শরণাগত ভক্তদের সমস্ত আর্তি হরণ করেন। আপনি যে আমাকে আপনার দর্শন লাভের অধিকার দান করেছেন, এটিই হচ্ছে আমার ঈপ্সিত সমস্ত বর। ব্রহ্মার মতো দেবতাগণ তাঁদের মন যোগাভ্যাসে পরিপক্ব লাভ করার পর শুধু আপনার সুন্দর চরণকমল দর্শন করার মাধ্যমে তাঁদের মহিমান্বিত পদ লাভ করেছিলেন। আর এখন, হে প্রভু, আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। হে কমললোচন, হে যশস্বী ব্যক্তিদের শিরোমণি, যদিও আমি শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই পরিতৃপ্ত, তা সত্ত্বেও আমি আপনার মায়াশক্তিকে দর্শন করার কামনা করি, যার প্রভাবে পালনকারী দেবতাগণ সহ সমগ্র জগৎ সত্যকে জড় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বলে মনে করে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"হে শৌনক মুনি, এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা এবং পূজায় প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "তবে তাই হোক" এবং তারপর তিনি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ভগবানের মায়াশক্তিকে দর্শন করবার বাসনায় ঋষি সর্বদা চিন্তা করে, অগ্নিতে, সূর্যে, চন্দ্রে, জলে, ভূমিতে, বায়ুতে, বিদ্যুতে এবং তাঁর নিজ হৃদয়ে ভগবানকে ধ্যান করে এবং ভাব দ্রব্য সমূহে তাঁর আরাধনা করে অবিরত তাঁর আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো কখনো ভগবৎ-প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়ে, মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর নিত্য পূজা অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হয়ে যেতেন।"

"হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শৌনক, একদিন মার্কণ্ডেয় যখন পুষ্পভদ্রা নদীর কিনারে তাঁর সান্ধ্য পূজার অনুষ্ঠান করছিলেন, এমন সময় এক ভীষণ বায়ু অকস্মাৎ উত্থিত হয়েছিল। সেই বায়ু প্রবাহ প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করেছিল। এর অব্যবহিত পরেই বিদ্যুৎ এবং বজ্রপাতের গর্জন সমন্বিত ভয়ঙ্কর মেঘ আবির্ভূত হয়েছিল এবং সেই মেঘপুঞ্জ সমস্ত দিকে রথচক্রের মতো মুষল ধারে বারি বর্ষণ করেছিল। তারপর সব দিক থেকে চারিটি মহান সমুদ্র প্রবল বায়ু তাড়িত তরঙ্গের দ্বারা ভূপৃষ্ঠ গ্রাস করতে করতে আবির্ভূত হল। এই সকল সমুদ্রে উগ্র সামুদ্রিক দৈত্যরা ছিল, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি আর অশুভ গর্জনের নির্ঘোষ শুনা দিয়েছিল। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি দেখলেন যে তাঁর সঙ্গে সমস্ত বনবাসী তীব্র বায়ু প্রবাহ, বিদ্যুৎপূর্ণ বজ্রপাত এবং আকাশকেও অতিক্রম করে যে মহাতরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল, তাদের দ্বারা অন্তরে বাহিরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা পীড়িত হয়েছিলেন। যখন সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হল, তিনি তখন বিক্ষুব্ধ এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। এমন কি মার্কণ্ডেয় যখন এইসব দর্শন করছিলেন, সেই সময় মেঘের বর্ষণ সেই মহাসমুদ্রকে অধিক থেকে অধিকতর পূর্ণ করেছিল, এর জল ঘূর্ণিবাতের দ্বারা ভয়ঙ্কর তরঙ্গে উত্তাল করেছিল এবং পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ, পর্বত এবং মহাদেশ সমূহকে আচ্ছাদিত করেছিল। এই জল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং ঊর্ধ্বলোককে পরিপ্লাবিত করেছিল। বস্তুতপক্ষে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্বদিক থেকে

প্লাবিত হয়েছিল এবং সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিই অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁর জটাজুট বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, এবং সেই মহামুনি সেই জলের মধ্যে জড় এবং অন্ধবৎ একাকী পরিভ্রমণ করেছিলেন। ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে, ভয়ংকর মকর এবং তিমিঙ্গিল মৎস্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং তরঙ্গ ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হয়ে অসীম অন্ধকারে পতিত সেই ঋষি লক্ষ্যহীনভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন। যতই তিনি পরিভ্রমে নিমগ্ন হচ্ছিলেন, ততই তিনি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন এবং পৃথিবী থেকে আকাশকে পৃথক করতে পারছিলেন না। কখনো কখনো তিনি প্রচণ্ড ঘূর্ণির কবলীভূত হয়েছিলেন, কখনো বা শক্তিশালী তরঙ্গে আহত হয়েছিলেন, আবার কখনো জলজন্তুরা পরস্পরকে আক্রমণ করার সময় তাঁকে ভক্ষণ করবার ভয় দেখিয়েছিল। কখনো কখনো তিনি অনুতাপ, বিষাদ, দুঃখ, সুখ বা ভয় অনুভব করেছিলেন। আবার কখনো বা এমন ভয়ংকর ব্যাধিগ্রস্ত অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি মৃত্যুবরণ করছেন।"

"শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি যখন সেই জল প্লাবনে ভ্রমণ করছিলেন, তখন অযুত অযুত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। একবার, সেই জলে ভ্রমণ করার সময় ব্রাহ্মণ মার্কণ্ডেয় একটি দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন যার উপর ফল পল্লব সমন্বিত এক নবীন বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। সেই বৃক্ষের উত্তরপূর্বাংশের একটি শাখায় তিনি একটি শিশুকে পাতার অভ্যন্তরে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। সেই শিশুর অঙ্গজ্যোতি অন্ধকারকে গ্রাস করেছিল। সেই শিশুর অঙ্গের বর্ণটি ছিল এক নির্মল মরকত মণির মতো। তাঁর মুখপদ্ম সৌন্দর্য সম্পদে উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠে ছিল শঙ্খরেখার মতো বলিরেখা। তাঁর বক্ষ ছিল বিস্তৃত, নাসিকা সুনির্মিত, ভ্রূযুগল সুন্দর। তাঁর মনোরম কর্ণযুগল দাড়িম্ব ফুলসদৃশ, যার অভ্যন্তরে ছিল শঙ্খের রেখা। তাঁর আঁখির প্রান্তভাগ পদ্ম গর্ভের মতো রক্তিম, তাঁর প্রবাল সদৃশ অধরোষ্ঠের দ্যুতি তাঁর শ্রীমুখের মনোরম অমৃতময় স্মিত হাসাকে ঈষৎ রক্তিমাভ করে তুলেছিল। শ্বাস গ্রহণ করার সময় তাঁর উজ্জ্বল কেশরাশি কম্পিত হয়েছিল এবং তাঁর কদলীপত্র সদৃশ উদরে ত্বকের চঞ্চল ভাঁজসমূহ তাঁর গভীর নাভিদেশকে সংকীর্ণ করেছিল। সেই শিশু যখন তাঁর কমনীয় অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা তাঁর একটি চরণকমল ধারণ করে, সেই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাঁর মুখের অভ্যন্তরে স্থাপন করে চুষতে আরম্ভ করেছিল, সেই মহান ব্রাহ্মণ তখন বিস্মিত চক্ষে সেই দৃশ্য দর্শন করেছিলেন। ঋষি মার্কণ্ডেয় যখন সেই বালকটিকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর সমস্ত পরিশ্রম প্রশমিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁর আনন্দ এতই তীব্র ছিল যে তাঁর হৃদয়পদ্মের সঙ্গে নয়নপদ্মও পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং তাঁর দেহের রোমরাজি রোমাঞ্চিত হয়েছিল। সেই চমৎকার শিশুর স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে, সেই ঋষি তাঁর সমীপে সমাগত হলেন। ঠিক সেই সময় শিশুটি শ্বাস গ্রহণ করেছিল এবং একটি মশকের মতো ঋষি মার্কণ্ডেয়কে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করেছিল। সেখানে তিনি দেখলেন যে প্রলয়ের পূর্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা ঠিক যেরকম ছিল, সেখানেও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঠিক সেইভাবেই বিন্যস্ত ছিল। তা দেখে ঋষি মার্কণ্ডেয় অতীব বিভ্রান্ত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন।"

"মার্কণ্ডেয় ঋষি সেখানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে পেলেন—আকাশ, স্বর্গ এবং পৃথিবী, নক্ষত্র, পর্বত, সমুদ্র, মহান দ্বীপসমূহ এবং মহাদেশসমূহ প্রতিটি দিক্‌ভাগ, সুর এবং অসুর, বনানী, দেশ, নদী, নগর এবং খনিসমূহ, কৃষিক্ষেত্রময় গ্রামসমূহ গাভী বিচরণক্ষেত্র এবং সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—সবই সেখানে উপস্থিত। তিনি সেখানে সমগ্র উৎপত্তি কারণের এবং মূল উপাদান সমূহকেও দেখতে পেলেন এবং স্বয়ং কাল, যা ব্রহ্মার দিবস সমূহে অগণিত বৎসরের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেও দেখতে পেলেন। এই সবকিছুই তিনি তাঁর সম্মুখে প্রকৃত সত্য বস্তুর মতোই ব্যক্ত দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে হিমালয় পর্বতমালা, পুষ্পভদ্রা নদী, এবং তাঁর নিজের আশ্রম, যেখানে তিনি নর-নারায়ণ ঋষির দর্শন লাভ করেছিলেন, সবই দেখতে পেলেন। অতঃপর মার্কণ্ডেয় যখন এভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করছিলেন, শিশুটি তখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং ঋষিকে তাঁর দেহ থেকে বহিষ্কার করে পুনর্বার তাঁকে প্রলয় সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। সেই মহাসমুদ্রে তিনি পুনর্বার সেই দ্বীপে

বটবৃক্ষটিকে বিকশিত হতে দেখলেন এবং সেই শিশুটিকে পাতার মধ্যে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। শিশুটি তাঁর প্রেমামৃত সিক্ত স্মিত হাস্যে চোখের প্রান্তভাগে ঋষির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁর আঁখিপথে শিশুটিকে হৃদয়ে ধারণ করলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ঋষিবর সেই দিব্য পরমেশ্বর ভগবানকে আলিঙ্গন করতে ধাবিত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে, পরম যোগেশ্বর, প্রতিটি জীবের হৃদয় গুহায় গুপ্ত পরমেশ্বর ভগবান সেই ঋষির কাছে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, ঠিক যেমন অযোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্ত সম্পদ অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। হে ব্রাহ্মণ, ভগবান অন্তর্হিত হওয়ার পর, সেই বটবৃক্ষ, মহান জলরাশি এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সবকিছুই অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং মুহূর্তকালের মধ্যে ঋষি মার্কণ্ডেয় নিজেকে পূর্ববৎ তাঁর নিজ আশ্রমে উপস্থিত দেখতে পেলেন।"

দশম অধ্যায়

ভগবান শিব এবং উমা কর্তৃক মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশংসা

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর এই যোগবলশালী মোহময়ী মায়াশক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এই অভিজ্ঞতা লাভ করার পর ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—"হে ভগবান শ্রীহরি, প্রণতদের অভয় প্রদানকারী আপনার শ্রীচরণকমল তলে আমি শরণাগত হই। মহান দেবতাগণও যাঁদের কাছে জ্ঞান রূপে প্রতিভাত আপনার মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হন।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"রুদ্র পরিবেষ্টিত ভগবান শিব পার্বতীসহ বৃষে উপবিষ্ট হয়ে আকাশ মার্গে পর্যটন করতে করতে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। দেবী উমা সেই ঋষিকে দর্শন করে শিবকে সম্বোধন করে বললেন—'হে প্রভু, সমাধিতে নিস্তব্ধ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শুধু দর্শন করুন। বায়ুপ্রবাহ নিস্তব্ধ হলে পরে সমুদ্রের জল এবং মৎস্যসমূহ যেমন স্তব্ধ হয়ে পড়ে, তিনিও সেইরকমই প্রশান্ত অবস্থায় রয়েছেন। সুতরাং হে প্রভু, আপনি যেহেতু তপস্বীদের সিদ্ধি দান করেন, অনুগ্রহ করে এই ঋষিকেও সিদ্ধি দান করুন, যা স্পষ্টতই তাঁর প্রাপ্য।'"

ভগবান শিব উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মর্ষি কোনও বর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত, কেননা তিনি অব্যয় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা লাভ করেছেন। তা সত্ত্বেও, হে ভবানী, চল, এই সাধুর সঙ্গে সংলাপ করি। সর্বোপরি, সাধু সঙ্গই হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইরকম কথা বলে, শুদ্ধ জীবের আশ্রয়, সমস্ত পরমার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞানের অধীশ্বর এবং সমস্ত দেহবদ্ধ জীবের নিয়ন্তা ভগবান শঙ্কর সেই ঋষির সম্মুখে সমাগত হলেন। যেহেতু শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির জড় মনের বৃত্তি রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাই সেই ঋষি জানতেই পারেননি যে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান শিব এবং তাঁর পত্নী স্বয়ং তাঁকে দেখতে এসেছেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এতই ধ্যানমগ্ন ছিলেন যে তিনি যেমন আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন, তেমনি বহির্বিশ্বকেও বিস্মৃত হয়েছিলেন।

ঋষির অবস্থা খুব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে ভগবান শিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের হৃদয়ের আকাশে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর যোগশক্তি প্রয়োগ করলেন, ঠিক যেমন ছিদ্র পথে বায়ু প্রবাহিত হয়। শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগবান শিবকে অকস্মাৎ তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হতে দেখলেন। শিবের পিঙ্গল জটা তড়িতালোক সদৃশ, তাঁর তিনটি লোচন, দশটি বাহু, উদীয়মান সূর্যের মতো উজ্জ্বল সুদীর্ঘ দেহ। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেছিলেন এবং জপমালা, ডমরু, করোটি এবং কুঠার সহ একটি ত্রিশূল, তীরধনুক, তলোয়ার এবং বর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিস্মিত হয়ে সেই ঋষি তাঁর সমাধি থেকে নির্গত হলেন এবং ভাবলেন, 'কে তিনি এবং কোথা থেকেই বা এসেছেন?' ঋষি তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে, উমা এবং গণ সহ ত্রিলোকের গুরু ভগবান শ্রীশিবকে দর্শন করলেন। মার্কণ্ডেয় তখন নত মস্তকে তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় স্বাগতবাক্য, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, মাল্য এবং প্রদীপ নিবেদন করে গণসহ শিব এবং উমার পূজা করেছিলেন।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—"হে বিভো, আপনার নিজ আনন্দে পূর্ণরূপে অবস্থান আপনার জন্য আমি কী-ই বা করতে পারি? বস্তুতপক্ষে আপনার কৃপায় আপনি সমগ্র জগৎকে তৃপ্ত করেন। হে পরম করুণাময় দিব্য পুরুষ, আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণাম করি, সত্ত্বগুণের পতিরূপে আপনি আনন্দ দান করেন, রজোগুণের সংস্পর্শে আপনি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপে প্রতিভাত হন এবং আপনি তমোগুণেরও সঙ্গকারী।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"দেবাদিদেব এবং সাধুদের আশ্রয় ভগবান শ্রীশিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। প্রসন্ন হয়ে, স্মিতহাস্যে তিনি ঋষিকে সম্বোধন করলেন।"

ভগবান শ্রীশিব বললেন—"অনুগ্রহ করে আমার কাছে কিছু বর চাও। কেননা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমি—এই তিন জন সমস্ত বরদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আমাদের দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, কেননা শুধুমাত্র আমাদের দর্শন করেই মরণশীল ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করতে পারেন। সমস্ত লোকের বাসিন্দাগণ এবং লোকপালগণ সহ ব্রহ্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এবং আমি সহ সকলেই সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের বন্দনা করি, অর্চনা করি এবং সহযোগিতা করি, যাঁরা সমদর্শী, নির্মৎসর, আমাদের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ, সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু, জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত, সদা প্রশান্ত এবং সত্ত্বস্বভাব বিশিষ্ট। এই সকল ভক্তগণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন না এবং নিজেদের সঙ্গেও অন্যান্য জীবদের পার্থক্য করেন না। সুতরাং, তুমি যেহেতু সেরকম সাধু ভক্ত, আমরা তোমার পূজা করি। শুধু জলাশয় মাত্রই তীর্থ নয়, কিংবা দেবতাদের প্রাণশূন্য মূর্তিগুলিও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। কেননা বাহ্য দৃষ্টি পবিত্র নদী এবং দেবতাদের উচ্চতর সার বুঝতে ব্যর্থ হয়। সুদীর্ঘ কাল সেবা করার পরই এগুলি মানুষকে পবিত্র করে। কিন্তু তোমার মতো ভক্তগণ শুধু দর্শন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে থাকেন। পরমাত্মার ধ্যানের মাধ্যমে, তপ অনুষ্ঠান করে, স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত হয়ে এবং সংযম পালনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমার থেকে অভিন্ন তিন বেদকে ধারণ করেন। তাই আমি ব্রাহ্মণদের প্রণাম করি। এমন কি মহাপাতকী এবং অন্ত্যজ ব্যক্তিরাও শুধুমাত্র আপনাদের সম্পর্কে শ্রবণ করে কিংবা আপনাদের মতো ব্যক্তিদের দর্শন করে পবিত্র হয়ে যায়। তাহলে কল্পনা করুন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণে তাঁরা কীরকম পবিত্র হবে।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"ধর্মতত্ত্ব নির্যাসে পরিপূর্ণ অমৃতময় কথা শিবের কাছ থেকে শ্রবণ করে মার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা দীর্ঘকাল প্রলয়বারিতে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়ে, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শিবের কথামৃত তাঁর সঞ্চিত ক্লেশকে নির্মূল করেছিল। তিনি শিবকে সম্বোধন করে বললেন—দেহবদ্ধ জীবের পক্ষে বিশ্বনিয়ন্তাদের লীলা অনুধাবন করা বাস্তবিকই অতীব কঠিন, কেননা, সেই নিয়ন্তাগণ তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবদেরই প্রণাম এবং প্রশংসা করে থাকেন। সাধারণত অন্যদের যথার্থ ব্যবহারে উৎসাহ দান এবং প্রশংসা করার ক্ষেত্রে প্রামাণিক ধর্ম-প্রবক্তাগণ যে আদর্শ আচরণ প্রদর্শন করেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহবদ্ধ জীবকে ধর্মনীতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা। এই আপাত

নম্রতা শুধু তাঁদের কৃপারই প্রদর্শনী মাত্র। যাঁর মায়াশক্তির দ্বারা সম্পাদিত ভগবান ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের এই যে আচরণ, তা কখনই তাঁর শক্তিকে নষ্ট করতে পারে না, ঠিক যেমন কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে যাদুকরের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় না। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি, যিনি শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমে এই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর পরমাত্মারূপে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। জড়া প্রকৃতির গুণকে কার্যকর করার মাধ্যমে তিনি এই জগতের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা বলে প্রতিভাত হন, ঠিক যেমন একজন স্বপ্নদ্রষ্টাকে তার স্বপ্নের মধ্যে সক্রিয় বলে মনে হয়। তিনিই হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীশ্বর এবং পরম নিয়ন্তা, তা সত্ত্বেও তিনি একক এবং পবিত্র, কেবলাদ্বিতীয়। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম গুরু, পরম সত্যের আদি মূর্ত বিগ্রহ।"

"হে সর্বব্যাপক প্রভু, আমি যেহেতু আপনাকে দর্শন করার বর লাভ করেছি, অন্য আর কী বর আমি চাইতে পারি? শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই মানুষ পূর্ণকাম হতে পারে এবং তার ঈপ্সিত যে কোন বিষয় লাভ করতে পারে। তা সত্ত্বেও সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় বর্ষণে সক্ষম এবং সর্বতোভাবে পূর্ণ আপনার কাছ থেকে একটি বর আমি প্রার্থনা করি। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর তৎপর ভক্তদের প্রতি, বিশেষত আপনার প্রতি আমি অবিচলিত ভক্তি লাভের বর প্রার্থনা করি।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"মার্কণ্ডেয় ঋষির সুন্দর বাক্যের দ্বারা কীর্তিত এবং পূজিত হয়ে ভগবান শর্ব (শিব) তাঁর পত্নী শর্বাণী দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তাঁকে (ঋষিকে) উত্তর দিলেন, হে মহর্ষি, তুমি যেহেতু ভগবান অধোক্ষজে ভক্তি পরায়ণ, তাই তোমার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হবে। কল্পান্ত পর্যন্ত তুমি পুণ্যযশ এবং অজরত্ব ও অমরত্ব ভোগ করবে। হে ব্রাহ্মণ, বৈরাগ্য সম্পদে সমৃদ্ধ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপলব্ধি সহ তোমার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হোক। আদর্শ ব্রাহ্মণের দ্যুতি তোমার মধ্যে রয়েছে এবং এইরূপে তোমার পুরাণাচার্যের পদ লাভ হোক।"

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে বর দান করলেন। তারপর দেবী পার্বতীকে ঋষির কার্যসমূহ ও ভগবানের মায়াশক্তির যে সাক্ষাৎ প্রদর্শনী তিনি অনুভব করেছেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে করতে ভগবান শিব তাঁর পথে প্রস্থান করেছিলেন। ভৃগু বংশের উত্তম বংশধর শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর যোগ সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভের জন্য মহিমামণ্ডিত হয়েছেন। এমন কি আজও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ভক্তিতে নিমগ্ন হয়ে তিনি এই জগতে বিচরণ করেন। এই রূপে আমি আপনাদের কাছে ধীমান শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির কার্যসমূহ এবং বিশেষত কিভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অদ্ভুত মায়াশক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা বর্ণনা করলাম। যদিও এই কাহিনীটি ছিল অনুপম এবং অদ্ভুতপূর্ব, কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি একে বদ্ধ জীবের জন্য ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট মায়াময় জড় সংসার চক্র—যা স্মরণাতীত কাল থেকে অন্তহীনভাবে আবর্তিত হচ্ছে, তার সঙ্গে তুলনা করেন। হে শ্রেষ্ঠতম ভার্গব, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি সম্পর্কিত এই বর্ণনা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য শক্তিকে ব্যক্ত করে। যে কেউ যথাযথভাবে এই কাহিনী শ্রবণ বা কীর্তন করবেন, তাকে কখনোই সকাম কর্ম ভিত্তিক জড় সংসার চক্রে আবর্তিত হতে হবে না।"

গন্ধর্বরূপে হূহূ, নাগরূপে শুক্র এবং যক্ষরূপে চিত্রস্বন শুচিমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে ইন্দ্র, গন্ধর্বরূপে বিশ্বাবসু, যক্ষরূপে শ্রোত, নাগরূপে এলাপত্র, ঋষিরূপে অঙ্গিরা, অপ্সরারূপে প্রম্লোচা এবং রাক্ষসরূপে বর্য নভো মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে বিবস্বান, গন্ধর্বরূপে উগ্রসেন, রাক্ষসরূপে ব্যাঘ্র, যক্ষরূপে আসারণ, ঋষিরূপে ভৃগু, অপ্সরারূপে অনুম্লোচা এবং নাগরূপে শঙ্খপাল নভস্য মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে পূষা, নাগরূপে ধনঞ্জয়, রাক্ষসরূপে বাত, গন্ধর্বরূপে সুষেণ, যক্ষরূপে সুরুচি, অপ্সরারূপে ঘৃতাচী এবং ঋষিরূপে গৌতম তপো মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যক্ষরূপে ঋতু, রাক্ষসরূপে বর্চা, ঋষিরূপে ভরদ্বাজ, সূর্যদেবরূপে পর্জন্য, অপ্সরারূপে সেনজিৎ, গন্ধর্বরূপে বিশ্ব এবং নাগরূপে ঐরাবত তপস্য মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে অংশু, ঋষিরূপে কশ্যপ, যক্ষরূপে তার্ক্ষ্য, গন্ধর্বরূপে ঋতসেন, অপ্সরারূপে উর্বশী, রাক্ষসরূপে বিদ্যুচ্ছত্রু এবং নাগরূপে মহাশঙ্খ সহোমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে ভগ, রাক্ষসরূপে স্ফূর্জ, গন্ধর্বরূপে অরিষ্টনেমি, যক্ষরূপে ঊর্ণ, ঋষিরূপে আয়ু, নাগরূপে কর্কোটক এবং অপ্সরারূপে পূর্বচিত্তি পুষ্যমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে ত্বষ্টা, ঋষিরূপে ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, নাগরূপে কম্বল, অপ্সরারূপে তিলোত্তমা, রাক্ষসরূপে ব্রহ্মাপেত, যক্ষরূপে শতজিৎ এবং গন্ধর্বরূপে ধৃতরাষ্ট্র ইষ মাসকে পালন করেন। সূর্যদেবরূপে বিষ্ণু, নাগরূপে অশ্বতর, অপ্সরারূপে রম্ভা, গন্ধর্বরূপে সূর্যবর্চা, যক্ষরূপে সত্যজিৎ, ঋষিরূপে বিশ্বামিত্র এবং রাক্ষস রূপে মখাপেত ঊর্জ মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই সকল ব্যক্তিগণ হচ্ছেন সূর্যদেব রূপে পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্যময় বিস্তার। যারা ভোর এবং সূর্যাস্তের সময় এই সকল বিগ্রহের কথা স্মরণ করেন, তাঁরা তাদের সমস্ত পাপের ফল হরণ করেন। এইভাবে দ্বাদশ মাস ধরে ইহ জীবন এবং পর জীবনের জন্য ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণের অন্তরে বিশুদ্ধ চেতনার সঞ্চার করে সূর্যদেব তাঁর ছয় প্রকার পার্ষদ সহ সর্ব দিকে পরিভ্রমণ করেন। ঋষিগণ তখন সাম, ঋক্ এবং যজুর্বেদীয় মন্ত্র সহযোগে সূর্যদেবের স্বরূপ প্রকাশক গুণমহিমা কীর্তন করেন, সেই সময় গন্ধর্বগণও তাঁর গুণ কীর্তন করেন এবং অপ্সরাগণ তাঁর রথের অগ্রভাগে নৃত্য করেন। নাগগণ রথের রজ্জু বন্ধন করেন এবং যক্ষগণ ঘোড়াগুলিকে রথে সংযুক্ত করেন এবং সেই সময় শক্তিশালী রাক্ষস গণ সেই রথকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে থাকেন। সেই রথের অভিমুখে দাঁড়িয়ে সম্মুখে ভ্রমণ করতে করতে বালখিল্য নামে খ্যাত ষাট হাজার ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্র সহযোগে সর্বশক্তিমান সূর্যদেবের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করেন। সমস্ত জগৎকে রক্ষা করবার জন্য অনাদি অনন্ত এবং অজরূপ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এইরূপে ব্রহ্মার প্রতিটি দিবসে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভূরূপে এই সকল বিশেষ বিশেষ দলে নিজেকে বিস্তার করেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংক্ষেপ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"পরম ধর্ম ভক্তিমূলক সেবাকে, পরম স্রষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণদেরকে প্রণাম নিবেদন করে এখন আমি সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করব। হে মহান ঋষিগণ, আপনাদের জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অদ্ভুত লীলাকথা আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছি। এই হরিকথা শ্রবণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মানুষের উপযুক্ত কর্ম। এই গ্রন্থ পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির গুণমহিমা

কীর্তন করে, যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত পাপ হরণ করেন। ভগবান শ্রীনারায়ণ, হৃষীকেশ এবং সাত্বতপতিরূপে বর্ণিত হয়ে থাকেন। এই গ্রন্থ পরম সত্যের রহস্য, সৃষ্টির মূল উৎস এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পর্কে বর্ণনা করে। বিজ্ঞান তথা মানুষের দিব্য উপলব্ধি সংযুক্ত ভগবৎ জ্ঞান এবং তা অনুশীলনের পন্থাও এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও বর্ণিত হয়েছে—ভক্তিমূলক সেবা এবং তার আশ্রিত বৈরাগ্যলক্ষণ, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শ্রীনারদমুনির আখ্যান। সেখানে ব্রহ্মশাপে রাজর্ষি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন, দ্বিজোত্তম শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের সংলাপও বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে যোগ সমাধির অভ্যাস করে মানুষ মৃত্যুর সময় মুক্তি লাভ করতে পারে। এই গ্রন্থ ব্রহ্মা ও নারদের সংলাপ, পরমেশ্বর ভগবানের অবতার তালিকা, ক্রমিক পর্যায়ে অব্যক্ত প্রধান থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কথাও বর্ণিত হয়েছে।"

"এই গ্রন্থ বিদুরের সঙ্গে উদ্ধব এবং মৈত্রেয়ের কথোপকথন, এই পুরাণ সংহিতার বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন, প্রলয়ের সময় পরমেশ্বর ভগবানের দেহে সৃষ্টি সংবরণ ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করে। জড়া প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভ থেকে সর্গের সৃষ্টি, ভৌতিক বিকারের দ্বারা সাতটি স্তরের ক্রমবিকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ, যা থেকে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের প্রকাশ—এই সমস্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে কালের সূক্ষ্ম এবং স্থূল গতির বর্ণনা, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে পদ্মের উদ্ভব, পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে হিরণ্যাক্ষ বধের বর্ণনা। দেবতা, পশু এবং অসুর প্রজাতির সৃষ্টি, রুদ্রের জন্ম, অর্ধনারীশ্বর স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাব—ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা রয়েছে। প্রথমা রমণী তথা মনুর উত্তমা পত্নী শতরূপার আবির্ভাব এবং প্রজাপতি কর্দমের ধর্মপত্নীদের সন্তানদের সম্পর্কেও এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।"

"শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের অবতাররূপে মহাত্মা কপিল মুনির অবতার সম্পর্কে এবং সেই ধীমান মহাত্মার সঙ্গে তাঁর মাতা দেবহূতির সংলাপ সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে নয়জন মহান ব্রাহ্মণের বংশধরদের কথা, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ, ধ্রুব চরিত, রাজা পৃথু এবং প্রাচীনবর্হি চরিত, নারদের এবং প্রাচীনবর্হির সংলাপ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের জীবন ইতিহাস ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছে। তারপর, হে ব্রাহ্মণগণ, শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজ নাভি, ভগবান ঋষভদেব এবং মহারাজ ভরতের চরিত্র কথাও বর্ণনা করে। পৃথিবীর মহাদেশসমূহ, অঞ্চল, সমুদ্র, পর্বত এবং নদী সম্পর্কেও শ্রীমদ্ভাগবত বিস্তারিত বর্ণনা করে। মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সন্নিবিষ্টি সংক্রান্ত বর্ণনা, পাতাল এবং নরকের অবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাও সেখানে রয়েছে। প্রচেতাদের পুত্ররূপে দক্ষের পুনর্জন্ম, দক্ষকন্যাদের সন্তান-সন্ততি, যারা দেবতা, অসুর, নর, পশু, সর্প, পক্ষী এবং অন্যান্য বংশধারার সূত্রপাত করেছিলেন—এ সকলের কথাই তাতে বর্ণিত হয়েছে।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, বৃত্রাসুরের জন্ম ও মৃত্যুর কথা, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর কথা এবং দৈত্যোত্তম মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।"

"প্রত্যেক মনুর শাসনকাল, গজেন্দ্রমোক্ষণ এবং প্রতিটি মন্বন্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ অবতার, যেমন হয়শীর্ষাদি—ইত্যাদিও সেখানে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত কূর্ম, মৎস্য, নরসিংহ এবং বামনরূপে জগৎপতির আবির্ভাবের কথা এবং অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে দেবতাদের সমুদ্র মন্থনের কথাও বর্ণনা করে। দেবাসুর মহাসংগ্রামের কাহিনী, বিভিন্ন রাজবংশের আনুক্রমিক বর্ণনা, ইক্ষ্বাকুর জন্ম কথা, তাঁর বংশ এবং মহাত্মা সুদ্যুম্নের বংশের কথা—এই সবই এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। ইলা এবং তারার উপাখ্যান, শশাদ এবং নৃগাদি রাজা সহ সূর্যবংশের বিভিন্ন রাজাদের কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। সুকন্যার উপাখ্যান, শর্যাতি, ধীমান ককুৎস্থ, খট্বাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি মুনি এবং সগরের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।"

"শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য কাহিনী, কোশল রাজার কাহিনী এবং মহারাজ নিমির দেহত্যাগের কাহিনীও বর্ণনা করে। জনক রাজবংশীয় রাজাদের আবির্ভাব কাহিনীও সেখানে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করে কিভাবে শ্রেষ্ঠতম ভার্গব ভগবান পরশুরাম ভূপৃষ্ঠের সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করেছিলেন।

অধিকন্তু এই গ্রন্থ চন্দ্রবংশে আবির্ভূত ঐল, যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্তপুত্র ভরত, শান্তনু এবং শান্তনুপুত্র ভীষ্মদেবের মতো মহিমামণ্ডিত রাজন্যদের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ যদুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহান বংশের কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হলেন, কিভাবে তিনি বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করলেন, তারপর কিভাবে তিনি গোকুলে বর্ধিত হলেন—এ সব কথাই বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। পুতনার স্তন্যপানের সঙ্গে তার প্রাণবায়ুকে শোষণ করা, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত দমন, বকাসুর, বৎসাসুর এবং অঘাসুর বধ, ব্রহ্মাকর্তৃক গোপসখা এবং গোবৎসগণ অপহৃত হলে পর ভগবানের অনুষ্ঠিত লীলা—ইত্যাদি বাল্যলীলার সঙ্গে অনুরাগী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার লীলাকথাও সেখানে কীর্তিত হয়েছে।"

"শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ধেনুকাসুর ও তার সঙ্গীদের বধ করেছিলেন, কিভাবে প্রভু বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন, এবং কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত গোপসখাদের রক্ষা করেছিলেন। কালিয় নাগ দমন, মহাসর্প থেকে নন্দ মহারাজের উদ্ধার, গোপবালিকাদের কঠোর তপস্যা—যার দ্বারা তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করেছিলেন, অনুতপ্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীদের প্রতি ভগবানের কৃপাপ্রদর্শন, গোবর্ধন পর্বত ধারণ এবং তারপর সুরভী গাভী এবং ইন্দ্র কর্তৃক ভগবানের পূজাভিষেক, গোপীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নৈশ লীলা, মূর্খ অসুর শঙ্খচূড়, অরিষ্ট এবং কেশীর নিধন—এই সমস্ত লীলাই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অক্রূরের আগমন, তারপর কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা প্রস্থান, গোপীদের বিলাপ এবং কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা ভ্রমণাদির কথা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে, চাণূর মুষ্টিকাদি মল্লবীরদের এবং কংসাদি অন্যান্য অসুরদের বধ করেছিলেন, এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুদেব সান্দীপনি মুনির মৃতপুত্রকে ফিরিয়ে এনেছিলেন—এ সকল কথাও বর্ণিত হয়েছে।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, তারপর উদ্ধব এবং বলরামের সঙ্গে মথুরায় বাস করার সময়, ভগবান শ্রীহরি কিভাবে যদুবংশের তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে লীলাবিলাস করেছিলেন, এই গ্রন্থ তার বর্ণনা দেয়। বহুবার জরাসন্ধ কর্তৃক আনীত সৈন্যসমূহের নিধন, বর্বর জাতির রাজা কালযবনের হত্যা এবং দ্বারকানগরীর প্রতিষ্ঠার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থ আরও বর্ণনা করে যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাতবৃক্ষ ও সুধর্মা নামক সভাগৃহ আনয়ন করেছিলেন, এবং কিভাবে তিনি যুদ্ধে তাঁর বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে রুক্মিণীদেবীকে হরণ করেছিলেন। বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবের প্রবল জ্বর উৎপন্ন করে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন, কিভাবে ভগবান বাণাসুরের বাহুগুলি কর্তন করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতিকে বধ করেছিলেন এবং তারপর তার নগরীতে আবদ্ধ রাজকন্যাদের উদ্ধার করেছিলেন, এই সমস্ত কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। চেদিরাজের শক্তি ও মৃত্যুর বর্ণনা, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, দুর্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর, পঞ্চজন এবং অন্যান্য অসুরের বর্ণনা, এবং অবশেষে বারাণসী নগরী কিভাবে ভস্মীভূত হয়ে ভূমিসাৎ হয়েছিল—এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের নিযুক্ত করে পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপের ছলে ভগবান কিভাবে নিজ বংশকে সংহরণ করলেন, নারদের সঙ্গে বসুদেবের সংলাপ, উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কথোপকথন যা পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং মানব সমাজের ধর্মনীতি নির্ধারণ করে, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা এবং তারপর কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগবলে মরজগতকে পরিত্যাগ করলেন, সে সব কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।"

"এই গ্রন্থ বিভিন্ন যুগের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার, কলিযুগের উপদ্রব সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা, চতুর্বিধ প্রলয় এবং তিন প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কেও বর্ণনা করে। ধীমান রাজর্ষি বিষ্ণুরাত তথা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, শ্রীল ব্যাসদেব কিভাবে বেদ শাখার প্রবর্তন করলেন, তার ব্যাখ্যা, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির পুণ্যকথা, বিশ্বাত্মা সূর্যদেবরূপে এবং বিরাট পুরুষরূপে ভগবানের বিশ্বরূপের বিস্তারিত বিন্যাস সম্পর্কিত বর্ণনাও সেখানে রয়েছে।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে আপনাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা আমি এখানে উপস্থাপিত করলাম। এই গ্রন্থ ভগবানের লীলা অবতারের লীলার মহিমা পূর্ণরূপে কীর্তন করেছে। পতিত, স্খলিত, ব্যথিত হয়ে কিংবা হাঁচি দেওয়ার সময় কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবেও উচ্চস্বরে বলেন—'ভগবান শ্রীহরিকে প্রণাম', তাহলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হবেন। মানুষ যখন যথাযথরূপে পরমেশ্বর ভগবানের গুণকীর্তন করে কিংবা শুধুমাত্র তাঁর শক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করে, ভগবান স্বয়ং তখন তাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের প্রতিটি চিহ্নকে ধৌত করে, ঠিক যেমন সূর্য অন্ধকার দূর করে কিংবা প্রবল বায়ু প্রবাহ মেঘপুঞ্জকে তাড়িত করে। যে সমস্ত কথা অব্যয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তন করে না, শুধু ক্ষণস্থায়ী জড় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে, সে সকল কথা কেবলই মিথ্যা এবং নিষ্প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত কথা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলীকে ব্যক্ত করে, শুধুমাত্র সে সকল কথাই সত্য, শুভ এবং পুণ্যময়। যে সমস্ত কথা পরম যশস্বী ভগবানের গুণমহিমা বর্ণনা করে, সেই সমস্ত কথা হচ্ছে আকর্ষণীয়, আস্বাদনীয় এবং নিত্য নব নবায়মান। বস্তুতপক্ষে সেই সমস্ত কথা মনের পক্ষে এক নিত্য উৎসব স্বরূপ এবং সেই সমস্ত কথা মানুষের দুঃখ সমুদ্রকে শোষণ করতে পারে। একাই সমগ্র জগতকে পবিত্র করতে সক্ষম যে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত কথা সেই ভগবানের গুণমহিমা কীর্তন করে না, সেই সমস্ত কথাকে কাকের তীর্থক্ষেত্র বলে গণ্য করা হয় এবং দিব্য জ্ঞানে অবস্থিত সন্ন্যাসগণ কখনই ঐ সমস্ত কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। অমল প্রকৃতির সাধু ভক্তগণ শুধুমাত্র অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্তনেই আগ্রহ বোধ করেন। পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা আদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপপঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নিখুঁতভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ ও নির্মলচিত্ত সাধুরা শ্রবণ, কীর্তন এবং গ্রহণ করেন। আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে, তাহলে তা শোভা পায় না। তেমনই অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলেও, যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক ও অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তাহলে আর কি প্রয়োজন? বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় সামাজিক এবং ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে, তপস্যার অনুশীলনে এবং বেদ শ্রবণে মানুষ যে সকল প্রচেষ্টা করে থাকে, সেগুলি চরমে শুধু জড় জাগতিক যশ এবং ঐশ্বর্যলাভেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে এবং সাদরে লক্ষ্মীপতি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যগুণাবলীর কথা শ্রবণ-কীর্তন করে মানুষ তাঁর চরণকমলের কথা স্মরণ করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের স্মৃতি সমস্ত অশুভ দূর করে মানুষকে পরম সৌভাগ্যে পুরস্কৃত করে। এটি হৃদয়কে পবিত্র করে এবং পরমাত্মার প্রতি জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বৈরাগ্যসংযুক্ত ভক্তি দান করে।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা প্রকৃতপক্ষেই পরম ভাগ্যবান, কেননা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান, পরম নিয়ন্তা, সমস্ত জীবের পরমাত্মা, যাঁর ঊর্ধ্বে আর কোনও ঈশ্বর নেই—সেই শ্রীনারায়ণকে আপনারা আপনাদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রতি আপনাদের প্রেম অকৃত্রিম এবং তাই তাঁর আরাধনা করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। সম্প্রতি আমিও ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞানের কথা পূর্ণরূপে অনুস্মরণ করার সুযোগ পেয়েছি যা পূর্বে আমি পরম ঋষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন অনশনে দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে উপবিষ্ট হয়েছিলেন, সেই সময় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে হরিকথা শ্রবণ করিয়েছিলেন এবং সেই ঋষিদের সভায় আমিও উপস্থিত থেকে তাঁর কথা শ্রবণ করেছিলাম।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এইরূপে আপনাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের গুণমহিমা বর্ণনা করলাম, যাঁর অসাধারণ লীলা কীর্তিত হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয়। এই বর্ণনা সমস্ত অশুভ বিনাশ করে। যিনি অক্লান্তচিত্তে অবিরাম প্রতি ক্ষণে প্রতি মুহূর্তে এই গ্রন্থ

আবৃত্তি করেন এবং যিনি শ্রদ্ধা সহকারে এমনকি একটি শ্লোক, কিংবা অর্ধশ্লোক, অথবা একটি পাদ, এমনকি পাদার্ধও শ্রবণ করেন, নিশ্চিতরূপে তিনি তাঁর আত্মাকে পবিত্র করেন। যিনি একাদশী বা দ্বাদশী তিথিতে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন এবং যিনি উপবাসের সময় শ্রদ্ধা সহকারে তা শ্রবণ করবেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হবেন। যিনি মন সংযত করে পুষ্কর, মথুরা বা দ্বারকা নামক পবিত্র তীর্থে উপবাস পূর্বক এই শাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবেন। যিনি শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে এই পুরাণের গুণকীর্তন করেন, দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, পিতৃপুরুষ, মনু এবং পৃথিবীর নৃপতিগণ তাঁদেরকে সমস্ত কাম্য বিষয় দান করেন। ঋক্, যজুঃ এবং সামবেদ পাঠ করে একজন ব্রাহ্মণ যেরকম মধু, ঘি এবং দুধের সরিৎ প্রবাহ আস্বাদন করে, এই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেও তিনি অনুরূপ আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। যে ব্রাহ্মণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে সমস্ত পুরাণের সারাতিসার এই সংহিতা পাঠ করেন, তিনি পরম পদ লাভ করবেন, যা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এখানে বর্ণনা করেছেন। যে ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি ভক্তিমূলক সেবায় দৃঢ়বুদ্ধি লাভ করেন, যে রাজা তা পাঠ করেন, তিনি পৃথিবীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন, বৈশ্য মহা সম্পত্তি লাভ করেন এবং শূদ্র সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হন। সমস্ত জীবের পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীহরি কলিযুগের পুঞ্জীভূত পাপকে ধ্বংস করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য গ্রন্থগুলি অবিরাম তাঁর গুণকীর্তন করে না। কিন্তু সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান অসংখ্য স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী জুড়ে অবিরাম এবং পর্যাপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছেন। আমি সেই অজ অনন্ত পরমাত্মাকে প্রণাম করি, যাঁর স্বীয় শক্তি জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কে কার্যকর করে। এমনকি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শঙ্কর এবং অন্যান্য সুরপতিগণও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি যিনি সনাতন প্রভু, অন্যান্য সমস্ত অধিদেবতাদের অধীশ্বর, যিনি তাঁর নয়টি জড় শক্তিকে বিকশিত করে নিজের মধ্যে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবদের বাসস্থান রচনা করেছেন এবং যিনি সর্বদাই দিব্য শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত। শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। তিনিই এই জগতের সমস্ত অশুভকে পরাভূত করেন। যদিও প্রথমে তিনি ব্রহ্মসুখে মগ্ন ছিলেন এবং অন্যান্য চেতনা ত্যাগ করে নিভৃতে বাস করছিলেন, তবুও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ক পরম মধুরতম লীলায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাই কৃপাপূর্বক পরম সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের লীলা বর্ণনাকারী এই পরম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—"যাঁকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্গণ দিব্য স্তুতির মাধ্যমে এবং উপনিষদ, পদক্রম ও বেদের সব বেদধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে স্তব নিবেদন করেন, সামবেদের কীর্তনকারীগণ যাঁর সম্বন্ধে কীর্তন করেন, সিদ্ধযোগীগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্গত চিত্তে যাঁকে দর্শন করেন, দেবতা এবং অসুরগণ যাঁর অন্ত খুঁজে পান না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি।"

"পরমেশ্বর ভগবান যখন কূর্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঘূর্ণায়মান মন্দার পর্বতের ঘর্ষিত পাথরের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর পৃষ্ঠদেশে কণ্ডুয়ন করা হয়েছিল এবং সেই কণ্ডুয়ন ভগবানকে নিদ্রালু করে তুলেছিল। তাঁর সেই নিদ্রাতুর অবস্থায় তিনি যে শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রবাহ যেন আপনাদের সকলকে রক্ষা করেন। সেই সময় থেকে এমন কি আজ পর্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গরাজি তাঁর শ্বাসের গমনাগমনের মাধ্যমে ভগবানের সেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরই অনুবর্তন করে চলেছে। এখন অনুগ্রহপূর্বক প্রতিটি পুরাণের শ্লোক সংখ্যার সমষ্টি সম্পর্কে শ্রবণ করুন। তারপর এই ভাগবত পুরাণের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য, এটি দান করার যথার্থ পন্থা, সেই দানের মহিমা, এবং অবশেষে এই গ্রন্থ শ্রবণ কীর্তনের মহিমা সম্পর্কে শ্রবণ করুন। ব্রহ্মপুরাণে দশ হাজার শ্লোক রয়েছে, পদ্মপুরাণে পঞ্চান্ন হাজার, শ্রীবিষ্ণু পুরাণে তেইশ হাজার, শিব পুরাণে চব্বিশ হাজার এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে। নারদ পুরাণে পঁচিশ হাজার, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় হাজার, অগ্নিপুরাণে পনেরো হাজার চার শত, ভবিষ্যপুরাণে চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আঠারো হাজার এবং লিঙ্গ পুরাণে এগারো হাজার শ্লোক রয়েছে। বরাহ পুরাণে চব্বিশ হাজার, স্কন্দ পুরাণে একাশি হাজার একশত, বামন পুরাণে দশ হাজার, কূর্মপুরাণে সতেরো হাজার, মৎস্য পুরাণে চৌদ্দ হাজার, গরুড় পুরাণে উনিশ হাজার এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বারো হাজার শ্লোক রয়েছে। এইরূপে সমগ্র পুরাণে সর্ব মোট চার লক্ষ শ্লোক রয়েছে। পুনরায় উল্লেখ করছি, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে। ব্রহ্মার কাছেই পরমেশ্বর ভগবান এই শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা জড় সংসারের ভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের নাভি সঞ্জাত পদ্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সেই সমস্ত বর্ণনায় পরিপূর্ণ যা মানুষকে জড় জীবনে বৈরাগ্য লাভে উৎসাহিত করে এবং সেখানে বর্ণিত ভগবান শ্রীহরির অমৃতময় দিব্য লীলাসমূহ সাধু ভক্ত এবং দেবতাদের দিব্য আনন্দ দান করে। এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদান্ত দর্শনের সারাতিসার, কেননা এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পরম সত্য যা একই সাথে চিন্ময় আত্মা থেকে অভিন্ন, পরম বাস্তব এবং অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থের লক্ষ্য হচ্ছে সেই পরম সত্যের প্রতি কেবল ভক্তিমূলক সেবা লাভ করা। কোনও মানুষ যদি ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপন করে দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করবেন। অন্যান্য পুরাণগুলি সাধু ভক্তদের সভায় ততক্ষণই দীপ্তি বিকীরণ করে যতক্ষণ পর্যন্ত অমৃতের মহাসাগর এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুত না হয়। শ্রীমদ্ভাগবতকে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সার বলে ঘোষণা করা হয়। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃতে তৃপ্তি লাভ করবেন, তিনি কখনই আর অন্য কোনও গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন না। ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠতমা, সমস্ত আরাধ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম, বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবতই হচ্ছে পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, তীর্থক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কাশী যেমন শ্রেষ্ঠতায় অনতিক্রম্য, ঠিক তেমনি সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদের অতি প্রিয় কেননা এতে পরমহংসদের প্রাপ্য পরম অমল জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত দিব্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সহিত জড় জগৎ থেকে মুক্তির উপায় ব্যক্ত করে। যে কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, ভক্তিযুক্ত চিত্তে যথাযথভাবে শ্রবণ কীর্তন করেন, তিনি পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করেন। আমি সেই নির্মল বিশুদ্ধ পরম সত্যের ধ্যান করি যিনি দুঃখ ও মৃত্যু, শোক থেকে নির্মুক্ত এবং যিনি আদিতে স্বয়ং এই অতুলনীয় দিব্যজ্ঞানের প্রদীপ ব্রহ্মার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মা তারপর তা নারদমুনিকে বলেছিলেন এবং নারদমুনি তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে বলেছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থ পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন। আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবান সর্বসাক্ষী বাসুদেবকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি, যিনি কৃপাপূর্বক এই তত্ত্বজ্ঞান মুমুক্ষু ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি সেই যোগীন্দ্র

এবং পরম সত্যের মূর্ত প্রকাশ স্বরূপ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে আমার বিনীত প্রণাম নিবেদন করি। তিনি সংসার-সর্প দষ্ট পরীক্ষিত মহারাজকে মুক্তি দান করেছিলেন।"

"হে দেবেশ, হে নাথ, অনুগ্রহপূর্বক জন্ম-জন্মান্তর ধরে আপনার চরণকমলে আমাদের শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা করার অধিকার দান করুন। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি যাঁর নাম সংকীর্তন সর্বপাপ বিনাশ করে এবং যাঁকে প্রণাম করলে সমস্ত জড় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়।"

দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত

অমল পুরাণ মাহাত্ম্য

(স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত)

এইভাবে ব্রজের অবিরাম সেবার ফলে একদিন আপনার শ্রীউদ্ধবের সাক্ষাৎ লাভ হবে। তখন তিনি আপনাকে ও আপনার মাতৃমণ্ডলীকে ব্রজের রহস্য ও ভগবানের লীলার নির্দেশ দান করবেন।"

"এইরূপে বজ্রনাভ ও রাজা পরীক্ষিৎকে নির্দেশ দেবার পর ঋষিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাজা পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভ তাঁর নির্দেশ শুনে মহানন্দ অনুভব করলেন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তনকারী পরীক্ষিৎ ও কৃষ্ণ-ভার্যাগণের উদ্ধবের সাক্ষাৎ লাভ

মুনিগণ বললেন—"হে সূত গোস্বামী, মহারাজ পরীক্ষিৎ ও রাজা বজ্রনাভ মুনিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্যের আশ্রম থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি করেছিলেন কৃপা করে আমাকে বলুন।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"মহারাজ পরীক্ষিৎ ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হাজার হাজার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও বণিক এনে মথুরা নগরীতে পুনরায় বসতি স্থাপন করলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেখানে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ ও বানরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে তারা ভগবানের প্রিয় পাত্র। মহারাজ পরীক্ষিতের সহায়তায় এবং শাণ্ডিল্য ঋষির কৃপায় কৃষ্ণ যে যে স্থানে তাঁর প্রিয় রাখাল সখা ও সখীদের সঙ্গে লীলা করেছেন ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্থান খুঁজে পেলেন। লীলাস্থলগুলি সঠিকভাবে নির্দেশিত হওয়ার পর যে স্থানে যে লীলা সংঘটিত হয়েছিল, সেই লীলা অনুসারে সেই স্থানের নামকরণ করা হল। এইরূপে তিনি বহু নগর, কুণ্ড, কূপ, কুঞ্জ ও উদ্যানের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ করলেন এবং বহু শিব মন্দির স্থাপন করলেন। তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ যথা, গোবিন্দদেব ও হরিদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর গোটা রাজ্য আনন্দে পরিপূরিত হল কারণ, কৃষ্ণ-ভক্তি সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। ভগবান কৃষ্ণের পূজা কার্যে মাথুরবাসীরা সদা মত্ত। এইভাবে তারা আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে রাজা বজ্রনাভের শাসনের প্রশংসা করেন। একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহকাতরা ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ অপূর্ণ শূন্য মনে তাঁদের সপত্নী কালিন্দীকে সুখী দেখে তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন।"

কৃষ্ণের মহিষীগণ বললেন—"হে রূপবতী কালিন্দী। তোমার মতো আমরাও কৃষ্ণের পরিণীতা। আমরা সকলেই অবিরাম বিরহানলে দগ্ধ হচ্ছি। প্রাণ-সখার অনুপস্থিতিতে আমাদের হৃদয় নিরন্তর পীড়িত। তোমার অবস্থা এরূপ নয়, তাই তুমি সুখী। কেন এমন হল? দয়া করে এর কারণটি আমাদের বল।"

তাঁর সপত্নীদের বিরহ-বেদনা অনুভব করে অতি সমবেদনার সঙ্গে মৃদু হেসে কালিন্দী বললেন—"শ্রীরাধিকা হলেন শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, যিনি আত্মারাম হিসাবে পরিচিত। আমি সদা তাঁর সেবায় রত। এই সেবার প্রভাবে বিরহ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কৃষ্ণের সকল সঙ্গিনীরাই শ্রীরাধিকার সম্প্রসারিত রূপ, এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সদা শ্রীরাধিকার সঙ্গে আনন্দ উপভোগে রত, তাই কৃষ্ণের অপরাপর সঙ্গিনীরাও স্বাভাবতই কৃষ্ণ কর্তৃক উপভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অভিন্নরূপ এবং শ্রীরাধিকাও শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নন। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী রূপে তাঁদের প্রেম প্রকাশিত। শ্রীচন্দ্রাবলী সখী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চন্দ্রসম নখে প্রকাশ। রাধা-কৃষ্ণ সেবায় অত্যধিক লোভ হেতু চন্দ্রাবলী অন্য

কোন রূপ গ্রহণ করেননি। আমি নিজ শ্রীরুক্মিণী এবং অন্য সখীদের শ্রীরাধিকার নিকট অবস্থিত দেখেছি এবং তোমরাও কৃষ্ণ থেকে কখনও পৃথক হওনি। এই রহস্য তোমাদের অজানা বলে তোমরা অভিভূত। পূর্বে অক্রুর যখন বৃন্দাবনে এসেছিলেন, গোপীরা তখন একই রকম বিচ্ছেদের অনুভূতি উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও সেটি প্রকৃত বিচ্ছেদ ছিল না। এটা ছিল শুধু বিচ্ছেদের প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু উদ্ধব এসে যখন তাদের সান্ত্বনা দিলেন, তাদের বিরহ-বেদনা তখন নিবৃত্তি হল। এখন তোমরা যদি উদ্ধবের সাহচর্য লাভে সক্ষম হও, তবে তোমরাও তোমাদের দয়িত শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিত্য লীলার সুখ অর্জন করতে পারবে।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"হে মুনিগণ। কৃষ্ণের মহিষীগণ যখন এইভাবে নির্দেশিত হলেন, তখন তাঁরা আবার সদা-আনন্দময়ী কালিন্দীকে সম্বোধন করলেন। সকলেই তখন যেকোনভাবে উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে অতিশয় লালায়িত হলেন, যাতে সকলেই তাঁদের প্রিয়তমের নিত্য সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।"

কৃষ্ণ-মহিষীগণ বললেন—"হে সখি, তোমার জীবন মহিমময়, কারণ তুমি তোমার জীবনে কখনও প্রভুর বিরহ-বেদনা উপলব্ধি কর নি। আমরা তোমার মতো রাধারাণীর পরিচারিকা হতে ইচ্ছা করি। কিন্তু, হে কালিন্দী, তুমি আমাদের বলেছ যে উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হবে। সুতরাং দয়া করে বল কিভাবে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি।"

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"সপত্নীদের কথা শুনে কালিন্দী চৌষট্টি গুণের পূর্ণ অধিকারী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। ভগবান কৃষ্ণ সর্বোচ্চ লোকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে তিনি তাঁর সেবক উদ্ধবকে বললেন যে পারমার্থিক কাজে মগ্ন হওয়ার উপযুক্ত স্থান হল বদরিকাশ্রম। সেই নির্দেশানুসারে উদ্ধব সেখানে থেকে গেলেন এবং ভগবান উদ্ধবকে যে শিক্ষা দান করেছেন সেই একই শিক্ষা লাভের জন্য যারা সেখানে আসে তাদের নির্দেশ দিতে লাগলেন। যেখানে নিত্য চর্চার ফল লাভ করা যায় সেই ধামের রহস্য সম্বন্ধে ভগবান উদ্ধবকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু নিত্য-চর্চার ফলের মূর্ত রূপ লাভের জন্য ভগবান কৃষ্ণ স্পষ্টতই এখন ত্যাগ করেছেন। উদ্ধবকেও আর এখানে দেখা যাচ্ছে না। ব্রজের ধূলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার অভিলাষী হয়ে উদ্ধব নিশ্চিতই লতারূপে গোবর্ধনের কাছে সখীকুণ্ডে বাস করছেন। ভগবান কৃষ্ণের উৎসবের মূর্ত রূপ হলেন উদ্ধব। তাই বজ্রনাভের সঙ্গে কুসুম সরোবরে গিয়ে সেখানে একটি উৎসবের আয়োজন কর। ভগবানের ভক্তদের জড় করে বীণা, বাঁশী ও মৃদঙ্গ সহযোগে ভগবানের পবিত্র নাম ও লীলা কীর্তন করে এক বিরাট উৎসবের সূচনা কর। এইভাবে উৎসবের সম্প্রসারণ হলে উদ্ধব অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হবেন এবং তাঁর কৃপায় তোমাদের সকল বাসনা চরিতার্থ হবে। কালিন্দীর এই সকল কথা শোনার পর ভগবান কৃষ্ণের মহিষীগণ অতীব তুষ্ট হলেন। কালিন্দীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা চলে গেলেন এবং তারা যা শুনেছেন সব বজ্রনাভ পরীক্ষিৎকে বললেন।"

"তাদের বক্তব্য শোনার পর পরীক্ষিৎ মহারাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাদের সঙ্গে কুসুম-সরোবরে গিয়ে সেখানে এক উৎসব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করেন। গোবর্ধন থেকে অল্প দূরে সখীস্থলীতে তারা নাম সংকীর্তন উৎসব শুরু করেন। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর প্রণয়িনী বৃষভানু নন্দিনীর সঙ্গে যেখানে লীলা উপভোগ করেছেন সেখানে তারা ভগবানের পূজা করলে স্থানটি এক অসাধারণ দৃশ্যে রূপান্তরিত হল। ভগবান কৃষ্ণ আরাধনায় তারা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হলেন। তখন তৃণ-গুল্ম, বৃক্ষ লতা ও লতা-কুঞ্জের ভিতর থেকে সবার সামনে শ্রীউদ্ধব উপস্থিত হলেন। তাঁর শ্যামবর্ণ দেহাঙ্গ এবং পরিধানে পীত বসন। বনফুল ও গুঞ্জার মালা দ্বারা তিনি সজ্জিত। তিনি অবিরত গোপী-বল্লভের গুণ গাইছেন। তারপর স্ফটিক গৃহের ওপর চন্দ্রালোক পতিত হলে সংকীর্তন উৎসবের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। সেখানে তাঁর আগমনের ফলে প্রত্যেকেই আনন্দ সাগরে ডুবে গেলেন, তারা কি করছিলেন তা ভুলে গেলেন। তাদের বাহ্য-জ্ঞান ফিরে আসার পর তারা ভগবান কৃষ্ণ সদৃশ উদ্ধবকে দেখতে পেলেন। তাঁর পূজা করে তারা তাদের সকল বাসনা পূর্ণ করলেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

বক্তা ও শ্রোতার গোলোকধাম প্রাপ্তি

শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—"প্রত্যেককে কৃষ্ণ পূজায় রত দেখে শ্রীউদ্ধব প্রথা জ্ঞাপন করে তাদের আলিঙ্গন করে পরীক্ষিৎ মহারাজের সঙ্গে কথা বললেন।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"হে রাজন্, আপনি নিশ্চিতই মহান। আপনার চিত্ত এই সংকীর্তন উৎসবে নিবিষ্ট হওয়ায় ভগবান কৃষ্ণের প্রতি আপনার অখণ্ড ভক্তিযোগের ফলে আপনার কামনা পূর্ণ হয়েছে। এটা আপনার মহা সৌভাগ্য যে বজ্রনাভ ও কৃষ্ণ-মহিষীদের প্রতি আপনার অতুলনীয় স্নেহ বর্তমান। এটা সম্পূর্ণ সঠিক, কারণ ভগবান কৃষ্ণ আপনাকে এই তনু ও তত্ত্ব দিয়েছেন। ভক্তবাসীদের মধ্যে তাঁরা সর্বাপেক্ষা মহান। এতে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান কৃষ্ণ রক্ষিরূপে সঙ্গে দিয়ে তাদের ব্রজে পৌঁছে দিতে অর্জুনকে আদেশ করছেন, যাতে তাঁরা সেখানে বসবাস করতে পারেন। শ্রীমতী রাধারাণীর আননের অশ্রুসজল আলোয় আলোকিত ভগবান কৃষ্ণের ইন্দু-সদৃশ চিত্ত অবিরাম শ্রীরাধার লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনকে আলোকিত করছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্যসকলভাবে পূর্ণ। হাজার হাজার চিৎ-কণা কৃষ্ণের চৌষট্টি গুণ থেকে নির্গত হয়ে সকল দিকে আলোকিত হচ্ছে। চৌষট্টিটি মুখ্য গুণের অধীশ্বর পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কৃষ্ণ অবিরাম এই ব্রজভূমিকে আলোকিত করছেন। হে রাজন্, ভগবান কৃষ্ণের বক্ষিস্পন্দন অধীনের তত্ত্ব নাগনগরী বৃন্দাবনের বালমুল। এই অবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার মাধ্যমে সকলকে বিভ্রান্ত করেছেন। মায়ার প্রভাবে সকলে তাদের স্বাভাবিক অবস্থান ভুলে শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রকাশ না হলে কেউই তার স্বাভাবিক অবস্থান উপলব্ধি করতে পারে না। জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রকাশ মায়ার দ্বারা আবৃত। দ্বাপর যুগের শেষে অষ্ট-বিংশতিতম যুগ চক্রে ভগবান হরি যখন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে মায়ার আবরণ উন্মোচন করেন, তখন তিনি প্রকাশিত হন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই সব প্রকট-লীলার সমাপ্তি শেষ হয়েছে। অতএব এখন আমি কারও হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রকাশের উপায় সম্বন্ধে আপনাকে বলব। শ্রীমদ্ভাগবত থেকেই ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। ভক্ত যখন এবং যেখানেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্তন করেন, তখনই এবং সেখানেই ভগবান স্বয়ং উপস্থিত হন। যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বা অর্ধ-শ্লোকও পাঠ হয় ভগবান কৃষ্ণ তাঁর অতি প্রিয় গোপীদের সঙ্গে সেখানে আবির্ভূত হন। ভারত-ভূমিতে মানব জন্ম লাভ করার পর যারা পাপবশত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে না তারা আত্ম-হননের পথ নেয়। যে ব্যক্তি নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তন করে সে তার স্ত্রী ও পিতা-মাতার পূর্বপুরুষদের মুক্তি দেয়।"

"শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রবণের ফলে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানালোকিত হয়, ক্ষত্রিয়েরা শত্রু-বিজয় করে, বৈশ্যেরা ধনার্জন করে এবং শূদ্রেরা রোগমুক্ত হয়। নারী ও নীচ বর্ণের লোকদের আশা পূর্ণ হয়। কাজেই কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তন করবে না? বহু জীবন সদাচার করার পর যখন কারও পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, তখন তার শ্রীমদ্ভাগবত লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ফলে ভগবৎ-অনুভূতি জাগরিত হয় এবং অন্তরে ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। বহু পূর্বে দেবগুরু বৃহস্পতি সাংখ্যায়ন ঋষির কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। বৃহস্পতি সেই একই বিষয় আমাকে বর্ণনা করেছেন। তাই আমি ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সখা হতে সক্ষম হয়েছি। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবগুরু আমাকে একটি কাহিনী বলেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে সেটি আমার কাছে শুনুন। এই কাহিনী থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের পদ্ধতি জানতে পারা যায়।"

দেব-গুরু বৃহস্পতি বললেন—"হে উদ্ধব, ভগবান কৃষ্ণ যখন পুরুষাবতার গ্রহণ করে সৃষ্টির অভিপ্রায়ে জড় প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তখন তিন মহান ব্যক্তিত্ব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জড় প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সহ আবির্ভূত হলেন। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ তখন তিন ব্যক্তিত্বশালী দেবতার মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্যের ভার বন্টন করে দিলেন। ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে আবির্ভূত হলেন।"

ব্রহ্মা বললেন—"হে প্রভু! আপনাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। 'নার' নামে দিব্য বারিতে শায়িত হয়ে আপনি নারায়ণরূপে পরিচিত। আমার সকল কারণের মূল রূপে আপনি আদি-পুরুষ। হে ভগবান, আমি পাপী এবং রজঃ আবেশ পূর্ণ, তবুও আপনি আমাকে সৃষ্টি করতে নিয়োগ করেছেন, তাই আপনার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণে আমার এই সৃষ্টির কাজ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।"

দেবগুরু বললেন—"ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর কাছে এই সকল প্রার্থনা করার পর ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ দান করে তাঁকে বললেন 'তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য সর্বদা এই শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা কর।' শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি পেয়ে ব্রহ্মা অতীব সন্তুষ্ট হলেন কৃষ্ণ প্রাপ্তি এবং সপ্ত লোক ভেদের আশায় তিনি সাতদিন ধরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলেন। সাতদিন যোগ-যজ্ঞের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবত সেবার পর ব্রহ্মার সকল বাসনা পূর্ণ হল। তখন থেকে তিনি সর্বদা সৃষ্টির বিস্তার কার্যে রত হলেন এবং বারবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে থাকলেন। ব্রহ্মার মতো ভগবান বিষ্ণুও তাঁর বাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করলেন, যাতে তিনি সৃষ্টি-পালন কার্যে নিযুক্ত থাকতে পারেন।"

ভগবান বিষ্ণু বললেন—"হে প্রভু, জগৎপ্রভু কাল এবং দার্শনিক জ্ঞানের জন্য আমি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গ গ্রহণ করব। আপনার আদেশক্রমে আমি যথাযথভাবে জীবের পালন করব। কালক্রমে যখনই ধর্মের অধঃপতন ঘটবে, তখনই সেই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হব। যারা জড় জাগতিক উপভোগের প্রত্যাশী আমি অবশ্যই তাদের যজ্ঞের ফল দান করব এবং যারা ত্যাগী ও মুক্তি প্রত্যাশী তাদের আমি সালোক্য থেকে শুরু করে পাঁচ প্রকারের মুক্তি দান করব। অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন কিভাবে আমার প্রেমময়ী লক্ষ্মী এবং পাঁচ প্রকার মুক্তির প্রতি অনাগ্রহীদের পালন করি।"

বিষ্ণুর প্রার্থনা শোনার পর বিশ্বের আদির মূলের প্রভু নারায়ণ তাঁকে বললেন—"তোমার সকল বাসনা পূরণের জন্য কেবল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং নারায়ণের কাছ থেকে এই নির্দেশ পেয়ে খুবই তুষ্ট হলেন। তিনি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে প্রতি মাসে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে মগ্ন হলেন। এইভাবে তিনি সৃষ্টি পালনে সক্ষম হয়েছিলেন। যখনই ভগবান বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, লক্ষ্মীদেবী শ্রবণ করেন। এতে পুরো এক মাস সময় লাগল। আবার যখন লক্ষ্মীদেবী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তখন বিষ্ণু শোনেন। এতে শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদনে সময় লাগে দু'মাস। তখন সেই সব বিষয় খুবই রুচিকর হয়ে ওঠে। এর কারণ হল বিষ্ণু সৃষ্টি পালনে নিযুক্ত থাকেন বলে অন্যমনস্কতাই তাঁর থাকে। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর ক্ষেত্রে এমন হয় না। তিনি পরিপূর্ণ শান্ত। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় বিশদভাবে তাঁর অন্তরে নির্দলিত হয়।"

"তারপর শ্রীনারায়ণ শিবকে ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত করলেন। নিজের ক্ষমতা বিস্তারে শিবও শ্রীনারায়ণের কাছে প্রার্থনা করলেন।"

শ্রীরুদ্র বললেন—"হে ঈশ্বরের ঈশ্বর, চিন্ময়ী, ক্ষণিক ও আত্যন্তিক—এই তিন প্রকার ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত হওয়ায় আমার ক্ষমতা আছে। কিন্তু হে প্রভু, চরম ধ্বংসের ক্ষমতা আমার নেই। এই কারণে আমি খুবই অসুখী। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।"

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—"মহাদেবের প্রার্থনা শুনে ভগবান নারায়ণও শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ে তাঁকে নির্দেশ দিলেন। শ্রীমহাদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে অজ্ঞানতাকে জয় করলেন। তারপর সদাশিব কল্প কল্পান্তাধিক কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এইভাবে তিনি চরম ধ্বংসের ক্ষমতা অর্জন করেন।"

শ্রীউদ্ধব বললেন—"আমার গুরু শ্রীবৃহস্পতির মুখে আমি শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি, কারণ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ শুনে সন্তুষ্ট হয়েছি। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে এক মাস শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করেছি। এই সেবা-প্রভাবে আমি ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সখা হয়েছি, তাই তিনি তাঁর প্রিয় গোপীদের সেবার জন্য আমাকে বৃন্দাবনে পাঠালেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ অবিরাম লীলা উপভোগ করলেও গোপীরা বিরহে আমাদের বিলাপ

সুন্দরভাবে তারই যদি পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে বলে তোতা-শ্রোতা। ক্ষীর সমুদ্রে মৎস্য যেমন পলকহীন চোখে নীরবে দুধ পান করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বক্তার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে নীরবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে তার রসাস্বাদন করে, তাকে মীন-শ্রোতা বলা হয়। কাননে সুমিষ্ট মুরলী ধ্বনিতে আকৃষ্ট মৃগ যেমন নেকড়ের দ্বারা জীবনান্ত হয়, তেমনি মূর্খ শ্রোতার উচ্চারিত শব্দ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর বিষয় শ্রবণে রত ভক্তের মনে মর্মবেদনার সৃষ্টি করে, তবে সেই শ্রোতাকে নেকড়ে-শ্রোতা বলে। হিমালয়ে বাসকারী ভুরুণ্ড পাখি যেমনটি নির্দেশবাক্য শোনে নিজে আচরণ না করে তেমন নির্দেশ বাক্য অপরকে বলে, যে ব্যক্তি নিজে যে সকল নির্দেশ মানে না, কিন্তু অন্যকে তাই শিক্ষা দেয়, তাকে ভুরুণ্ড-শ্রোতা বলে। যতের কাছে সুমিষ্ট আঙুর বা কটু গন্ধ যুক্ত খোলের কোন পার্থক্য নেই, তদ্রূপ সকল প্রকার বিষয়ের মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করার বুদ্ধি নেই বলে এরূপ শ্রোতাকে বৃষ বা বৃষ শ্রোতা বলে। মিষ্ট আম পল্লব পরিত্যাগ করে উষ্ট্র তিক্ত নিম পত্র চর্বণ করে, তেমনি ভগবান সম্বন্ধে মধুর বাক্য বর্জন করে জাগতিক বিষয় শ্রবণে আগ্রহী ব্যক্তিকে উষ্ট্র বা উট-শ্রোতা বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর শ্রোতা ছাড়াও আরও অনেক উপশ্রেণী আছে। যেমন, ভ্রমর ও গর্দভ—যাদের স্বাভাবিক আচরণের লক্ষণ বাহিরে দেখা যায়। বক্তারা বলেন যে তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রোতা, যিনি বক্তার সামনে এসে তাঁকে যথাযোগ্য প্রণাম নিবেদন করেন এবং যিনি সব রকমের জাগতিক বিষয় বর্জন করে ভগবান হরির লীলাকথা শ্রবণে আগ্রহী ও দক্ষ। তিনি বিনীতভাবে শিষ্যের ন্যায় জোড়হস্তে ভগবৎকথা শ্রবণে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ভগবানে তার পূর্ণ আস্থা আছে। বিভিন্ন গ্রন্থ করতে তার আসক্তি আছে এবং যা তিনি শোনেন গভীরভাবে তার চিন্তা করেন। ভগবানের ভক্তদের তিনি একজন প্রিয় সখা। তারাই হলেন শ্রেষ্ঠ বক্তা, মুনি-ঋষিরা যাদের শ্রদ্ধা করেন এবং যারা বাসনাশূন্য মনে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তারা সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পতিতের প্রতি করুণাময় এবং বিভিন্ন যুক্তিদ্বারা সত্য অন্বেষণ হতে তারা দক্ষ।"

"হে ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ভারত ভূখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের পদ্ধতি কৃপা করে শ্রবণ করুন। এই সব নিয়মাবলী গ্রহণ করলেই চিরস্থায়ী সুখ লাভ করা যায়। চার প্রকারের ভাগবত সেবা আছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এবং নির্গুণ। বিভিন্ন প্রকার পূজার উপকরণ ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জাঁকজমকপূর্ণ যজ্ঞের ন্যায় সাতদিনে সানন্দে সম্পাদিত ত্বরান্বিত সেবাকে বলা হয় রাজসিক ভাগবত-সেবা। যে সেবা একমাস বা দুমাস ব্যাপী প্রসন্ন উপলব্ধি সহ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পাদন করা হয় এবং এইভাবে কারও আনন্দ বৃদ্ধি পায়, তাকে বলে সাত্ত্বিক ভাগবত-সেবা। এক বছর ধরে যে সেবা ধীরে কিন্তু বিশৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে থাকে, যে সেবা আনন্দ দেয় এবং যেখানে স্মৃতি ও বিস্মৃতি উভয়ই বর্তমান, সেই সেবা হল তামসিক-সেবা। আর যে সেবায় সময়ের কোন হিসাব নেই—প্রেম ও ভক্তিতে অবিরাম অনুষ্ঠিত হতে থাকে সেটা হল নির্গুণ ভাগবত-সেবা। নিশ্চিত জেনো যে মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শুকদেব গোস্বামী নির্গুণ ভাগবত-সেবা করেছিলেন, বাস্তবে যদিও মহারাজ পরীক্ষিতের মাত্র সাতদিন এই ভাগবত শ্রবণের সুযোগ হয়েছিল, কারণ তাঁর আয়ু ওই সাতদিন মাত্রই অবশিষ্ট ছিল। যে কোন স্থানে বা ইচ্ছামতো যে কোন ভাবে কেউ ভাগবত শ্রবণ করতে পারে—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক বা নির্গুণ যেভাবেই হোক না কেন। শ্রীমদ্ভাগবত তাদের কাছেই একমাত্র সম্পদ যারা সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনাশূন্য এবং ভগবান কৃষ্ণের লীলা কীর্তন ও জপের রসাস্বাদনে লোভী। জড় অস্তিত্বের দুঃখ-কষ্ট ও মুক্তির বাসনার প্রতি নির্লিপ্ততাই জাগতিক রোগারোগ্যের ঔষধ। অতএব প্রত্যেকেরই সতর্কতার সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত সেবা করতে হবে। কলি যুগে জড় উপভোগ ও জড় জাগতিক জীবনে উন্নতি-অভিলাষী কর্মীরা শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে তাদের অভিপ্রেত সকল বস্তুই লাভ করবে। শারীরিক অক্ষমতা, সম্পদ ও জ্ঞানের অভাবে কলি যুগে কর্মের পথে পূর্ণতা প্রাপ্তি খুবই বিরল। সুতরাং যারা মঙ্গলকামনা প্রত্যাশী তাদের সর্বতোভাবে ভাগবত-সেবা করা উচিত। ভাগবত প্রসন্ন কাউকে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, কলত্র, হস্তি, অশ্ব, যশ, অট্টপ্রাসাদ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য দানে সক্ষম। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা দ্বারা কেউ জড়বাসনা

থেকেই এই দিকে এবং সকল বাসনা উপভোগ করতে পারে এবং দেহত্যাগের পর পরম পুরুষ ভগবানকে লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনায় নিরত হয়ে আত্মনিবেদনে অন্যের সেবা করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত বিনা বাড়িতেও কেউ করেও শ্রীমদ্ভাগবত সেবার ফল লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দুই শ্রেণীর পাঠক ও শ্রোতা আছে। কেউ কৃষ্ণকে চায়, কেউ চায় জাগতিক উন্নতি। কৃষ্ণ-সম্পর্কহীন যে কোন প্রকার উন্নতিকেই জাগতিক উন্নতি বলা হয়। সুতরাং পাঠক ও শ্রোতা যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবত-সেবার সুখ বেড়ে যায়। পাঠক ও শ্রোতা একই শ্রেণীভুক্ত না হলে অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং কোন ফল লাভ হয় না। এমন পরিস্থিতিকেই রসভঙ্গ বলে। কিন্তু কৃষ্ণকামী কোন ব্যক্তি-বক্তাই হোক বা শ্রোতাই হোক—বিলম্বে হলেও সে নিশ্চিতই তার লক্ষ্যে পৌঁছবে। নিয়মানুবর্তিতা মেনে কাজ করলে সম্পদ অভিলাষী বক্তা এবং শ্রোতা অন্তে নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছবে। কিন্তু অপার্থিব বক্তা ও শ্রোতা যাঁরা কৃষ্ণকেই পেতে চান, তাঁরা নিয়ম-কানুন না মানলেও অন্তে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবেন, কারণ ভগবৎ প্রেমই তাঁদের কাছে একমাত্র নিয়ম। জড়-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সকল নিয়ম-কানুন অবশ্য খুব দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাকে প্রতিদিন সকালে নিয়মিত প্রাতঃস্নান করতে হবে এবং রোজকার পূজা-পাঠ সমাপনান্তে ভগবানে শ্রীহরির চরণামৃত গ্রহণ করতে হবে। তারপর বক্তা বা শ্রোতাকে উপযুক্ত উপকরণাদি দিয়ে তাদের গুরুদেব এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করতে হবে। আনন্দপূর্ণ মানসিকতায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তন করতে হবে। মৌনব্রত অবলম্বন করে শুধু দুধ অথবা মিষ্টান্ন ভোজন করা উচিত। তাকে ভূমিশয্যায় শয়ন করে, ক্রোধ ও লোভ পরিহার করে ব্রহ্মচর্য-ব্রত অনুশীলন করতে হবে।"

"শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শেষে অধিকারী ভগবানের নাম কীর্তন করতে হবে এবং শেষদিন তাকে বিভিন্ন রজনী যাপন করে ব্রাহ্মণদের ভোজন ও দান-দক্ষিণার দ্বারা তুষ্ট করতে হবে। গুরুদেবকে পূজার্চনা করে তাঁকে বস্ত্র, অলংকার ও গো-দান করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই সকল বিধি-নিয়ম মেনে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে নিশ্চিতই তার সকল বাসনা পূর্ণ হবে। জাগতিক বাসনাযুক্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে সুন্দরী ভার্যা, সন্তান-সন্ততি, রাজ্য বা সম্পদ পেতে পারে। কিন্তু এইরূপ বাসনা শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবানের কাছে উপহাসের শামিল। শ্রীমদ্ভাগবত হল বৈদিক সাহিত্যের বাসনা-বৃক্ষের সুপক্ক ফল। শ্রীশুকদেব গোস্বামী কলিযুগে এই ফলটি বিশ্বকে অর্পণ করেছেন। তাঁর অধর স্পর্শে এটি সুধাতুল্য হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার এটি হল প্রত্যক্ষ উপায় এবং এটি নিত্য ভগবৎ প্রেম প্রদান করে থাকে।"

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলাফল ও এই শ্রবণ-বিরোধীদের অবস্থার বর্ণনা

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—"হে পিতামহ ব্রহ্মা, বিশ্বাসের সঙ্গে এই বিখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি শ্রবণ করা উচিত। নিশ্চয় জেনো যে এরূপ শ্রবণই আমাকে তুষ্ট করার একমাত্র পন্থা। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে নিষ্ফলাদের গো-দানের ফল সে অক্ষরে অক্ষরে লাভ করে থাকে। যে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবতের অর্ধ বা এক চতুর্থাংশ শ্লোকও পাঠ বা শ্রবণ করে, এক সহস্র গো-দান জনিত ফল সে লাভ

করে। প্রিয় বৎস, যে সম্পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে, অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল তার লাভ হয়। প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় বৈষ্ণব যেখানে ভাগবত প্রসঙ্গের আলোচনা হয় সেখানে নিজেই হাজির হন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকারীরা কলির প্রতিক্রিয়ার বহির্ভূত। নিজ গৃহে বসে যারা বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়, এমন কি তারা দেবতাদেরও পূজ্যই হয়ে থাকে। এই কলিযুগে যারা নিজ গৃহে নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত পূজা করে এবং নিশ্চিত চিত্তে নৃত্য করে, তাদের প্রতি আমি অতীব তুষ্ট।"

"হে প্রিয় বৎস, যতদিন পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি কারও গৃহে থাকে, ততদিন পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষেরা দুধ, ঘি, মধু ও জল উপভোগ করে। ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত কোন বৈষ্ণবকে দান করে, লক্ষ লক্ষ কল্প সে আমার আলয়ে বাস করে। নিজ গৃহে যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবত অর্চনা করে, এক কল্পকাল ধরে সে দেবতাদের তুষ্ট করে। কারও গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্ধ বা এক চতুর্থাংশ শ্লোকও যদি থাকে তবে সেটা গৌরবের। অন্য সাহিত্যের হাজার হাজার গ্রন্থ সংগ্রহের কী প্রয়োজন? কলি-যুগে কেউ যদি তার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি না রাখে তবে সে কখনও যমরাজের কবল মুক্ত হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি যে নিজগৃহে রাখে না কলি-যুগে সে কি করে বৈষ্ণব বলে বিবেচিত হতে পারে? সে চণ্ডাল অপেক্ষাও ঘৃণ্য।"

"প্রিয় বৎস, বিশ্বপতি, আমার ও বৈষ্ণবদের আনন্দের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি ভক্তিসহকারে কারও সংরক্ষণ করা উচিত। কলি-যুগে যেখানেই পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, সেখানেই সকল দেব-দেবী সমভিব্যাহারে আমি বাস করি। প্রিয় বৎস, যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত কথা আলোচনা হয়, সেখানেই সকল পবিত্র নদ-নদী, কুণ্ড, হ্রদ, সকল যজ্ঞ, সপ্ত তীর্থ ক্ষেত্র—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী (উজ্জয়িনী) ও দ্বারকা—এবং পবিত্র পর্বতসমূহ উপস্থিত থাকে। হে বিশ্বপতি, যশ, ধার্মিকতা, বিজয়, পাপমুক্তির জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত। ভাগবত শ্রবণের ফলে ধার্মিক হয় এবং সর্ব রোগ ও পাপ মুক্ত হয়ে দীর্ঘ-জীবন লাভ করে। হে বিশ্বপতি, আমি সত্য বলছি : যারা শ্রীমদ্ভাগবতের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য শ্রবণ করে না, অথবা এটি শ্রবণের পর সুখ প্রকাশ করে না, সে যমরাজের এক্তিয়ারে আবদ্ধ থাকে। হে প্রিয় বৎস, যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতে বিশেষত একাদশীর দিনে অন্য কোথাও যেতে না পারে তার মতো পাপী আর কেউ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি, অর্ধ, বা এক চতুর্থাংশ শ্লোকও যার গৃহে থাকে আমি সেখানেই বাস করি। ভাগবত শ্রবণে যে নিষ্কলুষ অর্জন করা যায়, বদরিকাশ্রম দর্শনে বা প্রয়াগ-সঙ্গমে অবগাহন করেও সেই শুদ্ধতা অর্জন করা যায় না।"

"হে চতুরানন ব্রহ্মা, গাভী যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বৎসকে অনুসরণ করে আমিও তেমনই যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত প্রসঙ্গের আলোচনা হয় সেখানেই গমন করি। শ্রীমদ্ভাগবত কথন ও শ্রবণ উপভোগকারীকে আমি কখনও পরিত্যাগ করি না। পবিত্র ভাগবত গ্রন্থ দেখে যে তাঁকে শ্রদ্ধা করে না, তার অতীতের সঞ্চিত পুণ্য সে হারিয়ে ফেলে। ভাগবতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে যে দাঁড়িয়ে এই গ্রন্থের প্রতি প্রণাম নিবেদন করে অচিরে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে যে পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করে, প্রতি পদক্ষেপে তার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এ-সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধায় দাঁড়িয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে প্রণাম নিবেদন করে, আমি তাকে ধন-সম্পদ, ভার্যা, সন্তানাদি ও ভক্তিপূর্ণ সেবা দান করি।"

"প্রিয় বৎস, যারা ষোড়শোপচারে শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে ও ভক্তি সহকারে ভাগবত শ্রবণ করে তাদের দ্বারা আমি নিয়ন্ত্রিত। হে ব্রহ্মা, হে সুব্রত, সব রকম উৎসবের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-আলোচনা উৎসবই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার সন্তুষ্টির জন্য যারা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে ও ভক্তিসহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে এবং যারা বস্ত্র, অলংকার, পুষ্প, প্রদীপ ও ধূপ-ধুনা ইত্যাদি সুগন্ধী দ্রব্য দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে তারা সতীনারী তার পতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।"

অমল পুরাণ মাহাত্ম্য সমাপ্ত

বংশপরম্পরা সারণী

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা সাত
(চন্দ্রদেব সোমের বংশধরগণ)

বংশপরম্পরা সারণী—তালিকা আট
(পুরূরবার বংশধরগণ)

(প্রতীপের বংশধরগণ)
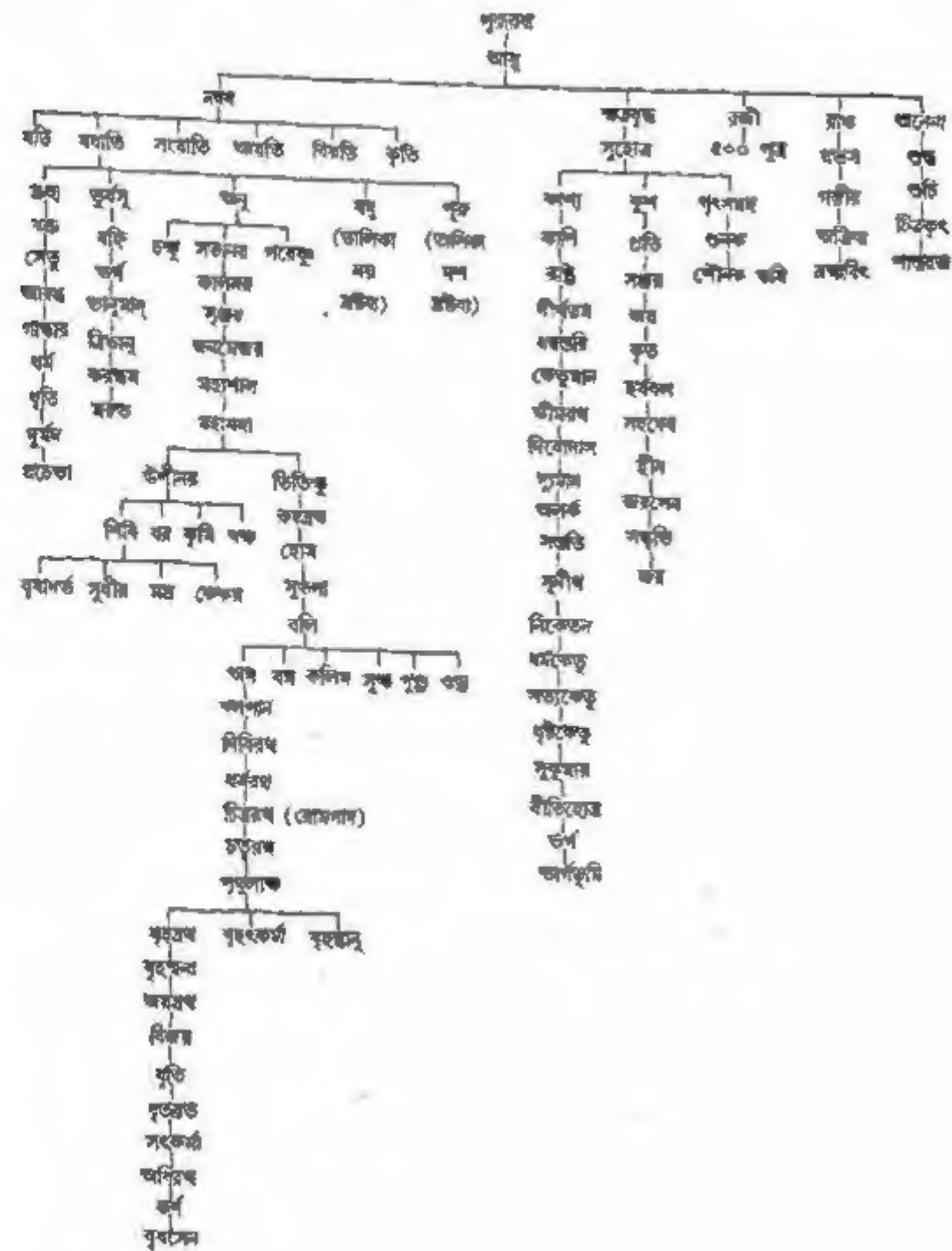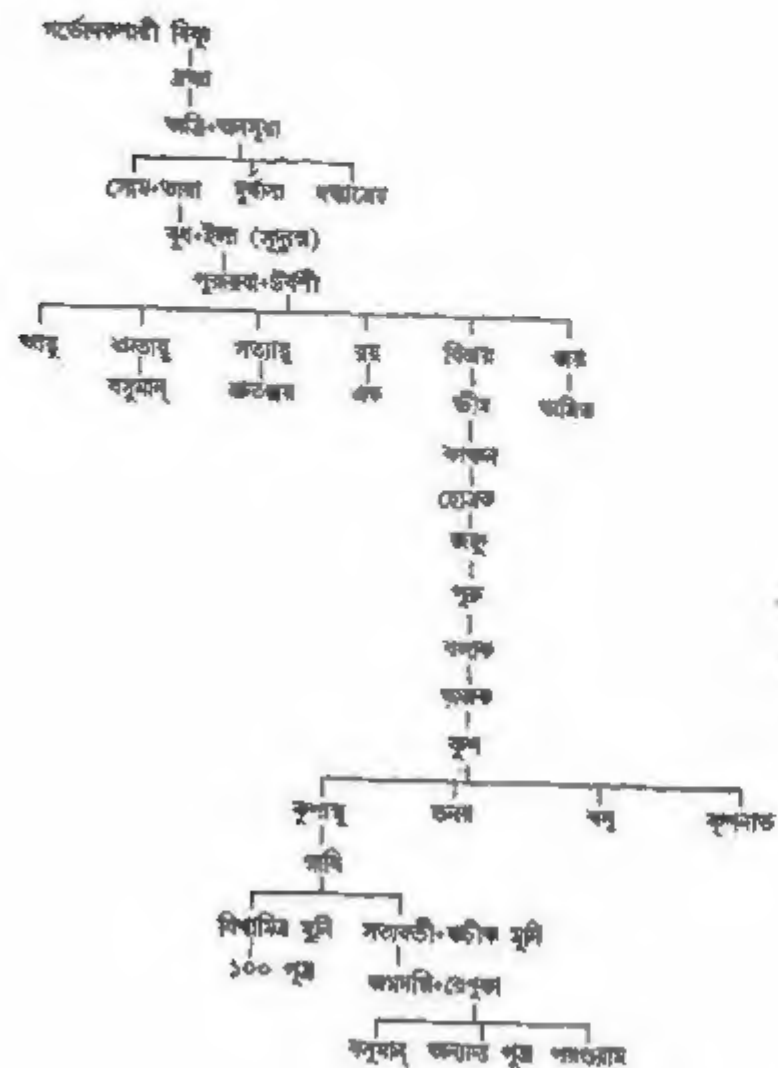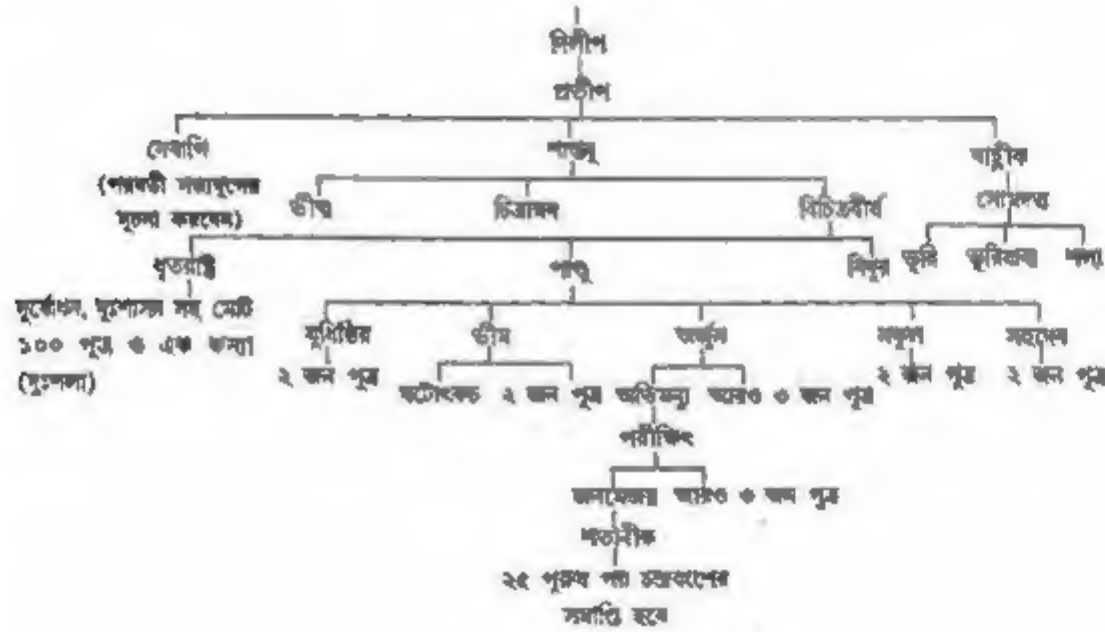
বংশপরম্পরা সারণী সমাপ্ত

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলিকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজে হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের তর্জমা ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'পরলোকে সুগম যাত্রা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৬৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর গ্রন্থাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট'। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর সুব্যবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচির পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা ক'রে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।